শ্রীশ্রী
চৈতন্যচরিতামৃত
(মধ্য-লীলা ঃ প্রথম খণ্ড)
শ্রী রাধাগোবিন্দনাথ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত
সংস্কৃত বুক ডিপো

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(মধ্য-লীলা ঃ প্রথম খণ্ড)

পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের এবং পরে চৌমুহনী-কলেজের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

কর্তৃক সম্পাদিত

এবং

তৎকর্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
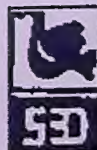
সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় সমর্পণমস্তু

তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের মধ্যলীলার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। নানাবিধ অনিবার্য্যকারণে মুদ্রণ-কার্য্য আশানুরূপ ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইহাতে অবশ্য কাহারও ইচ্ছাকৃত ত্রুটী নাই; তাই মহানুভব গ্রাহকবৃন্দের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইতেছি; আশা করি, তাঁহাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইব না।

শ্রীগ্রন্থের মধ্য-লীলার আয়তনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সমগ্র লীলা একসঙ্গে বাঁধাইলে পঠন-পাঠনের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণেও দুই খণ্ডে বাঁধান হইয়াছিল; সেই কারণে বর্ত্তমান সংস্করণেও দুই খণ্ডে বাঁধানোর সঙ্কল্প করিয়া, গ্রন্থপ্রাপ্তির জন্য পরম ভাগবত গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হইল। প্রথম হইতে সপ্তদশ-পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রথম খণ্ডের সূচীপত্রও দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল ৬০২ পৃষ্ঠা, বর্ত্তমান সংস্করণে হইয়াছে ৭১৪ পৃষ্ঠা। এইবার অষ্টম পরিচ্ছেদের টীকা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পুনর্লিখিত হইয়াছে; অন্যত্রও স্থলবিশেষে পুনর্লিখন আছে।

আদি লীলা ও ভূমিকা দেশীয় কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। মধ্য-লীলা মুদ্রণের আরম্ভ দেশীয় কাগজ বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই প্রথমখণ্ডে বিদেশীয় কাগজ ব্যবহার করিতে হইয়াছে; বিদেশী কাগজের মূল্য কিছু বেশী। প্রথমে দেশীয় কাগজের অপেক্ষায় এবং পরে বিদেশী কাগজ ব্যবহারের অনুমতি-সংগ্রহে কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষ দুই ফর্ম্মায় দেশীয় কাগজ দিতে হইয়াছে।

শ্রীগ্রন্থের পরবর্ত্তী অংশের মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে। মহানুভব গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় মুদ্রণ-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হয়।

শ্রীগ্রন্থের পাঠকবৃন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

ভক্ত-পদরজঃ-প্রার্থী

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

৪৬, রসা রোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন
পোঃ টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩
৩রা ফাল্গুন, শিবচতুর্দ্দশী, ১৩৫৬ সন

টীকাদিতে নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে

স্বামী	…শ্রীধর স্বামী	গো. তা.	… গোপাল তাপনীশ্রুতি
তোষণী	…শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণব-তোষণীটীকা	পূ.	… পূর্ব্ব
শ্রীজীব	…শ্রীপাদ জীব গোস্বামী	দ.	… দক্ষিণ
চক্রবর্ত্তী	…শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	উ.	… উত্তর
বিদ্যাভূষণ	…শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ	প.	… পশ্চিম
গী বা শ্রীগী	…শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা	তা.	… তাপনী
গো. লী.	…শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত	উ. নী.	… উজ্জ্বল-নীলমণি
ভা. বা শ্রীভা.	…শ্রীমদ্ ভাগবত	প্র.	… প্রকরণ
আনন্দ-চন্দ্রিকা	…শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত উজ্জ্বল- নীলমণি টীকা	বি. পু.	… বিষ্ণুপুরাণ
		ব্র. স.	… ব্রহ্মসংহিতা
লোচন রোচনী	… শ্রীজীব গোস্বামিকৃত উজ্জ্বল-নীলমণি টীকা	সন্দর্ভ	… ষট্‌সন্দর্ভ
ভ. র. সি.	…ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু	প. পু. পা.	… পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড
ল. ভা.	…লঘু ভাগবতামৃত	ব্র. সূ.	… ব্রহ্মসূত্র

টী. প. দ্র.—টীকাপরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (প্রতিলীলার অন্তেই সেই লীলার কতিপয় পয়ার ও শ্লোকের টীকার পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে)। ম. শ্রী.…মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ)।

যে স্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে স্থলে গ্রন্থের নাম লিখিত হয় নাই। যে স্থলে কেবল কয়েকটী সংখ্যা মাত্র লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলেই বুঝিতে হইবে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১ দ্বারা আদি-লীলা, ২ দ্বারা মধ্য-লীলা এবং ৩ দ্বারা অন্ত্যলীলা সূচিত হইয়াছে। প্রথমে লীলার অঙ্ক, তারপর পরিচ্ছেদের অঙ্ক এবং সর্ব্বশেষে পয়ার-সংখ্যার অঙ্ক লিখিত হইয়াছে। যেমন—১।২।২২ দেখিলে বুঝিতে হইবে আদি-লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বাবিংশ পয়ার; ৩।৫।৮ দেখিলে বুঝিতে হইবে অন্ত্য-লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের অষ্টম পয়ার।

মধ্য-লীলা প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিষয় পত্রাঙ্ক

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবম পরিচ্ছেদ

মধ্য-লীলা প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্য-লীলা ঃ প্রথম খণ্ড

(প্রথম হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—:—

মধ্য-লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু॥ ১
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ৩॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৪॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ৫॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যস্য শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি মূর্খোঽপি জনঃ সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি, স শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবান্ মে সম্প্রসীদতু ময়ি প্রসন্নো ভবতু। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদে সে সমস্ত লীলার সূত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) অজ্ঞঃ (অজ্ঞ—মূর্খ) অপি (ও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ—কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) সর্ব্বজ্ঞতাং (সর্ব্বজ্ঞত্ব) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হয়), সঃ (সেই) ভগবান্ (ভগবান্) শ্রীচৈতন্যদেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) মে (আমার প্রতি) সম্প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও সদ্যঃই সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১।

সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রই। যাঁহার প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তিনি নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার চিত্তে সমস্ত বিদ্যা স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে কোনওরূপ অধ্যয়নাদি করিতে হয় না।

গ্রন্থকার শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণনে নিজের অযোগ্যতা আশঙ্কা করিয়া এই শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন; কারণ, প্রভুর কৃপা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।

শ্লো। ২-৫। অন্বয়। অন্বয়াদি আদিলীলার ১ম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ২।১৫।১৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয়জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ১
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৩
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল ॥ ৪
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা—না যায় বর্ণন ॥ ৫
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥ ৬
সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥ ৭
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ ॥ ৮
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩-৪। **পূর্ব্বে**—আদিলীলার ১৪শ-১৭শ পরিচ্ছেদে। **যাহা বিস্তারিয়াছেন** ইত্যাদি- শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর আদিলীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। **অতএব**—শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী) তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করি নাই, সংক্ষেপে কেবল সূত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছি। **যে কিছু বিশেষ** ইত্যাদি—প্রভুর আদিলীলার (সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত লীলার) মধ্যে যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে (অর্থাৎ যাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই, বা মোটেই বর্ণন করেন নাই) তাহা আমি (কবিরাজ-গোস্বামী) সূত্রমধ্যেই বর্ণনা করিয়াছি।

৫। **এবে**—এক্ষণে ; আদিলীলা-বর্ণনার পরে। **শেষলীলা**—প্রভুর সন্ন্যাস হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম শেষলীলা। **মুখ্যসূত্রগণ**—মুখ্য লীলার সূত্রগণ। শেষলীলার মধ্যে প্রধান প্রধান (মুখ্য) লীলাসমূহের সূত্র (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) উল্লেখ করিব। সমস্ত লীলার বর্ণনা না দিয়া কেবল মুখ্যলীলাসমূহের উল্লেখমাত্র করিবেন কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন, "প্রভুর অশেষ লীলা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে। প্রভুর লীলা অনন্ত, বিশেষতঃ মহিমায় অনন্ত ; সমস্তের বর্ণনা অসম্ভব ; তাই কেবল মুখ্য লীলার কথা বলা হইবে।

৬-৭। **তার মধ্যে**—শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণের মধ্যে। **যেই ভাগ** ইত্যাদি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে অংশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। **চৈতন্যমঙ্গল**—শ্রীচৈতন্যভাগবত। **সেই ভাগের** ইত্যাদি—আমি (গ্রন্থকার) সেই অংশের বিস্তৃত বর্ণনা না দিয়া সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিব। **ইহাঁ**—এই গ্রন্থে। **ইঁহা যে বিশেষ** ইত্যাদি—তন্মধ্যে যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে (অর্থাৎ যাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই, বা মোটেই বর্ণনা করেন নাই) তাহাই আমি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

৮-৯। **চৈতন্য-লীলার ব্যাস** ইত্যাদি—১।৮।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তাঁর আজ্ঞায়**—শ্রীল বৃন্দাবনদাসের আদেশে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৬শ পরিচ্ছেদে শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি লীলার সূত্রমাত্র লিখিয়াছেন, বিস্তৃত বর্ণনা দিতে পারেন নাই ; তিনি আরও বলিয়াছেন—"দৈবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে। বর্ণিবেন নানামতে অশেষ বিশেষে।" শ্রীচৈতন্যলীলার বিস্তৃত-বর্ণনা-বিষয়ে ইহাই শ্রীল বৃন্দাবনদাসের আদেশ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অথবা, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী আবেশে বা আবির্ভাবে শ্রীল বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞা পাইয়া থাকিবেন। **উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ**—চর্ব্বিত বস্তুর চর্ব্বণ ; এস্থলে, বর্ণিত বিষয়ের বর্ণন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস যে লীলা বর্ণন

চব্বিশবৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহাঁ যে করিল লীলা—'আদিলীলা' নাম ॥ ১০
চব্বিশ-বৎসর-শেষে যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১১
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ-বৎসর অবস্থান।
তাহাঁ যেই লীলা—তার 'শেষলীলা' নাম ॥ ১২
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য' দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণবসব নামভেদ কয় ॥ ১৩
তার মধ্যে ছয়-বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ ১৪
তাহাঁ যেই লীলা—তার 'মধ্যলীলা' নাম।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা'-অভিধান ॥ ১৫
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ১৬
অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ ১৭
তার মধ্যে ছয়বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত রঙ্গে ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া গিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা। এই পরিচ্ছেদের প্রথম হইতে ৯ম পয়ার পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাকে মধ্যলীলার উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে।

১০। সন্ন্যাসের পূর্ব পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর কাল প্রভু গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন; এই চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম আদিলীলা।

১১। প্রভুর বয়সের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের শেষভাগে যে মাঘ মাস ছিল, সেই মাঘ মাসের সংক্রান্তি-দিনে (অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ দিনে) প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; তখন শুক্লপক্ষ ছিল। ১।৭।৩২ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায়—"শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও প্রভু ২৪ বৎসর প্রকট ছিলেন। সন্ন্যাসের চব্বিশ বৎসরে যে লীলা তিনি করিয়াছেন, তাহাকে "শেষলীলা" বলে।

১৩। শেষলীলার দুই অংশ—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। **লীলাভেদে**—লীলার পার্থক্য-অনুসারে। **নামভেদ**—নামের পার্থক্য। "শেষলীলার" অন্তর্গত লীলাসমূহের বিভিন্নতা-অনুসারে বৈষ্ণবগণ শেষলীলাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের নাম দিয়াছেন মধ্যলীলা এবং অপর ভাগের নাম দিয়াছেন অন্ত্যলীলা।

১৪-১৫। কোন্ কোন্ লীলাকে মধ্যলীলা এবং কোন্ কোন্ লীলাকে অন্ত্যলীলা বলা হয়, তাহা বলিতেছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রথম ছয় বৎসরের লীলাকে বলে মধ্যলীলা; এই ছয় বৎসরের মধ্যেই প্রভু নীলাচল (পুরী), গৌড় (বঙ্গদেশ), সেতুবন্ধ (রামেশ্বর) এবং বৃন্দাবনাদি স্থানে গমনাগমন করিয়াছিলেন, এই গমনাগমনাদি এবং তদুপলক্ষে নাম-প্রেম-বিতরণাদি ও কাশীতে সন্ন্যাসিগণের উদ্ধারাদি মধ্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ছয় বৎসরের পরবর্ত্তী আঠার বৎসরের লীলাকে বলে অন্ত্যলীলা; এই আঠার বৎসর প্রভু কেবল নীলাচলেই ছিলেন।

তার মধ্যে—চব্বিশ-বৎসরব্যাপী-শেষলীলার মধ্যে। **তাঁহা**—তাহাতে; উক্ত ছয় বৎসরের মধ্যে। **তার পাছে লীলা**—উক্ত ছয় বৎসরের পরবর্ত্তী সময়ের লীলা। **অন্ত্যলীলা-অভিধান**—অন্ত্যলীলা-বলিয়া বিখ্যাত; **অভিধান**—নাম।

১৬। এইরূপে প্রভুর আবির্ভাব হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্ত তিনি যে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাদিগকে—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আদিলীলার কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে মধ্যলীলা বর্ণিত হইতেছে।

১৭-১৮। মধ্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্বে অন্ত্যলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছেন। অন্ত্যলীলাকেও আবার দুই অংশে বিভক্ত করা যায়—অন্ত্যলীলার আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরে এক অংশ এবং শেষ বার বৎসরে এক অংশ। প্রথম ছয় বৎসরকাল প্রভু (নীলাচলে থাকিয়াই) ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যপদেশে প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বারা গৌড়দেশে এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদিদ্বারা বৃন্দাবনাদি পশ্চিমাঞ্চলস্থ স্থানসমূহে প্রেমভক্তি প্রচার করাইবার এবং শ্রীরূপসনাতনাদিদ্বারা বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ-সেবাপ্রচার, বহু-বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণয়ন করাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আর প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ নীলাচলে আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে চাতুর্ম্মাস্যের চারি মাস নৃত্যকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৮-৪৫ পয়ারে অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের কথা বলা হইয়াছে। ৪৫-৭৯ পয়ারে শেষ বার বৎসরের লীলার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই বার বৎসরকাল প্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কেবল কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন ; এই সময়ে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি প্রায় ছিল না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

প্রভুর অবতারের দুইটি উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ জগতে প্রেমভক্তি-প্রচার, দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়রূপে প্রেমভক্তির আস্বাদন। প্রভুর সন্ন্যাসের চব্বিশ-বৎসরের লীলা আলোচনা করিলে বুঝা যায় – দুইটী উদ্দেশ্যই সিদ্ধির পথে ক্রমশঃ অতি দ্রুত বেগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই (বার বৎসরের মধ্যেই) সিদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রথম ছয় বৎসর (মধ্যলীলা) প্রভু নিজে নানাস্থানে যাইয়া উপদেশাদি এবং স্বীয় আচরণের দ্বারা প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছেন এবং এই প্রচারের উপলক্ষ্যে নিজে ভক্তভাবে প্রেমভক্তির আস্বাদনও করিয়াছেন। দ্বিতীয় ছয় বৎসরে প্রভু কোথাও যায়েন নাই, নীলাচলে থাকিয়াই—আদেশ, উপদেশ ও আচরণের দ্বারা, অন্যত্র প্রচারক পাঠাইয়া—প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছেন এবং ভক্তভাবে নৃত্যকীর্ত্তনাদি-উপলক্ষ্যে তাহা নিজে আস্বাদনও করিয়াছেন। শেষ বার বৎসর—আদেশ-উপদেশাদিও বিশেষ নাই—প্রেমভক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, ভক্তের বাহ্যানুসন্ধান—এমন কি প্রচারের বাসনা ও চেষ্টা পর্য্যন্ত কিরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়, প্রেমভক্তির গাঢ়তমরসের নিবিড়তম আস্বাদনে ভক্ত কিরূপ বিভোর হইয়া থাকেন—প্রেমভক্তির প্রভাবে ভক্তের মনে ও দেহে কত কত অত্যদ্ভুত বিকার আপনা-আপনি উদ্ভূত হইয়া, গজযুদ্ধে ইক্ষুবনের ন্যায় ভক্তের দেহমনকে কিভাবে বিদলিত করিয়া থাকে—প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসরে তাহাই জীবকে দেখাইলেন এবং তদ্দ্বারাই প্রভু প্রেমভক্তির প্রতি আপামর সাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিলেন। মধ্যলীলার প্রথম ছয় বৎসর প্রভুর প্রেমভক্তির আস্বাদন—ইতস্ততঃ গমনাগমন, আদেশ, উপদেশ ও বিচারাদিদ্বারা—(লৌকিক দৃষ্টিতে) বিশেষরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় ছয় বৎসরে ইতস্ততঃ গমনাগমন না থাকায় আস্বাদনের বিঘ্ন অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই—প্রচারকদের প্রতি ও সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রতি আদেশ-উপদেশাদি—আস্বাদনের কিছু কিছু বিঘ্ন জন্মাইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; শেষ দ্বাদশ বৎসর—ইতস্ততঃ গমনাগমন নাই, প্রচারকদের প্রতি আদেশ-উপদেশের হাঙ্গামা নাই—আছে কেবল প্রেমভক্তির আস্বাদনের নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ, আর নিরবচ্ছিন্ন আস্বাদন—এই সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত যে আলাপ আচরণ, তাহাও আস্বাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ—এই আলাপ-আচরণ আস্বাদনীয় বিষয় হইতে মনকে অপসারিত করিত না ; বরং আস্বাদনীয় রসের সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গই উত্থাপিত করিত মাত্র। এইরূপে প্রেমভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনের মধুরতা, গাঢ়তা ও সর্ব্ববিস্মারকতা কিরূপে উৎকর্ষ লাভ করে, প্রভু স্বীয় লীলায় তাহাই দেখাইয়া গেলেন। প্রভুর এই লীলায় প্রচারকদিগের পক্ষেও শিক্ষার অনেক বিষয় আছে। মুখের কথায় ধর্ম্মপ্রচার হয় না—তাহা হয় আচরণে ; কেবল বাহিক আচরণেও ধর্ম্মপ্রচার হয় না—যদি ধর্ম্মের সারবস্তু প্রচারকের হৃদয়ে আবির্ভূত না হয়। যাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার দর্শনেই প্রেমভক্তির প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়—তদুদ্দেশ্যে আদর্শ-উপদেশ-বিচার-বিতর্কাদির আর প্রয়োজন হয় না।

অষ্টাদশবর্ষ—আঠার বৎসর। **স্থিতি**—অবস্থান ; বাস। **তার মধ্যে**—উক্ত আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর। **প্রবর্ত্তাইল**—প্রবর্ত্তিত করিলেন ; প্রচারিত করিলেন। **নৃত্যগীতরঙ্গে**—নৃত্যকীর্ত্তনরসের আস্বাদনচ্ছলে। নৃত্যকীর্ত্তনের ভঙ্গী দেখাইয়া লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট করার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা নৃত্য-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; নিজেদের আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কীর্ত্তনের

নিত্যানন্দগোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ১৯
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান ॥ ২০
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার ॥ ২১
চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বোলে 'বড়ভাই';
তেঁহো কহে—মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২২
যদ্যপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান ॥ ২৩
"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥" ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভাবে যে প্রেমতরঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তাঁহারা নৃত্য করিয়াছিলেন ; এবং এই নৃত্যকীর্ত্তনের ব্যপদেশে প্রেমভক্তির যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই প্রেমভক্তির প্রতি সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাই "নৃত্যগীত-রঙ্গে" শব্দের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

১৯-২০। গৌড়দেশে প্রেমভক্তি-প্রচারের নিমিত্ত প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দকে আদেশ করিলেন।

গৌড়দেশে—বাঙ্গালাদেশে। **প্রেমরসে**—প্রেমভক্তিরসে। **গৌড়দেশ ভাসাইল**—বাঙ্গালাদেশবাসী সকলকে প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। প্রেমভক্তিরসে সকলকে নিমজ্জিত করিলেন। **সহজেই**—স্বভাবতঃই. আপনা-আপনিই। **কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম**—কৃষ্ণ-প্রেমে উতলা। দাম অর্থ দড়ি, বন্ধন। উদ্দাম অর্থ যার বন্ধন নাই, কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই, বাধাবিঘ্ন নাই, যার বিচার-বিবেচনার বিষয় কিছুই নাই। কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সমস্ত বাধাবিঘ্ন, সমস্ত সঙ্কোচ আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল—তিনি যেন পাগলের ন্যায় কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও বা নৃত্য করিতেন, কখনও বা কীর্ত্তন করিতেন ; এইরূপ আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে কি বলিবে, বা তাঁহার সম্বন্ধে লোকে কি মনে করিবে— এসব ভাবনা-চিন্তাই তাঁহার ছিল না। প্রেমভক্তিরসের আস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া তিনি আপনা হইতেই সকলকে এই অপূর্ব্ব বস্তু দান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন ; এক্ষণে প্রভুর আদেশ পাইয়া তিনি যাঁহাকে-তাঁহাকে প্রেমভক্তি দান করিতে লাগিলেন। **যাঁহা তাঁহা**—যেখানে সেখানে ; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া।

২১। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর করুণার স্মৃতিতে অভিভূত হইয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী ২১-২৫ পয়ারে নিত্যানন্দের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন।

তাঁহার চরণে—শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে।

২২-২৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে "বড় ভাই" বলেন—গুরু-জ্ঞানে সম্মান করেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেই নিজের প্রভু এবং নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ "কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ১।৬।৪১ ॥" প্রেমভক্তির প্রভাবেই গুরুপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াও শ্রীমন্নিত্যানন্দ নিজেকে মহাপ্রভুর দাস বলিয়া মনে করিতেন। **প্রভু বলরাম**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ দ্বাপর-লীলায় ছিলেন বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই, গুরুপর্য্যায়ভুক্ত। **তথাপি**—বড় ভাই হইয়াও। **দাস-অভিমান**—নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া অভিমান করেন (মনে করেন)।

২৪। নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ স্বীয়-প্রভু-শ্রীচৈতন্যের ভজনের নিমিত্ত সকলকে উপদেশ করিতেন। এই পয়ার জীবের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি। **চৈতন্য সেব**—শ্রীচৈতন্যের সেবা কর। **চৈতন্য গাও**—শ্রীচৈতন্যের নামগুণ কীর্ত্তন কর। **লও চৈতন্য নাম**—শ্রীচৈতন্যের নাম জপ কর। **চৈতন্যে যে ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন—"যে শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তি করে, সে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়।" ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতির পরিচায়ক।

শ্রীচৈতন্য-ভজনের উপদেশদ্বারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অনাবশ্যকতা প্রকাশ করিতেছেন না;

এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল ॥ ২৫
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ২৬
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ২৭
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তি গ্রন্থসার।
মূঢ়াধমজনের তেঁহো করিলা নিস্তার ॥ ২৮
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতিজনক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের অঙ্গীভূত। শ্রীনিত্যানন্দ নিজেও "কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ"। শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগৌরাঙ্গে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই; কৃষ্ণপ্রেমে এবং গৌর-প্রেমেও স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; গৌর-প্রেম কৃষ্ণ-প্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ; অথবা, কৃষ্ণপ্রেম গৌরপ্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ। গৌর-ভজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে গৌর ও কৃষ্ণ—উভয় স্বরূপের সেবাই পাওয়া যায় এবং উভয় স্বরূপের সেবা-মাধুর্য্যই আস্বাদন করা যায়।

২৫। **দীন**—দরিদ্র, গরীব; অথবা বৃথা-অভিমান পোষণকারী ভক্তিহীন ব্যক্তি। "অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।" **হীন**—নীচ; সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত লোক। অথবা হীন-প্রকৃতির লোক। **নিন্দক**—নিন্দাকারী; অবজ্ঞাকারী।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যভক্তি লওয়াইয়া আপামর-সাধারণ সকলকেই উদ্ধার করিলেন।

২৬-২৭। এক্ষণে রূপসনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার কথা বলিতেছেন।

ব্রজে—ব্রজমণ্ডলে। **রূপ-সনাতন**—শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী ও শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন; ইঁহারা ছিলেন দুই সহোদর। লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারের নিমিত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন।

মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা ইত্যাদি—শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা এবং শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রচার করিলেন, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া।

২৮-২৯। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে প্রাচীন-শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে ভক্তি-প্রতিপাদক প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ সনাতন বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে অন্যান্য শাস্ত্রের উক্তি-সমূহের সমালোচনা ও বিচার করিয়া তাঁহারা ব্রজের নিগূঢ়-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভক্তিগ্রন্থসার—ভক্তিপাদক গ্রন্থ-সমূহের সার; ভক্তির বিভিন্ন-বৈচিত্রীর মধ্যে ব্রজের প্রেমভক্তিই শ্রেষ্ঠ বা সার; তাই ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের মধ্যেও ব্রজের প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহই শ্রেষ্ঠ বা সার। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত প্রেমভক্তির প্রতিপাদক বলিয়া ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে সারতুল্য বা শ্রেষ্ঠ। অথবা **ভক্তিগ্রন্থসার**—সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সারতুল্য ভক্তিগ্রন্থ। শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে ভগবত্তত্ত্ব এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বা সাধনাদির কথা বিবৃত আছে; যে গ্রন্থের উপদিষ্ট পন্থায় ভগবন্মাধুর্য্যের যত বেশী উপলব্ধি হইতে পারে, সেই গ্রন্থের মূল্যও তত বেশী। একমাত্র প্রেমভক্তি-দ্বারাই পূর্ণতম-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের পূর্ণতম মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করা যাইতে পারে; সুতরাং প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রই হইল সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সমস্ত শাস্ত্রের সার। শ্রীরূপ-সনাতন প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ হইল সমস্ত শাস্ত্রের সার। **মূঢ়াধমজনেরে**—মূঢ় (মূর্খ) এবং অধম (নীচ, হীন) লোকদিগকে। **তেঁহো**—রূপ-সনাতন। তাঁহারা কৃপা করিয়া মূর্খ এবং অধম লোকদিগকেও প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। **প্রভু-আজ্ঞায়**—মহাপ্রভুর আদেশে। **সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার**—সমস্ত শাস্ত্রের বিচারমূলক আলোচনা। **নিগূঢ়**—অত্যন্ত গোপনীয়। বহুমূল্য মাণিক্যাদি যেমন লোকে খুব গোপনে রাখে, পূর্ণতম ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পূর্ণতম মাধুর্য্যের আস্বাদন-প্রতিপাদক প্রেমভক্তিও

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী, আর দশমচরিত ॥ ৩০
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করে গণন ? ৩১
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষগ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাসবর্ণন ॥ ৩২
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব ॥ ৩৩
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশলীলাচ্ছন্দ, আর পদ্যাবলী ॥ ৩৪
গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥ ৩৫
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন ?।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস-বর্ণন ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্যান্য শাস্ত্রে অতি সংগোপনে—সাধারণের অলক্ষিতভাবে—রক্ষিত হইয়াছিল; শ্রীপাদরূপসনাতনই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে তাহার আলোচনা করিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রেমভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিলেন।

৩০-৩১। প্রেমভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে গোস্বামিগণ কি কি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন, ৩০-৩১ পয়ারে। তন্মধ্যে ৩০ পয়ারে সনাতন-গোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থের কথা বলিতেছেন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত, দশম টিপ্পনী ও দশম চরিত—এই কয়খানাই শ্রীপাদ সনাতনের প্রধান গ্রন্থ।

হরিভক্তিবিলাস—ইহা বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ। **ভাগবতামৃত**—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত; এই গ্রন্থে গোপ-কুমারের উপাখ্যান-প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাধন-পন্থার লক্ষ্যস্থানীয় বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের ধামাদির বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া ব্রজধামের ও ব্রজভাবের পরম-মহনীয়তা প্রকটিত করা হইয়াছে। **দশম টিপ্পনী**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা, বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী টীকা। **দশম চরিত**—শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধোক্ত লীলা অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের নাম দশম-চরিত।

৩২। এক্ষণে শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থের কথা বলিতেছেন। তিনি যে কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; এস্থলে কেবল তাঁহার রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ করা হইতেছে, ৩৩-৩৬ পয়ারে। **লক্ষ গ্রন্থ**—একলক্ষ গ্রন্থ; তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অনুষ্টুপ ছন্দের অক্ষর-গণনায় তৎসমস্তে একলক্ষ শ্লোক হইবে। **ব্রজবিলাস বর্ণন**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী লক্ষ গ্রন্থ (লক্ষ শ্লোক) রচনা করিয়াছেন।

৩৩-৩৬। **রসামৃত সিন্ধু**—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। **বিদগ্ধমাধব**—ব্রজলীলাত্মক-নাটক-গ্রন্থবিশেষ। **উজ্জ্বল নীলমণি**—ব্রজপ্রেমের বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ। **ললিতমাধব**—পুরলীলা বর্ণনাত্মক নাটক-গ্রন্থ বিশেষ। **দানকেলি-কৌমুদী**—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা বর্ণনাত্মক গ্রন্থ। **স্তবাবলী**—স্তোত্রাত্মক গ্রন্থ। **অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ**—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আঠারটী লীলা বর্ণিত আছে। **পদ্যাবলী**—ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলা বর্ণিত আছে, অন্যান্য বিষয়ও আছে; ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ। **গোবিন্দবিরুদাবলী**—শ্রীগোবিন্দের গুণোৎকর্ষ-বর্ণনাময় কাব্যবিশেষ; ইহাও শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত। **তাহার লক্ষণ**—বিরুদাবলীর লক্ষণ। গুণোৎকর্ষাদি-বর্ণনাময় কাব্যকে বিরুদ বলে; স্তবমাত্রেই গুণোৎকর্ষাদির বর্ণনা থাকে; সুতরাং বিরুদও একপ্রকার স্তোত্র; বিশেষত্ব এই যে, বিরুদাবলীতে শব্দাড়ম্বর বেশী থাকে (শব্দাড়ম্বরসংবদ্ধা কর্ত্তব্যা বিরুদাবলী), শ্লোকের ছন্দাদি বিষয়েও বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিরুদাবলীর লক্ষণ বর্ণনা করিয়াও এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। **মথুরা-মাহাত্ম্য**—মথুরার মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক গ্রন্থ, শ্রীরূপগোস্বামিরচিত। **নাটক-বর্ণন**—নাটক-চন্দ্রিকা-নামক গ্রন্থ। **লঘুভাগবতামৃত**—এই গ্রন্থে ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপাদির এবং বিভিন্ন স্বরূপের ধামাদির বর্ণনা আছে। **সর্ব্বত্র করিল ইত্যাদি**—সকল গ্রন্থেই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৩৭
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার ॥ ৩৮
গোপালচম্পু-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥ ৩৯
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠীসহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪০
প্রথম-বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৪১
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ রহিলা চারিমাস।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও ব্রজে বাস করিয়া শ্রীপাদরূপ-সনাতনের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; রূপ-সনাতনের প্রতি ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে প্রভুর যে আদেশ ছিল, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর রচিত গ্রন্থেই যেন সেই আদেশপালনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; তাই বোধ হয়, শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের গ্রন্থোল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীজীবের গ্রন্থাদির উল্লেখও এস্থলে করা হইয়াছে। **ভ্রাতুষ্পুত্র**—শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের এক ভাইয়ের নাম ছিল বল্লভ, অপর নাম অনুপম। এই অনুপমের পুত্রই শ্রীজীব।

৩৮। **শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ**—শ্রীজীবকৃত এক গ্রন্থের নাম; ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ; এজন্য এই গ্রন্থকে ষট্‌সন্দর্ভও বলে। ইহাতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের তত্ত্বালোচনাপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, ব্রজধামের পরম-মহনীয়তা, ভক্তির অভিধেয়তা এবং প্রেমভক্তির পরমসাধ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। **পার**—সীমা।

৩৯। **গোপাল-চম্পু**—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত অপর এক গ্রন্থ। ইহাও দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তর চম্পূ; এই গ্রন্থে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা বর্ণিত হইয়াছে এবং অপ্রকটব্রজে স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ নামক ভক্তদ্বয়ের মুখে প্রকট-লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। **মহাশূর**—এই গ্রন্থ আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ এবং অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-প্রমাণস্থানীয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাকে (গোপালচম্পূকে) "গ্রন্থ মহাশূর" বলা হইয়াছে। শূর অর্থ বীর—যিনি সমস্ত বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাজিত করিয়া এবং স্বপক্ষের ও বিপক্ষের বীরগণের শ্রদ্ধাসম্মান আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতার সমুজ্জ্বলতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই মহাবীর বা মহাশূর। গোপালচম্পূকে মহাশূর বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—গোপালচম্পূর সিদ্ধান্ত সমস্ত বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিতে এবং প্রতিকূল ও অনুকূল মতাবলম্বী সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ। **নিত্যলীলা**—অপ্রকট ব্রজের লীলা। প্রকট ও অপ্রকট উভয়লীলাই সর্ব্বাংশে নিত্য হইলেও প্রকট লীলার সঙ্গে অনিত্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সংস্রব আছে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ইহা প্রকটিত হইয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ইহা নিত্য প্রকটিত থাকে না, সকল ব্রহ্মাণ্ডেও যুগপৎ প্রকটিত থাকে না (২।২০।৩১৫-৩০ দ্রষ্টব্য)। অপ্রকট লীলার সঙ্গে অনিত্য বস্তুর এরূপ কোনও সংস্রব নাই এবং এই লীলা সকল সময়ে একস্থানে একরূপই থাকে। এজন্যই বোধ হয় কখনও কখনও অপ্রকটলীলাকে নিত্যলীলা নামে অভিহিত করা হয়। **নিত্যলীলা-স্থাপন**—প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক অপ্রকট ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন। **যাহে**—যে গোপালচম্পূ-গ্রন্থে। **ব্রজরসপূর**—ব্রজরসের সমুদ্রতুল্য (গোপালচম্পূ)। অথবা, ব্রজরসে পরিপূর্ণ।

৪০। **গোষ্ঠি সহিতে**—বংশস্থ সকলের সহিত। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব এই তিন জনই ব্রজে বাস করিয়া ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার করিয়াছিলেন।

৪১-৪২। শেষ আঠার বৎসরের প্রতি বৎসরেই যে গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—সর্ব্বপ্রথমে যে বৎসর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করেন, সেই বৎসরেই তাঁহাদের নীলাচল

বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সভারে— ।
প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে।। ৪৩
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৪
বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইতে চলিয়া আসার সময়ে প্রভু তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন—তাঁহারা যেন প্রতিবৎসর রথযাত্রা-কালে নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। আপনা-আপনিই তাঁহারা প্রভুর সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; তদুপরি প্রভুর শ্রীমুখে উক্তরূপ আদেশ পাইয়া তাঁহারা যে প্রতিবৎসরেই—সুতরাং উক্ত আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরের প্রতি বৎসরেও—নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ২।৪।৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসেই প্রভু নীলাচলে আসেন এবং তাহার পরবর্তী বৈশাখ মাসেই প্রভু দাক্ষিণাত্যে গমন করেন (২।৭।৩-৫)। দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিতে প্রভুর দুইবৎসর সময় লাগিয়াছিল (২।১৬।৮৩)। প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার সংবাদ পাইয়া রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে নীলাচলে আসেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী (১৪৩২ শকের আষাঢ় মাসের) রথযাত্রায় প্রভু নীলাচলে ছিলেন না বলিয়া সেইবৎসর গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে আসেন নাই; দুই বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর ফিরিয়া আসার পরেই—সম্ভবতঃ ১৪৩৪ শকের আষাঢ় মাসের রথযাত্রাতেই—গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে নীলাচলে আসেন।

প্রথমবৎসরে—প্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথমে যে বৎসর নীলাচল গমন করেন, সেই বৎসরে। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার প্রথম বৎসরে; ১৪৩৪ শকের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে। সন্ন্যাসের প্রথমবৎসরে নহে; কারণ, সেই বৎসরের রথযাত্রার সময়ে প্রভু নীলাচলে ছিলেন না, সেই বৎসরের বৈশাখেই প্রভু দক্ষিণ গমন করেন। **অদ্বৈতাদি ভক্তগণ**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণ। **কৈল**—করিলেন। **নীলাদ্রি**—নীলাচলে; শ্রীক্ষেত্রে। **চারিমাস**—রথযাত্রার পরেও চারিমাস; উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যব্রতকাল। গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষ্যেই নীলাচলে যাইতেন।

৪৩-৪৪। **প্রত্যব্দ**—প্রতিবৎসরে। **গুণ্ডিচা**—রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করিয়া অশ্বমেধ-বেদীতে গমন পূর্ব্বক এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। এই এক সপ্তাহ যেখানে থাকেন, তাহাকে গুণ্ডিচা-মন্দির বলে এবং এই মন্দিরে যাওয়ার জন্য যে যাত্রা করা হয়, তাহাকে গুণ্ডিচা-যাত্রা বলে। মহাপ্রভু প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে ভক্তগণকে লইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনা করিতেন। কথিত আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজার মহিষীর নাম গুণ্ডিচা ছিল; তাঁহার নাম অনুসারেই গুণ্ডিচাযাত্রা নাম হইয়াছে। (টি. প. দ্র.)

প্রভুরে মিলিয়া—প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া (সাক্ষাৎ করিয়া)।

৪৫। **বিংশতি বৎসর**—কুড়ি বৎসর। মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ বিশ বৎসরমাত্র রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, চারি বৎসর যান নাই। যে চারি বৎসর তাঁহাদের যাওয়া হয় নাই, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই চারি বৎসরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যে দুইবৎসর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, সেই দুইবৎসর—১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে—ভক্তগণ নীলাচলে যান নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৪৩৬ শকে প্রভু গৌড়দেশে আসেন; ১৪৩৭ শকের রথযাত্রা সম্পর্কে প্রভু নিজেই গৌড়ীয়-ভক্তদের বলিয়াছেন—"এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ ২।১৬।২৪৫ ॥" সেবারও তাঁহারা নীলাচলে যান নাই। আর অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৬-৪২ পয়ার হইতে জানা যায়, সেন-শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৪৬
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥ ৪৭
যেকালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবে—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারা প্রভু একবার গৌড়ীয়-ভক্তদের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সে বৎসর কেহ নীলাচলে না আসেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর অন্ত্যলীলার আঠার বৎসরের মধ্যেও একবৎসর তাঁহারা নীলাচলে যান নাই। এইরূপে দেখা গেল—মোট চারি বৎসর তাঁহাদের নীলাচলে যাওয়া হয় নাই।

কোনও কোনও গ্রন্থে আবার "বিংশতি" স্থানে "চতুর্ব্বিংশতি" এবং কোনও কোনও গ্রন্থে আবার "দ্বাদশ" পাঠও দৃষ্ট হয়। উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, এই দুইটি পাঠের কোনটিই সঙ্গত নহে।

অন্যোন্যে—পরস্পরে। **দোঁহার**—মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের। **দোঁহা বিনা**—প্রভু ও ভক্ত ব্যতীত; প্রভু ব্যতীত ভক্তের এবং ভক্ত বতীত প্রভুর। **নাহি স্থিতি**—স্থিতি নাই, অবস্থান নাই। প্রভুকে ছাড়িয়া ভক্তগণ থাকিতে পারেন না, আবার ভক্তগণকে ছাড়িয়াও প্রভু থাকিতে পারেন না; তাই যখনই প্রভু নীলাচলে থাকিতেন, তখনই ভক্তগণ আসিয়া রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মিলিত হইতেন।

অথবা, যদিও লৌকিক দৃষ্টিতে মাত্র বিশবার গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়াছেন (অপ্রকটলীলায়; যেহেতু, তাঁহারা প্রভুর নিত্যপার্ষদ; তাই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া প্রভু থাকিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িয়াও তাঁহারা থাকিতে পারেন না)।

অথবা, প্রভু ভক্তগতপ্রাণ বলিয়া এবং ভক্তগণও প্রভুগতপ্রাণ বলিয়া বাহ্যতঃ তাঁহারা পরস্পর হইতে দূরে থাকিলেও অন্তরে তাঁহারা এক সঙ্গেই থাকিতেন—ভক্তগণও চিন্তা করিতেন তাঁহারা যেন প্রভুর সঙ্গেই আছেন; আবার প্রভুও চিন্তা করিতেন তিনি যেন ভক্তগণের সঙ্গেই আছেন। তাই বলা হইয়াছে—অন্যোন্যে দোঁহার ইত্যাদি।

৪১-৪৫ পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরের প্রতিবর্ষেও গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন।

৪৬-৪৭। শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে ১৮-৪৫ পয়ারে প্রথম ছয় বৎসরের কথা বলিয়া এক্ষণে অবশিষ্ট বার বৎসরের কথা বলিতেছেন। এই বার বৎসর প্রভুর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে তাঁহার বিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, সেই অবস্থার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু দিবারাত্রই কৃষ্ণবিরহ-জনিত ভাবের তীব্রতায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া—কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও নাচিতেন, আবার কখনও বা গান করিতেন।

নিরন্তর রাত্রিদিন—দিবা ও রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে। **বিরহ-উন্মাদে**—কৃষ্ণবিরহ-জনিত উন্মত্ততায়; দিব্যোন্মাদে। **হাসে কাঁদে**—ইত্যাদি—এ সমস্ত দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। **পরম-বিষাদে**—অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া।

৪৮। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮২তম অধ্যায় হইতে জানা যায়, এক সময়ে সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ রামহ্রদে স্নানতর্পণাদির উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন; দ্বারকা হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজ হইতে নন্দ-যশোদাদি এবং শ্রীরাধাপ্রমুখ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণও তদুপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। এইরূপে, ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাওয়ার পরে এই কুরুক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহিত শ্রীরাধিকাদির মিলন হইয়াছিল। সেস্থানে—শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল—শেষ বার বৎসর জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শন পাইলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মনে সেইভাব উদিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন, নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন; তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৪৯

তথাহি পদম্—

"সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ॥" ৫০

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয়প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এবং তিনি যে নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন—একথা তাঁহার মনে উদিত হইত না; সুতরাং শ্রীমন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন না করিলেও জগন্নাথকে জগন্নাথ বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিতেন না—মনে মনে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেন বলিয়া শ্রীজগন্নাথকেও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন; কিন্তু শ্রীজগন্নাথের পোষাক-পরিচ্ছদাদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পোষাক-পরিচ্ছদাদির অনুরূপ ছিল না বলিয়া, পরিদৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদাদিতে একটু ঐশ্বর্য্যের ভাব মিশ্রিত থাকিত বলিয়া—তিনি মনে করিতেন, মথুরার পোষাক-পরিচ্ছদাদির সহিত মথুরা হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি দর্শন করিতেছেন; কিন্তু এইরূপ দর্শন একমাত্র কুরুক্ষেত্রেই হইয়াছিল বলিয়া শ্রীরাধার ভাবে তিনি মনে করিতেন—কুরুক্ষেত্রেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন।

৪৯। কেবল শ্রীমন্দিরে নয়, রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ যখন রথে আরোহণ করিতেন, রথের সম্মুখে থাকিয়া রথস্থিত জগন্নাথকে দেখিয়াও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিতেন—কুরুক্ষেত্রেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া মাথুর-বিরহক্লিষ্টা শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু রথের সম্মুখভাগে নৃত্য করিতে করিতে—"সেই ত পরাণনাথ পাইনু। যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ॥" —এই পদ কীর্ত্তন করিতেন।

রথযাত্রায়—শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রাকালে। **আগে**—রথের অগ্রভাগে বা সম্মুখে। **তাঁহা**—সেই স্থানে; রথের সম্মুখভাগে নৃত্যসময়ে। **এই পদমাত্র**—নিম্নোদ্ধৃত "সেই ত পরাণনাথ" ইত্যাদি পদমাত্র, অন্য কোনও পদ নহে।

৫০। **পরাণ-নাথ**—প্রাণনাথ; প্রাণবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণ। **পাইনু**—পাইলাম। **যাহা লাগি**—যাঁহার জন্যে; যাঁহার বিরহে। **মদন**—কাম, কন্দর্প। **দহনে**—অগ্নিতে। **মদন-দহনে**—কামরূপ অগ্নিতে; কন্দর্পাগ্নিতে। **ঝুরি গেনু**—পুড়িয়া গেলাম; দগ্ধ হইলাম। **সেইত পরাণনাথ** ইত্যাদি—যাঁহার বিরহে এতকাল কন্দর্পাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম।

মদন-দহন বা কামাগ্নি অর্থ এ স্থলে প্রাকৃত কামানল বা প্রাকৃত কামজ্বালা নহে। কারণ, শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ অপ্রাকৃত চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বময় দেহবিশিষ্টা; প্রাকৃত কাম তাঁহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। তবে শ্রীকৃষ্ণের সুখের উদ্দেশ্যে কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের যে বলবতী উৎকণ্ঠা ছিল, তাহার বাহ্যলক্ষণ অনেক পরিমাণে প্রাকৃত কামের লক্ষণের অনুরূপ ছিল বলিয়া গোপীদের সেই উৎকণ্ঠাময় প্রেমকে কখনও কখনও কাম বলা হইত। "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ ২।৮।১৭৪ ॥ প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ॥ ভ. র. সি. পূ. ২।১৪৩ ॥" যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের মাথুর-বিরহকালে তাঁহার সহিত কান্তাভাবে মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকার বলবতী উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভাবে—ক্রমশঃ অধিকতর তীব্রতা ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে যেন জ্বলন্ত-অগ্নিবৎ দগ্ধ করিতেছিল; তাই দীর্ঘবিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ভাবিলেন—"যাহার বিরহানলে এতকাল দগ্ধ হইতেছিলাম, এখন সেই প্রাণবল্লভের সহিত মিলিত হইলাম।" রথাগ্রে নর্ত্তনকালে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনেও ঐ ভাব উদিত হওয়ায় তিনি "সেইত পরাণনাথ" ইত্যাদি পদকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৫১। রথের অগ্রভাগে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত "সেইত পরাণনাথ"—ইত্যাদি পদকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন এবং রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি মনে করিতেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজে লইয়া যাইতেছি।"

এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক ॥ ৫২

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—সাহিত্য-দর্পণে (১।১০)
—পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যঃ কৌমারেতি। হে সখি ইত্যহং যো নায়কঃ মম প্রাণনাথঃ কৌমারহরঃ কৌমারাবস্থায়াং সম্ভোগেচ্ছোৎপাদনেন মন্মানসং চোরিতবান্ ব্রীয়তে স্বয়মঙ্গীক্রিয়তে ইতি বরঃ পরমরসিকতয়া প্রিয়ত্বেন স্বীকারঃ হি নিশ্চিতং স এব নবযৌবননায়কঃ অগ্রে ভবত্যেব তা এব চৈত্রক্ষপাঃ সন্তি বসন্তরজন্যো ভবন্তি পূর্ব্ববন্নতু গ্রীষ্মরাত্রয়ঃ পুনস্তে উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ উন্মীলিতাঃ বিকসিতাঃ যাঃ মালত্যস্তাভিঃ শোভনগন্ধাঃ পূর্ব্ববৎ বহন্তি ন তু দুর্গন্ধয়ঃ তে প্রৌঢ়াঃ পরমসুখদাঃ কদম্বানিলাঃ কদম্বাকারাঃ বায়বো বহন্তি ন তু ঝঞ্ঝাবৎ বায়বঃ। পুনঃ সা নবযৌবনা অহমেব স্যাং ন তু বয়োঽধিকা। হে সখি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ শৃঙ্গারকৌশলক্রীড়াবিষয়ে তত্র রেবারোধসি রেবা নাম নদী তস্যাস্তীরকাননে তত্র বেতসী বানীরলতা তয়াচ্ছাদিতে তমালমূলে নিকুঞ্জে চেতো মম মনঃ সমুৎকণ্ঠতে। ইতি শ্লোকমালা। ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫২। **এক শ্লোক**—পরবর্ত্তী "যঃ কৌমারহরঃ ইত্যাদি" শ্লোক। **কেহো নাহি বুঝে লোক**—(স্বরূপ দামোদর ব্যতীত অপর) কেহই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিত না।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যঃ (যিনি) কৌমারহরঃ (কুমারিকাবস্থা নষ্টকারী), স এব হি (তিনিই নিশ্চিত) বরঃ (বর—পতি); তা এব (সই রূপই) চৈত্রক্ষপাঃ (চৈত্র-রজনী), উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ (বিকসিতমালতী-কুসুমের সুগন্ধবহনকারী) প্রৌঢ়াঃ (পরমসুখদ) তে চ (সেইরূপই) কদম্বানিলাঃ (মন্দ মন্দ বায়ু), সা চ (এবং সেই আমিও) অস্মি (আছি), তথাপি (তথাপি) তত্র (সেই) রেবারোধসি (রেবানদীতীরস্থিত) বেতসীতরুতলে (বেতসীতরুতলে) সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ (সুরত-ব্যাপার-লীলাবিষয়ে) চেতঃ (আমার মন) সমুৎকণ্ঠতে (উৎকণ্ঠিত হইতেছে)।

অনুবাদ। কোনও নায়িকা তাঁহার সখীকে বলিতেছেন :—যিনি কৌমারহর, এক্ষণে তিনিই আমার বর অর্থাৎ তিনিই বিবাহ করিয়া আমাকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রথম-মিলন-সময়ে যে চৈত্রমাসের রাত্রি ছিল, এখনও) সেই চৈত্রমসের রাত্রিই (উপস্থিত), (প্রথম-মিলন-সময়ের ন্যায় এক্ষণেও) প্রস্ফুটিত-মালতীকুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া সেইরূপ মন্দ মন্দ বায়ুই প্রবাহিত হইতেছে, সেই আমিও বিদ্যমান ; তথাপি কিন্তু সেই রেবানদীর তীরস্থিত বেতসীতরুতলে সুরত-কৌশল-ময়-ক্রীড়ার নিমিত্তই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ৬।

কোনও নায়িকা যখন অবিবাহিতা কুমারী ছিলেন, তখন কোনও নায়ক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রেবানদীর তীরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের মিলন-সময়ে শীতও ছিল না, গ্রীষ্মও ছিল না—ছিল চৈত্রমাসের পরম-রমণীয় বসন্ত-রজনী ; তাহাদের মিলন-স্থানের উপবনে মালতীকুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত থাকিয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছিল ; প্রস্ফুটিত-মালতী-কুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া পরম-সুখদ-মন্দ-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া নায়ক-নায়িকাকে উৎফুল্ল করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় রেবাতীরস্থ বেতসী-তরুতলে পরস্পরের রূপগুণ-মুগ্ধ নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিল ; তদবস্থায় মুগ্ধনায়ক নানাবিধ কৌশলদ্বারা মুগ্ধা নায়িকার মনে সম্ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিয়া তাহার চিত্তহরণ করিয়াছিল (কুমারিকাবস্থায় চিত্তে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হওয়াতেই তাহার কৌমার্য্য নষ্ট হইল)। পরে সেই নায়কের সহিতই সেই নায়িকার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে রেবাতীরবর্ত্তী বেতসী তরুমূলে প্রথম-মিলন সময়ের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ন্যায় চৈত্রমাসের বসন্ত-রজনী সমাগত হইলে এবং সেইরূপই বিকসিত মালতী-কুসুমের সৌরভবাহী মন্দসমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকিলে সেই নায়িকার চিত্তে তাহাদের প্রথম-মিলনের সুখময়ী স্মৃতি উদিত হইয়া সেই রেবাতীরস্থ বেতসীতরুমূলে তাহার প্রাণবল্লভের সহিত পুনর্মিলনের নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দিল। তখন সেই নায়িকা তাহার কোনও অন্তরঙ্গা সখীকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

কৌমারহরঃ—কৌমারের (কুমারিকাবস্থার) হর (হরণকারী), কুমারিকা-অবস্থাকে নষ্ট করিয়াছেন যিনি; কুমারিকা-অবস্থায় সম্ভোগেচ্ছা থাকা স্বাভাবিক নহে; যখনই চিত্তে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয়, তখনই মনে করিতে হইবে যে, কুমারিকা-অবস্থা দূরীভূত (নষ্ট) হইয়াছে—যৌবনের সূচনা হইয়াছে। এস্থলে, নানাবিধ হাব-ভাব বা বাক্‌চাতুরীদ্বারা কুমারী (অবিবাহিতা) নায়িকার চিত্তে যিনি সম্ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই "কৌমারহর" বলা হইয়াছে। সম্ভোগদ্বারা যিনি কোনও নায়িকার কৌমার্য্য নষ্ট করেন, তাঁহাকেও কৌমারহর বলা যায়; কিন্তু এই শ্লোকে বোধ হয় এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে; কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ উপনায়ক-নিষ্ঠত্ববশতঃ রসাভাসদুষ্ট—সুতরাং শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইবে। **বরঃ**—বিবাহানুষ্ঠানদ্বারা যিনি পত্নীত্বে বরণ করেন; পতি। **চৈত্রক্ষপাঃ**—চৈত্রমাসের ক্ষপা (রাত্রি) সমূহ; যখন শীতও নাই, গ্রীষ্মও নাই, এরূপ পরম-রমণীয় বসন্ত-রজনী। **উন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ**—উন্মীলিত (বিকসিত) মালতীকুসুমদ্বারা সুরভি (সুগন্ধযুক্ত যে কদম্বানিল); প্রস্ফুটিত-মালতীপুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে যে কদম্বানিল। ইহা "কদম্বানিলাঃ" পদের বিশেষণ) **প্রৌঢ়াঃ**—মন্দগতি; পরম-মনোহর। ইহাও "কদম্বানিলাঃ" পদের বিশেষণ। **কদম্বানিলাঃ**—কদম্ব-বনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত অনিল (বায়ু)। অথবা, কদম্বানিলাঃ কদম্বাকারাঃ বায়বো বহন্তি ন তু ঝঞ্ঝাবৎ বায়বঃ—মৃদুমন্দ পবন; ঝঞ্ঝার মত গতি নহে যাহার, এরূপ পবন। রেবানদীতীরে কদম্ব-বন থাকাতে স্থানটী পরম-রমণীয় হইয়াছে; তদুপরি মালতী-কুসুমের গন্ধবাহী মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত হইয়া স্থানটীর মনোহারিত্ব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। **সা চৈবাস্মি**—সেই আমিও আছি। নায়িকা বলিলেন—"সখি! সেই বসন্তরজনীও সমাগত; সেই কদম্ববনও অদূরে অবস্থিত; কদম্বনের ভিতর দিয়া মালতীকুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া মৃদুমন্দ পবন সেইরূপ ভাবেই প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে; সেই আমার নাগর—যিনি মালতীকুসুম-সুরভিত-মন্দপবন-সেবিত রেবাতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন—তিনিও এখন আমার নিকটেই বিরাজিত; সেই আমিও বিরাজিত; বিবাহ-বন্ধনে আমরা উভয়ে আবদ্ধ হওয়ায় আমাদের মিলনে এখন কোনও বিঘ্নও নাই; কিন্তু হে সখি, তথাপি এই গৃহের মিলনে যেন আমার চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতেছে না; আমার চিত্ত ধাবিত হইতেছে—সেই রেবাতীরস্থিত বেতসীতরুতলের দিকে।" **তত্র রেবারোধসি**—সেই রেবানদীর তীরে। **বেতসীতরুতলে**—বেতসী বৃক্ষের নীচে। **সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ**—শৃঙ্গারকৌশলক্রীড়াবিষয়ে; সম্ভোগবিষয়ে। **চেতঃ**—চিত্ত, মন। **সমুৎকণ্ঠতে**—সম্যক্‌রূপে উৎকণ্ঠিত হইতেছে। "সেই রেবাতীরে যাইয়া তত্রত্য বেতসীতরুতলেই আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রীড়াকৌতুক উপভোগ করি—ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা—ইহার নিমিত্তই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সময় ও লোক বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও স্থান বর্ত্তমান না থাকাতে অভিলষিত তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে না। রথাগ্রে নৃত্যকালে মহাপ্রভু যখন এই শ্লোক পড়িতেছিলেন, তখন তিনি রাধাভাবে ভাবিত হইয়া নিজেকে রাধা মনে করিতেছিলেন, জগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রে উভয়ের মিলন হইয়াছে, ইহাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনের নিভৃতনিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা যে আনন্দ পাইতেন, কুরুক্ষেত্রে সেইরূপ আনন্দ পাইতেছেন না; তাই আক্ষেপ করিয়া প্রিয়সখীর নিকট বলিতেছেন, "হে সখি, সেই আমিও আছি, সেই কৃষ্ণও আছেন, উভয়ের মিলনও হইয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করার জন্যই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। সেইস্থানে যেরূপ আনন্দ পাইতাম, এই কুরুক্ষেত্রের মিলনে সেইরূপ আনন্দ পাইতেছি না।"—এই ভাব মনে করিয়াই রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভু ঐ শ্লোকটী পড়িয়াছিলেন।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে-বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৩
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিল তথাই ॥ ৫৪
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥ ৫৫
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইল প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৫৬
হরিদাসঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথমন্দিরে নাহি যায় তিনজন ॥ ৫৭
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৫৮
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আসি আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম ॥ ৫৯
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥ ৬০
শ্লোক পঢ়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপগোসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৩-৫৬। **এই শ্লোকের**—উক্ত 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকের। **অর্থ**—অভিপ্রেত মর্ম্ম; মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোকটী উচ্চারিত হইলে প্রভুর অন্তরস্থিত কোন্ ভাবটী প্রকাশ পায়, তাহা। **একলে স্বরূপ**—একমাত্র স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। ইনি ব্রজের ললিতা-সখী, সুতরাং শ্রীরাধিকার অন্তরঙ্গা; তাই তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভুর মনোগত ভাব জানিতে পারিতেন। **তাহাঁ**—নীলাচলে। **রূপ**—শ্রীরূপগোস্বামী। **অর্থ-শ্লোক**—"যঃ কৌমারহরঃ"—শ্লোকের অর্থজ্ঞাপক শ্লোক। "যঃ কৌমারহরঃ"—শ্লোক উচ্চারণ করার সময়ে মহাপ্রভুর মনে যে ভাব ছিল, সেই ভাব-প্রকাশক শ্লোক। প্রভুর কৃপাতেই, অথবা তিনি স্বয়ং রূপমঞ্জরী শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। **তথাই**—সেইস্থানে, তৎক্ষণাৎই। **বাসার চালে**—যে ঘরে শ্রীরূপ থাকিতেন, সেই ঘরের চালে। **তাহারে মিলিতে**—শ্রীরূপের সঙ্গে মিলিত হইতে বা তাঁহাকে দর্শন দিতে।

৫৭। হরিদাস-ঠাকুর, রূপ ও সনাতন, এই তিনজন দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে নিতান্ত হেয়—অস্পৃশ্য মনে করিতেন। জগন্নাথের মন্দিরের বা মন্দিরের নিকটে গেলে, পাছে জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে, স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হয়, এই ভয়ে তাঁহারা মন্দিরের নিকটে যাইতেন না; প্রভুর বাসা মন্দিরের নিকটে, এজন্য তাঁহারা প্রভুর বাসায় যাইয়াও প্রভুকে দর্শন করিতেন না। তাঁহারা অস্পৃশ্য, জগন্নাথের কোন সেবক তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে বা মন্দিরে যাইয়া মন্দিরের অপবিত্রতা জন্মাইলে তাঁহাদের অপরাধ হইবে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত-ভাব।

৫৮। **উপলভোগ**—প্রাতঃকালীন ভোগ-বিশেষ। **তিনেরে মিলিয়া**—জগন্নাথের প্রাতঃকালীন ভোগ দর্শন করিয়া প্রভু প্রত্যহ হরিদাস, রূপ ও সনাতনকে দর্শন দিতে যাইতেন।

৫৯। উক্ত তিন জনের মধ্যে যখন যিনি বাসায় উপস্থিত থাকিতেন, প্রভু নিজে আসিয়া তখন তাঁহাকে দর্শন দিয়া যাইতেন—ইহাই প্রভুর নিয়ম ছিল।

৬০। প্রভু সেইদিন যখন আসিলেন, তখন শ্রীরূপ বাসায় ছিলেন না, সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলেন; ঘরে ঢুকিয়া দৈবাৎ প্রভুর চক্ষু উপরের দিকে—ঘরের চালের দিকে পড়িল; তখন প্রভু দেখিলেন, চালে একটা তালপাতা গোঁজা আছে; প্রভু তাহা লইয়া দেখিলেন—তাহাতে একটা শ্লোক লিখিত আছে। প্রভুর মুখে "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটী শুনিয়া তাহার মর্ম্মজ্ঞাপক যে শ্লোকটি শ্রীরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত তালপত্রে লিখিত ছিল।

৬১। শ্লোক পড়িয়া প্রভু সেই শ্লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরূপ সমুদ্রস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পতিত হইলেন।

উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া—॥ ৬২

মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোনজনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে ?॥ ৬৩

এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া॥ ৬৪

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে—।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে ?॥ ৬৫

স্বরূপ কহেন—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন॥ ৬৬

প্রভু কহে—তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥ ৬৭

যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে॥ ৬৮

এ সব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬২-৬৩। শ্রীরূপ প্রণাম করিতেই প্রভুর আবেশ কিছু ছুটিয়া গেল, প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান হইল ; তখন তিনি উঠিয়াই বাৎসল্যভরে শ্রীরূপকে এক চাপড় মারিলেন এবং তাঁহাকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লইলেন ; কোলে করিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "রূপ ! কি অভিপ্রায়ে আমি 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা তো কেহই জানে না ? আমি তো তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই ; তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে ?"

৬৪-৬৫। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **শ্লোক**—শ্রীরূপকৃত শ্লোকটী। **পুছেন**—জিজ্ঞাসা করেন। **রূপ**—শ্রীরূপ।

৬৬। প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—"শ্রীরূপ যে তোমার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, শ্রীরূপ তোমার কৃপার পাত্র—তোমার কৃপাতেই, কাহারও মুখে কিছু না শুনিয়াও শ্রীরূপ তোমার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন।"

৬৭। স্বরূপ-দামোদরের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য। শ্রীরূপের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রয়াগে আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলাম।" প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন প্রয়াগে অবস্থানকালে শ্রীরূপ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৮। **গূঢ় রস**—ব্রজের উজ্জ্বল রস। **বিবেচনে**- বিচারে। **গূঢ়রসাখ্যানে**—গূঢ়রসের (ব্রজের উজ্জ্বল রসের) আখ্যানে (কথনে) ; ব্রজের উজ্জ্বল-রস-সম্বন্ধীয় আখ্যান বা বিবরণ।

প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন—"শ্রীরূপ অত্যন্ত যোগ্যপাত্র ; ব্রজের উজ্জ্বল রসের বিচারে বিশেষ সমর্থ ; তুমিও তাঁহাকে ব্রজরসের কথা বলিবে—ব্রজরসের বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে।

৬৯। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। **এ সব**—এ সমস্ত বিবরণ ; শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারের কথা এবং শ্রীরূপকৃত শ্লোকের কথা। **আগে**—ভবিষ্যতে ; পরে। শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারের কথা মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে এবং শ্রীরূপকৃত শ্লোকের কথা অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

উদ্দেশ—উল্লেখ। **প্রস্তাব পাইয়া**—প্রসঙ্গ পাইয়া। এসকল কথা এস্থলে বলার প্রয়োজন না থাকিলেও প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বলা হইল। (এ সমস্ত অন্ত্যলীলার কথা বলিয়া মধ্যলীলায় ইহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক)।

এক্ষণে শ্রীরূপকৃত শ্লোকটীর উল্লেখ করিতেছেন—নিম্নে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)—
শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ,—
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৭

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন— ॥ ৭০
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন, ভাবেন ঐছন ॥ ৭১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রিয় ইতি। হে সহচরি স বৃন্দাবনবিহারী অয়ং দৃশ্যমান্ কিশোরঃ প্রিয়ঃ প্রাণনাথঃ নন্দনন্দনঃ কুরুক্ষেত্রে মিলিতবান্। তথা তেন প্রকারেণ সা নবযৌবনা অহং সা রাধা উভয়ো রাধাকৃষ্ণয়োস্তদিদং সঙ্গমসুখং দর্শনাদিসম্ভোগসুখং তথাপি মে মম মনঃ কালিন্দীপুলিনবিপিনায় যমুনাতীরকাননায় স্পৃহয়তীদং কৃষ্ণলাবণ্যদর্শনং কর্ত্তুমাকাংক্ষতি কথম্ভূতায় অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে বনান্তঃক্রীড়ন্মধুরবংশীরবং জুষণীয়ং যত্র তস্মৈ। ইতি শ্লোকমালা। ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৭। অন্বয়। সহচরি! (হে সহচরি!) সোঽয়ং (সেই এই) প্রিয়ঃ (প্রিয়) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন) ; তথা অহং (আমিও) সা রাধা (সেই রাধা) ; উভয়োঃ (আমাদের উভয়ের) তৎ (সেই) ইদং (এই) সঙ্গমসুখং (সঙ্গমসুখ) ; তথাপি (তথাপি) মে (আমার) মনঃ (মন) অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত হইত, সেই) কালিন্দীপুলিনবিপিনায় (যমুনাপুলিনস্থিত বনের নিমিত্ত) স্পৃহয়তি (বাসনা করিতেছে)।

অনুবাদ। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা যেন তাঁহার প্রিয় সহচরীকে বলিতেছেন :— "হে সহচরি! (আমার সহিত যিনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছেন) সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি যিনি কুরুক্ষেত্রে (আমার সহিত) মিলিত হইয়াছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মিলিত হইয়াছিলেন) ; উভয়ের এই সঙ্গমসুখও তদ্রূপই ; তথাপি,—যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত করিতেন, যমুনাপুলিনস্থিত সেই বনের জন্যই আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। ৭।"

তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্—আমাদের উভয়ের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) সঙ্গমসুখও তদ্রূপই। দীর্ঘ-বিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হওয়ায় উভয়ের এই মিলন প্রায় নবসঙ্গমতুল্য—বৃন্দাবনের প্রথম-মিলনের ন্যায়ই সুখদায়ক হইয়াছে। **তথাপি**—সেই কৃষ্ণ, সেই আমি (রাধা), এবং উভয়ের মিলন—বৃন্দাবনের প্রথম-মিলনের ন্যায়—নবসঙ্গমতুল্য সুখদায়ক হইলেও আমি (শ্রীরাধা) কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না—আমার মন কিন্তু বৃন্দাবনের সেই যমুনাপুলিনস্থিত বনেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। **কালিন্দী-পুলিনবিপিনায়**—কালিন্দীর (যমুনার) পুলিন (তীর)-স্থিত বিপিন (বন), তাহার জন্য। কিরূপ সেই বন? **অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে**—অন্তঃ (অভ্যন্তরে) খেলতঃ (খেলা করেন যিনি তাঁহার—ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণের) মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (মধুর-মুরলীর পঞ্চমস্বরবিশিষ্ট বনে)। সেই বনের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেন ; ক্রীড়া করিতে করিতে তিনি মধুর মুরলীধ্বনি করিতেন ; সেই মধুর-মুরলীর পঞ্চমস্বরে সেই বন অপূর্ব্ব মধুরিমা ধারণ করিত।

৭০। **এই শ্লোকের**—শ্রীরূপকৃত উক্ত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের। **প্রভুর ভাবন**—প্রভুর চিন্তা ; প্রভুর মনোগত ভাব।

রথের উপরে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহাই উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে ; এস্থলে ৭১-৭৭ পয়ারে এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

৭১। দীর্ঘ-বিরহের পরে শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া থাকিলেও, তিনি

রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন।
কাহাঁ গোপবেশ—কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭২
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৭৩

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবং প্রাপ্তোঽপি কৃষ্ণঃ পুনর্গৃহব্যাসঙ্গেন মাপরাস্থিতি তচ্চরণস্মরণং প্রার্থয়মানাঃ স্থিত্যাহ—আহুশ্চেতি। হে নলিননাভ! তে পদারবিন্দং গেহজুষাং গৃহসেবিনীনামপি নো মনসি সদা উদিয়াৎ আবির্ভবেৎ। স্বামী ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া এইরূপ (নিম্ন পয়ার-সমূহে কথিতরূপ) ভাবিয়াছিলেন। তবু—তথাপি ; যদিও বিরহান্তে দর্শন পাইয়াছেন, তথাপি। (টী. প. দ্র.)

৭২। ৭২-৭৩ পয়ারে শ্রীরাধার মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ৭২-৭৪ পয়ার শ্রীরাধার উক্তি।

রাজবেশ—রাজার পোষাক (শ্রীকৃষ্ণের)। **হাতি ঘোড়া**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহুসংখ্যক হাতী ও ঘোড়া। **মনুষ্যগহন**—মানুষের ভিড় ; লোকে লোকারণ্য। **কাহাঁ**—কোথায় ? **গোপবেশ**—গোয়ালার বেশ বা রাখালের বেশ, যেমন বৃন্দাবনে। **নির্জ্জন**—নিভৃত।

শ্রীরাধা ভাবিতেছেন—"হাঁ, ইনিই আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বটেন ; কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রে ইহার বেশ-ভূষা-সঙ্গী প্রভৃতির সহিত বৃন্দাবনের বেশ-ভূষাদির কোনওরূপ সামঞ্জস্যই তো দৃষ্ট হইতেছে না—সমস্তই যেন বিপরীত। বৃন্দাবনে ছিল ইহার রাখালের বেশ ; কিন্তু এখানে দেখিতেছি—ইনি রাজার পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন ; বৃন্দাবনে ইনি গোচারণ করিতেন, সঙ্গে গোবৎসাদি থাকিত—কিন্তু এখানে ইনি বহুমূল্য রথের উপরে বসিয়া আছেন, আর তাঁর চারিপার্শ্বে কত অসংখ্য হাতী ঘোড়া বিরাজিত ; সেখানে নির্জ্জন বৃন্দাবনে ইনি বাঁশী বাজাইয়া বিচরণ করিতেন—সঙ্গে হয়তো কখনও কয়েকজন সমবয়স্ক ও সমভাবাপন্ন রাখাল থাকিত, কখনও বা ব্রজ যুবতীরা থাকিত—কিন্তু এখানে দেখিতেছি—ইনি যেন লোকের সমুদ্রের মধ্যে বিরাজিত। এসব দেখিয়া আমার মনে তৃপ্তি পাইতেছি না, প্রাণবল্লভের সহিত মিলনে যে আনন্দ পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাইতেছি না, আমার আশা পূর্ণ হইতেছে না।"

৭৩। কি হইলে তাঁহার মনোবসনা পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

সেইভাব—ব্রজের সেই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাব। এখানে কুরুক্ষেত্রের ভাব ঐশ্বর্য্যময়, যাহাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। **সেই কৃষ্ণ**—ব্রজের সেই গোপবেশ কৃষ্ণ।

সেই বৃন্দাবন—নির্জ্জন বৃন্দাবন ; সেই কুসুম-সুরভিত, পিককুলকুহরিত, ভ্রমরগুঞ্জিত, তরুলতাবিভূষিত বৃন্দাবন। **বাঞ্ছিতপূরণ**—বাসনা পূর্ণ হয়।

"সেই নির্জ্জন বৃন্দাবনে—যেখানে প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত, যেখানে ভ্রমরকুল গুন্ গুন্ রবে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া বেড়াইতেছে, যেখানে পিককুলের কুহরবে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিতেছে, যেখানে সুস্বাদ ও সুদর্শন ফলভারে বৃক্ষরাজি আনত হইয়া যেন ভূপৃষ্ঠকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইতেছে, যেখানে সুনীল-যমুনার তরঙ্গরাজি লীলায়িত-গতিতে অগ্রসর হইয়া ফুল্ল-নলিনীগণের কানে কানে সুমধুর কলধ্বনিতে কি যেন বলিয়া বলিয়া তাহাদের প্রাণের শিহরণকে বাহিরেও যেন জাগাইয়া তুলিতেছে, সেই বৃন্দাবনে—যদি সেই গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর-নটবর শ্রীকৃষ্ণকে পাই, তবেই যেন আমার (শ্রীরাধার) মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার মনের ভাব যে বাস্তবিকই পূর্ব্বোক্তরূপ হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। আহুশ্চ (গোপীগণও বলিলেন) নলিননাভ (হে কমলনাভ)! অগাধবোধৈঃ (পরমজ্ঞান-সম্পন্ন) যোগেশ্বরৈঃ (যোগেশ্বরগণ কর্তৃক) হৃদি (হৃদয়ে) বিচিন্ত্যাং (চিন্তনীয়), সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (সংসার-কূপে পতিত জনগণের উত্তরণের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ) তে (তোমার) পদারবিন্দং (চরণ-কমল) গেহং জুষাং (গৃহসেবিনী) নঃ (আমাদের) অপি (ও) মনসি (মনে) সদা (সর্ব্বদা) উদিয়াৎ (উদিত হউক)।

অনুবাদ। কুরুক্ষেত্রমিলনে শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—হে কমলনাভ! পরমজ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার-কূপে পতিত-জনগণের উত্তরণের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার চরণকমল— গৃহসেবিনী আমাদিগেরও মনে সর্ব্বদা আবির্ভূত হউক। ৮।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যখন নির্জ্জনে গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সখীগণ! দীর্ঘবিরহেও কি তোমরা আমার কথা স্মরণ কর? না কি তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে কর? দেখ, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহি নাই, বায়ু যেমন তৃণ-ধূলিকণাদিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করে, তদ্রূপ ঈশ্বরই জীবগণকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন—ঈশ্বরই তোমাদিগের নিকট হইতে আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। যদি বল,—যিনি তোমাদের সহিত আমার বিরহ ঘটাইয়াছেন, আমিই সেই ভগবান্, তাহা হইলেও তোমাদের দুঃখ করার হেতু নাই; কারণ, আমিই যদি ভগবান্ হই, তাহা হইলে আমার প্রতি ভক্তি করিলেই সেই ভক্তির প্রভাবে লোক অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করিতে পারে; কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহা এতই গরীয়ান্ যে, তাহাই আমাকে—আমি যতদূরে যেখানেই থাকিনা কেন, আমাকে—আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে লইয়া আসিবে (এসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের রহস্যোক্তি); আরও বলি শুন; আকাশাদি পঞ্চভূত যেমন ভৌতিক পদার্থসমূহের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর—পরমাত্মা—আমিও সর্ব্বজীবের—সুতরাং তোমাদেরও—ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি, সুতরাং আমার সহিত তোমাদের কোনওরূপ বিরহই সম্ভব নহে—নাইও; অবিবেক বশতঃই তোমরা কল্পিত-বিরহের দুঃখ ভোগ করিতেছ; কারণ, তোমাদের দেহ-আত্মা-মন-প্রাণ সমস্তই সর্ব্বদাই পরমাত্মারূপ আমাতে বর্ত্তমান; তোমরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলেই আর তোমাদের কোনও দুঃখ থাকিবে না।" শ্রীকৃষ্ণের এসমস্ত (পরিহাসমূলক) উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—"হে সুন্দরীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে আমিই ঈশ্বর, তাহা হইলে যোগেশ্বরদিগের ন্যায় তোমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমাকে চিন্তা কর—ধ্যান কর; তাহা হইলেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, আমি তোমাদের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি; ইহা যখন উপলব্ধি করিবে, তখন আর আমার বিরহযন্ত্রণায় তোমরা অধীর হইবে না। আরও একটী কথা। তোমরা এখানে আসিয়া থাকিলেও তোমাদের মন কেবল বৃন্দাবনের দিকেই যেন ধাবিত হইতেছে—তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, বৃন্দাবনে তোমাদের গৃহ; ইহাতে বুঝা যায়—তোমরা অত্যন্ত গৃহাসক্ত—সংসারকূপে পতিত; কিন্তু যাহারা সংসারকূপে পতিত, তাহাদেরও কর্ত্তব্য—আমার শ্রীচরণ আশ্রয় করা; নতুবা সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই বলি, তোমরা পরমাত্মা-আমার চরণ চিন্তা কর; তাহা হইলে তোমাদের গৃহাসক্তি দূরীভূত হইবে।" প্রাণবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের মুখে এসমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনিয়া অভিমানভরে গোপীগণ বলিলেন—**নলিননাভ**—হে নলিননাভ! [নলিনের বা পদ্মের ন্যায় সুন্দর নাভি যাঁহার, তিনি নলিননাভ পদ্মনাভ; এইশব্দে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে। ধ্বনি এই যে—বধুঁ! তোমার সৌন্দর্য্যে আমরা এতই মুগ্ধ—এতই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আত্মহারা হইয়া গিয়াছি যে ভগবত্তা প্রচার করিয়া তুমি যতই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কর না কেন, তৎসমস্ত আমাদের কর্ণেই প্রবেশ করিতেছে না ; তুমি তো তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া যাইতেছ, আমরা কিন্তু বিস্ফারিত নয়নে অনবরত তোমার সৌন্দর্য্যসুধাই পান করিতেছি—তোমার উপদেশ উপলব্ধি করিবার সময় আমাদের কোথায় ?] **অগাধবোধৈঃ**—অগাধ (গভীর) বোধ (বুদ্ধি) যাঁহাদের—গভীরবুদ্ধি **যোগেশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক **হৃদি**—হৃদয়ে, অন্তঃকরণে **বিচিন্ত্যং**—চিন্তনীয়, ধ্যানের বিষয়ীভূত তোমার চরণকমল। [এই বাক্যের ধ্বনি এই—বধূঁ, যোগেশ্বরদিগের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তোমার চরণকমল ধ্যান করার নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে উপদেশ দিতেছ। কিন্তু বধূঁ, তাতো আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে ; কারণ প্রথমতঃ, যাঁহারা গভীরবুদ্ধি যোগেশ্বর, তাঁহারাই তোমার শ্রীচরণ চিন্তা করিতে সমর্থ ; আমরা একে বুদ্ধিহীনা, তাতে আবার চঞ্চলমতি গোপবালা—যোগেশ্বর নহি ; কিরূপে তোমার চরণ চিন্তা করিব ? কিরূপে তোমার চরণে মন স্থির করিব ? দ্বিতীয়তঃ হৃদয়ের অভ্যন্তরে চরণ চিন্তা করার কথা তো দূরে—তোমার চরণকমলের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই আমাদের মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন প্রস্ফুটিত কমল হইতেও সুকোমল তোমার চরণযুগল আমাদের বক্ষঃস্থলে কঠিনস্তনযুগলে স্থাপন করিতেও ভীত হইয়াছি—পাছে কোমলচরণে কঠিনস্তনের আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায়। সে কথা মনে উদিত হইতেই তোমার বিরহব্যথা আমাদের চিত্তে শতবৃশ্চিকদংশনবৎ যাতনার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে ; কিরূপে আমরা নিবিষ্টচিত্তে তোমার চরণ চিন্তা করিব বধূঁ ?] **সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং**—সংসাররূপকূপে পতিত হইয়াছে যাহারা, তাহাদের উত্তরণের (উদ্ধারের) পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ **তে পদারবিন্দং**—তোমার চরণকমল [এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই :—বধূঁ, তুমি অনুমান করিতেছ—আমাদের মন সর্ব্বদা বৃন্দাবনের দিকেই ধাবিত হইতেছে এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তুমি আমাদিগকে সংসারকূপে পতিত বলিয়া মনে করিতেছ ; তাই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত তোমার চরণাশ্রয় করার উপদেশ দিতেছ। যেখানে যাহার ঘরবাড়ী, সেখানের প্রতি আসক্তি থাকিলে তাহাকে সংসারাসক্ত—সংসারকূপে পতিত—বলা যায় সত্য। বন্ধু, বৃন্দাবনের প্রতি যে আমাদের আসক্তি, তাহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু আমাদের ঘর-সংসারের প্রতি মায়া-মমতাই এই আসক্তির হেতু নহে ; ঘর-সংসারের প্রতি আমাদের কোনওরূপ আসক্তিই নাই ; দেহের সুখ-সুবিধার আনুকূল্য-বিধান করে বলিয়াই তো ঘর-সংসারের প্রতি লোকের মায়া মমতা ? আমাদের দেহের সুখ-সুবিধার অনুসন্ধানই আমাদের নাই, ঘর-সংসারের প্রতি মমতা থাকিবে কিরূপে ? "দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার ? ২।১৩।১৩৫ ॥" বধূঁ, দেহ-গেহ সমস্তই আমরা তোমার প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিয়াছি—আমাদের দেহ এখন আর আমাদের দেহ নহে, ইহা তোমার—তোমার সুখের সাধন বলিয়াই এই দেহকে আমরা রক্ষা করি, সজ্জিত করি—এ দেহকে সুসজ্জিত দেখিলে তুমি সুখী হও বলিয়া। আমাদের নিজের সুখ আমরা জানি না বধূঁ, আমরা জানি কেবল তোমার সুখ। তোমার সুখের নিমিত্ত আমরা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণে বিনামূল্যের দাসী হইয়াছি বধূঁ ! তাই বলি, আমরা সংসারকূপে পতিত নই। তবে যে বৃন্দাবনের দিকে আমাদের মন ধাবিত হয়, তাহা সত্য—কিন্তু গৃহাসক্তি ইহার হেতু নয়—ইহার হেতু তুমি ; বৃন্দাবনের প্রতি তরুলতা, প্রতি ফুলফল, বৃন্দাবনের মাটীর প্রতি কণিকা তোমার স্মৃতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত—তোমার বিরহে তাহারাও যেন হতভাগিনী আমাদেরই ন্যায় অঝোরে ঝুরিতেছে। তাহারা সকলেই তোমারই সেবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত ; অহো বধূঁ ! "বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন-বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতাপিতা বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা ॥ ২।১৩।১৩৬ ॥" যাহা হউক, আরও শুন বধূঁ। বৃন্দাবনে তোমার যে সহজভাব—তোমার যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য—বিকসিত হয়, এখানে তো বধূঁ তাহা যেন চাপা পড়িয়া রহিয়াছে ; আমাদেরও সেই সহজভাব এখানে যেন প্রকাশ পাইতে চায় না—কোথায় যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছে—প্রাণ খুলিয়া—নিঃসঙ্কোচে—তোমার সেবা করিতে কোথায় যেন কিসে বাধিতেছে। তাই প্রতি পলেই মনে পড়ে আমাদের সেই বৃন্দাবনের

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৭৪

ভাগবতের শ্লোকগূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপগোসাঞি শ্লোক কৈল—লোক বুঝাইয়া ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কথা—যেখানে তোমার এবং আমাদের সহজ গতি, সহজ ভাব কি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের ধারা বহাইয়া দিত। আমরা সংসারকূপে পতিত হই নাই বধুঁ, আমরা বরং তোমার বিরহ-সমুদ্রেই পতিত হইয়াছি—এখানে স্বচ্ছন্দভাবে তোমার সেবা করিতে না পারিয়া কেবল বৃন্দাবনের কথাই মনে পড়ে—এবং বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ামাত্রেই সেই বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাই বলি বধুঁ—যোগিগণের ধ্যেয় এবং সংসারকূপে পতিত জনগণের অবলম্বনীয় তোমার চরণ-কমল তোমার কৃপায় যেন] **গেহং জুষাং নঃ মনসি উদিয়াৎ**—গৃহসেবিনী আমাদের মনে উদিত হয়; তোমার স্বচ্ছন্দক্রীড়াস্থল-বৃন্দাবনরূপ গৃহে আসক্তা আমাদের মনে—বৃন্দাবনরূপ মনে—তোমার চরণ উদিত হউক; তুমি বৃন্দাবনে পদার্পণ কর। এই বাক্যে (গোপীদের) গেহ—গৃহ—বলিতে ব্রজ বা বৃন্দাবনকে বুঝাইতেছে। "ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন। ২।১৩।১৩১॥" কারণ, আপন গেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনকেই গেহ—ঘর—করিয়াছেন; কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত তাঁহারা "ঘর করিয়াছেন বাহির, বাহির করিয়াছেন ঘর।" উক্ত বাক্যে মনসি—মন—শব্দেও বৃন্দাবনকে বুঝায়। "অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥ ২।১৩।১৩০॥" বধুঁ, বৃন্দাবনই আমাদের গৃহ—সেই বৃন্দাবনেই আমাদের মন আসক্ত; কারণ, বৃন্দাবন তোমার ক্রীড়াস্থল। আবার বৃন্দাবনই আমাদের হৃদয়—মন—কারণ, তোমার ক্রীড়াস্থল বৃন্দাবন হইতে আমরা আমাদের মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। তাই বলি বধুঁ, তুমি দয়া করিয়া একবার বৃন্দাবনে পদার্পণ কর, তাহা হইলেই আমাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। বধুঁ—"তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ। কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥" ২।১৩।১৪০।]

৭৪। সংক্ষেপে উক্ত শ্লোকের স্থূলমর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। এই পয়ার শ্রীরাধিকার উক্তি—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন "বধুঁ! যদি তুমি স্বয়ং ব্রজে যাইয়া আমাদের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।"

অন্বয়:—যদি আমার ব্রজপুরঘরে তোমার চরণ উদয় কর, তাহা হইলে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।

তোমার—শ্রীকৃষ্ণের। **ব্রজপুরঘরে**—ব্রজপুর রূপ ঘরে। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—ব্রজপুর বা বৃন্দাবনই আমার ঘর বা গৃহ; সেই গৃহে। **উদয় করয়ে যদি**—যদি উদিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ব্রজে উপনীত হও। **বাঞ্ছা পূরে**—বাসনা পূর্ণ হয়; স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বাসনা পূর্ণ হয়। এই পয়ার শ্লোকস্থ "মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ" অংশের অর্থ।

৭৫। **ভাগবতের**—শ্রীমদ্ভাগবতের। **শ্লোকগূঢ়ার্থ**—পূর্ব্বোক্ত "আহুশ্চ তে ইত্যাদি"—শ্লোকের গূঢ় অর্থ; "আহুশ্চ তে ইত্যাদি" শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮২।৪৮ শ্লোক; এই শ্লোকের যথাশ্রুত বাহ্য অর্থে প্রকৃত মর্ম্ম জানা যায় না; প্রকৃত মর্ম্ম অত্যন্ত গূঢ়—প্রচ্ছন্ন; শ্রীরূপ গোস্বামী সেই প্রচ্ছন্ন অর্থকে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া একটী শ্লোক রচনা করিয়াছেন—তাহা হইতেই লোকে উক্ত "আহুশ্চ" শ্লোকের অর্থ জানিতে পারে। **বিশদ করিয়া**—পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া। **শ্লোক কৈল**—শ্লোক রচনা করিয়াছেন; শ্রীরূপকৃত শ্লোকটী তাঁহার কৃত ললিতমাধব-নাটকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ললিতমাধব হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। **লোক বুঝাইয়া**—"আহুশ্চ ইত্যাদি" শ্লোকের অর্থ লোককে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে; অথবা যাহা হইতে লোকে উক্ত শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারে।

তথাহি ললিতমাধবে (১০।৩৬)—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যা তে লীলেতি। হে গোবিন্দ যা ধন্যা সকলজন্মা মাধুরী মথুরায়াঃ অদূরভবা ক্ষৌণী ব্রজভূমিরিত্যর্থঃ বিলসতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সা কথম্ভূতা তে তব লীলারস-পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা লীলারসানাং পরিমলঃ গন্ধস্তস্যোদ্গারি উদয়মেব বন্যা জলপ্রবাহঃ তেন পরীতা যুক্তা। পুনঃ কথম্ভূতা অতএব মাধুরীভির্বৃতা ব্যাপ্তা। তত্র ব্রজভূমিমধ্যে অস্মাভিঃ গোপীভিঃ সহ সম্বীতঃ যুক্তঃ সন্ ত্বমেব বিহারং কলয় কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কথম্ভূতাভিরস্মাভিঃ চটুলপশুপীভাবমুগ্ধাভিঃ চটুলাঃ চঞ্চলাঃ গোপিকাঃ তদ্ভাবেন মোহিতমন্তরং যাসাং তাভিঃ। কথম্ভূতস্ত্বং বদনোল্লাসিবেণুঃ প্রফুল্লতবদনে বেণুর্যস্য স ত্বম্। অতএব বৃন্দাবনমেত্য শ্রীচরণপদ্মং দর্শয়েতি ধ্বনিতম্। শ্লোকমালা॥ ৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৯। অন্বয়। তে (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) লীলারস-পরিমলোদ্গারিবন্যা-পরীতা (লীলারসের সুগন্ধোদ্গারী বন্যাসমূহদ্বারা সংযুক্ত) মাধুরীভিঃ (এবং মাধুরী সমূহদ্বারা) বৃতা (শোভিত বা আবৃত) মাধুরী (মাধুরী—মথুরার অতি নিকটবর্ত্তী) ধন্যা (ধন্য—শ্লাঘ্য) যা (যেই) ক্ষৌণী (ভূমি—ব্রজভূমি) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে), তত্র (সেই ব্রজভূমিতে) চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তরা) অস্মাভিঃ (আমাদিগের সহিত) সংবীতঃ (মিলিত বদনোল্লাসিবেণুঃ (এবং বেণুবাদনরত-বদন) [সন্] (হইয়া) ত্বং (তুমি) বিহারং (বিহার) কলয় (কর)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তোমার লীলারসের সুগন্ধোদ্গারী বন্যাসমূহদ্বারা সংযুক্ত এবং মাধুর্য্যসৌষ্ঠবে শোভিত, পরমশ্লাঘ্য এবং মথুরার নিকটবর্ত্তিনী যে ব্রজভূমি বিরাজ করিতেছে, সেই ব্রজভূমিতে—বেণু-বাদনপূর্ব্বক, চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তঃকরণা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি বিহার কর। ৯।

কোন এক কল্পে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধিকা যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; সূর্য্যকন্যা-যমুনা তখন শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া সূর্য্যদেবের নিকটে রাখিলেন; সূর্য্যদেব স্বীয় মিত্র ও উপাসক অপুত্রক সত্রাজিৎ রাজার নিকটে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"ইহার নাম সত্যভামা; ইনিই তোমার কন্যা; নারদের আদেশ-অনুসারে কোনও শোভনকীর্ত্তি বরের হস্তে এই কন্যাকে সম্প্রদান করিবে।" তারপর নারদের আদেশে রাজা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাস্থিত অন্তঃপুরে সত্যভামা নাম্নী শ্রীরাধাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা স্বীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা শ্রীরাধার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত দ্বারকায় এক নব বৃন্দাবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীদেবী সেই নববৃন্দাবনেই সত্যভামাকে লুকাইয়া রাখিলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই অসামান্য-রূপ লাবণ্যবতী সত্যভামার সাক্ষাৎ না হয়। যাহা হউক, ঘটনা-পরম্পরায় সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, সত্যভামা যে শ্রীরাধা, তাহাও ব্যক্ত হইল এবং রুক্মিণী যে শ্রীচন্দ্রাবলী, তাহাও প্রকাশ পাইল। পরে যথাসময়ে রুক্মিণী-নাম্নী চন্দ্রাবলীর উদ্যোগেই সত্যভামা-নাম্নী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বেই যশোদারাণী, পৌর্ণমাসী, মুখরা প্রভৃতি দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিবাহ স্থির হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—"প্রেয়সী! বল, অতঃপর তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?" তখন আনন্দের সহিত শ্রীরাধা বলিলেন—"প্রাণেশ্বর! ব্রজস্থ আমার সমস্ত সখীবৃন্দই এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। স্বীয় ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও পাইলাম; ব্রজেশ্বরী শ্বশ্রূমাতাকেও পাইলাম; আর এই নববৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে তোমার সহিতও মিলিত হইলাম; ইহার পরে আমার আর কি প্রিয় বস্তু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? তথাপি, একটী প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করি—তুমি সেই ব্রজধামে যাইয়াই আমাদিগকে লইয়া বিহার কর।"

এইমত মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রাসহিত দেখে বংশী নাহি হাথে ॥ ৭৬

"ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ পাব"—এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ—চটুলা (চঞ্চলা—শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে উদ্দাম কৃষ্ণপ্রেম-জনিত পরমৌৎকণ্ঠ্যবশতঃ চঞ্চলা, চপলা) পশুপী (গোপী) দিগের ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের, তাদৃশী **অস্মাভিঃ**—আমাদিগের (শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীদিগের) দ্বারা **সংবীতঃ**—পরিবৃত বা বেষ্টিত হইয়া **বদনোল্লাসিবেণুঃ**—বদনে (মুখে) উল্লাসিত বেণু যাঁহার, প্রফুল্লবদনে বেণুবাদনরত হইয়া, প্রফুল্লবদনে বেণুবাদন করিতে করিতে **ত্বং**—হে প্রাণবল্লভ! তুমি **বিহারং কলয়**—বিহার কর **তত্র**—সেই স্থানে। কোন্ স্থানে? যাহা তোমার **লীলারসপরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা**—লীলারসের পরিমল (সুগন্ধ) উদ্গীরণকারী বন্যাসমূহদ্বারা পরীতা (সংযুক্তা)—বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত তোমার অসংখ্য মাধুর্য্যময়ী লীলার রসধারা বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সমস্তব্রজভূমিকে পরিষিক্ত (পরীত) করিয়াছে; সুগন্ধি জলের দ্বারা পরিষিঞ্চিত কোনও বস্তু হইতে যেমন সুগন্ধ বাহির হয়, তোমার লীলারসবন্যাদ্বারা পরিষিঞ্চিত ব্রজভূমি—তাহার গিরি নদী আদি—হইতেও লীলারসের অপূর্ব্ব সুগন্ধ এখনও নির্গত হইতেছে—অর্থাৎ ব্রজভূমির যে কোনও অংশের দর্শনেই তোমার লীলার কথা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লীলারসের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া উঠে। এতাদৃশ তোমার লীলাস্মৃতি-বিজড়িতা এবং গিরি, নদী, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, পিক, ভ্রমর, ফুল, ফল প্রভৃতির **মাধুরীভিঃ**—মাধুর্য্যরাশিদ্বারা **বৃতা**—শোভাশালিনী **যা ধন্যা ক্ষৌণী মাধুরী**—যে শ্লাঘনীয়া মাধুরী (মাথুরী—মথুরার নিকটবর্ত্তিনী) ক্ষৌণী (ধাম)—ব্রজধাম **বিলসতি**—বিরাজিত আছে, সেই স্থানে তুমি আমাদের সহিত বিহার কর।

যেই শ্রীরাধা এবং যেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাই সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তথাপি শ্রীরাধা যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না; কারণ, তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন দ্বারকায়—এস্থানে বৃন্দাবনেরই অনুরূপ নববৃন্দাবন নামে একটী স্থান থাকিলেও এবং এই নববৃন্দাবনেই তাঁহাদের মিলনের যথেষ্ট সুযোগ থাকিলেও, তাহাতেও শ্রীরাধার তৃপ্তি হইতেছে না—কারণ বোধ হয় এই যে—এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজ্যাধিপতি, পরম-ঐশ্বর্য্যময়, আর শ্রীরাধা তাঁহার মহিষী—তদনুরূপ পরিবেষ্টনীর মধ্যে সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্তা স্বচ্ছন্দভাব-বিশিষ্টা গোপবালাদিগের উদ্দাম কৃষ্ণসেবা বাসনা স্বচ্ছন্দগতিতে স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করিতে পারে না—উদ্দাম-বায়ুপ্রবাহের স্বচ্ছন্দগতি এখানে যেন প্রতিহত হইয়া যাইতে চায়—তাই শ্রীরাধার মন ধাবিত হইতেছে—স্বচ্ছন্দতার লীলাভূমি সেই বৃন্দাবনের দিকে, যেখানে তাঁহার পশুপীভাব—গোপীভাব—সর্ব্ববিধ বন্ধনবিমুক্তা স্বচ্ছন্দভাববিশিষ্টা গোপবালাদিগের উদ্দাম-কৃষ্ণসেবাবাসনা স্বচ্ছন্দগতিতে স্বচ্ছন্দক্রিয়ায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়া পরমা-তৃপ্তির অমৃতময়ী ধারা সর্ব্বদিকে প্রবাহিত করিতে পারে।

৭৬-৭৭। এইমত—এইরূপে; কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, অথবা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে। **সুভদ্রা**—শ্রীজগন্নাথের ভগিনী। রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পৃথক্ পৃথক্ রথ থাকে বলিয়া সুভদ্রা জগন্নাথের সঙ্গে থাকেন না। শ্রীমন্দিরেই সুভদ্রা থাকেন জগন্নাথের নিকটে—জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারের ন্যায় এই পয়ারেও শ্রীমন্দিরেই প্রভুর জগন্নাথ দর্শনের কথা বলা হইতেছে।

মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া কৃষ্ণ মনে করিলেন বটে; কিন্তু জগন্নাথের হাতে বংশী না দেখিয়া এবং তাঁহার পার্শ্বে সুভদ্রাকে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণ নহেন, ইনি দ্বারকার কৃষ্ণ। (সুভদ্রা দ্বারকার পরিকর; ব্রজেন্দ্র-নন্দনের হাতেও বংশী থাকেই)। তাই জগন্নাথকে দেখিয়াও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না—অতৃপ্তির সহিত তিনি ভাবিলেন—"এমন সৌভাগ্য আমার কবে হইবে, যখন ব্রজধামে—বৃন্দাবনেই ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইতে পারিব?"

রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে॥ ৭৮
দ্বাদশ-বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল॥ ৭৯
সন্ন্যাস করি চব্বিশবৎসর কৈল যে-যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ?॥ ৮০
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌-দরশন।
মুখ্য মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন॥ ৮১
প্রথম সূত্র—প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই বাঞ্ছা ইত্যাদি—মহাপ্রভু যতই জগন্নাথের দিকে চাহিতে থাকেন, ততই তাঁহার মনে—বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত মিলিত হওয়ার বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

৭৮। উন্মাদ—উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা হইতে ব্রজে পাঠান, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার তৎকালীন উন্মাদাবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কং ৪৭শ অঃ বর্ণিত আছে। উন্মাদোহৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসোনটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং। প্রলাপোধাবনক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ২।৪।৩১॥ অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিত্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত-ক্রিয়াদি লক্ষিত হইয়া থাকে। উদ্‌ঘূর্ণা—নানাপ্রকার বিলক্ষণ-বৈবশ্যচেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে। স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্।—উঃ নীঃ। স্থায়ী। ২৩৭। উদ্‌ঘূর্ণার দৃষ্টান্ত :—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট কহিলেন, হে বন্ধো, তোমার বিরহে শ্রীরাধা ভ্রান্তা হইয়া কখনওবা বাসকশয্যার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করিতেছেন, কখনওবা খণ্ডিতাভাব অবলম্বন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া নীলমেঘের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেছেন, কখনওবা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রলাপ—অকারণ বাক্যপ্রয়োগ। যে ব্যক্তি উপস্থিত নাই, তাহাকে উপস্থিত মনে করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলা হয়, তাহাকে প্রলাপ বলে। "অলক্ষ্যবাক্‌প্রলাপঃ স্যাদিত্যাদি।"—সাহিত্যদর্পণ। অথবা, ব্যর্থ আলাপকে প্রলাপ বলে। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ॥ উঃ নীঃ উদ্ভা। ৮৭॥" দৃষ্টান্ত :—"করোতি নাদং মুরলী রলী রলী ব্রজাঙ্গনা-হৃন্মথনং থনং থনম্। ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে হরে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা॥—উন্মত্তা শ্রীরাধা কহিলেন—কৃষ্ণ! বুঝিতে পারিলাম, ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়-মথন (থন, থন) করিয়া তোমার মুরলী (রলী, রলী) নিনাদ করিতেছে; তাহাতেই ব্যথিতচিত্তা হইয়া ললিতা (লিতা, লিতা) তোমার ভজন (জন, জন) করিতেছে।" এস্থলে শ্লোকস্থ রলী, রলী, থনং থনং, জতে, জতে, লিতা, লিতা, জন, জন, এই কয়টী শব্দ ব্যর্থ—নিষ্প্রোজনে উক্ত—হইয়াছে। এই ব্যর্থ উক্তিই প্রলাপ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিলেন, তখন, তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরাধার বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে বিরহজনিত উন্মাদাবস্থায় শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপ-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের শেষ বার-বৎসরও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু রাত্রিদিন সেইরূপ প্রলাপ বাক্যাদি প্রকাশ করিতেন।

৭৯। দ্বাদশ বৎসর শেষ—শেষ বার বৎসর। ঐছে—ঐরূপে, পূর্ব্বোক্তরূপ কৃষ্ণবিরহোন্মাদে। শেষলীলা—সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম শেষলীলা। পূর্ব্বোবর্ত্তী ১২শ পয়ার দ্রষ্টব্য। ত্রিবিধানে—তিনি প্রকারে; তিনভাগে। প্রথমভাগ, প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময় হইতে ছয়বৎসরকাল নানাদেশে ভ্রমণ; দ্বিতীয়ভাগ, নীলাচলে তৎপরবর্ত্তী ছয় বৎসর কেবল প্রেমভক্তি-শিক্ষাদান; এবং তৃতীয়ভাগ, শেষ বারবৎসর নীলাচলে গম্ভীরায় প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ।

৮২। এক্ষণে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলার—যাহা মধ্যলীলা-নামে কথিত, সেই লীলার সূত্র বর্ণনা করিতেছেন।

প্রেমেতে বিহ্বল—বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৮৩
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা 'যমুনা' বলিয়া ॥ ৮৪
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈলা তাহাঁ রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৫
মাতা ভক্তগণে তাহাঁ করিল মিলন।
সর্ব্বসমাধান করি কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৮৬
পথে নানা লীলারস দেবদরশন।
মাধবপুরীর কথা,—গোপাল-স্থাপন ॥ ৮৭
ক্ষীরচুরির কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ডভঞ্জন ॥ ৮৮
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৮৯
সার্ব্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন।
তৃতীয়প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার প্রথম সূত্র—প্রথম লীলা—হইল কাটোয়াতে কেশব-ভারতীর নিকটে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাস-গ্রহণমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রভুর এত উৎকণ্ঠা জন্মিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎই যেন দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলেন—মনে ভাবিতেছেন—তিনি যেন কৃষ্ণদর্শনার্থ বৃন্দাবনে যাইতেছেন।

৮৩। **প্রেমেতে বিহ্বল**—প্রভু তখন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। **বাহ্য** ইত্যাদি—তখন তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না, তিনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন—এই জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও জ্ঞানই তখন তাঁহার ছিল না; কোন্ পথে যাইতেছেন, ঠিক পথে যাইতেছেন কিনা—সেই জ্ঞানও ছিল না।

রাঢ়দেশে—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাকে রাঢ়দেশ বলে। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল না বলিয়া তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত কেবল রাঢ়দেশেই ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

৮৪। কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন; তখন তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে ফাঁকি দিয়া শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন; শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গা দেখাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন, "এই যমুনা, যমুনায় স্নান কর।" প্রভু যমুনাজ্ঞানে গঙ্গায় নামিলেন। এদিকে এই সংবাদ পাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নূতন কৌপীনাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন।

৮৫-৮৬। শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তারপর প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে গেলেন, সেখানে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন হইল। সকলের নিকট বিদায় লইয়া এবং শচীমাতার আদেশ গ্রহণ করিয়া প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিলেন।

আচার্য্যের গৃহে—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের গৃহে।

প্রথম ভিক্ষা—সন্ন্যাসের পর তিনদিন উপবাসের পরে প্রথম আহার। সন্ন্যাসীর আহারকে "ভিক্ষা" বলে।

সর্ব্বসমাধান করি—সমস্ত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া, মাতাকে প্রবোধ দিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া এবং সমস্ত ভক্তের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া। **নীলাদ্রি**—নীলাচল; শ্রীক্ষেত্র; পুরী।

৮৭-৯০। **পথে**—শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাওয়ার পথে। **নানালীলারস** ইত্যাদি—পথে প্রভু নানাবিধ লীলারসের আস্বাদন এবং নানাস্থানের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিয়াছিলেন। **মাধবপুরীর কথা**—শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর বিবরণ। **গোপাল স্থাপন**—শ্রীগোপাল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কথা। **ক্ষীরচুরির কথা**—গোপালের আদেশে চন্দন আনিবার জন্য নীলাচলে যাওয়ার পথে রেমুণাতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জন্য গোপীনাথ যে ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, সেই কথা। তদবধি ঐ গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা হইয়াছে। (মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। **সাক্ষীগোপাল-বিবরণ**—সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য গোপালের শ্রীবিগ্রহ যে হাঁটিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিদ্যানগরে আসিয়াছিলেন, সেই কথা। (মধ্য ৫ম পরিচ্ছেদ)

নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সভে পাইল আনন্দ ॥ ৯১
তবেত সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ৯২
তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণগমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥ ৯৩
জীয়ড়নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ৯৪
গোদাবরীতীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দরায়-সনে তাহাঞি মিলন ॥ ৯৫
ত্রিমল্ল-ত্রিপদী-স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ ৯৬
তবেত পাষণ্ডিগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ৯৭
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দণ্ডভঞ্জন—নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড (লাঠি) ভাঙ্গিয়াছিলেন। (মধ্য ৫ম পরিচ্ছেদ)। **ক্রুদ্ধ হ'য়ে**—দণ্ড ভাঙ্গাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু একাকী আগে চলিয়া গেলেন।

মূর্চ্ছিত—শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মূর্চ্ছিত প্রভুকে দেখিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া আসিলেন এবং নানাবিধ উপায়ে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইলেন।

৯১। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত এবং শ্রীমুকুন্দ—ইহারাও প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইতেছিলেন। ভুবনেশ্বরের পথে ভার্গী-নদীর তীরে শ্রীনিত্যানন্দ যখন প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করিলেন, পুরীর নিকটবর্ত্তী আঠারনালায় আসিয়া প্রভু যখন ইহা জানিলেন তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী আগে চলিয়া আসিলেন; তাঁহারা পরে আসিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

৯২। **তবে**—তাহার পরে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **ঈশ্বরমূর্ত্তি**—নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে নিজরূপ দেখাইয়াছিলেন:—দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজরূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২।৬।১৮৩ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলেন, ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন:—আত্মভাবে হইলা ষড়্‌ভুজ অবতার।—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

৯৩-৯৪। **তবে ত**—সার্ব্বভৌমকে কৃপা করার পরে। **দক্ষিণ গমন**—দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্র—মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির উত্তর সীমায় গঞ্জাম-জেলার অন্তর্গত; চিকাকোল হইতে আট মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীবিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিজয়নগর হইয়া সীমাচলে আগমন করেন। সীমাচল একটী পার্ব্বত্যপ্রদেশ। এই পর্ব্বতটী প্রায় সাড়ে পাঁচশত গজ উচ্চ। ইহার উপরে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে। এই বিগ্রহকে জীয়ড়নৃসিংহ বলে।

বাসুদেব বিমোচন—বাসুদেব-নামক বিপ্রের উদ্ধার। (মধ্য ৭ম পরিচ্ছেদে)। শ্রীরাধার ভাবে সর্ব্বদা
৯৫। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী বন দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।
বৃন্দাবনের স্মৃতি মনে জাগ্রত থাকিত বলিয়াই এইরূপ হইত। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ আছেন।
৯৬-৯৮। **ত্রিপদী**—বর্ত্তমান আর্কট-জেলার অন্তর্গত স্থানবিশেষ; এই শেষাচলই ত্রিমল্ল।
ত্রিমল্ল—ত্রিপদী হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বে শেষাচল-নামক পর্ব্বতের উপর বালাজীমূর্ত্তি বিরাজিত। এই স্থানে শ্রীরঙ্গনাথ-নামক
অহোবল-নৃসিংহ—অহোবল-নামক নৃসিংহ। **শ্রীরঙ্গক্ষেত্র**—বর্ত্তমান শ্রীরঙ্গপত্তন। **কাবেরীর তীরে**—কাবেরী নদীর তীরে।
বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। ইহা রামানুজীয় বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা-চারিমাস ॥ ৯৯
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরমপণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত ॥ ১০০
চাতুর্মাস্য তাহাঁ প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১০১
চাতুর্মাস্য-অন্তে পুন দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী-সনে তাহাঞি মিলন ॥ ১০২
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপি-বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥ ১০৩
শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস-বিপ্রের কৈল দুঃখ-বিমোচন ॥ ১০৪
তত্ত্ববাদি-সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা-সভার ॥ ১০৫
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১০৬
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন।
সেতুবন্ধস্নান রামেশ্বর-দরশন ॥ ১০৭
তাহাঞি করিল কূর্ম্ম-পুরাণ-শ্রবণ।
'মায়াসীতা নিল রাবণ'—তাহাতে লিখন ॥ ১০৮
শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১০৯
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১০
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত—দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা 'উত্তম' জানিঞা ॥ ১১১
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণ মিলি স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০০। **শ্রীবৈষ্ণব**—শ্রী-সম্প্রদায়ী (রামানুজ-সম্প্রদায়ী) বৈষ্ণব।

১০২। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত সময়কে চাতুর্ম্মাস্য বলে।

১০৩। **ভট্টমারী**—বামাচারী সন্ন্যাসী-বিশেষ। **কৃষ্ণদাস**—মহাপ্রভু যখন দক্ষিণে যান, তখন তাঁহার জলপাত্র বহন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস-নামক এক বিপ্র সঙ্গে গিয়াছিলেন। **রামজপিবিপ্র**—যে বিপ্র সর্ব্বদা রাম নাম জপ করিতেন।

১০৪। **শ্রীরঙ্গপুরী**—ইনি শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

রামদাসবিপ্রের ইত্যাদি—এই বিপ্র ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সেবক। জগজ্জননী সীতাদেবীকে রাক্ষস-রাবণ হরণ করিয়াছে—ইহাই ছিল তাঁহার গভীর দুঃখের হেতু। প্রভু কিরূপে তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন তাহা পরবর্ত্তী ১১০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১০৫। **তত্ত্ববাদী**—ইঁহারা ছিলেন মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১০৭। **সপ্ততাল-বিমোচন**—প্রভু আলিঙ্গন করিয়া সাতটী তালগাছকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১১০। **সেই পুরাতনপত্র**—রাবণ মায়াসীতামাত্র হরণ করিয়াছিল, প্রকৃত সীতাকে হরণ করিতে পারে নাই—একথা কূর্ম্ম-পুরাণের যে পাতায় লিখিত ছিল, মহাপ্রভু, তৎস্থলে নূতন পাতা লিখাইয়া রাখিয়া, সেই পাতাটী লইয়া আসিলেন এবং রামদাস-বিপ্রকে তাহা দেখাইলেন। বিপ্র যখন জানিতে পারিলেন যে, রাবণ প্রকৃত সীতাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তখন তাহার দুঃখ দূরীভূত হইল।

১১১। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থদ্বয় দেখিতে পায়েন; গ্রন্থদ্বয়কে অতি উত্তম মনে করিয়া প্রভু লইয়া আসিলেন। ইহাতেই এতদঞ্চলে উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পাইল।

অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিল গমন ॥ ১১৩
ভক্তসঙ্গে দিনকথো তাহাঞি রহিলা।
'গৌড়ের ভক্ত আইসে'—সমাচার পাইলা ॥ ১১৪
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥ ১১৫
বিরহে বিহ্বল প্রভু—না জানে রাত্রি-দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১১৬
সভে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১১৭
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৮
রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কথোদিনে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥ ১১৯
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি-মিলন।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২০
দামোদরস্বরূপ-মিলন পরম আনন্দ।
শিখিমাহিতী-মিলন রায় ভবানন্দ ॥ ১২১
গৌড়দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীন-গ্রামবাসি সঙ্গে প্রথম-মিলন ॥ ১২২
নরহরিদাস-আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দসেন-সঙ্গে মিলিলা সভে আসি ॥ ১২৩
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ ১২৪
সভাসঙ্গে তবে রথযাত্রা-দরশন।
রথ-আগে নৃত্য করি উদ্যান-গমন ॥ ১২৫
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেইস্থানে।
গৌড়িয়াভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৩। **অনবসরে**—স্নানযাত্রার পর পনরদিন যাবৎ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের বাধা হওয়ায়। **বিরহে**—শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-বিরহে। **আলালনাথ**—পুরীর দক্ষিণে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত স্থান-বিশেষ।

১১৪-১৫। **তাহাঞি**—আলালনাথে। রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতেছেন—প্রভু আলালনাথে থাকিয়াই এই সংবাদ পাইলেন; তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রভুর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য আগ্রহসহকারে প্রভুকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন।

১১৬। **বিরহে-বিহ্বল**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে ব্যাকুল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

১১৭। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সমস্ত ভক্ত মিলিয়া পরামর্শ করিলেন; পরামর্শে স্থির হইল—কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে প্রভুর মন কিছু স্থির হইতে পারে। তদনুসারে তাঁহারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; বস্তুতঃ কীর্ত্তনের আবেশেই প্রভুর মন স্থির হইল, পূর্ব্বের বিহ্বলতা প্রশমিত হইল।

১১৯। **রাজ-আজ্ঞা**—রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ। রায়-রামানন্দ রাজা-প্রতাপরুদ্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া কর্ম্মস্থল ছাড়িয়া আসিবার নিমিত্ত রাজ-আজ্ঞার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১২০। নীলাচলে রামানন্দরায়ের সহিত মিলনের পরে কি কি লীলা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে।

১২৩-২৪। **খণ্ডবাসী**—শ্রীখণ্ডবাসী। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৪ পয়ারের টীকায় গুণ্ডিচা-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। রথযাত্রার পূর্ব্বে ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনা করিয়া পরিষ্কার করিতেন।

১২৫। **উদ্যান-গমন**—রথযাত্রার সময়ে গুণ্ডিচামন্দিরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথের রথ বলগণ্ডিস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে: সেই স্থানে সমবেত জনমণ্ডলী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে জগন্নাথের ভোগ লাগাইয়া থাকে; এই অবসরে মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করিতে যাইতেন। ২।১৩।১৮৭-১৯৬ ॥ দ্রষ্টব্য ॥

১২৬। **প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা**—প্রভু যখন উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন সার্ব্বভৌমের উপদেশানুসারে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য সমস্ত বৈষ্ণবের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমিতে-শয়ান মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং মুখে রাস-পঞ্চাধ্যায়ের

প্রত্যব্দ আসিবে রথ-যাত্রা-দরশনে।
এই-ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১২৭
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে—'রাণ্ডী হউক ষাঠী' ॥ ১২৮
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত-আগমন।
শিবানন্দসেন করে সভার পালন ॥ ১২৯
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"জয়তি তেহধিকং" ইত্যাদি শ্লোকযুক্ত অধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; আবৃত্তি করিতে করিতে যখন "তব কথামৃতং" শ্লোকটি পাঠ করিলেন, তখন প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গাত্রোত্থান করিয়া প্রতাপরুদ্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃতার্থ করিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা। ২।১৪।৩-১৩। দ্রষ্টব্য। **গৌড়িয়া ভক্তে**—বঙ্গদেশবাসী ভক্তগণকে। **বিদায়ের দিনে**—গৌড়িয়া ভক্তগণ যেদিন প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া নীলাচল হইতে দেশের দিকে রওনা হইতেন, সেইদিনে।

১২৭। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসরে। **এই ছলে**—রথযাত্রা দর্শনের ব্যপদেশে।

১২৮। রথযাত্রার পরে গৌড়ীয়-ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলে প্রতিমাসে পাঁচদিন করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য প্রভুকে ভিক্ষা (ভোজন) করাইতেন; ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রভুর জন্য প্রস্তুত করিতেন। প্রভু একদিন ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ-নামক ব্রাহ্মণ দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন?" ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ফিরিয়া চাহিতেই অমোঘ পলায়ন করিল; সার্ব্বভৌম মনের দুঃখে অমোঘকে অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন; এদিকে সার্ব্বভৌমের গৃহিণী জামাতা-কর্তৃক অতিথি-মহাপ্রভুর নিন্দার কথা শুনিয়া অতি দুঃখে মাথায় ও বুকে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমার মেয়ে ষাঠি বিধবা হউক—অর্থাৎ প্রভুর নিন্দাকারী অমোঘের মৃত্যু হউক। ২।১৫ অধ্যায়।"

ষাঠীর মাতা—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী, তাঁহার কন্যার নাম ছিল ষাঠী। **রাণ্ডী**—রাঁড়ী; বিধবা। **রাণ্ডী হউক ষাঠী**—"আমার কন্যা ষাঠী বিধবা হউক; অর্থাৎ যে প্রভুর নিন্দা করিয়াছে, সেই অমোঘ আমার জামাতা হইয়া থাকিলেও তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। নিন্দুক-স্বভাব লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিলে দিন দিনই সে নিন্দাজনিত অপরাধের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে এবং তাহার সঙ্গদোষে আমার কন্যাও তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত হইবে। যদি অমোঘের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অধিকতর অপরাধের দায় হইতে সেও নিষ্কৃতি পাইবে এবং তাহার সেবা-শুশ্রূষার ফলে আমার কন্যারও আর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না।" এইরূপে অমোঘের মৃত্যুতে ষাঠীর ঐহিক সুখের বিঘ্ন জন্মিলেও পরমার্থ-সুখের সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া মাতা হইয়া কন্যার বৈধব্য প্রার্থনাতেও ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর বাৎসল্যে দোষস্পর্শ ঘটিতে পারে নাই। অথবা, ষাঠীর স্বামী অমোঘ প্রভুকে নিন্দা করাতে ষাঠীর মাতা দুঃখে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ষাঠী বিধবা হউক; অর্থাৎ অমোঘকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, যে প্রভুকে নিন্দা করে, এমন পাষণ্ডীর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? তাহার মরাই ভাল। অনেক সময় নিজের মাতাও দুরন্ত পুত্রকে অতি দুঃখে বলিয়া থাকেন, "তুই মর," ষাঠীর মাতার উক্তিও এই জাতীয়। ষাঠী বিধবা হউক, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে; এমন পাষণ্ডী স্বামীর সঙ্গ করা অপেক্ষা বিধবা হইয়া থাকাই ভাল, ইহাই তাঁহার আক্ষেপ-উক্তির মর্ম্ম।

১২৯। **বর্ষান্তরে**—পর বৎসরে। **পালন**—তত্ত্বাবধান। শিবানন্দ-সেনের তত্ত্বাবধানেই গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতেন। পথে ভক্তদের বাসা, আহার, রাস্তাঘাটের সমস্ত বন্দোবস্তই শিবানন্দ সেন করিতেন।

১৩০। একবৎসর শিবানন্দ সেনের সঙ্গে একটী কুকুরও নীলাচলে আসিতেছিল; পথে একদিন কোনও কার্য্যোপলক্ষে শিবানন্দ অন্যত্র থাকায় তাঁহার পরিচারক কুকুরটীকে আহার দিয়াছিল না; কুকুর কোথায় চলিয়া

পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৩১
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ববৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সভারে লইয়া ॥ ১৩২
সভা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ-সম্মার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৩৩
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৪
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ ১৩৫
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা ॥ ১৩৬
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৩৭
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৩৮
পুরী গোসাঞি সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দরায় আইলা ভদ্রকপর্য্যন্ত ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গেল ; শিবানন্দ আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাকে পাইলেন না। পরে তাঁহারা নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন—কুকুরটী প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া প্রভুর প্রদত্ত নারিকেল-প্রসাদ খাইতেছে, আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছে। এই কুকুরটী নীলাচলেই দেহরক্ষা করিয়াছিল। কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের মতে ইহা মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্ব্বের ঘটনা। "ভগবতো মথুরাগমনাৎ পূর্ব্বম্ একস্মিন্নব্দে সর্ব্বেষু পরস্ সহস্রলোকেষু চলিতবৎসু কশ্চিৎ কুক্কুরোঽপি রোপিতযাদৃচ্ছিকেচ্ছঃ শিবানন্দ-নিকটে চলিতঃ ইত্যাদি। ১০।৩॥"

১৩১। **পথে**—শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে। **সভার**—সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তদের। **সার্ব্বভৌম** ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য যে কাশীতে গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র কোথাও তাহার উল্লেখ বা বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন, কোনও একবৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তগণ যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে কোনও একস্থানে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; সার্ব্বভৌম তখন বারাণসীতে যাইতেছিলেন (১০।১৩)। ইহা যে প্রভুর বারাণসী যাওয়ার পূর্ব্বের ঘটনা, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় (ভূমিকায় প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী দ্রষ্টব্য)।

১৩৫। **হোরা পঞ্চমী**—রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিকে হোরাপঞ্চমী বলে। এই দিনে লক্ষ্মীদেবী দাসদাসীসমভিব্যাহারে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে—এমন কি তাঁহার রথকেও—প্রহারাদি দ্বারা শাস্তি দিয়া থাকেন। (মধ্য চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। হোরা অর্থ গমন ; এই পঞ্চম দিনে লক্ষ্মীদেবী বাহিরে গমন করেন বলিয়া ইহাকে হোরা পঞ্চমী বলে। **কেলি**—ক্রীড়া ; লীলা। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া রথযাত্রার ছলে শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে গিয়াছেন বলিয়া জগন্নাথের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ছলে তাঁহার দাসদাসীগণকে—এমন কি তাঁহার রথখানিকে পর্য্যন্ত—শাস্তিদানরূপ লীলা।

১৩৬। **কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে**—শ্রীজন্মাষ্টমীতে। **গোপবেশ**—প্রভু গোয়ালার বেশ ধারণ করিলেন। **লগুড়**—লাঠি। গোয়ালাদের ন্যায় প্রভুও দধির ভার কাঁধে লইয়াছিলেন এবং লাঠি ঘুরাইয়া ক্রীড়া দেখাইয়াছিলেন।

১৩৭। **সঙ্গের ভক্ত**—যে সমস্ত ভক্ত সর্ব্বদা নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

১৩৮। **গৌড়েরে**—গৌড়ের বা বঙ্গদেশের দিকে। প্রভু প্রথমবার বাঙ্গলাদেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। **পথে**—নীলাচল হইতে গৌড়ে যাওয়ার পথে। **বিবিধ সেবন**—মধ্যের ১৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৯। **বস্ত্রদান প্রসঙ্গ**—নবদ্বীপে শচীমাতাকে দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র প্রভু পুরী-গোস্বামীর সঙ্গে দিয়াছিলেন। **ভদ্রক পর্য্যন্ত**—প্রভু গৌড়ে যাইবার সময় রায়-রামানন্দ তাঁহার সঙ্গে রেমুণা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন (২।১৬।১৫১)।

আসি বিদ্যাবাচস্পতিগৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসঙ্ঘট্ট হইলা ॥ ১৪০
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোক-ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম ॥ ১৪১
কুলিয়াগ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটীকোটী লোক আসি কৈলা দরশন ॥ ১৪২
কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপালবিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস-অপরাধ ॥ ১৪৩
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৪৪
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু—শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪০। **আসি**—গৌড়দেশে আসিয়া। **বিদ্যাবাচস্পতি**—ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা; গৌড়দেশের কুমারহট্টগ্রামে বাস করিতেন। **লোক-সঙ্ঘট্ট**—লোকের ভিড়।

১৪১। **কুলিয়া গ্রাম**—নবদ্বীপের সম্মুখে গঙ্গার অপর পাড়ে কুলিয়া গ্রাম অবস্থিত।

১৪৩। **দেবানন্দেরে প্রসাদ**—দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রতি কৃপা। দেবানন্দ-পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দৈবাৎ দেবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলে ভাগবত-পাঠ হইতেছে দেখিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন; শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেহে প্রেমবিকার দেখা দিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দেবানন্দের শিষ্যবর্গ প্রেমবিকারের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অবজ্ঞাভরে শ্রীবাসকে ধরাধরি করিয়া অন্য একস্থানে সরাইয়া রাখিলেন, দেবানন্দও তাহাতে নিষেধ করিলেন না। ইহাতেই শ্রীবাসের নিকটে দেবানন্দের অপরাধ হইল। সন্ন্যাসের পরে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রভু যখন কুলিয়া গ্রামে আসিলেন, তখন বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সঙ্গে দেবানন্দ আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। বক্রেশ্বর-পণ্ডিত ছিলেন প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত; দেবানন্দও বক্রেশ্বরকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং নানাপ্রকারে বক্রেশ্বরের সেবা করিতেন; এই গুণকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু দেবানন্দকে কৃপা করিয়াছিলেন।

গোপালবিপ্রের ইত্যাদি—১।১৭।৩৩-৫৫ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৪৪। **পড়িলা চরণে**—প্রভুর চরণে পতিত হইল, অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত। যাঁহাদের অপরাধ ঘুচাইবার জন্য প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইলেন।

১৪৫। **নৃসিংহানন্দ**—নৃসিংহানন্দব্রহ্মচারী। ইহার নাম ছিল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী, ইনি ছিলেন নৃসিংহের উপাসক। নৃসিংহদেবে ইহার অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া মহাপ্রভু ইহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ (১।১০।৩৩)। ইনি যখন শুনিলেন, প্রভু কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন, তখন তিনি মনে মনে প্রভুর রাস্তা সাজাইতে লাগিলেন। মনে মনে তিনি—কুলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের রাস্ত প্রথমতঃ মণিরত্নদ্বারা বাঁধাইলেন; রত্নবাঁধা রাস্তা অত্যন্ত শক্ত—প্রভুর কোমল চরণে আঘাত লাগিবে, তাই তিনি সেই রাস্তার উপরে বোঁটাফেলা ফুল বেশ পুরু করিয়া বিছাইয়া গেলেন; এইরূপে রাস্তা অত্যন্ত কোমল ও সুগন্ধি হইল। আবার রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি বকুল ও অন্যান্য ফুলের গাছ রোপণ করিলেন—বকুলের ছায়ায় পথ শীতল থাকিবে, আর প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইবে; পথের দুই পার্শ্বে মাঝে মাঝে অতি সুন্দর ও অতি বিস্তৃত পুষ্করিণী—তাহাতে স্বচ্ছজল, সেই জলে প্রস্ফুটিত কমল শোভা পাইতেছে; পুষ্করিণীর ঘাট রত্নে বাঁধা; তীরে ও জলে এবং পথিপার্শ্বস্থ বকুলাদি বৃক্ষে নানাবিধ পক্ষী, তাদের মধুর শব্দে প্রাণে আনন্দের ধারা বহাইয়া দেয়। ফুলের গন্ধ বহন করিয়া শীতল মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। নৃসিংহানন্দ এইরূপে মনের সুখে কুলিয়া হইতে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ সাজাইলেন (মানসিক চিন্তায়); তারপরে কানাইর নাটশালার পরে এইভাবে পথ বাঁধাইতে আর তাঁর মন অগ্রসর হইল না, অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার পরে পথ সাজাইবার চেষ্টায় মনকে নিয়োজিত

কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্ব্বৃন্ত-পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৪৬
পথে দুইদিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যেমধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৪৭
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে—প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষি-কোলাহল—সুধাসম জল ॥ ১৪৮
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর-নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া ॥ ১৪৯
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে ॥ ১৫০
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।—
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৫১
কানাইর-নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিনু নিশ্চয় করিয়া ॥ ১৫২
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক—যত ভক্তগণ ॥ ১৫৩
যাহাঁ যাহাঁ যায়, তাহাঁ কোটীসাংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১৫৪
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥ ১৫৫
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলিগ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম ॥ ১৫৬
তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটিকোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥ ১৫৭
গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া— ॥ ১৫৮
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৯
কাজী যবন! ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাহাঁ উহার মন ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন—তিনি মনে করিলেন, এযাত্রা প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না; তাই তিনি সকলকে বলিলেন—"কানাইর নাটশালা হইতেই প্রভু এবার ফিরিয়া যাইবেন, এবার তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না।" (১৪৫-১৫২ পয়ার)।

১৪৬। **নির্ব্বৃন্ত পুষ্প**—বৃন্তশূন্য ফুল; বোঁটাশূন্য ফুল। ফুলের বোঁটা ফুল অপেক্ষা শক্ত; বোঁটায় চরণে আঘাত লাগিতে পারে; তাই তিনি ফুলের বোঁটা ফেলিয়া দিয়া সেই ফুল রাস্তায় বিছাইয়া দিলেন।

১৪৯। **সমীর**—বাতাস। **কানাইর নাটশালা**—রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে এই স্থান। পরবর্ত্তী ২১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫১-৫২। এই দুই পয়ার নৃসিংহানন্দের উক্তি। ফিরিয়া-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বাহুড়িয়া" পাঠ দৃষ্ট হয়, অর্থ একই।

১৫৩। **গোসাঞি**—শ্রীমন্মহাপ্রভু।

১৫৬। **গৌড়ের**—গৌড়ের বা বাঙ্গালার রাজধানীর। **অনুপাম**—অতুলনীয়।

১৫৯-৬০। **বিনাদানে**—বিনাবেতনে। **পাছে হয়**—অনুগমন করে। **গোসাঞি**—গোস্বামী; গো (ইন্দ্রিয়)+স্বামী, চিত্তাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্বামী বা নিয়ন্তা। ঈশ্বর, সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলিয়া (টী. প. দ্র.) **কাজী**—রাজার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ। **যবন**—মুসলমান। **বুলুন**—ভ্রমণ করুন; চলুন।

এই দুই পয়ার গৌড়েশ্বর-যবনরাজার উক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে হুসেনসাহই গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন—সহস্র সহস্র লোক শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে আসিতেছে, সহস্র সহস্র লোক আপনা হইতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে; তখনই তিনি বুঝিলেন—এই নবীন সন্ন্যাসীর অদ্ভুত লোক-বশীকরণ-শক্তি আছে। এইরূপ বশীকরণ-শক্তি ঈশ্বরব্যতীত অপর কাহারও থাকিতে পারে না; তাই তিনি মনে করিলেন—এই সন্ন্যাসী ঈশ্বরই। পাছে মুসলমান কাজী বা মুসলমান জনসাধারণ এই হিন্দু সন্ন্যাসীর উপর কোনওরূপ অত্যাচার করে—অত্যাচার

কেশবছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল ।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৬১
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ-পর্য্যটন ।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৬২
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি ।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরো হানি ॥ ১৬৩
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥ ১৬৪
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৬৫
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা ।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥ ১৬৬
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে—কার্য্যসিদ্ধি হয় ।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥ ১৬৭
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন মন ।
তুমি নরাধিপ হও—বিষ্ণু-অংশসম ॥ ১৬৮
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান ?
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ ॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া প্রত্যবায়ভাজন হয় বা গোলযোগের সৃষ্টি করে—এই আশঙ্কা করিয়া হুসেনসাহ সকলকে বলিয়া দিলেন—কেহ যেন ইহার প্রতি কোনও অত্যাচার না করে, কেহ ইহার স্বচ্ছন্দ গতাগতিতে কোনওরূপ বিঘ্ন না জন্মায়।

১৬১। **কেশবছত্রী**—হুসেনসাহের বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী। **বার্ত্তা**—প্রভু-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। **প্রভুর** ইত্যাদি—প্রভুর শক্তির যে কোনও বিশেষত্ব আছে, কেশবছত্রী তাহা প্রকাশই করিলেন না, বরং বাদসাহের কথার উত্তরে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন এই সন্ন্যাসীর বিশেষ কোনও ক্ষমতাই নাই।

১৬২-৬৩। বাদসাহ হুসেনসাহের প্রশ্নের উত্তরে কেশবছত্রীর উক্তি এই দুই পয়ার। তিনি বলিলেন—"ইনি একজন সাধারণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসীমাত্র, লোকের নিকটে ভিক্ষা করিয়া করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। দুই চারিজন লোকমাত্র কচিৎ ইহাকে দেখিতে আসে—বহুলোক কখনও ইহার কাছে যায় না। মুসলমানগণ তোমার কাছে আসিয়া ইহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে পারে—কিন্তু বস্তুতঃ ইহার মহিমা বিশেষ কিছু নাই—ইহার প্রতি হিংসা প্রকাশেরও কোনও প্রয়োজন নাই—বরং এরূপ একজন সামান্য সন্ন্যাসীর উপরে কোনও উৎপীড়ন হইলে, লোকে প্রবল-প্রতাপ গৌড়েশ্বরেরই অপযশঃ ঘোষণা করিবে।"

প্রভুর যথার্থ মহিমার কথা ব্যক্ত করিলে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী যবন-বাদসাহ প্রভুর কোনওরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই কেশবছত্রী প্রভুর মহিমা খর্ব্ব করিয়া বলিলেন।

তীর্থ-পর্য্যটন—তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ। **করয়ে লাগানি**—তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। **আরো হয় হানি**—যশের হানি বা অপযশ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

১৬৪। কেশবছত্রী উক্তরূপ চাতুরীমূলক কথা বলিয়াও কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন—"কি জানি, রাজা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, যদি তাঁহার মুসলমান অনুচরগণের কথা বিশ্বাস করিয়া প্রভুর উপর কোনওরূপ উৎপীড়ন করেন, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের কারণ হইবে। এরূপ অবস্থায় এস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই প্রভুর কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুকে বলিয়া পাঠাইলেন—প্রভু যেন অবিলম্বে এস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন।

১৬৫। **দবীর খাস**—রূপগোস্বামীর উপাধি, হুসেনসাহ বাদসাহের প্রদত্ত। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। বাদসাহ বোধ হয় কেশবছত্রীর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তাই তিনি রূপগোস্বামীকেও প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৬৬-৬৯। এই কয় পয়ার শ্রীরূপের উক্তি, বাদসাহের প্রশ্নের উত্তরে। তিনি বলিলেন—যাঁহার অনুগ্রহে তোমার রাজত্ব, যিনি তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন বলিয়া তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে, যাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার

রাজা কহে—শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহো, নাহিক সংশয়॥ ১৭০
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে॥ ১৭১
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥ ১৭২
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে॥ ১৭৩
তাঁরা দুই জন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ-সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥ ১৭৪
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১৭৫
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥ ১৭৬
উঠি দুইভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে যোড় হাত করি—॥ ১৭৭
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥ ১৭৮
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বাসি লাজ॥ ১৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বত্র জয় হইতেছে—সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী, তোমার ভাগ্যে তিনি তোমার রাজ্যে আসিয়া প্রকট হইয়াছেন। আমাকেই বা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা কর।"

গোসাঞা—ঈশ্বর। **তোমার মঙ্গল** ইত্যাদি—ইনি তোমার মঙ্গল কামনা করেন বলিয়াই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। "কার্য্যসিদ্ধি"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বাক্যসিদ্ধ"-পাঠান্তর আছে। যাহা বলেন, তাহাই যাঁহার সত্য হয়, তাঁহাকে বাক্যসিদ্ধ বলে। তাহা হইলে "বাক্যসিদ্ধ"-পাঠস্থলে এই পয়ারার্দ্ধের অর্থ এইরূপ হইবে:—ইনি বাক্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—যাহা বলেন, তাহাই সত্য হয়; ইনি তোমার মঙ্গলকামনাও করেন। **পুছ**—জিজ্ঞাসা কর। **নরাধিপ**—নরসমূহের অধিপতি, রাজা। **বিষ্ণু-অংশময়**—বিষ্ণুর অংশের তুল্য। বিষ্ণু হইলেন পালনকর্ত্তা ভগবান্, ভূ-পালন বা প্রজাপালনের শক্তি বিষ্ণুরই শক্তি; তাঁহার শক্তির অংশ-কণা পাইয়াই রাজা প্রজাপালনাদি করিতে পারেন। বিষ্ণুর নিকট হইতে পালন-শক্তি পায়েন বলিয়া রাজাকে বিষ্ণু-অংশ-তুল্য বলা হয়। **কৈছে**—কিরূপ।

১৭১। **অভ্যন্তরে**—অন্তঃপুরে; অন্দরমহলে।

১৭২। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন। **যুকতি করিয়া**—যুক্তি করিয়া; পরামর্শ করিয়া। **বেশ**—পোষাক। **বেশ লুকাইয়া**—রাজকর্ম্মচারীর পোষাক গোপন করিয়া; সাধারণ লোকের ন্যায় পোষাক পরিয়া।

১৭৩। **অর্দ্ধরাত্রে**—মধ্যরাত্রিতে। **প্রথমে** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীপাদ হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য পূর্ব্বে ভক্তকৃপার প্রয়োজন।

১৭৪। **তাঁরা দুইজন**—নিত্যানন্দ ও হরিদাস। **সাকরমল্লিক**—শ্রীসনাতনের উপাধি, বাদসাহ-প্রদত্ত।

১৭৫। **দোঁহে**—রূপ ও সনাতন। **দশনে**—দন্তে। দন্তে তৃণ ধারণ পশুত্বের পরিচায়ক বলিয়া দৈন্যসূচক।

১৭৯। **নীচজাতি**—পতিত-জাতি; নীচজাতিতুল্য। **নীচসঙ্গী**—যবনের সঙ্গী। **করি নীচকাজ**—যবনের চাকরী করি। যবনের সংসর্গে থাকিয়া এবং যবনের দাসত্ব করিয়া যবনের অর্থ দ্বারা শরীর পোষণ করিয়াছি। এজন্য ম্লেচ্ছ-যবন-সদৃশ নীচজাতি হইয়া গিয়াছি। ইহা দৈন্যবাক্য; বাস্তবিক রূপ ও সনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্ত্তী ১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (২।৬৫)—
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম। ১০

পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥ ১৮০
জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ ১৮১
ব্রাহ্মণজাতি তারা— নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কূর্পর ॥ ১৮২
সবে এক দোষ তার হয়—পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥ ১৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মত্তুল্য ইতি। পাপীনাং মধ্যে মত্তুল্যঃ মৎসমানঃ পাপাত্মা অধমাত্মা নাস্তি ন ভবেৎ চ পুনর্মদ্বিধঃ কশ্চনঃ জন অপরাধী নাস্তি। হে পুরুষোত্তম হে প্রভো পরিহারেঽপি ত্বৎসমক্ষং নিবেদনেঽপি মে মম লজ্জা ভবেৎ। অতএব ত্বাং কিং ব্রুবে কিং কথয়ামি অহম্। শ্লোকমালা ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১০। **অন্বয়।** মত্তুল্যঃ (আমার সমান) পাপাত্মা (পাপী) কশ্চন (কেহই) নাস্তি (নাই), অপরাধী চ (অপরাধীও—আমার সমান অপরাধীও কেহ) নাস্তি (নাই)। পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম)! পরিহারেঽপি (তোমার চরণে নিবেদনেও) মে (আমার) লজ্জা (লজ্জা) ; কিং ব্রুবে (কি আর বলিব) ?

অনুবাদ—আমার সমান পাপী এবং আমার সমান অপরাধীও আর কেহ নাই। হে পুরুষোত্তম! কি আর বলিব,—আমার দোষ ক্ষমা কর,—তোমার চরণে এইরূপ প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। ১০।

পরিহার—চরণে নিবেদন বা প্রার্থনা-জ্ঞাপন।

এই শ্লোকটি শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি ; পরে যখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুনামক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তখন এই শ্লোকটী সেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

১৮০। ১৭৮-১৯৩ পয়ার মহাপ্রভুর প্রতি রূপ-সনাতনের উক্তি।

পতিত পাবনহেতু—সংসারকূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত। **আমা বহি**—আমাব্যতীত। আমার তুল্য পতিত অধম ব্যক্তি জগতে আর কেহ নাই।

১৮১। তোমরা জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ ; কিন্তু আমাদিগ অপেক্ষা জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করা সহজ ; (ইহার কারণ পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

১৮২-৮৩। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারকার্য্যে প্রভুর তত শ্রম হয় নাই কেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রথমতঃ **ব্রাহ্মণজাতি তারা**—জগাই-মাধাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহারা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বভাবতঃই নির্ম্মল—শ্রীকৃষ্ণের বসতিযোগ্য। "সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয় ॥ ২।১৫।২৬৮।" তাই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু রূপ-সনাতনও তো জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করাই বা শক্ত হইবে কেন? এ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, **নবদ্বীপে ঘর**—পুণ্যভূমি নবদ্বীপে, যেখানে তোমার আবির্ভাব হইয়াছে, সেই নবদ্বীপে তাঁহাদের গৃহ ; নবদ্বীপের রজের স্পর্শে তাঁহাদের দুষ্কৃতি অনেক পরিমাণে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের (রূপ-সনাতনের) সেই সৌভাগ্য নাই। **নীচসেবা**—নীচ বা হেয় যে সেবা ; চিত্তের হেয়তাসম্পাদক কর্ম্ম। **নীচের**—ম্লেচ্ছের। **কূর্পর**—দাস ; ভৃত্য। যাহার দাসত্ব করা হয়, তাহার ন্যায় প্রকৃতি হইয়া যায় বলিয়া ম্লেচ্ছের দাসত্বকে দূষণীয় বলা হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন বলিতেছেন—আমরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করি ; তাহাতে চিত্তের হেয়তাসম্পাদক কাজ করিতে হয় ; কিন্তু জগাই-মাধাইকে এরূপ কোনও অপকার্য্য করিতে হয় নাই ; তাই তাঁহাদের চিত্ত আমাদের চিত্তের ন্যায়

তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥ ১৮৪
জগাই-মাধাই হৈতে কোটি-কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জনে ॥ ১৮৫
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কলুষিতও হয় নাই। এজন্য তাঁহাদের উদ্ধার অপেক্ষাকৃত সহজ। **পাপাচার**—পাপজনক আচরণ। **দহে**—দগ্ধ হয়; দূরীভূত হয়। **নামাভাস**—নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নামের উচ্চারণকে নামাভাস বলে। অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ; তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া যখন "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠেশ্বর-নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলেও তাঁহার "নামাভাস" উচ্চারণ হইল; বৈকুণ্ঠেশ্বর-নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "নারায়ণ" বলিলে "নাম" উচ্চারণ হইত। নামের কথা তো দূরে, নামাভাসেও পাপরাশি দূরীভূত হয়। (ভূমিকায় "নামমাহাত্ম্য" দ্রষ্টব্য)।

১৮৪। জগাই-মাধাই নামাভাসের উচ্চারণ নয়, তোমার নামেরই উচ্চারণ করিয়াছেন; তোমার নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তোমার নামোচ্চারণ করিয়াছেন; তাহাতেই পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহা ভগবন্নামের বস্তুগত-শক্তি; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না; হাত পুড়িবে—ইহা না জানিয়াও যদি আগুনে হাত দেওয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন হাত পুড়িয়া যায়—তদ্রূপ, নামের শক্তি না জানিয়াও, হেলায়-শ্রদ্ধায়ও যদি ভগন্নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলেও নাম তাহার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। (ভূমিকায় নাম-মাহাত্ম্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

১৮৬। **ম্লেচ্ছজাতি**—ম্লেচ্ছের ন্যায় হীনকর্ম্ম করি বলিয়া ম্লেচ্ছজাতির তুল্য। ইহা শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি; বস্তুতঃ ব্রাহ্মণবংশেই তাঁহাদের জন্ম। বৈষ্ণবতোষণীর শেষে তাঁহাদের পরিচয়-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:— "জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ। তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-প্রেষ্ঠা ত্রয়ো জজ্ঞিরে। আদি শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ। শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতঃ॥—মুকুন্দ হইতে দ্বিজবর কুমারনামক পুত্র জন্মে; কুমারের পুত্রগণের মধ্যে মহামান্য-বৈষ্ণবগণের প্রিয় তিনজন ছিলেন; প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় শ্রীরূপ এবং তৃতীয় শ্রীবল্লভ।" কেহ কেহ বলেন—হুসেন সাহের অধীনে চাকুরী করার সময়ে তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছিলেন; তাহাও সঙ্গত নহে। মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার পরে অসুস্থতার ছল করিয়া শ্রীসনাতন যখন কার্য্যস্থলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন বাদসাহ চিকিৎসক পাঠাইয়া জানিলেন যে, সনাতনের বাস্তবিক কোনও অসুখ নাই। তখন বাদসাহ নিজেই একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত সনাতন শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা। ভাগবত-বিচার করে সভাতে বসিয়া। ২।১৯।১৬॥" হুসেনসাহের সময়ে হিন্দুদের সামাজিক বন্ধন এতই কঠোর ছিল যে, ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধিরায়ের মুখে হুসেন সাহ তাঁহার গাড়ুর জল দেওয়াতেই ব্রাহ্মণসমাজ—ব্রাহ্মণসমাজ কেন, সমগ্র হিন্দুসমাজ—সুবুদ্ধিরায়কে বর্জ্জন করিল। এরূপ সময়ে, রূপ-সনাতন যদি মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে বিশ-ত্রিশ জন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ যে সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন—ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে, রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসার পরে—"দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল। বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। ২।১৯।৩-৪॥" তাঁহারা যদি মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে দুইজন ব্রাহ্মণ যে তাঁহাদিগের পুরশ্চরণ করাইতে সম্মত হইবেন, তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। দীক্ষার পরেই পুরশ্চরণ; কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণের কথা হইতেই বুঝা যায়—পূর্ব্বেই কৃষ্ণমন্ত্রে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাও গ্রহণ করিতেন না, কেহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিতও না। "ম্লেচ্ছজাতি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ম্লেচ্ছ মধ্যে" পাঠ দৃষ্ট হয়। **ম্লেচ্ছকর্ম্ম**—ম্লেচ্ছের অনুরূপ কর্ম্ম। **ম্লেচ্ছ**

মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥ ১৮৭
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা-বিনে ॥ ১৮৮
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন-নাম তবে সে সফল ॥ ১৮৯
সত্য এক বাত কহোঁ—শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥ ১৯০
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥ ১৯১

তথাহি যামুনেমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৫০)—
ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়িনীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন মৃষেতি। হে নাথ অগ্রত স্তবসাক্ষাতে মে মম একং বিজ্ঞাপনং নিবেদনং শৃণু অবধানং কুরু পরমার্থং বাস্তবং যথার্থং মৃষা মিথ্যা ন এব ইতি ভবতি। যদি মে মহ্যং ন দয়িষ্যসে দয়াং ন করিষ্যসি তদা তব দয়নীয়ঃ দয়াযোগ্যপাত্রং দুর্ল্লভঃ ভবিষ্যতি। মৎসমহীনো জগতি নাস্তীতি ভাবঃ। শ্লোকমালা ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হুসেন-সাহ অনেক সময়ে গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতার হিংসনরূপ কার্য্য করিতেন; মন্ত্রীরূপে রূপ-সনাতনকে সে সমস্ত কার্য্যের সহায়তা করিতে হইত। এজন্যই বলিতেছেন—তাঁহারা ম্লেচ্ছের অনুরূপ কর্ম্ম করিতেন। **গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে**—গো এবং ব্রাহ্মণের শত্রুতাচরণ করে যাহারা, সেই যবনদের সঙ্গে। **সঙ্গম**—সহবাস; কার্য্যোপলক্ষ্যে একত্রে স্থিতি।

১৮৭। পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কার্য্যে তাঁহারা কেন নিযুক্ত হইলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলেই এরূপ কার্য্যে তাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। **মোর কর্ম্ম**—আমার (আমাদের) প্রারব্ধ কর্ম্ম, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম নানা ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। **কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে**—কুবিষয় (ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিকূল বিষয়)-রূপ বিষ্ঠার গর্ত্তে। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার চরমে। **হাথে গলায় ইত্যাদি**—হাতে, পায়ে, গলায় একত্রে বাঁধিয়া যদি কাহাকেও গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যেমন সে ব্যক্তি কোনও মতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না—হাত-পা বাঁধা থাকার দরুণ কোনও কিছু অবলম্বন করিয়া পতন নিবারণ করিতে পারে না, গলা-বাঁধা থাকার দরুণ চীৎকারাদি দ্বারা অন্যের সাহায্যও প্রার্থনা করিতে পারে না—তদ্রূপ, কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম যখন কাহাকেও কোনও দিকে লইয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি তাহার থাকে না, অপরের সাহায্যে আত্মরক্ষার সুযোগও সে পায় না। মর্ম্ম এই যে—প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।

১৮৮। **বলী**—বলবান্; শক্তিশালী। আমি (আমরা) অত্যন্ত পতিত; তুমি পতিত-পাবন। একমাত্র তুমি ব্যতীত, আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। আছ সবে একমাত্র তুমি।

১৯০। **বাত**—বাক্য, কথা। **কহোঁ**—বলি।

১৯১। **স্বদয়া**—নিজের দয়া। **সফল**—ফলবতী। **অখিল ব্রহ্মাণ্ড**—সমস্ত পৃথিবী। **দয়াবল**—দয়ার মাহাত্ম্য।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অগ্রতঃ (হে নাথ! তোমার সাক্ষাতে) মে (আমার) একং বিজ্ঞাপনং (এক নিবেদন) শৃণু (শ্রবণ কর); [ইদং] (ইহা—এই নিবেদন) পরমার্থং (যথার্থ—সত্য) এব (ই), ন মৃষা (মিথ্যা নহে); যদি মে (যদি আমাকে) ন দয়িষ্যসে (দয়া না কর) তদা (তাহা হইলে) তব (তোমার) দয়নীয়ঃ (দয়ার পাত্র) দুর্ল্লভঃ (দুর্ল্লভ হইবে—অন্য কাহাকেও পাইবে না)।

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ্‌ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ ১৯২
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে ॥ ১৯৩

তথাহি যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪৩)—
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং-
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্। ১২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনুচরন্ পরিচরন্ নিরন্তরঃ সর্ব্বকালঃ। প্রশান্তং নিঃশেষেণ মনোরথান্তরং ত্বত্তিন্নবিষয়বাসনা যস্য সঃ। সোঽহমতিদীনঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। হে নাথ! তোমার সাক্ষাতে আমার একটী নিবেদন আছে, শ্রবণ কর—ইহা মিথ্যা নহে, যথার্থই। (কি সেই নিবেদন? তাহা এই—) যদি তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্র দুর্লভ হইবে। ১১।

ন মৃষা—মিথ্যা নহে; কপটতাময় নহে; আমি যাহা নিবেদন করিতেছি—আমার তুল্য দয়ার পাত্র যে আর কেহ নাই—ইহা আমার মিথ্যা বা কপট উক্তি নহে। **দুর্লভ**—পতিত ব্যক্তিই দয়ার পাত্র; যে যত বেশী পতিত, সে তত বেশী দয়ার পাত্র। আমার ন্যায় পতিত এ জগতে আর কেহ নাই; কাজেই আমাকে যদি দয়া না কর, তাহা হইলে তোমার দয়ার যোগ্য পাত্র আর কোথাও পাইবে না।

১৯২। **ক্ষোভ**—বাধা। অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বলিতে বাধা হইতেছে। **গুণে**—দীনবৎসলতা-গুণে তুমি পতিতপাবন—এই গুণে। **উপজয়**—জন্মে।

১৯৩। **করে**—হাতে। **এই বাঞ্ছা**—পরের শ্লোকে উক্ত তোমার সেবার বাসনা।

শ্লো। ৪২। **অন্বয়**। [হে নাথ] (হে নাথ)! অহং (আমি) কদা (কখন—কোন্ দিন) তে (তোমার)—ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ (ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর) সন্ (হইয়া) সনাথজীবিতং (সনাথ-জীবনকে) প্রহর্ষয়িষ্যামি (আনন্দিত করিব)? [কিং কুর্ব্বন্] (কিরূপে জীবনকে আনন্দিত করিব)? ভবন্তং (তোমাকে) এব (ই) নিরন্তরং (নিরন্তর—সর্ব্বদা) অনুচরন্ (অনুসরণ করিয়া—সেবা করিয়া), প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ (অন্যবাসনা সম্যক্‌রূপে প্রশমিত করিয়া)।

অনুবাদ। হে নাথ! (তোমার সেবাবাসনাব্যতীত) অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হইয়া তোমার সেবা করিতে করিতে কবে আমি আমার সনাথ-জীবনকে আনন্দিত করিব? ১২।

ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ—নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সেবা করে, তাহাকে নিত্যকিঙ্কর বলে; কিঙ্কর—দাস। এরূপ সেবাই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া যে মনে করে—অন্য কোনও বিষয়েই যাহার মন ধাবিত হয় না, তাহাকে বলে ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্কর। কিঙ্কর-শব্দের অর্থ দাস হইলেও ইহার একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। "কিং করোমি, কিং করোমি—প্রভুর প্রীতি-সম্পাদনের জন্য আমি কি করিব, কি করিব, কি করিতে পারি। কি করিলে তাঁহার সুখ হইতে পারে"—এইরূপ একটা সেবা-ব্যাকুলতা সর্ব্বদা যে সেবকের মনে জাগে, তাহাকেই কিঙ্কর বলা যায়। এই ব্যাকুলতাদ্বারা সেবকের স্বসুখ-বাসনাহীনতাও সূচিত হইতেছে। **সনাথ-জীবিতং**—নাথযুক্ত জীবনকে। তোমার কিঙ্করত্বের অভাবে, তোমার সেবা না পাইয়া আমার জীবিত (জীবন) এখন অনাথ হইয়া আছে; তোমার চরণ সেবা পাইলে—সুতরাং তোমাকে পাইলে আমার জীবিত (জীবন) সনাথ (নাথযুক্ত) হইবে; তখন সে জীবিতকে "সনাথ-জীবিত" বলা যাইবে। **প্রহর্ষয়িষ্যামি**—প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত (বা আনন্দিত) করিব। প্রভুকে পাইলে জীবন সনাথ হইতে পারে; কিন্তু কিরূপে এই জীবনকে আনন্দময় করা যায়? তাহাই বলিতেছেন। ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্কর হইয়া—ঐকান্তিকভাবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভুর সেবা করিয়াই জীবনকে আনন্দযুক্ত করা

শুনি প্রভু কহে—শুন রূপ-দবীর খাস।
তুমি-দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ ১৯৪
আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ১৯৫
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেইপত্রী-দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ ১৯৬

তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী-দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে ॥ ১৯৭

তথাহি শিক্ষাশ্লোকঃ—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পরেতি। পরব্যসনিনী পরপুরুষসঙ্গিনী নারী কুলবধূঃ গৃহকর্ম্মসু রন্ধনভোজনাদিষু ব্যগ্রা অপি মহাব্যস্তাপি অন্তর্নবসঙ্গরসায়নং পরকীয়সঙ্গমরসং তদেব নিশ্চয়ং আস্বাদয়তি নির্য্যাসাস্বাদনং করোতি। তদ্বদ্ভগবতি মানসং যাজনীয়মিতি ধ্বনিতম্। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যায়—সেবার অভাবে যে জীবন দুঃখভারাক্রান্ত ছিল, তাহাকে আনন্দময় করা যায় ঐকান্তিকী ভগবৎ-সেবা দ্বারা। কিন্তু এরূপ সেবা পাওয়া যায় কি হইলে? তাহা বলিতেছেন **প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ**—মনোরথ—বাসনা। মনোরথান্তর—অন্যবাসনা; ভগবৎসেবার বাসনা-ব্যতীত অন্যবাসনা। কিঞ্চিন্মাত্রও শেষ বা অবশিষ্ট নাই যাহার, তাহাকে বলে নিঃশেষ। ভগবৎ-সেবার বাসনাব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা নিঃশেষে প্রশান্ত (প্রশমিত, দূরীভূত) হইয়াছে যাহার, তাহাকে বলে প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তর। ভগবৎ-সেবার বাসনাব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনাই যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই শ্রীভগবানের ঐকান্তিকী সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারেন। শ্রীরূপসনাতন এই শ্লোকোচ্চারণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে এইরূপ সেবাই প্রার্থনা করিলেন। ১৯৩ পয়ারোক্ত "বাঞ্ছা" এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে।

১৭৮ পয়ার হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীরূপসনাতনের উক্তি।

১৯৪। **শুনি**—রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনিয়া। **রূপ-দবীরখাস**—দবীরখাস উপাধিযুক্ত শ্রীরূপ। **তুমি-দুই-ভাই**—তোমরা দুই ভাই, রূপ ও সনাতন। **মোর পুরাতন দাস**—আমার প্রাচীন ভৃত্য। ব্রজলীলায় শ্রীরূপগোস্বামী ছিলেন শ্রীরূপমঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামী ছিলেন শ্রীরতিমঞ্জরী বা শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী; ইঁহারা প্রভুর নিত্যপরিকর; তাই পুরাতন দাস বলা হইয়াছে।

১৯৫। শ্রীরূপের বাদসাহ-দত্ত উপাধি ছিল দবীরখাস; আর শ্রীসনাতনের বাদসাহদত্ত উপাধি ছিল সাকর-মল্লিক। প্রভু সেই দিন হইতে তাঁহাদের উপাধি ছাড়াইয়া দিলেন। উপাধি-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উপাধির অনুরূপ রাজকর্ম্ম পরিত্যাগও সূচিত হইতেছে।

১৯৬। **দৈন্যপত্রী**—দৈন্যসূচকপত্র। এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রভুর রামকেলিতে আগমনের পূর্ব্বেই নিজেদের দৈন্য ও দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে অনেকবার অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই সমস্ত পত্র পড়িয়া প্রভু তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা—ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত তাঁহাদের বলবতী বাসনার কথা—জানিতে পারিয়াছিলেন।

১৯৭। **হৃদয়-ইচ্ছা**—অন্তরের বাসনা। **পত্রীদ্বারে**—লিখিত পত্রের দ্বারা। **শিক্ষাইতে**—শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **শ্লোক**—নিম্নোক্ত "পরব্যসনিনী" শ্লোক।

রাজকর্ম্মে থাকিয়াও কিরূপে ভগবৎ-সেবায় মনকে নিয়োজিত রাখা যায়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীরূপ-সনাতনের নিকটে প্রভু এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। পরব্যসনিনী (পরপুরুষে আসক্তা) নারী (কুলরমণী) গৃহকর্ম্মসু (গৃহকর্ম্মে)

গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥ ১৯৮
এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে।
সভে বোলে—কেনে আইলা রামকেলিগ্রামে ? ১৯৯
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২০০
জন্মে জন্মে তুমি-দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ॥ ২০১
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুইহাথে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজমাথে ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যগ্রা অপি (মহাব্যস্ত থাকিয়াও) অন্তঃ (মনে মনে) তদেব (সেই—পূর্ব্বাস্বাদিত) নবসঙ্গরসায়নং (পরপুরুষের সহিত নবসঙ্গমের রস) আস্বাদয়তি (আস্বাদন করে)।

অনুবাদ। পরপুরুষে আসক্তা কুলরমণী বহুবিধ গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও পূর্ব্বাস্বাদিত-পরপুরুষের সহিত সেই নবসঙ্গমসুখ মনে মনে আস্বাদন করে। ১৩।

কুলটারমণীকেও গৃহকর্ম্ম করিতে হয় ; কিন্তু নানাবিধ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা কালেও সেই রমণী—হাতে ঘর-সংসারের সমস্ত কাজই করে, অন্যের সহিত কথাবার্ত্তাও বলে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে তাহার উপপতির নিকটে ; মনে মনে সে সর্ব্বদাই উপপতির সহিত সঙ্গম-সুখের কথা—বিশেষতঃ তাহাদের সর্ব্বপ্রথম দিনকার সঙ্গম-সুখের চমৎকারিতার কথা—চিন্তা করিয়া থাকে এবং এরূপ চিন্তা দ্বারা—সঙ্গমসুখটী আস্বাদিত না হইলেও, সঙ্গমসুখের সারাংশ যে আনন্দ-চমৎকারিতা, তাহা সে সর্ব্বদা—গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকা কালেও—আস্বাদন করিয়া থাকে। তদ্রূপ, যাঁহাদের সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহারা সংসারের কাজ করিতে করিতেও মনে মনে শ্রীভগবানের সেবাসুখ আস্বাদন করিতে পারেন। হাতে কাজ করিবে, মনে মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদি স্মরণ করিবে, লীলারসের আস্বাদন করিবে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

ঐকান্তিক-ভাবে ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত যাঁহাদের চিত্তে বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের জন্য এই উপদেশ নহে ; সংসারের কাজে তাঁহারা কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারেন না ; তাঁহাদের মনোবৃত্তি গঙ্গাধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ভগবচ্চরণে নিবিষ্ট। যাঁহাদের চিত্তে ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বাসনা জন্মিয়াছে, অথচ তখন পর্য্যন্ত সংসারের প্রতি মমতাও যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের প্রতিই এই শ্লোকের উপদেশ। সম্ভব হইলে সংসারের কাজের সময়েও, আর তখন সম্ভব না হইলে কাজের অবকাশে সর্ব্বদাই মনকে ভগবচ্চরণে টানিয়া লইবে, ভগবল্লীলাদি স্মরণের চেষ্টা করিবে ; এইরূপ করিতে করিতে সংসারাসক্তি কমিয়া যাইবে, সাংসারিক কাজের মোহ কাটিয়া যাইবে—ক্রমশঃ ভগবৎকৃপায় ঐকান্তিকী সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যাইবে।

শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীভগবানের নিত্য-পরিকর হইলেও, সাংসারিক মোহ স্বরূপতঃ তাঁহাদের না থাকিলেও জগতের লোকের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবানেরই ইঙ্গিতে তাঁহারা সংসারাসক্ত লোকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম-করুণ মহাপ্রভু সাংসারিক লোকের ভজনের ক্রম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকে জীবের শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা রাজকর্ম্ম করিতেছ কর—কিন্তু মনটীকে সর্ব্বদা ভগবচ্চরণে ফেলিয়া রাখার চেষ্টা করিবে।"

১৯৮। **গৌড়-নিকট**—বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের নিকটে, রামকেলি গ্রামে। প্রভু বলিলেন—"কেবল তোমাদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই আমার এইস্থানে আসা ; নতুবা অন্য কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

২০১। **অচিরাতে**—শীঘ্রই। **করিব উদ্ধার**—রাজকার্য্য হইতে, সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন। কৃষ্ণকৃপায় শীঘ্রই তোমরা ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য পাইবে।

২০২। **শিরে ধরে ইত্যাদি**—মাথায় হাত দিয়া প্রভু তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন বা শক্তিসঞ্চার করিলেন।

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে—।
সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে ॥ ২০৩
দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে ।
'হরিহরি' বোলে সভে আনন্দিত মনে ॥ ২০৪
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর ।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥ ২০৫
সভার চরণ ধরি পড়ে দুইভাই ।
সভে বোলে—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি॥ ২০৬
সভা-পাশ আজ্ঞা লঞা চলন-সময় ।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়—॥ ২০৭
ইহাঁ-হৈতে চল প্রভু ! ইহাঁ নাহি কাজ ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২০৮
তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি ।
তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট—ভাল নহে রীতি ॥ ২০৯
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটী ।
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥ ২১০
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ।
তথাপি লৌকিকলীলা—লোকচেষ্টাময় ॥ ২১১
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন ।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২১২
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা ।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা ॥ ২১৩
সেইরাত্র্যে প্রভু তাহাঁ চিন্তে মনে মন— ।
'সঙ্গে সঙ্ঘট্ট ভাল নহে'—কৈল সনাতন ॥ ২১৪
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ।
কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে ॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৩। প্রভু সমস্ত ভক্তগণকে বলিলেন—"তোমরা সকলে কৃপা করিয়া এই দুইজনকে উদ্ধার কর।" ইহা রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর অপার কৃপার পরিচায়ক।

২০৪। **দুইজনে**—দুইজনের প্রতি ; রূপ ও সনাতনের প্রতি।

২০৬। **পাইলে গোসাঞি**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে পাইলে, তাঁহার কৃপা পাইলে।

২০৯। **তথাপি**—গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ তোমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিলেও। **প্রতীতি**—বিশ্বাস। যবনগণ স্বভাবতঃই হিন্দুধর্মবিদ্বেষী ; কোনও কারণে এখন তোমার প্রতি যবনরাজার শ্রদ্ধা থাকিলেও যবন-স্বভাববশতঃ কোনও সময়ে যে হঠাৎ এই শ্রদ্ধা বিদ্বেষে পরিণত হইবে না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তাই তাঁহার এই ভক্তিতেও তোমার নির্ব্বিঘ্নতার বিশ্বাস করা যায় না। **সঙ্ঘট্ট**—লোকের ভিড়। এত বহুসংখ্যক লোক লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া সঙ্গত নহে।

২১১। শ্রীচৈতন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কাহারও নিকট হইতে তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ নাই। ইহা জানিয়াও যবনের অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র রামকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন কেন ? "যদ্যপি" এই পয়ারে ইহার কারণ বলিতেছেন। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইলেও মানুষের ন্যায় লীলা করিতেছেন, এবং মানুষের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং যে যে কারণে মানুষের ভয় জন্মে, সেই সেই কারণ উপস্থিত হইলে তিনিও ভয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহাতে প্রীতিযুক্ত লোকগণ প্রীতির স্বভাবে তখন বস্তুতঃই আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়েন।

২১২। **চরণ বন্দি**—প্রভুর এবং তত্রত্য সমস্ত ভক্তের চরণ বন্দনা করিয়া। **সেই গ্রাম**—রামকেলি গ্রাম।

২১৩। **কৃষ্ণচরিত্রলীলা**—জনশ্রুতি আছে, দিনাজপুরে বাণরাজার বাড়ী ছিল ; বাণরাজার কন্যা ঊষার হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ ঐস্থানে অবস্থিতি করেন। এই সকল চিহ্ন কিছু কিছু বর্ত্তমান ছিল, প্রভু তাহা দর্শন করিলেন। ঐ স্থানের আধুনিক নাম কানাইর নাটশালা। (ইতি ভাগবতভূষণ)।

"কৃষ্ণচরিত্রলীলা" স্থলে কৃষ্ণচিত্রলীলা-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২১৫। **মথুরা**—মথুরামণ্ডলে, বৃন্দাবনে। **রসভঙ্গে**—আনন্দভঙ্গ। লোকের কোলাহলাদিতে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যাইবে না।

একাকী যাইব—কিবা সঙ্গে একজন ।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥ ২১৬
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি ।
'নীলাচলে যাব' বলি চলিলা গৌরহরি ॥ ২১৭
এইমত চলিচলি আইলা শান্তিপুরে ।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥ ২১৮
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার ।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥ ২১৯
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে ।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে— ॥ ২২০
জন-দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে ॥ ২২১
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-দামোদর ।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ২২২
দিনকথো তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন ।
লুকাইয়া চলিলা রাত্রে, না জানে কোনজন ॥ ২২৩
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা মহারঙ্গে ॥ ২২৪
দিন-চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন ।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২২৫
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির ।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা-বাহির ॥ ২২৬
গঙ্গাতীর-পথে লৈয়া প্রয়াগে আইলা ।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাহাঁই মিলিলা ॥ ২২৭
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা ।
পরম-আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২২৮
শ্রীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ২২৯
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন ।
দুইমাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ ॥ ২৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১৮। **আচার্য্যের ঘরে**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে।

২২০। **তাঁর ঠাঞি**—শ্রীশচীদেবীর নিকটে। **ভক্তগণে**—প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার নিমিত্ত যে সমস্ত ভক্ত চলিয়াছিলেন, বিনয়-বচনে তিনি তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিলেন। পাছে তাঁহাদের মনে দুঃখ হয়, এজন্য বিনয়-বচন।

২২১। প্রভু ভক্তগণকে বিনীতভাবে বলিলেন—"মাত্র জনদু'য়েক লোক সঙ্গে লইয়া আমি এখন নীলাচলে যাইব। তোমরা সকলে এখন দেশে থাক ; রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে যাইয়া আমার সহিত মিলিত হইও।" শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর-আদি যাঁহারা নীলাচল হইতেই প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গেই আবার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে যাঁহারা প্রভুর সঙ্গ লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই তিনি দেশে থাকিবার জন্য আদেশ দিলেন ; তাঁদের মধ্যে মাত্র জন দুইকে প্রভু সঙ্গে করিয়া নিলেন।

২২২। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য এবং দামোদর-পণ্ডিত এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া প্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলেন।

২২৩। **দিন কথো**—কিছুদিন। বিজয়া দশমীর দিন প্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন ; সেইবার পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন এবং পরবর্ত্তী শরৎকালে তিনি ঝারিখণ্ডের পথে পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। **লুকাইয়া**—সঙ্গে অনেক লোক যাইতে উদ্যত হইবে বলিয়া প্রভু রাত্রিতে লুকাইয়া যাত্রা করিলেন।

২২৪। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের ভৃত্য এক ব্রাহ্মণও সঙ্গে গিয়াছিলেন। **ঝারিখণ্ড পথে**—বনপথে।

২২৫। **দ্বাদশ কানন**—ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বারটী বন ; তাহাদের নাম যথা—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) কাম্যবন, (৫) বহুলাবন, (৬, ভদ্রবন, (৭) খদিরবন, (৮) মহাবন, (৯) লোহজঙ্ঘবন, (১০) বেলবন, (১১) ভাণ্ডীরবন, (১২) বৃন্দাবন।

২২৬। **লীলাস্থল**—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। **বলভদ্র**—সঙ্গী বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য। **মথুরাবাহির**—মথুরা-মণ্ডল হইতে বাহিরে।

মথুরা পাঠাল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥ ২৩১
ছয়বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি, কভু ক্ষেত্রে বাস ॥ ২৩২
(আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস।
জগন্নাথ দরশনে প্রেমের বিলাস) ॥ ২৩৩
মধ্যলীলার করিল এই সূত্রের গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ! ॥ ২৩৪
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ তাহাঁ বাস, কাহাঁ নাহি গেলা ॥ ২৩৫
প্রতিবর্ষ আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৩৬
নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ ২৩৭
পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥ ২৩৮
জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপদামোদর ॥ ২৩৯
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দরায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এইসব কৈল নিত্যস্থিতি ॥ ২৪০
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস ॥ ২৪১
প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহাসভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৪২
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি—অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥ ২৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩১। **সন্ন্যাসীরে কৃপা করি**—প্রকাশানন্দ-সরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিয়া, প্রেমভক্তি দান করিয়া।

২৩২। **ছয়বৎসর**—সন্ন্যাস-গ্রহণের পরের প্রথম ছয় বৎসর। ইতি-উতি—এদিকে ওদিকে। ক্ষেত্রে—শ্রীক্ষেত্রে।

২৩৩। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

২৩৪। ২৩৩ পয়ার পর্য্যন্ত মধ্যলীলার (সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলার) সূত্র বর্ণনা করিয়া এক্ষণে অন্ত্যলীলার (শেষ আঠার বৎসরের লীলার) সূত্র বর্ণনা করিতেছেন। মধ্যলীলা বর্ণন করিতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন করিতেছেন কেন ? যখন এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, অন্ত্যলীলা সম্যক্ বর্ণন করার অবকাশ তিনি পাইবেন কিনা, সেই বিষয়েই সন্দেহ ছিল। তাই তিনি মধ্যলীলার মধ্যেই অন্ত্যলীলার সূত্র কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। "এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্রমধ্যে বিস্তার, করি কিছু করিল বর্ণন। ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, এই লীলা ভক্তগণধন ॥ ২।২।৮০ ॥"

২৩৬। **চারিমাস**—রথযাত্রার পরে চারিমাস ; উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত।

২৩৭। **আচণ্ডালে**—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ; অস্পৃশ্য চণ্ডালকে পর্য্যন্ত।

২৩৮। **পণ্ডিত গোসাঞি**—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

২৪০। ২৩৮-২৪০ পয়ারোক্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা নীলাচলে বাস করিতেন।

২৪১-৪২। এই দুই পয়ারোক্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা নীলাচলে বাস করিতেন না ; রথের সময় আসিতেন, চারিমাস প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া দেশে চলিয়া যাইতেন। **সঙ্গে রহে**—প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

২৪৩। **হরিদাসের**—হরিদাস-ঠাকুরের। **সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—সাধনের ফলপ্রাপ্তির নাম সিদ্ধিপ্রাপ্তি ; যথাবিহিত সাধনার পর ইহলোক হইতে নিজের অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদত্ব-প্রাপ্তিকেই সাধকভক্তের সিদ্ধিপ্রাপ্তি বলে। হরিদাস ঠাকুর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে (দেহত্যাগ করিলে) শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। যদি বল দেহত্যাগ করিলেত মৃত্যু হইল, সুতরাং ইহা একটা দুঃখের বিষয় ; ইহাতে

তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ ॥ ২৪৪
তবে ছোট-হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ২৪৫
তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৪৬
তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত-ভোজন ॥ ২৪৭
নিত্যানন্দসঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৪৮
তবে ত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৪৯
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল—কহি তাঁর গুণে ॥ ২৫০
গোপীনাথপট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল—প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহোৎসব করা হইল কেন ? উত্তর—হরিদাস-ঠাকুরের ন্যায় ভক্তের দেহত্যাগ মৃত্যু নয়, ইহা সিদ্ধিপ্রাপ্তি; শ্রীভগবানের পার্ষদত্বলাভ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সাধন করিয়াছিলেন; দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ভগবৎ-পার্ষদ হইলেন, এই বিবেচনা করিয়াই তাঁহার বন্ধুবর্গ মহানন্দে মহোৎসব করিয়াছিলেন। অন্ত্যলীলার ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৪৪। **তবে** ইত্যাদি—যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, হরিদাস-ঠাকুরের সিদ্ধিপ্রাপ্তির পরেই শ্রীরূপগোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার পরেই শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়াছিলেন এবং তখন তিনি হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন। **পুনরাগমন**—নীলাচলে পুনরাগমন নয়; কারণ, শ্রীরূপ যে একাধিকবার নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এস্থলে পুনরাগমন অর্থ—প্রভুর নিকটে পুনরাগমন; একবার তিনি প্রভুর নিকটে গিয়াছিলেন প্রয়াগে; পুনরায় নীলাচলে। এস্থলে যে ক্রমে অন্ত্যলীলার ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ক্রম নয়। গ্রন্থকারের লীলাবেশ-বশতঃই সম্ভবতঃ এইরূপ হইয়াছে।

২৪৫। মাধবী-দাসীর নিকট হইতে চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া ছোট হরিদাসকে প্রভু বর্জ্জন করিয়াছিলেন (অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এক ব্রাহ্মণীর পুত্রকে স্নেহ করিতেন বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দামোদর-পণ্ডিত বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন (অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২৪৬। **পুনরাগমন**—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রভুর নিকটে পুনরায় আগমন। **পরীক্ষণ**—শ্রীপাদ-সনাতন যখন নীলাচলে, তখন যমেশ্বর-টোটায় একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নে প্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল; প্রভু সনাতনকেও সেস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের নিকটের রাস্তাই সোজা; কিন্তু শ্রীসনাতন নিজেকে অপবিত্র মনে করিতেন বলিয়া সোজা পথে না যাইয়া সমুদ্রের ধার দিয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে তপ্ত বালুতে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল (অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

এস্থলে ঘটনার ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ সনাতন যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর প্রকট ছিলেন; শ্রীপাদ সনাতন তখন হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন (অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। তাঁহার একাধিকবার নীলাচলে আসার প্রমাণও নাই। এস্থলেও পুনরাগমন অর্থ—প্রভুর নিকটে পুনরাগমন; একবার কাশীতে, পুনরায় নীলাচলে।

২৪৭। **অদ্বৈতের হাতে**—অদ্বৈতের স্বহস্তের রান্নায়।

২৪৮। **তাঁরে**—শ্রীনিত্যানন্দেরে।

২৪৯। **বল্লভভট্ট**—অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥ ২৫২
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দ-ভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৫৩
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ ২৫৪
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥ ২৫৫
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধবচনে—।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ? ॥ ২৫৬
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন ? ? ২৫৭
দশদিকের কোটি-কোটি লোক হেনকালে।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি করে কোলাহলে— ॥ ২৫৮
জয়জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র-কুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ ২৫৯
বহুদূর হৈতে আইলাঙ হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু ! করহ কৃতার্থ ॥ ২৬০
শুনিয়া লোকের দৈন্য, আর্দ্র হৈল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৬১
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরিহরি'।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিগ্‌ ভরি ॥ ২৬২
প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন।
প্রভুরে 'ঈশ্বর' বলি করয়ে স্তবন ॥ ২৬৩
স্তব শুনি প্রভুরে কহয়ে শ্রীনিবাস—।
ঘরে গুপ্ত হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ? ২৬৪
কে শিখাইল এ লোকে, কহে কোন্ বাত ?
ইহা সভার মুখ ঢাক দিয়া নিজহাথ ॥ ২৬৫
সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥ ২৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫৩। **ঘাটাইলা**—কমাইলা। **অর্দ্ধেক রাখিলা**—পূর্ব্বে যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র গ্রহণ করিতেন।

২৫৪। **মনুষ্যের বেশ ধরি**—চৌদ্দভুবনের সমস্ত জীবগণ মানুষের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিত।

২৫৬। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণই ভক্তদের কীর্ত্তন করা উচিত ; তাহা না করিয়া তোমরা ইহা কি করিতেছ ?"

২৫৭। প্রভু আরও বলিলেন,—"তোমরা সকলে এরূপ উদ্ধত হইয়াছ কেন ? মহাজনের আচরিত এবং শাস্ত্রবিহিত পন্থা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ মনের মত কাজ করিলে যে জনসাধারণের বিশেষ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা—তাহা কি তোমরা জান না ? কেন এরূপ আচরণ করিয়া জগতের সর্ব্বনাশ করিতেছ ?"

২৫৮-৬০। প্রভু এইরূপ বলিতেছেন, ঠিক এমন সময়ে অসংখ্য লোক একই সঙ্গে "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার" ইত্যাদি বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিল। **হঞা বড় আর্ত্ত**—অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া।

২৬৪। **ঘরে গুপ্ত হও**—ঘরের লোক-আমাদের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাও ; আমরা তোমার নাম-গুণ কীর্ত্তন করিলে রুষ্ট হও। **কেনে বাহিরে প্রকাশ**—বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতেছ কেন ? এই যে বাহিরের সহস্র সহস্র লোক তোমার নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, তাহাদিগকে কে ইহা শিখাইল ? **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাসপণ্ডিত।

২৬৫। **কোন্ বাত**—কোন্ কথা ; ইহা কি তোমার গুণকীর্ত্তন নয় ? **মুখ ঢাক**—প্রভুকে শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভো, আমরা তোমার গুণকীর্ত্তন করাতে আমাদিগকে নিষেধ কর। এখন তুমি নিজের হাতেই ইহাদের মুখ ঢাকিয়া দাও।"

২৬৬। শ্রীবাস বলিলেন—"প্রভু ! তোমার আচরণ বুঝিতে পারিতেছি না। সূর্য্য উদিত হইলে তাহাকে

প্রভু কহেন—শ্রীনিবাস ! ছাড় বিড়ম্বনা ।
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥ ২৬৭
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টিদান ।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥ ২৬৮
রঘুনাথদাস নিত্যানন্দপাশে গেলা ।
চিড়া দধি-মহোৎসব তাহাই করিলা ॥ ২৬৯
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে ।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥ ২৭০
ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর ।
এইমত লীলা কৈল ছয়-বৎসর ॥ ২৭১
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন ॥ ২৭২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-
সূত্রবর্ণনংনাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপন করা যেমন অসম্ভব, তোমার আবির্ভাবের পরে তোমাকে গোপন করাও তেমনি অসম্ভব। অথচ তুমি তবুও আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছ।”

২৬৮। **অভ্যন্তরে গেলা**—গম্ভীরার ভিতরে গেলেন। **কাম**—মনের অভিলাষ।

২৬৯। শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন পানিহাটীতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীলরঘুনাথ দাস তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন; সেখানে প্রভুর আদেশে তিনি চিড়ামহোৎসব করিয়াছিলেন।

২৭০। **তাঁর আজ্ঞা**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ। **প্রভুর চরণে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে। **স্বরূপের স্থানে**—স্বরূপদামোদরের নিকটে। **তাঁরে সমর্পিল**—রঘুনাথদাসকে সমর্পণ করিলেন।

২৭১। **ব্রহ্মানন্দভারতী**—ইনি চর্ম্মাম্বর পরিয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইয়া কাপড়ের কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইয়াছিলেন। **চর্ম্মাম্বর**—চর্ম্মরূপ অম্বর (বস্ত্র); চামড়ার বহির্ব্বাস। **ছয়বৎসর**—শেষ আঠার বৎসরের প্রথম ছয়বৎসর।

২৭২। **মধ্যলীলার সূত্রগণ**—সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলাই মধ্যলীলা। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৩ পয়ারেই এই মধ্যলীলার সূত্রবর্ণন শেষ হইয়াছে। ২৩৫ পয়ার হইতে অন্ত্যলীলার (সন্ন্যাসের শেষ আঠার বৎসরের লীলার) সূত্রবর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। ২৩৫-৭১ পয়ারে এই আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্রমাত্র বলা হইয়াছে; সুতরাং এই পয়ারে “মধ্যলীলার সূত্রগণ” বলার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না—সম্ভবতঃ সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর ও শেষ বার বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ছয় বৎসরের লীলার সূত্রই এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। **অন্ত্যলীলার**—অন্ত্যলীলার অন্তর্গত শেষ বার বৎসরের লীলার। **করি বিস্তার বর্ণন**—পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেষ বার বৎসরের দু'একটী লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই পয়ারস্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়,—“আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ। শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার বর্ণন।” ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার। **আদি দ্বাদশ**—সন্ন্যাসের পর হইতে প্রথম বার বৎসর। বস্তুতঃ প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রথম বার বৎসরের লীলার সূত্রই বর্ণন করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেষ বার বৎসরের লীলাসূত্র বর্ণন করিয়াছেন। এই পাঠান্তরই সঙ্গত মনে হয়।

মধ্য-লীলা

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥ ২

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে॥ ৩

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বিচ্ছেদ ইতি। প্রভো র্গৌরস্য অস্মিন্ অন্ত্যলীলা-সূত্রবর্ণনে বিচ্ছেদে বিরহোন্মাদে কৃষ্ণবিচ্ছেদে নন্দ-নন্দনোপলক্ষবিরহে প্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে ময়া ইতি শেষঃ। ইতি শ্লোকমালা। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় নমঃ॥ শেষ দ্বাদশ বৎসরে কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদিতেই মহাপ্রভুর দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত। এই পরিচ্ছেদে এইরূপ কয়েকটি প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য-লীলায় অন্ত্যলীলার প্রলাপ-বর্ণনের হেতু পরবর্ত্তী ৭৯-৮০ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১। অন্বয়। অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে (অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণনবিশিষ্ট) অস্মিন্ (এই) বিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ গৌরস্য (শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর) কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপাদি) অনুবর্ণ্যতে (বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ। অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণনবিশিষ্ট এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপাদি বর্ণিত হইতেছে। ১।

এই শ্লোকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী প্রথম বার বৎসরের লীলার সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে; অবশিষ্ট বার বৎসরে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই প্রভুর দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত।

৩। **শ্রীরাধিকার চেষ্টা** ইত্যাদি—২।১।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে একবার উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন; (তাঁহার এই উন্মাদ-দশার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে); শেষ দ্বাদশ বৎসরও প্রভুর তদ্রূপ উন্মাদ-অবস্থাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। **চেষ্টা**—কায়িক ব্যাপার।

৪। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা। **বিরহ-উন্মাদ**—কৃষ্ণবিরহজনিত উন্মত্ততা; দিব্যোন্মাদ। **ভ্রমময় চেষ্টা**—ভ্রান্তিময় আচরণ; নিজেকে অপর, অপরকে নিজ বলিয়া মনে করা; যাহা সাক্ষাতে নাই, তাহা আছে বলিয়া এবং যাহা আছে, তাহা সাক্ষাতে নাই বলিয়া মনে করা—ইত্যাদিই ভ্রমময় চেষ্টা। **প্রলাপ**—ব্যর্থ বাক্য; অকারণ

রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ ৫
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে,—ক্ষত হয় সব॥ ৬
তিনদ্বারে কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধুনীরে॥ ৭
চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধনভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কথা বলা। বাদ—বচন, কথা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভুর চিত্ত এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছিল যে, তিনি এক করিতে যাইয়া আর করিয়া বসিতেন, সর্ব্বদা অকারণ-বাক্য বলিয়া প্রলাপ করিতেন।

৫। **রোমকূপে রক্তোদ্গম**—রোমকূপ দিয়া রক্ত বাহির হইত। অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারের একটী হইল স্বেদ বা ঘর্ম্ম; ইহারই তীব্রতম অবস্থাতেই বোধ হয় স্বেদের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইত। **হালে**—নড়ে। **দন্তসব হালে**—দাঁতগুলি সমস্ত নড়িত (বিরহ-স্ফূর্ত্তি-কালে)। **ক্ষণে অঙ্গ** ইত্যাদি—দেহ কখনও ছোট হইত, কখনও বা বড় হইত; কখনও কৃশ হইত, কখনও বা স্থূল হইত। ছোট হইয়া একবার প্রভু কূর্ম্মাকৃতি হইয়াছিলেন, হস্ত-পদাদি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল (অন্তলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)। আর একবার প্রভুর দেহ বড় হইয়া পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়াছিল—এক এক হস্তপদ প্রায় তিন হাত দীর্ঘ হইয়াছিল, অস্থিগ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হইয়াছিল (অন্ত্যলীলা, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)। এসমস্ত কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত-বিকার। **ক্ষীণ**—কৃশ। **ফুলে**—ফুলিয়া উঠে; মোটা হয়। পরবর্ত্তী ১১।১২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬। **গম্ভীরা**—অভ্যন্তর গৃহ, বাড়ীর ভিতরের নির্জ্জন গৃহকে গম্ভীরা কহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীমৎ কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যে গম্ভীরায় বাস করিতেন, তাহা অদ্যপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে প্রভুর পাদুকা ও ছেঁড়া কাঁথা অদ্যপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। **নিদ্রালব**—নিদ্রার লেশ। গম্ভীরার মধ্যে মহাপ্রভু রাত্রে একটু মাত্রও ঘুমাইতেন না। **ভিত্ত্যে**—দেওয়ালে; গম্ভীরার ভিতরের দেওয়ালে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় বহির্গমনের চেষ্টায় বাহ্যজ্ঞানহারা মহাপ্রভু ঘরের দেওয়ালে মুখ ও মাথা ঘষিতেন; তাহাতে মুখে ও মাথায় ক্ষত হইয়া যাইত এবং ঐ ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইত। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত প্রমাণদ্বয়ে প্রাচীর অর্থে ভিত্তিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। **তিনদ্বারে কবাট**—কাশীমিশ্রের বাড়ীর যে গম্ভীরা-ঘরে মহাপ্রভু থাকিতেন, সেই গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া তিনটা ফটক পার হইলে তার পরে বাহিরের রাস্তায় আসা যায়। এই তিন ফটকের কোন এক ফটকের দরজা বন্ধ থাকিলেও গম্ভীরা হইতে আর বাহিরের রাস্তায় আসা যায় না। কিন্তু এই তিন ফটকের প্রত্যেক স্থলের কপাট বন্ধ থাকিলেও কোনও কোনও দিন মহাপ্রভু বাহির হইয়া আসিতেন। কিরূপে আসিতেন? ছাঁদে উঠিবার জন্য উপরে যে দরজা ছিল, গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া সেই দরজা দিয়া ছাদের উপরে উঠিয়া উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রভু লাফাইয়া বাহিরের রাস্তায় পড়িতেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন:—

ঊর্দ্ধদ্বারেণ উপরিচত্বরং গত্বা তত্রস্থামুচ্চভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য বহির্গত ইত্যর্থঃ।

রঘুনাথ-দাসগোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষে" এইরূপ লিখিয়াছেন:—অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ। অর্থাৎ তিন দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশজাত গাভীদের মধ্যে নিপতিত হন। **সিংহদ্বার**—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের সদর-দরজাকে সিংহদ্বার বলে। ভাবাবেশে মহাপ্রভু কোনও কোনও সময়ে এই স্থানে পড়িয়া থাকিতেন। **সিন্ধুনীরে**—সমুদ্রের জলে।

৮। **চটক-পর্ব্বত**—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের নাম। **গোবর্দ্ধন-ভ্রমে**—ভ্রমবশতঃ চটকপর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন বলিয়া মনে করিয়া। **ধাঞা চলে**—দৌড়াইয়া যায়েন, শ্রীকৃষ্ণকে সেইস্থানে পাইবার আশায়।

উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাহাঁ যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥ ৯
কাহাঁ নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১০
হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তিপ্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১১
হস্তপদ শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১২
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা—বাক্যে হাহা হুতাশ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

আর্ত্তনাদে ইত্যাদি—"বঁধু, তোমার বিরহযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না, দয়া করিয়া একবার দর্শন দাও, দর্শন দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও"—ইত্যাদি রূপে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়—তাঁহার লীলা ও লীলাস্থলীর বিষয়ই—চিন্তা করিতেন ; অন্য কোনও চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না, অন্য কোনও অনুসন্ধান তাঁহার থাকিত না ; এসময়ে তিনি যাহা কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াই তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইত ; সমস্ত ঐকান্তিকী চিন্তাতেই এইরূপ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রভু একদিন অভ্যাস বশতঃ—সমুদ্রস্নানে যাইতেছেন ; মনে মনে তখন বোধ হয় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণের কথাই ভাবিতেছিলেন ; অকস্মাৎ চটক-পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি মনে করিলেন—তিনি যেন গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকেই দেখিতেছেন ; অমনি মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ তো এই স্থানেই ক্রীড়া করিতেছেন ; আর অমনি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার আশায় দ্রুতপদে চটক-পর্ব্বতের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

৯। **উপবনোদ্যান**—উপবন ও উদ্যান। যে বাগানে ফলের গাছই বেশী, তাহাকে বলে উদ্যান ; আর যে বাগানে ফুলের গাছই বেশী, তাহাকে বলে উপবন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় উপবন ও উদ্যান দেখিলে প্রভুর মনে হইত, তিনি যেন বৃন্দাবন দেখিতেছেন ; তাই তিনি সেস্থানে যাইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

১০। **কাঁহা**—কোথাও। **ভাবের বিকার**—প্রেম-জনিত ভাবের বিকার। **শরীরে প্রচার**—শরীরে অভিব্যক্ত।

শাস্ত্রাদিতে বা লোকপরম্পরায় আগত লীলাদির বর্ণনায় যে সমস্ত প্রেমবিকারের কথা শুনা যায় না, কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট প্রভুর দেহে সে সমস্ত বিকারও প্রকটিত হইত। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এরূপ অদ্ভুত দুইটী বিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১১। **হস্তপদ-সন্ধি**—হাত-পায়ের সন্ধি। **সন্ধি**—গ্রন্থি, অস্থি-জোড়ার স্থান। **বিতস্তি**—এক বিঘত। ভাবাবেশে সময় সময় মহাপ্রভুর শরীরের অবস্থা এরূপ হইত, যে, অস্থির জোড়াগুলিতে প্রায় এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক হইয়া যাইত, ফাঁক যায়গায় চামড়া ব্যতীত আর কিছুই থাকিত না।

১২। কোন কোন সময়ে ভাবাবেশে মহাপ্রভুর হাত, পা ও মাথা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত ; তখন তাঁহাকে দেখিলে যেন কূর্ম্মের মত মনে হইত। **কূর্ম্ম**—কচ্ছপ।

ভাবাবেশে প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতা এবং কূর্ম্মাকৃতি ধারণ সম্বন্ধে ৩।১৪।৬৩ এবং ৩।১৭।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। **শূন্যতা**—খালি খালি ভাব ; "আমার বলিতে যেন কোথাও কিছু নাই"—এইরূপ ভাব ; **বাক্যে**—মুখে। কোনও কোনও গ্রন্থে "বাহ্যে" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—অর্থ বাহিরে।

বিরহ-বিহ্বলতা যে প্রভুর দেহ, মন ও বাক্য—সমস্তের উপরেই ক্রিয়া করিয়াছে, তাহাই বলা হইল।

'কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ ১৪
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিনু ফাটে মোর বুক ॥' ১৫
এইমত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৬

তথাহি জগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।৯)—
প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতিহরির্নায়ংনচ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতিনাপিমদনোজানাতিনোদুর্ব্বলাঃ
অন্যো বেদ নচান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধে কাগতিঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রেমচ্ছেদ ইতি। অয়ং হরিঃ নন্দনন্দনঃ প্রেমচ্ছেদরুজঃ বিরহজনিতাঃ পীড়াঃ নাবগচ্ছতি ন জানাতি চ পুনর্ব্বা ইহ আশ্চর্য্যে। প্রেমা স্থানাস্থানং নাবৈতি উত্তমাধমস্থানং ন জানাতি। মদনোঽপি কন্দর্পোঽপি নোঽস্মান্ দুর্ব্বলাঃ রমণহীনাঃ ন জানাতি। অন্যো জনঃ অন্যদুঃখং অন্যেষাং জনানাং দুঃখং অখিলং পীড়াসমূহং ন চ বেদ ন জানাতি। বা ইতি প্রশ্নে। জীবনং ন আশ্রবং বিশ্বসনীয়ং ন ভবতি। ইদং যৌবনং দ্বিত্রাণি দিনানি ব্যাপ্য স্থাস্যতি ন তু বহুকালং হাহেতি খেদে। হে বিধে হে বিধাতঃ মম কা গতির্ভবিষ্যতি বদ ইত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪। কাহাঁ করোঁ—কি করিব। কাহাঁ পাঙ—কোথায় পাইব।

১৬। বিলাপ—দুঃখসূচক বাক্য। রায়ের নাটক—রায় রামানন্দের কৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটক। নাটক-শ্লোক—জগন্নাথবল্লভ-নাটক হইতে স্বীয় ভাবের অনুকূল শ্লোক।

নিম্নে জগন্নাথবল্লভ-নাটকের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, যে ভাব ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, সেই ভাবটী পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুর প্রলাপ-বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অয়ং (এই) হরিঃ (হরি—শ্রীকৃষ্ণ) প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেমবিচ্ছেদজাত রোগ) ন অবগচ্ছতি (অবগত নহেন)। চ প্রেম বা (এবং প্রেমও) স্থানাস্থানং (স্থানাস্থান) ন অবৈতি (জানে না)। মদনোঽপি (মদনও) নঃ (আমাদিগকে) দুর্ব্বলাঃ (দুর্ব্বল বলিয়া) ন জানাতি (জানে না)। চ অন্যঃ (এবং অন্য ব্যক্তি) অন্যদুঃখং (অন্যজনের দুঃখ) অখিলং (সমস্ত) ন বেদ (জানেনা)। বা জীবনং (জীবনও) ন আশ্রবং (বিশ্বসনীয় নহে) ইদং (এই) যৌবনং (যৌবন) দ্বিত্রাণি (দুই তিন) এব দিনানি (দিনই) [ব্যাপ্য স্থাস্যতি] (থাকিবে) হা হা বিধে (হে বিধাতঃ) কা গতিঃ (কি গতি হইবে)।

অনুবাদ। এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিচ্ছেদজাত রোগ অবগত নহেন ; প্রেমও আবার স্থানাস্থান কিছুই জানে না। কন্দর্পও আমাদিগকে দুর্ব্বল জানে না। অন্য লোকও অন্যলোকের দুঃখ সমস্ত বুঝিতে পারে না। আমার জীবনকেও বিশ্বাস নাই (অর্থাৎ জীবন চঞ্চল, আমার কথায় চিরদিন থাকিবে না)। এই যৌবনও দুই তিন দিনই (অল্প সময়ই) থাকিবে। হে বিধাতঃ! এখন আমার কি গতি হইবে ?। ২।

শ্রীলোচনদাসঠাকুর উক্তশ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—"সখি হে কি কহব সে সব দুঃখ। আমার অন্তর, হয় জর জর, বিদরিয়া যায় বুক। ধ্রু। প্রেমের বেদন, না জানে কখন, নিদয় নিঠুর হরি। কুলিশ সমান, তাহার পরাণ, বধিতে অবলা নারী॥ প্রেম দুরাচার, না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে। সে শঠ লম্পট, কুটীল কপট, নিশিদিশি পড়ে মনে। হায় কুলবতী, নবীনা যুবতী, কানুর পীরিতি কাল। তাহাতে মদন, হইয়া দারুণ, হৃদয়ে হানয়ে শাল॥ আনের বেদন, নাহি জানে আন, শুনলো পরাণ সখি। মোর মনোদুঃখ, তুমি নাহি দেখ, আনজনে কাঁহা লখি। কি দোষ তোমার, পরাণ হামার, সেই মোর বশ নয়। কানু-বিরহেতে বলিতে বাইতে, তথাপি প্রাণ না যায়। নারীর যৌবন, দিন দুই তিন, যেন পদ্মপত্রের জল। বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার করম-ফল॥ সখির সদন, করি বিলপন, সজল-নয়ন ধনী। হেরিয়া লোচন, আশ্বাস-বচন, কহে বুড়ি দুই পাণি॥"

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ ॥

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী-বধে সাবধান ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

প্রেমচ্ছেদরুজঃ—প্রেমের ছেদজনিত রোগ-সমূহ; প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইলে যে বেদনা জন্মে, তাহা। **ন অবগচ্ছতি**—জানেন না। প্রেমের বিচ্ছেদজনিত যাতনা কিরূপ দুর্বিসহ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন না; যদি জানিতেন, তাহা হইলে স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা আমার মন হরণ করিয়া, আমাকে তাঁহার বিনা মূল্যের দাসী করিয়া পরে আমাকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে আমাকে তাঁহার বিরহজনিত দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে পারিতেন না। **প্রেম বা** ইত্যাদি—প্রেমও আবার স্থানাস্থান—উত্তম বা অধম স্থান—বিচার করে না; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই প্রেম অবাধ গতিতে চলিতে থাকে, সকলকেই আলিঙ্গন করিতে থাকে; যদি পাত্রাপাত্র বিচারের ক্ষমতা তাহার থাকিত, তাহা হইলে এই নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করার পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিত—ইহার আমাকে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনা আছে কিনা। **দুর্ব্বলাঃ**—দুর্ব্বলা; রমণহীনা; শ্রীকৃষ্ণহীনা। আমাদের রমণ শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের নিকটে নাই, মদনও তাহা জানে না; যদি জানিত,—তাহা হইলে রমণহীন অবস্থায় আমাদিগকে তাহার পঞ্চশরে জর্জ্জরিত করিত না। (পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের বিশদ-ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে।) স্বীয় সখী মদনিকার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি এই শ্লোক।

শ্রীশ্রীরায়রামানন্দকৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটক নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়—একসময়ে সখিবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখাগণকে লইয়া বৃন্দাবনের অপর এক অংশে অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ দূর হইতে তাঁহারা পরস্পরকে দর্শন করিয়া পরস্পরের রূপাদিতে মুগ্ধ হইয়া যায়েন। উভয়েই উভয়ের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শ্রীরাধা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া শশীমুখী-নাম্নী সখীর যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে একখানি প্রেমপত্রী পাঠাইলেন; তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুল; এক্ষণে শ্রীরাধার স্বহস্তলিখিত প্রেমপত্রী পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও তিনি অতি কষ্টে স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া একটু ঔদাসীন্য দেখাইলেন; শশীমুখীর যোগে পতিসেবা ও কুলধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই শ্রীরাধাকে উপদেশ দিলেন। প্রত্যাখ্যাত হইয়া শশীমুখী শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে হতাশচিত্তে শ্রীরাধা "প্রেমচ্ছেদরুজঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধার প্রেমের গাঢ়তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বাহ্যিক উপেক্ষা দেখাইলেন। তাহার ফলে মিলনের জন্য যে উৎকণ্ঠাতিশয্য জন্মিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী মিলনের সুখকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

শ্রীরাধার এই সময়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু "প্রেমচ্ছেদরুজঃ"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং এই শ্লোক পাঠ-কালে প্রভুর মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সবেমাত্র শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানে এই সদ্যোজাত প্রেমাঙ্কুর হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল; তাই তিনি খেদের সহিত বলিয়াছেন—"উপজিল প্রেমাঙ্কুর"-ইত্যাদি।

১৭। **উপজিল**—উৎপন্ন হইল, জন্মিল। **প্রেমাঙ্কুর**—প্রেমের অঙ্কুর, প্রেমের প্রথম বিকাশ। **উপজিল প্রেমাঙ্কুর**—এইমাত্র উপজিল, এমন যে প্রেমাঙ্কুর; যে প্রেমের অঙ্কুর এইমাত্র উৎপন্ন হইল।

ভাঙ্গিল—ভাঙ্গিলে, ভগ্ন হইলে, নষ্ট হইলে। **দুঃখপুর**—দুঃখরাশি। **ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর**—ভগ্ন হইলে যে দুঃখরাশি জন্মে। **নাহি করে পান**—অনুভব করে না; অবগত নহে।

সখি হে ! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ধ্রু ॥ ১৮
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর-শঠের গুণডোরে, হাথে-গলে, বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপজিল·· পান—প্রেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়া মাত্রই যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যে অশেষ দুঃখ জন্মে, কৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে পারেন না। (ইহা মূল শ্লোকের "প্রেমচ্ছেদ·· হরির্নায়ং" এই অংশের অর্থ)।

নবজাত প্রেমভঙ্গের দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। **শঠ**—যিনি সম্মুখে প্রিয় কার্য্য করেন, অসাক্ষাতে অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করেন, এবং গোপনে অপরাধ করেন, তাহাকে শঠ বলে। প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ।—উজ্জ্বল-নীলমণি। নায়ক। ২১।

পরনারী-বধে—পরনারীর প্রাণনাশের ব্যাপারে ; পরনারীর প্রাণবধ করিতে। **সাবধান**—অতি নিপুণ।

বাহ্যিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকে নাগর-রাজ বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু ভিতরে তিনি শঠের শিরোমণি ; পরনারী বধ করিতে তিনি বড়ই নিপুণ। তাঁহার মধুর বাক্য, মধুর ভঙ্গী, মধুর ব্যবহারাদি দ্বারা তিনি পরনারীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের চিত্ত হরণ করেন ; কিন্তু পশ্চাতে নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের প্রাণ বধ করিয়া থাকেন।

এইবাক্যের ধ্বনি এই যে, যিনি প্রেমিক, প্রিয়ব্যক্তির সহিত তিনি শঠতা করিতে পারেন না ; যিনি শঠ তিনি কখনও প্রকৃত প্রেমিক হইতে পারেন না—প্রেমের মর্ম্মও অবগত হইতে পারেন না ; শ্রীকৃষ্ণ শঠ বলিয়া প্রেমের মর্ম্ম—প্রেমচ্ছেদের নির্ম্মম যাতনা—তিনি অবগত নহেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন ; তাই তিনি তাঁহার (শ্রীরাধার) চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টিপথের মধ্যে স্বীয় রূপমাধুর্য্য ও মনোমুগ্ধকর হাব-ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ; তাই বড় আশা করিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেমপত্রী পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি মনে করিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শঠ, আমাকে মৃত্যুতুল্য যাতনা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ তিনি প্রথমে আমার সাক্ষাতে তাঁহার রূপমাধুর্য্য প্রকটিত করিলেন কেন ? তদ্দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করিলেন কেন ? আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া এক্ষণেই বা প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন ?"

১৮। যদি বল "কৃষ্ণ যে শঠ, পরনারীবধে নিপুণ, তাহা যদি জান, তবে প্রেম করিলে কেন ?" ইহার উত্তরে শ্লোকোক্ত "হা হা বিধে কা গতিঃ" ইহার অর্থ করিয়া বলিতেছেন :—বিধাতা কাহার যে কি করেন, বুঝা যায় না। কেন না, আমি তো সুখের জন্যই প্রেম করিলাম ; কিন্তু বিধির বিধানে, অদৃষ্ট-দোষে, পাইলাম সুখের বিপরীত দুঃসহ দুঃখ। এই দুঃখে এখন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। বিধি যে কপালে এমন দুঃখ লিখিয়াছেন তাহা তো পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

১৯। শঠ-চূড়ামণি কৃষ্ণের সহিত প্রেম করার আর এক কারণ শ্লোকোক্ত "নচ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি" এই অংশের অর্থ করিয়া বলিতেছেন। **কুটিল প্রেম**—বক্রগতি প্রেম ; প্রেমের গতিই কুটিল ; বিবিধ বৈচিত্রী-বিধানের নিমিত্ত প্রেম সর্ব্বদা সোজা পথে না চলিয়া অনেক সময় বক্রপথে গমন করে ; হঠাৎ গতির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।—সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল। উ. নী. শৃঙ্গার-৪২।" ধ্বনি বোধ হয় এই :—যখন প্রথমে প্রেমের ফাঁদে পতিত হই, তখন তো সকলদিকেই সুখের দৃশ্যই দেখিয়াছিলাম, প্রেম সুখের পথেই সোজাসোজি অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলিতেছিল ; মনে করিয়াছিলাম, চিরদিনই ঐ সুখের পথেই চলিতে থাকিবে ; কিন্তু আমার অদৃষ্টবশতঃ প্রেম হঠাৎ তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল ; সুখের সোজাপথ ছাড়িয়া কুটিলগতিতে দুঃখের দিকে অগ্রসর হইল। **অগেয়ান**—অজ্ঞান ; ভালমন্দ- বিচারের

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ, অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
পাঁচ-বাণ সন্ধে অনুক্ষণ। দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শক্তিহীন। **স্থানাস্থান**—পাত্রাপাত্র; ভালমন্দ। প্রেম অজ্ঞান; সে ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না। ফলিতার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমি (শ্রীরাধা) ভালমন্দ বিচার করিতে পারি নাই, পূর্ব্বাপর বিচারের কথা আমার মনেও উঠে নাই; প্রেম যে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, প্রেম যে সকল সময়ে সুখের সোজা পথে অগ্রসর হয়না এবং শ্রীকৃষ্ণও যে শঠ, প্রেমে অন্ধ হইয়া তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি। **ক্রূর**—নিষ্ঠুর; **গুণডোরে**—গুণরূপ রজ্জু (দড়ি) দিয়া। **নারি উকাশিতে**—খুলিতে পারি না। যদি বল, আগে না হয় না জানিয়া শঠের সহিত প্রেম করিয়াছিলে; এখন সব বুঝিতে পারিয়াছ; এখন তাহাকে ত্যাগ কর না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন:—এখন আর তাঁহাকে ত্যাগ করার ক্ষমতা আমার নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর, শ্রীকৃষ্ণ শঠ, ইহা জানিয়াও এখন আর আমি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিতেছি না; কারণ, তাঁহার গুণডোর আমার হাতে গলায় বাঁধা আছে, সেই গুণডোর আমি ছেদন করিতে বা খুলিতে পারি না, কিরূপে তাঁহাকে ত্যাগ করিব?

রজ্জুর সাহায্যে কাহারও হাত এবং গলা যদি কোনও খুঁটীর সঙ্গে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন সেই বন্ধন খুলিতেও পারে না, সেই খুঁটী হইতে দূরেও সরিয়া যাইতে পারে না; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ রজ্জুদ্বারা আমার (শ্রীরাধার) হাত ও গলা (সর্ব্বাঙ্গ) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছে; সেই বন্ধন ছিন্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আমি তাঁহা হইতে দূরে যাইতে পারিতেছি না। ফলিতার্থ এই:—শ্রীকৃষ্ণের গুণে আমি এতই মুগ্ধ যে, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অশেষ দুঃখ দিতেছেন জানিয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যন্ত্রণাও আছে, আবার আনন্দও আছে। অপরিমিত আনন্দ আছে বলিয়াই যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও প্রেমচ্ছেদ হয় না। বস্তুতঃ প্রেমের স্বভাবই এই যে—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ইহার ধ্বংস হয় না।

২০। শ্লোকোক্ত 'নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ':—এই অংশের অর্থ করিতেছেন। "একেত আমি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দুঃখে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি; আবার তাঁহার প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা হাতে-গলায় বাঁধা বলিয়া নড়িতে চড়িতেও পারিতেছি না; আমার এই অসহায় অবস্থা না জানিয়াই বোধ হয় আবার কামদেব প্রতি মুহূর্ত্তেই পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিয়া আমার শরীরকে জর্জ্জরিত করিতেছে; বাণ নিক্ষেপ করিয়া যদি প্রাণে মারিয়া ফেলিত, তবেও ভাল হইত; একেবারেই সকল দুঃখের অবসান হইত; কিন্তু প্রাণেও মারিতেছে না, কেবল দুঃখ দিতেছে মাত্র।" যদি বল, কামদেব যে তোমাকে এত কষ্ট দিতেছে তুমি তার প্রতিশোধ লও না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন:—"আমি কিরূপে প্রতিশোধ নিব? আমি সহজে অবলা, দুর্ব্বলা; তাতে প্রেম-ডোরে আমার হাতে-গলায় বাঁধা; এই অবস্থা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিতাম, যদি কামদেবের শরীর থাকিত; তবে সে যেমন আমার অঙ্গে পাঁচ পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিতেছে, আমিও কোনও উপায়ে তাহার অঙ্গে আঘাত করিতে পারিতাম; কিন্তু হায়, "মদন যে তনুহীন—কামদেবের যে শরীর নাই, সে অনঙ্গ—আমি কিরূপে তাহার প্রতিশোধ নিব?"

"কামদেব তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে কেন?" উত্তরে বলিতেছেন, "মদন যে পরদ্রোহে প্রবীণ"—কামদেব পরকে পীড়া দিতে অতি নিপুণ—পরের প্রতি অত্যাচার করাই তাঁহার স্বভাব এবং পরের প্রতি অত্যাচার করার সুন্দর কৌশলও তিনি জানেন।"

মদন—কামদেব। **তনুহীন**—শরীরশূন্য; অনঙ্গ। কথিত আছে, মহাদেবের কোপানলে কামদেবের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল; তদবধি কামদেব অঙ্গহীন বা অনঙ্গ। **পরদ্রোহে**—পরকে পীড়া দিতে। **পরবীণ**—

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাহাঁ লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥ ২১
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।

জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল
ততদিন জীবে কোন্ জন ॥ ২২
শতবৎসর-পর্য্যন্ত, জীবের জীবন-অন্ত,
এই বাক্য কহনা বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন-দুই-চারি ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রবীণ; নিপুণ। **পাঁচবাণ**—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটী মদনের বাণ। **সন্ধে**—সন্ধান করে, লক্ষ্য করে। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **না লয় জীবন**—একেবারে প্রাণে মারে না, অর্দ্ধমৃতের ন্যায় করিয়া দুঃখ মাত্র দেয়। অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণেরও পাঁচটী বাণ আছে—তাঁহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী বস্তুর অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের বলবতী বাসনারূপ পাঁচটী বাণ (ভূমিকায় "প্রণবের অর্থবিকাশ"-প্রবন্ধে ২১০ পৃষ্ঠার প্রথমে তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

২১। যদি বল, দুঃখে অধীর হইও না, ধৈর্য্য ধর। ইহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং" এই অংশের অর্থ করিয়া বলিতেছেন। **অন্যের যে ইত্যাদি**—একের দুঃখ অপরে বুঝে না। এই উক্তি শাস্ত্রসম্মত।

অন্য জন কাঁহা লিখি—অপরের কথা আর কি বলিব, তুমি যে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়া সখী, আমার দুঃখের দুঃখিনী, সর্ব্বদা আমার নিকটে থাক, তুমিও আমার মনের দুঃখ জানিতে পার না। কারণ, যদি জানিতে, তবে আমাকে ধৈর্য্য ধরিবার জন্য উপদেশ দিতে না। **যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে**—শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমার মনে যে দুঃসহ দুঃখ জন্মিয়াছে, তাহা যদি জানিতে, তবে ধৈর্য্য ধারণ করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিতে না; কারণ, তাহা জানিলে বুঝিতে পারিতে যে, এত দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ করা যায় না। **যাতে**—যেহেতু। **কহে**—প্রাণসখী বলে। শ্রীরাধা এস্থলে স্বীয় সখী মদনিকাকে লক্ষ্য করিয়া "প্রাণসখী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; মদনিকার কথার উত্তরেই শ্রীরাধা "প্রেমচ্ছেদ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন।

২২। **কৃপা পারাবার**—দয়ার সাগর। **কভু**—কখনও, এক সময়ে। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ দয়ার সাগর, একদিন-না একদিন নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সখী তোমার এই উক্তি ব্যর্থ। কারণ, জীবের জীবন চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী; কখন আমি মরিয়া যাই ঠিক নাই। **ততদিন জীবে কোন্ জন**—যতদিনে তিনি কৃপা করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি বাঁচিলে ত?

২৩। যদি বল "মানুষের আয়ু তো একশত বৎসর; ইহার মধ্যে কি কৃষ্ণের কৃপা হইবে না? তুমি এত অস্থির হইতেছ কেন?"—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"মানুষের আয়ু একশত বৎসর হইতে পারে এবং আমিও হয়তো একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারি; এবং এই একশত বৎসরের মধ্যে কোনও সময়ে কৃষ্ণ হয়তো আমাকে কৃপাও করিতে পারেন; কিন্তু জীবন একশত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিলেও আমার যৌবন তো আর একশত বৎসর থাকিবে না? যৌবন তো অতি অল্পসময় ব্যাপিয়া থাকে; কৃষ্ণ যখন আমায় কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করিবেন, তখন যদি আমার যৌবন না থাকে, তবে আমি কি দিয়া তাঁহাকে সেবা করিব? কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিব? নারীর যৌবনই যে শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু। **যারে কৃষ্ণ করে মন**—নারীর যে যৌবনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মন ধাবিত হয়।

শ্রীরাধিকা কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে ইচ্ছা করেন; কান্তার যৌবনই কান্তের সুখদায়ক; এইরূপ ভাবিয়াই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"নারীর যৌবন ধন" ইত্যাদি।

স্বরূপতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; তিনি শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ। তিনি মানবী নহেন; নরলীলাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ ২৪
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি
উঘারিয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৫

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রূপাদীতি। রূপশব্দগন্ধরসস্পর্শাস্তেষাং রূপাদীনাং নিষেবণং বিনা। অহানি দিনানি। অখিলেন্দ্রিয়াণি চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বচঃ। পাষাণশুষ্কেন্ধনে পাষাণ-শুষ্ককাষ্ঠে ভারয়তীতি তথা তত্তুল্যানীতি যাবৎ। বিভর্মি ধারয়ামি তানি দিনানি কথং ক্ষিপামি ইন্দ্রিয়াণি বা কথং ধারয়ামীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে ; তিনি নিজের পরিচয়—নিজের স্বরূপতত্ত্ব—প্রকট-লীলায় জানেন না ; নরভাবের আবেশে তিনি নিজেকে মানবী—জীব—বলিয়াই মনে করেন। তাই তিনি নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"শত বৎসর পর্য্যন্ত" ইত্যাদি।

২৪। **নিজ ধাম**—নিজের জ্যোতি। **অভিরাম**—মনোরম ; সুন্দর। **আকর্ষিয়া**—আকর্ষণ করিয়া ; প্রলুব্ধ করিয়া। **মারে**—মারিয়া ফেলে। অগ্নির জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিয়া যায়। **পাছে**—পশ্চাতে ; শেষে। **ডারে**—নিক্ষেপ করে ; ফেলিয়া দেয়।

স্বীয় রূপ-গুণ প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া (পূর্ব্বোক্ত শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) দুঃখের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন ; তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন—"অগ্নি যেমন স্বীয় জ্যোতি দেখাইয়া পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া নিকটে লইয়া যায় ; কিন্তু শেষকালে অগ্নির তেজেই পতঙ্গকে পুড়িয়া মরিতে হয় ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় রূপ-গুণাদি দ্বারা আমার চিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিলেন ; কিন্তু পরে তিনিই আবার প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে অপার দুঃখ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।"

২৫। এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত আর একটী শ্লোকবর্ণনার উপক্রম করিতেছেন।

এতেক—পূর্ব্বোক্তরূপে। **বিষাদ**—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ। বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখ-শোষাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। "ইষ্টানবাপ্তি-প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধি-বিপত্তিতঃ। অপরাধিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা। অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৮॥" **উঘাড়িয়া**—খুলিয়া। **দুঃখের কবাট**—দুঃখভাণ্ডারের কবাট।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত, বিষাদে শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল ; সেই দুঃখ উদ্গীরণ করিতে করিতে তিনি "কৃষ্ণ-রূপাদি" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

ভাবের তরঙ্গবলে ইত্যাদি—প্রেম সমুদ্র-স্বরূপ, ভাব-সমূহ সেই সমুদ্রের তরঙ্গ-স্বরূপ। সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা যেমন তৃণখণ্ড প্রবাহিত হইয়া যায়, বিষাদাদি সঞ্চারি-ভাবের তরঙ্গেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন প্রেমসমুদ্রে তদ্রূপ প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল।

(সঞ্চারিভাবের বিবরণ ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ৩। **অন্বয়।** শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবন) বিনা (ব্যতীত) মে (আমার) অহানি (দিন সকল) অখিলেন্দ্রিয়াণি (এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়) অলং ব্যর্থানি (সম্যক্রূপে ব্যর্থ)। হতত্রপঃ (নির্লজ্জ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

[সন্] (হইয়া) পাষাণ-শুষ্কেন্ধনভারকাণি (পাষাণ ও শুষ্কেন্ধনের ভারতুল্য) তানি (তাহাদিগকে—সেই সমস্ত দিন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে) অহো (আহা) কথং বা (কিরূপেই বা) ধারয়ামি (ধারণ করি) ?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি সেবন ব্যতীত আমার (চক্ষুঃ আদি) সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিতান্ত ব্যর্থ। অহো! পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠের ভারতুল্য ইন্দ্রিয়বর্গকেই বা আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে বহন করি, আর দিনগুলিকেই বা কিরূপে যাপন করি। ৩।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা—শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবা ব্যতীত। রূপাদি বলিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে বুঝায়। রূপ—শ্রীঅঙ্গের রূপ; চক্ষুঃদ্বারা সেবনীয়; শ্রীঅঙ্গের রূপ দর্শনেই—চক্ষুর সার্থকতা; ইহাই রূপের নিষেবণ। রস—অধরামৃত রস এবং কৃষ্ণকথারস; ইহা জিহ্বাদ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত-তাম্বূলাদি কিম্বা তাঁহার ভুক্তাবশেষাদির আস্বাদন এবং তাঁহার রূপ-গুণ-চরিতাদির বর্ণনেই জিহ্বার সার্থকতা; ইহাই রসের নিষেবণ। গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাদির সুগন্ধ; নাসিকাদ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধাদির আস্বাদন-গ্রহণেই নাসিকার সার্থকতা; ইহাই গন্ধের নিষেবণ। স্পর্শ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ; ইহা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শেই ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা; ইহাই স্পর্শের নিষেবণ। শব্দ—শ্রীকৃষ্ণের বংশীর শব্দ ও কণ্ঠস্বর; কর্ণদ্বারা সেবনীয়; শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং কণ্ঠস্বরের শ্রবণেই সার্থকতা; ইহাই শব্দের নিষেবণ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন, বংশীধ্বনি ও কণ্ঠস্বরশ্রবণ, অঙ্গগন্ধ-গ্রহণ, অধরামৃতাদির আস্বাদন ও শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ লাভ করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়বর্গের কোনও সার্থকতাই থাকে না, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বৃথা হইয়া দাঁড়ায়। অহানি—দিনসকল; জীবন; আয়ুষ্কাল। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবা ব্যতীত জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়। অখিলেন্দ্রিয়াণি—সমস্ত ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ই। **হতত্রপঃ**—হত হইয়াছে ত্রপা বা লজ্জা যাহার, তাহাকে হতত্রপ বলে; নির্লজ্জ। যে ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারে না, তাহার তজ্জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত; যিনি ইন্দ্রিয়বর্গ পাইয়াছেন, তিনি যদি ইন্দ্রিয়বর্গের সদ্ব্যবহারদ্বারা তাহাদের সফলতা সম্পাদন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার লজ্জিত হওয়াই উচিত। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবাদ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গের সফলতা সাধন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া নিজেকে নির্লজ্জ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন; "ইন্দ্রিয়বর্গকেও বহন করিয়া চলিতেছেন; আয়ুষ্কালও যাপন করিয়া যাইতেছেন—অথচ ইন্দ্রিয়বর্গের, কি আয়ুষ্কালের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না—ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে?" ইহাই তাৎপর্য্য। অসার্থক ইন্দ্রিয়বর্গ ও অসার্থক আয়ুষ্কাল কিরূপ? **পাষাণ-শুষ্কেন্ধনভারকাণি**—পাষাণের ও শুষ্ক ইন্ধনের (কাঠের) ভারের তুল্য। যে পাষাণ বা যে শুষ্ক কাষ্ঠ কোনও প্রয়োজন-সাধনেই ব্যবহৃত হয় না, তাহার ভার বহন করিতে যেমন কেবল অনর্থক পরিশ্রমই সার হয়; তদ্রূপ যাহা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও কাজেই লাগে না, এইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গকে বহন করা এবং এরূপ জীবন যাপন করাও কেবল বিড়ম্বনামাত্র; ইহাই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী "প্রেমচ্ছেদরুজঃ"—ইত্যাদি শ্লোকোক্তির সহিত "শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং"—ইত্যাদি শ্লোকের বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ চাহিয়াছিলেন—স্বীয় পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া "প্রেমচ্ছেদরুজঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে স্বীয় আক্ষেপ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও—যে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহাই "শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং" শ্লোকে ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ স্ফূর্ত্তিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন যে, যদি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই করিতে না পারিলাম, তবে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন কি? নিম্নোক্ত ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষাদ-নামক ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক বলিয়াছেন।

অন্বয়ার্থঃ। যথারাগ ॥

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি-কারণ ॥ ২৬
সখি হে। শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল ॥ ধ্রু ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৬। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির নিষেবণব্যতীত চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে নিরর্থক হইয়া পড়ে, তাহা বিবৃত করিতে উদ্যত হইয়া প্রথমতঃ চক্ষুর ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, ২৬ ত্রিপদীতে। (টী. প. দ্র.)

বংশীগানামৃতধাম—বংশীগানরূপ অমৃতের বাসস্থান। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ধ্বনিকে অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে; মুখচন্দ্র হইতেই বংশীধ্বনি নিঃসৃত হইয়া থাকে; এজন্যই মুখচন্দ্রকে বংশীগানরূপ অমৃতের বাসস্থান বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র হইতে কণা কণা অমৃত নিঃসৃত হইয়া যেন বংশীর ছিদ্রপথে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

লাবণ্যামৃত জন্মস্থান—সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের জন্মস্থান। জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যচ্ছটার সামান্য আভাস মাত্র; শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যেই জগতের সৌন্দর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র ভিন্ন অন্যত্র স্বয়ংসিদ্ধ কোনও সৌন্দর্য্য নাই; এজন্যই মুখচন্দ্রকে লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান বলা হইল। **চাঁদবদন**—মুখচন্দ্র; মুখরূপচন্দ্র। চন্দ্রে অমৃত জন্মে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং লাবণ্য এতদুভয়ই অমৃতের তুল্য মধুর ও আস্বাদ্য; তাই বংশীধ্বনিকে এবং লাবণ্যকে অমৃত বলা হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই এই বংশীধ্বনি ও লাবণ্যরূপ অমৃত জন্মলাভ করে বলিয়া চন্দ্রের সহিত মুখের উপমা দিয়া মুখচন্দ্র বা চাঁদবদন বলা হইয়াছে।

লাবণ্য—রূপের চাকচিক্য। **পড়ু**—পড়ুক; পতিত হউক। **মাথে**—মাথায়। **বাজ**—বজ্র। **সে নয়ন রহে কি কারণ**—সুন্দর বস্তু দর্শনেই নয়নের সার্থকতা; সমগ্র সৌন্দর্য্যের আধার ও অমৃতের আধার স্বরূপ হইল শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন (শ্রীকৃষ্ণের রূপ) দর্শনেই নয়নের পূর্ণতম সার্থকতা। যে নয়ন তাহা দর্শন করে না, সে নয়ন থাকা না থাকা সমান।

এই ত্রিপদীতে, শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনব্যতীত নয়নের ব্যর্থতা প্রকাশিত হইল।

২৭। কেবল যে আমার নয়নই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, আমার চিত্ত, মন, দেহ—এই সমস্তই এবং আমার জীবনও—শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

সখিহে—শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা শ্রীরাধা তাঁহার অন্তরঙ্গা কোনও সখীর নিকটেই স্বীয় ইন্দ্রিয়াদির ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার তৎকালীনভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার সখীস্থানীয় কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। **হতবিধিবল**—দুর্দ্দৈব বল; দুরদৃষ্টের শক্তি। সখি! আমার দুর্দ্দৈবের কত শক্তি, তাহা একবার দেখ; এই দুর্দ্দৈবের প্রভাবেই আমার—দু'-একটা ইন্দ্রিয় নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয়ই, আমার দেহ, মন, চিত্ত—আমার সমস্ত জীবন—ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার দু'-একটী ইন্দ্রিয়কেও—জীবনের একটা মুহূর্ত্তকেও—সার্থক করিতে পারিলাম না; দুর্দ্দৈব একে একে আমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে; এত শক্তি তার! **অথবা** "হতবিধিবল – মম বিবিধ বলং হতমিতি শৃন্বিত্যর্থঃ। বিধানং বিধিঃ কৃতিরিতি যাবৎ। মৎসম্বন্ধিনী যাবতীয় কৃতির্বপুরাদিকা তস্যা বলং শক্তিরিত্যর্থঃ।– বিধি অর্থ কৃতি, করণ; দেহাদি; ইন্দ্রিয়বর্গ। বিধিবল—ইন্দ্রিয়বর্গের বল বা শক্তি: তৎসমস্ত হত বা ব্যর্থ হইয়াছে। সখি! আমার সমস্ত বিধিবল– আমার ইন্দ্রিয়বর্গের শক্তি—যে হত (বা ব্যর্থ) হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া বলিতেছি, শুন। কিরূপে বিবৃত করা হইতেছে? মোর বপু চিত্ত মন ইত্যাদি বাক্যে। (চক্রবর্ত্তী)।" ইন্দ্রিয়বর্গ সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না, ইহাতেই তাহাদের শক্তির ব্যর্থতা প্রকাশ পাইতেছে।

বপু—দেহ, শরীর। **চিত্ত**—অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে, মনের যে বৃত্তি দ্বারা লোক অনুসন্ধানাদি

কৃষ্ণের মধুরবাণী,　　অমৃতের তরঙ্গিণী,
　　তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম,　　জানহ সেই শ্রবণ,
　　তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করে তাহাকে চিত্ত বলে। অনুসন্ধানের বস্তু পাওয়া গেলেই—যাহাকে মন সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহাকে পাইলেই—অনুসন্ধান (খোঁজা) সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহার বলবতী উৎকণ্ঠা, তাঁহার অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধানই থাকে না; তাঁহার অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয়ই হয় শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীকৃষ্ণকেও যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাঁহার অনুসন্ধান—সুতরাং তাঁহার চিত্ত—সম্যক্‌রূপেই ব্যর্থ হইয়া যায়। **মন**—অন্তঃকরণ; মনের বৃত্তি চারিটী, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত; সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ—যথাক্রমে এই চারিটী হইল উক্ত চারিটী বৃত্তির বিষয়। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অভিমানাত্মিকা-বৃত্তির নাম অহঙ্কার এবং অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত। সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান এবং অনুসন্ধান এই চারিটী যে মনের কাজ, সেই মন হইল আবার—বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং যন্নাং প্রধানম্ (শব্দকল্পদ্রুম)—মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা। (মনঃ কর্ণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্ চ নাসিকে। বুদ্ধীন্দ্রিয়মিতি প্রাহুঃ শব্দকোষবিচক্ষণাঃ ॥ ইতি শব্দরত্নাবলী ॥) আমার অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া কেবল যে আমার অনুসন্ধানাত্মিকা-অন্তঃকরণবৃত্তি চিত্তই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু আমার যাবতীয় ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা যে মন, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ, আমার মনের সমস্ত বৃত্তির বিষয়ই ছিল শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়াতে মনের সমস্ত বৃত্তিই ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং মনও ব্যর্থই হইয়াছে। আবার মন ব্যর্থ হওয়াতে ইন্দ্রিয়বর্গও ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গের রাজাই হইল মন, ইন্দ্রিয়বর্গ মনের অনুচরমাত্র; রাজার অস্তিত্বের সার্থকতা না থাকিলে অনুচরবর্গের অস্তিত্বের সার্থকতাও থাকিতে পারে না। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যর্থতায়, দেহও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ, দেহই ইন্দ্রিয়বর্গকে বহন করিয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গের সার্থকতায় দেহের সার্থকতা, ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যর্থতায় দেহের ব্যর্থতা।

"বপু চিত্তমন" স্থলে "বপু বাক্য মন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—দেহ, বাক্য ও মন—সমস্তই ব্যর্থ হইল।

২৮। এক্ষণে কর্ণেন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। **বাণী**—কথা; **তরঙ্গিণী**—নদী। শ্রীকৃষ্ণের কথা অমৃতের নদীস্বরূপ; নদীতে যেমন সর্ব্বদা জলধারা প্রবাহিত হয়, নদী যেমন সর্ব্বদাই জলে পূর্ণ থাকে, সেই জলের স্পর্শে যেমন সকলেরই দেহ শীতল হয়, সেই জল পানে যেমন সকলেরই তৃষ্ণা-দূরীভূত হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেও সর্ব্বদা অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বাবস্থাতেই অমৃতের তুল্য স্বাদু, এবং তাহার শ্রবণমাত্রেই মন-প্রাণ শীতল হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়। **শ্রবণে**—কানে। **তার প্রবেশ** ইত্যাদি—যে কানে সেই মধুর বাক্য প্রবেশ করে না। **কাণাকড়ি**—যে কড়িতে ছিদ্র থাকে, তাহাকে কাণাকড়ি বলে। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পয়সা, সিকি, দুয়ানী প্রভৃতি মুদ্রার ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ির প্রচলন ছিল; কড়ির একটা মূল্য ছিল; কিন্তু অচল-টাকার ন্যায় কাণাকড়ির কোনও মূল্য ছিল না; ক্রয়-বিক্রয়ে কাণাকড়ি কেহ গ্রহণ করিত না। এইরূপে কাণাকড়ির অস্তিত্ব ব্যর্থ হইয়া যাইত।

কাণাকড়ি ছিদ্র সম—কাণাকড়ির ছিদ্রের তুল্য। কাণাকড়ির ছিদ্রই হইল তাহার ব্যর্থতার হেতু; ছিদ্র থাকাতেই কড়ি কাণা হয়—সুতরাং অচল ও নিরর্থক হইয়া যায়। কাণাকড়ির ছিদ্র যেমন তাহার ব্যর্থতা-সম্পাদক, তদ্রূপ যে কর্ণের ছিদ্রে কৃষ্ণের মধুর বাণী প্রবেশ করে না, সে কর্ণের ছিদ্রও কর্ণের ব্যর্থতা-সম্পাদক; তদ্রূপ-ছিদ্রযুক্ত কর্ণের থাকা না থাকা সমান।

মধুর-শব্দ-শ্রবণেই কর্ণের সার্থকতা; শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের তুল্য মধুর শব্দ আর কোথায়ও নাই; সুতরাং কৃষ্ণ-কণ্ঠস্বরের শ্রবণেই কর্ণের পরিপূর্ণ সার্থকতা; যে কর্ণের ভাগ্যে তাহা সম্ভব হয় না তাহার থাকা না থাকা সমান।

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন-কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ,
সেই নাশা ভস্ত্রার সমান ॥ ২৯

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে-রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৯। এক্ষণে নাসিকার ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। সুগন্ধ গ্রহণেই নাসিকার সার্থকতা, যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধই শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ গ্রহণেই নাসিকার পরিপূর্ণ সার্থকতা ; যে নাসার ভাগ্যে তাহা ঘটে না, তাহা নিরর্থক।

মৃগমদ—মৃগনাভি ; কস্তুরী। **নীলোৎপল**—নীলপদ্ম। **মিলনে**—মিলিত হইলে। **পরিমল**—গন্ধ। **যেই হরে তার গর্ব্বমান**—যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সেই পরিমলের গর্ব্ব ও মান হরণ করে। **ভস্ত্রা**—কর্ম্মকারগণ চর্ম্মনির্ম্মিত যে যন্ত্র দ্বারা বাতাস করিয়া লোহা পোড়াইবার জন্য কয়লার আগুন ধরায়, তাহাকে ভস্ত্রা বলে। কামারের জাঁতা।

মৃগনাভি ও নীলপদ্ম একত্রে মিশ্রিত করিলে যে সুগন্ধ জন্মে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের নিকটে তাহাও অতি তুচ্ছ। যে নাসিকা এমন অঙ্গগন্ধ গ্রহণে অসমর্থ, সে নাসিকা নাসিকা নহে, ভস্ত্রামাত্র।

নাসাকে ভস্ত্রা বলার তাৎপর্য্য এই যে, নাসায় যেমন দুইটী ছিদ্র আছে, ভস্ত্রায়ও তেমনি দুইটী ছিদ্র আছে ; নাসার ছিদ্র দিয়া যেমন বাতাস আসা-যাওয়া করিতে পারে, ভস্ত্রার ছিদ্র দিয়াও তেমনি বাতাস আসা-যাওয়া করিতে পারে। কিন্তু ভস্ত্রার ছিদ্রদ্বয় কোনও সুগন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল ভস্মমিশ্রিত বায়ুই গ্রহণ করে, আর আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। যে নাসা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল প্রাকৃত বিষয়ের পূতিগন্ধ গ্রহণ করে আর ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহা বাস্তবিকই ভস্ত্রার সমান।

৩০। এক্ষণে জিহ্বার ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। স্বাদু দ্রব্যের আস্বাদনেই জিহ্বার সার্থকতা ; শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ও তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাকথাদির তুল্য স্বাদু আর কোথায়ও কিছু নাই ; শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ও তদীয় রূপ-গুণ-লীলাকথাদির আস্বাদনেই জিহ্বার পরম-সার্থকতা ; যে জিহ্বার ভাগ্যে তাহা ঘটে না, তাহা নিরর্থক।

অধরামৃত—অধর-সংলগ্ন অমৃত, যাহা তৎকর্তৃক ভুক্ত দ্রব্যাদির সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাদুতা বর্দ্ধিত করে ; চর্ব্বিত-তাম্বূলাদি ; ভুক্তাবশেষ। **কৃষ্ণগুণচরিত**—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাদিগুণ ও তাঁহার লীলা। **সুধাসার-স্বাদবিনিন্দন**—সুধাসারের স্বাদ পর্য্যন্ত যাহা দ্বারা বিনিন্দিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, গুণ ও চরিত-কথার স্বাদ অমৃতের স্বাদ অপেক্ষাও মধুর। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, গুণ ও চরিত-কথার স্বাদ না পাওয়া যায়, লোক সেই পর্য্যন্তই সুধাসার বা অমৃতের স্বাদকে প্রশংসা করে ; কিন্তু যখন কৃষ্ণের অধরামৃতাদির স্বাদ পাওয়া যায়, তখন সুধাও হেয় বলিয়া মনে হয়।

রসনা—জিহ্বা। **ভেক-জিহ্বা**—ভেকের জিহ্বা আছে সত্য, কিন্তু সেই জিহ্বা দ্বারা ভেক কোনও রসই আস্বাদন করিতে পারে না। সুতরাং তাহার জিহ্বা যেমন থাকা না থাকা সমান, তদ্রূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত গ্রহণ করিতে অসমর্থ, যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা-কীর্ত্তন করিতে পারে না, সেই জিহ্বা থাকা না থাকা সমান।

ভেকের জিহ্বার সহিত তুলনা দেওয়ার আরও তাৎপর্য্য আছে। জিহ্বা দ্বারা জীব রস আস্বাদন করে, আর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। ভেক কর্দ্দমে থাকে, কর্দ্দমাদিই আস্বাদন করে, কোনও ভাল রস আস্বাদন করিতে পারে না। আর বর্ষাকালে তীব্র শব্দ করিয়া স্বীয় যমস্বরূপ সর্পকে আহ্বান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় মাত্র। এইরূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা-কীর্ত্তন করিতে পারে না, তাহা

কৃষ্ণ কর-পদতল,　　কোটিচন্দ্র সুশীতল,
　তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার,　সে যাউক ছারখার,
　সেই বপু লৌহসম জানি ॥ ৩১
করি এত বিলপন,　প্রভু শচীনন্দন,
　উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে,　হৃদয়ের অবসাদে,
　পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩২

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।১১)—
যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদেতি। অসৌ মধুরিপুঃ নন্দতনুজঃ যদা কালে দৈবাৎ হঠাৎ লোচনপথং অস্মন্নয়নগোচরং যাতঃ প্রাপ্তঃ ভবেৎ। তদা তস্মিন্ সময়ে মদনহতকেন দুষ্টকন্দর্পেণ অস্মাকং গোপরমণীনাং চেতঃ মানসং আহৃতমভূৎ। এবং নন্দতনুজঃ পুনর্ব্বারং যস্মিন্ ক্ষণে দৃশোঃ পদবীং অস্মন্নয়নসমীপং এতি আগচ্ছতি তস্মিন্ সময়ে অখিলঘটিকাঃ দণ্ডায়মানকালাঃ রত্নখচিতাঃ রত্নৈঃ মাল্যচন্দনাদিযুক্তৈরাভরণৈঃ সংজড়িতাঃ বিধাস্যামঃ। ইতি শ্লোকমালা।

যদেতি। চেতোহরণেন লোচনপথমাগতস্যাপি অনুভবাভাব ইতি ভাবঃ। মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এতেন আনন্দো ব্যঞ্জিতঃ। অতএবাস্য ব্যাখ্যা 'আনন্দ আর মদন' ইতি। যস্মিন্ স্থূলকালে। এতি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। বিধাস্যামঃ অত্র ভাবিকৃষ্ণদর্শনসম্ভাবনয়াত্মনো বহুমননাৎ গৌরবেণ বহুবচনম্। চক্রবর্ত্তী। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেবল প্রাকৃত বিষয়ের বিষাক্ত রস মাত্র আস্বাদন করিয়া দেহকে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত করে, আর প্রাকৃত বিষয়-কথা আলাপ করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

৩১। এক্ষণে ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন। **কৃষ্ণ-কর-পদতল**—কৃষ্ণের করতল ও পদতল, অর্থাৎ হাত ও পায়ের তলা। **কোটিচন্দ্র-সুশীতল**—কোটিচন্দ্রের মত শীতল। **তার স্পর্শ**—কৃষ্ণের করতল ও পদতলের স্পর্শ। **স্পর্শমণি**—স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহাও সোনা হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের করতল ও পদতলের স্পর্শেও প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত হইয়া যায়, জড়বস্তু চিন্ময় হইয়া যায়, কুৎসিত বস্তু সুন্দর হইয়া যায়, ত্রিতাপজ্বালায় তাপিত চিত্ত সুশীতল হয়।

শ্রীরাধার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, "যদি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শাদি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমার এই অসার্থক দেহেন্দ্রিয়াদিও সার্থকতা লাভ করিতে পারিত।"

সে যাউক ছারখার—সে ধ্বংস হইয়া যাউক। **বপু**—দেহ; শরীর। **লৌহসম**—লোহার তুল্য। কঠিন লৌহ যেমন কর্ম্মকারের আগুনে পুড়িয়া হাতুড়ীদ্বারা আঘাতই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে দেহ কৃষ্ণের করতল ও পদতলের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত, তাহাও সর্ব্বদা ত্রিতাপ-জ্বালার দগ্ধ হইতে থাকে এবং কাম-ক্রোধাদির পদাঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকে।

৩২। **বিলপন**—বিলাপ। **উঘাড়িয়া**—খুলিয়া। **দৈন্য**—দুঃখ, ভয় ও অপরাধাদি-বশতঃ আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্য বলে। **নির্ব্বেদ**—ভীষণ আর্ত্তি, ঈর্ষ্যা, বিচ্ছেদ ও সদ্বিবেকাদি দ্বারা নিজের প্রতি অবমাননাকে নির্ব্বেদ বলে; চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ। **অবসাদ**—অবসন্নতা।

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং" ইত্যাদি শ্লোক পড়িতে পড়িতে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা অনুভব করিয়া প্রভু দৈন্য-নির্ব্বেদাদি ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং তদবস্থায় পরবর্ত্তী "যদা যাতো" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিলেন। গ্রন্থকার এই ত্রিপদীতে পরবর্ত্তী শ্লোকোচ্চারণের সূচনা করিতেছেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অসৌ (সেই) মধুরিপুঃ (মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ) দৈবাৎ (আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ) যদা (যখন) লোচনপথং (নয়নপথে) যাতঃ (আগত হইলেন), তদা (তখন) মদনহতকেন (দুষ্ট-মদনদ্বারা) অস্মাকং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(আমাদের) চেতঃ (মন) আহৃতং (অপহৃত) অভূৎ (হইয়াছিল)। পুনঃ (আবার) যস্মিন্ (যে সময়ে) এষঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষণমপি (ক্ষণমাত্রও) দৃশোঃ (নয়নের) পদবীং (পথে) এতি (আসেন), তস্মিন্ (সেই সময়ে) অখিল-ঘটিকাঃ (সমস্ত ঘটিকাকে) রত্নখচিতাঃ (রত্নদ্বারা খচিত) বিধাস্যামঃ (করিব)।

অনুবাদ। আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার নয়নপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন দুষ্ট-মদন আমার মনকে অপহরণ করিয়াছিল; পুনরায় যে সময়ে ক্ষণকালের জন্যও তিনি দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হইবেন, তখন সেই সময়ের সমস্ত ঘটিকাকেই আমি বিবিধ-রত্নাদি দ্বারা খচিত করিয়া রাখিব। ৪।

মধুরিপু—শ্রীকৃষ্ণ; মধুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মধুরিপু বলে। **দৈবাৎ**—দৈববশতঃ; পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মকে দৈব বা অদৃষ্ট বলে। **লোচনপথং যাতঃ**—নয়ন-পথে আগত হইলেন; আমি দেখিলাম। **মদনহতকেন**—দুষ্ট মদনকর্তৃক; পোড়ামদনকর্ত্তৃক। মদয়তি হর্ষয়তীতি মদনঃ; যে হর্ষ বা আনন্দ দান করে, তাহাকে মদন বলে। মদনহতকেন—মদন ও আনন্দাধিক্যবশতঃ। **চেতঃ আহৃতং** ইত্যাদি—যখন সৌভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, তখন মদন ও আনন্দাধিক্যবশতঃ আমাদের চেতনা লোপ পাইল; তাই তখন তিনি দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারি নাই; এইরূপে সেই দর্শনের সময়টী বৃথাই নষ্ট হইয়া গেল; আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে—মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই। আবার যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টিপথের পথিক হয়েন, তাহা হইলে সেই সময়ের একটী ক্ষুদ্র অংশকেও বৃথা নষ্ট হইতে দিব না, সেই সময়ের **অখিল-ঘটিকাঃ**—সমস্ত ঘটিকাগুলিকে, প্রত্যেক ঘটিকাকে, সময়ের অতি ক্ষুদ্র অংশকেও; **রত্নখচিতাঃ**—মণিরত্ন দ্বারা সজ্জিত **বিধাস্যামঃ**—করিব, সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করিব। আনন্দাধিক্যে হতচেতন না হইয়া সেই সময়ের প্রতি ক্ষুদ্র অংশেও প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শনাদি করিয়া সেই সময়কে সার্থক করিব। কোনও একটী বস্তুকে মণিরত্নাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলে তাহা যেমন ঔজ্জ্বল্যে চক্‌চক্ করিতে থাকে, তদ্রূপ আবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলে দর্শন-সময়ের প্রতি ক্ষুদ্র অংশেও তাঁহার রূপাদির সেবায় আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে এমনভাবে নিয়োজিত করিব, যেন সেই দর্শন-সময়ের সমুজ্জ্বল চিত্রটী আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান থাকে।

পূর্ব্বোক্ত "প্রেমচ্ছেদ" ইত্যাদি বাক্য বলার পরে শ্রীরাধার প্রিয়সখী মদনিকা যখন তাঁহাকে বলিলেন—"সখি রাধে। তুমি এত উতলা হইতেছ কেন? নববিকশিত কেতকী-কুসুমের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরী তাহার নিকটে যায় বটে; কিন্তু যখন দেখে যে কেতকীর গন্ধ থাকিলেও মধু নাই, তখন কি ভ্রমরী তাহাকে ত্যাগ করে না? তুমিও কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে; এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, তাঁহাতে প্রেম নাই—প্রেম থাকিলে তিনি তোমার প্রেমপত্রীর অমর্য্যাদা করিতেন না—এরূপ অবস্থায় তুমি কি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে পার না?" শুনিয়া শ্রীরাধা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন—"তবে ত্যাগই করিলাম।" ইহা বলিয়া ভীতচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্‌গদ্‌স্বরে "যদা যাতো" ইত্যাদি বাক্য কহিলেন। তাৎপর্য্য এই—"হাঁ, সখি! তোমার উপদেশে তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম; কিন্তু সখি! তাঁহার স্মৃতিকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তাঁহার রূপের স্মৃতি এখনও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; তাঁহাকে দেখিয়াছি বটে; কিন্তু সখি! আমার দর্শনের সাধ মিটে নাই; প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি নাই; পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার রূপাদির সেবা করিতে পারি নাই; পুনরায় যদি আমার সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাই, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব—যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গের চিত্র সমুজ্জ্বলরূপে আমার স্মৃতিপটে আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অঙ্কিত থাকে।"

নিম্নের ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের মর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে।

অন্বয়ার্থ। যথারাগঃ ॥

যেকালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি ॥ ৩৩

পুন যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-দরশন,
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥ ৩৪

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে—আমি না চৈতন্য ?।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমারা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ? ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৩। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের প্রথম দুই চরণের অর্থ করিতেছেন। **যে কালে বা স্বপনে**—যে সময়ে দৈবাৎ, বা স্বপ্নে। হঠাৎ যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম, তখন আনন্দ ও মদন আমার চেতনা হরণ করায় আমি ভালরূপে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি নাই; তাই সেই দর্শন যেন স্বপ্নদর্শনবৎ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার চিত্র মনে উজ্জ্বল হইয়া জাগিতেছে না। ইহাই "বা স্বপনে" বাক্যের তাৎপর্য্য। **বংশীবদনে**—শ্রীকৃষ্ণকে। **দুই বৈরী**—দুইজন শত্রু; এক শত্রু আনন্দ, আর শত্রু মদন; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে শত্রু বলা হইয়াছে। কৃষ্ণসেবার বাধক হইলে প্রেমানন্দকেও ভক্ত শত্রু বলিয়া মনে করেন। "নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে ॥ ১।৪।১৭১॥" **আনন্দ**—অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দ বা চিত্তের উন্মাদ-জনক হর্ষ। **মদন**—কাম, কন্দর্প; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী লালসা, যাহার প্রভাবে চিত্তের মত্ততা জন্মিতে পারে। মদন অর্থ এস্থলে প্রাকৃত কাম নহে; ব্রজগোপীদের প্রেমকেই কাম বলা হয় (২।১।৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মদন—অপ্রাকৃত কন্দর্প। **হরি নিল মোর মন**—আনন্দ ও মদন আমার মনকে হরণ করিল; আমার চেতনা লোপ পাইল; আমার মনঃসংযোগের ক্ষমতা লুপ্ত হইল; তাই শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই; কারণ, মনের যোগব্যতীত কোনও ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্য সাধন করিতে পারে না। **দেখিতে না পাইনু নেত্রভরি**—নয়ন ভরিয়া (সাধ মিটাইয়া) দেখিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যবশতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটিল, তখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয়ে এতই আনন্দের উদয় হইল যে, আমি একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম; আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করার নিমিত্ত এতই বলবতী লালসা জন্মিল যে, আমি দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্যা হইয়া গেলাম; আমার মন আর আমার বশে রহিল না; তাই আমি সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারিলাম না।

৩৪। শ্লোকের পরবর্ত্তী দুই চরণের অর্থ করিতেছেন।

পুনঃ যদি কোনক্ষণ—আবার যদি কখনও। **ঘটী**—দণ্ড। **ক্ষণ**—আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা; ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ সময় হয়। **পল**—এক দণ্ডের ষাট্‌ ভাগের এক ভাগ সময়।

সৌভাগ্যবশতঃ যদি আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই, তবে তখন আর আনন্দ ও মদনকে স্থান দিব না, তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া মনের সাধ পুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিব, অতি অল্পমাত্র সময়টুকুকেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যয় করিব না।

দিয়া মাল্য ইত্যাদি—যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব, সেই সময়ের প্রতি দণ্ড, প্রতি ক্ষণ, এমন কি প্রতি পলকেও মাল্য-চন্দন ও নানা রত্নালঙ্কার দিয়া সুসজ্জিত করিব—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনরূপ মাল্যচন্দনাদিতে অলঙ্কৃত করিব। তাৎপর্য্য এই যে সেই সময়ের অতি অল্পমাত্র সময়কেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিব না। (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩৫। **ক্ষণে বাহ্য হৈল মন**—অল্প সময়ের জন্য প্রভুর মন বাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল; তাঁহার অন্তর্মনা ভাব ছুটিয়া গেল। **আগে**—সম্মুখে, সাক্ষাতে। **দুইজন**—একজন রায়-রামানন্দ, আর একজন স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। **তারে পুছে**—সেই দুইজনকে জিজ্ঞাসা করেন। **আমি না চৈতন্য**—আমি কি সচেতন নই? আমার কি চেতনা লোপ পাইয়াছিল? অথবা আমি কি চৈতন্য? এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাধাভাবে আবিষ্ট থাকায়, তিনি যে

শুন মোর প্রাণের বান্ধব !
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ৩৬
পুন কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায় !,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৩৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধৈকত্রিংশাধ্যায়স্য প্রথমশ্লোকধৃত "জয়তি তেঽধিকম্" ইত্যস্য তোষণীধৃতপদ্যম্‌ঃ—

কই অব রহিঅং পেম্মং ণহি হোই মাণুসে লোএ
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো
জীঅই ॥ ৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি। ইতি সংস্কৃতম্॥ হে সখি মনুষ্যলোকে কৈতবরহিতং কপটরহিতং প্রেম কৃষ্ণপ্রেম ন ভবতি। যদি বা কদাচিৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীচৈতন্য—একথাই প্রভু ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; এক্ষণে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা লাভ করায় পূর্ব্বকথা যেন কিছু কিছু মনে পড়িতেছিল ; তাই সন্দেহাত্মকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি শ্রীচৈতন্য নই ?" উদ্‌ঘূর্ণানামক উন্মাদাবস্থায় এইরূপ আত্মবিস্মৃতি জন্মে। **স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু**—আমি স্বপ্নের মত কি দেখিলাম। জগন্নাথবল্লভ-নাটকোক্ত শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু মনে করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীরাধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়া শশীমুখীর যোগে প্রেমপত্রী পাঠাইয়াছিলেন, প্রেমপত্রী-প্রত্যাখ্যানের সংবাদ পাইয়া প্রিয়সখী মদনিকার সহিত কথোপকথনচ্ছলে স্বীয় মনের তীব্র বেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময় বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন—বৃন্দাবনও নাই, শশীমুখীও নাই, মদনিকাও নাই ; সম্মুখে আছে—রায়-রামানন্দ, আর স্বরূপ-দামোদর ; আর তাঁহারা আছেন শ্রীক্ষেত্রে। তাই তিনি মনে করিলেন—তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আর তিনি যে মদনিকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়ায় প্রভু মনে করিলেন, তিনি বোধ হয় স্বপ্নে কিছু প্রলাপ বকিয়াছেন এবং প্রলাপচ্ছলে কিছু দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন ; তাই তিনি রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, **কিবা আমি প্রলাপিনু**—আমি কি প্রলাপ বকিলাম। **তোমরা কিছু** ইত্যাদি—তোমরা কি আমার দৈন্যসূচক প্রলাপোক্তি শুনিয়াছ ?

৩৬। স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন—"আমার প্রাণের বান্ধব ! আমার প্রাণের কথা শুন তোমরা। আমি কৃষ্ণপ্রেমধনে বঞ্চিত ; সুতরাং আমি নিতান্ত দরিদ্র ; দরিদ্র যেমন ধনাভাবে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারে না, তাহাদিগের কার্য্যের সামর্থ্য দান করিতে পারে না, আমিও তদ্রূপ প্রেমের অভাবে আমার দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের—আমার ইন্দ্রিয়বর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারিতেছি না, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যোগ্যতা দিতে পারিতেছি না (কারণ, প্রেমব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না) ; কাজেই আমার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বৃথা হইয়া পড়িল।

৩৭। **পুন কহে**—প্রভু পুনরায় বলিলেন। **হায় হায়**—আক্ষেপসূচক বাক্য। **স্বরূপরামরায়**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দ। **এই মোর হৃদয়-নিশ্চয়**—ইহাই আমার হৃদয়ে নিশ্চিত বিষয় ; আমার হৃদয়ে ইহাই আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, প্রেমাভাবে আমার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। **শুনি করহ** বিচার—আমি বলি, তোমরা শুন ; শুনিয়া বিচার করিয়া দেখ। **হয় নয় কহ সার**—হাঁ কি না, সারকথা বল। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য কি না, বিচার করিয়া তোমরা বল। **শ্লোক উচ্চারয়**—নিম্নোদ্ধৃত "কই অব রহিঅং" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। মাহুষে লোএ (মানুষে লোকে—মনুষ্যলোকে) কই অব রহিঅং (কৈতব-রহিতং—

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম　　যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ,　　না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রেমযোগো ভবতি কস্যচিজ্জনস্য বিয়োগো ন ভবতি। যদি বিরহে ভবতি সতি তদা কো জীবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা। ৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৈতবহীন, নিষ্কপট) পেম্মং (প্রেম) নহি হোই (ন ভবতি—হয় না)। জই হোই (যদি ভবতি—যদি হয়), কস্স (কাহার) বিরহঃ (বিরহ) ? বিরহে হোন্তম্মি (বিরহে ভবতি—বিরহ হইলে) কঃ (কে) জীঅই (জীবতি—জীবিত থাকে ?)

অনুবাদ। মনুষ্যলোকে অকপট কৃষ্ণপ্রেম হয় না, যদিবা তাহা হয়, তাহা হইলে কাহারও বিরহ হয় না; যদি বিরহ হয়, তাহা হইলে কেহ জীবিত থাকে না। ৫।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩১।১ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী এই "কই অব রহিঅং" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "ইত্যাদিনা যেন দয়িতস্য বিরহে দয়িতা ন জীবেয়ুর্নাম সত্যং ত্বত্ত এব ন ম্রিয়ন্ত ইত্যাহুঃ—ত্বয়ি নিমিত্তে ধৃতাসবঃ ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা ত্বয়ি বিষয়ে ত্বন্ন্যস্তত্বেন প্রাণা ন নশ্যন্তীত্যর্থঃ।—এই নিয়মানুসারে দয়িতের বিরহে দয়িতাসকল জীবিত থাকিতে পারে না সত্য। কিন্তু তোমার জন্যই তাহারা মরিতে পারিতেছে না, ইহাই কহিতেছেন—তোমার নিমিত্ত ইত্যাদি"। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্লোকস্থ "কস্য বিরহঃ—কাহার বিরহ ? অর্থাৎ কাহারও বিরহ হয় না"—এই বাক্যে—"প্রেমবান্ দয়িতের সহিত প্রেমবতী দয়িতার বিরহ হয় না"—ইহাই সূচিত হইতেছে এবং বিরহে ভবতি কঃ জীবতি ?—বিরহ হইলে কেহ জীবিত থাকে না"—এই বাক্যে—"প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া এবং প্রিয়ার বিরহে প্রিয় জীবিত থাকিতে পারে না"—ইহাই সূচিত হইতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত ৩৮ পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৩৮। **অকৈতব**—কৈতব বলিতে কপটতা বুঝায়। যাহা বাহিরে একরকম, ভিতরে আর একরকম, তাহাই কপটতা। যাহাতে কৈতব (বা কপটতা) নাই, তাহাই অকৈতব, কৈতবশূন্য, কপটতাহীন। বাক্য এবং বাহিরের আচরণদ্বারা যদি আমি লোককে জানাইতে চাহি যে, শ্রীকৃষ্ণের সুখব্যতীত আমি আর কিছু চাই না, অথচ যদি আমার মনে নিজের সুখের বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে আমার এই কৃষ্ণপ্রীতি হইবে কপটতাময়। আর যদি আমার মনে স্বসুখবাসনার ছায়ামাত্রও না থাকে, কায়মনোবাক্যে যদি আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই চেষ্টা করি, অন্য কোনও কামনাই যদি আমার না থাকে, তাহা হইলে আমার কৃষ্ণপ্রেম হইবে কপটতাহীন—অকৈতব। **অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম**—স্বসুখবাসনাশূন্য একমাত্র কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় প্রেম। **জাম্বুনদ হেম**—বিশুদ্ধ স্বর্ণ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জম্বুদ্বীপে একটী নদ (বা নদী) আছে, যাহা জম্বু (জামুরা)-ফলের রসে পরিপূর্ণ; ইহার নাম জম্বুনদ। ইহার উভয় তীরে বিশুদ্ধ স্বর্ণ জন্মে; এই স্বর্ণকে জাম্বুনদ হেম (স্বর্ণ) বলে (শ্রীভা. ৫।১৬।১৯-২০)। এই স্বর্ণে কিঞ্চিন্মাত্রও খাদ বা মালিন্য নাই। **সেই প্রেম**—অকৈতব প্রেম; কামগন্ধহীন প্রেম। **নৃলোকে**—মনুষ্যলোকে। জগতে মানুষে-মানুষে যে প্রেম হয়, তাহা স্বার্থময়; স্বামিস্ত্রীর প্রেমে স্বসুখবাসনার সম্বন্ধ আছে, সমপ্রাণ-সখার প্রণয়েও আত্মানুসন্ধান আছে, এমন কি সন্তানবাৎসল্যেও স্বসুখ-বাসনার সম্বন্ধ আছে; সুতরাং জগতে মানুষে-মানুষে যে প্রেম, তাহা অকৈতব—স্বার্থানুসন্ধানশূন্য—হইতে পারে না; কিন্তু এই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণপ্রেমের কথা; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানুষের প্রেমের কথা। লোক সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতি প্রীতি দেখায়—শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনাদি করে—কোনও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে; বড় জোর মোক্ষ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে—ইহাও স্বার্থ; কারণ, মোক্ষবাসনায়ও দৃষ্টি থাকে নিজের দিকে—নিজের সংসার-নিবৃত্তির দিকে; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বা শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা তাহাতে মুখ্যত্ব বা ঐকান্তিকত্ব লাভ করে না। সুতরাং মনুষ্যলোকে সাধারণতঃ যে কৃষ্ণপ্রেম দেখা যায়, তাহা অকৈতব—বিশুদ্ধ—স্বসুখবাসনাশূন্য বা স্বদুঃখনিবৃত্তির বাসনা-শূন্য—নহে। তাই বলা হইয়াছে—অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম নূলোকে হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী "যদি হয় তার যোগ"—বাক্য হইতে বুঝা যায়, মনুষ্যলোকে যে অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেমের অত্যন্তাভাব—অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম যে মনুষ্যলোকে কোনও কালেই কিছুতেই হইতে পারে না—তাহা নহে; তাহা হইতে পারে, কিন্তু কদাচিৎ—অতি অল্পলোকের মধ্যে; নতুবা "জাতপ্রেমভক্ত"-শব্দই বৃথা হইত। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের প্রভাবে ভগবৎকৃপায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; ক্রমশঃ সমস্ত অনর্থ সম্যকরূপে তিরোহিত হইলে সেই শুদ্ধসত্ত্বই কৃষ্ণপ্রেমরূপে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি সুদুর্লভা বলিয়া এতাদৃশ অকৈতব-প্রেমও সুদুর্লভ। সাধনভক্তির পরিণতিই কৃষ্ণপ্রেম; কৃষ্ণভক্তি সুদুর্লভা বলিলে একথা বুঝায় না যে, কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায় না—বরং ইহাই বুঝায় যে—তাহা সহজে পাওয়া যায় না, যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না—সুতরাং অতি অল্প লোকের মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণপ্রেমসম্বন্ধেও তাহাই—অতি অল্পলোকের মধ্যেই অকৈতব প্রেম দৃষ্ট হয়।

ইহার হেতুও আছে। কৃষ্ণপ্রেম হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। তাই ইহার গতি থাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে; যেহেতু সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই স্বরূপশক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু জীবস্বরূপে স্বরূপশক্তি নাই (১৷৪৷৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষরূপ কৃষ্ণপ্রেমও জীবের মধ্যে স্বভাবতঃ থাকিতে পারে না; তাই বলা হইয়াছে—হেন প্রেমা নূলোকে না হয়। মনুষ্য লোকের জীব স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত বলিয়া মায়াশক্তিদ্বারা কবলিত (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); মায়াশক্তি সর্ব্বদাই জীবকে বিষয়ভোগ করাইতে—নিজের সুখের নিমিত্ত ব্যস্ত করিয়া রাখিতে—চাহে; তাই মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত চেষ্টাতেই স্বসুখানুসন্ধান; মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহাও মায়াশক্তিরই বৃত্তি বলিয়া তাহার গতি থাকে জীবের নিজের দিকে, স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে; তাই ইহা অকৈতব নয়। যাহা হউক, জীবচিত্তে স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণপ্রেম না থাকিলেও কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে—লৌহে স্বভাবতঃ দাহিকা শক্তি না থাকিলেও অগ্নির সংযোগে তাহাতে যেমন দাহিকা শক্তির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ। কিন্তু জীবচিত্তে কিরূপে প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে? প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সর্ব্বদিকে তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে জীবের চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন উক্তরূপে নিক্ষিপ্ত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ তাহার বিশুদ্ধ চিত্তে গৃহীত হইয়া চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়া নিজে ভক্তি ও প্রেমরূপে পরিণত হয়। একথাই শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" এইরূপেই জীবচিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে।

উল্লিখিত প্রকারে **যদি হয় তার যোগ**—যদি চিত্তের সঙ্গে তার (কৃষ্ণপ্রেমের) যোগ (সংযোগ) হয়, শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যদি চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে **না হয় তার বিয়োগ**—তার (আবির্ভূত প্রেমের আর চিত্তের সঙ্গে) বিয়োগ হয় না, চিত্ত হইতে সেই প্রেম তিরোহিত হয় না। কেহ মনে করিতে পারেন, প্রেমবস্তুটী যখন জীবচিত্তের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে, কৃষ্ণকৃপায় প্রাপ্ত আগন্তুক বস্তুমাত্র, তখন ইহা স্থায়ী না হইতেও পারে; অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তির ন্যায় সময়ে অন্তর্হিত হইয়াও যাইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরেই যেন বলিতেছেন—না, তা নয়, চিত্তে একবার প্রেমের উদয় হইলে তাহা আর অন্তর্হিত হয় না। জ্বলন্ত অগ্নির সহিত লৌহের সংযোগ নষ্ট হইলেই অগ্নি হইতে প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়। তদ্রূপ চিত্তের সহিত আগন্তুক-স্বরূপশক্তির সংযোগ নষ্ট হইলেই প্রেমও ক্রমশঃ অন্তর্হিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্বরূপশক্তির সংযোগ নষ্ট হয় না, স্বরূপশক্তি জীবচিত্তকে একবার কৃপা করিলে সেই কৃপা হইতে আর তাহাকে বঞ্চিত করে না। ইহার হেতুও আছে। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র কৃত্যই হইল শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদন। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনেই তাঁহার সর্ব্বাতিশায়িনী প্রীতি; সুতরাং এই আস্বাদনের আনুকূল্য বিধানই স্বরূপশক্তির স্বধর্ম। এই আনুকূল্য বিধানেই স্বরূপশক্তি সর্ব্বদা তৎপরা, তাই স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের লীলাধামরূপে, নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপে, পরিকর-চিত্তে প্রেমরসরূপে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীবহৃদয়েও প্রেমরসরূপে বিরাজিত। সেবাবাসনার একটা স্বাভাবিক ধর্ম এই যে, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেব্যের প্রীতিবিধানেও ইহার সেবোৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। স্বরূপশক্তির কৃষ্ণসেবার উৎকণ্ঠাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীলা, তাই পরিকরভুক্ত ভক্তদের চিত্তের প্রেমরস শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আস্বাদন করাইয়াও তাহার যেন বলবতী বাসনা জাগে—কিসে প্রেমরস-নির্য্যাসের পাত্র-সংখ্যা বর্দ্ধিত করা যায়। এক বিরাট অনাবাদিত ক্ষেত্র আছে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীবের অসংখ্য চিত্ত। তাই সেই দিকেই স্বরূপ-শক্তির লক্ষ্য। সর্ব্বদাই সুযোগ সন্ধান করা হইতেছে। জীবচিত্ত যখন মলিন থাকে, তখন সেই সুযোগ ঘটে না, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ যেন মলিন চিত্ত হইতে ছিট্‌কাইয়া দূরে অপসারিত হইয়া যায়। যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই স্বরূপ শক্তির সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই স্বরূপ-শক্তি ঐ চিত্তকে কৃপা করে, সেই চিত্তে প্রেমরূপে পরিণত হইয়া চিত্তকে প্রেমরসের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত করে। জীবকে এই ভাবে কৃপা করাই যখন স্বরূপ-শক্তির স্বধর্ম্ম, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যে চিত্ত একবার স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করে, সেই চিত্ত আর সেই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না, যে চিত্তে একবার প্রেম আবির্ভূত হয়, সেই চিত্ত হইতে প্রেম আর অন্তর্হিত হয় না—অন্তর্হিত হওয়া প্রেমরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত নয়, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার জন্য উৎকণ্ঠিতা স্বরূপ-শক্তিরও অভিপ্রেত নয়। এই অবস্থায় কে প্রেমকে অপসারিত করিতে পারে? যাহা হউক, প্রেমের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তি আছে; যে চিত্তে প্রেম আছে, সেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণও আছেন—"প্রণয়-রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্ম" হইয়া, সাধুভক্তদ্বারা "গ্রস্তহৃদয়" হইয়া থাকেন। যতক্ষণ প্রেম থাকিবে, ততক্ষণ প্রেমরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণ সেই চিত্ত ত্যাগ করেন না। ভক্তচিত্তে প্রেম যখন সর্ব্বদাই থাকে, তখন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বদাই থাকেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই চিত্তের বিয়োগ (বিরহ) হয় না (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই নিরবচ্ছিন্ন মিলনের আনন্দ কৃষ্ণের পক্ষে যেমন আস্বাদ্য, ভক্তের পক্ষেও তেমনি আস্বাদ্য। তবে উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া রস-আস্বাদনের নবায়মান চমৎকারিত্ব বিধানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট হইতে কৌতুকবশতঃ সময়ে সময়ে একটু দূরে অবস্থান করেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের সাময়িক বিরহ (বিয়োগ) হইতে পারে; তখন ভক্ত মনে করেন—"আমার চিত্তে প্রেম নাই, ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ; যদি প্রেম থাকিত, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেন?" তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহবশতঃ "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়" বটে কিন্তু "ভিতরে আনন্দময়"। যেহেতু, এই প্রেমার আস্বাদন, "তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্রে মিলন ॥ ২।২।৪৫ ॥" যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে "ভিতরে আনন্দময়" হইলেও কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখের অসহ্য জ্বালা "বাহ্য বিষজ্বালাকে" এমন এক তীব্রতা দান করে, যাহাতে ভক্ত প্রাণত্যাগ করিতে পর্য্যন্ত কৃতসঙ্কল্প হন। তাই বলা হইয়াছে বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য়—বিরহ হইলে কেহই জীবিত থাকে না, থাকিতে পারে না। (ইহা শ্লোকস্থ "বিরহে হোন্তম্মি কঃ জীঅই" অংশের অর্থ)। কিন্তু বাস্তবিক মরাও হয় না (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬।৩৭ ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, প্রভুর চিত্তে যে কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহার প্রমাণ রূপেই তিনি "কই অব রহিঅং" শ্লোকটী বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ—"মনুষ্যলোকে সাধারণতঃ অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম কাহারও

এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লালবীজ খাইয়া ॥ ৩৭

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন প্রেমেতি। হরৌ শ্রীনন্দনন্দনে মে মম প্রেমগন্ধঃ প্রেমাভাসঃ দরাপি স্বল্পোঽপি নাস্তি। সৌভাগ্যভরং নিজসৌভাগ্যাতিশয়ং প্রকাশিতুং ক্রন্দামি রোদনং করোমীত্যর্থঃ। বংশীবিলাসী নন্দনন্দনস্তস্যাননলোকনং মুখারবিন্দ-দর্শনং বিনা যৎ যস্মাৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বিভর্ম্মি ধারয়ামি। ইতি শ্লোকমালা। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয় না; আমার তাহা থাকিবে কিরূপে? কদাচিৎ দু'এক জনের ভাগ্যে অকৈতব-প্রেমলাভ ঘটে বটে; কিন্তু আমার সেই সৌভাগ্য হয় নাই—যদি হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণের সহিত আমার মিলন হইত এবং কখনও বিরহ হইত না, বিরহ হইলেও আমি আর বাঁচিতাম না; কিন্তু তোমরা দেখিতেছ—কৃষ্ণের সহিত আমার মিলন হয় নাই—তথাপি আমি এখনও জীবিত আছি; ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আমার কৃষ্ণপ্রেম নাই।"

এস্থলে যে যুক্তির কথা বলা হইল, ঠিক এইরূপ যুক্তি-অনুসারেই পরবর্ত্তী "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোকেও প্রভু সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অকৈতব-প্রেমতো দূরের কথা, কপটপ্রেমও তাঁহাতে নাই। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই প্রভুর দৈন্যোক্তি। বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই যে, যাঁহার এই প্রেমধন আছে, তিনিই মনে করেন, প্রেমের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই।

৩৭। **এত কহি**—এই বলিয়া। এস্থলে "এত" শব্দে পরবর্ত্তী "আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তবু কহি লালবীজ খাইয়া ॥"-বাক্যকে বুঝাইতেছে; যদি পূর্ব্ববর্ত্তী "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম" ইত্যাদি বাক্যকে বুঝাইত, তাহা হইলে "আপন হৃদয় কাজ" ইত্যাদি বাক্যের কোনও সঙ্গতি থাকিত না। **শ্লোক পড়ে**—পরবর্ত্তী "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেন। **দোঁহে**—রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর। **আপন হৃদয়-কাজ**—নিজের হৃদয়ের কার্য্য; কৃষ্ণপ্রেম না থাকা সত্ত্বেও যে আমার হৃদয় কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনা করে, এবং কৃষ্ণকে না পাইয়া ক্রন্দন করে—তাহা। **বাসিয়ে লাজ**—লজ্জা হয়। **লাজবীজ খাইয়া**—লাজের মাথা খাইয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া, নির্লজ্জ হইয়া।

শ্লো। ৬। **অন্বয়**। হরৌ (হরিতে—শ্রীকৃষ্ণে) দরাপি (স্বল্পমাত্রও) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমের গন্ধ) মে (আমার) নাস্তি (নাই)। সৌভাগ্যভরং (সৌভাগ্যাতিশয়) প্রকাশিতুং (প্রকাশ করিতেই) ক্রন্দামি (ক্রন্দন করি)। যৎ (যেহেতু) বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা (বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন ব্যতীতও) প্রাণপতঙ্গকান্ (প্রাণপতঙ্গকে) বৃথা বিভর্ম্মি (বৃথা ধারণ করিতেছি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণে আমার স্বল্পমাত্র প্রেমগন্ধও নাই; কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয় (আমি নিজে যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, তাহা) প্রকাশ করিবার নিমিত্তই ক্রন্দন করিতেছি। কেন না (আমাতে যে প্রেমের লেশমাত্রও নাই, তাহার প্রমাণ এই যে,) বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন ব্যতীতও আমি প্রাণপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করিতেছি। ৬।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ ॥

দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ-পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪০

যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪০। **শুদ্ধ**—স্বসুখ-বাসনাশূন্য। **প্রেম-গন্ধ**—প্রেমের গন্ধ; প্রেমের লেশ মাত্র। **দূরে শুদ্ধ-প্রেমগন্ধ**—স্বসুখবাসনাহীন শুদ্ধপ্রেমের লেশমাত্রও আমাতে থাকা তো দূরের কথা; অর্থাৎ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের গন্ধমাত্রও আমাতে তো নাইই। এইরূপ দৈন্য শুদ্ধপ্রেমের স্বভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। **কপট**—নিজের সুখের বাসনাযুক্ত। **বন্ধ**—বন্ধন; বন্ধন করা যায় যদ্দারা। **সেহ**—কপট-প্রেমের বন্ধনও। **কৃষ্ণপায়**—কৃষ্ণের পায়ে; শ্রীকৃষ্ণের চরণে। **কপট-প্রেমের** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের চরণের সঙ্গে স্বসুখবাসনাযুক্ত প্রেমের বন্ধনও আমার নাই।

দৈন্যের সহিত প্রভু বলিতেছেন—"নিজের কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণের আশ্রয় গ্রহণও আমার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় প্রেমের কথা তো বহুদূরে।" ইহা শ্লোকস্থ প্রথম চরণের অর্থ।

আচ্ছা, যদি শ্রীকৃষ্ণের চরণে তোমার প্রেমই না থাকে, তবে তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "তবে যে করি ক্রন্দন" ইত্যাদি। **স্বসৌভাগ্য**—নিজের সৌভাগ্য। **প্রখ্যাপন**—জ্ঞাপন। **স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করি**—নিজের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করি বা জানাই। আমি যে অত্যন্ত প্রেমিক, তাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্—ইহা সকলকে জানাইবার জন্যই আমি ক্রন্দন করি, আমি কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করি না। এইরূপ ক্রন্দন করিলে লোকে আমাকে অত্যন্ত প্রেমিক বলিয়া প্রশংসা করিবে, এই আশায়ই আমি ক্রন্দন করি। আমার ক্রন্দন কপট-ক্রন্দন, প্রতিষ্ঠা বা সুখ্যাতি লাভের জন্যই আমি ক্রন্দন করি।

ইহা শ্লোকস্থ দ্বিতীয় চরণের অর্থ।

৪১। শ্রীকৃষ্ণে কপট-প্রেমের বন্ধনও যে নাই, তাহা কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছেন।

অন্বয়। যাহাতে বংশীধ্বনিসুখ (জন্মে), সেই চাঁদমুখ দেখি নাই (বলিয়া) যদ্যপি (আমার) সেই (চন্দ্রমুখ-শ্রীকৃষ্ণরূপ) আলম্বন নাই, (তথাপি আমি) নিজদেহে প্রীতি করিতেছি; ইহা কেবলই কামের রীতি; (কামের রীতিতেই) প্রাণকীটের ধারণ করিতেছি।

যাতে বংশীধ্বনি সুখ—যাতে (যে মুখচন্দ্রে) বংশীধ্বনিসুখ জন্মে; যে মুখচন্দ্রের বংশীধ্বনিতে সুখ জন্মে। **না দেখি সে চাঁদমুখ**—সেই চন্দ্রবদন না দেখিয়া; শ্রীকৃষ্ণের সেই চন্দ্রবদন দেখিতে না পাওয়ায়। **আলম্বন**—বিষয়ালম্বন; প্রেমের বিষয়। যাহার প্রতি প্রেম করা যায়, তাহাকে প্রেমের বিষয় বলে; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই) প্রেমের বিষয়। **যদ্যপি সে** ইত্যাদি—যদিও সেই (চন্দ্রবদনরূপ) আলম্বন নাই।

বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে সেই মুখের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই মুখকে (বা সেই মুখচন্দ্রের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে) প্রেমের বিষয়ীভূত করা যায়। যদি সেই মুখের দর্শন পাইতাম, তাহা হইলে—শ্রীকৃষ্ণে অকৈতব-প্রেম না জন্মিলেও—অন্ততঃ নিজের সুখের উদ্দেশ্যেও হয়তো তাঁহাতে প্রেম করিতে পারিতাম; কিন্তু তাঁহার চন্দ্রবদনের দর্শন যখন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, তখন তাঁহার চরণে কপট-প্রেমের বন্ধনও (নিজের সুখের নিমিত্তও তাঁহাতে প্রেম করার ভাগ্যও) যে আমার নাই, ইহাতে আর কি সন্দেহ আছে? (ইহা শ্লোকস্থ তৃতীয় চরণের অর্থ)। তথাপি আমি **নিজদেহে করি প্রীতি**—নিজ দেহের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেছি, প্রীতির সহিত নিজদেহের লালন-পালন মার্জ্জন-ভূষণ করিতেছি;

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ-গঙ্গাজল, নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু। শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার দেহের এই প্রীতিমূলক লালন-পালনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধই নাই; দেহের মঙ্গলাদির উদ্দেশ্যেও যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি দেখাইতাম, তাহা হইলেও বরং শ্রীকৃষ্ণে আমার কপট প্রেম থাকিত; কিন্তু তাহাও যখন করিতেছি না, তখন ইহা আমার শুদ্ধ-কামব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল কামের রীতি—একমাত্র কামেরই আচরণ। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১॥" একমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার নামই কাম; প্রভু দৈন্যপূর্ব্বক বলিতেছেন—"আমি যে দেহের প্রতি প্রীতি দেখাইতেছি, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, তাহা শুদ্ধ কাম মাত্র; এই কামের অনুরোধেই আমি প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ—প্রাণরূপ কীটের পোষণ করিতেছি, প্রাণধারণ করিতেছি।" কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত যদি প্রাণধারণ করা যায়, তাহা হইলেই প্রাণধারণ সার্থক হইতে পারে; কেবল নিজের সুখের নিমিত্ত বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা নাই, এইরূপ প্রাণধারণ নিরর্থক। ইহা শ্লোকস্থ চতুর্থ চরণের অর্থ। শ্লোকে আছে "প্রাণ-পতঙ্গকান্"—তাহারই অনুবাদ "প্রাণকীট"। মনুষ্যাদি প্রাণীর তুলনায় কীট যেমন অতি তুচ্ছ, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত প্রাণের তুলনায় আত্মসেবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত প্রাণও তেমনি অতি তুচ্ছ—ইহাই "কীট" শব্দের ব্যঞ্জনা। প্রাণ পাঁচ রকমের—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান; প্রাণবায়ুর স্থিতি হৃদয়ে, অপান-বায়ুর স্থিতি গুহ্যদ্বারে, সমানবায়ুর স্থিতি নাভিদেশে, উদানবায়ুর স্থিতি কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ুর স্থিতি সর্ব্বশরীরে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়ায় অন্নপ্রবেশ, অপান বায়ুর ক্রিয়ায় মূত্রাদির বহির্গমন, সমানবায়ুর ক্রিয়ায় পরিপাক, উদানবায়ুর ক্রিয়ায় কথাবার্ত্তা এবং ব্যানবায়ুর ক্রিয়ায় নিমেষাদি ব্যাপার সংঘটিত হয়; (প্রাণ পাঁচ রকমের বলিয়া শ্লোকে বহুবচনান্ত প্রাণপতঙ্গকান্ শব্দ আছে); পাঁচটী প্রাণের প্রত্যেকটীর ক্রিয়ার সহিতই যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেই তাহার ক্রিয়া সার্থক হইতে পারে; শ্লোকস্থ বহুবচনান্ত "প্রাণপতঙ্গকান" শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য—"শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধরহিতভাবে আমার প্রাণ ধারণে পাঁচটী প্রাণই আমার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, আমার আহার-বিহার-শ্বাস-প্রশ্বাসাদি সমস্তই বৃথা—সমস্তই কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিরূপ কামের পুষ্টিসাধনই করিতেছে। আমার এই ঘৃণিত প্রাণধারণেও ধিক্।"

৪০।৪১ ত্রিপদীর যুক্তি এই:—"শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—কোনওরূপ সম্বন্ধ না রাখিয়াও আমি যখন প্রাণধারণ করিতেছি, নিজদেহের প্রতি প্রীতি দেখাইতেছি, তখন আর সন্দেহ কোথায় যে, আমাতে অকৈতব-প্রেম তো দূরের কথা, কপট-প্রেমও নাই?"

৪২। শুদ্ধপ্রেমের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন, ৪২-৪৩ ত্রিপদীতে। **সুনির্ম্মল**—যাহাতে বিন্দুমাত্রও মলিনতা নাই; সম্যক্রূপে বিষয়বাসনাদিশূন্য। **শুদ্ধ গঙ্গাজল**—তৃণ-কর্দ্দমাদিশূন্য গঙ্গাজল; যে গঙ্গাজলে তৃণপত্র বা কোনওরূপ কর্দ্দমাদি নাই। তৃণ-কর্দ্দমাদিশূন্য গঙ্গাজল যেমন সংসার-মোচক এবং সুস্বাদু, বিশুদ্ধ (আত্মসুখবাসনাশূন্য) কৃষ্ণ-প্রেমও তদ্রূপ সংসার-মোচক এবং অতি মধুর। গঙ্গাজলের সহিত কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা করার আরও তাৎপর্য্য এই যে, তৃণ-কর্দ্দমাদি মিশ্রিত থাকুক আর না-ই থাকুক, সর্ব্বাবস্থাতেই গঙ্গাজল জীবকে সংসার হইতে মুক্ত করিতে পারে; তৃণ-কর্দ্দমাদি মিশ্রিত থাকিলে সুস্বাদু হয় না মাত্র—কৃষ্ণপ্রেমও তেমনি স্বসুখবাসনাযুক্তই হউক, আর স্বসুখবাসনাশূন্যই হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই জীবের সংসার-বন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে; তবে স্বসুখবাসনাযুক্ত হইলে তাহা মধুর হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। যদি বল স্বসুখবাসনাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম যে জীবের সংসার ক্ষয় করিতে পারে, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—"কৃষ্ণ কহে আমার ভজে মাগে বিষয়-সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এ ত বড় মূর্খ। আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব। ২।২২।২৫-২৬।"

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু,　　　পাই তার একবিন্দু,
　　সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে,　　　তথাপি বাউলে কহে,
　　কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ? ॥ ৪৩

এইমত দিনে দিনে,　　　স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
　　নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়,　　　ভিতরে আনন্দময়,
　　কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুতচরিত ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অমৃতের সিন্ধু—অমৃতের মহাসমুদ্র। সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেম অমৃতের সিন্ধুর তুল্য সুস্বাদু এবং অপরিমেয় ; শুদ্ধপ্রেমে অমৃতের ন্যায় আস্বাদন-চমৎকারিতা আছে এবং সুচিরকাল পর্য্যন্ত বহুলোকে আস্বাদন করিলেও ইহার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না—বহুকালব্যাপী সূর্য্যোত্তাপাদি দ্বারাও যেমন সমুদ্রের জল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

নির্ম্মল সে অনুরাগে—সেই সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমে। **অন্যদাগে**—অন্য চিহ্ন, স্বসুখবাসনাদিরূপ চিহ্ন। **মসীবিন্দু**—কালির বিন্দু। পরিষ্কার শুভ্রবস্ত্রের ক্ষুদ্র কালির চিহ্নটীও যেমন ধরা পড়ে, এই সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের সহিত সামান্যমাত্র অন্যবাসনা থাকিলেও তাহা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

৪৩। **শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু**—এই শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম সুখের সিন্ধু (মহাসমুদ্র) তুল্য ; কিন্তু সমুদ্রতুল্য হইলেও জগৎকে সুখের বন্যায় ভাসাইবার জন্য সমুদ্রের দরকার হয় না ; **পাই তার এক বিন্দু**—সেই শুদ্ধপ্রেমরূপ সুখসমুদ্রের এক বিন্দুও যদি জগৎ পায়, তাহা হইলে, **সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়**—সেই একবিন্দুই সমস্ত জগৎকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ। "জগৎকে ডুবাইয়া দেওয়া"-বলিলে—স্বসুখবাসনাদি যাবতীয় জাগতিক বিষয়কে ডুবাইয়া দেওয়া বুঝায়। এই ত্রিপদীর তাৎপর্য্য এই যে—শুদ্ধপ্রেমে যে অপরিমিত সুখ আছে, তাহার এক বিন্দুর—সামান্যমাত্রের—আস্বাদনেই যাবতীয় বিষয়-বাসনা সম্যক্রূপে তিরোহিত হইতে পারে—শুদ্ধপ্রেমের সামান্যমাত্র আস্বাদনেই—সমগ্র বিষয়সুখের সমবেত আস্বাদন-মাধুর্য্যও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং ন্যক্কারজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

কহিবার যোগ্য নহে—এই শুদ্ধ প্রেমের সুখ অবর্ণনীয়, বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না ; কারণ "সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু"। **বাউলে কহে**—বাউল অর্থ বাতুল, পাগল। ঐ প্রেম-সুখসিন্ধুর একবিন্দু পান করিলেও লোক বাউল (পাগল) হইয়া যায়, পাগল হইয়া সেই সুখের বর্ণনা করিতে যায়। **পাতিয়ায়**—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে। ঐ সুখের কথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না ; কারণ, যিনি ইহা অনুভব করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্যে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

৪৪। কৃষ্ণপ্রেমে যে সুখ-দুঃখ যুগপৎ বিদ্যমান, তাহাই বলিতেছেন, ৪৪-৪৫ ত্রিপদীতে।

দিনে দিনে—প্রতিদিন। **করেন বিদিত**—মহাপ্রভু জানান। **বাহ্যে**—বাহিরে।

বিষজ্বালা হয়—বিষের জ্বালার ন্যায় কষ্টদায়ক। **অমৃতময়**—অমৃতের ন্যায় সুখদায়ক। এই প্রেমে বিষের জ্বালার ন্যায় বাহিরে দুঃখানুভব হইলেও মনে মহা আনন্দ থাকায় কোনও কষ্টই হয় না, পরন্তু সুখই হয়। যেহেতু সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম, শরীরের নহে।

হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া প্রেম স্বরূপতঃই সুখস্বরূপ, বিরহ হইল এই সুখস্বরূপ প্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ, তাই ইহা বস্তুতই পরম-আস্বাদ্য। তপ্ত ইক্ষু তপ্ত হইলেও মিষ্ট। এ বিষয়ে বৃহদ্ভাগবতামৃত বলেন—"প্রাগ্‌যদ্যপি প্রেমকৃতাৎ প্রিয়াণাং বিচ্ছেদদাবানলবেগতোঽন্তঃ। সন্তাপজাতেন দুরন্তশোকাবেশেন গাঢ়ং ভবতীব দুঃখম্॥ তথাপি সম্ভোগসুখাদপি স্তুতঃ স কোঽপ্যনির্ব্বাচ্যতমো মনোরমঃ প্রমোদরাশিঃ পরিণামতো ধ্রুবং তত্র স্ফুরেত্তদ্রসিকৈকবেদ্যঃ॥ ১।৭।১২৩-৪ ॥—প্রেমকৃত প্রিয়জন-বিরহানলের বেগ হইতে যে সন্তাপ জন্মে, তজ্জনিত দুরন্ত শোকের প্রবেশ হইলে প্রথমতঃ অন্তরে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে সম্ভোগ-সুখ হইতেও প্রশংসনীয় যে এক অনির্ব্বচনীয় রসিক-জনৈকবেদ্য, মনোরম, আনন্দরাশির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা নিশ্চিত।"

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৪৫

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।৩০)—
পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ
প্রেমা সুন্দরি। নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পীড়াভিরিতি। পীড়াভিঃ কৃত্বা নবকালকূটস্য সর্পশাবকবিষস্য কটুতায়াঃ যো গর্ব্ব তস্য নির্ব্বাসনঃ অনাশ্রয়প্রদঃ নিঃস্যন্দেন স্রবণেন মুদাং হর্ষাণাম্। সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ সুধায়াঃ অমৃতস্য মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ যোঽহঙ্কার স্তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি ইতি তথা। সুন্দরি হে নান্দিমুখি। নন্দনন্দনপরঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ঃ প্রেমা যস্য জনস্য অন্তরে হৃদি জ্ঞায়ন্তে তেনৈব বুধ্যন্তে অস্য প্রেম্ণঃ বক্রমধুরাঃ সুখদুঃখদাঃ বিক্রান্তয়ঃ পরাক্রমাঃ। চক্রবর্ত্তী। ৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৫। **তপ্ত ইক্ষু**—ইক্ষুদণ্ড আগুনে ঝল্সাইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে চিবাইয়া খাইলে অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া মনে হয়।

তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ—শীতল ইক্ষু অপেক্ষা তপ্ত ইক্ষুর স্বাদ বেশী। এজন্য চর্ব্বণকালে তপ্ত ইক্ষু উষ্ণতাবশতঃ মুখে রাখা নিতান্ত কষ্টকর হইলেও অত্যধিক সুস্বাদবশতঃ ত্যাগ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও তদ্রূপ—বাহিরে বিষজ্বালার ন্যায় কষ্টকর হইলেও ভিতরে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা-প্রযুক্ত পরম উপাদেয় বলিয়া মনে হয়, এজন্য ইহা ত্যাগ করা যায় না।

না যায় ত্যজন—ত্যাগ করা যায় না। **এই প্রেমা**—ইত্যাদি—যাঁহার এই প্রেম আছে, তিনি ইহার বিক্রম (প্রভাব) জানেন, বাহিরে বিষের ন্যায় জ্বালাময় হইলেও ভিতরে যে অমৃতের ন্যায় মধুর (সুতরাং বিষামৃতের মিলনতুল্য), তাহা তিনিই জানেন, অন্যে জানিতে পারে না। (এই উক্তির-প্রমাণরূপে নিম্নে "পীড়াভিঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে)।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সুন্দরি (হে সুন্দরি নান্দীমুখি)। পীড়াভিঃ (পীড়াদ্বারা—যন্ত্রণাদায়কত্ববিষয়ে) নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনঃ (সর্পশাবকের বিষের গর্ব্বধ্বংসকারী), মুদাং (আনন্দের) নিঃস্যন্দেন (ক্ষরণদ্বারা—আনন্দদায়কত্ববিষয়ে) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (অমৃত-মাধুর্য্যের অহঙ্কারসঙ্কোচনকারী) নন্দনন্দনপরঃ (নন্দনন্দন-বিষয়ক) প্রেমা (প্রেম) যস্য (যাঁহার) অন্তরে (অন্তঃকরণে) জাগর্ত্তি (জাগ্রত হয়), তেন (তাঁহাদ্বারা) এব (ই) অস্য (ইহার—এই প্রেমের) বক্রমধুরাঃ (বক্র ও মধুর) বিক্রান্তয়ঃ (বিক্রমসকল) স্ফুটং (পরিষ্কাররূপে) জ্ঞায়ন্তে (জ্ঞাত হয়)।

অনুবাদ। দেবী-পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিয়াছিলেন, "সুন্দরি! শ্রীনন্দনন্দনবিষয়ক প্রেম যাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়, এই প্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম, সেই ব্যক্তিই স্পষ্টরূপে জানিতে পারেন। এ প্রেমের এমনই পীড়া যে, নূতন-কালকূট-বিষের কটুত্বগর্ব্বকেও ইহা বিদূরিত করিয়া দেয়; আবার যখন এ প্রেমের আনন্দধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, তখন অমৃতের মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারকেও ইহা সঙ্কুচিত করিয়া থাকে।" ৭

কৃষ্ণপ্রেমে সুখও আছে, দুঃখও আছে—যন্ত্রণাও আছে, আনন্দও আছে; ইহার যন্ত্রণা এতই তীব্র যে, ইহা নূতন-কালকূটের কটুতা-গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিয়া দেয়; **নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনঃ**—নূতন যে কালকূট (বা সর্প)—সর্পশাবক, তাহার কটুতা বা বিষের যে গর্ব্ব বা অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারেরও নির্ব্বাসনদাতা এই প্রেমের দুঃখ। পরিণত বয়সের সর্প অপেক্ষা সর্প-শাবকের বিষ অধিকতর তীব্র; তীব্রতা-বিষয়ে সর্পশাবকের বিষের একটা গর্ব্ব আছে; কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের যন্ত্রণার তীব্রতার তুলনায় সর্পশাবকের বিষের তীব্রতাও

যেকালে দেখে জগন্নাথ,　শ্রীরাম সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে—আইলাঙ, কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন,　দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ৪৬
গরুড়ের সন্নিধানে,　রহি করে দরশনে,
সে-আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে,　আছে এক নিম্নখালে
সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৪৭
তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি,　মাটীর উপরে বসি
নখে করে পৃথিবী-লিখন।
হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন,　কাহাঁ গোপেন্দ্র-নন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥ ৪৮
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম,　কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনাপুলিন।
কাহাঁ রাসবিলাস,　কাহঁা নৃত্য-গীত-হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অকিঞ্চিৎকর; ইহা সর্ববিধ অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালাকর। আবার **মুদাং নিঃস্যন্দেন**—এই প্রেমের আনন্দধারা যখন ক্ষরিত হইতে থাকে, তখন ইহার মাধুর্য্যের তুলনায় সুধার মাধুর্য্যও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়; **সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ**—সুধা বা অমৃতের যে মধুরিমা বা মাধুর্য্য, তাহার যে অহঙ্কার বা গর্ব্ব, তাহারও সঙ্কোচক হয় কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য। একই বস্তুতে এই যে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ—যন্ত্রণা ও আনন্দ—এবং তাহাদের তীব্রতা, ইহা কেহ কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারে না; ইহা একমাত্র অনুভবের বিষয়; যাঁহার অন্তঃকরণে কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হইয়াছে, একমাত্র তিনিই ইহার **বক্রমধুরাঃ**—বক্র ও মধুর—তীব্রযন্ত্রণাদায়ক, অথচ অমৃতনিন্দি মধুর—**বিক্রান্তয়ঃ**—প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যে পারে না।

৪৫ ত্রিপদীর প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিরহদশার প্রকারান্তর বর্ণন করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রভু যখন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

যে কালে·· **কুরুক্ষেত্র**—এইটী গ্রন্থকারের উক্তি। **শ্রীরাম**—শ্রীবলরাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন শ্রীবলদেব ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন, তখন শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি মনে করেন, যেন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। ২।১।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সফল হইল···**নেত্র**—এইটী রাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর উক্তি। **পদ্মলোচন**—কমলনেত্র, শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু আপনাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া মনে করিতেছেন, আর শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিয়া মনে করিতেছেন "কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম, তাহাতে আমার জীবন সার্থক হইল, আমার দেহ, মন ও চক্ষু জুড়াইল।" **তনু**—দেহ। **নেত্র**—নয়ন, চক্ষু।

৪৭। "গরুড়ের সন্নিধানে" হইতে "পৃথিবী লিখন" পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি। **গরুড়ের**—গরুড়স্তম্ভের। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে রত্নবেদীর সম্মুখভাগে পূর্ব্বদিকে একটি নাটমন্দির আছে; এই নাটমন্দিরের মধ্যে পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী স্তম্ভের মাথায় একটী গরুড়মূর্ত্তি আছে; এই স্তম্ভটীকে গরুড়স্তম্ভ বলে। মহাপ্রভু এই গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন।

সে আনন্দের—শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে যে আনন্দ জন্মে তাহার। **বল**—প্রভাব, পরাক্রম, শক্তি, উচ্ছ্বাস। জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু যে আনন্দ পাইতেন, তাহার প্রভাব অনির্ব্বচনীয়।

নিম্নখালে—গরুড়স্তম্ভের মূলদেশে একটী গর্ত্ত-বিশেষ। জগন্নাথ-দর্শনে মহাপ্রভুর যে প্রেমাশ্রু নির্গত হইত, সেই অশ্রুতেই ঐ গর্ত্তটী পূর্ণ হইয়া যাইত। **অশ্রুজল**—চক্ষুর জল।

৪৮-৪৯। **তাহাঁ হৈতে**—জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে। **পৃথিবীলিখন**—নখের

উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥ ৫০

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ৮॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণায়মন্ত্যা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ অমূনীতি। হে হরে অমূনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহয়িতুম্-শক্যানীতি বা। হা খেদে হন্ত বিষাদে তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতিবাহয়ামি তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তক্তেতোরেবাধন্যানি। ননু যত্তনন্দতত্ত্বাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিন্বন্তি ইতি দিশা তমেব গন্তেত্যুট্টক্য পতিসুতাদিভির্মার্গিতৈঃ কিমিতিবদাহ হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং ন ত্বমেব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাহায্যে মাটীতে আঁক দেওয়া, মাটী খোঁটা। ইহা, অভীষ্ট-বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভীষ্টের প্রাপ্তিজনিত চিন্তার একটী লক্ষণ।

"হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন" হইতে "মদনমোহন" পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর খেদোক্তি।

কাহাঁ—কোথায়। **গোপেন্দ্রনন্দন**—নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ। **ত্রিভঙ্গঠাম**—তিনবাঁকা হইয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গী। **রাসবিলাস**—বৃন্দাবনস্থ রাসক্রীড়া। **নৃত্য-গীতহাস**—বৃন্দাবনীয় রাসলীলাদিতে প্রকটিত নৃত্য-গীত-হাস্যাদি। **মদনমোহন**—বৃন্দাবনে শ্রীরাধার দক্ষিণ পার্শ্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এতই বিকসিত হয় যে, তাঁহাকে দেখিয়া বিশ্বমোহনকারী স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। ৮। ৩২॥"

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার তৃপ্তি হইতেছিল না; তাঁহার মনে কেবল বৃন্দাবনের কথা, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কথা, বৃন্দাবনে তাঁহার বিবিধ লীলা ও লীলাস্থলীর কথা এবং সে সমস্ত লীলায় অপরিসীম আনন্দোচ্ছ্বাসের কথাদিই পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইতেছিল। কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব ও পরিবেশ ভাব-বিকাশের অনুকূল নহে। বৃন্দাবনের পরিবেশ গোপীদিগের স্বচ্ছন্দ ভাববিকাশের পথে বিশেষ অনুকূল বলিয়া শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। শ্রীরাধার সেই ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনেও শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে সেই সমস্ত কথাই উদিত হইতেছিল।

৫০। **নানা ভাবাবেগ**—নানাবিধ ভাবের প্রাবল্য। **নানাভাব**—নানাবিধ সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব (২।৮।১৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **উদ্বেগ**—মনের কম্পকে উদ্বেগ বলে; এই উদ্বেগ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার একটী অবস্থা; দীর্ঘশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

উদ্বেগোমনসঃ কম্প স্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে। স্তম্ভচিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥ উজ্জ্বলনীলমণি, পূর্ব্বরাগ। ১৩।

নারে গোঙাইতে—কাটাইতে (বা যাপন করিতে) পারে না। **বিরহানলে**—কৃষ্ণবিরহরূপ অগ্নির প্রদাহে। **ধৈর্য্য হৈল টলমলে**—ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

শ্লো। ৮। অন্বয়। হা হন্ত (হায় হায়) হা হন্ত (হায় হায়) হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! ত্বদালোকনং (তোমার দর্শন) অন্তরেণ (ব্যতীত) অধন্যানি (অধন্য) অমূনি (এই সমস্ত) দিনান্তরাণি (অহোরাত্রির অন্তর্গত ক্ষণলবাদি সময়কে) কথং (কিরূপে) নয়ামি (আমি অতিবাহিত করিব)?

তোমার দর্শনে বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ ৫১

উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বন্ধুরসি তে দুঃখদাশ্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নহু ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিন্তং স্থখেন ত্বতাপহৃতমিতি যদাহ হে হরে চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্ সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। নহু কামিন্তো যূয়ং চপলা এব ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্য স্তত্র তন্নঃ প্রসীদেতিবৎ সদৈন্যমাহ হে করুণৈকসিন্ধোকৃপাসিন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনা নোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং অনয়া তথা ক্রীড়ত স্তব দর্শনং বিনা অন্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব। সারঙ্গরঙ্গদা। ৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। হায় হায়! হায় হায়! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! তোমার দর্শন ব্যতীত দিনান্তর্গত এই ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি অধন্য সময় আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব ? । ৮।

কৃষ্ণবিরহের তীব্রজ্বালায় শ্রীরাধার উদ্বেগ উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছে; ক্ষণপরিমিত সময়ও যেন তাঁহার নিকটে কল্পপরিমিত বলিয়া মনে হইতেছে; সময় যেন আর কিছুতেই কাটিতেছে না; তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; শ্রীরাধার এতাদৃশভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

হা হন্ত—খেদ ও উদ্বেগসূচক বাক্য। দুইবার "হা হন্ত" উক্তি দ্বারা খেদ ও উদ্বেগের আধিক্য সূচিত হইতেছে।

৫১। **তোমার দর্শন বিনে**- হে কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন না করিয়া। ইহা শ্লোকস্থ "ত্বদালোকনমন্তরেণ"-বাক্যের অর্থ। **অধন্য এই** রাত্রিদিনে—ইহা শ্লোকস্থ "অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি" বাক্যের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অভাবে দিনরাত্রির অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষণকেই নিতান্ত অধন্য—নিন্দার্হ—বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা, অথচ তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতেছে না; উদ্বেগাধিক্যে সময় যেন আর কাটিতেছে না, দিনরাত্রির প্রতিপলই যেন পাথর হইয়া চাপিয়া বসিয়া আছে; তাই অত্যন্ত খেদের সহিত বলিতেছেন—**এই কাল না যায় কাটন**—এই অধন্য সময় কিছুতেই অতিবাহিত হইতেছে না। ইহা শ্লোকস্থ "কথং নয়ামি"-অংশের অর্থ। তাই অতি দৈন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—**তুমি অনাথের বন্ধু**—হে কৃষ্ণ! তুমি তো অনাথের বন্ধু; তোমার বিহনে আমি অনাথ হইয়া পড়িয়াছি, আমায় কৃপা কর, তোমার অনাথবন্ধু-নাম সার্থক কর। **অপার-করুণাসিন্ধু**—হে হরে! তুমি করুণার অপার সমুদ্রতুল্য; আমি অতি দীনা, আমার প্রতি করুণা কর, একবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর।

৫২। "কৃপা করিয়া আমায় দর্শন দাও"—একথা বলিতে বলিতেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল; তাহার ফলে চাপল-ভাবের উদয় হইল, মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, কি উপায়ে কৃষ্ণদর্শন পাওয়া যাইতে পারে, কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়াই তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভাবচাপল—চাপল-নামক সঞ্চারীভাব। রাগ এবং দ্বেষাদি জনিত চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্য্যহীনতাকে চাপল বলে। অবিচার, পারুষ্য এবং স্বচ্ছন্দাচরণাদি ইহার লক্ষণ। রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ২।৪।৮১

তথাহি তত্রৈব (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি-
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ৯॥

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি-আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত আপনি॥ ৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ তস্যা উদ্ঘূর্ণাদশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং তত্রৈবোদ্বেগদশাচতুর্ভি স্তত্র প্রথমং নন্থ ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কাপ্যন্তত্র তাদৃগ্ বিকলা ন দৃশ্যতে ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদ্গম্ভীরা ভব সখ্যোপ্যেবং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্মোপলম্ভং মনস্য টুকা তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্বচ্ছৈশবমিতি। তচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভি র্মাদকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনেঽদ্ভুতমবেহি জানীহি অবেত্যর্থঃ। মচ্চাপলঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি এতদ্দ্বয়ং তব বা অধিগম্যং জ্ঞেয়ং মম বা। যদ্বা মচ্চাপলঞ্চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যম্। অন্যোবেদ ন চান্যদুঃখমখিলম্। ইত্যাদি ন্যায়াৎ সখ্যোঽপি সম্যক্ ন জানন্তি যত এবং বদন্তীতিভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ তদিতি তত্তস্মাত্তন্মুখাম্বুজং ঈক্ষণাভ্যামুচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাত্তত্ত্বমেবোপদিশ ইত্যর্থঃ। নন্থ ন দৃষ্টং তত্তেন কিং তত্রাহ মুগ্ধং মনোহরং তদ্দর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ অক্ষণ্বতামিত্যাদেঃ। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং ভবতু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৯। অন্বয়। ত্বচ্ছৈশবং (হে কৃষ্ণ! তোমার শৈশব অর্থাৎ কৈশোর) মচ্চাপলঞ্চ (এবং আমার চপলতা) ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিভুবনে অদ্ভুত) ইতি (ইহা) অবেহি (জানিবে) ; [এতদ্দ্বয়ং] (এই দুইটীবস্তু) তব বা (তোমার) মম বা (অথবা আমারই) অধিগম্যং (বোধগম্য—জানিবার যোগ্য)। তৎ (তাই) বিরলং (সাম্যরহিত) মুরলীবিলাসিমুগ্ধং (মুরলীবিলাসিত্বহেতু মনোহর) মুখাম্বুজং (মুখকমল) ঈক্ষণাভ্যাং (দুই নয়নদ্বারা) উদীক্ষিতুং (দর্শন করিবার নিমিত্ত) কিং করোমি (আমি কি করিব) ?

অনুবাদ। নাথ! তোমার শৈশব (কৈশোর) ও আমার চাপল্য এই দুইটী ত্রিভুবনমধ্যে অদ্ভুত বলিয়া জানিবে। এই দুইটী তোমার, না হয় আমারই জানিবার যোগ্য—অন্য কাহারও নহে। এখন, তোমার সেই সমতারহিত বংশীবিলাসসম্পন্ন মনোহর মুখ-কমল, দুইটী নয়ন ভরিয়া দেখিবার নিমিত্ত কি উপায় করি, বল দেখি ?

ত্বচ্ছৈশবং—তোমার শৈশব (কৈশোর)। **মচ্চাপলং**—আমার চপলতা। **ত্রিভুবনাদ্ভুতং**—মাধুর্য্য ও মাদকত্বাদিতে ত্রিভুবনের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য বস্তু ; এরূপ মাধুর্য্য ও মাদকত্ব ত্রিভুবনে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। **মুরলীবিলাসিমুগ্ধং**—মুরলীর বিলাসপ্রযুক্ত মুগ্ধ বা মনোহর যে মুখকমল। মধুর মুরলী তোমার মুখচন্দ্রের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। **বিরলং**—সমতারহিত ; অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যযুক্ত ; ইহা মুখাম্বুজের বিশেষণ। অথবা বিরলং—বিরলে, নির্জ্জনে। আমরা কুলবধূ ; তোমার গোচারণাদির প্রকাশ্যস্থানে যাইয়া তোমাকে দর্শন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ; এখন আমরা নির্জ্জনে আছি, আমাদের পক্ষে ইহাই অতি উত্তম সময় ; এই সুযোগে কিরূপে **ঈক্ষণাভ্যাং**—নয়নদ্বয় ভরিয়া তোমার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তাহা তুমিই বলিয়া দাও।

নিম্নের ত্রিপদীতে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

৫৩। **মাধুরী-বল**—মাধুর্য্যের প্রভাব ; কৈশোর-সুলভ মাধুর্য্যের প্রভাব (ইহা শ্লোকস্থ—"শৈশব"-শব্দের অর্থ)। **তুমি**—শ্রীকৃষ্ণ। তোমার মাধুর্য্য এবং আমার চপলতা উভয়ই জগতে অতি অদ্ভুত ; এই দুইটী একমাত্র তুমি অথবা আমিই বুঝিতে পারি, অপর কেহ পারে না। কারণ, আমার নিজের চপলতা আমিই জানিতে পারি ; আর তুমিও জান, যেহেতু, তুমিই আমার এই চপলতা উৎপাদন করিয়াছ। তোমার দর্শনের নিমিত্ত আমি চঞ্চল হইয়াছি ; কোথায় গেলে, কি করিলে, তোমাকে পাইতে পারি—তাহা বঁধু তুমিই আমাকে বলিয়া দাও।

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ-আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥ ৫৪

মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, তনু-মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মাধব অজস্রমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণি র্মম। তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োঽস্ত কিলানয়োরিত্যাদেশ্চ। নম্ন নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং ক্ষণং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ বিরলং কুলবধূনাং ন স্তত্রাপি তস্য গোচারণাদিনা দুর্লভং দর্শনমতোঽধুনা লক্কেঽবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিম্বা নম্ন তৎ সমং কিমপি পশ্য তত্রাহ বিরলং সাম্যরহিতং তত্র হেতুঃ মুরলীবিলাসি। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ যৎসন্দোহ্চলিতং কৈশোরং জেয়ং তৎ দ্রষ্টুং মচ্চাপলক্ষ অন্যৎ সমং স্পষ্টম্। সারঙ্গরঙ্গদা। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৪। **নানাভাবের প্রাবল্য**—নানাবিধ সঞ্চারী ভাবের প্রবলতা; অর্থাৎ নানাবিধ সঞ্চারীভাব প্রবল হইয়া উঠিল। **সন্ধি**—এক কারণ জনিত বা বহুকারণ জনিত দুই বা বহু ভাব একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে সন্ধি বলে। স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। ভ. র. সি. ২।৪।১১০ ॥

শাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দনকে (সম্যক্‌রূপে মর্দ্দনকে) শাবল্য বলে।

শবলত্ত্ব ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎপরস্পরম্। ভ. র. সি. ২।৪।১১৫ ॥

বহুভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হইয়া যদি প্রত্যেকেই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভ করতে চায়, তাহা হইলে ভাবশাবল্য হয়। **মহারণ**—ভাবের সম্মর্দ্দন, ভাবশাবল্য প্রভৃতিরূপ মহাযুদ্ধ।

ঔৎসুক্য—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা বশতঃ কালবিলম্ব যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ। ভ. র. সি. ২।৪।৭৯ ॥

চাপল্য—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। রাগদ্বেষাদি-জনিত চিত্তের লাঘব।

দৈন্য—দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধাদিবশতঃ আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্য বলে। **রোষ**—উগ্রতা। অপরাধ ও কটূক্তি প্রভৃতিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বলে। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন, তাড়নাদি ইহার কার্য্য। অপরাধদুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্প ভর্ৎসনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৭১ ॥

অমর্ষ—তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ; ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ের অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি ইহার কার্য্য। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা। তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্। উপায়ান্বেষণাক্রোশ-বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৮০ ॥" **উন্মাদ**—অতিশয় আনন্দ, আপদ ও বিরহাদি-জনিত চিত্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত-ক্রিয়াদি ইহার কার্য্য। উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্‌বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্ ॥ প্রলাপধাবনক্রোশ বিপরীত-ক্রিয়াদয়ঃ ॥ ভ. র সি. ২।৪।৩১। **রোষামর্ষ**—রোষ ও অমর্ষ। **সৈন্য**—সৈন্যগণ যেমন পরস্পর যুদ্ধ করে, ঔৎসুক্যাদি নানাবিধ ভাবও মহাপ্রভুর চিত্তে উদিত হইয়া পরস্পরকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

প্রেমোন্মাদ সবার কারণ—প্রেমোন্মাদই ঔৎসুক্যাদি ভাবসমূহের সন্ধি ও শাবল্যাদির হেতু। প্রেমোন্মাদ বশতঃই নানাভাব সমুদিত হইয়া প্রভুর চিত্তকে মথিত করিতেছিল।

৫৫। **মত্তগজ ভাবগণ**—ভাবসমূহ শক্তিতে মত্তহস্তীর তুল্য। আর **প্রভুর দেহ ইক্ষুবন**—প্রভুর দেহ ইক্ষুবনের তুল্য। **গজযুদ্ধে**—হস্তিসমূহের যুদ্ধে।

তথাহি তত্রৈব (৪০)—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথোত্থায় দিশোঽবলোক্য অয়ি সখ্যঃ নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে, স ন দৃশ্যতে। তদত্রকুঞ্জে কয়াপি রমমাণঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্যনারী-সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমেব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়স্ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি। স্বরূপয়োঃ ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিরিতি। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতেতি। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। তাবেব ভাবাবশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণম্। শবলত্বন্তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরমিতি। তত্রামর্ষানুগা অসূয়ৌগ্র্যাবহিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি অত উন্মাদানুগত্যাভ্যাং ভাবসন্ধি-ভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ সহজ-নিজ-ধীরাধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য সবাষ্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি। হে দেব ইতি অন্যাভিঃ সহ দিব্যসীতি দেব ত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্। ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়মিতি। তদৈবাবধীরণাদ্‌গতমিব তং মত্বা দর্শনৌৎসুক্যেনাহ হে দয়িত ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং ত্যক্ষ্যসে তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বা অমর্ষানুগাসূয়োদয়াৎ ধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ হে ভুবনৈকবন্ধো! তবাত্র কো দোষ ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্‌গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎসর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্। ধীরাতু ব্যক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানুগতমত্যাখ্যভাবোদয়াদাহ হে কৃষ্ণ! হে শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক! চিত্তং ত্বয়া হৃতং কিং মে মানেন তৎসকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য—প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং ন কুত্রাপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইক্ষুবনের মধ্যে উন্মত্ত হস্তিগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যেমন ইক্ষুবন বিদলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রবল ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দনে প্রভুর দেহও বিশেষরূপে বিদলিত হইতে লাগিল। মদমত্ত হস্তীর তুলনায় ইক্ষুবন যেরূপ দুর্ব্বল, ঔৎসুক্যাদি ভাব-সমূহের তুলনায় প্রভুর দেহও তদ্রূপ দুর্ব্বল।

দিব্যোন্মাদ—মহাভাব দুই রকম, রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই রকম, মোদন ও মাদন। মোদন হ্লাদিনী-শক্তির পরমাবৃত্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা শ্রীরাধার যূথ ভিন্ন অন্যত্র প্রকটিত হয় না। প্রবিশ্লেষ-দশায় এই মোদনকে মোহন বলে; এই মোহনে বিরহ-বিবশতাবশতঃ সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত হয়। এই মোহন যখন কখনও এক অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তি-বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন ভ্রমসদৃশী বৈচিত্রী দশা লাভ করে, তখন ইহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এতস্যমোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ উ. নী. স্থা.। ১৩৭॥ উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি ভেদে দিব্যোন্মাদ বহুবিধ। দিব্যোন্মাদে ভ্রমময়-চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্যাদি দৃষ্ট হয়। ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভাবাবেশে—উপরি উল্লিখিত ঔৎসুক্যাদি ভাবাবেশে নিম্নোদ্ধৃত "হে দেব" ইত্যাদি শ্লোকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিতেছেন। ঔৎসুক্যাদি যে যে ভাবে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহা ঐ শ্লোকের পরে লিখিত "তুমি দেব ক্রীড়া-রত—" ইত্যাদি ত্রিপদীর ব্যাখ্যায় সূচিত হইবে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। হে দেব। হে দয়িত। হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ। হে চপল। হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা হা! মে (আমার) দৃশোঃ (নয়নদ্বয়ের) পদং (গোচর) নু কদা (কখন) ভবিতাসি (তুমি হইবে)?

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ, ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান। সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি, কভু নিন্দা কভুত সম্মান ॥ ৫৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গতং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বৌন্মাদয়াদধীরমধ্যাত্বগুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ হে চপল! বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ তল্লক্ষণম্। অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ নিরস্যেদ্বল্লভং রুষেতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণাদ্ গতোঽয়ং পুন নৈষ্যতীতি দৈন্যোদয়াৎ সকাকুপ্রাহ হে করুণৈকসিন্ধো! যদ্যপ্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং করুণাকোবলত্বাৎ দর্শনং দেহীতি। তৎপুনরাগত্য—প্রিয়ে কিমিতি মধুমানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যবদন্তমিব মত্বামর্ষানুগাবহিত্থোদয়াৎ ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ হে নাথ! ত্বম্ ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি, কা নাম হতধী ত্বাং ন সংভাবয়েত কিন্তু ব্রাহ্মণীতি ব্রূতার্থং মৌনং গ্রাহিতাস্মি তৎক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণম্। উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থাচ সাদরেতি। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোঽসৌ নায়াস্যতি বেতি চাপল্যোদয়াৎ যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাসি, তথা স্বয়মেব তৎকণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সদৈন্যমাহ হে রমণ। সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বমিদানীমপ্যাগত্য তথা কুরুষ্বেত্যর্থঃ। পুনরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগস্ত্বকামর্ষভাবেন প্রবল-সহজোৎসুক্যেনাক্রান্তমনস্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধ্বা। জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ সবিক্লবমাহ হে নয়নাভিরাম! নয়নানন্দ! কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হাহা ইত্যতিখেদে। বাস্তবদশায়াং শ্রীরাধা সঙ্গমার্থমাত্মানমনুনয়ন্তমিব তং মত্বা তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ, গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনায়ৌৎসুক্যমন্তৎ যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ং; আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধক-শরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ। বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যোৎসুক্যাদিভাবা জ্ঞেয়াঃ। সারঙ্গরঙ্গদা। ১০।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম। হা! হা! কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে। ১০।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫৬। "উন্মাদের লক্ষণ" হইতে "কভু বা সম্মান" পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি। **উন্মাদের লক্ষণ**—দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। তীব্র শ্রীকৃষ্ণবিরহের আবেশে প্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দিব্যোন্মাদে ভ্রমময়-বৈচিত্রীসমূহ প্রকটিত হয়—নিজেকে অপর, অপরকেও নিজ বলিয়া মনে হয়; যাহা সাক্ষাতে নাই, তাহাও সাক্ষাতে আছে বলিয়া মনে হয়; আবার যাহা আছে, তাহাও নাই বলিয়া মনে হয়। **করায় কৃষ্ণস্ফুরণ**—কৃষ্ণস্ফুরণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত এইরূপ জ্ঞান) করায় (বা জন্মায়), দিব্যোন্মাদ। দিব্যোন্মাদজনিত ভ্রান্তিবশতঃ প্রভু মনে করিলেন,—(তিনি শ্রীরাধা, আর) শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত। **ভাবাবেশে**—নানাবিধ ভাবের আবেশে। **উঠে প্রণয়মান**—মান ও প্রণয়াদি ভাবের উদ্ভব হয়। **মান**—প্রেমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরের নাম স্নেহ, তৃতীয় স্তরের নাম মান এবং চতুর্থ স্তরের নাম প্রণয়; প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে হইতে এই সকল স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। প্রেম পরম-উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে প্রেমবিষয়ের উপলব্ধি জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ উদিত হইলে কদাচিৎ দর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ হয় না। এই স্নেহ (স্নেহাখ্য কৃষ্ণপ্রেম) আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন নূতন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেও কুটীলতা (নিজেকে প্রচ্ছন্ন করায় উদ্দেশ্যে বাম্যভাবাদি) ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে। উ. নি. স্থা. ৭১।"

প্রণয়—মান উৎকর্ষ লাভ করিয়া যদি এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে প্রিয়জনের সহিত নিজের ভেদ নাই বলিয়া মনে হয়—সম্ভ্রমশূন্যভাবশতঃ স্বীয় প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়ের প্রাণ, মন,

তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন। মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্নেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির অভেদ মনে করা হয়—তাহা হইলে ঐ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত মানকে প্রণয় বলে। "মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে ॥ উ. নী. ॥ ৭৮ ॥"

সোল্লুণ্ঠ—স+উল্লুণ্ঠ=উল্লুণ্ঠের (পরিহাসের) সহিত; ঠাট্টার সহিত; পরিহাসযুক্ত। **বচনরীতি**—কথার রকম। **সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি**—পরিহাসযুক্ত বাক্যভঙ্গী।

গর্ব্ব—সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদি-হেতু অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব বলে। সৌভাগ্যরূপ-তারুণ্য-গুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনাচান্য-হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ ভ. র. সি. ২।৪।২০ ॥ পরিহাসোক্তি, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজের অঙ্গ দর্শন, নিজের অভিপ্রায় গোপন, অন্যের বাক্য না শুনা, ইত্যাদি এই গর্ব্বের লক্ষণ।

ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি-অলঙ্কার বলে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উক্ত শ্লোকে মহাপ্রভু কখনও বা গর্ব্ব, কখনও বা মান, কখনও বা প্রণয়, কখনও বা ব্যাজস্তুতি প্রকাশ করিতেছেন। কখনও স্তুতি করিতেছেন; আবার কখনও বা নিন্দা করিতেছেন; নানা ভাবের আবেশে এইরূপ করিতেছেন।"

৫৭। "তুমি দেব ক্রীড়ারত" হইতে "দেহ দরশন" পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি। এই স্থলে "হে দেব" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত মহাপ্রভুর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

দেব—দিব্‌ ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্‌ ধাতুর অর্থ হইল "ক্রীড়া করা"। তাহা হইলে দেব-শব্দের অর্থ হইল "ক্রীড়ারত," যিনি সর্ব্বদা ক্রীড়াই করেন, তাঁহাকে দেব বলে। এই অর্থে উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাসচ্ছলে "দেব" বলিয়া সম্বোধন করাতে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য-নারীতে ক্রীড়াপরায়ণ, অন্য-রমণীতে আসক্ত ইহাই সূচিত হইতেছে।

মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া মনে করিতেছেন, তিনি যেন কুঞ্জের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছেন; হঠাৎ চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া নূপুরের শব্দ শুনিতেছেন বলিয়া মনে হইল। তখন সখিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি সখি, কুঞ্জের মধ্যে নূপুরের শব্দ শুনা যায়, কিন্তু তাঁকে (কৃষ্ণকে) ত দেখিতেছি না? হাঁ বুঝিয়াছি, সেই শঠ-চূড়ামণি লম্পট অন্য কোনও রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" ইহা ভাবিতেই আবার উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মনে করিতেছেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাতেই দণ্ডায়মান; অন্য নারীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজমান। ইহা দেখিয়াই অমর্ষ-ভাবের উদয় হইল; তখনই তিনি যেন সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বক্রোক্তি করিয়া বলিতেছেন, 'হে কৃষ্ণ তুমি ত দেব; অন্য নারীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, অন্য-স্ত্রীতেই তোমার আসক্তি। তবে আর এখানে আগমন কেন? এখানে ত তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি অন্যত্র যাইয়া তোমার অভীষ্ট ক্রীড়া-রঙ্গ কর। 'ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।' যাও, জগতে অন্য যে সব রমণী আছে, তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া কর গিয়া। (এ পর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "দেব"—শব্দের অর্থ।) [এস্থলে ধীরাধীরমধ্যা নায়িকার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। উ. নী. নায়িকা। ২২।" যিনি সজল-নয়নে প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ধীরাধীরমধ্যা নায়িকা বলে।]

তুমি মোর দয়িত ইত্যাদি। **দয়িত**—প্রাণ-দয়িত, প্রাণপ্রিয়—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। **মোতে বৈসে ইত্যাদি**—আমাতে তোমার চিত্ত বাস করে, আমাকে তুমি মনে কর; ইহা আমার সৌভাগ্য। **মোর ভাগ্যে ইত্যাদি**—আমার সেই সৌভাগ্য প্রকটন করার নিমিত্ত তুমি আগমন কর, আমার নিকটে আইস।

ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, তাহা কর সব সমাধান। তুমি কৃষ্ণ চিত্ত-হর, ঐছে কোন পামর, তোমারে বা কোন করে মান॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যখন মনে করিলেন, বক্রোক্তিরূপ তিরস্কারাদি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বলিতেছেন—"তুমি আমার প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়, তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? দয়া করিয়া একবার আগমন কর, একবার আমাকে দর্শন দিয়া আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর।" এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ ঔৎসুক্য-ভাবের উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অন্য-রমণীকর্তৃক সংভুক্ত মনে করায় অমর্ষ-ভাবের উদয় হইয়াছিল; সুতরাং এস্থলে অমর্ষ ও ঔৎসুক্য এই দুইটী ভাবের সন্ধি হইল। এপর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "দয়িত"-শব্দের অর্থ গেল।

৫৮। "ভুবনের নারীগণ" ইত্যাদি দ্বারা শ্লোকোক্ত "ভুবনৈকবন্ধো" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

আবার যখন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্য রমণীর সঙ্গ-জনিত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, তখন আবার তাঁহার অসূয়ার উদয় হইল; তাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন—"তুমি অন্য-রমণীর সঙ্গ করিয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। তাতে তোমার দোষ কি? অন্য রমণীর সঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ত তোমার কর্ত্তব্যই; তুমি কেবলই কি আমার সঙ্গ করিবে? তা উচিত নয়! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও? তুমি হইলে ভুবনৈকবন্ধু; জগতে সমস্ত রমণীগণের তুমিই একমাত্র বন্ধু! একমাত্র বন্ধু হইয়া তুমি তাদের মনস্তুষ্টি করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে! তা না করিলে যে তোমার অন্যায় হইবে! তুমি তাদের সঙ্গ করিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইয়াছ কেন? বেশ করিয়াছ। আবার যাও, তাদের সন্তুষ্টি বিধান কর গিয়া। এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তারা যে তোমার আশা-পথে চেয়ে আছে? যাও, যাও, শীঘ্র যাও! তাদের নিকট যাও।"

[এস্থলে অমর্ষের অনুগত অসূয়ার উদয় হওয়ায় ধীরমধ্যা নায়িকার স্বভাব ব্যক্ত হইতেছে।

"ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্॥ উ. নী. নায়িকা। ২০॥"

যে নায়িকা অপরাধী প্রিয়কে উপহাসসহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরমধ্যা কহে।

পরের সৌভাগ্য, গুণ প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি দেখিয়া যে দ্বেষ জন্মে, তাহার নাম অসূয়া। অসূয়ায় ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, ভ্রূকুটীলতাদি প্রকটিত হয়। "দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্য-গুণাদিভিঃ। তত্রের্ষানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষ্বপি॥ ভ. র. সি. ২।৪।৮১॥"]

সভা কর আকর্ষণ—বংশীধ্বনি করিয়া ভুবনের সমস্ত নারীগণকে আকর্ষণ কর। **তাঁহা কর সব সমাধান**—নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি কর; তাঁহাদের সকলের মনস্তুষ্টি বিধান কর। এই সকল কথাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তি বা সোল্লুণ্ঠ-বচন।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ইত্যাদি। শ্লোকোক্ত "হে কৃষ্ণ"-শব্দের মর্ম্ম। **কৃষ্ণ**—রূপ-গুণ-মাধুর্য্য-দ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া যিনি হরণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ। **চিত্তহর**—যে চিত্তকে হরণ করে। হে কৃষ্ণ, তুমি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমাতে নাই। **তোমারে বা কোন্ করে মান**—তোমার উপরে কে মান করিতে পারে? কেহই মান করিতে পারে না। অর্থাৎ আমার আর মান করার প্রয়োজন নাই, তুমি একবার আসিয়া দেখা দাও।

আবার যখন মনে করিলেন "এখানে কেন? জগতের অপর রমণীগণের নিকটে যাও।"—ইত্যাদি বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহার দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার রূপ-গুণ-মাধুর্য্য দ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমার

তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার-নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বশে নাই। এমতাবস্থায় আমি আর মান করিব না, আমার আর মানের প্রয়োজন নাই; একবার আসিয়া আমাকে দর্শন দাও।"

[এস্থলে পূর্ব্বের ভৎ´সনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া দর্শনার্থ আবার ঔৎসুক্যবশতঃ বিচার-পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, "কৃষ্ণ যখন আমার চিত্তই হরণ করিয়াছেন, তখন আর আমার মানের প্রয়োজন কি? যাতে তাঁর দর্শন পাইতে পারি, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।" এজন্য এস্থলে ঔৎসুক্যের অনুগত মতি-নামক ভাবের উদয় হইয়াছে। মতির্বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণম্। বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি বলে।]

৫৯। "তোমার চপল মতি" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "হে চপল" শব্দের মর্ম্ম। **তোমার চপল মতি**—তোমার মতি চঞ্চল; তোমার মনের কোনওরূপ স্থিরতা নাই। অথবা চপল—পরস্ত্রীচৌর। তোমার মতি পরস্ত্রীচৌরের মতির ন্যায়; কোনও এক রমণীতে তোমার মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। **না হয় একত্র স্থিতি**—তোমার মনের (অথবা তোমার) একত্র (একস্থানে) স্থিতি নাই; চপল বলিয়া তুমি একস্থানে (বা এক রমণীতে) স্থির হইয়া থাকিতে পার না।

আবার মনে করিলেন, তাঁহার আহ্বানে যেন শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! আমি ত অন্য কোথাও যাই নাই? আমি কুঞ্জের বাহিরেই ত দাঁড়াইয়াছিলাম; কেন বৃথা রাগ করিতেছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহা শুনিয়া আবার ঔগ্রভাবের উদয় হইল; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তোমার মন যে এক জায়গায় থাকে না, তাতে তোমার ত কোনও দোষই নাই; কারণ, তুমি যে চপল (পরস্ত্রী-চৌর)! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমার গতি ত হইবেই, চঞ্চলতাহেতু বিভিন্ন ফুলের মধুর স্বাদ তুমি ত গ্রহণ করিবেই। তোমার স্বভাবই যে ঐরূপ, তোমার দোষ কি? অতএব হে চঞ্চল! এখানে এক জায়গায় কেন দাঁড়াইয়া রহিলে? যাও, অন্যত্র যাও। অন্য এক রমণীর নিকটে গিয়া কতক্ষণ থাক, তারপর তাকে ত্যাগ করিয়া অপর আর এক রমণীর নিকটে যাইও। এইরূপে এক রমণীকে ত্যাগ করিয়া অপর এক রমণীকে উপভোগ কর গিয়া– যাও, শীঘ্র যাও, এখানে আর থাকিও না। এখানে অনেকক্ষণ থাকিলে যে তোমার "চপল" নামের কলঙ্ক হইবে।"

[এস্থলে ঔগ্র (উগ্রতা) ভাবের উদয় হওয়ায় অধীরমধ্যা-নায়িকার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

"অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা ॥ উ. নী. নায়িকা। ২১ ॥ যে নায়িকা ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় বল্লভকে নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে অধীরা বলে।" অপরাধ ও দুরুক্ত্যাদিজনিত ক্রোধকে ঔগ্র বা উগ্রতা বলে। উগ্রতায় বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎ´সন, তাড়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে। "অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্প-ভৎ´সনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥ ভ. র. সি.। ২।৪।২৯ ॥"]

"তুমিত করুণাসিন্ধু" ইত্যাদি হে করুণৈকসিন্ধো"-শব্দের মর্ম্ম।

আবার মনে করিলেন,—"হায় হায়, আমার কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ ত চলিয়া গেল? এবার গেলে আর ত বুঝি আসিবে না?" তাই অত্যন্ত দৈন্যভাবে আবার বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি ত করুণার সিন্ধু, তোমার অন্তঃকরণ ত নিতান্ত কোমল, করুণাধারায় গলিয়া অতি কোমল হইয়া গিয়াছে। যদিও আমি তোমার চরণে অপরাধিনী, তথাপি তুমি আমার প্রতি করুণা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও। তোমার প্রতি আমার কোনও রোষই নাই, দয়া করিয়া দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও।"

এস্থলে ঔগ্র ও দৈন্যভাবদ্বয়ের শাবল্য হইয়াছে।

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ,	ব্রজের কর পরিত্রাণ,	তুমি আমার রমণ,	সুখ দিতে আগমন,
বহু-কার্য্যে নাহি অবকাশ।	এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬০। "তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "হে-নাথ" শব্দের মর্ম্ম। শ্রীরাধা মনে করিলেন, তাঁহার দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আর তিনি নিজে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন,—'প্রিয়ে, কথা বল না কেন? বৃথা মান করিয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ? প্রসন্ন হও' ইহা শুনিয়া অমর্ষের অনুগত অবহিত্থা-ভাবের উদয় হওয়ায়, শ্রীরাধিকা যেন ঔদাসীন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে নাথ! এমন কথা বলিও না। তুমি হইলে ব্রজের নাথ, ব্রজবাসীদিগের প্রাণ,—ব্রজবাসীদিগের রক্ষার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়,—সুতরাং আমার এখানে আসার সময়ইতো তোমার নাই। আমার নিকটে না আসার জন্য আমি মান করিব কেন? আমি মান করি নাই। কথা বলি নাই বলিয়া মান করিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছ? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক, তোমার সঙ্গে কথা বলিব না? একি একটা কথার কথা? তবে কি জান? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাই তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর।"

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই বলিয়া শ্রীরাধা অন্তরে মান করিয়াছেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইতেছেন; আবার স্বীয় ভাব গোপন করিয়া নিজে কথা না বলার জন্য যেন সাদরবচনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন ও তাঁহাকে নিরাশ করিতেছেন। এজন্য এস্থলে অবহিত্থার উদয় হওয়ায় ধীরপ্রগল্ভা নায়িকার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থাচ সাদরা। ধীরপ্রগল্ভা দুই রকম; এক মানিনীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা; আর, অবহিত্থা অর্থাৎ আকার সংগোপন করিয়া স্বীয় বল্লভকে সাদরবচনে নিরাশ-কারিণী। উ. নী. নায়িকা। ৩১।"

আকার-সংগোপন বা কোনও কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের লক্ষণ সকলকে গোপন করার চেষ্টাকে **অবহিত্থা** বলে। ইহাতে ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায়। "অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ। অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভূহস্থানস্য পরিগূহনম্। অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৫১ ।"]

ব্রজের কর পরিত্রাণ—ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা কর। **বহু-কার্য্যে নাহি অবকাশ**—ব্রজবাসীদিগের রক্ষাসম্বন্ধীয় বহু কার্য্যে ব্যস্ত থাকাবশতঃ আমার নিকটে আসার জন্য তোমার অবকাশ (অবসর) নাই।

"তুমি আমার রমণ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "হে রমণ"-শব্দের মর্ম্ম। বিদগ্ধ—কলা-বিলাসাদিতে নিপুণ।

শ্রীরাধিকা অবার মনে করিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন।" ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিলেন—"বুঝিবা শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেন না।" ইহা ভাবামাত্রই চাপলভাবের উদয় হওয়ায় মনে ভাবিতেছেন—"যদি তিনি কৃপা করিয়া আবার দর্শন দেন, তবে আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ করিব, আর ছাড়িয়া দিব না।" ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ দৈন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে আমার রমণ, তুমি ত সর্ব্বদাই আমাতে রমণ করিয়া থাক; আমার চিত্তবিনোদন করিয়া থাক; এখনও একবার আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।"

[এস্থলে চপলভাবের উদয় হইয়াছে এবং দৈন্য ও চাপল্যের সন্ধি হইয়াছে। "তুমি দেব ক্রীড়ারত" হইতে আরম্ভ করিয়া "এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদেরই পূর্ব্বার্দ্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহান্তরিতার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত-বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কলহান্তরিতা-নায়িকার লক্ষণ।

মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণছাড়ি গেল জানি
শুন মোর এ স্তুতি-বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হা হা পুন দেহ দরশন ॥ ৬১

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা। অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ ॥ উ. নী, নায়িকা ৪৮ ॥" চাপল-ভাবের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।]

৬১। "মোর নিন্দা" ইত্যাদি। তাঁহার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন মনে করিয়া—"আমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিয়াছি, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন"—এইরূপ ভাবিয়া, আবার তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে না পাওয়াতে হঠাৎ শ্রীরাধিকার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; তখন অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন—"হে নয়নাভিরাম, হায় হায়, অবার কখন আমি তোমার দর্শন পাইব।"

নয়নের অভিরাম—নয়নের আনন্দদায়ক; যাঁহাকে দর্শন করিলে আনন্দ জন্মে। এস্থলে ঔৎসুক্যের প্রবলতাবশতঃ ভাব-শাবল্য হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "হে নয়নাভিরাম"-শব্দের মর্ম্ম।

৬২। স্তম্ভ, কম্প, ইত্যাদি। এই সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ। **সত্ত্ব**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাব-সমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে তাহাকে সত্ত্ব বলা হয়। এই সত্ত্ব হইতে স্বতঃই উৎপন্ন ভাবের নাম সাত্ত্বিকভাব। চিত্ত ভগবদ্ভাবে আক্রান্ত হইলে যখন অধীর হইয়া প্রাণ-বায়ুতে আত্মসমর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করে; তখনই সাত্ত্বিকভাব সকল দেখা দেয়। সাত্ত্বিকভাব আট রকম:—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদিশূন্যতা, নিশ্চলতা, শূন্যতাদি জন্মে; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়।

স্বেদ—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের ক্লেদ বা আর্দ্রতা (ঘর্ম্ম)-কে স্বেদ বলে।

রোমাঞ্চ—আশ্চর্য্য বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি বশতঃ রোমাঞ্চ হয়; ইহাতে রোমসকলের উদ্গম ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্নতাদি হইয়া থাকে।

স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে; গদ্গদ্ বাক্য হয়।

কম্প—ক্রোধ, বিত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহাকে কম্প বলে।

বৈবর্ণ্য—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি বশতঃ বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতা হইয়া থাকে।

অশ্রু—হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্নে যে চক্ষু হইতে জল বাহির হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল, ক্রোধাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই চক্ষুর ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জ্জনাদি হইয়া থাকে। নাসিকাস্রাব ইহার অঙ্গবিশেষ।

প্রলয়—সুখ ও দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্চ্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি হইয়া থাকে।

প্রস্বেদ—স্বেদ, ঘর্ম্ম। **পুলক**—রোমাঞ্চ।

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত—প্রলয়ের চিহ্ন।

ভাবের প্রভাবে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইল।

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পঢ়ি করয়ে নিশ্চয়॥ ৬৩

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮)—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ বৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তানামাবিরভূদিতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূত স্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। স চ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততদ্ভ্রমোঽপি তস্যা শ্রীরাধায়াঃ অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্যং নাস্তোবেতি সখীভিঃ সহ রুদত্যা অকস্মাত্তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবাৎ কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ মার ইতি। য স্তাবদদৃষ্ট এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিং নু বিতর্কে। পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ ন তাবদীদৃঙ্ মধুরো ন ভবতি, তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিম্। পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ—ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব তদ্ধর্ম্ম এব পরিণতঃ সমাগতঃ কিম্। পুনর্মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সসন্তোষমাহ মনোনয়নয়ো রমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিম্। পুনরপরমনুভূয় সসম্ভ্রমাহ—বেণীমৃজো বেণীং মাষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃক্ঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিম্। পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ নু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং কৃষ্ণঃ। বাল ইতি পাঠে বালঃ নবকিশোরঃ। মম লোচনায় তদানন্দয়িতুমভ্যুদয়তে যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। স্বান্তর্দশায়ান্ত তদনুগত্যৈব ব্যাখ্যেয়ং বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ; নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ। সারঙ্গরঙ্গদা। ১১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হাসে, কান্দে ইত্যাদি—এইগুলি উদ্ভাস্বর-নামক অনুভাব। চিত্তস্থ ভাবের বহির্বিকারকে, অর্থাৎ বাহিরের যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা চিত্তস্থিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে! এসমস্ত বহির্বিকারের মধ্যে যেগুলি স্বাভাবিক—যেগুলি ভক্তের নিজের চেষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনিই প্রকাশ পায় এবং চেষ্টা করিয়াও যেগুলিকে গোপন করা যায় না—সেই বহির্বিকারগুলিকে বলে সাত্ত্বিকভাব। যেমন অশ্রু-কম্প-পুলকাদি। আবার কতকগুলি বিকার আছে, ভক্ত ইচ্ছা করিলে যেগুলিকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন; এইজাতীয় বিকারগুলিকে বলে উদ্ভাস্বর অনুভাব; নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কাদি উদ্ভাস্বর অনুভাব। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।৩।২ শ্লোকের টীকা, ২।২।১-২ শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২৩।৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

অন্তরস্থিত ভাবের প্রভাবে প্রভুর দেহে উদ্ভাস্বর-অনুভবগুলিও প্রকাশ পাইয়াছিল।

৬৩। **মূর্চ্ছায় ইত্যাদি**—প্রভু যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন—পাইলেন। **মহাশয়**—মহামনা; মহাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া দর্শন দিয়াছেন বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রভু কৃষ্ণকে "মহাশয়" বলিলেন। **মাধুরী-গুণে**—মাধুর্য্যের গুণে। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সময়ে তাঁহার মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বৈচিত্রীসমূহ দর্শন করিয়া প্রভুর মনে নানাবিধ ভ্রমের উদয় হইল; মাধুর্য্যের এক-একটা বৈচিত্রী প্রকটিত হয়, আর প্রভুর মনে এক এক রকম ভ্রমের উদয় হয়; ক্রমে সমস্ত ভ্রমের নিরসন করিয়া প্রভু নিজেই কিরূপে নিশ্চিত তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, "মারঃ স্বয়ং" ইত্যাদি শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত আছে। বিভিন্ন বৈচিত্রী দেখিয়া দেখিয়া প্রভুও সেই শ্লোকটীরই আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। স্বয়ং মারঃ (কন্দর্প) নু (কি)? মধুরদ্যুতিমণ্ডলং (মধুর-কান্তিমণ্ডল) নু (কি)? মাধুর্য্যং (মাধুর্য্য) এব (ই) নু (কি)? মনোনয়নামৃতং (মনের ও নয়নের অমৃত) নু (কি)? বেণীমৃজঃ (প্রবাস হইতে সমাগত বেণীর উন্মোচনকারী কান্ত) নু (কি)? মম (আমার) জীবিতবল্লভঃ (জীবনবল্লভ) অয়ং (এই) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) মম (আমার) লোচনায় (নয়নকে আনন্দ দিবার নিমিত্ত) অভ্যুদয়তে (উদিত হইয়াছেন)।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৬৪

গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। দূর হইতে ভাবাবেশে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—"হে সখি! ইনি কি স্বয়ং মার? (কন্দর্প)? জগৎকে মারিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন কি?) (আবার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া বলিতেছেন,—না কন্দর্পের মূর্ত্তি এত মধুর নয়? তবে) ইনি কি মধুর-জ্যোতীরাশি? (না, জ্যোতীরাশির এত চমৎকারিতা থাকে না, তবে) ইনি কি মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য? (না, কেবল মাধুর্য্যের দ্বারা মন ও নয়নের এত তৃপ্তি হয় না, তবে) কি মন ও নয়নের আনন্দ বিধান করিবার জন্য সাক্ষাৎ অমৃত আসিয়াছেন? (না, ঐ যে হস্ত-পদ দেখা যায়, অমৃতের ত হস্ত-পদ থাকে না। তবে) ইনি কি বেণীমৃজ? প্রবাস হইতে সমাগত কান্ত, যিনি আমার বেণী উন্মোচিত করেন? (আবার সম্যক্ রূপে দৃষ্টি করিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছেন), কি আশ্চর্য্য! এ-যে আমার জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নের আনন্দ বিধানার্থ সমাগত হইয়াছেন (সখী সকল, তোমরা দর্শন কর)। ১১

এই শ্লোকের মর্ম্ম পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বিবৃত হইয়াছে।

৬৪। "কিবা এই সাক্ষাৎ কাম" হইতে "সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ" পর্য্যন্ত পদ্যে উক্ত "মারঃ স্বয়ং নু" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম—শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বলা হইয়া শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত রোদন করিতেছিলেন; এমন সময় দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভ্রমবশতঃ এবং ক্রন্দনাদিজনিত বাষ্পাকুলনেত্রতাবশতঃ ঠিক চিনিতে না পারায় মনে করিলেন—"বুঝি কামদেব আসিতেছেন।" তাই অত্যন্ত ভয়ের সহিত বলিলেন, সখী! এই কি কামদেব আইলেন? (ভয়ের কারণ এই যে, একেত শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত, তার উপর যদি কামদেব পঞ্চশরে আঘাত করেন, তাহা হইলে আর বাঁচিবার আশা নাই)।"

দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্—আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"না এ কামদেব নয়; কামদেবের মূর্ত্তি এত মধুর ত নয়? এ বোধ হয় মধুর জ্যোতীরাশি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দ্যুতি—জ্যোতি, তেজঃ।

কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত—আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"না না, এ দ্যুতিরাশি নয়; দ্যুতিরাশি এত চমৎকার হয় না। এ বোধ হয় স্বয়ং মাধুর্য্যই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

কিবা মনোনেত্রোৎসব—মন ও নয়নের উৎসব-প্রচুর আনন্দদাতা। আরও ভালরূপে দেখিয়া বলিলেন—"না, ইহার দর্শনেত মনে ও নয়নে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মিতেছে; কেবল মাধুর্য্যের দ্বারাত এত বেশী তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। এ নিশ্চয়ই আমার মন ও নয়নের আনন্দ বিধান করিবার জন্য সাক্ষাৎ অমৃত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

কিবা প্রাণবল্লভ ইত্যাদি—আরও ভালরূপে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে হস্ত-পদ দেখা যায়। তখন ভাবিলেন, অমৃতের ত হস্ত-পদ নাই, ইনি অমৃত নহেন। তবে ইনি কে? সম্যক্রূপে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণবল্লভ, তাঁহার নয়নের আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।

"হে দেব"—ইত্যাদি শ্লোক-আবৃত্তির পরে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত "মারঃ স্বয়ং নু"—ইত্যাদি শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

৬৫। অন্ত্যলীলার মধ্যে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তদতিরিক্ত আরও অনেক লীলা আছে; তাহা প্রকাশ

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৬৬

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ-সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য-রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি-ভাবে প্রভু বশ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবসমূহের ন্যায় আরও অনেক ভাবের বশীভূত হইয়াই প্রভু আরও অনেক লীলা করিয়াছিলেন।

গুরু নানা ভাবগণ ইত্যাদি—নানাবিধ ভাব গুরুস্বরূপ; আর প্রভুর শরীর ও মন তাহাদের শিষ্যস্বরূপ। গুরু যাহা করান, শিষ্য যেমন তাহাই করে, ভাবগণ যাহা করায়, প্রভুর শরীর এবং মনও তাহাই করে। অর্থাৎ ভাবের বশীভূত হইয়াই মহাপ্রভু প্রলাপাদি করিয়া থাকেন। যখন ভাবের উদয় হয়, তখন প্রভুর আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তিনি সর্ব্বতোভাবে ভাবের অধীন হইয়া ভাবের অনুরূপ ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন। **তনু**—দেহ, শরীর। **নানা রীতে**—নানা-ভাবের বশে, নানারূপে।

যে সমস্ত ভাবের বশে প্রভুর দেহ-মন বিচলিত হইয়াছিল, তাহাদের কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছেন—"নির্ব্বেদ বিষাদ"—ইত্যাদিদ্বারা।

নির্ব্বেদ—মহাদুঃখ, বিরহ, ঈর্ষ্যা ও সদ্বিবেকাদিজনিত নিজের অবমাননা-জ্ঞানকে নির্ব্বেদ বলে।

মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৪ ॥

বিষাদ—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ-কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। ভ. র. সি. ২।৪।৮ ॥

হর্ষ—অভীষ্টবস্তুর দর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রফুল্লতাকে হর্ষ বলে। রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা, মোহ প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। ভ. র. সি. ২।৪।৭৮ ॥

ধৈর্য্য—ধৃতি। জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তমবস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (চাঞ্চল্যাভাব), তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্তবস্তু বা বিনষ্টবস্তুর জন্য দুঃখ হয় না।

ধৃতিঃস্যাৎপূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ। অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ভ. র. সি. ২।৪।৭৫ ॥

মন্যু—প্রণয়রোষ। দৈন্য ও চাপল্যের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। **এই নৃত্যে**—এই সকল ভাবের অধীন হইয়া ভাবোচিত বিকারাদি প্রকাশ করিতে করিতে।

৬৬। **চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি**—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত গীত। **রায়ের নাটকগীতি**—রায় রামানন্দের রচিত জগন্নাথবল্লভ-নাটক। **কর্ণামৃত**—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থ; ইহা শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত। **শ্রীগীতগোবিন্দ**—শ্রীজয়দেব রচিত গ্রন্থ।

নানাবিধ ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে, রায়রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভনাটক হইতে, শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে এবং শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে—স্বীয় ভাবের অনুকূল পদ ও শ্লোকাদি কখনও বা নিজে কীর্ত্তন করিতেন, আবার কখনও বা স্বরূপ-দামোদর বা রায়রামানন্দ কীর্ত্তন করিতেন, আর প্রভু শুনিয়া যাইতেন। **গায় শুনে**—প্রভু গাহিতেন এবং কখনও বা শুনিতেন।

৬৭। **পুরীর**—শ্রীপরমানন্দপুরীর। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু-শ্রীঈশ্বরপুরীর সতীর্থ (গুরুভাই); এই সম্বন্ধবশতঃ মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার বাৎসল্য-ভাব। **মুখ্য**—প্রধান। পুরীগোস্বামীর অন্যান্য ভাব থাকিলেও বাৎসল্যভাবই তাঁহাতে প্রধানরূপে বিরাজমান। **শুদ্ধ সখ্য**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিশূন্য বিশুদ্ধ-সখ্য। **মুখ্য**

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্যরসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥ ৬৮
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৬৯
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রসানন্দ—মধুরভাব। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে পরমানন্দপুরী-গোস্বামীর বাৎসল্যভাব, রামানন্দ-রায়ের সখ্যভাব, গোবিন্দ প্রভৃতির দাস্যভাব এবং গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতির মধুরভাব। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ভাবময়ী, সুতরাং এই সকল তাঁহাদের মনোগতভাব, বাহিরে প্রায় সকলেরই দাস্যভাব।

এই চারিভাবে প্রভু বশ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের মমতা (নিতান্ত নিজজন বলিয়া একটা ভাব) জন্মে; এই ভাবগুলি মমতাময় বলিয়া প্রভু এই কয় ভাবেই বশীভূত হয়েন।

৬৮। নির্ব্বেদাদি-ভাব সকল শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে প্রকটিত হওয়া যে অসম্ভব নয়, তাহার যুক্তি দেখাইতেছেন।

লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুরকে লীলাশুক বলে। **মর্ত্ত্যজন**—মর্ত্ত্যের লোক, মানুষ। **তার**—বিল্বমঙ্গলের। **তার হয় ভাবোদ্গম**—বিল্বমঙ্গলে যে নানাবিধ ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ করিলেই বুঝা যায়। **ভাবোদ্গম**—ভাবের উদয়।

ঈশ্বরে—মহাপ্রভুতে। **কি ইহা বিস্ময়**—ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? **তাতে মুখ্য রসাশ্রয়**—তাহাতে আবার তিনি (মহাপ্রভু) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাতে সমস্তভাবই বর্ত্তমান; শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া মহাভাবের আশ্রয় হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাতেও সমস্ত ভাবের উদ্গমই সম্ভব।

শ্রীবিল্বমঙ্গল মর্ত্ত্যলোকবাসী মানুষ; তাঁহার মধ্যেই যখন নির্ব্বেদাদি বিবিধ ভাবের উদয় হইতে পারে, তখন অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুতে যে এ সকল ভাবের উদ্গম হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বিশেষতঃ তিনি (মহাপ্রভু) যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকার মধুরভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহাতে যে সকল ভাবেরই বিকাশ হইবে, ইহাত নিতান্তই সম্ভব।

৬৯। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কেন এবং কিরূপে মুখ্যরসাশ্রয় হইলেন, তাহা বলিতেছেন।

পূর্ব্বে—পূর্ব্বলীলায়; দ্বাপরে। **ব্রজবিলাসে**—ব্রজলীলায়।

যেই তিন অভিলাষে—শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা, নিজের মাধুর্য্য এবং নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা কিরূপ আনন্দ পান, আশ্রয়রূপে এই তিনটী বস্তু আস্বাদন করিবার জন্য তিনটী অভিলাষ। **যত্নেহ আস্বাদ না হইল**—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় মাত্র; তাঁহাতে আশ্রয়-জাতীয় ভাব না থাকায় শত চেষ্টা করিয়াও ব্রজলীলায় ঐ তিনটী অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

ভাবসার—ভাবের সার; শ্রেষ্ঠভাব; মাদনাখ্যমহাভাব। বর্ত্তমান কলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবসার অঙ্গীকার-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী বস্তুর আস্বাদন করিলেন।

৭০। প্রভু সেই তিন বস্তু নিজে আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদনের উপায় শিক্ষা দিলেন। **প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী**—প্রভু প্রেমচিন্তামণিধনে ধনী। **প্রেমচিন্তামণি**—প্রেমরূপ চিন্তামণি। চিন্তামণির নিকট যেমন যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, প্রেমের নিকটও যে যাহা চায়, তাহাই পায়।

এই গুপ্তভাব-সিন্ধু,　ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
　হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার,　ঐছে দাতা নাহি আর,
　গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে ॥ ৭১
কহিবার কথা নহে,　কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
　ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।

সে-ই সে বুঝিতে পারে,　চৈতন্যের কৃপা যারে,
　হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৭২
চৈতন্য-লীলা-রত্নসার,　স্বরূপের ভাণ্ডার,
　তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল,　তাহা ইহা বিবরিল,
　ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাহি জানে ইত্যাদি—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রভু যাহাকে-তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১। **গুপ্তভাবসিন্ধু**—ভাবরূপসিন্ধু (সমুদ্র), যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগেই গুপ্ত ছিল। কেবল কলিযুগে পরমদয়াল মহাপ্রভু কৃপা করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য ব্যক্ত করিয়াছেন। **ভাব**—ব্রজভাব, ব্রজপ্রেম। **ব্রহ্মা না পায়**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যে জাতীয় প্রীতি, ব্রহ্মার পক্ষে তাহা একান্ত দুর্লভ ছিল। তাই ব্রহ্মমোহন-লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিয়া ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"অনাদিকাল হইতে অন্বেষণ করিয়াও শ্রুতি যাঁহার পদরেণুর সন্ধান পান নাই, সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যে গোকুলবাসিগণ প্রেমপ্রভাবে নিতান্ত আপন-জন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও একজনের চরণরেণু লাভ করিতে পারিলেই আমি ধন্য হইতে পারি; তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি যে বৃন্দাবনস্থ তৃণাদির মধ্যে, অথবা গোকুলে বৎসাদির মধ্যে জন্মলাভের সৌভাগ্য আমার যেন হয়; তাহা হইলে হয়তো ব্রজবাসীদের চরণরেণু লাভের ভূরিভাগ্য আমার হইতে পারে। তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪॥"

৭২। শ্রীচৈতন্যলীলা কথায় ব্যক্ত করার বিষয় নহে; এই লীলা এমনি অদ্ভুত যে তাঁহার কৃপা না হইলে অন্যের নিকটে শুনিলেও কেহ বুঝিতে পারে না।

হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ—শ্রীচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত যখন তাঁহার লীলা বুঝিবার শক্তিই হয় না, তখন তাঁহার দাসানুদাসের সঙ্গই প্রার্থনীয়; কারণ, তাঁহার দাসের কৃপা হইলেই তাঁহার কৃপা হইতে পারে।

৭৩। **রত্নসার**—শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যের শেষলীলাগুলি বহুমূল্য রত্নস্বরূপ; তাহা স্বরূপ-দামোদরের ভাণ্ডারে জমা ছিল। স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী তাঁহার ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি লীলারত্ন লইয়া তদ্দ্বারা মালা গাঁথিয়া রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা সমস্ত স্বরূপ-দামোদরগোস্বামী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তিনি কৃপা করিয়া রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীকে ঐ সমস্ত লীলা জানাইয়াছিলেন। আমি (গ্রন্থকার) সেই সকল লীলার মধ্যে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিলাম। (ইহাদ্বারা গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন যে, তিনি যে অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতেছেন, তাহা কল্পিত নহে, ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা রঘুনাথদাস-গোস্বামীরও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। স্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চায় প্রভুর শেষলীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধান-কালে স্বরূপদামোদর এই কড়চা যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য রঘুনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে আসার সময়ে রঘুনাথ যে সেই কড়চা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত যেন এই ত্রিপদীতে পাওয়া যায়।

যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৭৪

নাহি কাঁহাসো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগদ্বেষ, তাহাঁ হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৪। **গ্রন্থ**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। **শ্লোকময়**—যাহাতে অধিক-সংখ্যক সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। **ইতর জন**—যাহারা সংস্কৃত জানে না।

এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; এজন্য যদি কেহ বলে,—গ্রন্থে এত সংস্কৃতশ্লোক দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা সংস্কৃত জানে না, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন **—প্রভুর যেই আচরণ** ইত্যাদি—প্রভু যেরূপ যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপই বর্ণনা করিলাম। তাহাতে যেখানে শ্লোক দেওয়ার দরকার সেখানে তাহাই দিয়াছি; প্রভু নিজে যে সকল শ্লোক বলিয়াছেন, তাহাত দিতেই হইয়াছে। ইহাতে যদি সকলে বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলেই বা আমি কি করিব? আমিত সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না? সকল পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য সংস্কৃত-শ্লোকাদি কম দিতে হইলে, মহাপ্রভুর লীলা সুচারুরূপে বর্ণিত হয় না। **সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে**—সকলের মন সন্তুষ্ট করিতে পারি না।

৭৫। **কাঁহাসো**—কাহারও সহিত। **বিরোধ**—শত্রুতা। **কাঁহা অনুরোধ**—কাহারও অনুরোধ। **সহজবস্তু**—প্রকৃত তত্ত্ব; কোনও স্থানে অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বাড়াইয়াও লেখা হয় নাই, কোনও স্থানে বিকৃত করার ইচ্ছায় কিছু বাদ দেওয়াও হয় নাই। ঠিক যাহা আছে, বা যাহা হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল।

যাহারা সংস্কৃত জানে না, তাহারা বুঝিতে না পারুক—এই উদ্দেশ্যেই যে এই গ্রন্থে বেশী বেশী সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ, তাহাদের সহিত আমার কোনও বিরোধও নাই, আর বেশী বেশী শ্লোক দেওয়ার জন্য আমাকে কেহ অনুরোধও করেন নাই। তবে আমি কেবল সহজ-বস্তুই বর্ণনা করিয়াছি; অর্থাৎ যাহা যেমন যেমন হইয়াছে, তাহা ঠিক তেমন তেমন ভাবেই বিবৃত করিয়াছি, কোনওরূপে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করি নাই।

রাগদ্বেষ—রাগ এবং দ্বেষ। **রাগ**—অনুরাগ অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা, অপরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা। **দ্বেষ**—অপরের প্রতি হিংসা বা ঈর্ষ্যা; বিদ্বেষ। কোন কোন গ্রন্থে "রাগোদ্দেশ" পাঠ আছে; সেই স্থলে রাগোদ্দেশ—"রাগরূপ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যকে সন্তুষ্ট করাই যদি উদ্দেশ্য হয়," এইরূপ অর্থ হইবে।

তাহাঁ হয় আবেশ—ঐ রাগে বা দ্বেষেতে চিত্তের আবেশ হয়, অর্থাৎ অপরের চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা বা অপরের প্রতি বিদ্বেষের ভাবেই মন পূর্ণ থাকে; সুতরাং মনের স্বাভাবিক নিরপেক্ষ ভাব থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, **'সহজ বস্তু না যায় লিখন'**—অর্থাৎ যথাযথ তত্ত্ব ঠিকমত লিখিতে পারা যায় না—তখন সত্যের অপলাপ হয়।

যাহারা সংস্কৃত জানে না, তাহারা যেন বুঝিতে পারে, এরূপ ভাবে গ্রন্থ লিখিতে গেলে যে প্রভুর লীলা সুচারুরূপে লিখিত হইত না, ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন, "যদি হয় রাগদ্বেষ" ইত্যাদি, অর্থাৎ যদি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অথবা কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য কিছু লিখিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে মনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না; মন যদি বিদ্বেষে পূর্ণ থাকে, তবে যার প্রতি বিদ্বেষ থাকে, সে যাহাতে বুঝিতে না পারে, অথবা তার যাহাতে গ্লানি হয়, এরূপ কথাই লিখিত হয়, প্রকৃত তত্ত্ব লেখা যায় না। অথবা, যদি কাহারও মনস্তুষ্টির ইচ্ছাই প্রবল থাকে, তাহা হইলেও লেখকের মনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। যথাযথ ঘটনার একটু এদিক্ ওদিক করিয়া লিখিলে যদি সে সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়, তবে তখন ঐ ঘটনা একটু এদিক ওদিক করিয়াই লিখিত হয়। এমতাবস্থায়ও যথাযথ তত্ত্ব লিখিতে পারা যায় না অর্থাৎ **"সহজ বস্তু না যায় লিখন।"**

যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥ ৭৬
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন ?
ইহাঁ শ্লোক দুই-চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ? ॥ ৭৭
শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকি যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৭৮
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি, এ বড় বিস্ময় ॥ ৭৯
এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৬। **যে বা নাহি বুঝে কেহ** ইত্যাদি—সংস্কৃত জানে না, কিম্বা ভাল লেখাপড়া জানে না, এই গ্রন্থ যে তাহারা একেবারেই বুঝিতে পারিবে না, এমন নহে। শ্রীচৈতন্যচরিত্রের এমনই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, যদিও কেহ প্রথমে না বুঝুক, সেও এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, রসের রীতি জানিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণেও তাঁহার প্রীতি জন্মিবে। বুঝিবার শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, এই গ্রন্থ শুনিলে তাহাতেই তাহার উপকার হইবে। ইহা এই গ্রন্থের বস্তুগত-শক্তি। বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না।

৭৭। এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক আছে বলিয়াই যে কেহ বুঝিতে পারিবে না, এমন কথা হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—"**ভাগবত শ্লোকময়**" ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীমদ্ভাগবত সমস্তই সংস্কৃত শ্লোকে পরিপূর্ণ, সংস্কৃত ব্যতীত তাহাতে সাধারণের বোধগম্য বাঙ্গালা-ভাষা মোটেই নাই। যদি বল টীকার সাহায্যে ভাগবত বুঝিবে, তাহাও নয়; কারণ, তাহার টীকাও সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত, বাঙ্গালা-ভাষায় নহে। তথাপি লোকে ভাগবত বুঝিয়া থাকে। আর এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ত সম্পূর্ণ সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত নহে, বাঙ্গালা-ভাষায়ই লিখিত; মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনবশতঃ দু'চারিটী সংস্কৃত-শ্লোক বসান হইয়াছে মাত্র। আবার যে কয়টী শ্লোক দিয়াছি, আমি (গ্রন্থকার) ত বাঙ্গালা-ভাষায় তাহার অনুবাদও দিয়াছি; তথাপি লোকে ইহা বুঝিতে পারিবে না কেন ?

তার ব্যাখ্যা ভাষা করি—যে দু'চারিটী শ্লোক দিয়াছি, বাঙ্গালা-ভাষায় তাহার ব্যাখ্যাও দিয়াছি; অর্থাৎ সংস্কৃত-শ্লোক না বুঝিলেও চলিবে, কারণ বাঙ্গালা-পদ্যাদিতেই তাহার মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে।

৭৮। **ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়**—শেষ-লীলার যে যে বিষয় এস্থলে সূত্ররূপে উল্লেখমাত্র করা হইল, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হয়।

আয়ুঃশেষ—আয়ুর শেষ (বা অবশেষ); আয়ুর কিছু অবশিষ্ট। **থাকে যদি** ইত্যাদি—যদি বাঁচিয়া থাকি এবং যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তাহা হইলে প্রভুর শেষ-লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

৭৯। বার্দ্ধক্যবশতঃ কবিরাজ-গোস্বামী যে গ্রন্থ-লিখনে প্রায় অসমর্থই হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। **জরাতুর**—জরা (বা বার্দ্ধক্যবশতঃ) আতুর—(কাতর)। **মনে কিছু** ইত্যাদি—স্মরণ-শক্তিও কিছু নষ্ট হইয়াছে। **না দেখিয়ে** ইত্যাদি—চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না। **তভু লিখি** ইত্যাদি—আমার পক্ষে গ্রন্থ লিখা অসম্ভব; তথাপি যে লিখিতেছি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপা এবং বৈষ্ণববর্গের কৃপাতেই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে—ইহাই ধ্বনি।

৮০। **এই অন্ত্যলীলা সার**…**ভক্তগণধন**—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা ভক্তগণের অতি প্রিয় বস্তু; গ্রন্থ শেষ

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥ ৮১
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সভার শ্রীচরণ,
সভে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপগোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ৮২
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সভার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক ভূষণ ॥ ৮৩
পাঞা যার আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস ॥
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের একবিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্য-
লীলাসূত্র-বর্ণনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

না হইতে আমার মৃত্যু হইলে আর বর্ণনা করা হইবে না, এই জন্য এস্থলেই অন্ত্যলীলার সূত্র করিলাম এবং তন্মধ্যে কিছু কিছু বিস্তার করিয়াও লিখিলাম।

মধ্যলীলার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কেন অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন করিলেন, এস্থলে তাহার হেতু বলা হইল।

৮২। **স্বরূপ-গোসাঞির মত** ইত্যাদি—এই গ্রন্থে কবিরাজ-গোস্বামী যে নিজের কল্পিত কোনও কথা লেখেন নাই, স্বরূপ-দামোদর যাহা জানিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী যাহা জানিয়াছেন, অথবা শ্রীরূপগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী নিজেরা যাহা যাহা জানেন, মাত্র তাহাই যে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—একথাই গ্রন্থকার বলিতেছেন।

৮৪। **চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা একটা বিশাল-সমুদ্র-বিশেষ। এই সমুদ্রে যে তরঙ্গ (ঢেউ) উত্থিত হয়, তাহার একবিন্দু লইয়া সেই বিন্দুরও আবার ক্ষুদ্র একটী কণিকা মাত্র কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

সিন্ধু—সমুদ্র। **কল্লোল**—তরঙ্গ, ঢেউ।

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

চব্বিশবৎসর-শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু কহিলা সন্ন্যাস ॥ ২
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৩
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন্যাসমিতি। যো গৌরঃ ন্যাসং সন্ন্যাসাশ্রমং বিধায় কৃত্বা উৎপ্রণয়ঃ আনন্দিতঃ সন্ বৃন্দাবনং গন্তুমনা গন্তুং মনো যস্য তথাভূতঃ ভ্রমাৎ প্রেমবিহ্বলাৎ রাঢ়ে রাঢ়দেশে ভ্রমন্ পর্য্যটন্ শান্তিপুরীং শ্রীঅদ্বৈতভবনং অয়িত্বা গত্বা ভক্তৈঃ সহ ইহ শান্তিপুর্য্যাং ললাস শোভিতবান্ তং গৌরং নতোঽস্মি ইতি। শ্লোকমালা ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, বৃন্দাবন-গমনাবেশে প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ এবং শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বিলাসাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ গৌরঃ (যেই গৌরচন্দ্র) অথ (অতঃপর—চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকার পর) ন্যাসং (সন্ন্যাস) বিধায় (গ্রহণ করিয়া) উৎপ্রণয়ঃ (উচ্ছলিত-প্রেমা) [সন্] (হইয়া) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবনে) গন্তুমনা (গমনাভিলাষী) [সন্] (হইয়া) ভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ—প্রেমবিহ্বলতাজনিত ভ্রমবশতঃ) রাঢ়ে (রাঢ়দেশে) ভ্রমন্ (ভ্রমণ করিতে করিতে) শান্তিপুরীং (শান্তিপুরে) অয়িত্বা (গমন করিয়া) ইহ (এস্থানে—শান্তিপুরে) ভক্তৈঃ (ভক্তগণের সহিত) ললাস (বিলাস করিয়াছিলেন), তং (তাহাকে—সেই গৌরচন্দ্রকে) নতঃ অস্মি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। (চব্বিশ বৎসর যাবৎ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের) পরে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমোচ্ছ্বাসবশতঃ বৃন্দাবনগমনাভিলাষী হইয়া (প্রেমবিহ্বলতাজনিত) ভ্রমবশতঃ রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুরে গমন করিয়া ভক্তগণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি। ১

এই শ্লোকে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সংক্ষেপে এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

২। ১।৭।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষদিনে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন।

৩। **সন্ন্যাস করি** ইত্যাদি—পরবর্ত্তী ৭ম পয়ার দ্রষ্টব্য। **রাঢ়দেশে** ইত্যাদি—প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান না থাকায় তিন দিন পর্য্যন্ত প্রভু কেবল এক রাঢ়দেশেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

৪। **এই শ্লোক**—নিম্নোক্ত "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোক। **পড়ি**—আবৃত্তি করিতে করিতে। **ভাবের আবেশে**—শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **ভ্রমিতে**—ভ্রমণ করিতে করিতে। **পবিত্র কৈল**

তথা হি (ভা. ১১।২৩।৫৭)—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনেযা চ মম পরমাত্মনিষ্ঠা শ্রীমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবণং বিনা সোপদ্রবৈব জাতা। যদীদৃশো নানাবিচারোঽপি তন্নিষ্ঠায়ামুপদ্রব এবেত্যন্তে তন্নিষেবামলব্ধ্যেব বিবিনক্তি এতামিতি। তস্মাদ্‌ভবতা সাঙ্খ্যেবোক্তং ঋতে তদ্ধর্ম্ম-নিরতানিতি শ্রীভগবতো ভাবঃ ॥ শ্রীজীব ॥

অতোঽহমপি অনয়ৈব পরমাত্মনিষ্ঠয়া তরিষ্যামীত্যাহ এতামিতি সোঽহমিত্যন্বয়ঃ। নন্বিয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেৎ তত্রাহ মুকুন্দেতি। স্বামী ॥ পরমাত্মনিষ্ঠাং দেহদৈহিকাভিমানেভ্যঃ পরঃ শুদ্ধো য আত্মা জীবস্তস্য নিষ্ঠাং বিচারিতলক্ষণং স্বরূপং কেবলং আস্থায়েতি পরমাত্মনিষ্ঠায়ামেতস্যাং মম আ ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব, তমঃ সংসারন্তু মুকুন্দাঙ্ঘ্রি সেবয়ৈব তরিষ্যামি নত্বনয়েত্যর্থঃ এব-কারাল্লভ্যতে নন্থ তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করোষি তত্রাহ পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ অতঃ প্রবুদ্ধস্য ভয়াভাবাৎ ॥ সোঽহমিত্যন্বয়াভিধানাৎ স আস্থায়েত্যেব স্বামিসম্মতঃ পাঠো নতু সমাস্থায়েতি। অন্যাবেশপরিত্যাগায় তস্যা নিষ্ঠায়া আস্থামাত্রং তমস্তরণন্তু মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব তাং বিনা তস্যাঃ সোপদ্রবত্বাদিত্যুপসংহারে ভক্তিরেব পর্য্যবসায়িতা ॥ দীপিকাদীপনম্ ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইত্যাদি—প্রভুর চরণস্পর্শে সমস্ত রাঢ়দেশ পবিত্র হইয়া গেল। প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে "এতাং স আস্থায়"—ইত্যাদি শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কর্ণপুর তাঁহার নাটকেও এইরূপই লিখিয়াছেন। ৫। ১ ॥

শ্লো। ২। অন্বয়। সঃ (সেই) অহং (আমি) পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীন) মহদ্ভিঃ (মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক) অধ্যাসিতাং (পরিষেবিত) এতাং (এই) পরাত্মনিষ্ঠাং (পরাত্মনিষ্ঠা—জীবাত্মার স্বরূপ) আস্থায় (অবলম্বন করিয়া) মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়া (শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাদ্বারা) এব (ই) দুরন্তপারং (দুস্তরণীয়) তমঃ (সংসার) তরিষ্যামি (উত্তীর্ণ হইব)।

অনুবাদ। পূর্ব্বতন-মহাপুরুষগণের পরিষেবিত এই পরাত্মনিষ্ঠাকে (জীবাত্মার স্বরূপকে) অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র শ্রীমুকুন্দচরণ-সেবাদ্বারাই সেই আমি দুস্তর-সংসার উত্তীর্ণ হইব। ২

অবন্তীনগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত কৃপণও ছিলেন। দেবতা-পিতৃপুরুষাদির জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, অতিথি-অভ্যাগতের জন্য, এমন কি নিজের জন্যও বিশেষ কিছু ব্যয় করিতেন না। ইহাতে স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, কিছুকাল পরে দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল; সর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন; এদিকে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গও তাঁহাকে বিশেষ উপেক্ষা করিতে লাগিল; এরূপ অবস্থায়, বোধ হয় পূর্ব্বসুকৃতি-বলে, ব্রাহ্মণের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তপস্যা করার অভিপ্রায়ে, মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তিনি ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় করিলেন এবং ভিক্ষার নিমিত্ত নিঃসঙ্গভাবে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রামস্থ দুষ্টলোকগণ নানা প্রকারে তাঁহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে লাগিল, নানাভাবে তাঁহার অপমানাদি করিতে লাগিল; তিনি কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলেন না—তিনি এ সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন ও অপমানাদিকে নীরবে তাঁহার ভোক্তব্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং নানাবিধ যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক বিচার করিয়া তিনি স্থির করিলেন—"এ সমস্ত দুষ্টলোক স্বরূপতঃ তাঁহার দুঃখের কারণ নয়; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গ্রহ, কর্ম্ম, কালও তাঁহার দুঃখের কারণ নয়; একমাত্র মনই সুখ-দুঃখের কারণ; মনই সত্ত্বাদি-গুণবৃত্তি সকলের সৃষ্টি করে, এই সকল গুণবৃত্তি হইতেই সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মসকল উদ্ভূত হয়; এই গুণজাত কর্ম্মসকল হইতেই সুখ-দুঃখের উদ্ভব হয়; এই সকল সুখ-দুঃখ মনে সংক্রামিত হয়। আবার দেহের মধ্যে মনেরই প্রাধান্য বলিয়া দেহেও সেই সমস্ত সুখ-দুঃখ সংক্রামিত হইয়া থাকে। জীবাত্মা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু—প্রকৃতির অতীত ; সুতরাং প্রকৃতি-গুণজাত সুখ-দুঃখ স্বরূপতঃ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কিন্তু এতাদৃশ আত্মা মনকে এবং মনঃ-প্রধান দেহকে আত্মরূপে—নিজ হইতে অভিন্নরূপে—বিবেচনা করিয়া মনেরই গুণের সঙ্গে এবং প্রকৃত-গুণজাত কর্ম্মাদির সঙ্গে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং কর্ম্ম-ফলানুসারে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে—মনে এবং মন হইতে দেহে সংক্রামিত সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ মনে করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং মনকে সংযত করিতে পারিলেই সকল দিকে মঙ্গল হইতে পারে ; দেহের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করা ভ্রান্তি মাত্র ; নিজের—আত্মার—সুখও নাই, দুঃখও নাই ; জীবাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, অপ্রাকৃত চিন্ময়বস্তু—প্রকৃতির গুণ-স্পর্শশূন্য মনকে সংযত করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি ধ্বংস করিতে পারিলেই জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে।" জীবাত্মার স্বরূপলক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ "এতাং স আস্থায়"—ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন ; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণকালে তিনি সর্ব্বদাই ঐ শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেন।

এতাং—এই ; পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিমূলক বিচারপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, সেই সিদ্ধান্তানুরূপ। **পরাত্মনিষ্ঠাং**—পর+আত্মা=পরাত্মা ; তাহার নিষ্ঠা। পর—প্রকৃতির পর, দেহ-দৈহিক-অভিমানের পর ; প্রকৃতির অতীত ; দেহ-দৈহিকাদি-অভিমানের অতীত ; অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুদ্ধ ; এই দেহই আমি—কিম্বা এই দেহ আমার—দেহস্থিত এই হস্তপদাদি আমার—এই ধন-সম্পত্তি আমার—ইত্যাদিরূপ কোনও অভিমানই স্বরূপতঃ নাই যাহার—এরূপ যে আত্মা—জীব বা জীবাত্মা, তাহাই হইল পরাত্মা, প্রকৃতির গুণ-সংস্পর্শশূন্য শুদ্ধ আত্মা। তাহার নিষ্ঠা—স্বরূপলক্ষণ (চক্রবর্ত্তী) ; নিতরাং স্থিতি যত্র, চরম-স্থিতি যাহাতে—এই অর্থে নিষ্ঠা স্বরূপ-লক্ষণ হইতে পারে ; কারণ, প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ লক্ষণে চরম-স্থিতি। এইরূপে পরাত্মনিষ্ঠা হইল—শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ-লক্ষণ ; তাহাকে **আস্থায়**—আ (ঈষৎ)+স্থায় (থাকিয়া) ; কিঞ্চিৎ অবলম্বন করিয়া ; জীবাত্মার স্বরূপ-লক্ষণে মনকে স্থাপন করিয়া। অথবা পরাত্মায় (প্রকৃতিস্পর্শশূন্য) শুদ্ধ জীবাত্মায় যে নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা), তাহাকে আস্থায় (অবলম্বন করিয়া)—অন্যবিষয়ে আবেশ পরিত্যাগের নিমিত্ত জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপে আস্থা স্থাপন করিয়া (দীপিকাদীপন) ; কিন্তু এইরূপ নিষ্ঠা—আস্থা বা শ্রদ্ধা—কিরূপে হইতে পারে? **মুকুন্দাঙ্ঘ্রিং নিষেবয়ৈব**—শ্রীমুকুন্দের চরণ-সেবাদ্বারা ; শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ব্যতীত জীবাত্মার শুদ্ধ-স্বরূপে আস্থাও রাখা যায় না, শুদ্ধ-স্বরূপের উপলব্ধিও হয় না ; জীবাত্মার শুদ্ধ-স্বরূপের বিবরণটী জানিয়া রাখা যায় বটে ; কিন্তু অবিদ্যার কবল হইতে মনকে মুক্ত করিতে না পারিলে জীবাত্মার স্বরূপে নিষ্ঠা বা অবিচলিত আস্থা রক্ষা করা যায় না, নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া এই আস্থাকে উপক্রত—বিচলিত—করিতে থাকিবে ; কিন্তু অবিদ্যার কবল হইতে মনকে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে—জীব নিজের চেষ্টায় তাহা পারে না ; অবিদ্যা হইল ভগবৎ-শক্তি, ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন এই শক্তিকে অপসারিত করেন, তখনই জীব ইহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে ; তজ্জন্য ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হওয়া দরকার। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।—আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া ; যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, কেবলমাত্র তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। গীতা। ৭।১৪॥" তাই বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র মুকুন্দ-চরণ-সেবা দ্বারাই জীবাত্মার স্বরূপে নিষ্ঠা—অবিচলিত আস্থা—রাখা যাইতে পারে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও নামের উল্লেখ না করিয়া "মুকুন্দ" নামের উল্লেখেরও সার্থকতা আছে। মুক্তি দান করেন যিনি, তিনি মুকুন্দ—ইহাই মুকুন্দ-শব্দের অর্থ ; মায়ার কবল হইতে মনকে মুক্ত করিয়া স্বরূপের নিষ্ঠার যোগ্যতা দান করিতে পারেন যিনি, এইরূপ যে ভগবান মুকুন্দ, তাঁহার চরণ-সেবা। তিনি সংসার হইতে মুক্তি দিতে পারেন—তাই বলা হইয়াছে, এই মুকুন্দচরণ-সেবাদ্বারাই **দুরন্তপারং**—দুস্তর, গীতোক্ত "দুরত্যয়", **তমঃ**—মায়া বা সংসার **তরিষ্যামি**—উত্তীর্ণ হইব, মুকুন্দের কৃপায়। মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়া এব—এই **এব**—শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেহই সংসারমুক্ত হইতে পারে না ; তাহার প্রমাণ—পূর্ব্বোদ্ধৃত "দৈবীহ্যেষা" ইত্যাদি গীতোক্ত শ্লোক। **স অহং**—

প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ ৫
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ ॥ ৬
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই আমি। ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"যেই আমি দেহ-দৈহিকাভিমানে এতই মুগ্ধ ছিলাম যে অতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও—দেবতা-পিতৃলোকাদির উদ্দেশ্যে, অতিথি-অভ্যাগতের উদ্দেশ্যে, স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যেও একটি পয়সা খরচ করিতে পারি নাই—এমন কি নিজের আহার-বিহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদেও যথেষ্ট কৃপণতা করিয়াছি—সেই আমিও—শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক, এই যে পরাত্মনিষ্ঠার কথা বলা হইল, তাহা কিরূপ। **পূর্ব্বতমৈঃ মহর্ষিঃ** অধ্যাসিতাম্—পূর্ব্বতম বা প্রাচীন মহাজন (বা মহর্ষিগণ) কর্তৃক অধ্যাসিত (আচরিত বা উপদিষ্ট)। প্রাচীন মহাজনগণও জীবাত্মার স্বরূপে নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা তদনুরূপ উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"পরমাত্মনিষ্ঠায়ামেতস্যাং মম আ ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব, তমঃ সংসারন্তু সেবয়ৈব, নত্বনয়েত্যর্থঃ এবকারাল্লভ্যতে। নম্বু তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করোষি তত্রাহ পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি।—এই পরাত্মনিষ্ঠায় আমার কিঞ্চিৎ স্থিতিমাত্রই আছে,—কিন্তু ইহাদ্বারা—এই পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিদ্বারা—সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না, সংসার হইতে উদ্ধার পাইব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাদ্বারা; শ্লোকস্থ এব-কারদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। আচ্ছা, পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিদ্বারা যদি সংসার-মুক্ত না হওয়াই যায়, তাহা হইলে পরাত্মনিষ্ঠার স্থিতিই বা কেন? উত্তরে বলিতেছেন—প্রাচীন মহাজনগণ এরূপ আচরণ করিয়াছেন এবং এরূপ উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রাচীন মহাজনগণের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনার্থই পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতি, সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত নহে।" কিন্তু পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতি যে ঐকান্তিকভাবে অথবা স্বীয় ভাবানুকুলভাব শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবায় আনুকূল্য বিধান করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়াই ভগবৎ-সেবার চেষ্টা করিতে পারে; যে পর্য্যন্ত স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহার সাধন-ভজন বিঘ্নসঙ্কুল—উপদ্রবময়ই হইয়া থাকে, সেই পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতি সম্ভব হইতে পারে না; সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন যখন দূরীভূত হয়, চিত্তের মলিনতা যখন সম্যক্‌রূপে অপসারিত হয়, তখনই জীবের স্বরূপে স্থিতি—স্বরূপের উপলব্ধি—সম্ভব হইতে পারে এবং তখনই তিনি শ্রীভগবৎ-সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। এরূপে, পরাত্মনিষ্ঠ সংসারমুক্তির মুখ্য কারণ না হইলেও গৌণ বা পরম্পরাক্রমলব্ধ কারণ হইতে পারে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে—যিনি জীবাত্মার স্বরূপটী জানিয়ামাত্র রাখিয়াছেন, সেই স্বরূপেই উপলব্ধির নিমিত্ত কোনওরূপ সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানই করেন না, তাঁহার সংসার-মুক্তি সুদূর-পরাহত।

শ্রীধরস্বামিচরণ বলেন—"অহমপি অনয়ৈব পরমাত্মানিষ্ঠয়া তরিষ্যামীত্যাহ। নম্বু ইয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেৎ তত্রাহ মুকুন্দেতি।—পূর্ব্বমহাজনগণের ন্যায়, আমিও এই পরাত্মনিষ্ঠাদ্বারাই সংসার উত্তীর্ণ হইব; কিন্তু কিরূপে এই নিষ্ঠা জন্মিবে? উত্তরে বলিতেছেন—মুকুন্দচরণ-সেবাদ্বারা।"

৫। সাধু—উত্তম। **ভিক্ষুর**—ভিক্ষুকের; অবন্তীনগরবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের। প্রভু বলিলেন—এই ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলিলেন, তাহা অতি উত্তম; কারণ, তিনি **মুকুন্দ-সেবনব্রত** ইত্যাদি—মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই যে জীবের একমাত্র ব্রত, ইহা (ভিক্ষু) নির্দ্ধারিত করিলেন। মুকুন্দসেবাকে ব্রত বলার তাৎপর্য্য এই যে ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে অনিষ্ট হয়। ৫-৭ পয়ার প্রভুর উক্তি।

৬-৭। ৬ষ্ঠ পয়ারে "এতাং স আস্থায়" শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন, প্রভু।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরাত্মনিষ্ঠা—প্রকৃতির পর (অতীত), দেহ-দৈহিকাভিমানের পর (অতীত) যে শুদ্ধ আত্মা, তাহার নিষ্ঠা, বিচারিত লক্ষণ স্বরূপ। আত্মা প্রকৃতির অতীত, শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু, স্বরূপতঃ, আত্মার কোন সুখ-দুঃখ নাই—ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জীবাত্মা (শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বেশ**—প্রবেশ (শব্দকল্পদ্রুম); (প্রবেশদ্বারা স্থিতিও সূচিত হয়; সুতরাং এস্থলে বেশ অর্থ)—স্থিতি। **বেশধারণ**—স্থিতিধারণ। **পরাত্মনিষ্ঠামাত্র ইত্যাদি**—দেহাস্তিতিরিক্ত আত্মা যে সুখ-দুঃখের অতীত এক শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু, তাহাতে আমার স্থিতিমাত্র বা আস্থামাত্র আছে, সংসার হইতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত আমি কেবল এই আস্থার উপর নির্ভর করি না; কারণ, **মুকুন্দ-সেবায়** ইত্যাদি—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই জীব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। (ইহা চক্রবর্ত্তিপাদ-সম্মত ব্যাখ্যা. শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার অনুরূপ অন্বয়:—পরাত্মনিষ্ঠায় বেশ (স্থিতি) ধারণমাত্র: মুকুন্দসেবায়ই সংসার তারণ হয়।

অথবা, বেশধারণ—প্রবেশধারণ, প্রবেশ করণ; পূর্ব্বমহাজনদের আচরিত পন্থায় প্রবেশকরণ। সেই পথটী কি? **পরাত্মনিষ্ঠামাত্র**—পূর্ব্ব মহাজনদের অধ্যুসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ পথে প্রবেশকরণ; পরাত্মনিষ্ঠার অবলম্বন। যেহেতু, তদ্দ্বারাই সংসার-মুক্তি হইবে; এই পরাত্মনিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মুকুন্দসেবা ইত্যাদি। (ইহা স্বামিপাদ-সম্মত ব্যাখ্যা। শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাখ্যার অনুরূপ অন্বয়:—(পূর্ব্ব মহাজনদের অধ্যুসিত) পরাত্মনিষ্ঠামাত্ররূপ (পন্থায়) বেশ (প্রবেশ) ধারণ (করিয়া) মুকুন্দসেবায় সংসার-তারণ হয়।

সেই বেশ কৈল ইত্যাদি—সেই পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিমাত্র গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে সংসার-মুক্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিব (চক্রবর্ত্তীর সম্মত ব্যাখ্যানুরূপ)। **অথবা**, পূর্ব্ব মহাজনদের অবলম্বিত পরাত্মনিষ্ঠার পন্থা আমিও অবলম্বন করিলাম; এক্ষণে সেই পথে সুষ্ঠুভাবে অবস্থানের নিমিত্ত এবং তদ্দ্বারা সংসার-মুক্তির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিব (স্বামিপাদের সম্মত ব্যাখ্যার অনুরূপ)।

যাহা হউক, ৬ষ্ঠ পয়ারকে "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ মনে করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে; কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় অনেকটী নূতন-শব্দের অধ্যাহার করিতে হয়; অধিকন্তু একটু কষ্টকল্পনারও যেন আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ৬ষ্ঠ পয়ারকে শ্লোকের অনুবাদ মনে না করিলে **অন্যরূপ অর্থও** করা যাইতে পারে; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। এই অর্থ শ্লোকের অনুবাদ না হইলেও শ্লোকের মর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ধননাশে অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তাঁহার বৈরাগ্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, দুষ্টলোক-কৃত অত্যাচার-উৎপীড়ন-অবমাননাদি—এমন কি স্বীয়গাত্রে মলমূত্র-নিষ্ঠীবন-ত্যাগাদিও—তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; এ সমস্ত অত্যাচারাদিজনিত দুঃখ তাঁহার দেহের মাত্র—পরন্তু তাঁহার নহে—এরূপ নিশ্চিত ধারণাবশতঃই তিনি অবিচলিত থাকিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার এরূপ অবস্থা হইতেই বুঝা যায়, দেহ দৈহিক-বস্তুতে তাঁহার কোনওরূপ অভিনিবেশ বা আসক্তি ছিল না, তিনি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন; বস্তুতঃ দেহদৈহিক-বস্তুতে অভিনিবেশ বা আসক্তি দূর হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাঁহার পরাত্মনিষ্ঠ লাভ হইতে পারে; এইরূপ অবস্থা যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসের অধিকারী; সন্ন্যাস-অর্থও সম্যক্রূপে ন্যাস বা দেহ-দৈহিকবস্তুতে আসক্তি বা অভিনিবেশ ত্যাগ। সুতরাং সন্ন্যাস হইল পরাত্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। এইরূপ আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া ৬।৭ পয়ারের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পরাত্মনিষ্ঠা—পূর্ব্ববৎ অর্থ; দেহদৈহিকবস্তুতে অভিমানশূন্য শুদ্ধ জীবাত্মার নিষ্ঠা। **বেশধারণ**—সন্ন্যাসবেশ ধারণ; সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই "এতাং স আস্থায়" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রভু "পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন; সুতরাং প্রভুর তৎকালীন অবস্থা ও শ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে উক্ত পয়ারদ্বয়ের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা এইরূপ হয়:—

বেশ-ধারণ (বা সন্ন্যাস বেশধারণ, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ) পরাত্মনিষ্ঠামাত্র (পরাত্মনিষ্ঠার পরিচায়ক মাত্র ইহা সংসার-মুক্তির পরিচায়ক নহে); সংসার-তারণ (সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ) হয় মুকুন্দসেবায়। (পরাত্মনিষ্ঠার

এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি—কিবা রাত্রিদিন ॥ ৮
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ—তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ ৯
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বোলে, খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ১০
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরিহরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥ ১১
শুনি তা-সভার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বোল বোল' বোলে সভার শিরে হস্ত ধরি ॥ ১২
তা সভারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥ ১৩
গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ—॥ ১৪
বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥ ১৫
তবে প্রভু পুছিলেন—শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন ? ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরিচায়কমাত্র যেই সন্ন্যাস-বেশ, আমি) সেই বেশ (গ্রহণ) করিলাম ; এক্ষণে বৃন্দাবনে যাইয়া নিভৃতে (নির্জ্জনে) বসিয়া কৃষ্ণ-নিষেবণ (শ্রীকৃষ্ণসেবা) করিব।

৮। **এত বলি**—পূর্ব্বোক্ত ৮।৭ পয়ারোক্ত বাক্য বলিয়া। **প্রেমোন্মাদ**—প্রেমজনিত উন্মত্ততা ; প্রেমবিহ্বলতা। বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া প্রভু চলিতে লাগিলেন ; তাঁহাতে প্রেমোন্মাদের চিহ্নসকল প্রকটিত ; প্রেমবিহ্বলতায় তাঁহার দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাই (তিনি কোন্ দিকে যাইতেছেন, যেদিকে যাইতেছেন, তাহা তাঁহার গন্তব্য বৃন্দাবনের পথ কিনা, তাহা বিচার করার শক্তি তাঁহার তখন ছিল না)—এমন কি, দিবা কি রাত্রি—এই জ্ঞানও তখন তাঁহার ছিল না। কর্ণপুর তাঁহার নাটকের পঞ্চমাঙ্কেও এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন।

৯। প্রভু চলিয়াছেন—নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন (চন্দ্রশেখর আচার্য্য) এবং মুকুন্দ—এই তিনজনও প্রভুর পাছে পাছে চলিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে এই তিনজনও কাটোয়াতে ছিলেন।

১০। যাঁহারা যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতেছিলেন, প্রভুর দর্শনের প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তের কালিমা ঘুচিয়া গেল, তখন তাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইল, শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্তে প্রেমের উদয় হইল, তাঁহাদের সমস্ত দুঃখশোক ঘুচিয়া গেল প্রেমাবেশে তাহারাও "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন।

১১-১৩। এইরূপে প্রভুর দর্শন-প্রভাবে গোপবালকগণ উচ্চস্বরে "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া উঠিল ; তাঁহাদের উচ্চ হরিধ্বনিতে সেইদিকে প্রভুর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল ; তিনি তাহাদের নিকটে যাইয়া প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়া "হরি" বলিতে বলিলেন ; এবং তাহাদের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"তোমরা হরিনাম করিতেছ, তোমরা ভাগ্যবান্ ; হরিনাম শুনাইয়া তোমরা আমাকে কৃতার্থ করিয়াছ।"

শিরে হস্ত ধরি—মাথায় হাত রাখিয়া ; ইহাদ্বারা প্রভু তাঁহাদের মধ্যে কৃপাশক্তিসঞ্চার করিলেন। **স্তুতি করে**—প্রশংসা করিলেন। কর্ণপূরও তাঁহার নাটকে (৫।৮) এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন।

১৪। **গুপ্তে**—গোপনে ; শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাহাতে টের না পায়েন, সেইভাবে। **তা-সভারে**—সে সমস্ত গোপবালকদিগকে। **করিয়া প্রবন্ধ**—মধুরবাক্যে তাহাদিগের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মাইয়া।

১৫। শ্রীমন্নিত্যানন্দ গোপবালকদিগকে যাহা শিখাইয়া দিলেন, তাহা এই পয়ারে ব্যক্ত আছে। নিত্যানন্দ-প্রভু গোপবালকদিগকে শিখাইতেছেন, "প্রভু যদি তোমাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তোমরা গঙ্গার তীরে যাওয়ার পথ দেখাইয়া দিও।" **পুছেন**—জিজ্ঞাসা করেন। কর্ণপুরের নাটকেও (৫।৯) এইরূপ কথা আছে।

১৬। **তবে**—গোপবালকগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকটে উক্তরূপে শিক্ষা পাওয়ার পরে। **প্রভু**—মহাপ্রভু। **পুছিলেন**—জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপবালকদিগকে।

শিশুসব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৭
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দগোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ১৮
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ১৯
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥ ২০
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয় ॥ ২১
প্রভু কহে—শ্রীপাদ ! তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে—তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২২
প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন ?।
তেঁহো কহেন—কর এই যমুনা-দর্শন ॥ ২৩
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭। **সেই পথে**—গোপবালকগণ যে পথ দেখাইয়া দিল, সেই পথে। **আবেশে**—প্রেমাবেশে ; অথবা, তিনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, এই ভাবের আবেশে। কর্ণপূরের নাটক (৫।৯-১০)।

১৮-২০। মহাপ্রভু গঙ্গাতীরের পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে বলিলেন—"তুমি শীঘ্র শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে যাও ; যাইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আমি প্রভুকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি ; প্রভুকে গঙ্গাপার করাইবার জন্য তিনি যেন একখানা নৌকা লইয়া গঙ্গার তীরে থাকেন ; শান্তিপুরে এই সংবাদ বলিয়া তুমি নবদ্বীপে যাইবে এবং শচীমাতাকে সহ তত্রত্য সমস্ত ভক্তবৃন্দকে লইয়া পুনরায় শান্তিপুরে আসিবে।" **নৌকা লঞা তীরে**—গঙ্গাতীরে। **আচার্য্যরত্ন**—চন্দ্রশেখর আচার্য্য। কর্ণপূরের নাটকোক্তির (৫।৫০) মর্ম্মও এই কয় পয়ারোক্তির অনুরূপ।

২১। প্রভু প্রেমাবেশে চলিয়াছেন ; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি নাই ; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি যে তাঁহার পাছে পাছে চলিয়াছেন—তিনি তাহাও জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নকে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে পাঠাইবার পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন দেখিলেন যে, প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীর অপর পাড়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন তিনি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর আবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"প্রভু, আমি নিত্যানন্দ।" **আগে**—অগ্রভাগে, সম্মুখে।

২২। **শ্রীপাদ**—এইটী সম্মানসূচক বাক্য ; প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীপাদ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এস্থলে শ্রীপাদ-শব্দের অর্থে কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এইরূপ লিখিয়াছেন। "শ্রিয়ং পাতীতি শ্রীপঃ কৃষ্ণস্তম্ আদদাতীতি—শ্রীপ+আদ=শ্রীর পতি শ্রীপ, কৃষ্ণ ; আ (সম্যক্‌রূপে) দান করেন যিনি, তিনি আদ। শ্রীপতি-কৃষ্ণকে যিনি সম্যক্‌রূপে দান করেন, তিনি শ্রীপাদ ॥ নাটক। ৫।২১ ॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভুর আবেশ সামান্য একটু ছুটিয়া গেল, তিনি নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন ; (কিন্তু তখনও—তিনি কোথায় আছেন, কিরূপে এস্থানে আসিলেন,—এসব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিবার মত বাহ্যজ্ঞানও তখনও তাঁহার হয় নাই। যাহা হউক) তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ ! তুমি কোথায় যাইতেছ ?" শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চতুরতা করিয়া বলিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।" কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও একথা লিখিয়াছেন। "ভগবান্—শ্রীপাদ, কথয় কুতো ভবন্তঃ। নিত্যানন্দঃ—দেবস্য বৃন্দাবন-জিগমিষামাশ্রিত্য ময়াপি তদ্দিদৃক্ষয়া চলতা ভবৎসঙ্গো গৃহীতঃ ॥ ৫।১২ ॥"

২৩। **কর এই যমুনাদর্শন**—গঙ্গাকে দেখাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"এই যে সাক্ষাতেই যমুনা ; তুমিতো যমুনার তীরেই দাঁড়াইয়া আছ ; চল প্রভু, যমুনা দর্শন করিবে আইস।" কর্ণপূরের নাটক (৫।১৩) একথাই বলেন।

২৪। **গঙ্গা-সন্নিধানে**—গঙ্গার নিকটে। **আবেশে**—বৃন্দাবনে যাওয়ার আবেশে। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে

'অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।'
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন ॥ ২৫

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৫।১৩)—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ৩ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন,—নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মিত্রঃ সূর্য্যস্তস্য পুত্রী কন্যা যমুনা নোঽস্মাকং বপুঃ শরীরং পবিত্রীক্রিয়াদিত্যন্বয়। কিম্ভূতা নন্দসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সদা সর্ব্বক্ষণং পরপ্রেমপাত্রী। নন্দসূনোঃ কিম্ভূতস্য চিদানন্দভানোঃ চিদানন্দো নির্ব্বিশেষব্রহ্ম ভানুঃ প্রভা যস্য। পুনঃ কিম্ভূতা যমুনা দ্রব এব ব্রহ্ম তদেব গাত্রং যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা অঘানাং পাপানাং লবিত্রী নাশিনী। পুনঃ কিম্ভূতা জগৎক্ষেমধাত্রী জগতাং মঙ্গলবিধাত্রী ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাওয়ার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া আছেন; তাই শ্রীনিত্যানন্দ যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে নিয়া বলিলেন—এই-ই যমুনা, তখন প্রভু গঙ্গাকেই যমুনা বলিয়া মনে করিলেন।

২৫। তখন প্রভু যমুনার দর্শনে নিজেকে খুব ভাগ্যবান্ মনে করিলেন এবং "চিদানন্দভানোঃ" ইত্যাদি বাক্যে যমুনার স্তব করিতে লাগিলেন। (বলা বাহুল্য—প্রভুর তখনও বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসে নাই)।

শ্লো। ৩। অন্বয়। চিদানন্দভানোঃ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই) নন্দসূনোঃ (নন্দ-তনয় শ্রীকৃষ্ণের) সদা (সর্ব্বদা, নিত্য) পরপ্রেমপাত্রী (অত্যন্ত প্রেমপাত্রী) দ্রবব্রহ্মগাত্রী (জলরূপ-দ্রবব্রহ্মদেহা) অঘানাং (পাপসকলের) লবিত্রী (নাশকারিণী) জগৎক্ষেমধাত্রী (জগতের মঙ্গলবিধায়িনী) মিত্রপুত্রী (সূর্য্যকন্যা যমুনা) নঃ (আমাদের) বপুঃ (দেহ) পবিত্রীক্রিয়াৎ (পবিত্র করুন)।

অনুবাদ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই নন্দনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের যিনি নিত্য-পরমপ্রেমপাত্রী, জলরূপ দ্রবব্রহ্ম যাঁহার গাত্র (অর্থাৎ যিনি চিন্ময় জলরূপে বিরাজিত), (দর্শনমাত্রেই) যিনি সর্ব্ববিধ পাপের বিনাশসাধন করেন, জগতের মঙ্গল বিধায়িনী সেই সূর্য্যতনয়া যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন। ৩

চিদানন্দভানোঃ—চিৎ (চিন্ময়) আনন্দ (নির্ব্বিশেষ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) ভানু (জ্যোতিঃ বা অঙ্গকান্তি) যাঁহার, তিনি চিদানন্দভানু; তাঁহার চিদানন্দভানোঃ। চিন্ময় নির্ব্বিশেষ আনন্দই হইলেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। ১।১।৩ শ্লোক ও ১।২।৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **নন্দসূনোঃ**—নন্দ-তনয়ের; শ্রীকৃষ্ণের; পিতৃনামে পরিচয় দেওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যাতিশয় সূচিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারই প্রেমপাত্রী যমুনারও বাৎসল্যাতিশয় সূচিত হইতেছে। **পরপ্রেমপাত্রী**—পরমপ্রেমের পাত্রী, পরমপ্রেয়সী (যমুনা)। সদা-শব্দ যমুনার নিত্য-কৃষ্ণপ্রেয়সীত্ব সূচনা করিতেছে। **দ্রবব্রহ্মগাত্রী**—দ্রবব্রহ্মই গাত্র যাঁহার, সেই রমণী হইলেন দ্রবব্রহ্ম-গাত্রী। যমুনার চিন্ময়জলকে ব্রহ্মের দ্রবীভূত অবস্থা মনে করিয়া যমুনাকে দ্রবব্রহ্মগাত্রী বলা হইয়াছে; জলই যমুনার গাত্র। **অঘানাং লবিত্রী**—দর্শন মাত্রেই (যিনি দর্শন করেন, তাঁহারই) পাপসমূহের বিনাশকারিণী। যমুনার দর্শনমাত্রেই সকলের সর্ব্ববিধ পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়। **জগৎক্ষেমধাত্রী**—জগতের ক্ষেম (বা মঙ্গল) ধারণ করেন যিনি; জগতের মঙ্গলবিধায়িনী। **মিত্রপুত্রী**—সূর্য্যের এক নাম মিত্র। যমুনা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাই তাঁহাকে মিত্রপুত্রী বলা হইয়াছে। এতাদৃশী যমুনা আমাদের অপবিত্র দেহকে পবিত্র করুন—**পবিত্রী-ক্রিয়াৎ।**

২৬। **এত বলি**—"চিদানন্দভানোঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া। **নমস্করি**—স্নানের পূর্ব্বে নমস্কার করিয়া। স্নানের সময়ে পাদস্পর্শ হয় বলিয়া স্নানের পূর্ব্বে নমস্কারের বিধি আছে। **কৈল গঙ্গাস্নান**—যমুনাজ্ঞানে প্রভু

হেনকালে আচার্য্যগোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা ॥ ২৭
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি—॥ ২৮
তুমি ত অদ্বৈতগোসাঞি, হেথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥ ২৯
আচার্য্য কহে—তুমি যাহাঁ সে-ই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ৩০
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে 'যমুনা' কহিলা ॥ ৩১
আচার্য্য কহে—মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গঙ্গাতেই স্নান করিলেন। এক কৌপীন ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে—পরিধানে—একখানা মাত্র কৌপীন ছিল, আর দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে ছিল না। তাই প্রভু তীরে উঠিয়া ভিজা কৌপীনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। **দ্বিতীয় পরিধান**—পরিবার জন্য দ্বিতীয় বস্ত্র।

২৭-২৯। স্নান করিয়া প্রভু তীরে উঠিয়া মাত্র দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও নৌকায় চড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি প্রভুর জন্য নূতন কৌপীন ও নূতন বহির্ব্বাস আনিয়াছিলেন; নৌকা হইতে উঠিয়া প্রভুকে নমস্কার করিয়া কৌপীন-বহির্ব্বাস হাতে করিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্যস্মৃতি আর একটু ফিরিয়া আসিল—সম্মুখে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুর মনে একটু সন্দেহ জাগিল। তিনি মনে করিলেন—"ইহাঁকে তো অদ্বৈতাচার্য্যের মতই দেখা যাইতেছে; কিন্তু ইনি আবার বৃন্দাবনে আসিলেন কখন?" ভালরূপে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন যে—হাঁ, ইনি অদ্বৈতাচার্য্যই, অপর কেহ নহেন। তাই তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"হাঁ, তুমি তো অদ্বৈতাচার্য্য; তুমি এখানে কেন? আমি যে বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহাই বা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?" কর্ণপূরের নাটক (৫।১৮) একথাই বলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে ২৯ পয়ারে "হেথা কেনে" স্থলে "ইহাঁ কাঁহা" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ—এখানে কিরূপে?

৩০। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন—"তুমি যেখানে, সেখানেই বৃন্দাবন। এক্ষণে, আমার সৌভাগ্যবশতঃ তুমি গঙ্গাতীরে আসিয়াছ।

তুমি যাহাঁ সেই বৃন্দাবন—যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই শ্রীবৃন্দাবন, ইহা শাস্ত্রসম্মত কথা। শ্রীকৃষ্ণের আধার-শক্তির বিলাসভূত স্বীয়ধাম ব্যতীত তিনি অন্য কোথাও থাকিতে পারেন না; পৃথিব্যাদি স্থান প্রাকৃত বলিয়া তাহাতে ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শ সম্ভব নহে; পৃথিব্যাদি তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। প্রকট-লীলাকালে যে যে স্থানে তাঁহার আবির্ভাব হয়, বা যে যে স্থানে তিনি গমন করেন বলিয়া শুনা যায়, বস্তুতঃই সেই সেই স্থানে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ স্বীয়ধামের আবেশ হয় বলিয়াই তাঁহার আবির্ভাব বা গমন সম্ভব হয়। অর্থাৎ সেই সেই স্থানে শ্রীবৃন্দাবনেরও আবির্ভাব হয়। "তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণস্বরূপ-বিভূতিত্বমবগম্যতে। * * *। অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎস্পর্শোঽপি সম্ভবতি ধারণশক্তিস্তু নতরাম্। যত্র কচিদ্বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ॥ ১১৪॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং প্রকটলীলায় তিনি যে স্থানে পদার্পণ করেন, সেই স্থানে তাঁহার পদার্পণের পূর্ব্বেই চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনের আবেশ বা আবির্ভাব হয়। কর্ণপূরে নাটকোক্তির (৫।১৮) মর্ম্মও এই পয়ারের অনুরূপই।

৩১। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কথায় প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইল, তাঁহার আবেশ ছুটিয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি গঙ্গাতীরেই উপস্থিত—যমুনাতীরে নহেন। তাই নিত্যানন্দকে একটু ওলাহন দিতে লাগিলেন। কর্ণপূরও এইরূপই লিখিয়াছেন; নাটক। ৫।১৯।

৩২-৩৪। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত যমুনার মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে পশ্চিমপার্শ্বে যমুনা, পূর্ব্বপার্শ্বে গঙ্গা; প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাধারার সহিত যমুনাধারাও মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে—এই ধারণা মনে

গঙ্গায় যমুনা বহে—হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে—পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৩
পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাহাঁ কৈলে স্নান।
আর্দ্র-কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৪
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৫
একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুকারুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক ॥ ৩৬
এত বলি নৌকায় চড়াই নিল নিজঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ ৩৭
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৩৮
তিন ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ধাতুপাত্রোপরি ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাখিয়াই শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"প্রভো! শ্রীনিত্যানন্দের কথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে; গঙ্গার সহিত যমুনার ধারা মিশ্রিত আছে—পশ্চিমে যমুনাধারা, পূর্ব্বে গঙ্গাধারা। তুমিও গঙ্গার পশ্চিমেই স্নান করিয়াছ; সুতরাং যমুনাধারাতেই তোমার স্নান করা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে ভিজা কৌপীন ছাড়িয়া শুষ্ক কৌপীন পর।" আর্দ্র—ভিজা। কৌপীনের কথা কর্ণপূরও লিখিয়াছেন। নাটক। ৫।২০॥

৩৫। **ভিক্ষা**—আহার; সন্ন্যাসীর আহারকে ভিক্ষা বলে। **মোর বাস**—আমার গৃহে। **বাস**—আবাস, গৃহ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে এ পর্য্যন্ত তিন দিন সময় অতিবাহিত হইয়াছে; এই তিনদিন প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না—আহার নিদ্রাও ছিল না; শ্রীনিত্যানন্দাদিরও আহার-নিদ্রা ছিল না। তিন দিন উপবাসের কথা কর্ণপূরও লিখিয়াছেন। নাটক। ৫।১৪,১৯॥

"প্রেমাবেশে তিনদিন আছ" স্থলে "তিন চারি দিবস করিয়াছ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৩৬। **মুঞি করিয়াছোঁ**—আমি করিয়াছি। **শুকা**—শুষ্ক, নীরস। **রুখা**—রুক্ষ; তৈল ও ঘৃতাদিশূন্য। **সূপ**—ডাইল। ব্যঞ্জনমধ্যে কেবল একটা ডাইল ও একটা শাক পাক করিয়াছি, তাহাতে আবার তৈল বা ঘৃত দিতে পারি নাই। এসব দৈন্য বাক্য।

৩৭। **পাদপ্রক্ষালন কৈল**—ইহার অর্থ কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুই মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়াছিলেন; সন্ন্যাসীর পাদ-প্রক্ষালন গৃহস্থের ধর্ম্ম; এইজন্যই মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে পাদ-প্রক্ষালন করিতে দিয়াছিলেন।

অন্যরূপ অর্থও সম্ভব। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর সতীর্থ (গুরু-ভাই); এই লৌকিক-সম্পর্কে অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর গুরুতুল্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্মের আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন; তিনি যে তাঁহার গুরুপর্য্যায়ভুক্ত অদ্বৈতপ্রভুকে স্বীয় পাদ-প্রক্ষালন করিতে দিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। এই পরিচ্ছেদেই একটু পরে দেখা যায়, ভোজনের পরে আচার্য্য যখন প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন প্রভু সঙ্কোচিত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন—নিষেধের কারণও এই যে, অদ্বৈত-প্রভু তাঁহার গুরুতুল্য। পরমানন্দ-পুরী-গোস্বামীও ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ ছিলেন বলিয়া প্রভু (নীলাচলে অবস্থানকালে) পুরী-গোস্বামীকে গুরুবৎ মান্য করিতেন। মহাপ্রভু সকল সময়ে যেরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে অদ্বৈত-প্রভুদ্বারা পাদ-প্রক্ষালন করাইয়াছেন, ইহা মনে হয় না। "পাদ-প্রক্ষালন কৈল" শব্দের অর্থ—"অদ্বৈত প্রভু অপরের দ্বারা মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিলেন (যেমন অপরের দ্বারা নৌকা বাহিয়া প্রভুকে বাড়ীতে আনিলেন)" অথবা "প্রভু স্বয়ং আনন্দ অন্তরে পাদ প্রক্ষালন করিলেন" এইরূপও হইতে পারে। নৌকার কথা কর্ণপূরও লিখিয়াছেন।

৩৮। **আচার্য্যাণী**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী। **বিষ্ণুসমর্পণ কৈল**—বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন; কিরূপে ভোগ সাজাইয়াছিলেন, তাহা ৩৯-৫৪ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে।

৩৯-৪০। **তিন ঠাঁই**—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই তিনের জন্য তিন পাত্রে। **ধাতু পাত্রে**—

বত্রিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়াপাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল ভালমতে ॥ ৪০
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা, আর মুদ্গস্ূপ ॥ ৪১
বাস্তুক-শাক-পাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ডবড়ী মানকচু আর ॥ ৪২
চই-মরীচ সুক্তা দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ ৪৩
কোমল নিম্বপত্র-সহ ভাজাবার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ ৪৪
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বর্ণাদি নির্ম্মিত পাত্রে। **বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলা**— বত্রিশ-কাঁদিযুক্ত কলার ছড়া যে আঁঠিয়া-কলাগাছে জন্মে। এই কলার পাতা খুব বড় হয়। **আঁঠিয়া-কলা**—এঠে কলা, যে কলায় স্বভাবতঃ বীচি হয়। **আঙ্গটীয়া পাতে**—কলার পাতার অগ্রভাগের অখণ্ড-অংশকে আঙ্গটীয়া পাত বলে; কোন কোন দেশে ইহাকে "আগ্‌লা পাত" বলে—**দুই ঠাঁই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্য দুই স্থানে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ ধাতুপাত্রে এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগ কলাপাতায় সাজাইলেন; ইঁহারা সন্ন্যাসী বলিয়া ধাতুপাত্র ব্যবহার করিবেন না।

৪১। **মধ্যে**—ভোগপাত্রের মধ্যস্থলে। **পীতঘৃতসিক্ত**—পীতবর্ণ ঘৃতদ্বারা সিক্ত (আর্দ্র বা ভিজা); অন্নস্তূপের উপরে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দেওয়া হইয়াছিল। অথবা ঘৃতে মাখা অন্ন দিয়াই ভোগ সাজাইয়াছিলেন। **পীত ঘৃত**—পীতবর্ণ (হলুদে রঙের) ঘৃত, খুব ভাল গব্য ঘৃতের এইরূপ বর্ণ হয়। **শাল্যন্ন**—উত্তম শালি-চাউলের অন্ন। **ডোঙ্গা**—ঠোঙ্গা। **মুদ্গসূপ**—মুগডাইল। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যঞ্জনের ও অন্যান্য উপকরণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৪২-৪৩। **বাস্তুক-শাক**—বেতুয়া-শাক। **বিবিধ প্রকার**—বিবিধ প্রকারে বেতুয়া-শাক পাক করিলেন; বেতুয়া-শাকের নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। অথবা, **বাস্তুক-শাক**—বাস্তু (বসতবাটী) সম্বন্ধীয় শাক; গৃহজাত শাক। নিজ বাড়ীতে যে নানাপ্রকার শাক জন্মিয়াছিল, সে সমস্ত শাকের ব্যঞ্জন পাক করিলেন। **কুষ্মাণ্ড**—কুমড়া। **চই-মরিচ**—চই একরকম লতা, খাইতে ঝাল। মরিচ—গোল মরিচ। "চই-মরিচ"-স্থলে "রাই-মরিচ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। রাই—একরকম সরিষা। **সুক্তা**—নালিতাপাতা বা হেলঞ্চপাতাদির তিক্তসংযুক্ত ব্যঞ্জন বিশেষ। **দিয়া ফল মুলে**—কাঁচা কলাদি ফল, মূলকাদি মূল দিয়া (সহযোগে)। কাঁচাকলা, মূলা, আলু প্রভৃতির সঙ্গে চই, গোলমরিচ প্রভৃতি দিয়া নালিতার বা হেলঞ্চের পাতা বা তদ্রূপ অন্য কোনও তিক্তদ্রব্য সহযোগে সুক্তা ব্যঞ্জন পাক করা হইয়াছিল। অন্বয়—ফল মূল দিয়া চই-মরিচের সুক্তা। আর কোনও কোনও গ্রন্থে "সুক্তা"—স্থলে "শূক্তা"—পাঠ আছে। শূক্তা আচার। "কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানিচ। যত্তদ্দ্রব্যেঽভিষূয়ন্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে॥ কন্দ, মূল, কি ফল ইহাদের সহিত তৈল ও লবণ যোগ করিলে যে দ্রব্য হয়, তাহাকে বলে শূক্ত বা আচার। শব্দকল্পদ্রুম।" চই (বা সর্ষপ) এবং মরিচ (লঙ্কামরিচ) সংযোগে নানাবিধ ফল ও মূলের আচার—ইহাই "চই-মরিচ" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের অর্থ। **অমৃত-নিন্দক**—স্বাদে অমৃতকেও নিন্দা করে যাহা; অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদ। **পঞ্চবিধ তিক্তঝালে**—পাঁচ প্রকারের তিক্ত ও পাঁচ প্রকারের ঝাল। নিমপাতা, হেলঞ্চ, পলতাপাতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যযোগে পাঁচ প্রকারের ব্যঞ্জন এবং অন্য পাঁচ প্রকারের ঝাল তরকারী। এই ব্যঞ্জনগুলি অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদ হইয়াছিল। **বার্ত্তাকী**—বেগুন। **কোমল নিম্বপত্র ইত্যাদি**—কচি নিমপাতা সহ বেগুন ভাজা। আর পটোল ভাজা, ফুলবড়ী ভাজা, কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) ভাজা এবং মানচাকী (চাকাচাকা মানকচুর খণ্ড) ভাজা।

৪৫। **নারিকেল শস্য**—নারিকেলের শাস; নারিকেল। **ছানা**—দুগ্ধজাত দ্রব্য বিশেষ। **শর্করা**—চিনি। কোনও কোনও গ্রন্থে "শর্করা"-স্থলে "শাকরা" পাঠ আছে; "শাকরা"—এক রকম মিষ্ট ব্যঞ্জন। **মধুর-**

মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল—লোকে যত হয়॥ ৪৬
মুদ্গবড়া কলাবড়া মাষবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥ ৪৭
বত্রিশা আঁঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড়বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা—অতি বড় দৃঢ়॥ ৪৮
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥ ৪৯
দুইপাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ—কহিতে না পারি॥ ৫০
সঘৃত-পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিনপাত্রে ঘনাবর্ত্তদুগ্ধ দিলা ধরি॥ ৫১
দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধ লকলকি।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি॥ ৫২
অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥ ৫৩
তিন শুভ্রপীঠ—তার উপরে বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন॥ ৫৪
আরতি কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সভে আসি আরতি দেখিল॥ ৫৫
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইলা শয়ন।
আচার্য্যগোসাঞি আসি প্রভুরে কৈল নিবেদন॥ ৫৬
গৃহের ভিতরে প্রভু! করুন গমন।
দুইভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥ ৫৭
মুকুন্দ-হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
জোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুস্বাদ। নারিকেল, ছানা-ইত্যাদি যোগে সুস্বাদ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। **মোচাঘণ্ট**—কলার মোচার ঘণ্ট। **দুগ্ধকুষ্মাণ্ড**—দুগ্ধ দিয়া কুমড়া পাক।

৪৬। **মধুরাম্ল**—মিষ্ট অম্বল। **বড়াম্ল**—বড়াযোগে অম্বল। **অম্ল পাঁচ ছয়**—পাঁচ ছয় রকমের অম্বল। **লোকে যত হয়**—লোকের মধ্যে যত রকমের ব্যঞ্জন প্রচলিত আছে।

৪৭। **মুদ্গবড়া**—মুগডাইলের বড়া। **মাষবড়া**—মাষকলাইয়ের বড়া। **কলাবড়া**—কলা দিয়া প্রস্তুত বড়া, তাহা মিষ্ট। **ক্ষীরপুলী**—ক্ষীরের পুলী পিঠা। **নারিকেল যত ইত্যাদি**—নারিকেল যোগে যত রকমের উত্তম পিঠা করা যায়, তৎ-সমস্ত।

৪৮। **বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলা**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ডোঙ্গা বড় বড়**—বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলার খোলা দ্বারা প্রস্তুত বড় বড় ডোঙ্গা। **চলে হালে নাহি**—নড়ে চড়ে না বা হেলিয়া পড়ে না। **অতি বড় দৃঢ়**—অত্যন্ত শক্ত। "দৃঢ়" স্থলে "দঢ়" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ একই—দৃঢ়, শক্ত।

৫০-৫১। **মৃৎকুণ্ডিকা**—মাটীর ভাণ্ড। **সঘৃত পায়স**—ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন। **ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ**—যে দুগ্ধ জ্বাল দিতে দিতে খুব ঘন হইয়া গিয়াছে; ঘন দুগ্ধের গন্ধ ও স্বাদ অতি মধুর।

৫২। **দুগ্ধচিড়া**—দুধে ভিজান চিড়া। **দুগ্ধ-লকলকি**—দুগ্ধের দ্বারা প্রস্তুত একরকম পিঠা। **না শকি**—শক্তি নাই।

৫৪। **শুভ্রপীঠ**—শুভ্র বসিবার আসন। **বসন**—কাপড়। বসিবার আসনগুলি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫৫। **আরতির কালে**—ভোগের পরে, ভোগারতির সময়ে। **দুই প্রভু**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে।

৫৭। **দুই ভাই**—শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

৫৮। **মুকুন্দ হরিদাস দুই**—মুকুন্দ ও হরিদাস এই দুইজনকে প্রভু (মহাপ্রভু) ডাকিলেন, ভোজনের নিমিত্ত। হরিদাসঠাকুরও তখন শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে ছিলেন।

মুকুন্দ কহে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে ॥ ৫৯
হরিদাস কহে—মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে একমুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥ ৬০
দুইপ্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর—॥ ৬১
'ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ ॥' ৬২
প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৩
প্রভু কহে—বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে—আমি করিব পরিবেশন ॥ ৬৪
কোন স্থানে বসিব ?—আর আন দুই পাত।
অল্প করি আনি, তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥ ৬৫
আচার্য্য কহে—বৈস দোঁহে পীড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে ॥ ৬৬
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ? ॥ ৬৭
আচার্য্য কহেন—ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৯। **কৃত্য নাহি সরে**—নিত্যকৃত্য কিছুই করা হয় নাই ; সুতরাং এখন আহার করিব না। **পাছে**—তোমাদের পরে। **যাহ ঘরে**—আহারের নিমিত্ত ঘরে যাও।

৬০। মুসলমানের ঘরে জন্ম বলিয়া দৈন্য করিয়া শ্রীমন্ হরিদাস নিজেকে অধম পাপিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং ঘরে যাইয়া আহার করিতেও অনিচ্ছুক।

৬১। **আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত। **আনন্দ অন্তর**—বিবিধ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগান হইয়াছে বলিয়া মহাপ্রভুর অন্তরে আনন্দ হইল, নিজে উপাদেয় বস্তু আহার করিতে পাইবেন বলিয়া আনন্দ নহে।

৬৩। **প্রভু জানে** ইত্যাদি—মহাপ্রভু মনে করিয়াছেন, তিনটী ভোগই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হইয়াছে। **মনঃ কথা**—মনের গোপনীয় কথা। **বেদ্য**—জানিবার যোগ্য। **আচার্য্যের** ইত্যাদি—আচার্য্যের মনের গোপনীয় কথা প্রভু জানিতে পারেন নাই। আচার্য্য কেবল ধাতুপাত্রস্থিত নৈবেদ্যই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছেন, কলাপাতার নৈবেদ্য দুইটী অনিবেদিত ছিল। মহাপ্রভু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন তাঁহার বড় ভাই শ্রীবলদেব। শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত ভোগ মহাপ্রভুকে দিলে প্রভুকে প্রভুর নিজের উচ্ছিষ্টই দেওয়া হয়—ইহাও সঙ্গত নহে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ শ্রীনিত্যানন্দকে দিলেও ছোট ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট বড় ভাইকে দেওয়া হয়—ইহাও সঙ্গত নহে। এসমস্ত ভাবিয়াই শ্রীঅদ্বৈত দুই ভোগ অনিবেদিত রাখিয়াছেন। এসমস্ত ভাবনাই আচার্য্যের মনঃকথা।

৬৭। প্রভু বলিলেন—"নানাবিধ সুস্বাদু উপকরণ খাওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে উচিত নহে ; তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া উঠে—ইন্দ্রিয়-সংযম হয় না।" **ইন্দ্রিয়বারণ**—ইন্দ্রিয়-সংযম।

৬৮। **চুরি**—প্রচ্ছন্নতা ; আত্মগোপনের ইচ্ছা। "চুরি" স্থলে "চাতুরী" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **ভারি-ভুরি**—চালাকী, ভিতরের কথা।

সংসার হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ঝঞ্ঝাটে সাধন-ভজনের অভিপ্রায়ে মায়িক জীবই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে ; মায়াধীশ স্বয়ংভগবানের সংসার-বন্ধন নাই, সংসার-মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনাদিও নাই, সন্ন্যাসেরও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজনই তাঁহার নাই, ইন্দ্রিয়-সংযমের কথাও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না ; কারণ, তিনি মায়াধীশ আত্মারাম। কতকগুলি নিন্দুক-লোকের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তিনি সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়াছেন (১।১৭।২৫৮) ; ইহা তাঁহার লীলামাত্র ; লোকে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সে সন্ন্যাস নহে, সে সন্ন্যাসের বেশমাত্র তিনি ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে কপট সন্ন্যাসীও বলা হয়, যেহেতু তাঁহার সন্ন্যাস কপটতা—আত্মগোপনের প্রয়াস—মায়াধীশ ভগবান্ হইয়া, সাধন-

ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে—এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ ৬৯
আচার্য্য বোলে—অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে নার, পাতে রহিবেক আর ॥ ৭০
প্রভু কহে—এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ ৭১
আচার্য্য কহে—নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
এক একবারে অন্ন খাও শতশত ভার ॥ ৭২
তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৩
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড় চাতুরী প্রভু! করহ ভোজন ॥ ৭৪
এত বলি জল দিল দুইগোসাঞির হাথে।
হাসিয়া লাগিলা দোহেঁ ভোজন করিতে ॥ ৭৫
নিত্যানন্দ কহে—কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥ ৭৬
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥ ৭৭
আচার্য্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও কভু উপবাসী ॥ ৭৮
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন ॥ ৭৯
নিত্যানন্দ কহে—যবে কৈলা নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥ ৮০
শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত—॥ ৮১
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ? ॥ ৮২
তুমি খাইতে পার দশ-বিশ চাউলের অন্ন।
আমি তাহাঁ কাহাঁ পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ? ॥ ৮৩
যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন, তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করহ—না ছড়াইহ ঝুট ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভজনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়াও সাধন-ভজন-প্রয়াসী সন্ন্যাসী-মানুষ বলিয়া সাধারণ লোকের নিকটে পরিচিত হওয়ার প্রয়াসরূপ কপটতামাত্র। শ্রীঅদ্বৈত এসমস্ত অবগত আছেন বলিয়াই বলিতেছেন—"আমি জানি সব" ইত্যাদি।

৭১। পাতে উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ রাখিয়া যাওয়া সন্ন্যাসের নিয়মবিরুদ্ধ।

৭২-৭৩। **নীলাচলে**—শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীজগন্নাথরূপে। দিবারাত্রির মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের চুয়ান্নবার ভোগ লাগে; প্রতিবারে বহুশত ভার অন্নের ভোগ দেওয়া হয়; তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ৭২।৭৩ পয়ারের উক্তি বলিয়াছেন। নীলাচলে এক এক বারের ভোগে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পরিমাণ অন্ন লাগে, তাহার তুলনায় তিনজন মানুষের ভক্ষ্য অন্ন শ্রীজগন্নাথের একগ্রাসের সমান মাত্র।

ভক্ষ্যপিণ্ড—ভক্ষ্যরাশি; তিন জনে যে অন্ন খাইতে পারে, তাহাতে তোমার মাত্র একগ্রাস হয়। তার লেখায়-সেই হিসাবে। **পঞ্চগ্রাস**—ভোজনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটী গ্রাস গ্রহণ করেন তাহা।

৭৬-৭৭। এই দুই পয়ারের মর্ম্ম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পরিহাসোক্তি।

৭৮-৭৯। এই দুই পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি। **তৈর্থিক সন্ন্যাসী**—যে সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন, সুতরাং সকল সময় যাঁহার আহার জুটে না। **মুষ্ট্যেক অন্ন**—মুষ্টি এক (একমুষ্টি) অন্ন। **লোভমন**—মনের লোভ।

৮২-৮৪। এই তিন পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি। **অবধূত**—সন্ন্যাসাশ্রমী (শব্দকল্পদ্রুম)। কিন্তু সন্ন্যাসিমাত্রকেই অবধূত বলা হয় না। যে সন্ন্যাসী একটী বিশেষ তুরীয়াতীত অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাকেই অবধূত বলা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে কয়েক রকম অবধূতের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ তান্ত্রিক অবধূত ছিলেন না, তিনি ছিলেন বেদানুগত তুরীয়াতীত অবধূত। শ্রুতিতে এইরূপ বেদানুগত অবধূতের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। তুরীয়াতীতোপনিষৎ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মার জিজ্ঞাসার উত্তরে আদিনারায়ণ এই লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়—তুরীয়াতীত, অবধূতের চিত্ত আদিনারায়ণে (মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণে) সম্যক্‌রূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়, মুখ

এই মত হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৫
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুন করেন পূরণ।
এইমত পুনঃপুন পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৬
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু কহেন—আর কত করিব ভোজন ? ॥ ৮৭
আচার্য্য কহে—যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥ ৮৮
নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৮৯
নিত্যানন্দ কহে—মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ ৯০
এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৯১
ভাত দুই-চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে ॥ ৯২
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৩
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি—সহজে পাগল ॥ ৯৪
আপন-সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে, বিপ্র বলি ভয় না করিলে ? ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নারায়ণও তাঁহার চিত্তে অবস্থান করেন। এই অবধূত প্রথমে সন্ন্যাসী হইয়া পরে পরমহংসত্ব লাভ করেন। তখন তিনি তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু-কটিসূত্র কৌপীনাচ্ছাদনাদি, এমন কি জীর্ণ-বিবর্ণ-বল্কলাজিনাদিও পরিত্যাগ করেন, ক্ষৌর-অভ্যঙ্গ-স্নান, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিও ত্যাগ করেন, বৈদিক এবং লৌকিক আচারাদিও পরিত্যাগ করেন। নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার হইয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপাদিও না করিয়া বিচরণ করেন। সুখ-দুঃখে, লাভ-ক্ষতিতে, হর্ষ-বিষাদে তাঁহার সমজ্ঞান। বালক বা উন্মত্ত পিশাচবৎ একাকী ভ্রমণ করেন। স্বীয় নিষ্ঠার অনুকূলে অন্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র আদি নারায়ণে নিষ্ঠাপর হয়েন। এই সমস্ত উপনিষদুক্তি হইতে মনে হয়, তুরীয়াতী, অবধূতের পক্ষে আচারাদির অপালন তাঁহার ইচ্ছাকৃত কিম্বা বিচারকৃত নহে ; ইষ্টবস্তু বিষয়ে চিত্তের পরমাবিষ্টতাবশতঃ অন্য বস্তু সম্বন্ধে অনুসন্ধান হীনতাই ইহার কারণ। পরমহংস অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ বৈদিক ও লৌকিক আচার পালন করিতেন না বলিয়া এবং সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্নাদিও ধারণ করিতেন না বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত পরিহাস-পূর্ব্বক তাঁহাকে **ভ্রষ্ট-অবধূত** বলিয়াছেন। ভ্রষ্ট—আচারভ্রষ্ট।

দশবিশ—বিশ সেরে এক শলী, দশ শলীতে এক বিশ হয়। সুতরাং দুইশ সেরে অর্থাৎ পাঁচমণে একবিশ হয়, এরূপ দশবিশ চাউলের অর্থাৎ পঞ্চাশ মণ চাউলের অন্ন তুমি খাইতে পার। শ্রীনিত্যানন্দকে বলদেব মনে করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একথা বলিয়াছেন। **ঝুট**—উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট ছড়াইও না। কেহ কেহ বলেন, "না ছড়াইহ ঝুট" এই বাক্যে শ্রীঅদ্বৈত উচ্ছিষ্ট ছড়াইবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দকে ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিলেন। এই উক্তিতে যে উচ্ছিষ্ট ছড়ানোর ইচ্ছা শ্রীনিতাইয়ের মনে জাগিল ইহা বোধ হয় ঠিক।

৮৫-৮৬। **প্রভু**—মহাপ্রভু। **ছাড়েন ব্যঞ্জন**—ব্যঞ্জনের ডোঙ্গা ত্যাগ করেন। যে ডোঙ্গার ব্যঞ্জন অর্দ্ধেক খাওয়া হয়, সেই ডোঙ্গা হইতে খাওয়া বন্ধ করেন। **সেই ব্যঞ্জনে**—যে ডোঙ্গায় যে ব্যঞ্জন ছিল, সেই ডোঙ্গা আবার সেই ব্যঞ্জন দিয়া পূর্ণ করিলেন।

৮৭। **দোনা**—ডোঙ্গা। **প্রার্থন**—সেই ব্যঞ্জন পুনরায় ভোজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন।

৯০-৯১। এই পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দের পরিহাসোক্তি। **উঝালি**—ছড়াইয়া। **যেন ক্রুদ্ধ হইয়া**—দেখিলে মনে হয় যেন খুব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হন নাই ; কৌতুক করিয়া এরূপ করিতেছেন।

৯৩। "অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের উচ্ছিষ্ট আমার গায়ে লাগিল, তাহাতে আমি পবিত্র হইলাম"—এই ঢঙ্গে (রঙ্গে)—এই আনন্দে শ্রীঅদ্বৈত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

৯৪-৯৫। শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি বা ব্যাজস্তুতি এই দুই পয়ার।

নিত্যানন্দ কহে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুটা' কহিলে তুমি—কৈলে অপরাধ ॥ ৯৬
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ৯৭
আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম ॥ ৯৮
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন ॥ ৯৯
লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।
তুলসী-মঞ্জরীসহ দিল মুখ বাস ॥ ১০০
সুগন্ধি-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধিপুষ্পের মালা দিল হৃদয় উপরে ॥ ১০১
আচার্য্য করিতে চাহে পাদসংবাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন—॥ ১০২
বহু নাচাইলে আমায়, ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন ॥ ১০৩
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন, যে আছিল মনে ॥ ১০৪
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৫
'হরিহরি' বোলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥ ১০৬
গৌর দেহ-কান্তি—সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্র কান্তি তাতে করে ঝলমল ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোর জাতিকুল নাহি—পরমহংসাশ্রমী অবধূত বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বিধিনিষেধের ও সাম্প্রদায়িক চিহ্নাদির অতীত ছিলেন; তাই শ্রীঅদ্বৈত পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছেন—তাঁহার জাতিকুল নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অথবা, শ্রীনিতাইয়ের ঈশ্বরত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই একথা বলা হইয়াছে—ঈশ্বরের জাতিকুলাদি থাকিতে পারে না। **সহজে পাগল**—স্বভাবতঃই উন্মত্ত, প্রেমোন্মাদ। **আপন সমান**—তোমার নিজের তুল্য জাতি-কুলাদির বিচারহীন ও প্রেমোন্মাদ। **বিপ্র বলি** ইত্যাদি—ব্রাহ্মণদের নিকটে বাহ্যিক আচারই বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, শ্রীঅদ্বৈত যেন এইরূপ ইঙ্গিতই করিতেছেন। অথবা, পরিহাসপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমার মর্য্যাদাও তুমি রাখিলে না; আমার গায়েও উচ্ছিষ্ট দিলে; ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে পাপ হয়, সে-ভয়ও করিলে না।"

৯৭-৯৮। ইহাও পরিহাসোক্তি। **নাশিল**—নষ্ট করিল। **স্মৃতিধর্ম্ম**—মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারমূলক ধর্ম্ম। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার। শ্রীনিতাই প্রসাদান্ন ছড়াইয়াছেন; সাধারণ লোক মনে করিবে, তিনি উচ্ছিষ্টই ছড়াইয়াছেন, উচ্ছিষ্ট ছড়ান স্মৃতিসম্মত আচারের বিরোধী। সাধারণ লোকের এই ধারণাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত এস্থলে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছেন—সন্ন্যাসী নাশিলে ইত্যাদি।

১০০। **রসবাস**—কবাব চিনি। **মুখবাস**—মুখশুদ্ধি, অথবা মুখের সুবাস (সুগন্ধ) সাধক দ্রব্য। পানের পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, এলাচি, কবাবচিনি ও তুলসীমঞ্জরী দিলেন।

১০১। **কলেবরে**—দেহে, শরীরে।

১০২। **পাদসংবাহন**—পা টিপন। **সঙ্কোচিত হঞা** ইত্যাদি—অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর গুরু শ্রীঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ (গুরু-ভাই), এজন্য তাঁহার পাদ-সম্বাহনের কথায় প্রভু সঙ্কোচিত হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৪। **দুইজনে**—মুকুন্দ ও হরিদাস, এই দুইজনকে। যে আছিল মনে—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রসাদ ভোজন করিলেন।

১০৭। এই পয়ারে প্রভুর সন্ন্যাস-রূপের বর্ণনা করা হইতেছে। **গৌর দেহ-কান্তি**—প্রভুর দেহ-কান্তি (শ্রীঅঙ্গের বর্ণ বা জ্যোতিঃ) গৌরবর্ণ। **অরুণ বস্ত্র-কান্তি**—বস্ত্রের কান্তি (পরিধানের কাপড়ের—কৌপীন ও বহির্ব্বাসের কান্তি বা বর্ণ) অরুণ (ঈষৎ লোহিত)। **তাতে**—গৌরবর্ণ দেহে।

আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্ট দিন হৈল অবসান ॥ ১০৮
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন—প্রভু করেন দর্শন ॥ ১০৯
নিত্যানন্দগোসাঞি বুলেন আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হৈয়া ॥ ১১০

ধানশ্রী রাগ

"কি কহব রে সখি। (আজুক) আনন্দ-ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥" ১১১
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ১১২
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বোলেন বচন—॥ ১১৩
অনেকদিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরে পাইয়াছোঁ এবে—রাখিব বান্ধিয়া ॥ ১১৪
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১১৫
প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য প্রভুর—নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৮। **নাহি সমাধান**—লোকের আসা যাওয়া শেষ হয় না। **লোকের সংঘট্ট**—বহুলোকের সমারোহ।

১১০। **বুলেন**—ভ্রমণ করেন। **আচার্য্য**—অদ্বৈত আচার্য্য। প্রেমে বিহ্বল হইয়া আচার্য্য পাছে ভূমিতে পতিত হইয়া আঘাত পান, এই আশঙ্কায় শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১১১। **কি কহব**—কি বলিব। **আজুক**—আজিকার। **ওর**—সীমা। **আনন্দওর**—আনন্দের সীমা। **চিরদিনে**—বহুকাল পরে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত আনন্দ-ভরে বলিয়াছিলেন—"বহুদিনের পরে আমার প্রাণবল্লভ আজ আমার মন্দিরে আসিয়াছেন; হে সখি! আজ আমার আনন্দের আর সীমা নাই।" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও মহাপ্রভুকে পাইয়া ঐ ভাবে এই পদটী গান করিয়াছিলেন। দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন।

অথবা, সন্ন্যাসের পরেই শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিরহ-বেদনা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে—প্রভুকে কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মনে করিয়া তাঁহার চিত্তে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যেই—শ্রীঅদ্বৈত এই পদটী গান করিয়াছিলেন।

১১২। স্বেদ-কম্পাদি কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৩। মহাপ্রভু ভাবাবেশে বাহ্যস্মৃতিহীন হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেম।

১১৪। প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি এই পয়ার। **ভাণ্ডিয়া**—ভাঁড়াইয়া, প্রতারিত করিয়া; আত্মগোপন করিয়া। **বান্ধিয়া**—প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া। শ্রীঅদ্বৈতের উক্তির **মর্ম্ম** এই:—"আজ চব্বিশ বৎসর হইল তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তুমি আত্মগোপন করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছ, তোমাকে ধরিবার সুযোগ দাও নাই। আজ ঘরে পাইয়াছি, তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না।" এসব প্রীতির কথা।

১১৬। **প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য**—প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা। অথচ, **নাহি কৃষ্ণসঙ্গ**—কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইতেছে না।

প্রভুর—মহাপ্রভুর। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর মন পূর্ব্ব হইতেই বিহ্বল; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা; অথচ মিলনও হইতেছে না; তাই উৎকণ্ঠা আরও দিন দিন বাড়িতেছে; কোনও রকমে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতের মুখে "কি কহব" ইত্যাদি পদ শুনিয়া তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ছুটিয়া গেল, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বিরহের জ্বালা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সংবরিলা ॥ ১১৭
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ ১১৮
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১১৯
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদবচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥ ১২০

তথাহি পদম্ ॥

"হাহা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ ধ্রু ॥ ১২১
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাঙ্।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ্ তাহাঁ উড়ি যাঙ্।" ॥ ১২২
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর-স্বরে।
শুনিঞা প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে ॥ ১২৩
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥ ১২৪
জর্জ্জর হইলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা—শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৭। **ব্যাকুল হইয়া**—শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া। **গোসাঞি দেখিয়া**—মহাপ্রভু প্রেমের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া। **সংবরিলা**—বন্ধ করিলেন।

১১৮। **ভাবের সদৃশ**—প্রভুর হৃদয়স্থিত ভাবের অনুরূপ। মুকুন্দ প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১১৯। **আচার্য্য উঠাইল** ইত্যাদি—প্রভু উঠিয়া নৃত্য করুন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। **পদ শুনি** ইত্যাদি—কিন্তু মুকুন্দের মুখে স্বীয় ভাবের অনুকূল পদ শুনিয়া প্রভুর প্রেমের উচ্ছ্বাস এতই বাড়িয়া গেল যে এবং তজ্জন্য তিনি এতই অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইল। নিম্নোক্ত "হাহা প্রাণপ্রিয় সখি"—ইত্যাদি পদই মুকুন্দ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১২০। প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল; প্রেমাবেশে তিনি কখনও উঠিয়া দাঁড়ান, কখনও বা আবার মাটীতে পড়িয়া যান, কখনও বা রোদন (ক্রন্দন) করিতে থাকেন।

১২১-২২। শ্রীমুকুন্দের পদটীর মর্ম্ম এইরূপ। কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা শ্রীরাধা তাঁহার অন্তরঙ্গা কোনও সখীকে বলিতেছেন:—"হা হা প্রাণপ্রিয় সখি। আমার এ কি হইল। কানুর বিরহানলে দেহ ও মন জ্বলিয়া যাইতেছে; রাত্রিদিন সর্ব্বদাই আমার চিত্ত যেন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, আমি একটুও সোয়াস্তি পাইতেছি না। কি করিব সখি? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে কানুকে পাইব—বলিয়া দাও সখি, আমি সেখানে উড়িয়া যাইব।" **প্রাণপ্রিয় সখি**—প্রাণের তুল্য প্রিয় সখী। **কানু**—শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার আদরের নাম কানু। **কানুপ্রেমবিষে**—কৃষ্ণপ্রেমের বিষে; কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণায়। **তনু-মন**—দেহ ও মন। **জরে**—জর্জ্জরিত হইতেছে, বিষে। **সোয়াস্তি**—স্বাস্থ্য, সান্ত্বনা। **না পাঙ**—পাই না।

১২৩। **চিত্ত অন্তর বিদরে**—চিত্তের অন্তর (চিত্তের অন্তস্তল পর্য্যন্ত) বিদীর্ণ হয়। "চিত্ত বিদরে অন্তরে"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—অন্তরে (হৃদয়ের মধ্যে) চিত্ত বিদীর্ণ হয়।

১২৪। **বিষাদামর্ষ**—বিষাদ ও অমর্ষ। ২।২।৬৫ ত্রিপদীতে নির্ব্বেদ, ২।২।২৫ ত্রিপদীতে বিষাদ, ২।২।৫৪ ত্রিপদীতে অমর্ষ ও দৈন্য, ৩।২।৫২ ত্রিপদীতে চাপল্য এবং ২।২।৫৬ ত্রিপদীতে গর্ব্বের লক্ষণ দ্রষ্টব্য (টীকায়)। **যুদ্ধকরে**—পরস্পর মর্দ্দনাদিদ্বারা ভাবশাবল্যাদি জন্মাইয়া প্রভুর দেহ-মনকে অভিভূত করে। **ভাবসৈন্য**—নির্ব্বেদাদি ভাবরূপ সৈন্য; নানাবিধ সঞ্চারিভাব।

১২৫। **ভাবের প্রহারে**—ভাবসমূহের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে। **শ্বাস নাহিক শরীরে**—ইহা প্রলয়-নামক সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৬
'বোল বোল' বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল ॥ ১২৭
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুরে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥ ১২৮
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥ ১২৯
তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩০
তবু ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হইয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিলা ধরিয়া ॥ ১৩১
আচার্য্যগোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩২
এইমত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥ ১৩৩
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥ ১৩৪
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা—হৈল সজ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৫
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈতভবন ॥ ১৩৬
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥ ১৩৭
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৬। **চিন্তিত হৈল**—নাসায় শ্বাস ছিল না বলিয়া চিন্তিত।

১২৭। **বোল বোল**—"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি"—ইত্যাদি পদ আরও গাও। **বুঝন না যায় ইত্যাদি**—প্রবল ভাব-তরঙ্গ বুঝা যায় না; কখন কিরূপে যে কোন্ ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবল হয়, তাহা বুঝা যায় না।

১২৮। ভাবাবেশে পাছে প্রভু পড়িয়া যান, এই ভয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন, আর তাঁহাদের পাছে পাছে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছেন।

১২৯। **হর্ষ**—২।২।৬৫ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০। "তিন দিন" স্থলে "পঞ্চ দিন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; কিন্তু পূর্ব্ববর্তী ২।৩।৩ এবং ২।৩।১৬ পয়ার অনুসারে "তিন দিন" পাঠই সঙ্গত। **উদ্দণ্ড নৃত্য**—ভাবাবেশে ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য।

তিনদিন উপবাসের পরে ভোজন করিয়া তাহার পরেই এত দীর্ঘকাল নৃত্য করাতে প্রভুর অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মিয়াছিল।

১৩১। কিন্তু প্রেমজনিত ভাবের আবেশে প্রভু তাঁহার ক্লান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ক্লান্তি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, আর নৃত্য করিতে দিলেন না।

১৩৩। **একরূপ করি**—প্রথম দিনে যে ভাবে প্রভুকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং যে ভাবে কীর্ত্তনানন্দ দান করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই দশদিন পর্য্যন্ত ভোজন ও কীর্ত্তনের আনন্দ দিয়া প্রভুর তুষ্টি বিধান করা হইয়াছিল।

১৩৪। ১৩২ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। **প্রভাতে**—যে দিন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহার পরের দিনের প্রভাতে। **দোলায় চড়াইয়া**—শচীমাতাকে দোলায় বা পাল্কীতে চড়াইয়া।

১৩৫। **সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ**—সমৃদ্ধ সঙ্ঘট্ট; বিপুল জনসঙ্ঘ; খুব বেশী লোকের সমাগম।

১৩৬। **আচার্য্য**—আচার্য্যরত্ন, চন্দ্রশেখর আচার্য্য। মহাপ্রভু নৃত্য করিয়া করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় শচীমাতাকে লইয়া আচার্য্যরত্ন শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

১৩৭-১৩৮। **শচী-আগে**—শচীদেবীর সম্মুখভাগে। **দোঁহার**—শচী ও মহাপ্রভুর। **কেশ**—মাথার চুল; সন্ন্যাসের সময় মাথা মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল বলিয়া প্রভুর মাথায় কেশ ছিল না।

অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৩৯
কান্দিয়া কহেন শচী—বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪০
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে, মোর হইবে মরণ ॥ ১৪১
প্রভুও কান্দিয়া বোলে—শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥ ১৪২
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে—।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ॥ ১৪৩
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ ১৪৪
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঁই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সে-ই ত করিব ॥ ১৪৫
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার ॥ ১৪৬
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥ ১৪৭
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৪৮
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১৪৯
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর ॥ ১৫০
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ ১৫১
কত নাম লৈব যত নবদ্বীপবাসী।
সভারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি ॥ ১৫২
আনন্দে নাচয়ে সভে—বোলে 'হরিহরি'।
আচার্য্যমন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৩
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৪
সভাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্যগোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৫
আচার্য্যগোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয়-অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে—পুন তৈছে হয় ॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৯। শচীমাতা বাৎসল্যভরে প্রভুর গা মুছিয়া দিলেন, মুখে চুমা দিলেন, প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু অশ্রু তাঁহার চোখ ঝাপসা করিয়া দিল, ভাল করিয়া প্রভুর মুখ তিনি দেখিতে পাইলেন না।

১৪০। **বিশ্বরূপ**—শ্রীচৈতন্যের বড় ভাই; তিনি অগ্রে সন্ন্যাস করেন। **নিঠুরাই**—নিষ্ঠুরতা। বিশ্বরূপের নিষ্ঠুরতার কথা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৪২-৪৪। **আই**—মাতা। **নহিব উদাস**—ভুলিব না।

১৪৭। **তবে আই লঞা**—ইহার পরে আইকে লইয়া। **অভ্যন্তর**—ঘরের ভিতরে।

১৪৯। **সৌন্দর্য্য দেখি**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মস্তক-মুণ্ডন, দণ্ডধারণ ও কষায়-বস্ত্র পরিধান করাতে প্রভু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

১৫২। **কৃপাদৃষ্ট্যে হাসে**—হাসিতে হাসিতে কৃপাদৃষ্টি করিয়া।

১৫৩। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমনে, বহু ভক্তের সমাগমে এবং সকলের মুখে অনবরত হরি-হরি-ধ্বনিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় আনন্দময় হইয়া উঠিল।

১৫৫। **ভক্ষ্য অন্ন পান**—আহারের অন্ন এবং পানীয়। **কৈল সমাধান**—সকলের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যোগাইয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

১৫৬। **অক্ষয়**—যাহার ক্ষয় নাই; যাহাতে কিছুতেই দ্রব্যের অভাব হয় না। **অব্যয়**—ব্যয় করিবা মাত্র আবার পূর্ণ হয় যাহা।

সেইদিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৫৭
দিনে আচার্য্যের প্রীতি— প্রভুর দর্শন।
রাত্রো লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ১৫৮
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয় ॥ ১৫৯
ঘনঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া—॥ ১৬০
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণু-পাশ মাগে এই বর—॥ ১৬১
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ! ॥ ১৬২
যে-কালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে ॥ ১৬৩
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয় দৈন্য ভাবে হইলা বিকল ॥ ১৬৪
শ্রীনিবাস-আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সভাকার মন ॥ ১৬৫
শুনি শচী সভাকারে করিল মিনতি—।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি ? ॥ ১৬৬
তোমা-সভা-সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন ॥ ১৬৭
যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিমু—সভারে এই মাগো দান ॥ ১৬৮
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার—।
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সভার ॥ ১৬৯
মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন—॥ ১৭০
তোমাসভার আজ্ঞা-বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭১
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭২
তোমা-সভা না ছাড়িব—যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৩
'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া—।
নিজজন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥' ১৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৭। সেই দিন হৈতে—যে দিন শচীমাতা গিয়াছেন, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া।

১৫৮। আচার্য্যের প্রীতি—প্রীতিপূর্ব্বক আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর সেবা। প্রভুর দর্শন—দর্শনেচ্ছু লোকগণ-কর্ত্তৃক প্রভুর দর্শন ; প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ।

১৬১। প্রেমাবেশে প্রভু ঘন ঘন আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িতেছেন ; তাহা দেখিয়া, প্রভু অত্যন্ত ব্যথা পাইতেছেন মনে করিয়া বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি শচীমাতা রোদন করিয়া উঠিতেছেন—হায় হায় ! আমার নিমাইয়ের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল বলিয়া বিষ্ণুর নিকটে (১৬২।৬৩ পয়ারোক্তরূপ) বর প্রার্থনা করিতেছেন।

হেন বাসোঁ— এইরূপ মনে হইতেছে।

১৬২-৬৩। নিমাইয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত নারায়ণের নিকটে শচীমাতার প্রার্থনা।

১৬৪। হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে—নিমাইর দর্শনজনিত হর্ষ, ভূমিতে পড়িয়া ব্যথা পাইবে বলিয়া ভয়, তাঁহার মঙ্গলের জন্য বিষ্ণুর নিকটে প্রার্থনার সময়ে দৈন্য।

১৬৫। বিপ্রভক্ত— ব্রাহ্মণভক্ত। ভিক্ষা দিতে—নিজেরা পাক করিয়া আহার করাইতে। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভিক্ষা অঙ্গীকার করিবেন না মনে করিয়া অপর কেহ প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন নাই।

১৬৬। কতি—কোথায়। যাঁহারা নিজেদের গৃহে নিজেরা পাক করিয়া প্রভুকে আহার করাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি শচীমাতার উক্তি ১৬৬-৬৮ পয়ারে।

১৭০। বৈয়গ্র্য—ব্যগ্রতা ; ব্যাকুলতা—প্রভুর জন্য।

কেহো যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুইধর্ম্ম ॥ ১৭৫
শুনিঞা প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন ॥ ১৭৬
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা ॥ ১৭৭
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ ॥ ১৭৮
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়—।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ ১৭৯
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি—বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮০
তুমি-সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন ॥ ১৮১
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ—সে-ই নিজসুখ মানি ॥ ১৮২
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন—।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা! তোমার বচন ॥ ১৮৩
ভক্তগণ প্রভু-আগে আসিয়া কহিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৪
নবদ্বীপবাসী-আদি যত লোকগণ।
সভারে সম্মান করি বলিল বচন—॥ ১৮৫
তুমি-সব লোক মোর পরম-বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ তুমি সব ॥ ১৮৬
ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥ ১৮৭
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥ ১৮৮
এত বলি সভাকারে ঈষৎ-হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৮৯
সভা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুন বচন—॥ ১৯০
নীলাচল চলিলে তুমি, মোর কোন্ গতি?।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯১
মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন।
কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন? ॥ ১৯২
প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্যসংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৫। **দুই ধর্ম্ম**—যাহাতে নিজ জন্মস্থানেও থাকিতে না হয়, তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে না হয়, এরূপ যুক্তি কর।

১৭৯। **দুই কার্য্য**—নিমাইয়ের জন্মস্থানে থাকাও হইবে না, তাঁহার সংবাদাদির অভাবে আমাকেও ব্যাকুল হইতে হইবে না। তাঁহার সংবাদাদির অভাব হইবে না কেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইতেছে।

১৮২। নিজের সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল প্রীতির পাত্রের সুখের নিমিত্ত যে ব্যাকুলতা—ইহাই শুদ্ধা প্রীতির লক্ষণ। ১৭৪-৮২ পয়ারের উক্তির মর্ম্ম কর্ণপূরের নাটকের (৬।৭-১১) উক্তির অনুরূপই।

১৮৩। **বেদ-আজ্ঞা**—বেদবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য।

১৮৪। ভক্তগণ শচীমাতার সমস্ত কথা প্রভুর নিকটে আসিয়া জানাইলেন; শুনিয়া প্রভুও অত্যন্ত খুসী হইলেন।

১৮৬-৮৮। নবদ্বীপবাসীদের প্রতি প্রভুর উক্তি। **কৃষ্ণনাম**—কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিবে। **কৃষ্ণকথা**—কৃষ্ণকথার আলোচনা করিবে। **কৃষ্ণ-আরাধন**—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবে।

১৯১। **নীলাচলে যাইতে ইত্যাদি**—যবনের গৃহে জন্ম বলিয়া শ্রীল হরিদাসঠাকুর নিজেকে অস্পৃশ্য অপবিত্র বলিয়া মনে করিতেন; পরম-পবিত্র তীর্থস্থল-নীলাচলে যাওয়ার তাঁহার অধিকার নাই—ইহাই তিনি মনে করিতেন, দৈন্যবশতঃ।

তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ১৯৪
তবেত আচার্য্য কহে বিনতি করিয়া—।
দিন-দুই-চারি রহ কৃপা ত করিয়া ॥ ১৯৫
আচার্য্যবচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈতগৃহে—না কৈল গমন ॥ ১৯৬
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্তসব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥ ১৯৭
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্র্যে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ১৯৮
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১৯৯
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে ॥ ২০০
শচীর অনন্দ বাঢ়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০১
এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণমেলে।
বঞ্চিল কথোকদিন নানাকুতূহলে ॥ ২০২
আরদিন প্রভু কহে সবভক্তগণে—।
নিজনিজ গৃহে সভে করহ গমনে ॥ ২০৩
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমাসঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৪
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ ২০৫
নিত্যানন্দগোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৬
এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে।
জননী-প্রবোধ করি বন্দিল চরণে ॥ ২০৭
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২০৮
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছে ত লাগিলা ॥ ২০৯
কথোদূর যাই প্রভু করি যোড়হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্টবাত—॥ ২১০
জননী প্রবোধি কর ভক্তসমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ ২১১
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্তি করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দগমন ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯৪। প্রভু হরিদাসকে বলিলেন—"হরিদাস! তোমার প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত আমি শ্রীজগন্নাথের চরণে নিবেদন করিব; তাঁর কৃপায় আমি তোমাকে শ্রীক্ষেত্রে লইয়া যাইব।" **শ্রীপুরুষোত্তম**—শ্রীক্ষেত্র।

২০০। অন্বয়:—প্রভুর আরাধনায় (প্রয়োজিত হইয়াছে বলিয়া) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ, ধন—সমস্তই সফল (সার্থক) হইল।

২০২। **ভক্তগণমেলে**—ভক্তগণের মেলে (সভায়); ভক্তগণের সহিত।

২০৩। **আর দিন**—আর এক দিন; পরে এক দিন; যেদিন প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিবেন, সেই দিন।

২০৫। **নীলাদ্রি**—নীলাচলে; শ্রীক্ষেত্রে।

২০৭-৮। **দিল প্রভুসনে**—প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

জননী-প্রবোধ করি ইত্যাদি—প্রভু শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে শচীমাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলেন; এদিকে কিন্তু আচার্য্যের গৃহে প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণায় ক্রন্দনের রোল উঠিল।

২০৯। **নিরপেক্ষ হৈয়া**—কাহারও জন্য কোনও অপেক্ষা না করিয়া; আচার্য্যগৃহের ক্রন্দনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া।

২১০-১২। আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে পাছে পাছে আসিতেছেন দেখিয়া প্রভু একটু দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন এবং জোড় হাতে অনুনয় করিয়া বলিলেন—"আচার্য্য, ফিরিয়া যাও, আর আসিও না; যাইয়া মাকে

গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজনসাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগপথে ॥ ২১৩
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ২১৪
অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২১৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-
করণাদ্বৈতগৃহবিলাসো নাম
তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রবোধ দাও, ভক্তগণকে প্রবোধ দাও; তোমার ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির লোক যদি এত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর কেহ তো প্রাণে বাঁচিবে না।" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন; আর তিনি নীলাচলের পথে অগ্রসর হইলেন। **নিবৃত্তি করিয়া**—তাঁহার পাছে পাছে যাওয়া হইতে বিরত করিয়া।

২১৩। চারিজন সাথে—নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ-পণ্ডিত, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দ-দত্ত—এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। কর্ণপূরও একথাই বলেন। নাটক। ৬।১৩ ॥

ছত্রভোগ—সাগর-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। বর্ত্তমান চব্বিশ-পরগণা-জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

সন্ন্যাসান্তে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাটোয়াত্যাগের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত শ্রীলবৃন্দাবন-দাস-ঠাকুরের বিবরণ একটু অন্য রকমের। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। সন্ন্যাসগ্রহণের দিন রাত্রিতে প্রভু কাটোয়াতেই ভারতী-গোস্বামীর আশ্রমে ছিলেন। রাত্রিতে প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন-সময়ে তিনি কেশব-ভারতীকে আলিঙ্গন করিলেন; ফলে ভারতীও 'হরি হরি' বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে "অরণ্যে প্রবিষ্ট মুই হইমু সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা ॥" বলিয়া সন্ন্যাসের গুরু কেশব-ভারতীর নিকটে বিদায় লইয়া স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কেশব-ভারতীও নৃত্যকীর্ত্তন-রঙ্গে প্রভুর সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; প্রভু তাঁহাকেও সঙ্গে লইলেন। ভারতী অগ্রে, পশ্চাতে প্রভু। প্রভু বনের দিকে চলিয়াছেন। তখন চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভু বলিলেন—"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। কহিও সবারে আমি চলিলাম বনে ॥" একথা বলিয়াই প্রভু চলিয়া গেলেন, আচার্য্যরত্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি নবদ্বীপে গিয়া সকলকে প্রভুর সংবাদ জানাইলেন। শুনিয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের দুঃখের আর অবধি রহিল না। এদিকে প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে রওনা হইলেন; সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ এবং কেশবভারতী। পথিমধ্যে অসংখ্য লোককে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া "হরে কৃষ্ণ হরে হরে" গাইতে গাইতে মত্তসিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পাছে পাছে দৌড়াইতেছেন। নৃত্যাবেশে চলিতে চলিতে প্রভু বলিলেন, তিনি বক্রেশ্বর-শিবের স্থানে নির্জ্জন বনে গিয়া থাকিবেন। সন্ধ্যা-সময়ে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইলেন, ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলেন। প্রহরেক রাত্রি থাকিতে প্রভু একা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরে সঙ্গিগণ উঠিয়া প্রভুর ক্রন্দনের ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া এক প্রান্তরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। সকলে পশ্চিমদিকে চলিয়াছেন; বক্রেশ্বর-শিবের মন্দির আর প্রায় চারি ক্রোশ দূরে; এমন সময়ে প্রভু পূর্ব্বদিকে রওনা হইয়া বলিলেন—"আমি চলিলাম নীলাচলে ॥ জগন্নাথ-প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে। 'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে' ॥" এইভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। কোথাও কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম শুনেন না। হঠাৎ এক রাখাল-শিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিলে প্রভু যেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গঙ্গা কত দূর।" উত্তর পাইলেন—"এক প্রহরের পথে।" তখন প্রভু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিলেন—"এ মহিমা কেবল গঙ্গার। অতএব এথা হরিনামের প্রচার।" গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে করিতে—"প্রভু বলেন—আজ আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়। মজ্জন করিব।" সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। সেই রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামেই সঙ্গিগণকে নিয়া প্রভু বিশ্রাম করিলেন।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বলিলেন—"তুমি নবদ্বীপে যাইয়া ভক্তবৃন্দকে জানাও যে আমি নীলাচলে যাইব; শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আমি তাঁহাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিব। তুমি সকলকে লইয়া শান্তিপুরে যাইবে; আমি এখন ফুলিয়ায় যাইয়া হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইব, তারপর শান্তিপুরে যাইব।" তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ গেলেন নবদ্বীপে এবং প্রভু গেলেন ফুলিয়ায়; ফুলিয়াতে অসংখ্য লোক গিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রভু ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গেলেন। প্রভুকে দেখিয়া আচার্য্য দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমভরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীবাসাদি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দও আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবৎ। অন্ত্য। ১ম অধ্যায়)। শচীমাতার শান্তিপুরে আসার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কিছু জানা যায় না। কাটোয়া হইতে কেশব-ভারতী প্রভুর সঙ্গে রওয়ানা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরে তাঁহার কোনও উল্লেখ শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের মতে, কাটোয়া হইতে বাহির হইয়া তৃতীয় দিবসেই প্রভু ফুলিয়ার আসেন; পরের দিন শান্তিপুরে যায়েন। প্রভু সর্ব্বদাই যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন, তাহা নয়। তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন—সমস্ত সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন; প্রত্যহ দিনান্তে কোনও গ্রামে বিশ্রামও করিয়াছেন, ভিক্ষাগ্রহণও করিয়াছেন। স্বাভাবিক অবস্থায়, গঙ্গাকে গঙ্গা জানিয়াই তাহাতে স্নান করিয়াছেন।

কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্পের অনুরূপ-ভাবের আবেশে প্রেমোন্মত্ত অবস্থাতেই প্রভু নিত্যানন্দ, মুকুন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য, এই তিনজনকেমাত্র সঙ্গে লইয়া—কাটোয়া ত্যাগ করেন এবং বৃন্দাবন-গমনের ভাবের আবেশেই অবিশ্রান্তভাবে তিন দিন রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হন এবং যমুনাভ্রমে গঙ্গায় স্নান করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের নির্দ্দেশে শ্রীঅদ্বৈতও নৌকা লইয়া সেস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপেই প্রভুর ভাব-তন্ময়তা ছুটিয়া যায়, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে নিজের গৃহে নিয়া গেলেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সঙ্গে বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তির মিল দেখা যায় না। কিন্তু কবিরাজের বর্ণনার সঙ্গে কর্ণপূরের নাটকোক্তির প্রায় সর্ব্বতোভাবে মিল আছে; আত্মবিস্মৃত অবস্থায় রাঢ়দেশে প্রভুর তিন দিন ভ্রমণ-বিষয়ে কবিরাজগোস্বামীর সহিত মুরারিগুপ্তের কড়চার (৩।৩।১৮) উক্তিরও মিল আছে। কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসার সময় প্রভু কোন্ কোন্ স্থান দিয়া গিয়াছেন, তাহা কবিরাজ-গোস্বামী, কর্ণপূর বা মুরারিগুপ্ত উল্লেখ করেন নাই, বৃন্দাবনদাসঠাকুর করিয়াছেন। হয়তো বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উল্লিখিত স্থান দিয়াই প্রভু গমন করিয়াছেন। তাহাতেও ফুলিয়া-সম্বন্ধে যেন একটু সন্দেহ থাকিয়া যায়; ফুলিয়ার কথা, মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর বা কবিরাজ—ইঁহাদের কেহই উল্লেখ করেন নাই। প্রভুর সঙ্গে কেশব-ভারতীর আসার কথা মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূরও উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবন-দাসঠাকুর বলেন, কাটোয়া হইতে বাহির হওয়ার পরেই প্রভু চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে নবদ্বীপে পাঠান; কবিরাজ-গোস্বামী এবং কর্ণপূরও বলেন, শান্তিপুরের নিকটে গঙ্গার অপর তীরের নিকট আসিয়াই শ্রীমন্নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে শান্তিপুরে যাইতে এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ যাইতে আদেশ করেন। মুরারিগুপ্ত কিন্তু বলেন, কাটোয়াতে রওনা হওয়ার পরে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত প্রভু আত্মবিস্মৃত ছিলেন (কড়চা ৩।৩।১৮) এবং চতুর্থ দিবসে (ততঃ পরদিনে) প্রভুর আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসে; তখন প্রভু মুরারিগুপ্তকে নবদ্বীপে যাইতে আদেশ করিলে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন (কড়চা ৩।৩।১৯)। কড়চার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কাটোয়া হইতে যাত্রাকালে মুরারি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গুপ্তও প্রভুর একতম সঙ্গী ছিলেন। একথা কিন্তু অপর কেহ বলেন নাই। কর্ণপূরের নাটকোক্তি (৫।৪১) অনুসারে মুরারিগুপ্ত তখন নবদ্বীপেই ছিলেন।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা হইতে মনে হয়, শান্তিপুরে প্রভু মাত্র একদিন ছিলেন; কিন্তু কবিরাজ বলেন—এ-যাত্রায় প্রভু শান্তিপুরে দশ দিন ছিলেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন—শ্রীজগন্নাথের আদেশে প্রভু নীলাচলে বাস করিতেছিলেন; কিন্তু কবিরাজ এবং কর্ণপূরও বলেন—শ্রীশচীমাতার ইচ্ছাতেই প্রভু নীলাচলে গিয়াছিলেন।

শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচল-গমন সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস বলেন—প্রভুর শান্তিপুর হইতে আটিসারা-গ্রামে, আটিসারা হইতে গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগে, ছত্রভোগ হইতে তত্রত্য ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখানের আনুকূল্যে নৌকাযোগে উড়িষ্যাদেশে উপনীত হইলেন। পরে অগ্রসর হইতে হইতে সুবর্ণরেখা নদীতীরে আসিলেন। এস্থানেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া এস্থান হইতে প্রভু একাকী অগ্রসর হইতে থাকেন, সঙ্গীরা—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, ইহারা সকলে—পৃথক ভাবে পশ্চাতে প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে আসিয়া জলেশ্বর-শিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও সেস্থানে উপনীত হইলেন। প্রভুর ক্রোধ উপশান্ত হইয়াছে; সকলে মিলিয়া জলেশ্বর হইতে রওনা হইয়া প্রথমে বাঁশদা-নামক স্থানে, পরে যথাক্রমে রেমুণা, যাজপুর, কটক (কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন), ভুবনেশ্বর (একাম্রবন), কমলপুর এবং সর্ব্বশেষে পুরীর নিকটবর্ত্তী আঠার-নালায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সঙ্গিগণ প্রভুকেই আগে একাকী যাইতে বলিলেন; প্রভু যাইয়া শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রহরীরা প্রভুকে মারিতে যাইতেছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাধা দিলেন। পরে সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের প্রতিহারীদ্বারা সংজ্ঞাহীন প্রভুকে বহন করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, লোকগণ প্রভুকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁহারাও অনুসরণ করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কবিরাজগোস্বামী বলেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত, এই চারিজনের সঙ্গে প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাত্রা করেন; গঙ্গাতীর-পথে চলিতে চলিতে প্রভু যথাক্রমে ছত্রভোগ, রেমুণা, যাজপুর, কটক (কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন), ভুবনেশ্বর হইয়া কমলপুরে আসিলেন। কমলপুরেই ভার্গী-নদীতীরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গেন। প্রেমাবেশে প্রভু এখানে তাহা জানিতে পারেন নাই। নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কমলপুর হইতে যখন আঠার-নালায় আসিলেন, তখনই প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং দণ্ডভঙ্গের কথা জানিতে পারিলেন। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু একাকী চলিতে ইচ্ছুক হইলে সঙ্গিগণ বলিলেন—তিনিই যেন আগে একাকী যান। প্রভু আগেই একাকী যাইয়া শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, প্রহরীদের প্রহার হইতে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া লোকজন দ্বারা বহন করাইয়া সংজ্ঞাহীন প্রভুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে প্রভুর সঙ্গীরা সিংহদ্বারে উপনীত হইলে লোকজনের মুখে এক নবীন সন্ন্যাসীর শ্রীমন্দিরে অদ্ভুত আচরণের কথা, সার্ব্বভৌমকর্তৃক তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন—এই নবীন সন্ন্যাসী প্রভু ব্যতীত অপর কেহ নহেন; কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহ কোথায়, তাহা তাঁহারা জানেন না। দৈবাৎ সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ-আচার্য্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দদত্তের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে সার্ব্বভৌমের গৃহে লইয়া গেলেন।

যে যে স্থান দিয়া প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে বৃন্দাবন-দাস ও কবিরাজের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে। পার্থক্য কেবল দণ্ডভঙ্গের স্থান সম্বন্ধে। বৃন্দাবনদাস বলেন—রেমুণায় পৌঁছিবার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরেই দণ্ড ভাঙ্গা হয়। আর কবিরাজ বলেন—আঠারনালায় পৌঁছিবার আগে কমলপুরে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভার্গীনদীতীরে দণ্ডভাঙ্গা হয় ; কমলপুরে দণ্ডভঙ্গের কথা কর্ণপূরও তাঁহার নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে বলিয়াছেন। যাহা হউক, আঠারনালায় আসার পরে প্রভু তাহা জানিতে পারেন। গোপীনাথ-আচার্য্যের কথাও বৃন্দাবনদাস কিছু বলেন নাই ; কবিরাজ বলেন—গোপীনাথ-আচার্য্যের সঙ্গেই শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি সার্বভৌমের গৃহে যান।

যাহা হউক, শান্তিপুর হইতে নীলাচল-গমনের বিবরণে স্থূলতঃ বৃন্দাবন-দাসের সহিত কবিরাজের মিল আছে। এজন্তই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥" এবং এজন্তই পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—'চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন। সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥ তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহো না কৈল বর্ণন। যথাকথঞ্চিত কবি সে লীলা-কথন॥ ২।৪।৮৭॥" সাক্ষিগোপালের উপাখ্যান, ক্ষীরচোরাগোপীনাথের উপাখ্যানাদিই বোধ হয় বৃন্দাবন-দাসের অবর্ণিত এবং কবিরাজের বর্ণিত ঘটনা।

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্ বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
নীলাদ্রিগমন জগন্নাথদরশন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥ ২
এইসব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৩
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্যবিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৪
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি, তৈছে নাহি শক্তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যস্মৈ ইতি। গোপীনাথঃ তন্নামা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ যস্মৈ মাধবেন্দ্রায় দাতুং দানং কর্ত্তুং ক্ষীরভাণ্ডং ক্ষীরপূর্ণভাণ্ডং চোরয়ন্ সন্ ক্ষীরচোরাভিধস্তন্নামা অভূৎ বভূব। শ্রীগোপালস্তন্নামা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ যস্য প্রেম্ণা করণেন বশঃ বশীভূতঃ সন্ প্রাদুরাসীৎ প্রকটোঽভূৎ তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি অহং নমামীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্র এবং তৎপ্রসঙ্গে ক্ষীরচুরির ব্যপদেশে রেমুণার গোপীনাথের ভক্তবাৎসল্যের কথা বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্মৈ (যাঁহাকে) দাতুং (দেওয়ার নিমিত্ত) ক্ষীরভাণ্ডং (ক্ষীরপূর্ণ-ভাণ্ড) চোরয়ন্ (চুরি করিয়া) গোপীনাথঃ (গোপীনাথ-নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ) ক্ষীরচোরাভিধঃ (ক্ষীরচোরা বলিয়া অভিহিত) অভূৎ (হইয়াছিলেন), শ্রীগোপালঃ (শ্রীগোপাল) যৎপ্রেম্ণা (যাঁহার প্রেমে) বশঃ (বশীভূত) সন্ (হইয়া) প্রাদুরাসীৎ (প্রকটিত হইয়াছিলেন), তং (সেই) মাধবেন্দ্রং মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে) নতঃ অস্মি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যাঁহাকে দেওয়ার নিমিত্ত ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড চুরি করিয়া রেমুণাস্থিত শ্রীগোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ক্ষীরচোরানামে অভিহিত হইয়াছেন; যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল (তাঁহার সাক্ষাতে গোপবালক-রূপে) প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে আমি নমস্কার করি। ১

শ্রীগোপীনাথ শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর জন্য স্বীয় ভোগের নিমিত্ত উপস্থাপিত ক্ষীরভাণ্ডসমূহের মধ্য হইতে একভাণ্ড ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার নাম হয় ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ (পরবর্ত্তী ১১৬-১৩৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)। মাধবেন্দ্রপুরী যখন শ্রীবৃন্দাবনে, তখন একদিন শ্রীগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ—একটী গোপ-বালকের বেশে দুধ লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন (পরবর্ত্তী ২২-৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২-৩। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন—বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, পুরীতে। **এই সব লীলা** ইত্যাদি—শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসকল লীলা বিবৃত করিয়াছেন। ২।৩।২১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৬
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথাকথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন ॥ ৭
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার ॥ ৮

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনকুতূহলে ॥ ৯
ভিক্ষা লাগি একদিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১০
পথে বড়-বড় দানী, বিঘ্ন নাহি করে।
তা-সভারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দম্ভ করি—অহঙ্কার করিয়া। শ্রীবৃন্দাবনদাস হইতেও উত্তমরূপে বর্ণন করিব, এইরূপ অহঙ্কার করিয়া।

"এই সব লীলা প্রভুর" স্থলে "এসব লীলার ব্যাস"-এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৬। শ্রীলবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে যে লীলার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমি (কবিরাজ গোস্বামী) এস্থলে তাহা অতি সংক্ষেপে—সূত্রাকারে—উল্লেখ করিব ; আর যে লীলা তিনি বর্ণনা করেন নাই, সূত্রমধ্যে উল্লেখ-মাত্র করিয়া গিয়াছেন, সেই লীলা সম্বন্ধে আমি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দিব।

৯। **চারিভক্ত**—২।৩।২০৬ পয়ারোক্ত শ্রীনিত্যানন্দাদি চারিজন ভক্ত। **কৃষ্ণকীর্ত্তন-কুতূহলে**—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আনন্দে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন।

১০। **ভিক্ষালাগি**—আহারের নিমিত্ত। **আপনে**—মহাপ্রভু নিজে। **অন্ন**—ভক্ষ্য দ্রব্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—নীলাচলের পথে উৎকলে প্রবেশ করিয়া এক দেবালয়ে সঙ্গীদিগকে বসাইয়া প্রভু নিজেই ভিক্ষায় বাহির হইলেন। প্রভু যে গৃহেই যায়েন, সেই গৃহ হইতেই উত্তম উত্তম দ্রব্য এবং তণ্ডুল প্রভুকে দেওয়া হয়। ফিরিয়া আসিলে সঙ্গিগণ "ভিক্ষাদ্রব্য দেখি সবে লাগিলা কহিতে। সবেই বলেন—প্রভু, পারিবা পোষিতে ॥ সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন। সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥ (অন্ত্য ২য় অধ্যায়)।"

১১। **দানী**—যাহারা পথের কর গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দানী বলে। **বিঘ্ন**—বাধা। দানীরা সকল-পথিকের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া থাকে ; কেহ কর না দিলে তাহাকে যাইতে দেয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাদিগকে কর দেন নাই, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণক যাইতে দিয়াছে, কোনওরূপ বাধা দেয় নাই। **তা সভারে**—সেই দানীদিগকে। **রেমুণা**—বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ ; এইস্থানে ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ আছেন।

যেস্থানে প্রভু নিজে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে প্রাতঃকালে রওনা হইয়া প্রভু কতদূর অগ্রসর হইয়াই এক দানঘাটীতে উপনীত হইলেন। দানী প্রভুকে এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে আটক করিল, দান (পথকর) না দিলে যাইতে দিবে না ; কিন্তু প্রভুর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন দানী "জিজ্ঞাসিল—'কতেক তোমার লোক হয়' ॥ প্রভু কহে—'জগতে আমার কেহো নয়। আমিহ কাহারো নহি, কহিল নিশ্চয় ॥ এক আমি, দুই নহি, সকল আমার'। কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥" তখন দানী বলিল—"গোঁসাই তুমি যাও ; ইহাদের দান পাইলে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিব।" গোবিন্দ বলিয়া প্রভু চলিলেন ; কিন্তু কতদূর যাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নতমস্তকে কাঁদিতে লাগিলেন। দেখিয়া দানী বিস্মিত হইয়া প্রভুর সঙ্গীদের প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমরা, কার লোক, কহত ভাঙ্গিয়া ॥" তখন সাশ্রু-নয়নে তাঁহারা বলিলেন—"অই ঠাকুর সবার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম শুনিয়াছ যার। সবেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।" ইহাদের প্রেম দেখিয়া দানী মুগ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন প্রভু দানীকে কৃপা করিয়া সঙ্গীদের লইয়া নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন (শ্রীচৈ. ভা. অন্ত্য, ২য় অধ্যায়)।

রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১২
তাঁর পাদ-পদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৩
চূড়া পাইয়া প্রভু মনে আনন্দিত হঞা।
বহু নৃত্যগীত কৈলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৪
প্রভুর ত ভাব দেখি—প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৫
নানামতে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাহাঁ প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৬
মহাপ্রসাদ-ক্ষীরলোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৭
'ক্ষীরচোর গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তার নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥ ১৮
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি ॥ ১৯
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন ॥ ২০
প্রেমে মত্ত—নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে—নাহি স্থানাস্থান ॥ ২১
শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥ ২২
গোপাল বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া ॥ ২৩
পুরী! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান? ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২। **পরমমোহন**—অতি সুন্দর। **গোপীনাথ**—ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

১৩। **পুষ্পচূড়া**—পুষ্পনির্ম্মিত চূড়া; ফুলের দ্বারা তৈয়ারী চূড়া। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুকে দেখিয়া শ্রীরাধা মনে করিয়াই কি শ্রীরাধার প্রাণবঁধু শ্রীগোপীনাথ রহঃকৌতুকবশতঃ স্বীয় পুষ্পচূড়া তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিলেন?

১৫। মহাপ্রভুর অসাধারণ ভাবের আবেশ, তেজস্বিতা, রূপ, গুণ ও প্রেম দেখিয়া গোপীনাথের সেবকগণ বিস্মিত হইলেন।

১৬। **নানামতে প্রীতে**—প্রীতিপূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রভুর সেবা করিলেন।

করিলা বঞ্চন—যাপন করিলেন; রহিলেন।

১৭। **মহাপ্রসাদ-ক্ষীরলোভে**—গোপীনাথের ভোগে প্রত্যহ ক্ষীর দেওয়া হয়; এই ক্ষীররূপ মহাপ্রসাদ পাওয়ার আশায় মহাপ্রভু সেইস্থানে রহিলেন। **কথা**—যেরূপে গোপীনাথ মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, সেই কথা।

১৮। **সেইত আখ্যান**—ঈশ্বরপুরীর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, সেই কথা।

২২। **শৈল**—পর্ব্বত; এস্থলে গিরিগোবর্দ্ধন। **গোবিন্দকুণ্ড**—এই কুণ্ড গোবর্দ্ধনে অবস্থিত। **সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যা সময়ে। অথবা সান্ধ্যকৃত্য করিতে।

২৩। **দুগ্ধভাণ্ড লইয়া**—মাধবেন্দ্রপুরী সম্ভবতঃ কেবল দুগ্ধ পান করিতেন, এজন্য তাঁহার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালক-বেশে দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—ইহাই গীতার বাক্য। **আগে**—মাধবেন্দ্রপুরীর সম্মুখে।

২৪। **মাগি কেনে নাহি খাও**—যাচিয়া আনিয়া খাও না কেন? শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র অযাচক ছিলেন; কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন না; অযাচিত ভাবে দুগ্ধমাত্র পাইলে তাহাই খাইতেন; তিনি দুধ ব্যতীত অন্য কিছুই খাইতেন না বলিয়াই পরবর্ত্তী ১০ পয়ার হইতে মনে হয়। **কিবা কর ধ্যান**—কি ধ্যান কর, কাহার ধ্যান করিতেছ। রসিকশেখর যেন কিছুই জানেন না—পুরীগোস্বামী কাঁহার ধ্যান করিতেছেন। গোপবালক

বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ ২৫
পুরী কহে—কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস ?।
কেমনে জানিলে—আমি করি উপবাস ? ॥ ২৬
বালক কহে—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী ॥ ২৭
কেহ মাগি খায় অন্ন, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচকজনে আমি দিয়ে ত আহার ॥ ২৮
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রী-সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা ॥ ২৯
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আর বার আসি আমি এই ভাণ্ড লৈব ॥ ৩০
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩১
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে, সেই বালক পুন না আইল ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাজিয়া আসিয়াছেন কিনা, তাই বালক স্বভাব-সুলভ কৌতূহল প্রকাশ করিতেছেন। শ্লেষার্থ—পুরী, তুমি যাঁহার ধ্যান করিতেছ, তিনিই তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত।

২৫। **ভোক্**—ক্ষুধা। **শোষ**—তৃষ্ণা, শুষ্কতা।

২৭। **আমার গ্রামেতে**—এই গ্রামে। **কেহ না রহে** ইত্যাদি—আমার এই গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না।

২৮। **অযাচক** ইত্যাদি—যাহারা কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা করে না এবং করিবে না বলিয়া ব্রতধারণ করিয়াছে, আমি তাঁহাদের আহার যোগাই। বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে ভঙ্গীক্রমে নিজের একটু পরিচয় দিলেন, অবশ্য খুব প্রচ্ছন্নভাবে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিন্তু পরমভাগবত হইয়াও পুরীগোস্বামী তখনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

২৯। "কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, বালক।

জল লৈতে ইত্যাদি—জল নেওয়ার জন্য আমার গ্রামের স্ত্রীলোকগণ এই গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা তোমাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং দুধ দিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

বালকের বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল—"আমার অন্তর্য্যামিত্বের কথা না জানি পুরীর মনে স্ফুরিত হয়, তাহা হইলেই তো তাঁহার নিকটে আমি ধরা পড়িয়া যাইব। পুরীর মত মহাপ্রেমিক পরম-ভাগবতদিগের নিকটে আমার আত্মগোপন তো সম্ভব নয়।" এইরূপ সন্দেহমূলক চিন্তার পরেই—সম্ভবতঃ পুরীকে ভুলাইবার জন্য চতুর-চূড়ামণি বালক বলিলেন—"আমার গ্রামের স্ত্রীলোকগণ—গোপীগণ জল নেওয়ার জন্য এই গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তোমাকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন—তুমি তখনও কিছু খাও নাই, তাই তাঁহারা তোমার জন্য দুধ দিয়া তোমাকে দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।" গোপীরা তাঁহাকে জানাইলেই যেন তিনি জানিতে পারেন, এবং তিনি গোপীদেরই আজ্ঞাবহ—ইহাও যেন ভঙ্গীতে জানান হইল। ভক্তবৎসল ভগবান্ সকল বিষয়েই ভক্তপরাধীন; ভক্তের কোন সেবা করিতে পারিলে, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলে তিনি যেন নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। তাই তাঁহার শ্রীমুখোক্তি—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।"

৩০। পুরীর সাক্ষাতে অধিকক্ষণ থাকিলে পাছে বা তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল চিত্তে নিজের পরিচয়টী প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয়, বালক দুগ্ধদোহনের ছলে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্তের সঙ্গে কত লুকোচুরিই যে তিনি খেলিতে জানেন।

৩১। **না দেখিয়ে আর**—যেন হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাই পুরীগোস্বামীর বিস্ময় (চমৎকার)।

৩২-৩৩। **বাট**—পথ। পুরী-গোস্বামী বালকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিকে চাহিয়া আছেন।

বসি নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি লয় ॥ ৩৩
স্বপ্ন দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥ ৩৪
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই ॥ ৩৫
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে ॥ ৩৬
এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল-জলে আমা করাহ স্নপন ॥ ৩৭
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ—।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ? ॥ ৩৮
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৩৯
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি—ইহাঁ অধিকারী ॥ ৪০
শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া ॥ ৪১
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাম লয়—হরিনাম করেন। **তন্দ্রা**—অল্প নিদ্রা; নিদ্রার ভাব। **বাহ্যবৃত্তিলয়**—ইন্দ্রিয়গণের বাহিরের ক্রিয়া লোপ পাইল; অন্তর্বৃত্তি সম্পূর্ণভাবেই জাগ্রত রহিল।

৩৪। **সেই বালক**—যে গোপ-বালক পুরীগোস্বামীকে দুগ্ধ দিয়া গিয়াছিলেন। **কুঞ্জ**—লতা ও পত্রাদি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত স্থান। **হাতেতে ধরিয়া**—পুরীগোস্বামীর হাত ধরিয়া।

৩৫। **দাবাগ্নি**—বনের মধ্যে বৃক্ষসকলের সংঘর্ষণে যে আগুন জ্বলে, তাহাকে দাবাগ্নি বলে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শীতগ্রীষ্মবর্ষাদি হইতে, কি দাবাগ্নি হইতে কোনওরূপ কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণাও নাই; কারণ, তিনি আত্মারাম, পূর্ণতম ভগবান্। তবে, ভক্তের প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত লীলাশক্তির ইঙ্গিতে ক্ষুধাতৃষ্ণাদির, বা শীত-গ্রীষ্মাদি হইতে কষ্টের আবেশ তাঁহাতে জন্মে; এইরূপ আবেশ হয় বলিয়াই ভক্ত তাঁহার সেবার সুযোগ পায়েন, তাঁহারও লীলার আস্বাদন সম্ভব হয়। এই আবেশ তাঁহার লীলাশক্তিরই বৈচিত্রীবিশেষ।

৩৬। **কাঢ়**—বাহির কর। **পর্ব্বত-উপরে**—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে।

৪০। **বজ্র**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র। মৌষল-লীলায় যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল; কিন্তু কতিপয় স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ সহ বজ্র অবশিষ্ট ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়া স্থাপন করিলেন এবং বজ্রকে অভিষিক্ত করিলেন (শ্রীভা. ১০।৯০।৩৭ এবং ১১।৩১।২৫)। কথিত আছে, এই বজ্রই শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। **ইহাঁ অধিকারী**—এইস্থানে আমারই অধিকার।

৪১-৪২। **শৈল উপর**—গোবর্দ্ধনের উপরে। গোপালদেব বলিলেন—"গোবর্দ্ধনের উপরে আমার মন্দির ছিল; ম্লেচ্ছগণ যখন এদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহাদের ভয়ে আমার সেবকগণ মন্দির হইতে আনিয়া আমাকে এই কুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। তদবধিই আমি এই কুঞ্জে আছি। তুমি এখন আমাকে বাহির করিয়া লও।" **সাবধানে**—সতর্কতার সহিত, অঙ্গে যেন কোনওরূপ আঘাতাদি না লাগে।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর প্রেমের প্রভাব এবং স্বীয় ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্যতার মহিমা জগতে খ্যাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগোপালদেবের এই সকল লীলা। নতুবা ম্লেচ্ছ হইতেই বা তাঁহার আবার ভয় কিসের? ম্লেচ্ছভয়ে সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়া গেলেও, সেই ভয়ের কারণ দূর হইয়া গেলে সেবকই বা তাঁহাকে পুনর্ব্বার কুঞ্জ হইতে লইয়া গেলেন না কেন? ভগবানের সেবার জন্য প্রেমী ভক্তের যেরূপ উৎকণ্ঠা, প্রেমী ভক্তের সেবা গ্রহণের জন্যও ভক্তবৎসল ভগবানের সেইরূপ বা ততোধিক উৎকণ্ঠা। (টী. প দ্র.)

এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল—॥ ৪৩
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৪
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞা পালন লাগি হইলা সুস্থির ॥ ৪৫
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সবলোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন, চল তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৭
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ—নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে ॥ ৪৮
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে ॥ ৪৯
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫০
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে।
মহা ভারি ঠাকুর—কেহো নারে চালাইতে ॥ ৫১
মহামহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত-উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া ॥ ৫২
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল ॥ ৫৩
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥ ৫৪
নব শতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত ॥ ৫৫
কেহো গায় কেহো নাচে—মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল ॥ ৫৬
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হইতে।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে ॥ ৫৭
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক ॥ ৫৮
অঙ্গ-মলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥ ৫৯
পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া ॥ ৬০
পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন ॥ ৬১
শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫১। **আবরণ**—আচ্ছাদন; উপরিস্থিত মাটী ও তৃণ। **করিলা বিদিতে**—পুরী-গোস্বামীকে জানাইলেন। অথবা, তৃণ-মাটী সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া শ্রীগোপালদেবকে সকলের দৃষ্টির গোচরীভূত করিলেন।

৫৩। **পাথরের সিংহাসনে**—একখানা পাথরকে সিংহাসন করিয়া তাহার উপরে। **এক পাথর পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠের দিকেও বড় একখানা পাথর দিলেন, যেন শ্রীমূর্ত্তি পেছনের দিকে পড়িয়া না যাইতে পারেন। **অবলম্বন**—আশ্রয়।

৫৪। এক্ষণে শ্রীগোপালের অভিষেকের আয়োজন হইতেছে। **নবঘট**—নূতন কলস। **ছানিয়া**—ছাঁকিয়া।

৫৫। **নবশত ঘট**—একশত নূতন ঘট; **উপনীত**—উপস্থিত।

৫৯। **অঙ্গমলা**—অঙ্গের ময়লা; মাটী আদি। **স্নপন**—স্নান। **চিক্কণ**—চক্‌চকে।

৬০। **পঞ্চগব্য**—গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত। **পঞ্চামৃত**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।

৬১। **শঙ্খগন্ধোদকে**—শঙ্খমধ্যস্থিত গন্ধোদকে। **গন্ধোদক**—সুগন্ধি জল। শঙ্খের মধ্যে জল রাখিয়া তাহাতে চন্দন, কর্পূর, পুষ্প প্রভৃতি দিয়া সেই জলকে সুগন্ধি করা হইয়াছে।

"গন্ধোদক" স্থলে "গঙ্গোদক" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; গঙ্গোদক—গঙ্গাজল। কিন্তু এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; গোবর্দ্ধনে গঙ্গাজল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৩
সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুন তাম্বূল অর্পিল ॥ ৬৪
আরতি করিয়া কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈলা আত্মসমর্পণ ॥ ৬৫
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল—পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৬
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল, প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন ॥ ৬৭
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন-চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ ॥ ৬৮
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহো বড়া বড়ী কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৬৯
জন পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি ॥ ৭০
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭১
তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল ॥ ৭২
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনী সর পাশে ধরি আনি ॥ ৭৩
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৪
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৫
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হৈল ॥ ৭৬
ইহা অনুভব কৈল মাধব-গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি ॥ ৭৭
এক দিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥ ৭৮
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল—লোকে করে জয় জয় ॥ ৭৯
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৩। **ধূপদীপ করি**—ধূপ ও দীপ দানের পরে; অভিষেক-আরতির পরে।

৬৪। **নব্য পাত্রে**—নূতন পাত্রে সুবাসিত (কর্পূরবাসিত) জল দিলেন, শ্রীগোপালের পানের নিমিত্ত। **তাম্বূল**—পান।

৬৬-৬৭। **তণ্ডুল**—চাউল। **দালি**—ডাইল। **গোধূম চূর্ণ**—ময়দা, আটা, সুজি প্রভৃতি। **মৃদ্ভাজন**—মাটীর পাত্র।

৬৮-৬৯। **সূপ**—ডাইল। **বন্য**—বনে যাহা জন্মে। **কড়ি**—ব্রজবাসীদের একরকম খাদ্য; দধি ও বেসম সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়।

৭২। **তার পাশে**—ভাতরাশির পাশে। **উপ-পর্ব্বত**—ছোট পাহাড়।

৭৩। **মাঠা**—ঘোল। **শিখরিণী**—দধি, দুগ্ধ, চিনি, মরিচ এবং কর্পূর এই পাঁচটী দ্রব্য মিশ্রিত করিলে শিখরিণী হয়। **মথনী**—মাখন। "মাখন" পাঠও দৃষ্ট হয়। **সর**—দুধের সর। "সর" স্থলে "সব" পাঠও দৃষ্ট হয়।

৭৪। **অন্নকূট**—রাশিকৃত অন্ন, অন্নের পাহাড়।

৭৫-৭৭। ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব সমস্ত উপকরণই খাইয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার হস্তস্পর্শে অন্ন-ব্যঞ্জনাদির সমস্ত পাত্রই আবার পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল; অন্য কেহই ইহা অনুভব করিতে (বুঝিতে) পারেন নাই; একমাত্র মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীই তাঁহার ভক্তিপ্রভাবে শ্রীগোপালের এই ভোজনলীলা প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার এই অচিন্ত্যশক্তি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। ভক্তের নিকটে ভগবানের গোপনীয় কিছুই থাকিতে পারে না। **লুকা কিছু নাই**—কিছুই গোপনীয় নাই।

তৃণটাটি দিয়া চারিদিগ আবরিল।
উপরেহ এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮১
পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥ ৮২
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৩
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সভে প্রসাদ খাইল ॥ ৮৪
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৫
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবামধ্যে সভা নিয়োজিল ॥ ৮৬
পুন দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছুভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান ॥ ৮৭
'গোপাল প্রকট হৈল' দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৮
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সভে হরষিত হঞা ॥ ৮৯
রাত্রিকালে ঠাকুরেরে করাইয়া শয়ন।
পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন ॥ ৯০
প্রাতঃকালে পুন তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯১
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ—গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল ॥ ৯২
পূর্ব্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৯। **বিড়ার সঞ্চয়**—পানের খিলি সকল।

৮১। **তৃণ**—ঘাস, পাতা। **টাটি**—ঝাঁপ, বেড়া। **তৃণটাটি**—তৃণনির্ম্মিত বেড়া।

৮৫। **পূর্ব্ব অন্নকূট**—শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-সময়ে গোবর্দ্ধন-পূজা উপলক্ষে যে অন্নকূট হইয়াছিল, এখনও যেন তাহাই হইল।

শারদীয়া পূজার পরবর্ত্তী অমাবস্যার পরের প্রতিপদ-তিথিতে অন্নকূট পর্ব্ব হয়। এই তিথিতে পূর্ব্বকালে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া তৎস্থলে গোবর্দ্ধন-পূজার ও গোপূজার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এইরূপ:—"গো-সকলই ব্রজবাসীদের ধনসম্পত্তি; সুতরাং গোপূজা আবশ্যক। আর গোবর্দ্ধনপর্ব্বত তৃণাদিদ্বারা গোসকলের আহার্য্যাদি যোগায়; সুতরাং গোবর্দ্ধনই ব্রজবাসীদিগের মহোপকারক; তাই গোবর্দ্ধনের পূজা করাই সঙ্গত।" তাঁহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া ব্রজবাসিগণ উক্ত তিথিতে ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনের পূজা করেন এবং এই পূজার উপকরণরূপে অন্নাদির পর্ব্বত-প্রমাণ স্তূপ (অন্নের কূট) সজ্জিত করিয়াছিলেন; তাই এই উৎসবকে অন্নকূট-উৎসব বলা হয়।

৮৬। ব্রজবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সকলকেই তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া বৈষ্ণব করিলেন এবং তাঁহাদের সকলকেই শ্রীগোপালদেবের সেবায় নিয়োজিত করিলেন।

সেই সেই সেবামধ্যে—কাহাকেও রন্ধনে, কাহাকেও পূজার দ্রব্য সংগ্রহে ইত্যাদি সেবার মধ্যে যাঁহাকে যে সেবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তাঁহাকে সেই সেবায় নিয়োজিত করিলেন।

৮৯। এক একদিন এক এক গ্রামের লোক অন্নকূট-মহোৎসব করিবার জন্য অনুমতি মাগিয়া লইলেন।

৯০। **গব্য-ভোজন**—গো-দুগ্ধ-পান এবং দুগ্ধজাতদ্রব্য ভোজন; যে সব জিনিস ভোগ লাগিয়াছিল, তাহার মধ্যে পুরী-গোস্বামী কেবল দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাতদ্রব্যই গ্রহণ করিলেন, আর কিছু গ্রহণ করিলেন না; ইহাতে মনে হয়, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাতদ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছু তিনি আহার করিতেন না।

৯১। **অন্ন**—চাউল, ময়দা প্রভৃতি।

ব্রজবাসিলোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসিপ্রতি ॥ ৯৪
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সভার দুঃখ-শোক ॥ ৯৫
আশপাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব।
একৈক দিন সভে করে মহোৎসব ॥ ৯৬
'গোপাল প্রকট' শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ॥ ৯৭
মথুরার লোক সব—বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি ॥ ৯৮
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসঙ্খ্য আইসে নিত্য—বাঢ়িল ভাণ্ডার ॥ ৯৯
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহো পাকভাণ্ডার কৈল কেহো ত প্রাচীর ॥ ১০০
একৈক ব্রজবাসী একৈক গাবী দিল।
সহস্র সহস্র গাবী গোপালের হৈল ॥ ১০১
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরীগোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০২
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৪। সকল লোকে শ্রীগোপালকে এত দ্রব্যাদি দেয় কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন। **ব্রজবাসী ইত্যাদি**—শ্রীগোপালের প্রতি ব্রজবাসীদিগের স্বাভাবিকী প্রীতি আছে; এজন্য তাঁহারা তাঁহাকে নানাদ্রব্য দেন। আর ব্রজবাসীদিগের প্রতিও শ্রীগোপালের স্বাভাবিকী প্রীতি আছে; তাই তাঁহাদের দ্রব্য গ্রহণের জন্যও তাঁহার অত্যন্ত লালসা। এ জন্য তাঁহারা যাহা দেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন।

সহজ প্রীতি—স্বাভাবিকী প্রীতি; শরীরের স্বভাবে যেমন ক্ষুধা-পিপাসাদি হয়, তদ্রূপ ব্রজবাসীদিগের শরীর ও মনের স্বভাবেই শ্রীগোপালের প্রতি প্রীতি আছে।

১০০। **পাকভাণ্ডার**—পাক এবং ভাণ্ডার। **পাক**—পাকঘর। **ভাণ্ডার**—ভাণ্ডার ঘর। **প্রাচীর**—অঙ্গনের বা বাড়ীর চারিদিকের দেওয়াল।

১০২। **বৈরাগী ব্রাহ্মণ**—বিষয়-বৈরাগ্যবান্ (অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত) ব্রাহ্মণ; সন্ন্যাসী নহেন—কারণ, দীক্ষার পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ; তাঁহাদের তখনও দীক্ষা হয় নাই। **গৌড়**—বাঙ্গালা দেশ।

১০৩। **শিষ্য করি**—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া। **সেবা সমর্পিল**—সেবার সুচারু নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহাদের হস্তে শ্রীগোপালের সেবার ভার দিলেন। **রাজসেবা**—রাজোচিত উপকরণে সেবা।

ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চমতরঙ্গ, হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর যে দুই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-শিষ্যের উপর শ্রীগোপালদেবের সেবার ভার অর্পিত হইয়াছিল—"সেই দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥ শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরে কৈল সেবা অধিকারী॥ পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট, তাঁর অদর্শনে। কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়। সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবায়॥ ভক্তিরত্নাকর।২১৩-১৪ পৃঃ॥" শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের পিতা বল্লভ ভট্টও মহাপ্রভুতে অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন; বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রভু যখন প্রয়াগে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী যখন সেখানে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন বল্লভ-ভট্ট প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়েলগ্রামে স্বগৃহে নিয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে প্রভুর ভিক্ষা করাইয়াছিলেন (মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)। ইহার কয়েক বৎসর পরে বল্লভ-ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়া তাহা প্রভুকে দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে যান। সেখানে তিনি শ্রীলগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন; পূর্ব্বে তাঁর উপাসনা ছিল বালগোপালের (অন্ত্যলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহার পরে তিনি সপরিবারে মথুরামণ্ডলে গিয়া বাস করেন। শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গের সহিতও তাঁহার খুব সম্প্রীতি ছিল। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর "শ্রীলগোপাল-

এইমত বৎসর-দুই করেন সেবন।
একদিন পুরীগোসাঞি দেখিল স্বপন ॥ ১০৪

গোপাল কহে—পুরী ! আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ,—তবে সে জুড়ায় ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবাষ্টকে" লিখিত আছে—"অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং স্বদমলহৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্। প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্যভক্ত্যা স্ফুরতি হৃদি স এব শ্রীলগোপালদেবঃ ॥—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর অতি প্রবৃদ্ধ অনুরাগ বিস্তার করতঃ তাঁহারই বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থ-ভাবময়ী প্রেমসেবার আদর্শ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সুপ্রকটিত নিজের সেই শক্তির সহিত এবং বল্লভাচার্য্যের (বল্লভ-ভট্টের) ভক্তির সহিত সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন।" ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ বল্লভ ভট্টও গোপালদেবের সেবার বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার পুত্র বিট্ঠলেশ্বর মথুরায় নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহের" সেবা করিতেন ; রাঘব-পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীনিবাস-আচার্য্য ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা উপলক্ষে গোপাল-দর্শনের জন্য যখন গাঁঠুলি-গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সেস্থানে—"বিট্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥ ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ ॥" যাহা হউক, গোপালের সেবক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহরক্ষার পরে অস্থায়ীভাবে "কোনও ভাগ্যবন্তজনে" গোপালের সেবা করিয়াছিলেন। তাহার পরে, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী সম্ভবতঃ শ্রীজীব-গোস্বামী প্রমুখ তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের সহিত পরামর্শ করিয়াই শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের উপরে শ্রীগোপালদেবের সেবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গোপালদেবের সেবা করিয়াছিলেন, দাসগোস্বামীর "গোপালরাজ-স্তোত্র" হইতে তাহা জানা যায়। দাসগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিবিধ-ভজনপুষ্টৈ রিষ্টনামানি গৃহ্ণন্ পুলকিততনুরিহ শ্রীবিট্ঠলস্যোরুসখ্যোঃ। প্রণয়মণিসরং স্বং হস্ত তস্মৈ দদানঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥—যিনি শ্রীবিট্ঠলের সখ্যপ্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পদ্বারা পুলকিতাঙ্গ হইয়া ইষ্টনাম-গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত শ্রীবিট্ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিমালা অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করুন।" এই সমস্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, উল্লিখিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহত্যাগের পরে অপর কোনও বাঙ্গালীই শ্রীগোপালের সেবায় নিয়োজিত হন নাই। গৌরলীলারস-রসিক শ্রীল বিট্ঠলেশ্বরকে সেবার যোগ্য পাত্র মনে করিয়া বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহার উপরেই গোপালদেবের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বল্লভ-ভট্ট এবং বিট্ঠলেশ্বর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বল্লভ-ভট্টের অপর নাম বল্লভাচার্য্য। যদুনাথ দাস তাঁহার "শাখানির্ণয়ামৃতে" বল্লভাচার্য্যকে গদাধর-শাখা-ভুক্ত (গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর "বৈষ্ণব-বন্দনায়ও" বল্লভাচার্য্যের বন্দনা দৃষ্ট হয়। কবিকর্ণপূরও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বল্লভাচার্য্যকে গৌরপরিকর এবং পূর্ব্বলীলায় শুকদেব ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর বিট্ঠলেশ্বর যে শ্রীগৌরের বিগ্রহ-সেবা করিতেন, গৌরলীলায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ বিট্ঠলেশ্বরের পরে, বল্লভাচার্য্য ও বিট্ঠলেশ্বরের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি বোধ হয় পৃথক্ একটা সম্প্রদায় গঠন করিয়া বল্লভাচার্য্যকে তাহার প্রবর্ত্তকরূপে প্রচার করেন। এই সম্প্রদায়ই বর্ত্তমানে বল্লভাচারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

১০৫। **তাপ**—শরীরের উত্তাপ ; গ্রীষ্মানুভব। **মলয়জ চন্দন**—মলয় পর্ব্বতে যে চন্দন জন্মে ; এই চন্দন অতি উৎকৃষ্ট। **লেপ**—আমার অঙ্গে লেপিয়া দাও। **জুড়ায়**—আমার শরীর শীতল হয়।

পরবর্ত্তী ১৮৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—"এই তার গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে। গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥" শ্রীগোপালের প্রতি শ্রীপাদমাধবেন্দ্রের প্রেম যে কত গাঢ়,—শ্রীগোপালের প্রীতির নিমিত্ত তিনি যে অম্লানবদনে এবং সন্তুষ্টচিত্তে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন—শ্রীগোপালের প্রীতিসম্পাদনের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি যে কত আনন্দ পান এবং এইরূপে তাঁহার সেবা করিতে পাইলে তিনি নিজের যে কত বড়

মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে—তুমি চলহ ত্বরিতে ॥ ১০৬
স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ ॥ ১০৭
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন ॥ ১০৮
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১০৯
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিল দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥ ১১০
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন ॥ ১১১
নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাহাঁ কাহাঁ ভোগ লাগে ?—ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥ ১১২
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তমভোগ লাগে এথা—বুঝি অনুমানে ॥ ১১৩
যৈছে ইহা ভোগ লাগে—সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥ ১১৪
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে—॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন—ভক্তমাহাত্ম্যখ্যাপনের উদ্দেশ্যে জগতের লোককে তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীগোপালদেব তাঁহার নিকটে চন্দন চাহিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগোপালদেবের "কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীঅঙ্গে" কোনও তাপই থাকিতে পারে না। তাঁহার ভক্তকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাকে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই স্বীয় বৈচিত্রীবিশেষ দ্বারা গোপালের শ্রীঅঙ্গে তাপের অনুভব প্রকটিত করিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৭। **প্রেমাবেশ**—প্রেমাবিষ্ট। **পূর্ব্বদেশ**—নীলাচলে; গোবর্দ্ধন হইতে নীলাচল প্রায় পূর্ব্বদিকেই অবস্থিত।

১০৮। **সেবার নির্ব্বন্ধ লোক**—শ্রীগোপালের সেবানির্ব্বাহের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। **আজ্ঞা মাগি**—যাত্রা সময়ে শ্রীগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া। **গৌড়দেশে**—বাঙ্গালাদেশে। বাঙ্গালা দেশ হইয়া তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন।

১১০। পুরীগোস্বামীর প্রেমাবেশ দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকটে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ অন্য কিছুর অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র যোগ্যতা দেখিয়াই মন্ত্রগ্রহণ করা উচিত, শাস্ত্রের বিধিও তাহাই।

দক্ষিণে—নীলাচলে; নীলাচল বাঙ্গালাদেশ হইতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

১১২। **জগমোহনে**—শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ স্থানে; ইহা শ্রীমন্দিরেরই অংশ। **কাহাঁ কাহাঁ**—কি কি দ্রব্য। **ব্রাহ্মণে**—শ্রীগোপীনাথের সেবক ব্রাহ্মণকে।

১১৩-১৫। শ্রীগোপীনাথের ভোগে কি কি দ্রব্য দেওয়া হয়; তাহা জিজ্ঞাসা করার কারণ এই কয় পয়ারে বলা হইয়াছে। সেবার পরিপাটী দেখিয়া পুরীগোস্বামী অনুমান করিয়াছিলেন যে, উত্তম উত্তম জিনিসই গোপীনাথের ভোগে দেওয়া হয়; কি কি দ্রব্য দেওয়া হয়, কিরূপে তাহা প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতে পারিলে তিনিও গোবর্দ্ধনে ফিরিয়া গেলে ঠিক সেই ভাবে সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীগোপালের ভোগে দিতে পারিবেন। তাই তিনি সেবক ব্রাহ্মণের নিকট উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সৌষ্ঠব—পরিপাটী। **এথা**—এই স্থানে। **তৈছে ভিয়ানে**—সেইরূপ পাকপ্রণালীতে; সেইরূপে পাক করিয়া।

সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃতসমান ॥ ১১৬
'গোপীনাথের ক্ষীর' করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥ ১১৭
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৮
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি, তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ১১৯
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু স্মরণ কৈল।
হেন কালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ১২০
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা, কিছু না কহিলা আর ॥ ১২১
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ॥ ১২২
প্রেমামৃতে তৃপ্ত—ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৬। **সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যা সময়ে বা সন্ধ্যার পরে। কোনও কোনও গ্রন্থে "সন্ধ্যায় ভোগ" স্থলে "শয্যা ভোগ" পাঠও দৃষ্ট হয়। শয্যা ভোগ—শয়নের পূর্ব্বের ভোগ। **দ্বাদশ মৃৎপাত্র**—বারটি মাটীর পাত্র ভরিয়া (পূর্ণ করিয়া) ক্ষীর দেওয়া হয়। **অমৃত সমান**—সেই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের স্বাদের তুল্য ; তাই বোধ হয় তাহার নাম অমৃতকেলি।

১১৮। **হেনকালে**—সেবক-ব্রাহ্মণের মুখে যে সময়ে ক্ষীর-ভোগের বিবরণ শুনিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে। **সেই ভোগ**—সেই ক্ষীরভোগ। **শুনি**—ক্ষীরভোগ লাগিয়াছে শুনিয়া।

১২০। পুরী-গোস্বামী কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া আহার করিতেন না ; এখন ক্ষীরপ্রসাদ পাওয়ার বাসনা মনে উদিত হওয়ার তিনি মনে করিলেন যেন, তাঁহার অযাচক-বৃত্তির হানি হইল ; তাই তাঁর অপরাধ হইল মনে করিয়া সেই অপরাধ ক্ষমার জন্ত বিষ্ণু স্মরণ করিলেন।

যাচ্ঞা তিন রকমের হইতে পারে—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। প্রথমে মনেই যাচ্ঞার কামনা জন্মে ; ইহাই মানসিক যাচ্ঞা। ইহা যখন কথাদ্বারা—কিছু ভিক্ষা দাও মা—ইত্যাদি বাক্যে বাহিরে প্রকাশ পায়, তখনই তাহা হয় বাচনিকী যাচ্ঞা। আর ভিক্ষার জন্ত হাতপাতা বা কাহারও নিকট যাওয়া হইল কায়িকী যাচ্ঞা। এই তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার যাচ্ঞা হইতে বিরত থাকাই বাস্তবিক অযাচকবৃত্তি। পুরী-গোস্বামী ছিলেন এইরূপই অযাচক। এক্ষণে ক্ষীর পাওয়ার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি মনে করিলেন—"আমার মনে হয়তো যাচ্ঞার বাসনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; গোপালের সেবাবাসনার ছদ্ম-আবরণে তাহাই হয় তো, সাধুর বেশে চোরের স্থায়, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অযাচক বলিয়া অভিমান করিতেছি, কিন্তু মনে যদি গুপ্তভাবেও যাচ্ঞার বাসনা বিগুমান থাকে, তাহা হইলে তো আমার অযাচকত্ব কপটতামাত্র।" ইহা ভাবিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন এবং ভগবানের কৃপাতেই এই সুপ্তবাসনাও তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে—ইহা ভাবিয়াই বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন।

ভোগ সরি—ভোগ শেষ হইয়া। **আরতি বাজিল**—আরতির কাঁসা-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

১২১। **কিছু না কহিলা আর**—ক্ষীরপ্রসাদ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু আর বলিলেন না।

১২২। **বিরক্ত**—সংসারত্যাগী ; সকল দ্রব্যে আসক্তিশূন্য। **উদাস**—উদাসীন। **নহে উপবাস**—অযাচিত-ভাবে কিছু না পাইলে উপবাসী থাকেন।

১২৩। **নাহি বাধে**—ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাঁহার কোনরূপ কষ্ট হয় না। **ক্ষীরে ইচ্ছা** ইত্যাদি—কোনও বস্তুর জন্ত মনেও যদি ইচ্ছা জন্মে, তাহা হইলে মনে 'মনে সেই জিনিসের জন্ত যাচ্ঞাই করা হইল। বাহিরে যাচ্ঞার কথা তো দূরে, মনে মনেও যদি যাচ্ঞা করা যায়, কিম্বা যাচ্ঞার ইচ্ছাও যদি মনে জন্মে, তাহা হইলেই অযাচকবৃত্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। তাই ক্ষীরের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহার অযাচক-ব্রত ভঙ্গজনিত অপরাধ হইয়াছে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

গ্রামের শূন্যহাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৪
নিজকৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বোলেন বচন—॥ ১২৫
উঠহ পূজারী! দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ ॥ ১২৬
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥ ১২৭
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥ ১২৮
স্বপ্ন দেখি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১২৯
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির ॥ ১৩০
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীরে চাহিয়া—॥ ১৩১
ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৪। যাহা হউক, তিনি শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে আসিয়া রেমুণাগ্রামের লোকজনশূন্য হাটে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন।

১২৬-২৭। **ক্ষীর এক**—একপাত্র ক্ষীর। **সন্ন্যাসীকারণ**—সন্ন্যাসীর (মাধবেন্দ্রপুরীর) নিমিত্ত। **দ্বার**—মন্দিরের দ্বার। **ধড়ার অঞ্চলে** ইত্যাদি—আমার ধড়ার আড়ালে একপাত্র ক্ষীর আমি রাখিয়া দিয়াছি। বারখানা ক্ষীরের যায়গায় ভোগের স্থানে যে এগারখানা ক্ষীর ছিল, আমার মায়ায় তোমরা তাহা জানিতে পার নাই। **মায়ায়**—লীলাশক্তির প্রভাবে।

ভক্তের সেবার জন্য, ভক্তের প্রীতিবিধানের জন্য এবং ভক্তমাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য ভক্তবৎসল ভগবানের যে কিরূপ বলবতী বাসনা, ক্ষীর চুরিই তাহার প্রমাণ। ভগবানের অধরামৃতের জন্য ভক্তের একটা স্বাভাবিকী বাসনাই আছে, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহা অপূর্ণ রাখেন না। এস্থলে কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের ক্ষীর-প্রাপ্তির ইচ্ছার পশ্চাতে নিজের জন্য অধরামৃত-প্রাপ্তির বাসনা অপেক্ষাও একটা বড় জিনিস আছে—গোবর্দ্ধনেশ্বর গোপালের প্রতি প্রীতির আধিক্য। এই প্রীত্যাধিক্যের বশীভূত হইয়াই রেমুণার গোপীনাথরূপী গোপাল এমন একটা কাজ করিলেন, যাহা সাধারণ লোকের পক্ষেও নিন্দনীয়—চুরি। পূজারীর মনে প্রেরণা যোগাইয়াও গোপীনাথ মাধবেন্দ্রকে ক্ষীর দেওয়াইতে পারিতেন; তাহা না করিয়া তিনি একভাণ্ড ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিলেন। উদ্দেশ্য—যে প্রেম সত্যস্বরূপ ভগবানের দ্বারাও চৌর্য্য কার্য্য করাইতে পারে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সেই প্রেমের মহিমা-খ্যাপন। ইহাতেই তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের—ভক্তের প্রতি কৃপার—পরাকাষ্ঠার বিকাশ। এজন্যই রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—"তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম ॥ ২।৮।৩৬ ॥" আবার, এই চৌর্য্যরূপ নিন্দ্যকর্ম্মের কথা স্বীয় সেবকের নিকটে স্বীয়মুখে প্রকাশ করিতে, কিম্বা স্বীয় সেবকের দ্বারা ঘোষণা করাইতেও (২।৪।১৩২) তিনি সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করেন না, বরং ইহাদ্বারা তাঁহার পরম-ভক্ত মাধবেন্দ্রের মহিমা ঘোষিত হইতেছে বলিয়া পরমানন্দই উপভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীগোপীনাথের এই ভক্তবাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তগণও তাঁহাকে প্রেমবাচী "ক্ষীর-চোরা" উপাধি দান করিলেন। এই উপাধিতে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই পরমানন্দ অনুভব করেন—ভক্ত সুখী হয়েন, ভগবানের ভক্তবাৎসল্য অনুভব করিয়া; আর ভগবান্ সুখী হয়েন, তিনি যে ভক্তের একটু সেবা করিতে পারিয়াছেন, ভক্তের মহিমা একটু খ্যাপিত করিতে পারিয়াছেন, এই উপাধি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহা অনুভব করিয়া।

১৩০-৩১। **স্থান লেপি**—যে স্থানে ক্ষীরভাণ্ড রাখিয়াছিলেন, সেই প্রসাদী-স্থান ধৌত করিয়া। **দ্বার দিয়া**—মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া।

১৩২। **ক্ষীর লহ** ইত্যাদি—যার নাম মাধবপুরী, সে ক্ষীর লও।

ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৩
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ॥ ১৩৪
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥ ১৩৫
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত—।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ—হয় যথোচিত ॥ ১৩৬
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৭
পাত্রপ্রক্ষালন করি খণ্ডখণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারী রাখিল ॥ ১৩৮
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়—অদ্ভুত কথন ॥ ১৩৯
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা—সর্ব্বলোকে শুনি।
দিনে লোকভিড় হবে—মোর প্রতিষ্ঠা জানি ॥ ১৪০
এইভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইস্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥ ১৪১
চলিচলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ১৪২
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ১৪৩
'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা' লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥ ১৪৪
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত ॥ ১৪৫
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া ॥ ১৪৬
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল—পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৬। ইহার প্রেমে যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত, ইহা নিতান্তই সঙ্গত ; এরূপ ভক্তের প্রেমে তিনি বশীভূত না হইলে তাঁহার প্রেমবশ-নামই অসার্থক হইবে। মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করাই তাঁহার প্রেমে বশীভূততার পরিচায়ক। যথোচিত—সঙ্গত।

১৩৮-৩৯। **পাত্র প্রক্ষালন করি**—ক্ষীরের ভাণ্ড ধুইয়া। **খণ্ড খণ্ড কৈল**—ভাঙ্গিয়া টুক্রা টুক্রা করিলেন। **ঠিকারী**—মাটীর ক্ষীরভাণ্ডের ছোট ছোট টুক্রা। **একখানি**—একখানা ঠিকারী। **খাইলে ইত্যাদি**—ঠিকারী খাইলেই পুরীগোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়েন।

১৪০। **প্রতিষ্ঠা**—সুখ্যাতি ; আমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, সুতরাং আমি একজন প্রেমিক ভক্ত, এইরূপ সুখ্যাতি।

১৪৫। **প্রতিষ্ঠার স্বভাব**—সুখ্যাতির ধর্ম্ম। **বিদিত**—জ্ঞাত। **যে না বাঞ্ছে**—যে ইচ্ছা করে না ; যে ইহা চায় না। **বিধাতা নির্ম্মিত**—বিধাতাই তাহার প্রতিষ্ঠা নির্ম্মাণ করেন ; অর্থাৎ সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন। যিনি প্রতিষ্ঠা চাহেন না, প্রতিষ্ঠার কারণ থাকিলে, আপনা-আপনিই তাঁহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

১৪৬। **প্রতিষ্ঠার ভয়ে ইত্যাদি**—প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরীগোস্বামী রেমুণা হইতে রাত্রিতে কাহাকেও না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে আসিবামাত্রই চারিদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বত্র শুনা যাইতে লাগিল। **কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গে**—যেখানে কৃষ্ণপ্রেম, সেইখানেই প্রতিষ্ঠা। **লাগ-লৈয়া**—লগ্ন হইয়া ; লাগিয়া।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব এই যে, ভক্ত না চাহিলেও প্রতিষ্ঠা আপনা-আপনিই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলে ; আপনা হইতেই তাঁহার সুখ্যাতি হয়।

১৪৭। **যদ্যপি উদ্বেগ হৈল**—যদিও সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা ব্যাপ্ত হওয়ায় পুরীগোস্বামী অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য যদিও তাঁহার **পলাইতে মন**—শ্রীক্ষেত্র হইতে অন্যত্র পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল ; তথাপি কিন্তু তিনি শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না ; শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলে

জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সভাকে কহিল পুরী গোপালবৃত্তান্ত ॥ ১৪৮
'গোপাল চন্দন মাগে'—শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন ॥ ১৪৯
রাজপাত্রসনে যার-যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫০
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥ ১৫১
ঘাটী দানী ছাড়াইতে রাজপাত্রদ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে ॥ ১৫২
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কথোদিনে রেমুণায় উত্তরিলাসিয়া ॥ ১৫৩
গোপীনাথ চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৪
পুরী দেখি সেবকসব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৫
সেইরাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন— ॥ ১৫৬
গোপাল আসিয়া কহে—শুন হে মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৭
কর্পূরসহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৫৮
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপক্ষয় ॥ ১৫৯
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীগোপালের জন্য চন্দন নেওয়া হয় না। **চন্দনসাধন**—চন্দন সংগ্রহ করা ; চন্দন নেওয়ার আদেশ-পালন। **হইল বন্ধন**—তাঁহার (শ্রীক্ষেত্রের সঙ্গে) বন্ধন হইল। শ্রীক্ষেত্রত্যাগের বাধা হইল।

১৪৮। **গোপালবৃত্তান্ত**—কিভাবে গোপাল শিশুরূপে তাঁহাকে দুগ্ধ দিয়াছেন, স্বপ্নে দর্শন দিয়া সেবা-প্রকটনের ইচ্ছা জানাইয়াছেন এবং কিরূপে স্বপ্নযোগে চন্দন নেওয়ার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন, সে সব বিবরণ।

১৪৯। **আনন্দে** ইত্যাদি—আনন্দের সহিত চন্দন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৫০। **রাজপাত্র**—রাজকর্মচারী। **তারে মাগি**—তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া। **সঞ্চয়**—সংগ্রহ।

সে সময়েও চন্দন রাজসম্পত্তি ছিল ; তাই রাজকর্মচারীদের অনুমতি ব্যতীত কেহই চন্দন লইতে পারিত না। পুরীর রাজকর্মচারীদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় ছিল, পুরীগোস্বামীর জন্য তাঁহারা রাজকর্মচারীদের অনুরোধ করিয়া চন্দন সংগ্রহ করিয়া দিলেন এবং কিছু কর্পূরও যোগাড় করিয়া দিলেন।

১৫১। চন্দন বহিয়া নেওয়ার নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রস্থ ভক্তবৃন্দ পুরীগোস্বামীর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন ভৃত্য দিলেন ; পথের খরচের জন্য টাকা-পয়সাদিও কিছু দিলেন। (১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সম্বল**—টাকা-পয়সাদি বা চন্দন-বাহকদের আহারাদির দ্রব্যাদি।

১৫২। **ঘাটীদান**—রাজকর্মচারীরা পথিকের নিকট হইতে যে কর আদায় করে, তাহাকে ঘাটীদান বলে। **ঘাটী**—কর আদায়ের স্থান। **দান**—কর। **দানী**—যাহারা কর আদায় করে। **রাজলেখা**—রাজার ছাড়পত্র। এই পত্র দেখাইলে আর কেহ কর চাহিবে না। **করে**—হাতে।

১৫৩। **উত্তরিলাসিয়া**—আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৬০। **দ্বিধা**—সন্দেহ। **দ্বিধা না ভাবিহ**—গোপীনাথের ও আমার (গোপালের) যে একই অঙ্গ, এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর, কোনওরূপ সন্দেহ করিও না।

শ্রীকৃষ্ণ যে বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তি—বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকঃ—এই বাক্যই এই পয়ারোক্তির সত্যতার প্রমাণ। একমূর্ত্তিতেই তিনি অনন্ত-প্রকাশে—অনন্তমূর্ত্তিতে—বিরাজমান ; অনন্ত প্রকাশের অনন্তমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তিই—একমেবা-

এত বলি গোপাল গেলা, গোসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা—॥ ১৬১
প্রভুর আজ্ঞা হৈল—'এই কর্পূর-চন্দন।'
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥ ১৬২
ইঁহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥ ১৬৩
'গ্রীষ্মকালে' গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥ ১৬৪
পুরী কহে—এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ—দিব যে বেতন॥ ১৬৫
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।
পরায় সেবকসব আনন্দ করিয়া॥ ১৬৬
প্রত্যহ চন্দন পরায়—যাবৎ হৈল অস্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎপর্য্যন্ত॥ ১৬৭
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুন নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥ ১৬৮
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥ ১৬৯
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ! করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥ ১৭০
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল॥ ১৭১
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা-অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বিতীয়ম্। কোনও একটী সরোবরের মধ্যে যদি নানা আকারের বহুসংখ্যক ঘট থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘটের মধ্যেই জল প্রবেশ করিয়া ঘটের আকারে আকারিত হয়। এইরূপে সরোবরের জল বহু আকারে অবস্থিত হইলেও সেই বহু-আকারে কিন্তু এক সরোবরের জলই বিরাজিত।

১৬১। **গোপাল গেলা**—গোপাল অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

১৬২-৬৩। এই দুই পয়ার, গোপীনাথের সেবকগণের প্রতি পুরী গোস্বামীর উক্তি।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর ইত্যাদি—শ্রীগোপাল হইলেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর; তিনি কাহারও অধীন নহেন। তাঁর আদেশ পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কি অভিপ্রায়ে তিনি কখন কি আদেশ দেন, সে সমস্ত বিচারে আমাদের অধিকার নাই।

১৬৪। চন্দন শীতল বস্তু; কর্পূর সহযোগে ইহার শীতলতা আরও বর্দ্ধিত হয়। গ্রীষ্মকালে কর্পূর-চন্দন বেশ আরামদায়ক। শ্রীগোপীনাথের গ্রীষ্মযন্ত্রণা এবার প্রশমিত হইবে, ইহা ভাবিয়াই ভক্তদের আনন্দ।

১৬৫। **এই দুই**—নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র) হইতে পুরীগোসাঞির সঙ্গে যে বিপ্র ও সেবক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা। **বেতন**—শ্রীক্ষেত্র হইতে তাঁহার সঙ্গে যে "সম্বল" দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতেই বোধ হয় তিনি বেতন দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন।

১৬৭। **যাবৎ হৈল অস্ত**—পুরীগোস্বামী যে চন্দন আনিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত সেই চন্দন শেষ না হইল, সেই পর্য্যন্ত তিনি রেমুণাতে ছিলেন।

১৬৮। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চারি মাস।

১৬৯। **শ্রীমুখে**—মহাপ্রভুর শ্রীমুখে। **প্রভু**—মহাপ্রভু।

১৭১। **দুগ্ধদান-ছলে**—শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তীরে শ্রীগোপাল গোপবালকরূপে পুরীগোস্বামীকে দুগ্ধ দিয়াছিলেন। **তিনবার স্বপ্নে**—প্রথম বার কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনে স্থাপন করার জন্য; দ্বিতীয় বার, তাপ-নিবারণার্থ মলয়-পর্ব্বত হইতে চন্দন আনিবার নিমিত্ত; তৃতীয় বার, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন-লেপনের নিমিত্ত, এই তিনবার শ্রীগোপাল পুরীগোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন।

১৭২। **প্রকট হইলা**—গোবর্দ্ধনে প্রকাশিত হইলেন।

যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর-চন্দন যাঁর অঙ্গে চঢ়াইলা ॥ ১৭৩
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল ॥ ১৭৪
মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৫
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৬
পরম বিরক্ত মৌনী—সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গহীন ॥ ১৭৭
হেনজন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥ ১৭৮
ভোকে রহে—তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন [জন] চন্দনভার বহি লঞা যায় ॥ ১৭৯
মোণেক চন্দন তোলা-বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৩। **কর্পূর চন্দন যাঁর** ইত্যাদি—যাঁহার (আনীত) কর্পূর ও চন্দন (শ্রীগোপাল নিজ) অঙ্গে চড়াইলেন (উঠাইলেন)।

১৭৪। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পুরীগোস্বামীর খুব কষ্ট হইবে বলিয়াই যে রেমুণা হইতে বৃন্দাবনে চন্দন আনার সুযোগ তাঁহাকে দিলেন না, রেমুণাতেই সমস্ত চন্দন তিনি গোপীনাথরূপে গ্রহণ করিয়া শেষ করিলেন, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে।

ম্লেচ্ছদেশে—মুসলমানের দেশে। সেই সময় পশ্চিম-দেশে মুসলমানের রাজত্ব ছিল; কিন্তু উৎকলদেশ পুরীর হিন্দু-রাজার অধীনে ছিল। **জঞ্জাল**—বিপদ। **পুরী দুঃখ পাবে**—মুসলমানের দেশ দিয়া চন্দন লইয়া আসিতে পুরীকে অনেক বিপদে পড়িতে হইবে, অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, ইহা জানিয়া।

১৭৫। **চন্দন পরি**—রেমুণাতেই গোপীনাথরূপে চন্দন ধারণ করিয়া (পুরীগোস্বামীর পরিশ্রমকে সার্থক করিলেন)।

১৭৬। **পরাকাষ্ঠা**—প্রেমের চরম বিকাশ।

১৭৭। **বিরক্ত**—নিস্পৃহ, ত্যাগী। **মৌনী**—বৃথা-আলাপবর্জ্জিত। **উদাসীন**—নিঃসম্বন্ধীয়; যিনি ভক্ত-ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখেন না।

গ্রাম্যবার্ত্তা—বিষয়কথা। **দ্বিতীয় সঙ্গহীন**—অন্য কোন লোক কাছে থাকিলে পাছে বিষয়ের কথা শুনিতে হয়, এই ভয়ে অপর কাহারও সঙ্গ করিতেন না।

"দ্বিতীয় সঙ্গহীন" স্থলে "দ্বিতীয়জনসঙ্গহীন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৭৮। **আজ্ঞামৃত**—আদেশরূপ অমৃত। অমৃত শব্দের ধ্বনি এই যে, অমৃত যেমন খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদ, শ্রীগোপালের আদেশও পালন বিষয়ে তেমনি আনন্দদায়ক। শ্রীগোপালের আদেশ-পালনে কোনওরূপ কষ্ট বা বিরক্তি জন্মে না, বরং প্রচুর আনন্দই পাওয়া যায়—অমৃতের আস্বাদনে প্রাণে যেরূপ তৃপ্তি পাওয়া যায়, শ্রীগোপালের আদেশ-পালনেও তদ্রূপ মনঃ-প্রাণস্নিগ্ধকর তৃপ্তিই পাওয়া যায়। **বুলে**—ভ্রমণ করে।

১৭৯। **ভোকে রহে**—উপবাসী থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫১ পয়ারে দেখা যায়, চন্দনভার-বহনের নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভৃত্য নীলাচল হইতে পুরীগোস্বামীর সঙ্গে আসিয়াছিল; এই পয়ারে দেখা যায়, পুরীগোস্বামীই চন্দনভার বহিতেন। সম্ভবতঃ তিনজনে মিলিয়াই চন্দন বহন করিতেন; পুরীগোস্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য তাঁহাকে চন্দনের বোঝা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না।

১৮০। **মোণেক চন্দন**—একমণ চন্দন। **তোলা বিশেক**—বিশ তোলা। এক মণ চন্দন ও বিশতোলা

উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া ॥ ১৮১
ম্লেচ্ছদেশ—দূরপথ—জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব ?—নাহি এ বিচার ॥ ১৮২
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে।
তথাপি চন্দন লৈয়া উৎসাহ যাইতে ॥ ১৮৩
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজদুঃখ-বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥ ১৮৪
এই তার গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১৮৫
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাঢ়য়ে মনে—দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৬
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥ ১৮৭
এই ভক্তি—ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমাসভার নাহি অধিকার ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্পূর লইয়া পুরী আসিতেছেন ; শ্রীগোপালকে পরাইবার নিমিত্ত তিনি চন্দনাদি লইয়া যাইতেছেন—ইহা ভাবিয়াই তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইত।

১৮১। **উৎকলের দানী**—উড়িষ্যারাজের পথকর-আদায়কারী। **রাখে**—বাধা দেয় ; চন্দনের জন্য কর না দিলে যাইতে দিবে না বলিয়া পথ আটকাইয়া রাখে। **এড়াইল**—অব্যাহতি পাইলেন।

১৮২-৮৩। **জগাতি**—হিন্দিশব্দ, অর্থ চুঙ্গী, জিনিসাদির কর আদায়ের স্থান। অথবা, **জগাতি**—আপদ-বিপদ। **বট**—কড়ি। **ঘাটীদান**—ঘাটীর কর।

পুরীগোস্বামীকে ম্লেচ্ছদেশের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে হিন্দুসন্ন্যাসীর পক্ষে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল ; পথও অতি লম্বা, দীর্ঘকাল চলিতে হইবে, তার উপর আবার নানাস্থানে ঘাটী, সঙ্গেও একটী কড়ি পর্য্যন্ত সম্বল নাই ; সুতরাং চন্দন লইয়া আসা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনাই পুরীগোস্বামীর ছিল না ; গোপালের নিমিত্ত চন্দন আনিতেছেন—এই আনন্দেই তাঁহার অন্য সমস্ত ভাবনা স্রোতোবেগে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে।

১৮৪। প্রগাঢ় প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, প্রিয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রেমিক ব্যক্তি অম্লানবদনে যে কোনও দুঃখকে বরণ করিতে পারে, যে কোনও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে পারে। প্রিয়ের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করিতে গেলে যে কত দুঃখ ও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে—প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক তাহা ভাবিয়াও দেখে না, এরূপ ভাবনার কথা তাঁহার মনেও স্থান পায় না। প্রিয়ের মনস্তুষ্টির চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা-ভাবনাই তাঁহার মনের দ্বারে উঁকি মারিতে পারে না। **স্বভাব**—ধর্ম্ম। **আচার**—প্রেমিকের ব্যবহার।

১৮৫। **এই তার গাঢ় প্রেম** ইত্যাদি—যেই গাঢ় প্রেমবশতঃ নানাবাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া—নানাবিধ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও শ্রীগোপালের প্রীতির জন্য তাঁহারই আদেশে পুরীগোস্বামী চন্দন আনিবার জন্য বহুদূর-দেশে গিয়াছিলেন, সেই প্রেমের গাঢ়তা জগতের লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করার নিমিত্তই শ্রীগোপালদেব পুরী-গোস্বামীকে চন্দন আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৭। পুরীগোস্বামীর প্রেমের গাঢ়তা পরীক্ষা করাও চন্দন-আনয়নের জন্য আদেশ দেওয়ার পক্ষে—শ্রীগোপালদেবের একটা উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু ইহা বোধ হয় গৌণ উদ্দেশ্য ; কারণ, পুরীর প্রেমের গাঢ়তা গোপাল জানিতেন। অথবা, পুরীগোস্বামীর প্রেমের মহিমা জগতের জীবকে জানাইবার জন্যই শ্রীগোপালের এই ভঙ্গী।

১৮৮। **এই ভক্তি**—এতাদৃশী ভক্তি, যে ভক্তির বশে তিনি অযাচক হইয়াও চন্দন আনিবার জন্য রাজার নিকট ছাড়পত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, পথের সম্বলাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুস্বাদু হইলে গোপালের ভোগ লাগাইবার অভিপ্রায়ে স্বাদ-পরীক্ষার্থ গোপীনাথের প্রসাদী-ক্ষীর-প্রাপ্তি আশা করিয়াছিলেন।

ভক্তপ্রিয়কৃষ্ণব্যবহার—ভক্তের প্রিয় যে কৃষ্ণ, তাঁহার ব্যবহার। ভক্তবৎসল-শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার। ভক্তবৎসল

এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ কর্যাছে আলোক ॥ ১৮৯
ঘষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাঢ়ে,—তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯০
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯১
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ ১৯২
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৩
শেষকালে এই শ্লোক পঢ়িতে পঢ়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াও যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত অকিঞ্চন-ব্রতধারী পুরীগোস্বামীকে কেন এত দূরদেশে চন্দনের জন্য পাঠাইলেন, তাহা আমাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

"এই ভক্ত—ভক্তিপ্রিয়কৃষ্ণ-ব্যবহার"-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—এইরূপ (পুরীগোস্বামীর ন্যায়) ভক্ত (অর্থাৎ ভক্তের মাহাত্ম্য) এবং ভক্তিই হইয়াছে প্রিয় যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণের আচরণ।

১৮৯। তাঁর কৃত—পুরীগোস্বামীর রচিত (পরবর্ত্তী ১৯২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শ্লোক**—নিম্নোক্ত "অয়ি দীন"-ইত্যাদি শ্লোকটী।

শ্লোকচন্দ্রে—চন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, জগৎ আলোকিত হয়, এই শ্লোকের দ্বারাও তদ্রূপ জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, জগতে প্রেমালোক বিকীর্ণ হয়।

১৯০-৯১। মলয়জ-সার—চন্দনের সার। চন্দন-সার যতই ঘষা যায়, ততই যেন তাহার গন্ধ বাড়িতে থাকে; তদ্রূপ এই "অয়ি দীন" শ্লোকটী যতই আলোচনা করা যায়, ততই যেন ইহার মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ততই যেন ইহার আস্বাদনে অধিকতর রস পাওয়া যায়। **রত্নগণমধ্যে**-ইত্যাদি—রত্ন-সমূহের মধ্যে যেমন কৌস্তুভমণি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোক শ্রেষ্ঠ। **রসকাব্য**—রসাত্মক কাব্য।

১৯২। এই শ্লোক ইত্যাদি—এই "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী স্বয়ং শ্রীরাধারই উক্তি। **তাঁর কৃপায়** ইত্যাদি—শ্রীরাধার কৃপায় মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর মুখে ইহা স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নিকট হইতেই লোক-সমাজ সর্ব্ব প্রথমে ইহা জানিতে পারে বলিয়া এই শ্লোকটীকে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৯ পয়ারে) তাঁহার রচিত বলা হইয়াছে।

১৯৩। নাহি চৌঠজন—শ্রীরাধা, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু, এই তিন জন ব্যতীত আর চতুর্থ জন নাই। এই তিন জন ব্যতীত অপর কেহ এই শ্লোকের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ নহে। কেন? উত্তর:—মহাভাব দুই রকমের—রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ়-মহাভাব আবার দুই রকমের—মোদন ও মাদন। যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে মোদন বলে। এই মোদন শ্রীরাধিকার যূথ বতীত অন্যত্র সম্ভবে না। (উ. নী. স্থা. ১২৮)। প্রবিশ্লেষ-দশায় এই মোদনকে মোহন বলে। ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই উদিত হয় (উ. নী. স্থা. ১৩২)। এই মোহন উৎকর্ষ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভ্রমময়ী চেষ্টা, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন ইহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধা-ব্যতীত অপরে সম্ভবে না। এই "অয়ি দীন" ইত্যাদি শ্লোকটী দিব্যোন্মাদ-অবস্থার উক্তি; সুতরাং ইহা শ্রীরাধাব্যতীত আর কাহারও নহে; শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহ ইহার রসও আস্বাদন করিতে সমর্থ নহেন; শ্রীরাধার কৃপায় মাধবেন্দ্রপুরীও ইহা আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন; আর শ্রীচৈতন্য-প্রভুও রাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া ইহা আস্বাদন করিতে পারেন; কিন্তু এই তিনজন ব্যতীত অপর কেহই আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে।

১৯৪। শেষকালে—অন্তর্ধান-সময়ে; দেহরক্ষার সময়ে। **সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—অন্তর্ধান। **শ্লোকের সহিতে**—শ্লোক-উচ্চারণ শেষ হইতে হইতে। শ্লোকও শেষ হইল, তিনিও দেহরক্ষা করিলেন।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্। (৩৩৪)—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মথুরাগত-শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দিব্যোন্মাদদশাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ উক্তিরিয়ম্। হে সখি, মথুরাগমনসময়ে আয়াস্যে ইতি দূতদ্বারা স শ্রীকৃষ্ণঃ শান্তয়ামাস অতোঽস্ত শো বাগমিষ্যতি কিমনেনোদ্বেগেনেতি তাং প্রতি বদন্ত্যাং সখ্যামকস্মাদাবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সম্বোধয়তি অয়ি দীনেত্যাদি। দীনং প্রতি যা দয়া তয়া আর্দ্রঃ শোদ্বিগ্নচিত্তঃ অতএবাতিদীনায়া মমাতিব্যাকুলতামনুভূয় কুত্রাপি স্থাতুমসমর্থ ইতি ধ্বনিতম্। হে প্রাণদয়িতে যদি কদাচিৎ কার্য্যবশতঃ কুত্রাপি গন্তং ভবেৎ তদৈবেদৃগ্দশাপন্না ভবতী ভবিষ্যতীতি কিং করোমীতি হা কষ্টমিতি বদন্তং মত্বা সম্বোধয়তি হে নাথেতি। নাথং অভীষ্টং দাতুং সমর্থঃ যোঽভীষ্টদাতা ভবেৎ সোঽস্মাকমনভীষ্টং কৃত্বা কুত্রাপি ন গতো ভবেদিতি ভাবঃ। যদ্বা মমেদৃশীং দশাং দৃষ্ট্বাপীদং কথয়সীত্যাহ হে নাথেতি। নাথ উত্তাপন তব ধর্ম্মোঽয়ং কৃতস্তবাপরাধ ইতি ভাবঃ। ততোঽনাবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা অসূয়োদয়াদাহ হে মথুরানাথ ইতি। পুরা ব্রজনাথ এবাসীঃ সংপ্রতি মথুরানাগরীণাং রূপাদিকং শ্রুত্বা তাসামুপভোগায় তত্র গতো ভূত্ত্বানবস্থিতঃ স্বভাবঃ কথমত্রাগমিষ্যসীতি ভাবঃ। হে সখি নির্দ্দয়োঽসৌ কদাপ্যত্র না গমিষ্যতি তং বিনা কথং প্রাণান্ ধারয়িষ্যামীত্যৌৎসুক্যোদয়াদাহ কদাবলোক্যস ইতি। নমু যুষ্মান্ পরিত্যজ্য যদি গতোঽস্মীতি মম নির্দ্দয়তা ভবতীভিরনুমিতৈবেত্যোতদ্দূরাশাং ত্যক্ত্বা স্বপতিং ভজেতি তদভিপ্রায়ানুমিত্যাহ হে দয়িতেতি। দয়িতঃ হৃদয়নাথঃ হৃদয়মেব ত্বং নাথত্বেন জানাসি তৎপ্রতি ত্বং পুনরুদাসীনো বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ ননূদাসীনং মাং তদ্বোধয়িত্বা তস্য স্থৈর্য্যং কুরু ইত্যাহ হৃদয়ং ত্বদলোককাতরমিতি। যঃ কাতরো ভবেৎ তস্য ভদ্রাভদ্রবিচারো নাস্তীতি ভাবঃ। এতজ্জ্ঞাত্বা যদুচিতম্ তদ্বিধেহি তবাদর্শনে প্রাণা ন স্থাস্যন্তীতি ধ্বনিঃ। কথমেবং বুদ্ধ্যা বিমৃশ্য হৃদয়ং স্থৈর্য্যং কুর্ব্বিত্যাহ ভ্রাম্যতি অনবস্থিতং ভবতি অহং এতাদৃগবস্থাবতী কিং করোমি জীবনং মরণং বেতি নিশ্চেতুং ন শক্নোমীতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী ২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২। অন্বয়। অয়ি দীনদয়ার্দ্র (হে দীনজনের প্রতি পরম-দয়াল!) হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে দয়িত! কদা (কখন) অবলোক্যসে) আমাকর্তৃক অবলোকিত হইবে তুমি)? ত্বদলোককাতরং (তোমার অদর্শনে কাতর) হৃদয়ং (আমার হৃদয়) ভ্রাম্যতি (অস্থির হইতেছে) অহং (আমি) কিং করোমি (কি করিব)?

অনুবাদ। হে দীনদয়ার্দ্র! হে নাথ! হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব? হে দয়িত! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে; আমি কি করিব বল। ২॥

দীনদয়ার্দ্র—দীনজনের প্রতি যে দয়া, তদ্দ্বারা আর্দ্র বা উদ্বিগ্ন হইয়াছে চিত্ত যাঁহার, তিনি দীনদয়ার্দ্র। ত্বদলোককাতরং—তোমার অলোক (অদর্শন) বশতঃ কাতর; তোমাকে না দেখিয়া কাতর হইয়াছে যে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তাঁহার বিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার উক্তি এই শ্লোক। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গা সখীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যায়েন, তখন আমাদের অবস্থা দেখিয়া দূতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। এইরূপ বলিয়া তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া গেলেন বটে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি আসিলেন না। 'আজ না হয় কাল তিনি আসিবেনই—কেন এত উদ্বিগ্ন হইতেছ; তিনি যখন বলিয়া গিয়াছেন, তখন আসিবেনই'—ইত্যাদি বাক্যে তোমরাও আমাকে আশ্বাস দিতেছ। শ্রীরাধা এতটুকু পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, অকস্মাৎ দেখেন—তাঁহার সাক্ষাতে যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত। তখন তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

"হে দীনদয়ার্দ্রচিত্ত! তুমি অত্যন্ত দয়ালু, দীনজনের দুঃখদর্শনে দয়ায় তোমার চিত্ত গলিয়া যায়; আমাকে

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত। প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত ॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অত্যন্ত দীনা দেখিয়া, আমার ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া, অন্যত্র থাকিতে না পারিয়া তাই তুমি দয়া করিয়া আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আমার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছ।" একথা বলামাত্রই শ্রীরাধার মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন—"প্রাণদয়িতে! কার্য্যবশতঃ কখনও যদি আমাকে কোথাও যাইতে হয় তখনই তোমার এতাদৃশী অবস্থা উপস্থিত হইবে; এরূপ অবস্থায় আমি কি করিব বল? তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়।" ইহার উত্তরেই শ্রীরাধা বলিলেন—"হে নাথ! তুমিই আমাদের অভীষ্ট দান করিতে সমর্থ; যেহেতু, তুমি আমাদের নাথ। আমাদের অনভীষ্ট তোমার বিরহ জন্মাইয়া তুমি কোথায়ও যাইবে না, ইহাই আমাদের ভরসা। (অথবা, তোমার বিরহে আমাদের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও তুমি এরূপ কথা বলিতেছ? কার্য্যানুরোধেও অন্যত্র যাওয়ার কথা চিন্তা করিতেছ?)" হঠাৎ যেন শ্রীরাধার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন—আর সেখানে নাই; তখন তাঁহার মনে অসূয়ার উদয় হইল; তিনি মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন; তাই তিনি অসূয়াবশে বলিলেন—"হে মথুরানাথ! পূর্ব্বে তুমি ব্রজনাথই ছিলে; এক্ষণে মথুরানাগরীদের রূপের কথা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গ-কামনাতেই মথুরায় গমন করিয়াছ; তোমার স্বভাবই অনবস্থিত; এখানে আমাদের নিকটে তুমি কিরূপে আসিবে?" তখন তাঁহার কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি! ইনি বড়ই নির্দ্দয়; মথুরা ছাড়িয়া কখনও আসিবেন না। হায় হায়, কবে তাঁহাকে দেখিতে পাইব?" তখনই আবার শ্রীরাধা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন—"আচ্ছা, আমি যদি নিষ্ঠুর হই, তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মথুরাতেই যদি গিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে ফিরিয়া পাওয়ার দুরাশা ত্যাগ করিয়া ঘরে থাকিয়া নিজ নিজ পতির সেবাই কেন তোমরা কর না?" এইরূপ উক্তি অনুমান করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"হে দয়িত! হে হৃদয়নাথ! তুমি তো আমাদের হৃদয় জান। জানিয়া কেন এ সকল কথা বলিতেছ? কেন আমাদের প্রতি উদাসীন হইয়া আছ?"—"আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের প্রতি উদাসীনই হই, তাহা হইলে তাহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দাও না কেন?"—"কিন্তু বঁধু! আমাদের হৃদয় যে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। যে কাতর, তার যে ভদ্রাভদ্র—ভালমন্দ—জ্ঞান থাকে না বঁধু! ইহা বুঝিয়া যাহা সঙ্গত মনে কর, তাহাই কর। তোমাকে না দেখিলে কিন্তু আর প্রাণে বাঁচিব না।"—"বুঝাইয়া শুনাইয়া চিত্তকে ধৈর্য্য ধারণ করাও।"—"কিরূপে ধৈর্য্যধারণ করাব বঁধু? হৃদয় যে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমি কি করিব? প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, না কি কষ্টেসৃষ্টে প্রাণরক্ষা করিব, তাহা তো ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

অন্তিম সময়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র মনে করিতেছিলেন—তিনি যেন অন্তশ্চিন্তিত দেহে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার নিকটে আছেন; আর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়া "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া স্বীয় তীব্র মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধার বেদনার তরঙ্গ যেন তাঁহার হৃদয়েও সংক্রামিত হইল; শ্রীরাধারই অন্তরঙ্গা মঞ্জরীরূপে শ্রীরাধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রও যেন অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীকৃষ্ণবিরহে তীব্র যাতনা অনুভব করিয়া শ্রীরাধারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহারই উচ্চারিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্র"-শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন; আর তাঁহার যথাবস্থিতদেহের বদনেও তখন সেই শ্লোকটী উচ্চারিত হইয়া তাঁহার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে অবস্থিত লোকদের শ্রবণগোচর হইল। সম্পূর্ণ শ্লোকটীর উচ্চারণও শেষ হইল, আর পুরীগোস্বামীও তাঁহার যথাবস্থিতদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহে স্বাভীষ্টলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

১৯৫। পুরীগোস্বামীর বৃত্তান্তবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র"-শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, তখনই তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া—দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া—শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্র যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৬
প্রেমোন্মাদ হৈল—উঠি ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে হাসে নাচে গায় ॥ ১৯৭
'অয়ি দীন অয়ি দীন' বোলে বারেবার।
কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী, বহে অশ্রুধার ॥ ১৯৮
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ১৯৯
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথসেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০০
লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ২০১
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হইলা বাহির।
প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর ॥ ২০২
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাঢ়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চক্ষীর লৈল ॥ ২০৩
সাতক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৪
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৫
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেইরাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥ ২০৬
গোপাল গোপীনাথ পুরীগোসাঞিির গুণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন ॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯৭। **প্রেমোন্মাদ**—প্রেমজনিত উন্মত্ততা; দিব্যোন্মাদ। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট। প্রেমোন্মাদের লক্ষণও প্রকাশ পাইল; তাহা এই:—**উঠি ইতি** ইত্যাদি—প্রভু ভূমি হইতে উঠিয়া এদিকে ওদিকে ধাইয়া যাইতেছেন; **হুঙ্কার** করিতেছেন; **ক্রোশে**—চীৎকার করিতেছেন; আর কখনও হাসিতেছেন, কখনও বা কাঁদিতেছেন।

১৯৮। **অয়ি দীন**—উক্ত শ্লোকের চারিটি অক্ষর। **কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী**—মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না; ইহাদ্বারা "স্বরভেদ" হইয়াছে বুঝা যায়।

১৯৯। স্বরভেদ, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য এই সমস্ত সাত্ত্বিকভাব এবং নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য এই সকল ব্যভিচারী ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভাবের লক্ষণ পূর্ব্বে মধ্য-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। **জাড্য**—জড়তা।

২০০। **উঘাড়িল**—খুলিয়া গেল।

২০২। **প্রসাদ বারো ক্ষীর**—বারখানি প্রসাদী ক্ষীরের ভাণ্ড।

২০৩-৪। **ভক্তগণে**—নিজের সঙ্গের ভক্তগণকে। **পঞ্চক্ষীর**—পাঁচখানি ক্ষীরের ভাণ্ড। **সাতক্ষীর**—অবশিষ্ট সাতখানি ক্ষীরের ভাণ্ড। **বাহুড়িয়া**—ফিরাইয়া। **পঞ্চজনে**—শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত এই চারিজন সঙ্গীয় ভক্ত এবং প্রভু নিজে—এই পাঁচজনে। **বাঁটিয়া**—বণ্টন করিয়া, ভাগ করিয়া এক একজনে এক এক ভাণ্ড।

২০৫। মহাপ্রভু গোপীনাথরূপে একবার এই ক্ষীর খাইয়াছেন; তথাপি এখন আবার প্রসাদী ক্ষীর খাইতেছেন; কেন? তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সুতরাং ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তের আচরণ শিক্ষা দিলেন। অথবা, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের জন্য লালসাবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু ক্ষীর-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

২০৭। **গোপাল**—গোবর্দ্ধনস্থ শ্রীগোপালবিগ্রহ, যিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে কৃপা করিয়া প্রকট হইয়াছিলেন। **গোপীনাথ**—রেমুণাস্থিত গোপীনাথবিগ্রহ, যিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়াছিলেন। **পুরী-গোঁসাঞিির**—মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর।

এই ত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা ॥ ২০৮

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২০৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীচরিতামৃতাস্বাদনং
নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৮। **দোঁহার মহিমা**—প্রভুর ভক্তবাৎসল্য এবং ভক্তের প্রেমসীমা এই দুই বস্তুর মাহাত্ম্যই পুরী-গোস্বামীর আখ্যানে বিবৃত হইয়াছে।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রতিমাস্বরূপো যঃ পদ্ভ্যাং চরণাভ্যাং শতাহগম্যং বহুদিবসগন্তব্যং দেশং বিপ্রকৃতে ব্রাহ্মণোপকারায় যযৌ প্রাপ্তবান্। নমু প্রতিমায়াঃ কথং চলনমিত্যাহ ব্রহ্মণ্যদেবঃ ব্রহ্মাদিকর্ত্তা অতএব চলন্। অদ্ভুতেহং আশ্চর্য্যচেষ্টং তং সাক্ষিগোপালং তন্নামতয়া প্রসিদ্ধম্। নতোঽস্মি প্রণমামীতি। চক্রবর্ত্তী ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী। এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রতিমাস্বরূপঃ (প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও) যঃ (যিনি—যে) ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রহ্মণ্যদেব) পদ্ভ্যাং (পদদ্বারা) চলন্ (চলিয়া) বিপ্রকৃতে (বিপ্রের উপকারের নিমিত্ত) শতাহগম্যং (বহুদিনগম্য) দেশং (দেশে) যযৌ (গমন করিয়াছিলেন), তং (সেই) অদ্ভুতেহং (অদ্ভুতলীলাশীল) সাক্ষিগোপালং (সাক্ষিগোপালকে) অহং (আমি) নতোঽস্মি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও যে ব্রহ্মণ্যদেব বিপ্রের উপকারের নিমিত্ত বহুদিবসের গন্তব্য দেশে পদদ্বারা চলিয়া (হাঁটিয়া) গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুতলীল সাক্ষিগোপালকে প্রণাম করি। ১।

বিদ্যানগরবাসী দুই বিপ্র তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। বড় বিপ্র ছিলেন বৃদ্ধ, ছোট বিপ্র যুবা; ছোট বিপ্র সর্ব্বদা সেবাশুশ্রূষাদ্বারা বড় বিপ্রকে পরিতুষ্ট করিতেন। সন্তুষ্ট হইয়া বড় বিপ্র—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপালবিগ্রহকে সাক্ষী করিয়া—ছোট বিপ্রের নিকটে স্বীয় কন্যা বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করেন। ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের করণীয় ঘর ছিলেন না। তাই দেশে ফিরিয়া আসিলে বড় বিপ্রের আত্মীয়স্বজনগণ কিছুতেই প্রতিশ্রুত বিবাহে সম্মত হইল না; বড় বিপ্রও সমস্যায় পড়িলেন। ছোট বিপ্র তখন শ্রীগোপালের সাক্ষ্যের কথা বলিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাতে বলিলেন—আচ্ছা, যদি শ্রীগোপাল এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে কন্যাদান করা হইবে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—বিগ্রহরূপী শ্রীগোপালের আগমন তো অসম্ভবই। যাহা হউক, ছোট বিপ্র শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া গোপালের নিকটে কাঁদিয়া কাটিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া গোপালের সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া শ্রীবিগ্রহরূপী গোপাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া আসিয়া যথাস্থানে সাক্ষ্য দিলেন; বিবাহ হইয়া গেল। তদবধি সেই শ্রীবিগ্রহ বিদ্যানগরে থাকিয়া যায়েন; তাঁহার নাম হয় সাক্ষিগোপাল।

অদ্ভুতেহং—অদ্ভুত (আশ্চর্য্য) ইহা (চেষ্টা বা কার্য্য—প্রতিমা হইয়াও হাঁটিয়া আসারূপ অদ্ভুত কার্য্য) যাঁহার, তিনি অদ্ভুতেহ, তাঁহাকে।

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুরগ্রামে।
বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণামে ॥ ২
নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন ॥ ৩
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপালসৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥ ৪
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করি কথোক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল-স্তবন ॥ ৫
সেইরাত্রি তাহা রহি ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে ॥ ৬
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ ৭
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে ॥ ৮
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন ॥ ৯
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা ॥ ১০
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশবন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন ॥ ১১
বৃন্দাবনে গোবিন্দস্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয় ॥ ১২
কেশিতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥ ১৩
গোপাল সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি ॥ ১৪
দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা—তার করেন সহায় ॥ ১৫
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৬
বিপ্র কহে—তুমি আমার বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা ॥ ১৭
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৮
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায়ে আমি দিব কন্যাদান ॥ ১৯
ছোটবিপ্র কহে—শুন বিপ্র-মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ? ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রেমুণা হইতে যাজপুরে আসিলেন। **বরাহঠাকুর**—বরাহদেবের শ্রীমূর্ত্তি।

৬। **গোপালের পূর্ব্বকথা**—শ্রীগোপালবিগ্রহের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি, সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত পরে বিদ্যানগরে, বিদ্যানগর হইতে কটকে আগমন ইত্যাদি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত।

৭-৮। শ্রীমন্নিত্যানন্দ বাল্যকালেই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে এবং পরে নিজে একাকী তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন একবার তিনি কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন; সেই সময়ে কটকের লোকের মুখে সাক্ষিগোপালের যে বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে মহাপ্রভুর নিকটে বিবৃত করিলেন।

১১। **দ্বাদশবন**—২।১।২২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **গোবিন্দস্থানে**—শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীগোপালের মন্দির অবস্থিত। **মহাদেবালয়**—প্রকাণ্ড দেবমন্দির।

১৩। **কেশীতীর্থে**—শ্রীযমুনার কেশীঘাটে। **শ্রীগোপাল দেখি**—পূর্ব্ব পয়ারে উল্লিখিত-মন্দিরস্থ শ্রীগোপাল নামক বিগ্রহ দর্শন করিয়া। **তাহাঁ**—শ্রীমন্দিরে।

১৮। **তোমার প্রসাদে ইত্যাদি**—তোমার সেবাশুশ্রূষাদির গুণে পথভ্রমণাদির জন্য কোনও শ্রমই (ক্লান্তিই) আমি অনুভব করি নাই।

১৯। **কৃতঘ্নতা**—উপকারীর কৃত উপকার অস্বীকার।

মহাকুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যা-ধনাদি-বিহীন ॥ ২১
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥ ২২
ব্রাহ্মণসেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ্ বাঢ়য় ॥ ২৩
বড়বিপ্র কহে—তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব—আমি করিল নিশ্চয় ॥ ২৪
ছোটবিপ্র কহে—তোমার স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার—বহুত বান্ধব ॥ ২৫
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৬
ভীষ্মকের ইচ্ছা—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে ॥ ২৭
বড়বিপ্র কহে—কন্যা মোর নিজধন।
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন জন ? ॥ ২৮
তোমারে কন্যা দিব সভাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার ॥ ২৯
ছোটবিপ্র কহে—যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন ॥ ৩০
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল—।
'তুমি জান নিজকন্যা ইহারে আমি দিল ॥' ৩১
ছোটবিপ্র কহে—ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব—যদ্যন্যথা দেখি ॥ ৩২
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৩
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কথোদিনে বড়বিপ্র চিন্তিল অন্তর—॥ ৩৪
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল, কেমতে সত্য হয় ?।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয় ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১। **বিদ্যাধনাদি প্রবীণ**—বিদ্যায়, ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে—সমস্ত বিষয়েই শ্রেষ্ঠ।

২২। আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করার যোগ্য পাত্র নহি; তোমার কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই যে আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নহে। তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার পূজনীয়, কৃপাপূর্ব্বক তীর্থভ্রমণে আমাকে সঙ্গে আনিয়া কৃতার্থ করিয়াছ; তোমার সেবায় শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন—এই আশাতেই আমি তোমার সেবা করিতেছি।

২৩। **তাঁহার সন্তোষে**—ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলে। কোনও কোনও পুস্তকে এই পয়ারের পরে নিম্নলিখিত পয়ারটী অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়:—'করিয়ে তোমার সেবা আমার ব্যবহার। এই অসম্ভব কথা না কহিবে আর।"

২৯। **করি তিরস্কার**—যদি তোমাকে কন্যা দিতে তাহারা বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সকলকে তিরস্কার করিয়া (মন্দ বলিয়া)—তাহাদের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া—আমি তোমাকেই কন্যা দিব।

এই পয়ার স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"তোমাকে কন্যা দিব সবার করিব জাতিরক্ষা। সংশয় না কর তুমি না কর উপেক্ষা॥" উপেক্ষা—অস্বীকার।

৩০। **গোপালের আগে**—শ্রীগোপালের সাক্ষাতে; শ্রীগোপাল-বিগ্রহকে সাক্ষী রাখিয়া।

৩১। **তুমি জান** ইত্যাদি—আমার কন্যা এই ছোট বিপ্রে বাগ্‌দত্তা হইল, ইহা তুমি জানিয়া রাখিবে।

৩২। **যদ্যন্যথা দেখি**—যদি অন্যরূপ কিছু দেখি; যদি দেখিতে পাই যে, প্রতিশ্রুতি-অনুসারে এই বিপ্র আমাকে তাঁহার কন্যা দিতেছেন না।

৩৫। বড় বিপ্র চিন্তা করিতেছেন—"এই ছোট বিপ্রকে কন্যা দিব বলিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—তীর্থস্থানে বিশেষতঃ দেবতার সাক্ষাতে। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে আর আমার নিস্তার নাই; কিন্তু কিরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব ? আত্মীয়-স্বজন কি সম্মত হইবে ? আচ্ছা—স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজনাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—তাঁহাদের কি মত।" **জানিব নিশ্চয়**—তাহাদের মনের নিশ্চয় (অভিপ্রায়, অভিমত) জানিয়া লইব।

একদিন নিজলোক একত্র করিল।
তা সভার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৬
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার—।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর ॥ ৩৭
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥ ৩৮
বিপ্র কহে—তীর্থবাক্য কেমনে করি আন ?।
যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যাদান ॥ ৩৯
জ্ঞাতি লোক কহে—মোরা তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী-পুত্র কহে—বিষ খাইয়া মরিব ॥ ৪০
বিপ্র কহে—সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায় ॥ ৪১
পুত্র কহে—প্রতিমা সাক্ষী, সেহো দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে—চিন্তা কর কিসে ? ॥ ৪২
নাহি কহি—না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে কহিবে—কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥ ৪৩
তুমি যদি কহ—আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥ ৪৪
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ—॥ ৪৫
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল ! লইল শরণ ॥ ৪৬
এই মতে বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিলা।
আর-দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইলা ॥ ৪৭
আসিয়া পরমভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি ॥ ৪৮
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার ? ॥ ৪৯
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তার পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। **ঐছে বাত**—ঐরূপ কথা ; কুলীন হইয়া অকুলীন ছোট বিপ্রকে কন্যাদানের কথা।

৩৯। **বিপ্র কহে**—বড় বিপ্র বলিলেন। **তীর্থবাক্য**—তীর্থস্থানে যে বাক্য দেওয়া হইয়াছে, যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। **আন্**—অন্যথা ; প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। **যে হউ সে হউ**—যাহা হইবে হউক। লোকে উপহাসই করুক, কি একঘরেই বা করুক।

৪১। **সাক্ষী**—শ্রীগোপাল। **ন্যায়**—অভিযোগ, নালিশ। **জিতি**—জিনিয়া। **ধর্ম্ম ব্যর্থ যায়**—সাক্ষী ডাকাইয়া ঐ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিলে আমাকে কন্যাদান করিতেই হইবে ; লাভের মধ্যে আমাকে কেবল অনর্থক মিথ্যাকথা বলিয়াই ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হইবে।

৪২। **প্রতিমা সাক্ষী**—তোমার সাক্ষী তো প্রতিমা। প্রতিমা কি হাটিয়া আসিতে পারে ? অতদূর হইতে কেহ বহন করিয়াও আনিতে পারিবে না ; আর পারিলেই বা ভয় কি ? প্রতিমা তো কথা বলিতে পারিবে না। সাক্ষ্য দিবে কিরূপে ?

৪৩। **নাহি কহি**—বলি নাই। বড় বিপ্রকে তাঁহার পুত্র বলিতেছেন—“আমি কন্যা দিব, এমন কথা বলি নাই” এই মিথ্যা কথা না হয় তুমি বলিও না ; তুমি এই মাত্র বলিও যে, আমি কি বলিয়াছি আমার স্মরণ নাই।

৪৪। **ন্যায় করি**—বিচার করাইয়া। **ব্রাহ্মণেরে**—ছোট বিপ্রকে।

৪৫-৪৬। বড় বিপ্রকে তাঁহার পুত্র যে উপদেশ দিলেন, তাহাও মিথ্যা বলারই উপদেশ। বড় বিপ্র জানিতেন—“আমি বলি নাই” বলাও যেমন মিথ্যা, “আমার স্মরণ নাই” বলাও তেমনি মিথ্যা,—প্রতারণাময়। তাই তিনি ধর্ম্মহানি ভয়ে চিন্তিত হইয়া শ্রীগোপালের চরণ চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিলেন—“হে গোপাল ! কৃপা করিয়া এই কর—যেন আমার ধর্ম্মও রক্ষা পায়, আত্মীয়স্বজনও যেন রুষ্ট না হয়।”

৪৭। **লঘুবিপ্র**—ছোট বিপ্র।

৫০। **সেই বিপ্র**—বড় বিপ্র। **মৌন**—চুপ ; বাক্‌শূন্য।

আরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ? ।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে ॥ ৫১
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল ।
আর-দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫২
সব-লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল ।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৩
ইঁহো মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার ।
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার ? ॥ ৫৪
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন—।
কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ? ॥ ৫৫
বিপ্র কহে—শুন লোক ! মোর নিবেদন ।
কবে কি বলিয়াছি, কিছু না হয় স্মরণ ॥ ৫৬
এত শুনি তার পুত্র বাক্‌ছল পাইয়া ।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে দাঁড়াইয়া—॥ ৫৭
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহুধন ।
ধন দেখি এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৫৮
আর কেহো সঙ্গে নাহি, সবে এই একল ।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ॥ ৫৯
সব ধন লৈয়া কহে—চোরে লৈল ধন ।
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে' উঠাইল বচন ॥ ৬০
তুমি-সব লোক ! কহ করিয়া বিচারে ।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥ ৬১
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয় ।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥ ৬২
তবে ছোটবিপ্র কহে শুন মহাজন ।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৩
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা ।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥ ৬৪
তবে আমি নিষেধিল—শুন দ্বিজবর ।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৫
কাহাঁ তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন ।
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন ॥ ৬৬
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার—।
তোরে কন্যা দিলুঁ, তুমি করহ স্বীকার ॥ ৬৭
তবে মুঞি কহিলুঁ—শুন দ্বিজ মহামতি ।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৮
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য বচন ।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন—॥ ৬৯
কন্যা তোরে দিলুঁ, দ্বিধা না করিহ চিতে ।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ? ॥ ৭০
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন ।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ ৭১
তবে ইঁহো গোপালের আগে ত কহিল—।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ ৭২
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া ।
কহিনু তাঁহার পদে মিনতি করিয়া—॥ ৭৩
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান ।
সাক্ষী বোলাইব তোমা—হৈও সাবধান ॥ ৭৪
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন ।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥ ৭৫
তবে বড়বিপ্র কহে—এই সত্য কথা ।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৬। বড়বিপ্র পুত্রের শিক্ষা অনুসারেই কথা বলিলেন ।

৫৭। **বাক্‌ছল**—কথার ছল । **প্রগল্‌ভ**—ধৃষ্ট, উদ্ধত ।

৬২। বড় বিপ্রের পুত্রের কথা শুনিয়া ছোট বিপ্রের সততা সম্বন্ধে সকলের মনে একটু সন্দেহ জন্মিল ; তাঁহারা মনে করিলেন—ধনলোভে ধর্ম্মভয় ত্যাগ করা অসম্ভব নয় ; বড় বিপ্রের পুত্র যাহা বলিয়াছে, তাহা হয় তো সত্যও হইতে পারে ।

৬৩। **ন্যায় জিনিবারে**—তর্কিত বিষয়ে জয় লাভ করার উদ্দেশ্যে। **অসত্য বচন**—মিথ্যা কথা।

তবে কন্যা দিব—এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে—ভাল এই বাত হয় ॥ ৭৭
বড় বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥ ৭৮
পুত্রের মনে—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
এই বুদ্ধ্যে দুইজনা হইলা সম্মতে ॥ ৭৯
ছোট বিপ্র কহে—পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন ॥ ৮০
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮১
তবে ছোট বিপ্র কহে—শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র—সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৮২
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যুভয়ে কহে লটপটী বচন ॥ ৮৩
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥ ৮৪
এত শুনি সব লোক উপহাস করে।
কেহো কহে—ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥ ৮৫
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ—॥ ৮৬
ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ ৮৭
কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুখ ॥ ৮৮
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয় ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৭। **ভাল এই বাত হয়**—ইহাই উত্তম কথা। বাত—বাৎ, কথা। অথবা **ভাল এই বাত হয়**—ইহা তো ভালই, বেশ কথা—ইহাও তো হইতে পারে।

৭৮-৭৯। বড় বিপ্র মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ালু; তিনি কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন এবং আমি যে ছোট বিপ্রকে কন্যা দেওয়ার কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছি, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া আমার দ্বারা কন্যাদান করাইয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। আর বড় বিপ্রের পুত্র মনে করিলেন, শ্রীগোপাল তো প্রতিমা-বিশেষ—প্রতিমা সাক্ষ্য দিতে এখানে আসিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই দুই ভাবে (দুই বুদ্ধ্যে) পিতাপুত্র দুই জন ছোট বিপ্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

৮০। ছোট বিপ্র বলিলেন—"যে সব কথা স্থির হইল, তাহা লেখা হইয়া থাকুক; তাহা হইলে পরে আর কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিবে না।"

৮১। **মধ্যস্থ রাখিল**—একজন বিশ্বস্ত লোককে মধ্যস্থ স্থির করিয়া তাঁহার নিকটে লিখিত পত্র রাখিয়া দেওয়া হইল।

৮২। **এই বিপ্র**—বড় বিপ্র। **সত্যবাক্য**—সত্যবাদী।

৮৩। **স্ববাক্য ছাড়িতে**—নিজের প্রতিশ্রুতি নষ্ট করিতে।

স্বজনমৃত্যু-ভয়ে—আমার নিকটে কন্যা দিলে আত্মীয়-স্বজনগণ প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, তাই। **লটপটী বচন**—এদিক ওদিক করিয়া কথা; গোলমেলে বাক্য; সত্যের গোপন করিয়া কথা।

৮৭। **দুই বিপ্রের ধর্ম্ম**—দুই জন ব্রাহ্মণের বাক্যের সত্যতা রক্ষা কর। বড় বিপ্র কন্যা দিতে প্রতিশ্রুত; তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সহায়তা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম রাখ। আমিও তোমাকে নিয়া সকলের সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেওয়াইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইয়া আমারও ধর্ম্ম রক্ষা কর।

৮৮। বড় বিপ্রের কন্যা পাওয়ার লোভে আমি এখানে তোমার নিকটে আসি নাই; তুমি সাক্ষ্য না দিলে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়—তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়; তাই আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; বড়বিপ্রকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের প্রত্যবায় হইতে রক্ষা কর।

কৃষ্ণ কহে—বিপ্র ! তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯০
আবির্ভাব হৈয়া আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব।
প্রতিমা-স্বরূপে তাহাঁ যাইতে নারিব ॥ ৯১
বিপ্র কহে—হও যদি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি ॥ ৯২
এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্ব্বলোকে মানে ॥ ৯৩
কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে কাহাঁও না শুনি।
বিপ্র কহে—প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী ? ॥ ৯৪
প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য-করণ ? ॥ ৯৫
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে-পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৬
উলটি আমাকে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমারে দেখিলে আমি রহিব সেই-স্থানে ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯২। শ্রীগোপাল ব্রাহ্মণের প্রতি তুষ্ট হইয়া—তাঁহার স্মরণ মাত্রেই সভাস্থলে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিবেন—বলায় ছোট বিপ্র বলিলেন—"না প্রভু, তাহাতে হইবে না ; আবির্ভূত হইয়া কেন, তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়াও সাক্ষ্য দাও, তাহা হইলেও কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। তাহাকে হয় তো আমার বুজ্‌রুকি বলিয়াই লোকে মনে করিবে।"

৯৩। তুমি যে মূর্ত্তিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছ, যদি এই মূর্ত্তিতে আমার সঙ্গে সেখানে যাইয়া তোমার এই মুখেই সাক্ষ্য দাও, তাহা হইলে সকলেই তাহা মান্য করিবে।

৯৪। শ্রীগোপাল বলিলেন—"আমি প্রতিমা ; কিরূপে তোমার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইব ? প্রতিমা তো হাঁটিতে পারে না ?" অমনি ছোট বিপ্র বলিলেন—"প্রতিমা কথা বলে কিরূপে ? প্রতিমা যদি কথা বলিতে পারে, তবে হাঁটিতেও পারিবে।" বাণী—কথা।

৯৫। ভগবৎকৃপায় যাঁহাদের চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া অচলা ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহারা বিগ্রহমূর্ত্তিকে কখনও দারুময়ী, মৃণ্ময়ী বা শিলাময়ী প্রতিমাবিশেষ বলিয়া মনে করেন না ; শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাকে তাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন—বলিয়াই মনে করেন ; ইহা তাঁহাদের মুখের কথামাত্র নয়—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রাণের অনুভূতি। বস্তুতঃ বিগ্রহে এইরূপ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যাহার জন্মিয়াছে, তিনিই বিগ্রহসেবার প্রকৃত অধিকারী, তাঁহার কৃত বিগ্রহসেবাই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে এবং তাঁহার সঙ্গেই বিগ্রহাদিও কথাবার্ত্তাদি বলিয়া থাকেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—যে আমাকে যে ভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করি। গীতা। ৪।১১।"—ইহাই শ্রীভগবানের বাক্য। সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাকে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাঁহার নিকটে সেই প্রতিমা স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই ব্যবহার করিবেন—তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তাদিও বলিবেন। কিন্তু যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমাকে প্রতিমামাত্র মনে করেন, তাঁহাদের নিকটে তাহা প্রতিমামাত্রই ; সেই প্রতিমায় তাঁহারা—ভগবানের কোনওরূপ শক্তির বিকাশ তো দূরে—কোনওরূপে প্রাণের সাড়াও পান না ; প্রতিমায় প্রাণের সাড়া আসিবে কোথা হইতে ?

অকার্য্য করণ—শ্রীবিগ্রহরূপে স্বীয় মন্দির ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে হাঁটিয়া অন্যত্র যাওয়া রূপ অকার্য্য, তাহা করা।

৯৭। উলটি—ফিরিয়া। যদি পেছনের দিকে ফিরিয়া দেখ, তাহা হইলে আমি আর অগ্রসর হইব না ; যেখানে তুমি ফিরিয়া চাহিবে, সেইস্থানেই আমি থাকিয়া যাইব।

নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি করিবে ॥ ৯৮
এক-সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥ ৯৯
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ।
তার পাছে-পাছে গোপাল করিলা গমন ॥ ১০০
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন ॥ ১০১
এইমত চলি বিপ্র নিজদেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা—॥ ১০২
এবে মুঞি গ্রামে আইনু—যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥ ১০৩
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহে, তবে নাহি কিছু ভয় ॥ ১০৪
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাহাঁই রহিল ॥ ১০৫
ব্রাহ্মণে কহিল—তুমি যাহ নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥ ১০৬
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৭
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ১০৮
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
'প্রতিমা চলি আইলা' শুনি হইলা বিস্মিত ॥ ১০৯
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১১০
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ১১১
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর—।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১২
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ, দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর—॥ ১১৩
যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৮। তুমি আগে চলিতে চলিতে আমার পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইবে এবং তদ্দ্বারাই বুঝিতে পারিবে যে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। **প্রতীতি**—বিশ্বাস, প্রত্যয়।

৯৯। **একসের অন্ন**—একসের চাউল। **করিবে সমর্পণ**—আমার ভোগ দিবে (২।৪।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভক্ত ছোট বিপ্রের আহারের জন্যই ভক্তবৎসল-গোপালের এই ভঙ্গী।

১০৩। **যাইমু ভবন**—নিজগৃহে যাইব।

শ্রীগোপাল সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছেন, বাড়ীতে গিয়া সকলকে আমার একথা বলিতে হইবে। কিন্তু তিনি যে আসিয়াছেন, নূপুরের শব্দ ব্যতীত তাহার আর কোনও প্রমাণ নাই—আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখি নাই। নিজে না দেখিয়া কিরূপে সকলকে বলিব ? আমি তাঁহাকে দেখিয়া তবে গৃহে যাইব ; আমার ফিরিয়া চাওয়ায় যদি তিনি আর না যায়েন, তাহা হইলেও চলিবে। এই তো নিজ গ্রামে আসিয়াছি—তিনি এখানে থাকিলেও আমার ক্ষতি হইবে না। লোক সকলকে বলিয়া কহিয়া এখানে আনিতে পারিব।

১০৭। **চমৎকার হৈল**—প্রতিমা হাঁটিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইল।

১১২। **সেই দুই বিপ্রে**—বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র, এই দুইজনকে। **কহিলা ঈশ্বর**—শ্রীগোপালদেব বলিলেন। **তুমি দুই ইত্যাদি**—তোমরা দুইজনে প্রতিজন্মেই আমার সেবক।

১১৪। শ্রীবিগ্রহরূপে গোপালদেব—তাঁহাদের গ্রামে, বিদ্যানগরেই যেন অবস্থান করেন, উভয় বিপ্র সেই প্রার্থনাই করিলেন। **কিঙ্করের ইত্যাদি**—ঐস্থানে তাঁহার অবস্থান তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই একটা জলন্ত নিদর্শন

গোপাল রহিলা,—দোঁহে করেন সেবন ।
দেখিতে আইসে তবে দেশের লোকজন ॥ ১১৫
সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ॥ ১১৬
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
'সাক্ষিগোপাল' বলি নাম খ্যাতি হৈল ॥ ১১৭
এইমতে বিগ্যানগরে সাক্ষিগোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ॥ ১১৮
উৎকলের রাজা—পুরুষোত্তমদেব নাম ।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম ॥ ১১৯
সেই রাজা জিনি লৈল তার সিংহাসন ।
'মাণিক্যসিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥ ১২০
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত-আর্য্য ।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥ ১২১
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপাল লইয়া সেই কটক আইল ॥ ১২২
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্যসিংহাসন ।
কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৩
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে ॥
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৪
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল—মনেতে চিন্তয়—॥ ১২৫
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত ॥ ১২৬
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে ।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে—॥ ১২৭
বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি ।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহুযত্ন করি ॥ ১২৮
সেই ছিদ্র অগ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে ।
সেই মুক্তা পরাহ—যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥ ১২৯
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল ।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ ১৩০
পরাইল মুক্তা—নাসায় ছিদ্র দেখিয়া ।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ ১৩১
সেই-হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ।
এই-লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইবে। সেবকের প্রতি দয়া করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে হাঁটিয়া তিনি এখানে আসিয়াছেন, আসিয়া এখানে রহিয়া গেলেন -একথা লোকমুখে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইবে।

১১৭। বিগ্যানগর-অঞ্চলের রাজা শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গোপালের সেবা চালাইতে লাগিলেন।

১১৯। **সেই দেশ**—বিগ্যানগর-অঞ্চলস্থিত দেশ। **জিনিলেন**—জয় করিলেন। **সংগ্রাম**—যুদ্ধ।

১২০। **তার সিংহাসন**—বিগ্যানগর-দেশের রাজার সিংহাসন। **মাণিক্য সিংহাসন**—ইহা সিংহাসনের নাম; সিংহাসনে অনেক মণিমাণিক্যাদি ছিল বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

১২১। **ভক্ত-আর্য্য**—ভক্ত এবং আর্য্য (সরল)। "আর্য্য" স্থলে "বর্য্য"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—শ্রেষ্ঠ। **মাগে**—প্রার্থনা করেন। রাজা পুরুষোত্তমদেব তাঁহার দেশে (উৎকলে) যাওয়ার জন্ত শ্রীগোপালের চরণে প্রার্থনা করিলেন।

১২২-২৩। বিগ্যানগর হইতে শ্রীগোপালকে আনিয়া কটকে স্থাপন করিলেন এবং মাণিক্যসিংহাসনখানা শ্রীজগন্নাথকে দিলেন।

১২৪। **তাঁহার মহিষী**—পুরুষোত্তমদেবের রাণী। **ভক্ত্যে**—ভক্তির সহিত।

১২৭-২৮। **স্বভবনে**—নিজের ঘরে। **মাতা**—শ্রীযশোদা।

১৩০। **রাজা সঙ্গে** ইত্যাদি—রাজাকে সঙ্গে করিয়া মহিষী মুক্তা লইয়া মন্দিরে আসিলেন।

১৩২। **এই লাগি**—শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিগ্যানগরে আসিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া।

নিত্যানন্দগোসাঞির মুখে গোপালচরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৩
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমূর্তি ॥ ১৩৪
দোঁহে একবর্ণ—দোঁহে প্রকাণ্ড-শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর—দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥ ১৩৫
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ-মন চন্দ্রবদন ॥ ১৩৬
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ ১৩৭
এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥ ১৩৮
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৯
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাথে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪০
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৪। **দোঁহে**—শ্রীগোপাল ও শ্রীচৈতন্য। কোন্ কোন্ সাধারণ লক্ষণে উভয়কে একমূর্ত্তি বলা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে উক্ত হইয়াছে। **একমূর্ত্তি**—উভয়ের মূর্ত্তি (বা বিগ্রহ) ঠিক যেন একরূপ।

১৩৫-৩৬। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীগোপাল এই উভয়ের বর্ণ একরূপ, উভয়ের শরীর সমরূপে প্রকাণ্ড (সমান উচ্চ, সমান বলিষ্ঠ), উভয়ের পরিধানেই রক্ত বস্ত্র, দেখিতে উভয়কেই গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়, উভয়ের কলেবরই তেজোময় ; উভয়ের নয়নই কমলের ন্যায় আয়ত, উভয়ের মনই যেন ভাবে আবিষ্ট এবং উভয়ের বদনই চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। সাধারণতঃ শ্রীচৈতন্য পীতবর্ণ এবং শ্রীগোপাল কৃষ্ণবর্ণ হইলেও এক্ষণে উভয়ের বর্ণই একরূপ হইয়া গেল। মহাপ্রভুর বস্ত্র ছিল রক্তবর্ণ, আর গোপালের বস্ত্র ছিল পীতবর্ণ ; এক্ষণে উভয়ের বস্ত্রই রক্তবর্ণ—মহাপ্রভুর বস্ত্রের বর্ণ—হইয়া গেল ; ইহা হইতে মনে হয়, গোপাল—মহাপ্রভুর বস্ত্রের ন্যায়, মহাপ্রভুর বর্ণও পীতবর্ণই ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার পীতবর্ণকান্তিচ্ছটা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণকে পীতত্ব দান করিয়া শ্যামকে গৌর করিয়াছে ; এক্ষণে গৌরের দেহে থাকিয়াও আবার শ্রীগোপালবিগ্রহের কৃষ্ণবর্ণকে পীতত্ব দান করিল। প্রভুর এই লীলায় গৌর ও কৃষ্ণের একত্ব প্রদর্শিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার কান্তিচ্ছটার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যও প্রদর্শিত হইল—যে কান্তিচ্ছটার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামত্ব সর্ব্বদাই লুক্কায়িত থাকিতেই যেন ব্যস্ত।

কিন্তু সাক্ষিগোপাল এবং গৌর যে একবর্ণবিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা কবিকর্ণপুর বলেন না। তাঁহার মতে তখনও উভয়ের স্বাভাবিক বর্ণ ই দৃষ্ট হইয়াছিল—গৌর গৌরবর্ণ এবং সাক্ষিগোপাল শ্যামবর্ণ ; প্রভাবাদিতে অবশ্য উভয়ে একরূপই দৃষ্ট হইয়াছিলেন। "উভৌ গৌরশ্যামদ্যুতি-কৃত-বিভেদৌ ন তু মহাপ্রভাবাদ্যৈর্ভিন্নৌ সপদি দদৃশাতে জনচরৈঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্। ১১।৭১ ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে এবিষয়ে কোনও বর্ণনা দৃষ্ট হয় না।

১৩৭। **ঠারাঠারি**—নয়নভঙ্গীপূর্ব্বক ইশারা।

১৪০। **কমলপুর**—পুরী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম ; এস্থল হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। **নিত্যানন্দহাতে** ইত্যাদি—সন্ন্যাসীর দণ্ড থাকে, প্রভুরও ছিল ; তিনি স্বীয় দণ্ড শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকটে রাখিয়া কপোতেশ্বর দর্শনে গেলেন।

১৪১-৪২। **কপোতেশ্বর**—এখানে কপোতেশ্বর-নামক অনাদি-শিবলিঙ্গ আছে ; এজন্য এই স্থানের নাম কপোতেশ্বর। বৃন্দাবনদাস বলেন—প্রভুর যেমুণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সুবর্ণরেখানদীতীরে দণ্ডভাঙ্গা হইয়াছিল। ২।৩।২১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কৈল দণ্ডভঙ্গে**—নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—"দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥ অহে দণ্ড আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এত যুক্তি নহে ॥ এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ অন্ত্য ২।" দণ্ড ভাঙ্গিবার আরও এক কারণ হইতে পারে। সন্ন্যাসীরা দণ্ড ধারণ করেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১১।১৮।১৭):—"মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্। নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ॥ মৌনই বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম্মত্যাগই দেহের দণ্ড এবং প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড; এই তিন প্রকার দণ্ড যাহার নাই, সে কেবল বাঁশের দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পারে না।" ফলতঃ যিনি বাক্য, দেহ ও মনকে সংযত করিয়াছেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী, তিনিই যতি। পূর্ব্বে সন্ন্যাসীরা মৌন, কাম্যকর্ম্মত্যাগ এবং প্রণায়াম, এই তিনটী দণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ বা স্মারক তিনটী বংশদণ্ড ধারণ করিতেন; এজন্য তাঁহাদিগকে ত্রিদণ্ডী বলা হইত। এই তিনটী বংশদণ্ড মৌনপ্রভৃতি তিনটী দণ্ডের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিত; ইহাই কেবল তিনটী বংশদণ্ডের উপকারিতা ছিল। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে তিনটীর পরিবর্ত্তে একটী দণ্ড ব্যবহৃত হইত; মহাপ্রভুরও একটী মাত্র বংশদণ্ড ছিল; পূর্ব্বের তিনটী মিলিত হইয়াই যেন শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে একটী হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, বাক্য রজোগুণের ক্রিয়া, দেহ তমোগুণের ক্রিয়া এবং চিত্ত সত্ত্বগুণের কার্য্য; সুতরাং যাহারা এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধীন, তাহাদের পক্ষেই আসক্তি-নিবারণার্থ মৌন, কাম্যকর্ম্মত্যাগ ও প্রণায়াম এই তিনটী দণ্ডের প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্, তিনি মায়াতীত; তাঁহার বাক্য, দেহ ও চিত্ত সচ্চিদানন্দময়, মায়ার কার্য্য নহে; সুতরাং তাঁহার আবার দণ্ডের প্রয়োজন কি? ইহা দেখাইবার জন্যই নিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডটীকে ভাঙ্গিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন; উদ্দেশ্য, দণ্ড মায়ার অধিকারেই দরকার; সুতরাং ইহা মায়া-স্রোতেই ভাসিয়া যাউক। তিন খণ্ড করার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বে তিনটী দণ্ডই ধারণ করা হইত; তিনটী মিলিয়া শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যখন এক হইয়াছে, এখন আবার তিনি একটীকে ভাঙ্গিয়া তিনটী করিলেন; তিনটী দণ্ডই বাক্য, দেহ ও চিত্ত এই তিনটী মায়িকবস্তুকে সংযত করার নিদর্শন; তাই শ্রীনিত্যানন্দ তিনটীকে মায়ার স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন, মায়াতেই মায়া মিশাইয়া দিলেন।

অথবা—দণ্ড হইল শাসনের প্রতীক, অস্ত্রের প্রতীক; দণ্ডদ্বারা বা অস্ত্রদ্বারা যিনি শাসন করিবেন, তাঁহারই দণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রেমসিন্ধু-অবতারে মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদগণের কেহই তো অস্ত্রধারণ করেন নাই, দণ্ডদ্বারা কাহাকেও শাসনও করেন নাই—তখন পর্য্যন্ত—করিবেনও না। "রাম-আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার॥" এই পরমদয়াল-অবতারে প্রভু অসুরদিগকে প্রাণে মারেন নাই—নাম-প্রেম দিয়া, শ্রীঅঙ্গের দর্শন দেওয়াইয়া—তাহাদের চিত্তের অসুরত্ব দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। দণ্ডের যখন কোনও প্রয়োজনই নাই, অনর্থক আর দণ্ড রাখারই বা প্রয়োজন কি? প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—পড়ুয়ানিন্দকাদির চিত্তের অসুরত্ব দূর করার নিমিত্ত; ইহাদের অসুরত্বও দণ্ডপ্রয়োগে দূর করার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না, তদ্রূপ সঙ্কল্প থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসেরই প্রয়োজন হইত না; ইহাদের অসুরত্বও তিনি দূরীভূত করিবেন—ক্ষমাদ্বারা (১।১৭।২৫)। প্রভুর এই সন্ন্যাসও তাঁহার ভজন-সাধনের—চিত্তসংযমের—নিমিত্ত নয় (২।৩।৬৮); তাহাই যদি হইত, তবে দণ্ডের প্রয়োজন হইত। সন্ন্যাস তাঁহার একটা উপলক্ষ্যমাত্র—উদ্দেশ্য কৃপাবৃষ্টিদ্বারা নিন্দকাদির চিত্ত-শোধন করা। কৃপাবিতরণই যদি উদ্দেশ্য, তাহা হইলে আর ভয়সঞ্চারক দণ্ডের প্রয়োজন কি? তাই গৌরকৃপার মূরতি নিতাই প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন; কৃপাবিতরণের পক্ষে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ, প্রভুর শ্রীমুখ এবং প্রভুর হেমদণ্ডভুজযুগলই যথেষ্ট।

অথবা—শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে বুঝা যায়—শ্রীনিতাইচাঁদের প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে একটা বংশদণ্ড বহন করিয়া বেড়াইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য; তাই শ্রীনিতাই দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি নিতাইচাঁদের গভীর প্রেমের পরিচায়ক। (১৫৫-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মহেশ দেখিয়া—কপোতেশ্বর-মহাদেবকে দর্শন করিয়া (ফিরিয়া আসিলেন, ভক্তগণের সঙ্গে)।

তিনখণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥ ১৪২
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৩
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সভে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৪
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্র-যোজন ॥ ১৪৫
চলিতে-চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৬
নিত্যানন্দে প্রভু কহে—দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে—দণ্ড হৈল তিনখণ্ড ॥ ১৪৭
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি, তোমারে ধরিলুঁ।
তোমাসহ সেই-দণ্ড-উপরে পড়িলু ॥ ১৪৮
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ডখণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাহাঁ পড়িল, কিছু না জানিল ॥ ১৪৯
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৩। **জগন্নাথের দেউল**—পুরীস্থিত শ্রীজগন্নাথের মন্দির। কমলপুর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়ার ধ্বজা দেখা যায়। **আবিষ্ট**—প্রেমে আবিষ্ট।

১৪৪। **রাজমার্গে**—রাজপথে; প্রকাশ্য রাস্তায়। ভক্তগণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমাবেশে কখনও বা হাসিতে হাসিতে, কখনও বা নাচিতে নাচিতে, কখনও বা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কখনও বা হুঙ্কার-গর্জ্জন করিতে করিতে প্রভু পথ চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ আঠার নালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৪৬। **আঠার নালা**—পুরীর নিকটে নদীর উপরে একটী পুল আছে; এই পুলের আঠারটী ফুকার বা নালা আছে; এইজন্য ইহাকে আঠারনালা বলে। ইহা পার হইয়া পুরীতে যাইতে হয়।

বাহ্য প্রকাশিলা—বাহ্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল।

১৪৭। প্রেমাবেশে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডের খোঁজই প্রভুর ছিল না; এক্ষণে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় দণ্ডের খোঁজ করিলেন।

১৪৮-৫০। শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"তোমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রেমাবেশে তুমি দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে মাটীতে পড়িয়া যাইতেছিলে; তখন আমি তোমাকে ধরিয়াছিলাম; কিন্তু ধরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না—উভয়েই সেই দণ্ডের উপরে পড়িলাম; উভয়ের ভরে দণ্ড ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; সে খণ্ডগুলি কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ আমার দোষেই তোমার দণ্ড ভাঙ্গিল আমাকে তুমি উপযুক্ত শাস্তি দাও।"

কি ভাবে প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ হইল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪১-৪২ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীমন্নিত্যানন্দই স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণেও জানা যায়—শ্রীমন্নিত্যানন্দই দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন; অথচ ১৪৮-৪৯ পয়ার হইতে বুঝা যায়—তিনি নিজে দণ্ড ভাঙ্গেন নাই—মহাপ্রভুর প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্য কারণ। ১৪৮-৪৯ পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ হইতে বুঝা যায়—শ্রীনিতাইচাঁদ সত্যগোপন করিয়াছেন। কিন্তু সত্যস্বরূপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় কলেবর শ্রীবলদেবস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ—কি সত্যের মর্য্যাদা হানি করিলেন? না, তাহা নহে। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্যকারণ—প্রবর্ত্তক কারণ। ১৪৭ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—প্রেমাবেশবশতঃ প্রভুর দণ্ডের অনুসন্ধানই থাকে না; সুতরাং প্রেমাবেশই দণ্ড সম্বন্ধীয় বিস্মৃতির হেতু; যেখানে যে বস্তুর প্রয়োজন নাই, সেখানেই সেই বস্তুর বিস্মৃতি—অননুসন্ধান; সুতরাং প্রভুর প্রেমাবেশজনিত দণ্ড-বিস্মৃতিও দণ্ডের অনাবশ্যকতা সূচিত করিতেছে; যাহা অনাবশ্যক, তাহা থাকা-না-থাকা সমান। দ্বিতীয়তঃ—দণ্ড, সন্ন্যাসের চিহ্ন, সন্ন্যাসের

শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা—॥ ১৫১
নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল—তাহা না রাখিলা॥ ১৫২
তুমি সব আগে যাহ, ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে॥ ১৫৩
মুকুন্দদত্ত কহে—প্রভু! তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব, নাহি যাব সঙ্গে॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উদ্দেশ্যের প্রতীক। (পূর্ববর্তী ১৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল—কৃপাবৃষ্টিদ্বারা, প্রেমবিতরণদ্বারা নিন্দকাদির অসুরত্ব বিনাশ করা, জগতের উদ্ধার করা; তাহা তিনি করিয়াছেন—প্রেমাবেশজনিত নৃত্যকীর্ত্তন-প্রলাপাদিদ্বারা; এই কার্য্যে শাসনের—অস্ত্রের—প্রতীক দণ্ডের প্রয়োজন ছিল না। এস্থলেও দেখা যায়—প্রভুর প্রেমাবেশই দণ্ডের অনাবশ্যকতার হেতু। এইরূপে প্রভুর প্রেমাবেশ দণ্ডের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া দণ্ডভঙ্গের মুখ্য হেতু হইয়াছে। যে লীলাশক্তির বৈচিত্রীবিশেষ প্রেমাবেশরূপে দণ্ডের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিল, সেই লীলাশক্তিই অনাবশ্যক-দণ্ডের অস্তিত্ব নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দকে প্রবর্ত্তিত করিল; এইরূপে দণ্ডভঙ্গ-ব্যাপারে শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন উপলক্ষ্যমাত্র—কিন্তু মূলকারণ হইল প্রভুর প্রেমাবেশ। এই প্রেমাবেশের আধার হইলেন মহাপ্রভু। ভোজনে বসিয়া, কি রান্না করিতে বসিয়া কেহ যদি বলে—ঘৃতপাত্র আন—তবে ঘৃত আনার কথাই বলা হইতেছে বুঝায়; এরূপ স্থলে এবং এতাদৃশ অন্যান্য অনেক স্থলে আধার ও আধেয়ের অভেদ সূচিত হয়। আলোচ্য ১৪৮ পয়ারেও আধার ও আধেয়ের অভেদ সূচনা করা হইয়াছে বলিয়াই যদি মনে করা যায়—তাহা হইলে "তুমি—মহাপ্রভু"-তে এবং প্রেমাবেশে কোন পার্থক্য থাকে না। তাহা হইলে ১৪৮ পয়ারের অর্থ হইল এই যে—"তোমার প্রেমাবেশের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আমি দণ্ডের উপরে পতিত হওয়াতেই দণ্ড ভাঙ্গিয়াছে—তোমার প্রেমাবেশ উচ্ছলিত হইয়া উঠাতেই আমাকে উঠিয়া ধরিতে হইল—প্রকারান্তরে তোমার প্রেমাবেশই আমাকে প্রবর্ত্তিত করিল এবং তাহার ফলেই দণ্ড ভাঙ্গিল।" এইরূপে প্রভুর প্রেমাবেশই হইল দণ্ডভঙ্গের মুখ্যকারণ, শ্রীনিত্যানন্দ গৌণকারণ—উপলক্ষ্যমাত্র। সুতরাং দণ্ডভঙ্গ-বিষয়ে শ্রীনিত্যানন্দ-কথিত ১৪৮ পয়ারের মর্ম্মে প্রকৃতপক্ষে সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। **দুইজনার ভরে**—তোমার ও আমার ভরে—তোমার প্রেমাবেশের এবং প্রেমাবেশকর্ত্তৃক প্রণোদিত আমার ভরে—উভয়ের মিলিত কর্ম্মে—দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। **সেই খণ্ড কাঁহা** ইত্যাদি—সেই দণ্ডের খণ্ডগুলি কোথায় পড়িয়াছে, তোমার প্রেমাবেশ তাহা জানিতে পারে নাই—প্রেমাবেশবশতঃ তুমি তাহা জানিতে পার নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বোক্তরূপই যদি ১৪৮-৪৯ পয়ারের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে এত প্রচ্ছন্নভাবে না বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ সরল কথায় প্রভুকে দণ্ডভঙ্গের কারণ বলিলেন না কেন? তাহার কারণ এই,—সরল ভাবে বলিতে গেলে প্রভুর স্বরূপ এবং স্বরূপানুবন্ধী ভাবের কথা আসিয়া পড়িত; কিন্তু প্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার স্বরূপকে এবং স্বরূপানুবন্ধিভাবসমূহকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চাহিতেন; কেহ তাহা প্রকাশ করিতে গেলে প্রভু বিরক্ত হইতেন। তাই শ্রীনিত্যানন্দ সোজা কথায় খুলিয়া বলেন নাই।

১৫২। **নীলাচলে আনি** ইত্যাদি—ইহা প্রভুর রোষের উক্তি; অর্থ বিপরীত। নীলাচলে আনিয়া তোমরা সকলে আমার হিত (অর্থাৎ অহিতই) করিতেছ। **সবে দণ্ডধন** ইত্যাদি—সমস্তই তো ছাড়িয়া আসিয়াছি; থাকার মধ্যে ছিল একমাত্র দণ্ড—তাহাও তোমরা নষ্ট করিয়া দিলে। আমার আশ্রমের চিহ্ন বলিয়াও একটু বিবেচনা করিলে না।

১৫৩। আর আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব না; হয় তোমরা আগে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন কর, আমি পরে যাইব—আর না হয় আমি আগে যাই, তোমরা পরে আসিও।

১৫৪। মুকুন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমিই আগে যাও, আমরা পরে যাইব।" মুকুন্দের একথা বলার হেতু

এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মতি—॥ ১৫৫
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁ ত দোষায় ?॥ ১৫৬
দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরম-গভীর।
সে-ই বুঝে—দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥ ১৫৭
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার—শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥ ১৫৮
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুন ভক্তগণ।
অচিরে পাইবে কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ॥ ১৫৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
সাক্ষিগোপালচরিতবর্ণনং নাম
পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছিল বোধ হয় এই যে—"প্রভু তো প্রায়ই প্রেমাবেশে অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িয়া থাকেন ; যদি তিনি আগে যায়েন, তাহা হইলে পথে কোথাও প্রেমাবেশে পড়িয়া থাকিলে আমরা পরে যাওয়ার সময় দেখিতে পাইব, সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে পারিব ; কিন্তু আমরা যদি আগে চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের পশ্চাদ্ভাগে কোথাও প্রভু পড়িয়া থাকিলে তো আমরা তাহা জানিতে পারিব না, সময়োচিত ব্যবস্থাও করিতে পারিব না ; তাতে প্রভুর বড় কষ্ট হইবে।"

১৫৫-৫৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪১-২ পয়ারের এবং ১৪৮-৯ পয়ারের টীকায় দণ্ডভঙ্গের যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা হইল গূঢ় কারণ ; তাহা ব্যতীত আরও একটি বাহ্যিক কারণ আছে—তাহা সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের উদ্ধারের সূচনা। পূর্ব্বোক্ত গূঢ় কারণটি ঠিক এই সময়ে এবং এইস্থানেই যে কার্য্যরূপে প্রকটিত হইল, তাহার হেতু এই যে—সার্ব্বভৌমের উদ্ধারের সূচনার পক্ষে ইহাই ছিল খুব অনুকূল সময় ও স্থান।

আগে—শ্রীনিত্যানন্দাদির আগে। **শীঘ্রগতি**—খুব তাড়াতাড়ি। **ইহোঁ কেনে ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাতেই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের হৃদয়ে দণ্ড ভাঙ্গার ইচ্ছার উদ্রেক করিলেন কেন? ইহার উদ্দেশ্য—সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা করা। দণ্ড ভাঙ্গাতেই মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী আগে চলিয়া গেলেন ; যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; তখন তাঁহাকে একাকী দেখিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে গৃহে নিয়া সুস্থ করিলেন ; এই ঘটনাতেই সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা-প্রকাশের সূচনা হয়। যদি দণ্ড ভঙ্গ না হইত, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গেই যাইতেন, তাঁহারাই প্রভুকে সুস্থ করিতেন, সার্ব্বভৌমের গৃহে যাওয়ার ঐরূপ অপূর্ব্ব সুযোগ হইত না।

ভাঙ্গাইয়া কেনে ইত্যাদি—

তাঁহার প্রেরণাতেই যদি নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিলেন, তবে তিনি রাগ করিলেন কেন? রাগ করিয়া আগে চলিয়া গেলেন কেন? প্রভুর এই ক্রোধ জীব-শিক্ষার জন্য। প্রাকৃত জীব যেন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া দণ্ড না ভাঙ্গে, এই উদ্দেশ্যেই ক্রোধ।

অথবা, প্রভু সর্ব্বদাই স্বীয় স্বরূপের গোপন করিতে চাহেন। শ্রীনিত্যানন্দ যাহা করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপ এবং স্বরূপানুবন্ধী ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে বলিয়াও হয়তো তিনি একটু রোষ প্রকাশ করিলেন।

১৫৭। **দোঁহার পদে**—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে। **ভক্তি ধীর**—অচলা ভক্তি।

মধ্য-লীলা

—:০:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নৌমি স্তৌমি কুতর্ককর্কশাশয়ং কুতর্কেণ কর্কশঃ কঠিন আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য তং সর্ব্বভূমা সর্ব্বেষাং প্রভুঃ ভক্তিভূমানং অতিভক্তিমন্তং আচরৎ অকরোদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভুর শুশ্রূষা, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক প্রভুর নিকটে বেদান্তপাঠ, বেদান্তসূত্রের অর্থসম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর বিচার এবং বিচারান্তে সার্ব্বভৌমের চিত্তের পরিবর্ত্তন ও ভক্তিমার্গানুগমনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। সর্ব্বভূমা (সর্ব্বতোভাবে মহান্) যঃ (যিনি) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্ক-কঠিনহৃদয়) সার্ব্বভৌমং (সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে) ভক্তিভূমানং (পরম-ভক্তিমান্) আচরৎ (করিয়াছিলেন) তং গৌরচন্দ্রং (সেই গৌরচন্দ্রকে) নৌমি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। কুতর্ক-কঠিন-হৃদয় সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে যিনি পরম-ভক্তিমান্ করিয়াছিলেন, সর্ব্বতোভাবে মহান্ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার (বা স্তব) করি। ১

কুতর্ক-কর্কশাশয়ং—কুতর্কদ্বারা কর্কশ (কঠিন) হইয়াছে আশয় (বা হৃদয়) যাঁহার, তাঁহাকে। সার্ব্বভৌমং শব্দের বিশেষণ। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী; শঙ্করাচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিতেন এবং ভক্তিবাদের নিরসন করিতেন; ভক্তিবাদের নিরসনাত্মক তর্ককেই এস্থলে কুতর্ক বলা হইয়াছে; এইরূপ কুতর্কের ফলে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কর্কশ হইয়া কোমলস্বভাবা ভক্তিরাণীর আসনের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। **সর্ব্বভূমা**—সর্ব্বতোভাবে ভূমা (বা মহান্) যেই স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র, তিনি কৃপা করিয়া সেই কঠিনহৃদয়-সার্ব্বভৌমকেও **ভক্তিভূমানং**—ভক্তিবিষয়ে ভূমা (বা মহান্)—পরমভক্তিমান্—**আচরৎ**—করিয়াছিলেন। এতাদৃশই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপামাহাত্ম্য।

এই প্রারম্ভ-শ্লোকে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত দিলেন এবং যাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, সেই গৌরচন্দ্রের চরণে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

২। আঠারনালা হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু একাকীই শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দিকে চলিলেন; তাঁহার চিত্ত প্রেমে আবিষ্ট; তদবস্থায় তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়াই প্রেমোচ্ছ্বাসে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥ ৩
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহাঁ করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৪
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈল বিস্ময় অপার ॥ ৫
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৬
শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥ ৭
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হইল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৮
সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তূলা—দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥ ৯
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার—।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত প্রভু ধাইয়া চলিলেন, কিন্তু পারিলেন না; প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দিরের মধ্যেই পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথদেবকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া রাধাভাবের আবেশেই প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন।

৪। প্রভুকে উন্মত্তপ্রায় দেখিয়া অজ্ঞ পড়িছা তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মারিতে পারিল না; দৈবচক্রে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থ সেই সময়ে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন—তিনি পড়িছাকে বাধা দিলেন।

দৈবে—দৈবচক্রে; পূর্ব্বের কোনও বন্দোবস্ত ব্যতীতই। দৈব-শব্দে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, প্রভু যে প্রেমোন্মত্ত হইয়া মন্দিরে আসিবেন, তাহা সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে জানিতেন না। **সার্ব্বভৌম**—শ্রীবাসুদেব-সার্ব্বভৌম। **পড়িছা**—জগন্নাথের মন্দিরের সেবক; ছড়িদার। **মারিতে**—মারিতে উদ্যত হইলে। **তেঁহো**—সার্ব্বভৌম। **কৈল নিবারণ**—নিষেধ করিলেন, বাধা দিলেন।

৫। **বিস্ময় অপার**—অপরিসীম বিস্ময়। এরূপ সৌন্দর্য্য, আর এরূপ প্রেমবিকার সার্ব্বভৌম আর কখনও দেখেন নাই বলিয়াই তাঁহার বিস্ময় জন্মিয়াছিল।

৬-৭। **বহুক্ষণে চৈতন্য নহে**—বহু সময় অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রভুর চৈতন্য (বাহ্য জ্ঞান) ফিরিয়া আসিল না। **ভোগের কাল হৈল**—এদিকে শ্রীজগন্নাথের ভোগের সময়ও উপস্থিত, প্রভুকে সেখানে আর রাখা যায় না (প্রভু সম্ভবতঃ ভোগের স্থানেই পড়িয়াছিলেন)। **সার্ব্বভৌম** ইত্যাদি—তখন সার্ব্বভৌম এক উপায় স্থির করিলেন; জগন্নাথের কয়েকজন পড়িছা এবং নিজের কয়েকজন শিষ্যদ্বারা তিনি মূর্চ্ছিত-প্রভুকে বহন করাইয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং এক পবিত্র স্থানে তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন।

শিষ্য পড়িছা দ্বারে—সার্ব্বভৌমের শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা এবং পড়িছাদের দ্বারা। **বহাইয়া**—বহন করাইয়া।

৮-৯। প্রভুর নাসায় শ্বাস নাই, প্রশ্বাস নাই; প্রভুর উদরেও কোনওরূপ স্পন্দন নাই—একেবারে যেন প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে। দেখিয়া সার্ব্বভৌম বিশেষ চিন্তিত হইলেন; তখন সূক্ষ্ম তূলা আনিয়া প্রভুর নাসিকার সম্মুখে ধরিলেন; দেখিলেন যে তূলা অতি আস্তে আস্তে নড়িতেছে—দেখিয়া—ক্ষীণ হইলেও শ্বাস কিছু আছে ভাবিয়া—সার্ব্বভৌম একটু আশ্বস্ত হইলেন। ইহা প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ।

উদর—পেট। **স্পন্দন**—নড়াচড়া। **নাহি উদর-স্পন্দন**—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় পেট উঠা-নামা করে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু প্রভুর পেটে তাদৃশ উঠা-নামা মোটেই ছিল না। **ঈষৎ চলয়ে**—অতি মৃদুভাবে একটু নড়ে।

১০। সার্ব্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; ভক্তিমার্গের বিরোধী হইলেও তিনি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণাদির কথা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। তাই প্রভুর অবস্থা দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইহা সাধারণ মূর্চ্ছা নহে, প্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছে।

সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক এই—নাম যে 'প্রলয়'।
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে সূদ্দীপ্তভাব হয়॥ ১১

অধিরূঢ়-ভাব যার, তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণমহাপ্রেমের—কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল-উচ্ছ্বাসজনিত। **সাত্ত্বিক বিকার**—সাত্ত্বিক ভাব।

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধানহেতু ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলেন। সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে সকল ভাব, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক-ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার:—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। ইহাদের লক্ষণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১। **উদ্দীপ্ত**—একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্বএব বা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ। এক সময়ে পাঁচ ছয় বা সমুদয় সাত্ত্বিক-ভাব উদিত হইয়া পরম উৎকর্ষলাভ করিলেই, তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত বলা হয়। ভ. র. সি. ২।৩।৪৬॥

সূদ্দীপ্ত—উদ্দীপ্তা এবং সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী। সর্ব্বএব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥ উদ্দীপ্ত সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, সূদ্দীপ্তভাব হয়। ভ. র. সি. ২।৩।৪৭॥

প্রলয়—সুখ বা দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতাকে প্রলয় বলে। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাব সকল প্রকাশিত হয়। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

নিত্যসিদ্ধভক্ত—ভগবানের নিত্যপরিকর) পরবর্ত্তী পয়ারে অধিরূঢ় মহাভাবের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অধিরূঢ়-মহাভাব ব্রজগোপীদের পক্ষেই সম্ভব, অন্য ভক্তে ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং এস্থলে নিত্যসিদ্ধভক্ত-শব্দে নিত্যসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদের কথাই বলা হইয়াছে।

প্রভুর দেহে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্ত দেখিয়া সার্ব্বভৌম মনে মনে চিন্তা করিলেন—"এই নবীন সন্ন্যাসীর দেহে মহাভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে; প্রায় সমস্ত সাত্ত্বিকভাবই ইহার দেহে প্রকটিত হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; ইহা তো সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকের লক্ষণ; এদিকে ইনি অসাড় অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছেন, নাসায়ও নিঃশ্বাস নাই বলিলেও চলে; ইহাও তো দেখিতেছি প্রলয়-নামা সাত্ত্বিকেরই লক্ষণ। কিন্তু সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক তো সাধক-ভক্তের দেহে কখনও প্রকাশিত হয় না; একমাত্র নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের মধ্যেই ইহার অভিব্যক্তি সম্ভব। এই সন্ন্যাসীর দেহে এসব লক্ষণ দেখিতেছি কেন?"

১২। **অধিরূঢ় ভাব**—মহাভাবের একটা স্তরের নাম অধিরূঢ় ভাব। অনুরাগ স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিলে ভাব (বা মহাভাব)-নামে অভিহিত হয় (উ. নী. স্থা. ১০৯)। ইহা একমাত্র ব্রজদেবীগণেই সম্ভব, দ্বারকা-মহিষীদিগের পক্ষে এই মহাভাব একেবারেই অসম্ভব। যাহা হউক, এই ভাব দুই রকমের,—রূঢ় ও অধিরূঢ়। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক-ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয় (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তাহাকে রূঢ়-ভাব বলে। আর যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব (লক্ষণ)-সকল হইতে সাত্ত্বিক-ভাব সকল কোনও এক বিশিষ্ট-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ়-ভাব বলে। উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে। উ. নী. স্থা. ১১৪॥ রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে। উ. নী. স্থা. ১২৩॥ (পরবর্ত্তী ২৩শ পরিচ্ছেদের ৩১ পয়ারের টীকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই রকম—মোদন এবং মাদন। মোদনে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবময় সৌষ্ঠব ধারণ করেন। মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্। উ. নী. স্থা. ১২৫। আর হ্লাদিনীসার প্রেম যদি রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাবপর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের উদ্গমে উল্লাসশীল হয়, তবে তাহাকে মাদন বলে, ইহা পরাৎপর অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের প্রেম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহা শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহাতেও দৃষ্ট হয় না।

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া॥ ১৩
তাহাঁ শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত—
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥ ১৪
মূর্চ্ছিত হইলা—চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উ. নী. স্থা. ১৫৫॥ এস্থলে যে মোদন-ভাবের কথা বলা হইল, বিরহের অবস্থায় তাহাই মোহন-নামে খ্যাত হয়, এবং বিরহ-বৈবশ্যবশতঃ মোহনেই সাত্ত্বিক-ভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয়। "মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ উ. নী. স্থা. ১৩০॥" মোদনাখ্য-অধিরূঢ় মহাভাবেও সাত্ত্বিকভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয় না, কেবল মোহনেই হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্ব্বাচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ নতু সুদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥" মোহনভাব বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাতেই প্রায়শঃ উদিত হয়, অন্যত্র হয় না। "প্রায়ঃ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি। উ. নী. স্থা. ১৩২॥" আর সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবও যখন মোহনেরই বিশেষ লক্ষণ, তখন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবও শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন "উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সুদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ॥ স্থাঃ ২৯॥—উদ্দীপ্তভাবসকলের ভেদ কোনও স্থলে সুদ্দীপ্ত হয়।" উদাহরণরূপেও শ্রীরাধার সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবেরই কথা বলা হইয়াছে। উ. নী. স্থা. ৩০॥ মোহনে দিব্যোন্মাদাদি বিকাশ লাভ করে।

এসমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, পূর্ব্বপয়ারে যে সুদ্দীপ্ত-ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মোহনাখ্য ভাবেরই লক্ষণ এবং এই মোহন যখন শ্রীরাধাতেই সম্ভব, তখন "নিত্যসিদ্ধভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়।"—এই পয়ারার্দ্ধেও নিত্যসিদ্ধ-ভক্ত-শব্দে শ্রীরাধাকেই বুঝাইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই মোহন-ভাবের লক্ষণ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ সম্ভব নয়। ইহাই শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের বিচার।

তাই সার্ব্বভৌম চিন্তা করিলেন—"অধিরূঢ় মহাভাবের বৈচিত্রীবিশেষ মোহনভাবের উদয় যাঁহাতে সম্ভব, তাঁহাতেই এইরূপ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের অভিব্যক্তিও সম্ভব, অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীব্যতীত, অপর কাহারও মধ্যেই এইরূপ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ সম্ভব নয়, শাস্ত্র হইতে ইহাই জানা যায়। অথচ এই সন্ন্যাসীর দেহে—সে সকল সাত্ত্বিক-বিকার দৃষ্ট হইতেছে; ইহাতো বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তখন পর্য্যন্ত প্রভুর তত্ত্ব জানিতেন না; তাই তিনি প্রভুকে মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া তাঁহার দেহে নিত্যসিদ্ধপরিকর শ্রীরাধার ভাব-চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। প্রভুর স্বরূপ—তিনি যে রাধাভাব-কান্তি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ, তাহা—জানিলে সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার দেহে অধিরূঢ় ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় আশ্চর্য্যের কথা কিছু নাই।

১৩। মহাপ্রভুর ভাব-বিকারাদিসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত-প্রভুকে সম্মুখে লইয়া নিজ-গৃহে বসিয়া আছেন। এদিকে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি—প্রভু যাঁহাদিগকে আঠারনালায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা—প্রভুর কতক্ষণ পরে রওনা হইয়া শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৪-১৫। **তাহাঁ শুনে**—সিংহদ্বারে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন? লোক কহে **অন্যোন্যে বাত**—লোকে পরস্পর বলাবলি করিতেছে। তাহারা কি বলাবলি করিতেছে? **এক সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—লোকসকল পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে—এক সন্ন্যাসী মন্দিরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া না আসায়, সেই-মূর্চ্ছিত-অবস্থাতেই সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন। **তৈছে**—সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই।

শুনি সভে জানিলা—এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইল তথা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৬
নদীয়ানিবাসী—বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভু-তত্ত্ব-জ্ঞাতা ॥ ১৭
মুকুন্দসহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দে দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥ ১৮
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ১৯
মুকুন্দ কহে—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥ ২০
নিত্যানন্দগোসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সভে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার ॥ ২১
মুকুন্দ কহে—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল আইলা সঙ্গে আমা সভা লৈয়া ॥ ২২
আমা সভা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৩
অন্যোন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভু—অনুমান কৈল ॥ ২৪
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন ॥ ২৫
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন ॥ ২৬
চল সভে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬। লোকমুখে পূর্ব্বোক্তরূপ বিবরণ শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি বুঝিতে পারিলেন যে—উহা মহাপ্রভুরই কার্য্য; তিনিই শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্য আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

১৭। **নদীয়ানিবাসী**—নবদ্বীপেই গোপীনাথ-আচার্য্যের জন্ম, নবদ্বীপেই তাঁহার বাড়ী। **বিশারদ**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের পিতার উপাধি বিশারদ। গোপীনাথ-আচার্য্য ছিলেন এই বিশারদের জামাতা, সুতরাং সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। গোপীনাথ ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত এবং **প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা**—প্রভুর তত্ত্বও তিনি জানিতেন; প্রভু যে তত্ত্বতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাহা গোপীনাথ-আচার্য্য জানিতেন।

১৮। প্রভুর সঙ্গে যে মুকুন্দদত্ত আসিয়াছিলেন, যিনি এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দাদিসহ গোপীনাথ-আচার্য্যের নিকটেই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহার সহিত নবদ্বীপেই গোপীনাথ-আচার্য্যের পরিচয় ছিল। **বিস্ময়**—হঠাৎ কোথা হইতে মুকুন্দ এস্থলে আসিল, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়।

১৯। গোপীনাথ মুকুন্দকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু যে নীলাচলে আসিয়াছেন, তাহা গোপীনাথ তখনও জানিতেন না।

২১। গোপীনাথ-আচার্য্য শ্রীমন্নিত্যানন্দকে নমস্কার করিলেন। **সভে মিলি**—সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া; মুকুন্দাদি সকলের সহিত গোপীনাথ-আচার্য্যের মিলন (পরিচয় ও নমস্কার-আলিঙ্গনাদি) হইলে পর। **পুছে** ইত্যাদি—পুনরায় প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্ভবতঃ এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্য বলিলেন, প্রভুও এখানে তোমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন; তোমরা এখানে, কিন্তু প্রভু কোথায়?" একথার উত্তর—পরবর্ত্তী ২২-২৭ পয়ার।

২৪। এখানে লোক সকল নিজেদের মধ্যে যাহা বলাবলি করিতেছিল, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে যেন প্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে আছেন।

২৫। **ঈশ্বরদর্শনে**—শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া।

২৬। লোকমুখে শুনিলাম বটে, প্রভু সার্ব্বভৌমের গৃহে আছেন; কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহ কোথায়, তাহাতো

এত শুনি গোপীনাথ সভারে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হৈয়া ॥ ২৮
সার্ব্বভৌম-স্থানে যাইয়া প্রভুরে দেখিলা।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈলা ॥ ২৯
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সভা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দগোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥ ৩০
সভাসহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখ-হর্ষ মন ॥ ৩১
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সভা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিল সভার সাথে ॥ ৩২
জগন্নাথ দেখি সভার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৩
সভে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বরসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ ৩৪
প্রসাদ পাইয়া সভে আনন্দিতমনে।
পুনরপি আইলা সভে মহাপ্রভু-স্থানে ॥ ৩৫
উচ্চ করি করে সভে নামসঙ্কীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন ॥ ৩৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরিহরি' বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি ॥ ৩৭
সার্ব্বভৌম কহে—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমরা জানি না। তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম—"যদি গোপীনাথ-আচার্য্যের দেখা পাই, তাহা হইলেই সকল রকমে সুবিধা হইতে পারে।" একথা ভাবামাত্রই দৈবাৎ তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে।

২৮। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—সার্ব্বভৌম যখন পড়িছাদের দ্বারা প্রভুকে বহন করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, "পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ-ভৃত্যগণ। সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥" —"হেনই সময়ে সর্ব্বভক্ত সিংহদ্বারে। আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ অন্তরে॥—ঠিক সেই সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ জগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।" তাঁহারা দেখিলেন, "পিপীলিকাগণ যেন অন্ন লৈয়া যায়।", ঠিক সেইরূপেই কয়েকজন লোক প্রভুকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা তখন আর মন্দিরে গেলেন না, জগন্নাথের উদ্দেশ্যে সিংহদ্বারে নমস্কার করিয়া প্রভুর অনুসরণ করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে গেলেন। গোপীনাথ-আচার্য্যের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন নাই।

২৯। **আচার্য্যের**—গোপীনাথ-আচার্য্যের। **দুঃখ-হর্ষ**—প্রভুকে দর্শন করিয়া হর্ষ, কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা দেখিয়া দুঃখ।

৩০। **জানাইয়া**—শ্রীনিত্যানন্দাদির পরিচয় জানাইয়া। **অভ্যন্তরে**—সার্ব্বভৌমের বাড়ীর মধ্যে, যেখানে মহাপ্রভু আছেন। **তেঁহো**—সার্ব্বভৌম, শ্রীনিত্যানন্দকে নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসী দেখিয়া।

৩১। **যথাযোগ্য**—পূজ্যকে নমস্কার, অন্যান্যকে আলিঙ্গনাদি; যাঁহার সহিত যাহা করা সঙ্গত, তাহা করিলেন।

৩২। **সভা**—শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলে। **দর্শন করিতে**—শ্রীজগন্নাথদর্শন করিতে। **চন্দনেশ্বর**—ইনি সার্ব্বভৌমের পুত্র, সকলকে পথ দেখাইয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন।

৩৪। **ঈশ্বর-সেবক**—শ্রীজগন্নাথের সেবক। **মালাপ্রসাদ**—মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীমালা।

৩৬। **তৃতীয় প্রহরে**—বেলা তৃতীয় প্রহরে।

৩৮। মধ্যাহ্ন-আহারের নিমিত্ত সার্ব্বভৌম প্রভুকে ও শ্রীনিত্যানন্দাদিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। **মধ্যাহ্ন**—মধ্যাহ্নকৃত্য। **মুই ভিক্ষা ইত্যাদি**—শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ আজ আমি তোমাদের মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য আনিয়া দিব।

সমুদ্র স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৩৯
বহুত প্রসাদ-সার্ব্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা ॥ ৪০
সুবর্ণথালীর অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪১
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে ॥ ৪২
পিঠা পানা দেহ তুমি ইঁহা সভাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে— ॥ ৪৩
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥ ৪৪
এত বলি পিঠা-পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা ॥ ৪৫
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লঞা।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা ॥ ৪৬
'নমো নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪৭
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল—।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো বচনে জানিল ॥ ৪৮
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম ? ॥ ৪৯
গোপীনাথ-আচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম—পদবী মিশ্রপুরন্দর ॥ ৫০
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার—তাঁর ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪১। **সুবর্ণ থালীর ইত্যাদি**—শ্রীজগন্নাথের সুবর্ণ-থালায় যে উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হয়, সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জন।

৪২। **লাফরা ব্যঞ্জন**—পাঁচ-সাতটী তরকারী একত্রে মিশ্রিত করিয়া পাক করিলে লাফ্‌রা হয়। **পিঠাপানা**—ঘৃতে প্রস্তুত পিঠা প্রভৃতি মিষ্ট ও সুস্বাদু।

৪৪। **কৈছে**—কিরূপ ; দ্রব্যাদি ভাল কি না।

৪৬। **আজ্ঞা মাগি**—নিজেদের আহারের নিমিত্ত প্রভুর আদেশ লইয়া। **গেলা**—আহার করিতে গেলেন।

৪৭। **নমো নারায়ণ**—নারায়ণকে নমস্কার। সন্ন্যাসীকে "নমো নারায়ণ" বলিয়াই প্রণাম করিতে হয়। **কৃষ্ণে মতিরস্তু**—শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হউক। ইহা সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদ। **গোসাঞি**—মহাপ্রভু। এ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন : "সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য :—নমো নারায়ণায়। (ইতি প্রণমতি)। ভগবান্—কৃষ্ণে রতিঃ, কৃষ্ণে মতিঃ।" (ষষ্ঠাঙ্ক)

৪৮। **শুনি**—প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া। **বচনে**—প্রভুর বাক্যে। "কৃষ্ণে মতিরস্তু"-বলিয়া আশীর্ব্বাদ করাতে বুঝা গেল, ইনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। এসম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপ :—সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য :—(স্বগতম্) অহো, অপূর্ব্বমিদমাশংসনম্। তর্হ্যয়ং পূর্ব্বাশ্রমে বৈষ্ণবো বা ভবিষ্যতি। (ষষ্ঠাঙ্ক)। অপূর্ব্ব এই আশীর্ব্বাদ (মায়াবাদী সন্ন্যাসীর মুখে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সার্ব্বভৌম এইরূপ ভাবিলেন) ; তাহাও মনে হয়, ইনি পূর্ব্বাশ্রমে হয়তো বৈষ্ণব ছিলেন।

৪৯। **কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম**—পূর্ব্বাশ্রম (বা জন্মস্থান) কোথায়।

৫০-৫১। ইঁহার বাড়ী ছিল নবদ্বীপে ; নাম ছিল বিশ্বম্ভর ; ইঁহার পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতামহের নাম শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।

জগন্নাথ নাম ইত্যাদি—যাঁহার নাম জগন্নাথ এবং যাঁহার পদবী মিশ্রপুরন্দর। **পদবী**—উপাধি। **মিশ্র পুরন্দর**—মিশ্র-উপাধিধারীদের মধ্যে পুরন্দর (ইন্দ্র) তুল্য বা শ্রেষ্ঠ। অথবা, মিশ্র-উপাধিকারী পুরন্দর।

সার্ব্বভৌম কহে—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫২
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি ॥ ৫৩
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪
সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি —আমি নিজদাস ॥ ৫৫
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়-বচন—॥ ৫৬
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও—সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৭
আমি বালক সন্ন্যাসী—ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল—'গুরু' করি মানি ॥ ৫৮
তোমার সঙ্গ-লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন ॥ ৫৯
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা-হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৬০
ভট্টাচার্য্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ—কিবা আমার লোকসনে ॥ ৬১
প্রভু কহে—মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥ ৬২
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন ॥ ৬৩
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জনস্থান।
তাহাঁ বাসা দেহ—কর সর্ব্বসমাধান ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫২। **বিশারদ**—সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর-বিশারদ। **বিশারদের সমাধ্যায়ী**—বিশারদের সঙ্গে একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ একত্রে এক গুরুর নিকট এক শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন। **এই তাঁর খ্যাতি**—শ্রীনীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

৫৩। **তাঁর মান্য**—বিশারদের মান্য বা সম্মানের পাত্র। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দরকে বিশারদও খুব সম্মান করিতেন। **দোঁহা**—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্র। **পূজ্য হেন মানি**—পূজনীয় বলিয়াই মনে করি। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার সমাধ্যায়ী; আর মিশ্রপুরন্দর আমার পিতার সম্মানের পাত্র; সুতরাং উভয়েই আমার পূজনীয়। ৪৯-৫৩ পয়ারোক্তি সম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপ: "সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য:—আচার্য্য, অয়ং পূর্ব্বাশ্রমে গৌড়ীয়ো বা। গোপীনাথাচার্য্য:—ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বাশ্রমে নবদ্বীপবর্ত্তিনো নীলাম্বরচক্রবর্ত্তিনো দৌহিত্রো জগন্নাথমিশ্রপুরন্দরস্য তনুজঃ। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য:—(সস্নেহাদরম্) অহো, নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তিনো হি মত্তাতসতীর্থাঃ। মিশ্রপুরন্দরশ্চ মত্তাতপাদানামতিমান্যঃ।" (ষষ্ঠাঙ্ক)।

৫৫। **অতএব জানহ** ইত্যাদি—আমাকে তোমার দাস (সেবক) বলিয়াই মনে করিবে।

৫৭। ৫৭-৬০ পয়ার সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর উক্তি।

সর্ব্বলোকহিতকর্ত্তা—সমস্ত লোকের মঙ্গলকারী। **বেদান্ত পড়াও**—সন্ন্যাসীদিগকেও বেদান্ত পড়াও। **উপকর্ত্তা**—উপকারী, বেদান্ত পড়াইয়া সন্ন্যাসীদিগের উপকার কর। এ সমস্ত কারণেই তুমি **জগদ্‌গুরু**—জগৎবাসীর গুরু।

৫৮। **গুরু করি মানি**—তোমাকে আমি আমার গুরু বলিয়াই মনে করি।

৬০। **বিপত্তি**—শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছারূপ বিপদ। **অব্যাহতি**—রক্ষা।

৬২। **গরুড়ের পাছে**—গরুড়স্তম্ভের পাছে।

৬৪। **মাতৃস্বসা গৃহ**—মাসীর বাড়ী। **তাহাঁ বাসা দেহ**—সেখানে (আমার মাসীর বাড়ীতেই) ইহার বাসা ঠিক করিয়া দাও।

কর সর্ব্বসমাধান—যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত যোগাড় করিয়া দাও।

গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহাঁ বাসা দিল।
জল-জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল ॥ ৬৫
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইলা লঞা ॥ ৬৬
মুকুন্দদত্ত লঞা আইল সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে—॥ ৬৭
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইহার উপর ॥ ৬৮
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহার ?—শুনিতে হয় মন ॥ ৬৯
গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহার কেশবভারতী মহাধন্য ॥ ৭০
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় ইহো হয়েন মধ্যম ॥ ৭১
গোপীনাথ কহে—ইহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা ॥ ৭২
ভট্টাচার্য্য কহে—ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ? ॥ ৭৩
নিরন্তর ইহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৬। **শয্যোত্থান দরশন**—শ্রীজগন্নাথদেবের শয্যা হইতে উত্থানকালে দর্শন।

৬৭। গোপীনাথ-আচার্য্য প্রভুকে শয্যোত্থান-দর্শন করাইয়া বাসায় রাখিয়া আসিলেন ; তারপরে মুকুন্দদত্তকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমের নিকটে আসিলেন।

৬৮। **প্রকৃতি**—স্বভাব। **বিনীত**—বিনয়যুক্ত, নম্র। **প্রকৃতি-বিনীত**—স্বভাবতঃ নম্র।

কোন্ সম্প্রদায়—সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটী সম্প্রদায় আছে—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, ভারতী ও সরস্বতী। এই দশ সম্প্রদায়ের কোন্ সম্প্রদায়ে প্রভু সন্ন্যাস লইয়াছেন, সার্ব্বভৌম তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিলেন। **কিবা নাম**—ইহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম কি। ৬৮-৬৯ পয়ার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ও সম্প্রদায় জানিবার নিমিত্ত মুকুন্দদত্তের (অথবা গোপীনাথের) প্রতি সার্ব্বভৌমের উক্তি। (টী. প. দ্র.)

৭১। সার্ব্বভৌম মুকুন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর দিলেন গোপীনাথ-আচার্য্য। উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটী অতি উত্তম হইয়াছে ; কিন্তু ভারতী-সম্প্রদায়টী উত্তম সম্প্রদায় নহে ; ইহা মধ্যম সম্প্রদায়।"

ভারতী-সম্প্রদায়—কেশব-ভারতীর শিষ্য বলিয়া প্রভু ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেন। **ইহো হয়েন মধ্যম**—ভারতী-সম্প্রদায়টী মধ্যম সম্প্রদায়। কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্যের কয়েকজন শিষ্যের কোনও অপরাধবশতঃ তিনি তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের দণ্ড একেবারেই কাড়িয়া লন, আর কয়েকজনের অর্দ্ধেক দণ্ড কাড়িয়া লন। যাঁহাদের দণ্ড সম্পূর্ণ কাড়িয়া লন, তাঁহারা হীন-সম্প্রদায় ; যেমন গিরি-প্রভৃতি সম্প্রদায়। আর যাঁহাদের অর্দ্ধদণ্ড থাকে, তাঁহারা মধ্যম সম্প্রদায় ; ভারতী-সম্প্রদায়, এই মধ্যম সম্প্রদায়ের মধ্যে। তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোনও অপরাধ না থাকায়, তাঁহাদের দণ্ড বজায় থাকে, তাঁহারা উত্তম সম্প্রদায়।

৭২। **ইঁহার**—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। **নাহি বাহ্যাপেক্ষা**—বাহিরের বিষয়ের জন্য কোনও অপেক্ষা নাই। সাধন-সম্বন্ধে উত্তম-সম্প্রদায় ও মধ্যম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নাই ; তবে লোকের নিকটে মধ্যম-সম্প্রদায় অপেক্ষা উত্তম-সম্প্রদায়ের গৌরব—সম্মান বেশী। কিন্তু এই সম্মান বা গৌরব কেবল সামাজিক ব্যাপার—সুতরাং নিতান্তই বাহিরের বিষয় : মান-সম্মানাদি বাহিরের বিষয়ের নিমিত্ত প্রভুর কোনও অনুসন্ধান নাই বলিয়া অধিকতর সম্মানের জন্য উত্তম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করা ইনি বিশেষ দরকারী বলিয়া মনে করেন নাই।

৭৩। **প্রৌঢ় যৌবন**—পূর্ণ যৌবন, যাহাতে সর্ব্বদাই চিত্তচাঞ্চল্যের সম্ভাবনা আছে।

৭৪। **নিরন্তর ইঁহারে ইত্যাদি**—আমি ইহাকে সর্ব্বদা বেদান্ত পাঠ করিয়া শুনাইব ; (তাহা হইলেই

কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥ ৭৫

শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহার মন সর্ব্বদা সৎপথে—সচ্চিন্তায়—থাকিবে, ইহাই সার্ব্বভৌমের উক্তির ধ্বনি)। **বৈরাগ্য**—দেহ-দৈহিক-বস্তুতে আসক্তিশূন্যতা; ত্যাগ। **অদ্বৈতমার্গ**—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত সাধক-পন্থা। অদ্বৈতবাদের সাধনে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ মনে করা হয়। অদ্বৈতবাদীরা বলেন—ব্রহ্মব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই; রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ ভ্রমবশতঃই এই জগৎ-প্রপঞ্চে আমরা নানাবিধ বস্তু দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি; বাস্তবিক এই সমস্ত বস্তুর কোনও পরমার্থ-সত্তা নাই; ব্রহ্মই তত্তদ্ বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। জীব এবং ব্রহ্মেও ভেদ নাই। ইহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ—ব্রহ্মের কোনও আকার নাই, শক্তি নাই, গুণ নাই; ব্রহ্ম কেবল বৈচিত্রীহীন আনন্দ-সত্তামাত্র। এই ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়াই অদ্বৈতবাদীদের সাধনের লক্ষ্য।

বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গ—বৈরাগ্যপ্রধান অদ্বৈতমার্গ; অদ্বৈতমার্গে ভোগ-সুখাদি-ত্যাগের প্রাধান্য আছে; যাঁহারা অদ্বৈতমার্গ অবলম্বন করেন সাম্প্রদায়িক-শাসনাদির ভয়ে এবং ভোগ-সুখত্যাগী সন্ন্যাসী-সাধকদিগের সঙ্গ-মাহাত্ম্যে তাঁহারাও বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়েন, এজন্যই সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—আমি ইহাকে (প্রভুকে) বৈরাগ্য-প্রধান অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব। **অথবা**—বৈরাগ্যে ও অদ্বৈতমার্গে। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—আমি এই যুবক-সন্ন্যাসীকে বৈরাগ্যে প্রবেশ করাইব—বৈরাগ্য বা ভোগসুখত্যাগ শিক্ষা দিব এবং অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব—যাহাতে জীব-ব্রহ্মে অভেদ মননে অভ্যস্ত হয়, তাহাই আমি করিব।

৭৪-৭৫ পয়ারোক্তি সম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপই। "সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যঃ—তস্মৈবং ভণ্যতে তত্রতত্র-সাম্প্রদায়িকভিক্ষোঃ পুনর্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্ত-শ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ।" (ষষ্ঠাঙ্ক)

অল্পবয়সে প্রভু কিরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌমের চিত্ত যে একটু বিচলিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি যে প্রভুর সন্ন্যাস ত্যাগ করাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতেও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় তাহা লিখিয়াছেন। "অয়ং মহাবংশোদ্ভবঃ পুমান্ সুপণ্ডিতঃ স্বল্পবয়াঃ কথং চরেৎ। সন্ন্যাসধর্ম্মং তদমুং দ্বিজং পুনঃ কৃত্বাত্মবেদান্তমশিক্ষয়ামহি॥ ৩।১২।৯॥"

৭৫। **কহেন যদি**—ইনি যদি বলেন; প্রভু যদি সম্মত হয়েন।

যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রবিশেষ—কাহারও কাহারও মতে সাম্প্রদায়িক উপাধি। যে সম্প্রদায়ে যোগপট্ট গ্রহণ করা হয়, সেই সম্প্রদায়ের উপাধি ধারণ করিতে হয়। **সংস্কার করিয়ে**—সংশোধন করিয়া লই; পুনরায় উত্তম-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস লওয়াইয়া মধ্যম-সম্প্রদায় ত্যাগ করাই।

৭৬। **দোঁহে দুঃখী হৈলা**—৭৩-৭৫ পয়ারে সার্ব্বভৌম যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা যায়—তিনি মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসীমাত্র মনে করিয়াছেন; তিনি যেন মনে করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একজন মানুষ—কোনওরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়াই—সম্ভবতঃ সাময়িক উত্তেজনার বশেই—পূর্ণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; যৌবনের উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গে ইহার সন্ন্যাসোচিত বৈরাগ্য ভাসিয়াও যাইতে পারে; আর উত্তম-মধ্যম জানিতে পারেন নাই বলিয়াই হয়তো মধ্যম-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়াছেন; এখন প্রকৃত কথা বুঝাইয়া বলিলে হয়তো পুনরায় উত্তম-সম্প্রদায়েও প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের মনে এইরূপ হেয় ধারণা দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য ও মুকুন্দদত্ত উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। দুঃখে এবং ক্ষোভে গোপীনাথ-আচার্য্য আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি সার্ব্বভৌমকে কয়েকটী কথা বলিলেন।

ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৭
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর ॥ ৭৮
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে?
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৭-৭৮। এই দুই পয়ার সার্ব্বভৌমের প্রতি গোপীনাথ-আচার্য্যের উক্তি। আচার্য্যের উক্তিতে একটু রূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি যে রূঢ়প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত, প্রভুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল এবং প্রভু যে স্বয়ংভগবান্, তাহাও তিনি জানিতেন। এরূপ অবস্থায় প্রভু সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের উক্তি শুনিয়া তিনি যে দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন, ইহাও স্বাভাবিক; তাই তাঁহার উক্তিতে একটু রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, তিনি ছিলেন সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি এবং সার্ব্বভৌম ছিলেন তাঁহার শ্যালক। তাঁহাদের সম্বন্ধটীও এমন কিছু নয়, যাহাতে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তায় বা বাদানুবাদে বিশেষ গৌরব-বুদ্ধি বা বাক্‌সংযম অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা বা তত্ত্ব কিছুই জান না; তাই তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল কথা বলিতে পারিতেছ। ইনি স্বয়ংভগবান্, ভগবৎ লক্ষণের চরম বিকাশ ইঁহাতে; তবে এসব কথা অজ্ঞলোক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে না—এসব একমাত্র বিজ্ঞলোকদেরই অনুভবযোগ্য।"

মহিমা—মাহাত্ম্য; তত্ত্ব। **ভগবত্তা-লক্ষণ**—ভগবত্তার লক্ষণ; ভগবানের যে সকল লক্ষণ থাকে, সে সকল লক্ষণ। স্বয়ং-ভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ তিনটী:—(১) স্বয়ংভগবানের বিগ্রহে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি (১।৪।৯-১১), (২) প্রেমদাতৃত্ব (১।৩।২০) এবং (৩) মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ (২।২১।৯২)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে এই তিনটী লক্ষণই বর্ত্তমান। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বীয় বিগ্রহেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামসীতা-লক্ষ্মণ, শ্রীবলদেব, শ্রীমহেশ, শ্রীবরাহ, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীভগবতী প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপের অবস্থিতি তাঁহার নবদ্বীপ-পরিকরগণের নয়নের গোচরীভূত করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপে তিনি বহু লোককে প্রেমদান করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসের পরেও অসংখ্য লোককে প্রেম দিয়াছেন, ঝারিখণ্ডের পথে পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষ-লতাদিগকে প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। আর তাঁর মাধুর্য্যের বিকাশ দেখিয়া গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দ আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (২।৮।২৩৩-৩৪) এবং রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন (২।১৩।১ শ্লোকের টীকা)। **ইঁহাতেই সীমা**—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই (ভগবল্লক্ষণের) চরম বিকাশ। **তাহাতে**—সেই নিমিত্ত; ইঁহাতে ভগবল্লক্ষণের চরম বিকাশ বলিয়া। **বিখ্যাত** ইত্যাদি—ইনি পরমেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। **পরমেশ্বর**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বা স্বয়ংভগবান্ (টী. প. দ্র.)। **অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে**—অবশ্য যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ—মূর্খ, তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিছুই নহেন—একজন যুবক-সন্ন্যাসীমাত্র। কিন্তু তিনি **বিজ্ঞের গোচর**—ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, সাধনাদিদ্বারা যাঁহারা ভগবদনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইঁহার মহিমা বা তত্ত্ব অবগত আছেন। এস্থলে আচার্য্যের কথার ধ্বনি এই যে—"সার্বভৌম! নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ বটে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ, মূর্খ। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে এই সন্ন্যাসীর কথা জানিয়া লও।"

৭৭-৭৮ পয়ারোক্তিসম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপই। "গোপীনাথাচার্য্যঃ—(সাসূয়মিব) ভট্টাচার্য্য, ন জায়তেঽস্য মহিমা ভবদ্ভিঃ। ময়াতু যস্তদ্দৃষ্টমস্তি তেনানুমিতময়মীশ্বর এবেতি।" (ষষ্ঠাঙ্ক)

৭৯। গোপীনাথ-আচার্য্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমের ছাত্রগণ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে**—কোন্ প্রমাণে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয়? কি কি লক্ষণ দেখিলে কাহাকেও ঈশ্বর বলা যাইতে পারে?

শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে॥ ৮০
(অনুমান-প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি জানে॥) ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে গোপীনাথ-আচার্য্য বলিলেন—**বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে**—ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবৎ-কৃপায় সাধনাদ্বারা স্বয়ং অনুভব করিয়া যাহা বলেন, ঈশ্বরের লক্ষণসম্বন্ধে তাহাই প্রমাণ। কারণ, তাঁহাদের অনুভবে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্‌সা, করণাপাটব এই চারিটী দোষ থাকিতে পারে না। "বিজ্ঞমত"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বিদ্বদনুভব"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—বিদ্বান্ (বা বিজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞ) দিগের অনুভব। (টী. প. দ্র.)

৮০। **সাধি অনুমানে**—সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ বলিলেন—ঘট দেখিয়া যেমন অনুমান করা যায় যে, ইহার একজন কর্ত্তা (কুম্ভকার) আছে; সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়াও মনে হয়, ইহার একজন কর্ত্তা আছেন; সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর। এইরূপে অনুমানদ্বারাই ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধিত হয়।

আচার্য্য কহে ইত্যাদি—সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—অনুমানদ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধিত হইতে পারে না। জগতের কর্ত্তারূপে ঈশ্বর যে একজন আছেন, তাহাই বরং অনুমানদ্বারা অবধারিত হইতে পারে; কিন্তু অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানা যায় না।

বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রও অবধারিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই—আমরা ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি; কারণ, আগুন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ধূমও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উভয়ের সম্বন্ধও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আগুন, ধূম এবং তাহাদের সম্বন্ধ আমাদের জানা আছে বলিয়াই ধূম দেখিলে আগুনের অস্তিত্ব আমাদের দ্বারা অনুমিত হইতে পারে। আগুনের সহিত ধূমের সম্বন্ধ আমাদের জানা না থাকিলে ধূম দেখিয়া আমরা আগুনের অস্তিত্বের অনুমান করিতে পারিতাম না। জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইহা স্বীকার করা যায়; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়, ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়। যে বস্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়, তাহার সহিত অন্য কোনও বস্তুর সম্বন্ধও প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না। তাই, জগতের সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা যখন প্রত্যক্ষ জানিবার সম্ভাবনা নাই, তখন প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তত্ত্বও জানিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। জগৎকে আমরা দেখি, জগতের একজন কর্ত্তা আছেন—তাহাও না হয় অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই কর্ত্তা যে ঈশ্বরই, অপর কেহ নহেন—এরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও একথাই বলিয়াছেন—এই জগৎ-রূপ কার্য্যের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা কেবল শ্রুতিপ্রমাণেই জানা যায়, অনুমানে তাহা জানা যায় না; অনুমানে কেন জানা যায় না, তাহার হেতুরূপে আচার্য্যপাদ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বেন সম্বন্ধাগ্রহণাৎ। স্বভাবতো বহির্বিষয়-বিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি, ন ব্রহ্ম-বিষয়াণি। সতি হি ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যমিতি গৃহ্যেত। কার্য্যমাত্রং হি গৃহ্যমাণং, কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কিমন্যেন কেনচিৎ বা সম্বদ্ধং ইতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্। তস্মাজ্জন্মাদিসূত্রং ন অনুমানোপন্যাসার্থং কিং তর্হি? বেদান্তবাক্যপ্রদর্শনার্থম্।"

৮১। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারটী নাই। বস্তুতঃ ইহার মর্ম্ম—৮০ এবং ৮২ পয়ারের মর্ম্মের অনুরূপই।

কৃপাবিনে—ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত। ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত কেহই ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥—ভগবান্ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি (স্বরূপশক্তি) দ্বারাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তিব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা হরিকে দেখিতে পায়?—লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃত (৪২২) ধৃত শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মবচন।"

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত যাহারে।
সে-ই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮২

তথাহি (ভা. ১০।১৪।২৯)—
তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নন্বেবং জ্ঞানৈকসাধ্যে মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদ্ঘোষিতা অত আহ তথাপীতি। যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং তথাপি হে দেব তব পদাম্বুজদ্বয়স্য মধ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীত এব ভগবত্তব মহিম্ন স্তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্ তে মহিম্ন স্তত্ত্বমিতি বা। একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্ অতদংশাপবাদেন বিচারয়ন্নপীত্যর্থঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮২। যাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়, তিনিই ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারেন।

কৃপালেশ—কৃপার লেশ, কৃপাকণা।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১-৮২ পয়ারোক্তিসম্বন্ধে কর্ণপূরের নাটকোক্তিও এইরূপই। "শিষ্যাঃ—কেন প্রমাণেন ঈশ্বরোঽয়মিতি জ্ঞাতং ভবতা? গোপীনাথঃ—ভগবদনুগ্রহজন্যজ্ঞানবিশেষেণ হ্যলৌকিকেন প্রমাণেন। ভগবত্তত্ত্বং লৌকিকেন প্রমাণেন প্রমাতুং ন শক্যতে; অলৌকিকত্বাৎ। শিষ্যাঃ—নায়ং শাস্ত্রার্থঃ। অনুমানেন ন কথমীশ্বরঃ সাধ্যতে? গোপীনাথঃ—ঈশ্বরত্বেন সাধ্যতাং নাম। ন খলু তত্তত্ত্বং সাধয়িতুং শক্যতে। তত্তু তদনুগ্রহজন্যজ্ঞানেনৈব, তস্য প্রমাকরণত্বাৎ। শিষ্যাঃ—কঃ দৃষ্টং তস্য প্রমাকরণত্বম্। গোপীনাথঃ—পুরাণবাক্য এব। শিষ্যাঃ—পঠ্যতাম্। গোপীনাথঃ—তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ইতি শাস্ত্রাদিবর্ত্মসু। শিষ্যাঃ—তর্হি শাস্ত্রৈঃ কিং তদনুগ্রহো ন ভবতি? গোপীনাথঃ—অথ কিম্, কথমন্যথা বিচিন্বন্নিত্যুক্তম্?" (ষষ্ঠাঙ্ক)

শ্লো ২। অন্বয়। তথাপি (যদিও তোমার মাহাত্ম্য পরিস্ফুটই—তথাপি) দেব (হে দেব)! ভগবন্ (হে ভগবন্) তে (তোমার) পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (চরণকমলদ্বয়ের অনুগ্রহবিন্দুদ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তি) এব হি (ই) তে (তোমার) মহিম্নঃ (মাহাত্ম্যের) তত্ত্বং (তত্ত্ব—স্বরূপ) জানাতি (অনুভব করিতে পারে) হি (ইহা নিশ্চয়)। অন্যঃ (অনুগ্রহহীন ব্যক্তি) একঃ অপি (একাকী—নিঃসঙ্গ-ভাবে সাধনাদিতে রত থাকিয়াও) চিরং (বহুকাল যাবৎ) বিচিন্বন্ (অনুসন্ধান বা বিচার করিয়া) ন চ (জানিতে পারে না)।

অনুবাদ। (যদিও তোমার মহিমা পরিস্ফুটই রহিয়াছে) তথাপি, হে দেব! হে ভগবন্! তোমার পাদপদ্মের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহে অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব বা স্বরূপ কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন—ইহা নিশ্চয়। অন্যথা— (অনুগ্রহলেশহীন) অন্য কোনও ব্যক্তি নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান পূর্ব্বক (সাধনাদিতে বা শাস্ত্রাভ্যাসাদিতে রত থাকিয়া) বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান বা বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। ২

গোবৎস-হরণের পরে লজ্জিত হইয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করিয়াছিলেন, এই শ্লোকটী সেই স্তবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সমস্তেরই ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ; সুতরাং তাঁহার মহিমা পরিস্ফুটই ; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সকলে যে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না—একমাত্র তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিই যে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে—তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৩
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৪
তোমার নাহিক দোষ—শাস্ত্রে এই কহে—।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তথাপি—যদিও তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং তজ্জন্য যদিও তোমার মহিমা পরিস্ফুটই, তথাপি কিন্তু সকলে তোমাকে অনুভব করিতে পারে না ; কে কে অনুভব করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। **হে দেব**—দিব্‌-ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন ; দিবা-ধাতু প্রকাশে বা ক্রীড়ায়। প্রকাশ-অর্থে দেব-শব্দের অর্থ—যিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান্ এবং যিনি সর্ব্বপ্রকাশ। আর ক্রীড়া-অর্থে দেব-শব্দের অর্থ—ক্রীড়াপরায়ণ, যিনি সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন ; শ্রীবৃন্দাবনবিহারী। সুতরাং হে দেব—হে সর্ব্বপ্রকাশ ! হে সর্ব্বত্রপ্রকাশমন্ ; হে বৃন্দাবনবিহারিন্। **হে ভগবন্**—হে নিজকারুণ্যাদিগুণ-প্রকটনপর ! যিনি সর্ব্বদা নিজের কারুণ্যাদিগুণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকটিত করিতেছেন। **পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতং**—অম্বুজ (পদ্ম) তুল্য পদ পদাম্বুজ. চরণকমল ; পদাম্বুজদ্বয়—দুইটি চরণকমল ; তদ্দ্বারা অনুগৃহীত জন ; যিনি ভগবানের চরণকমলের অনুগ্রহবিন্দুদ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছেন—যিনি শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনিই এবহি—নিশ্চিতই, (অর্থাৎ ভগবদনুগৃহীত ব্যক্তিব্যতীত অপর কেহই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না)। **মহিম্নঃ তত্ত্বং**—তোমার (ভগবানের—শ্রীকৃষ্ণের) মহিমার তত্ত্ব বা স্বরূপ **জানাতি**—জানিতে পারে, অনুভব করিতে পারে ; চক্ষুদ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন করা, কর্ণদ্বারা কণ্ঠস্বরাদি শুনা, নাসিকাদ্বারা তাঁহার অঙ্গ-গন্ধাদির স্বাদ গ্রহণ করা, জিহ্বাদ্বারা তাঁহার অধরামৃতের আস্বাদ, ত্বক্‌দ্বারা চরণাদি স্পর্শ করা, হৃদয়ে তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির-মাধুর্য্যাদি উপলব্ধি করা, ইত্যাদিই ভগবানের স্বরূপ-অনুভবের অঙ্গ। শ্রীভগবানের কৃপাব্যতীত ইহার একটীও সম্ভব নহে। **অন্যঃ**—অপরব্যক্তি ; যিনি ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই এরূপ কোনও ব্যক্তি। **একঃ অপি**—একাকী থাকিয়াও। একাকী নির্জ্জনে—নিঃসঙ্গ—থাকিয়া যোগাভ্যাসাদি বা শাস্ত্রালোচনাদিদ্বারা **চিরং** বহুকাল ধরিয়া **বিচিন্বন্**—অনুসন্ধান করিয়া বা বিচার করিয়াও **ন চ**—তোমার মহিমা জানিতে পারে না, তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। ৮২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, তাঁহার রূপ-গুণাদির উপলব্ধি হইতে পারে না, শ্রুতিও তাহা বলেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্—বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা, মেধাদ্বারা বা শ্রুতিশাস্ত্র-শ্রবণবাহুল্যদ্বারাও এই পরমাত্মারূপী ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। যাঁহাকে ভগবান্ কৃপা করেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহাকে ভগবান্ আত্ম (স্বীয়) তনুপর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন ॥ মুণ্ডক। ৩।২।৩।"

৮৩। **জগদ্‌গুরু**—শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া জগতের শিক্ষাগুরু ; ইহা সার্ব্বভৌমকে বলা হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ অনুমান-প্রমাণের কথা বলায় সার্ব্বভৌম যখন কিছুই বলিলেন না, তখন গোপীনাথ আচার্য্য মনে করিলেন, শিষ্যদের কথায় সার্ব্বভৌমেরও সম্মতি আছে ; এজন্য আচার্য্য এখন সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "যদ্যপি" ইত্যাদি। **শাস্ত্রজ্ঞানবান্**—শাস্ত্রজ্ঞান আছে যাঁহার।

৮৪-৮৫। গোপীনাথ-আচার্য্য সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন—"শাস্ত্রে তোমার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপামাত্রও নাই ; তাই তুমি ঈশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতেছ না। পাণ্ডিত্যদ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝা যায় না—ইহা তো শাস্ত্রেরই কথা।"

তোমার নাহিক দোষ—তুমি যে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পার না, ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই ; **পাণ্ডিত্যাদ্যে**—কেবল পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা, ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শশূন্য পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা (ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না ; পূর্ব্বোক্ত "তথাপি তে দেব" শ্লোকই ইহার প্রমাণ)।

সার্ব্বভৌম কহে—আচার্য্য ! কহ সাবধানে
তোমাতে তাঁহার কৃপা—ইথে কি প্রমাণে ? ৮৬ ॥

আচার্য্য কহে—বস্তুবিষয়ে হয় 'বস্তু'-জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৬। গোপীনাথাচার্য্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আচার্য্য ! তুমি যেন একটু অসাবধান হইয়া পড়িয়াছ ; তুমি তর্কের রীতি হারাইয়া ফেলিয়াছ—শাস্ত্র লইয়া বিচার হইতেছে—ঈশ্বর-তত্ত্বসম্বন্ধে ; শাস্ত্র ছাড়িয়া তুমি দেখিতেছি ব্যক্তিগত আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছ (৮৪-৮৫ পয়ারোক্তিই সার্ব্বভৌমের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ। ইহাই আচার্য্যের অসাবধানতার লক্ষণ)। যাহা হউক, একটু সাবধান হইয়া আমার একটী কথার উত্তর দাও দেখি ; যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা ছাড়িয়া অন্য কথায় যাইও না। (গেলে আর সাবধানতা থাকিবে না)। আচ্ছা গোপীনাথ, তুমি বলিতেছ—একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুভব হইতে পারে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না ; আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা নাই ; এজন্য আমরা ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি না ; তোমার প্রতি তাঁহার কৃপা আছে, তাই তুমি ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছ ; কিন্তু **তোমাতে তাঁহার কৃপা ইত্যাদি**—তোমাতে যে তাঁহার কৃপা আছে, তাহা কিরূপে জানিব ? তাহার প্রমাণ কি ?"

৮৭। অন্বয়। আচার্য্য বলিলেন, "বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞানই বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় ; [বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই] কৃপাতে (অর্থাৎ কৃপাবিষয়ে) প্রমাণ।

বস্তুবিষয়ে—কোনও বস্তুর সম্বন্ধে ; যেমন রজ্জুর সম্বন্ধে। **বস্তুজ্ঞান**—বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান ; কোনও বস্তুকে দেখিতে পাইলে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া চিনিতে পারা ; যেমন রজ্জু দেখিলে তাহাকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারা।

বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে, কোনও বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান একমাত্র বস্তুতন্ত্র, অর্থাৎ যাহা বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ, তাহাই সেই বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ জ্ঞান—বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ যাহা, তাহারই অধীন, একমাত্র তাহারই অপেক্ষা রাখে, কাহারও বুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন তু বস্তু 'এবং নৈবং—'অস্তি নাস্তীতি' বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন তু বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্। কিং তর্হি ? বস্তুতন্ত্রমেব তৎ নহি স্থাণৌ একস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বা ইতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বা অন্যো বা ইতি মিথ্যাজ্ঞানং স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং বস্তুতন্ত্রাৎ। এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ।১।১।২ সূত্রের ভাষ্য ॥"—বস্তু কখনও "এইরূপ—এইরূপ নহে," "আছে—নাই" এইভাবে বিকল্পের বিষয় হইতে পারে না ; বিকল্প করিতে হইলেই বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু কোনও বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান কাহারও কল্পনার অপেক্ষা রাখে না, বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহারই অপেক্ষা রাখে। একটী স্থাণু (শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড) দেখিলে "ইহা স্থাণুও হইতে পারে, একটী লোকও হইতে পারে, অন্য কিছুও হইতে পারে"—যদি এইরূপ কাহারও জ্ঞান হয়, তবে সেই জ্ঞান স্থাণুর স্বরূপের জ্ঞান হইতে পারে না। সেই স্থাণুকে যদি কোনও লোক বলিয়া বুঝা যায়, কিম্বা (স্থাণুব্যতীত) অন্য কিছু বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে এই বুঝাকে মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়, ইহা স্থাণুর স্বরূপজ্ঞান নহে। আর যদি স্থাণু বলিয়াই কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে এই বুঝাই হইবে স্থাণুসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান। কারণ, এইরূপ জ্ঞান বস্তুতন্ত্র—বস্তুর যাহা যথার্থস্বরূপ, তাহাই এইরূপ জ্ঞানের অবলম্বন, এইরূপ জ্ঞান কেবল বস্তুর যথার্থস্বরূপের উপরই প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি-আদির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এইরূপে, অন্যান্য ভূতবস্তুকে (সিদ্ধবস্তুকে) অধিষ্ঠান করিয়া যত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত জ্ঞানের প্রামাণ্য—তত্তৎ সিদ্ধবস্তুর যথার্থস্বরূপের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু (ঈশ্বরবস্তু) সম্বন্ধীয় জ্ঞানও বস্তুতন্ত্র ; কারণ, এই জ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহা নিত্যসিদ্ধবস্তু ; ইহা কোনও কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন নহে। যেখানে কর্ম্ম, সেখানে কর্ম্মকর্ত্তার বুদ্ধির অপেক্ষা আছে তাহা বুদ্ধিতন্ত্র ; যেমন বেদবিহিত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম কেহ ইচ্ছা করিলে করিতেও পারে, না করিতেও পারে, অথবা বিহিত পন্থার বিপরীত-

ইহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৮৮

তবু ত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বর-মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাবেও করিতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম করণের, বা অকরণের, বা অবিহিত পন্থায় করণের ফল কর্ত্তার দ্বারা উৎপাদ্য, ইহা নিত্যসিদ্ধ নয়। ইহা কর্ত্তার বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে বলিয়া ফলও বুদ্ধির অনুরূপই হয়, করণে ফল পাওয়া যাইতে পারে, অকরণে ফল পাওয়া যাইবে না; অবিহিত উপায়ে করণে বিপরীত ফলও জন্মিতে পারে। কিন্তু যাহা নিত্যসিদ্ধ (যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব), তাহা কাহারও বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব যাহা, কেহ যদি স্বীয় বুদ্ধিতে তাহাকে অন্যরূপ বলিয়া মনে করে, তাহাতে যথার্থতত্ত্বের ব্যত্যয় হইবে না (বেদবিহিত কর্ম্মের অকরণে যেমন ফলের ব্যত্যয় হয়, তদ্রূপ হইবে না,(স্বরূপ যাহা তাহা অবিকৃতই থাকিবে। কেহ যদি আমগাছকে কাঁঠাল গাছ বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে আমগাছটী বাস্তবিকই কাঁঠাল গাছ হইয়া যাইবে না, আমগাছই থাকিবে। ইহাই স্বরূপজ্ঞানের বস্তুতন্ত্রতা।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞান—বস্তুর তত্ত্ব বা স্বরূপের যথার্থজ্ঞান। **কৃপাতে প্রমাণ**—ঈশ্বরের কৃপা সম্বন্ধে প্রমাণ; ঈশ্বরের কৃপা যে হইয়াছে, তাহার প্রমাণ।

শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্য নিজের প্রতি ভগবানের কৃপার প্রমাণ এই ভাবে দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের কৃপাব্যতীত কেহই যে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখিলেও যে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারে না,—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কথা। অন্য কোনও উপায়েই ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং যদি কাহারও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখিলে যদি কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে। গোপীনাথ আচার্য্য বলিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপতঃ যে বস্তু, সেই বস্তুর জ্ঞান আমার জন্মিয়াছে—সেই বস্তু বলিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি। তাঁহার দর্শনমাত্রই আমি চিনিতে পারিয়াছি যে—তিনি ঈশ্বর, তিনি স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং আমার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।" কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—"গোপীনাথ আচার্য্য, তুমি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বরের কোন্ কোন্ লক্ষণ তুমি তাঁহাতে দেখিয়াছ?" পরবর্ত্তী পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৮৮-৮৯। আচার্য্য আরও বলিতেছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরীরে মহাপ্রেমাবেশাদি ঈশ্বর-লক্ষণ তুমি নিজেই দেখিয়াছ; কিন্তু তথাপি তুমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পার নাই; তুমি ঈশ্বরের মায়ায় আচ্ছন্ন আছ বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে।"

ইহার—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। **ঈশ্বর-লক্ষণ**—ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক লক্ষণ। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলত্বাদি—নিজের হাতের পরিমাণে চারিহাত দৈর্ঘ্য, আকর্ণবিস্তৃত লোচন, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপাদিই ঈশ্বরত্বের শারীরিক লক্ষণ (১।৩।৩৩-৩৫)। ভগবত্তার অন্যান্য লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৬।১১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। গোপীনাথ-আচার্য্যের এই প্রথম পয়ারার্দ্ধের উক্তির মর্ম্ম এই যে, ইহার শরীরে যে ঈশ্বরের লক্ষণ বিদ্যমান, তাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও দেখিতে পাইতেছেন। দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যঞ্জনা এই যে—"সার্ব্বভৌম, প্রভুর দেহে মহাপ্রেমাবেশের বিকার তুমি নিজেই দেখিয়াছ এবং তুমি নিজেই জান, এরূপ বিকার মানুষের দেহে সম্ভব নয় (২।৬।১১-১২)।" **মহাপ্রেমাবেশ**—প্রেমের মহা আবেশ; যাহা মনুষ্যে সম্ভবে না, একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। (নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদেও মহাপ্রেমাবেশ সম্ভব বটে; কিন্তু তত্ত্বতঃ নিত্যসিদ্ধপার্ষদ ও ঈশ্বর একই বস্তু; ঈশ্বরই অথবা তাঁহার শক্তিই লীলানুরোধে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন)। অথবা **মহাপ্রেমাবেশ**—মহাপ্রেমের (অধিরূঢ়মহাভাবের) আবেশ (২।৬।১১-১২)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজেই মহাপ্রভুর দেহে অধিরূঢ়-মহাভাবজাত

দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখজন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন—॥ ৯০
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯১
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাঞি ॥ ৯২
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের বিকার দেখিয়াছেন (২।৬।১১-১২)। এই প্রেমবিকার ব্রজগোপীব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে সম্ভব নয়, যেহেতু ব্রজগোপীব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই অধিরূঢ়-মহাভাব নাই। মহাপ্রভুর দেহে যখন ঐরূপ বিকার দৃষ্ট হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি অধিরূঢ়-মহাভাবকে অর্থাৎ গোপীভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজগোপীগণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপা গোপীদিগের ভাব অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—ইহাই শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের উক্তির মর্ম্ম। **তুমি পাঞাছ** ইত্যাদি—তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ,—শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ইনি যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন। **তবুত** ইত্যাদি—যখন এইরূপ মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াও ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তোমার জ্ঞান হইল না, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে—মায়াদ্বারা তোমার জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া আছে; তোমার চিত্ত মায়ামুগ্ধ।

৯০। যাহারা মায়ামুগ্ধ বহির্ম্মুখ লোক, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখিলেও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারে না।

বহির্ম্মুখ—ঈশ্বর-বিমুখ। **দেখিলে না দেখে**—সাক্ষাতে দেখিলেও চিনিতে পারে না।

গোপীনাথ-আচার্য্য যে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; রুষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই তিনি সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে ঈশ্বরের কৃপালেশহীন, মায়ামুগ্ধ, বহির্ম্মুখ প্রভৃতি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। তর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে যাইয়া আবার "অনবধানতার" পরিচয় দিয়াছেন। যদিও প্রিয়ব্যক্তিসম্বন্ধে প্রতিকূল কথা শুনিলে রুষ্ট হওয়া লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু রুষ্ট হইলে যে বিচার-তর্কে অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত আক্রমণ আসিয়া পড়ে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। তাই বোধ হয়, কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"যদি হয় রাগদ্বেষ তাহাঁ হয় আবেশ. সহজবস্তু না যায় লিখন। ২।২।৭৩॥" যাহা হউক যদি গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আরও একটু সংযতভাবে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন।

৯১। ভগিনীপতিকর্ত্তৃক যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াও কিন্তু সার্ব্বভৌম রুষ্ট হয়েন নাই; গোপীনাথাচার্য্যের রোষাবেশে তিনি বোধ হয় একটু কৌতুকই উপভোগ করিতেছিলেন; তাই তাঁহার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আচার্য্য! **ইষ্টগোষ্ঠি বিচার করি**—তত্ত্বনির্ণয়ের অনুরোধে একটু বিচার-তর্ক করিতে যাইতেছি, তুমি যেন রুষ্ট হইও না।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যে—শাস্ত্রানুসারে কয়েকটী কথা বলিব; তাহা যদি তোমার মনের মত না হয়, তাহা হইলে যেন আমার দোষ গ্রহণ করিও না।"

৯২-৯৩। সার্ব্বভৌম বলিলেন, শাস্ত্রবিচার করিলে জানা যায়, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই তাঁহার অবতার হয়; এইজন্য বিষ্ণুর একটি নামও ত্রিযুগ। সুতরাং শ্রীচৈতন্য অবতার হইতে পারেন না; তবে তিনি যে মহাভাগবত এই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। **এই কলিকালে**—বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবান্‌কে "ত্রিযুগ" বলা হইয়াছে এবং "ত্রিযুগ"-বলার হেতুও বলা হইয়াছে। "প্রত্যক্ষ-

শুনিঞা আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে—।
'শাস্ত্রজ্ঞ' করিয়া তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৪
ভাগবত ভারত দুই—শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান ? ॥ ৯৫

সেই দুই কহে—কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ? ৯৬
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তাঁর নাম ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ ইতি পঠ্যতে॥—সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর—এই তিন যুগেই ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেন; কলিতে কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ রূপ দেখা যায় না; এজন্য তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হয়।" শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে এবং কলিতে তিনি প্রচ্ছন্ন অবতার বলিয়াই যে তাঁহার প্রত্যক্ষ রূপ দৃষ্ট হয় না, তাহাও বলা হইয়াছে। "ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ৭।৯।৩৮॥ শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন হে মহাপুরুষ! এইরূপে যুগে যুগে নর (নরনারায়ণ), তির্য্যক্ (বরাহ), ঋষি (ব্যাসদেব বা নারদ), দেব (শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র), ঝষ (মৎস্য)-আদি বিবিধ অবতার প্রকটিত করিয়া লোকসমূহকে পালন কর এবং যাহারা জগতের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাক; কিন্তু কলিতে তুমি প্রচ্ছন্ন থাক; তাই তোমাকে ত্রিযুগ বলা হয়।"

মহাভাগবত ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে পরমভাগবত—পরম-ভগবদ্ভক্ত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। **বিষ্ণু অবতার** নাই—বিষ্ণুর অবতার নাই; কলিযুগে বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন না। **ত্রিযুগ**—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে অবতীর্ণ হয়েন যিনি, তাহাকে ত্রিযুগ বলে। **বিষ্ণুনাম**—বিষ্ণুর নাম ত্রিযুগ। **কলিযুগে অবতার** ইত্যাদি—কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নাই (হয় না), ইহার শাস্ত্রজ্ঞান (ইহাই শাস্ত্র হইতে জানা যায়)। অথবা, কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার—এরূপ শাস্ত্রজ্ঞান (আমার) নাহি; কলিযুগে যে বিষ্ণুর অবতার হয়, এরূপ শাস্ত্রজ্ঞান আমার নাই—কোন শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বলিয়া আমি জানি না।

৯৪-৯৫। **কর অভিমানে**—তুমি নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর; তুমি নিজেও মনে কর যে তুমি খুব শাস্ত্র জান। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত। **ভারত**—মহাভারত। **অবধান**—অভিনিবেশ; জ্ঞান। এই দুই গ্রন্থবাক্যের মর্ম্ম কি তুমি জান না ?

৯৬-৯৭। সার্ব্বভৌম! তুমি বলিতেছ, কলিতে বিষ্ণুর অবতার নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত বলিতেছেন যে—**কলিতে সাক্ষাৎ অবতার**—কলিযুগে ভগবান্ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়েন (ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত ৩।৪।৫ শ্লোক)। কলিতে যদি সাক্ষাৎ অবতারই হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর ত্রিযুগ নাম হইল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

কলিযুগে ইত্যাদি—কলিযুগে যে অবতারের নিষেধ আছে, তাহা লীলাবতার-সম্বন্ধে, অন্য অবতার-সম্বন্ধে নহে। কলিতে ভগবান্ প্রত্যক্ষদৃশ্যরূপে লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন না; অন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন। কেননা, কলিতে যে যুগাবতার হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শাস্ত্রে আছে (নিম্নের কয়টী শ্লোকে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে); যদি কলিতে সমস্ত অবতারই নিষিদ্ধ হইত, তবে এই যুগাবতার কিরূপে হইল ?

লীলাবতার—শ্রীচতুঃসনাদি পঁচিশটী অবতারকে লীলাবতার বলে; (১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ (৪) মৎস্য, (৫) যজ্ঞ, (৬) নরনারায়ণ, (৭) কপিল, (৮) দত্তাত্রেয়, (৯) হয়শীর্ষা, (১০) হংস, (১১) পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) বলরাম, (২৩) শ্রীকৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ এবং (২৫) কল্কী। পূর্ব্ববর্তী ৯২-৯৩ পয়ারের টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের "ইত্থং নৃতির্য্যগিত্যাদি" যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে

প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার—নাহিক বিচার ॥ ৯৮

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।১৩)—
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩

তত্রৈব (১১।৫।৩২)—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যে কয়টী অবতারের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই লীলাবতার এবং তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত লীলাবতারের কথাই শ্লোকের অভিপ্রেত ; এইরূপ প্রত্যক্ষ-রূপধারী অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপরূপে লীলাবতার কলিতে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়াই ঐ শ্লোকে ভগবান্‌কে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়, বুদ্ধ এবং কল্কীও তো কলির লীলাবতার ; যদি কলিতে লীলাবতার নাই থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধ এবং কল্কী কিরূপে লীলাবতার হইতে পারেন ? উত্তর—কলিতে যে লীলাবতার নাই, তাহা নহে। "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্"—অর্থাৎ কলিতে ভগবান্ (কোনও ভগবৎস্বরূপ) লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন না। বুদ্ধাদি কলির লীলাবতার কিন্তু ভগবৎ-স্বরূপ নহেন ; শাস্ত্র প্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক লঘু ভাগবতামৃত এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গোস্বামীপাদগণ দেখাইয়াছেন বুদ্ধ এবং কল্কী হইতেছেন আবেশাবতার ; তাঁহারা ভগবৎস্বরূপ নহেন, পরন্তু জীবতত্ত্ব। যে যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া ভগবান্ নিজের অভীষ্ট কার্য্য সমাপন করান, সেই যোগ্য জীবকে আবেশাবতার বলে। বুদ্ধদেব যে জীবতত্ত্ব ছিলেন পরন্তু ভগবৎস্বরূপ ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই যে অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার দেহাবশেষ ছিল, এখনও সেই দেহাবশেষ বিদ্যমান। দেহ-দেহিভেদহীনতাবশতঃ ঈশ্বরের কোনও দেহাবশেষ থাকে না।

৯৮। **প্রতিযুগে**—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের প্রত্যেক যুগেই। **যুগ-অবতার**—কোনও যুগে সেই যুগের ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত যে ভগবৎ-স্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকে যুগাবতার বলে। **তর্কনিষ্ঠ**—তর্কেই নিষ্ঠা যাহার ; তর্কপ্রবণ ; তর্ক করিতেই উদ্‌গ্রীব। **নাহিক বিচার**—বিচার নাই ; বিচার করিতে পারে না।

গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ! তুমি বলিতেছ, কলিতে কোনও অবতারই নাই। কিন্তু প্রতিযুগে—সুতরাং কলিযুগেও—যে ভগবান্ যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাতো শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ আবার কলির যুগাবতারের বর্ণের কথাও তো শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥ লঘুভাগবতামৃতধৃতবচন ॥ কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ ॥ ল. ভা. টীকাধৃতবচন ॥ দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। শ্রীভা. ১১।৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন ॥ কলিতে যদি কোনও অবতারই না হইবেন, তবে এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য কি ঋষিদের প্রলাপোক্তি ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিন্তু যুগাবতার নহেন। তিনি স্বয়ংভগবান্। নিম্নোদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-শ্লোকে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব কোনও এক কলিতেও শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি"-শ্লোকে বলা হইয়াছে বর্ত্তমান কলিতেও স্বয়ং ভগবানই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন। নিম্নোদ্ধৃত মহাভারতের প্রমাণে ভগবানের যে সকল নামের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত নামও ইঁহারই। উপপুরাণেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ১।৩।১৫ শ্লোক ॥ তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয় বলিয়াই নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রবিচার করিতে পারিতেছ না।"

শ্লো। ৩। **অন্বয়াদি**—আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। **অন্বয়াদি**—আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে চ দানধর্মে বিষ্ণুসহস্রনাম-
স্তোত্রে (৮০।৬৩)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
উষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ৯৯

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে ;
এ-সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০০

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০১

তথাহি (ভা. ৬।৪।৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাংবাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্বু এবং ব্রহ্ম চেদ্বিশস্য হেতুঃ তর্হি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি বদন্তো মীমাংসকাঃ কুতোঽত্র বিবদন্তে তৈশ্চান্তে স্বভাববাদিনঃ সম্বদন্তে তেচ তত্ত্ববিদ্ভির্ব্বোধিতা অপি কুতঃ পুনঃ পুনর্মুহ্যন্তি তত্রাহ ॥ যস্য মায়া বিদ্যাদ্যাঃ শক্তয়ো বিবাদস্য ক্বচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ স্থানানি ভবন্তি তস্মৈ নমঃ ॥ স্বামী ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫। অন্বয়াদি—আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৯। এত কথার—এত যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শনের। **নাহি প্রয়োজন**—দরকার নাই ; যেহেতু, এসব অনর্থক, কোনও কাজ হইবে না ; তুমি এ সমস্ত বুঝিতে পারিবে না। **উষর ভূমি**—ক্ষারভূমি ; যে ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

১০০। তাঁর কৃপা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা। **এ সব সিদ্ধান্ত**—আমি যাহা বলিতেছি।

১০১। মায়ার প্রসাদ—মায়ার খেলা। মায়ার মোহ। মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়াই যে লোক কুতর্ক করে, ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারে না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্লো ৬। অন্বয়। যৎ-শক্তয়ঃ (যাঁহার শক্তিসকল) বদতাং (সমাধানার্থ তর্ককারী) বাদিনাং (বাদি-প্রতিবাদীর) বিবাদ-সম্বাদ-ভুবঃ (বিবাদ ও সম্বাদের উৎপত্তিহেতু) বৈ ভবন্তি (হয়), এষাং (এবং তাহাদের—বাদি-প্রতিবাদীদের) আত্মমোহং চ (আত্মমোহও) মুহুঃ (বারম্বার) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকে), তস্মৈ (সেই) অনন্তগুণায় (অনন্তগুণ) ভূম্নে (অপরিচ্ছিন্ন-মহিমান্বিত ভগবান্‌কে) নমঃ (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যাঁহার মায়াদি শক্তিসকল তর্কনিষ্ঠ বাদি প্রতিবাদীর বিবাদ ও সম্বাদের উৎপত্তিহেতু হয় এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদের আত্মমোহও জন্মাইয়া থাকে, আমি সেই অনন্ত-গুণসম্পন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন মহিমান্বিত ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৬

দক্ষ প্রজাপতি শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া যে সকল শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই শ্লোকটী তাহাদের মধ্যে একটী। ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায় ; কেহ বলেন ভগবান্ নিরাকার, নির্গুণ ; আবার কেহ বলেন তিনি সাকার, সগুণ ; কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই ; আবার কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে। এ সমস্ত মতভেদ লইয়া দুই পক্ষে—বাদী ও বিবাদীর মধ্যে—অনেক সময়ই তর্ক-বিতর্কাদি হইয়া থাকে ; এইরূপ তর্ক-বিতর্কাদির হেতু হইল ভগবানের মায়াদি-শক্তি। মায়ার আবরণাত্মিকা-শক্তিতে জীবের দিব্যজ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারে না—তাই নানাবিধ মতভেদাদির সৃষ্টি হয়—যাহার ফলে নানাবিধ তর্কবিতর্ক—বাদ-বিসম্বাদের উৎপত্তি হয়। আবার, কোনও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিলেও যে কেহ কেহ ভগবত্তত্ত্বাদি বুঝিতে পারে না, কিম্বা বুঝিলেও কিছুকাল পরে তাহা ভুলিয়া যায়—ইহারও কারণ, ভগবানের মায়া-শক্তি।

তত্রৈব (১১।২২।৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র সর্ব্বেণাপি মতেন স্বমতমনুবাদয়ংস্তত্তৎপ্রশংশন্তি যুক্তমিতি। যুক্তমেব ভাষন্তে। যতো ব্রাহ্মণা বেদজ্ঞাস্তে সর্ব্বত্র যথাবদেব ভাষন্তে। নমু যদি সর্ব্বমেব যুক্তং তর্হ্যন্যমতানি পরিত্যজ্য কথং স্বস্বমতং প্রবেশয়েয়ুস্তত্রাহ মায়ামিতি। মরুমরীচিকাদীনামপি তাবদ্দেশপরিচ্ছিন্নত্বাৎ পরিমাণতারতম্যমস্ত্যেবেতি স্বীয়াষ্টাবিংশতিপক্ষস্য স্থাপনীয়-মস্ত্যেবেতি ভাবঃ। মায়াত্রাচিন্ত্যশক্তি র্ন ত্বসদ্ব্যঞ্জিকাবিদ্যা। তামুদ্গৃহ্যাবলম্ব্য। তত্র মদীয়ামিতি। তেষাং যৎকিঞ্চিত্তদালম্বনাত্তস্যাঃ পূর্ণায়া মদেকালম্বনত্বাৎ স্বস্বৈকবেত্তা যৎকিঞ্চিদ্যুক্তিস্তেষবপ্যাস্তি কিন্তু মদীয়া যুক্তিরেব সর্ব্বপ্রকাশিকেতি ভাবঃ॥ শ্রীজীব॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যৎ-শক্তয়ঃ—যাঁহার (যে ভগবানের) মায়াদি-শক্তিসমূহ **বদতাং বাদিনাং**—তর্কিত-বিষয়ের সমাধানের নিমিত্ত যাঁহারা তর্ক-বিতর্ক করেন, সেই সমস্ত বাদী-প্রতিবাদীদের **বিবাদ-সম্বাদভুবঃ**—বাদ বিসম্বাদের (তর্ক-বিতর্কের) উৎপত্তি-হেতু হয়। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, সাংখ্যমতাবলম্বী, বৈশেষিকমতাবলম্বী, মীমাংসকাদি বিভিন্ন মতবাদীদের মধ্যে মতভেদাদি লইয়া যে বাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে—ভগবানের শক্তি—মায়াই তাহার কারণ; এই ভগবচ্ছক্তি - মায়াই এসমস্ত বিভিন্ন-মতবাদীদের **আত্মমোহং**—নিজেদের মুগ্ধতা, প্রকৃত-তত্ত্ববিষয়ে অন্ধতা, **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ জন্মাইয়া থাকে। এসমস্ত মতবাদীরা নিজ নিজ মতবাদে এমনি দৃঢ় যে, অপরের যুক্তিসঙ্গত কথাও তাহারা শুনিতে, বা শুনিলেও তাহার যৌক্তিকতা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে অসমর্থ; ইহার কারণ—ভগবন্মায়ায় তাহাদের নিরপেক্ষ-বিবেচনা-শক্তি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। কোনও সময়ে কোনও কারণে—কোনও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে এবং তাঁহার কৃপাশক্তিতে নিরপেক্ষ-বিচারমূলক ভগবত্তত্ত্বাদি তাহারা বুঝিতে পারিলেও কিছুকাল পরে হয়ত তাহা আবার ভুলিয়া যায়—ইহাও মায়ারই প্রভাব; এইরূপে মায়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃই মুগ্ধ করিতেছে। প্রজাপতি দক্ষ বলিতেছেন—এইরূপ অত্যদ্ভুত-শক্তিসমূহ যাঁহার, সেই অনন্তগুণসম্পন্ন এবং **ভূম্নে**—অপরিচ্ছিন্ন-মহিমাসমন্বিত ভূমাপুরুষ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, মায়ার প্রভাবে লোক ভগবত্তত্ত্বাদি বুঝিতে পারে না।

শ্লো। ৭। অন্বয়। ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ—ঋষিগণ) যথা (যেরূপ) ভাষন্তে (বলিতেছেন) [তৎ] (তাহা) যুক্তম্ (যুক্তই) [যতঃ] (যেহেতু) সর্ব্বত্র (সর্ব্বত্রই) [অন্তর্ভূতানি সর্ব্বতত্ত্বানি] (সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত) সন্তি (আছে); মদীয়াং (আমার) মায়াং (মায়াকে) উদ্গৃহ্য (অবলম্বন করিয়া) বদতাং (বাদানুবাদ-কারীদের) কিং নু (কিই বা) দুর্ঘটম্ (দুর্ঘট)?

অনুবাদ। উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন:—(উদ্ধব! তুমি যে বলিতেছ—ঋষিগণের মধ্যে কেহ বলেন তত্ত্ব আটাশটি, কেহ বলেন ছাব্বিশটী, কেহ বলেন পঁচিশটী, কেহ বলেন ষোলটী, ইত্যাদি। এইরূপ মত-বিভিন্নতার হেতু কি? ইহার উত্তরেই বলিতেছি যে) ব্রাহ্মণগণ (ঋষিগণ) যাহা বলিতেছেন, তাহা যুক্তই; (যেহেতু) সর্ব্বত্রই সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে; (সুতরাং যিনি যে কয়টী তত্ত্বের অনুভব পাইয়াছেন, তিনি সে কয়টী তত্ত্বের কথাই বলেন, তাঁহাদের অনুভবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহাদের কাহারও কথাই মিথ্যা নহে; মিথ্যা নহে বলিয়াই তাঁহাদের সকলের কথাই যুক্ত, কিন্তু সকলের কথা যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে মতভেদ লইয়া তাঁহারা বাদ-বিসম্বাদ করেন, তাহার হেতু এই যে) আমার মায়াকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বাদ-বিসম্বাদ করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কি আছে? অর্থাৎ কিছুই নাই। (তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ, তাঁহারাই বাদ-বিসম্বাদে রত

তবে ভট্টাচার্য্য কহে—যাহ গোসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১০২
প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥ ১০৩
আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥ ১০৪
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥ ১০৫
গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১০৬
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যে নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা ॥ ১০৭
শুনি মহাপ্রভু কহে—ঐছে মত কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১০৮
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয়েন ; কারণ, ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ বলিয়া– স্বস্ব অনুভব অনুসারে যিনি যাহা বলেন, তাহা যে মিথ্যা নহে, সকলের কথাই যে যুক্ত, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না ; তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন—তাঁহার কথাই সত্য, আর সকলের কথা মিথ্যা ; মায়ামুগ্ধতাজনিত এইরূপ অজ্ঞতাই বিবাদের হেতু এবং এরূপ অজ্ঞতার আশ্রয়ে তাঁহারা না করিতে পারেন, এমন কাজ কিছু নাই)। ৭

এই শ্লোকও পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, মায়ামুগ্ধ হইয়াই লোক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, অপরের অভ্রান্ত মতকেও উপেক্ষা করিয়া থাকে।

১০২-৩। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য। **কহে**—গোপীনাথ-আচার্য্যকে বলিলেন। **গোসাঞির স্থানে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে। **গণসহিত**—তাঁহার সঙ্গীয় লোকগণের সহিত সকলকে। **প্রসাদ আনিয়া**—শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিয়া তদ্দ্বারা। **করাহ ভিক্ষা**—আহার করাও। **পশ্চাৎ**—পরে ; তাঁহার আহারের পরে।

করাইহ শিক্ষা—আমাকে শিক্ষা দিও ; গোপীনাথ-আচার্য্যের প্রতি সার্ব্বভৌম উপহাস করিয়াই একথা বলিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে "আমাকে তোমার শিক্ষা দিতে হইবে না ; এইরূপ বাক্য আমার নিকট বলাও তোমার উচিত নহে।"

১০৪। **নিন্দাস্তুতিহাস্যে**—কখনও নিন্দা, কখনও স্তুতি, কখনও বা পরিহাসাদির দ্বারা।

১০৭। **মুকুন্দ-সহিত**—মুকুন্দ দত্ত ও গোপীনাথ-আচার্য্য উভয়ে মিলিয়া। **ভট্টাচার্য্যের কথা**—সার্ব্বভৌম যে সকল কথা (৬৮-৯৩ পয়ারোক্তরূপ কথা) বলিয়াছেন, সে সকল কথা। **নিন্দা করে**—গোপীনাথ আচার্য্য ও মুকুন্দ দত্ত উভয়েই প্রভুর নিকটে সার্ব্বভৌমের নিন্দা করিলেন।

১০৮-৯। **ঐছে**—ঐরূপ ; নিন্দাত্মক বাক্য। **মত**—মৎ ; না। **মত কহ**—কহিও না।

সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ণ যৌবন, কিরূপে তাঁহার সন্ন্যাস রক্ষা হইবে ? তিনি বরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বেদান্ত শুনাইয়া বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন ; তাঁহার সম্মতি থাকিলে ভারতী সম্প্রদায় ছাড়াইয়া পুনরায় উত্তম-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইতেও পারেন। এসকল কথার উল্লেখ করিয়া মুকুন্দ ও গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের নিন্দা করিতে লাগিলেন ; তখন প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"ছি! নিন্দা করিও না : সার্ব্বভৌমের কোনও দোষই নাই। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন—সর্ব্বদা আমার মঙ্গল কামনা করেন ; তাই আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপায়-বিধান করিতে তিনি উৎকণ্ঠিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা—আমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্যজনিত করুণার উক্তি ; তাঁহার উক্তিতে দোষের কথা—নিন্দার কথাতো কিছুই নাই। তোমরা কেন তাঁহাকে নিন্দা করিতেছ ?"

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ১১০
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১১
বেদান্ত পঢ়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা—॥ ১১২
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১১৩
প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্ত্তব্য আমার—তুমি যেই কহ ॥ ১১৪
সাতদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে ॥ ১১৫
অষ্টম-দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম—।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১১৬
ভাল-মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না-বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ১১৭
প্রভু কহে—মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১১৮
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ—বুঝিতে না পারি ॥ ১১৯
ভট্টাচার্য্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আর বার ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"মত কহ"-স্থলে "মৎ কহ" এবং "মতি কহ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

১১১। **মন্দিরে**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে। **প্রভুরে আসন** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম প্রভুকে বসিবার আসন দিয়া (প্রভুকে বসাইয়া) নিজেও বসিলেন। অন্বয়—(সার্ব্বভৌম) ভট্টাচার্য্য তাঁর (প্রভুর) সঙ্গে মন্দিরে আসিলেন। প্রভুরে আসন দিয়া ইত্যাদি।

১১২। **বেদান্ত পঢ়াইতে** ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত ৭৪ পয়ারোক্তি-অনুসারে সার্ব্বভৌম বেদান্ত পড়িয়া প্রভুকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। **স্নেহভক্তি**—ইত্যাদি—প্রভুর অল্প বয়স দেখিয়া তাঁহার প্রতি সার্ব্বভৌমের স্নেহ এবং তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম দেখিয়া ভক্তি—এই দুই ভাবের বশীভূত হইয়া তিনি প্রভুকে বলিলেন—তুমি সর্ব্বদা বেদান্ত শ্রবণ করিবে, ইহাই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

১১৩। **বেদান্ত শ্রবণ**—ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করা। **সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম**—সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা।

১১৪। সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।

১১৫। সার্ব্বভৌম বেদান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন, প্রভু শুনিতে লাগিলেন; এইরূপে সাতদিন পর্য্যন্ত প্রভু পাঠ শুনিলেন; কিন্তু পাঠ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই প্রভু বলিলেন না।

১১৬-১৭। **রহ মৌন ধরি**—চুপ করিয়া থাক।

১১৮-১৯। **মূর্খ আমি**—ইহা প্রভুর দৈন্যোক্তি। **নাহি অধ্যয়ন**—আমার পড়াশুনাও (অধ্যয়নও) নাই। তোমার আজ্ঞাতে ইত্যাদি—তুমি আদেশ করিয়াছ বেদান্ত শুনিতে, তাই বসিয়া বসিয়া শুনি। **সন্ন্যাসীর—ধর্ম্ম** ইত্যাদি—তুমি বলিয়াছ, বেদান্ত শ্রবণই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম; তাই বেদান্ত শুনি। **তুমি যে করহ** ইত্যাদি—(সার্ব্বভৌম বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করিতেছেন, কিন্তু তুমি বেদান্তের যে ব্যাখ্যা কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাহা প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রভুর মনে হয় না—ইহাই প্রভুর উক্তির মর্ম্ম; কিন্তু সার্ব্বভৌম তখনও এই মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; তিনি মনে করিয়াছেন—পাণ্ডিত্যের বা বুদ্ধিচাতুর্য্যের অভাবেই প্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছেন না)।

১২০। প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—যে মনে করে যে, সে কাহারও ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতেছে না,

তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার—বুঝিতে না পারি॥ ১২১
প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ ১২২
সূত্রের অর্থ— ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ ১২৩
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥ ১২৪
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বুঝিবার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা—কোন্ স্থলে বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা জানাইয়া প্রশ্ন করা-তো তাহার কর্ত্তব্য? তুমি তাহা কর না কেন? **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে।

১২১। তুমি কিছুই জিজ্ঞাসা কর না; কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া যাও মাত্র; তোমার অভিপ্রায় কি তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না।

১২২। **সূত্রের**—ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের; বেদান্তের মূলে যাহা লিখিত আছে, তাহার। **নির্ম্মল**—পরিষ্কার। **বিকল**—অস্থির।

সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যখন বেদান্তের মূলসূত্র পড়িয়া যাও, তখন সূত্র শুনিয়াই আমি তাহার অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহই থাকে না; কিন্তু সূত্র পড়িয়া পরে তুমি যে ব্যাখ্যা কর, তাহা শুনিয়াই আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে।" সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে না বলিয়াই প্রভুর মন অস্থির হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে প্রভু সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার ত্রুটী দেখাইতেছেন।

১২৩। **সূত্রের**—বেদান্তসূত্রের; ব্রহ্মসূত্রের। **ভাষ্য**—১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলিলেন—সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলাই হইল ভাষ্যের কাজ। কিন্তু তুমি বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য বলিতেছ, তাহাতে বেদান্তসূত্রের অর্থ প্রকাশ না পাইয়া বরং প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই সার্ব্বভৌম বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। প্রভু শঙ্করভাষ্যের দোষ দেখাইতেছেন।

১২৪। **মুখ্যার্থ**—মুখ্যাবৃত্তিমূলক অর্থ; কোনও শব্দের উচ্চারণমাত্রেই যে অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে সেই শব্দের মুখ্যার্থ বলে। ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কল্পনা অর্থেতে**—কল্পনামূলক অর্থ; স্বকপোল-কল্পিত অর্থ; নিজের কল্পিত অর্থ।

প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"মুখ্যাবৃত্তিতে তুমি সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছ না; সূত্রের মুখ্য অর্থই সহজ অর্থ এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত অর্থদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তুমি মুখ্য অর্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছ।"

মুখ্য অর্থই যে সূত্রের প্রকৃত অর্থ এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ যে মুখ্যার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে।

১২৫। **উপনিষৎ**—শ্রুতি; বেদের যে অংশে পরতত্ত্বের নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাকে উপনিষৎ বলে (১।৭।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শব্দ**—বাক্য; বাণী। **উপনিষদ্ শব্দের**—উপনিষদের শব্দের; উপনিষদের বাক্যের; উপনিষদে যে সমস্ত বাক্য বা উক্তি আছে, তাহাদের।

উপনিষদের বাক্যসমূহের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই ব্যাসদেব বেদান্তের সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ যাহা, তাহাই উপনিষদ্-বাক্যের মুখ্য অর্থের অনুকূল; সুতরাং মুখ্যাবৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ না করিলে, উপনিষদের সহিত তাহার সমন্বয় সম্ভব হইবে না—সুতরাং তাহা প্রকৃত অর্থও হইবে না।

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ-কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ 'লক্ষণা'॥ ১২৬
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সে-ই সে প্রমাণ॥ ১২৭
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥ ১২৮
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে॥ ১২৯
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৬। **মুখ্যার্থ**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪ পয়ারের টীকা ও ১।৭।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গৌণার্থ** গৌণবৃত্তিমূলক অর্থ; ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অভিধাবৃত্তি**—মুখ্যবৃত্তি; ১।৭।১০৩ পয়ারের টীকায় মুখ্যার্থ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **লক্ষণা**—১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বেদান্তসূত্রের লক্ষণাবৃত্তিমূলক অর্থ করিলে যে মুখ্য এবং প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকায় তাহা দ্রষ্টব্য।

১২৭। **প্রমাণের মধ্যে** ইত্যাদি—যাহাদ্বারা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা যায়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ তিন রকম, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিবাক্য। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায়। ভোজ-বাজীতে বাজীকর মস্তকচ্ছেদনাদি কত বীভৎস কাণ্ড দেখায়; আমরাও প্রত্যক্ষ তাহা দেখিতে পাই; কিন্তু বাস্তবিক মস্তকচ্ছেদনাদি কিছুই হয় না, কেবল চক্ষুর ধাঁধা মাত্র; সুতরাং এস্থলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ব্যভিচার হইল। আবার আবৃত স্থানে সদ্যোনির্ব্বাপিত অগ্নি হইতে নির্গত ধূম দেখিয়া আমরা ঐস্থানে অগ্নি আছে বলিয়া অনুমান করি। বাস্তবিক সেইস্থানে আগুন নাই; সুতরাং এস্থলে অনুমানের ব্যভিচার হইল। কিন্তু শ্রুতিবাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকে না; কারণ, ভগবদ্বাক্য—যাহা ঋষিদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি-বাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতির বা বেদের মুখ্যার্থ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

১২৮। **জীবের অস্থি** ইত্যাদি। বেদ যাহা বলিলেন, তাহাই যে বিনা আপত্তিতে লোক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতেছেন। শঙ্খ একজাতীয় প্রাণীর অস্থিবিশেষ; আর গোময় গরুর বিষ্ঠা; প্রাণীর অস্থি ও জীবের বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইলেও শঙ্খ এবং গোময় মহা পবিত্র জিনিস বলিয়া গৃহীত হয়; কারণ, বেদ এই দুইটী জিনিসকে পবিত্র বলিয়াছেন। শঙ্খের জলে ও গোময়-স্পর্শে অপবিত্র জিনিসও পবিত্র হয়। সুতরাং বেদবাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

১২৯। ১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **স্বতঃপ্রমাণ**—যে নিজেই নিজের প্রমাণ। বেদ যাহা বলেন তাহাই সত্য; কারণ, বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ।

১৩০। **ব্যাসের সূত্রের অর্থ** ইত্যাদি—ব্যাসের সূত্রের অর্থকে সূর্য্যকিরণ এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যকে মেঘ বলার তাৎপর্য্য এই যে, মেঘ সরিয়া গেলেই যেমন সূর্য্যকিরণ দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকেও সেইরূপ দূরে সরাইয়া রাখিলেই বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। মেঘ সরিয়া না গেলে যেমন সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায় না, সেইরূপ যতক্ষণ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সাক্ষাতে থাকিবে, যতক্ষণ সেই ভাষ্যের উপর নির্ভর করা যাইবে, ততক্ষণ বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থবোধ হইবে না।

স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘ—শঙ্করাচার্য্যের নিজের কল্পিত ভাষ্যরূপ মেঘ। **করে আচ্ছাদন**—সূত্রের প্রকৃত অর্থকে আচ্ছাদিত করে।

১২৩-১৩০ পয়ারের ফলিতার্থ এই যে, সূত্রের অর্থকে প্রকাশ করাই হইল ভাষ্যের লক্ষণ; এই লক্ষণ যাহার নাই, তাহাকে ভাষ্য বলা যায় না। ১২৩-১৩০ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত

বেদপুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩১
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান? ॥ ১৩২
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অর্থকে প্রকাশ না করিয়া বরং প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে ভাষ্যের প্রকৃত লক্ষণ নাই; কাজেই এই ভাষ্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষ্য বলাই সঙ্গত হয় না—ইহাই এই কয় পয়ারের তাৎপর্য্য।

১৩১। অন্বয়—বেদ-পুরাণে যে ব্রহ্মনিরূপণ কহে,—সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু এবং ঈশ্বর-লক্ষণ হয়েন। বেদে এবং পুরাণে যে ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম বৃহদ্‌বস্তু—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির সংখ্যায় ও কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তু এবং সেই ব্রহ্মে ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ পূর্ণতমভাবে বিরাজমান।

বেদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ :—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় ॥ ২।১ ॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম। সর্ব্বোপনিষৎসার ॥ ৩ ॥ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। ৩।১ ॥

পুরাণে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ :—জন্মাদস্য যতঃ—শ্রীভা. ॥ ১।১।১ ॥ স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়-হেতুরহেতুরস্য যৎ ইত্যাদি। শ্রীভা. ১১।৩।৩৬ ॥ যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং ইত্যাদি। শ্রীভা. ৬।১৬।২২ ॥

সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি—ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থে যে বৃহদ্বস্তু বুঝায়, এবং ব্রহ্ম-শব্দে যে ঈশ্বরকেও বুঝায়, তাহা ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। **ঈশ্বর লক্ষণ**—ঈশ্বরের লক্ষণ (গুণাদি) যাঁহাতে আছে, তাঁহাকে বলে ঈশ্বর-লক্ষণ। ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ বলা হইল বৃহদ্বস্তু; কিন্তু আকাশাদিও তো বৃহদ্‌বস্তু, তবে আকাশাদিই কি ব্রহ্ম? এই আশঙ্কা দূর করার জন্য বলিতেছেন—না, আকাশাদি বৃহদ্বস্তু হইলেও ব্রহ্ম নহে; কারণ, আকাশাদি জড় বস্তু; ব্রহ্ম জড়বস্তু নহেন, ব্রহ্ম চিন্ময়; ব্রহ্মের লক্ষণ এই যে, ব্রহ্ম ঈশ্বর, তিনি নিয়ন্তা, তিনি চেতন, আকাশাদির ন্যায় জড়—অচেতন নহেন; এবং তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্; সুতরাং তিনি সবিশেষ, সাকার; তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরাকার নহেন। ব্রহ্মসূত্রের "অথাতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের শ্রীভাষ্যে এইরূপ আছে :—ব্রহ্মশব্দেন চ স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়সংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। স চ সর্ব্বেশ্বর এব অতোব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ। অর্থাৎ—ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থে, যাঁহাতে কোনও দোষই নাই এবং যিনি অশেষ-কল্যাণগুণের আকর, সেই পুরুষোত্তমকেই বুঝায়। ব্রহ্মশব্দে সর্ব্ববিষয়ে—স্বরূপে এবং গুণে—বৃহৎ-বস্তুকেই বুঝায়; তিনি সর্ব্বেশ্বর; সুতরাং সেই সর্ব্বেশ্বরই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। ঐস্থলেই আছে—"এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি—।" ইহাতে বুঝা যায়, পরব্রহ্মের চিন্ময় দেহ। আরও আছে "সবিশেষং ব্রহ্ম—," ব্রহ্ম সবিশেষ—সাকার। ব্রহ্মের যে সবিশেষ-রূপও আছে, তাহা উপনিষদ হইতেও জানা যায়। ব্রহ্মের দুই রকম স্বরূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।

১৩২। **সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ**—ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **স্বয়ংভগবান্**—১।৭।১৬০ পয়ারের টীকায় ব্রহ্মশব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। যিনি ঈশ্বর, যাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি নিশ্চয়ই সবিশেষ—সাকার; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম যে নিরাকার নহেন, তদ্বিষয়ক আলোচনা ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৩৩। প্রশ্ন হইতে পারে, কোনও কোনও শ্রুতিও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ—নিরাকার, নির্গুণ—বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল শ্রুতির আনুগত্যে শঙ্করাচার্য্যও যদি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"প্রাকৃত নিষেধি" ইত্যাদি—শ্রুতি যে-স্থলে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের শরীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই, গুণ নাই ইত্যাদি, সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে—ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত গুণ নাই,—ইত্যাদিই শ্রুতির উক্তির তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীরাদি নাই সত্য, কিন্তু অপ্রাকৃত শরীরাদি আছে। (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

নির্ব্বিশেষ—চক্ষু-কর্ণাদি, দেহাদি, কি গুণাদি—ইহাদের কোনওরূপ বিশেষত্বসূচক বস্তুই নাই যাঁহার; যাঁহার দেহ নাই, চক্ষু কর্ণাদি নাই, গুণাদি নাই, তিনি নির্ব্বিশেষ। **কহে যেই শ্রুতিগণ**—যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন। "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ কঠোপনিষৎ॥ ২।২২॥"—এই শ্রুতি ব্রহ্মকে অশরীর—দেহশূন্য—বলিয়াছেন। "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। শ্বেতাশ্বতর॥ ৩।১৯॥ এই শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই—কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দেখেন, শুনেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত "অশরীরং" ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্যে ব্রহ্মকে অশরীরী—দেহহীন বলা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলা হইয়াছে—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ কঠ। ২।২৩॥"—এই আত্মা বহু বেদাধ্যয়নদ্বারা লভ্য নহেন, মেধাদ্বারা লভ্য নহেন, বহুবেদশ্রবণদ্বারা লভ্য নহেন; এই আত্মা যাঁহাকে বরণ (কৃপা) করেন তিনিই ইঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহার নিকটেই এই আত্মা স্বীয় তনু (শরীর বা স্বরূপকে) প্রকাশ করেন।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের—আত্মার—স্বীয় "তনু" বা শরীর আছে; সুতরাং তিনি সতনু—সশরীর; অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে তাঁহাকে "অশরীর" বলা হইয়াছে। ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই (২।২২ শ্লোক অনুসারে); কিন্তু তাঁহার "অপ্রাকৃত শরীর" আছে (২।২৩ শ্লোকানুসারে)। কঠোপনিষদের উক্ত ২।২৩ শ্লোক হইতে ইহাও জানা যায় যে—ব্রহ্মের "বরণ – কৃপা" করিবার শক্তি আছে, "স্বীয় তনুকে" সাধকের সমক্ষে প্রকাশ করিবার শক্তিও আছে; সুতরাং তিনি নিঃশক্তিক—নির্ব্বিশেষ—নহেন; তবে তাঁহাতে প্রাকৃত শক্তি—মায়াগুণজাত শক্তি নাই সত্য; কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি আছে; তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা (অপ্রাকৃত) শক্তি আছে। শ্বেত। ৬।৮।" আবার অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—ব্রহ্মের চরণ নাই কিন্তু চলেন, হাত নাই কিন্তু গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই কিন্তু দেখেন, কর্ণ নাই কিন্তু শুনেন। এই প্রমাণে বলা হয়—ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি নাই; সুতরাং ব্রহ্ম নিরাকার। উক্ত "অপাণিপাদো" বচনে ব্রহ্মের যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কিন্তু ইন্দ্রিয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে থাকিতে পারে? চক্ষু না থাকিলে দেখেন কিরূপে? পদ না থাকিলে চলেন কিরূপে? সুতরাং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যখন আছে, ব্রহ্মের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ও আছে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ইন্দ্রিয়াদিই থাকে, তবে "অশরীরং শরীরেষু"—ইত্যাদি কঠোপনিষদের বচনে ব্রহ্মকে অশরীরী বলা হইল কেন, "অপাণিপাদো—" ইত্যাদি বচনে হস্তপদাদি নাই বলা হইল কেন? উত্তর:—প্রাকৃত আকার, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্মকে নিরাকার বলা হইয়াছে—অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নাই, প্রাকৃত রূপ নাই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। প্রাকৃত জীবের শরীর যেমন অস্থিমজ্জামাংসাদিদ্বারা গঠিত, ব্রহ্মের শরীর সেইরূপ নহে; ব্রহ্মের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধসত্ত্বময়—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তাঁহার অপ্রাকৃত দেহাদি আছে। যথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে, কৃষ্ণামৃতে:—যোসৌ নির্গুণ ইত্যুক্ত শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥ ২১৩॥ অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ। বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দ ঘনাকৃতিঃ॥ ২১৫॥ অর্থাৎ শাস্ত্র জগদীশ্বর-শ্রীকৃষ্ণকে যে নির্গুণ বলিয়াছেন, তাহাতে—প্রাকৃত-হেয়গুণদ্বারা হীন—ইহাই বলিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত অনন্ত-গুণবিশিষ্ট ও পূর্ণানন্দ-ঘনমূর্ত্তি।

যাহা প্রকৃতি বা মায়া হইতে জাত, তাহাকে প্রাকৃত বলে; যাহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে, প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও যাহা বিরাজিত, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না—তাহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়। ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৬৭)—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব— ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥ ১৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যা যা শ্রুতি বেদঃ নির্ব্বিশেষং নিরাকারং জল্পতি কথয়তি সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষং সাকারং এবাভিধত্তে গৃহীতবতীত্যর্থঃ। তাসাং শ্রুতীনাং বিচারযোগে সতি সবিশেষমেব প্রায়ঃ বাহুল্যেন হন্ত ইত্যাশ্চর্য্যে বলীয়ঃ বলবদ্ ভবতীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাই তিনি "নিত্যো নিত্যানাং—কঠ। ২।২।১৩॥"; সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। ছান্দোগ্য। ৬।২।১॥" সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনিই মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ছান্দোগ্য। ৬।২।৩।" সুতরাং প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে-ব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন, তাঁহার দেহ বা ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত হইতে পারে না।

প্রাকৃত নিষেধি—ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ, বা প্রাকৃত-দেহ নিষেধ করিয়া। **অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন**—ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত গুণ ও অপ্রাকৃত দেহাদি আছে, তাহা স্থাপন করেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। যা যা (যেই যেই) শ্রুতিঃ (শ্রুতি—বেদ) নির্ব্বিশেষং (নির্ব্বিশেষ—রূপগুণাদি-রহিত—নিরাকার বলিয়া) জল্পতি (নির্দ্দেশ করে), সা সা (সেই সেই) [শ্রুতিঃ] (শ্রুতি—বেদ) সবিশেষং (সবিশেষ—রূপগুণসমন্বিত—সাকার বলিয়া) এব (ই) অভিধত্তে (নির্দ্ধারণ করে) ; তাসাং (তাহাদের—সে সমস্ত শ্রুতির) বিচারযোগে সতি (বিচার করিলে দেখা যায়) হন্ত (আশ্চর্য্যের বিষয়) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) সবিশেষমেব (সবিশেষ পক্ষই) বলীয়ঃ (বলবৎ হইয়া থাকে)।

অনুবাদ। যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ (রূপ-গুণাদি-রহিত নিরাকার) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে সবিশেষ (রূপ-গুণাদিবিশিষ্ট সাকার) বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয়বিধ-শ্রুতির বিচার করিলে সবিশেষ-পক্ষই বাহুল্যে বলবান্ হয়। ৮

১৩৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩৪। এই পয়ারে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় ৩।১) শ্রুতির অর্থ করিতেছেন।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব—ইহা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" অংশের মর্ম্ম। **ব্রহ্মেতে জীবয়**—ব্রহ্মদ্বারাই এই বিশ্ব বা ভূতসকল জীবিত থাকে। ইহা "যেন জাতানি জীবন্তি"-অংশের মর্ম্ম। "অন্নেন জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল অন্নদ্বারাই জীবিত থাকে (তৈত্তি। ৩।২); "প্রাণেন জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল প্রাণদ্বারা জীবিত থাকে (তৈত্তি। ৩।৩ ।। "মনসা জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল মনোদ্বারা জীবিত থাকে (তৈত্তি। ৩।৪)। "বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি—বিজ্ঞানদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে (তৈত্তি। ৩।৫)। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে। (তৈত্তি। ৩।৬)। এইরূপে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ—এ সমস্তদ্বারাই ভূতসকল জীবিত থাকে বলিয়া এবং "অন্নং ব্রহ্ম," "মনো ব্রহ্ম," "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" এবং "আনন্দং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌বাক্যানুসারে অন্ন-প্রাণ-মনঃ প্রভৃতি প্রত্যেকেই ব্রহ্ম বলিয়া এক কথায় বলা যায় যে—ব্রহ্মদ্বারাই ভূতসকল জীবিত থাকে। **সেই ব্রহ্মে ইত্যাদি**—যে ব্রহ্ম হইতে ভূতসকল জন্মে এবং যে ব্রহ্মদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে, সেই ব্রহ্মেই সৃষ্টিধ্বংসকালে ভূতসকল সূক্ষ্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। ইহা "যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" অংশের মর্ম্ম।

অপাদান-করণাধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের 'সবিশেষ' এই তিন চিহ্ন ॥ ১৩৫
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃতশক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ ১৩৬
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৫। পূর্ব্ব পয়ারের অর্থ হইতে (অথবা যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ হইতে) বুঝা যায় যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মই অপাদান, কারণ এবং অধিকরণ কারক।

অপাদান—যস্মাদ্বস্তুনো বস্ত্বন্তরস্য চলনং ভবতি তদপাদানম্। যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর চলন হয়, তাহাকে অপাদান বলে। পিতা হইতে পুত্রের জন্ম হয়; এস্থলে পিতা হইলেন অপাদান-কারক। তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব জন্মে,—এস্থলে ব্রহ্ম হইলেন অপাদান-কারক। **করণ**—ক্রিয়ায়াং সাধ্যায়াং বহূনাং কারণানাং মধ্যে কারণান্তর-ব্যবধানাভাবে যদ্বস্তুক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণং বিবক্ষিতং তস্মিন্ করণত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। কোনও ক্রিয়া-নিষ্পত্তির নিমিত্ত বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অন্য কারণের ব্যবধানাভাবে যে কারণটি ক্রিয়া-নিষ্পত্তির কারণ হয়, তাহাকে করণ বলে। যেমন, কলমদ্বারা কাগজ লেখা হয়—এস্থলে হস্তাদিও লেখার কারণ বটে; কিন্তু কলমই অব্যবহিত কারণ হওয়ায় কলম হইল কারণ। তদ্রূপ, অন্নাদিরূপ ব্রহ্মই বিশ্ববাসী জীবগণের জীবনধারণের অব্যবহিত কারণ হওয়াতে ব্রহ্ম করণকারক হয়েন। **অধিকরণ**—আধার-রূপ-কারকম্। আধারকে অধিকরণ বলে। যেমন, কলসে জল আছে—এস্থলে কলস হইল জলের আধার; তাই কলস হইল অধিকরণ-কারক। তদ্রূপ, ব্রহ্মে সমস্ত বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ব্রহ্মেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে বলিয়া ব্রহ্ম হইল বিশ্বের আধার, তাই ব্রহ্ম হইলেন অধিকরণ কারক। **কারক তিন**—অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিনটি কারক। বিশ্বসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইলেন অপাদান কারক, করণ কারক এবং অধিকরণ কারক। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব জন্মে, ব্রহ্মদ্বারাই বিশ্ব জীবিত থাকে এবং ব্রহ্মেই বিশ্ব অবস্থান করে; ইহা হইতেই বুঝা যায়—ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির শক্তি আছে, বিশ্বকে পালন করিবার শক্তি আছে এবং বিশ্বকে আশ্রয় দেওয়ার শক্তিও আছে। এই সকল শক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়া ব্রহ্ম সবিশেষ। **ভগবানের সবিশেষ** ইত্যাদি—এই তিনটী কারকই ভগবানের সবিশেষতত্ত্বের চিহ্ন বা প্রমাণ। যাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি ভগবান্; ব্রহ্মের শক্তি আছে—শক্তির বৈচিত্রী আছে; শক্তির বৈচিত্রীই ঐশ্বর্য্য; সুতরাং ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যও আছে; তাই ব্রহ্মই ভগবান্। ব্রহ্মের ভগবত্তার এবং সবিশেষত্বের প্রমাণ এই যে, তিনি বিশ্বের সম্বন্ধে অপাদান-কারক, করণ-কারক এবং অধিকরণ কারক।

১৩৬-৭। ব্রহ্মের যে মন এবং নয়ন আছে এবং সেই মন ও নয়ন যে প্রাকৃত নহে—পরন্তু অপ্রাকৃত—তাহাই যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—এই (ছান্দোগ্য ৬।২।৩) শ্রুতিবাক্যের অনুবাদই হইল ১৩৬ পয়ার।

বহু হৈতে—অনেক রূপে প্রকাশ পাইতে, সৃষ্ট-বস্তুর অন্তর্য্যামিরূপে অনেক হইতে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ একই ছিলেন, "এক এব আসীৎ পুরা।" "অহমেবাসমেবাগ্রে—।" সৃষ্টির পরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুতে তিনি প্রবেশ করেন; ইহাদ্বারা তিনি বহু হইলেন। **যবে কৈল মন**—যখন ইচ্ছা করিলেন। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। তৈত্তিরীয় ২।৬।" ইচ্ছা মনের একটী কার্য্য; মন না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতে পারে না; সৃষ্টির পূর্ব্বেই যখন ভগবানের (বহু রূপে প্রকাশ পাইবার জন্য) ইচ্ছা হইল, তখন নিশ্চিতই বুঝা যায়, তাঁহার মন আছে। **প্রাকৃত শক্তিকে**—মায়ার প্রতি। **কৈল বিলোকন**—দৃষ্টি করিলেন। দৃষ্টিদ্বারা ভগবান্ মায়াতে সৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চারিত করেন; তখনই সেই মায়া বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইতে থাকে। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আপনাতে লীন জীবের পূর্ব্ব-সৃষ্টিকৃত প্রারব্ধের প্রতি দৃষ্টি করেন এবং মনে করেন—এক আমি প্রজার (জীবের) নিমিত্ত তদন্তর্য্যামিরূপে অনেক হইব।" "কৈল বিলোকন"-দ্বারা বুঝা যায়, ভগবানের নয়ন আছে।

ব্রহ্ম-শব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৩৮
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥ ১৩৯

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৩২)—
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন কেবলং স্তন্যদায়িন্য এব ধন্যাঃ কিন্তু শ্রীনন্দাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি ব্রজবাসিনোঽতিধন্যা ইত্যাহ—অহো ইতি। বীপ্সা পরমহর্ষেণ ভাগ্যাতিশয়াভিপ্রায়েণ বা, নন্দগোপস্য ব্রজ ওকো নিবাসো যেষাং যদ্বা, নন্দশ্চ গোপাশ্চ অন্যে চ ব্রজৌকসঃ পশুপক্ষ্যাদয়ঃ সর্ব্বে তেষাং কিং বক্তব্যং নন্দস্য ভাগ্যম্ অহো গোপানামপি সর্ব্বেষাং পরমভাগ্যমিত্যেবমত্র কৈমুতিকন্যায়োঽবতার্য্যঃ যেষাং মিত্রং বন্ধুঃ ত্বং তত্র চ পরম আনন্দো যস্মাদিতি কদাচিৎ শোকদুঃখাদিকং সুখাল্পত্বঞ্চ নিরস্তং পূর্ণমিতি প্রত্যুপকারাপেক্ষকত্বাদিকং ব্রহ্ম ব্যাপকমিতি কুত্রচিদলভ্যত্বং সনাতনং নিত্যমিতি কদাচিদপ্যপ্রাপ্যত্বম্। যদ্বা, পূর্ণং ব্রহ্ম ত্বং যেষাং মিত্রং সনাতনং নিত্যমিত্রত্বয়ৈব নিত্যং বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। ন কেবলমাপত্রাণাদিকং কিন্তু পরমানন্দপ্রদং চেত্যাহ, পরমানন্দং পরমানন্দস্বরূপং যদ্বা, আনন্দং পরং কেবলং মিত্রং ন তু ঈশ্বরাদিরূপং প্রেমবিশেষ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই কালে ইত্যাদি—যে সময়ে ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনও প্রাকৃত-সৃষ্টি হয় নাই ; সুতরাং তখনও প্রাকৃত-মন ও প্রাকৃত-নয়নের জন্ম হয় নাই। (কারণ, দৃষ্টির পরেই প্রাকৃত-সৃষ্টি হইয়াছিল), অথচ তখনও ব্রহ্মের মন ও নয়ন ছিল ; (তাহা না হইলে তিনি ইচ্ছা ও দৃষ্টি করিতে পারিতেন না) ; ইহাতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মের মন ও নয়ন প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। অর্থাৎ ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদি আছে ; সুতরাং তিনি সাকার। [প্রকৃতি বা মায়া হইতে যে সমস্ত বস্তুর জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাকৃত বা মায়িক বস্তু বলে। যাহাদের জন্ম প্রকৃতি হইতে হয় নাই, যাহারা প্রকৃতি বা মায়ার অতীত, তাহাদিগকে অপ্রাকৃত বস্তু বলে।]

১৩৮। ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ ; ব্রহ্ম অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নাই বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত আকার আছে,—এসব প্রতিপন্ন হইল ; কিন্তু সেই ব্রহ্ম কে ? তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্ম বলিতে স্বয়ংভগবান্‌কে বুঝায়। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ কে ? শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ ; বেদাদি-শাস্ত্রে এই প্রমাণই পাওয়া যায়। **শাস্ত্রের প্রমাণ**—বেদাদি-শাস্ত্রের উক্তি-অনুসারে। "কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। গোপাল-তাপনী-শ্রুতি। ১৩।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১। কৃষির্ভূবাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" ইত্যাদিই কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব এবং স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ। ১।২।১০৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩৯। পূর্ব্বপয়ারে বলা হইল, শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, বেদে স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না কেন ? ইহার উত্তর বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, ইহা বেদও বলেন ; কিন্তু বেদের মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি না ; কেননা, বেদের অর্থ অত্যন্ত গূঢ়, সহজে বুঝা যায় না ; এজন্যই ব্যাসদেব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বেদের মর্ম্ম লইয়া পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন ; বেদের কথাই পুরাণে সরল-ভাষায় লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং পুরাণের উক্তির ও বেদের উক্তির মর্ম্ম একই। এই পুরাণ-সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, এই শ্রীমদ্ভাগবত আবার বেদান্তসূত্রের স্বয়ং-ব্যাসদেব-লিখিত অকৃত্রিম ভাষ্য ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলেন, তাহা বেদ ও বেদান্তেরই উক্তিমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহা এই শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; 'এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ১।৩।২৮।" আবার শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম—স্বয়ংভগবান্,—তাহারই প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। নন্দগোপব্রজৌকসাং (নন্দগোপ-ব্রজবাসীদিগের) অহো ভাগ্যং (কি আশ্চর্য্য ভাগ্য)।

'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥ ১৪০

অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ'।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ' ॥ ১৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হাস্যাপত্তেঃ। যদ্বা, পূর্ণং ব্রহ্মাপি ত্বং যে নন্দগোপব্রজৌকস এব মিত্রাণি যস্য তথাভূতমসি নপুংসকত্বং ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ শ্রীভগবৎপ্রিয়তমানামপি শ্রীরাধাদীনাং মাহাত্ম্যং তদানীং বাল্যে তদ্রক্ষাপ্রবৃত্তেঃ কিম্বা পুত্রশব্দেন, লজ্জাতঃ পরম-গোপ্যত্বাদ্বা ব্যক্তং ন বর্ণিতম্ ॥ শ্রীসনাতন ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অহো ভাগ্যং (কি আশ্চর্য্য ভাগ্য)। যৎ (যাঁহাদের) মিত্রং (মিত্র) পরমানন্দং (পরমানন্দ) পূর্ণং (পূর্ণ) সনাতনং (নিত্য) ব্রহ্ম।

অনুবাদ। নন্দগোপ-ব্রজবাসীদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র! ৯

গো-বৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসী-দিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া এই শ্লোকটী বলিয়াছেন। **নন্দগোপ ব্রজৌকসাং**—নন্দগোপ এবং ব্রজবাসীদিগের। **নন্দগোপ**—ব্রজরাজ নন্দ ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র—ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য। **ব্রজৌকসাং**—ব্রজ হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাঁহাদের, তাঁহাদের ; ব্রজবাসীদের। ব্রজবাসীদের সৌভাগ্য এই যে—তাঁহারা সকলেই মিত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণ কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও বন্ধু, কাহারও প্রাণবল্লভ, কাহারও বাৎসল্যের পাত্র—ইত্যাদি রূপে, ব্রজবাসীদের সকলের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুজনোচিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সেই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? তিনি **পরমানন্দং**—পরমানন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দরূপ, আনন্দঘনমূর্ত্তি ; **পূর্ণং**—পূর্ণতম ; **সনাতনং**—নিত্য, শাশ্বত ; অনাদিকাল হইতে যিনি আছেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যিনি থাকিবেন, তাদৃশ **ব্রহ্ম**—শ্রুতিতে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি। শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্ম-শব্দের পরম-পরিণতি।

এই শ্লোকে নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের নিত্যবন্ধুকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহাদের নিত্যবন্ধু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পূর্ণব্রহ্ম, তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল। ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত আকারাদি আছে, তাহাও এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হইল। কারণ, যিনি ব্রজবাসীদিগের নিত্যবন্ধু, তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার নহেন।

১৪০। এক্ষণে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের সমন্বয় দেখাইতেছেন। **অপাণিপাদ-শ্রুতি**—যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে "অপাণিপাদ" বলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের পাণি (হাত) নাই, ব্রহ্মের পাদ (চরণ) নাই ইত্যাদি বলেন। **বর্জ্জে প্রাকৃত পাণিচরণ**—সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের যে প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। **পুনঃ কহে** ইত্যাদি—সেই সকল শ্রুতিই আবার বলেন, ব্রহ্ম শীঘ্র চলেন, সমস্ত গ্রহণ করেন ; শ্রুতির উক্তি এই :—জবনোগৃহীতা অর্থাৎ ব্রহ্ম চলেন এবং গ্রহণ করেন)।

১৪১। **অতএব** ইত্যাদি—কিন্তু যাঁহার চরণ নাই, তিনি কিরূপে চলিতে পারেন? যাঁহার হস্ত নাই, তিনিই বা কিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন? অথচ শ্রুতি যে বলিতেছেন, ব্রহ্ম চলেন, ব্রহ্ম গ্রহণ করেন—এ কথাও মিথ্যা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মের নিশ্চয়ই হস্ত-পদ আছে ; কিন্তু হস্তপদাদিই যদি থাকে, তবে শ্রুতি আবার তাঁহাকে অপাণিপাদ বলেন কেন? ব্রহ্মের হস্তপদ নাই—একথা বলেন কেন? এ কথাও তো মিথ্যা হইতে পারে না? না, এ কথাও মিথ্যা নহে। এ কথাদ্বারা শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই ; কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে, এই অপ্রাকৃত হস্তপদদ্বারাই তিনি চলেন এবং গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষ (সাকার)-ই বলিতেছেন।

ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ 'নিরাকার' ?॥ ১৪২
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ?॥ ১৪৩

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১০

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুখ্য ছাড়ি ইত্যাদি। মুখ্যার্থ ছাড়িয়া—ব্রহ্ম-শব্দের বৃংহতি ও বৃংহয়তি এই দুইটী অর্থের মধ্যে বৃংহয়তি-অংশ ত্যাগ করিয়া। লক্ষণাদ্বারা কল্পিত অর্থ করাতেই শঙ্করাচার্য্য সবিশেষ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ (নিরাকার) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪২। **ষড়ৈশ্বর্য্য**—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥ (১) ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিত্ব; (২) বীর্য্য—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, (৩) যশঃ—বাক্য, মন ও শরীরাদির সদ্গুণ-খ্যাতি, (৪) শ্রী—সর্ব্ববিধ সম্পদ, (৫) জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং (৬) বৈরাগ্য—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, এই ছয়টীর সম্পূর্ণতাকে ষড়ৈশ্বর্য্য বলে। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ**—ষড়ৈশ্বর্য্যসমন্বিত পূর্ণ আনন্দস্বরূপ; অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং আনন্দময়। **বিগ্রহ**—দেহ, রূপ ১।৭।১০৬ এবং ১।২।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। ব্রহ্ম যে নিঃশক্তিক নহেন, তাহা বলিতেছেন। **স্বাভাবিক**—স্বভাবসিদ্ধ। **তিনশক্তি** তিন রকমের শক্তি; পরবর্ত্তী "বিষ্ণুশক্তিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পরা, অপরা ও মায়াশক্তি। **নিঃশক্তি**—শক্তিশূন্য। ব্রহ্মে স্বভাবতঃই তিনটী শক্তি আছে; অথচ তুমি (সার্ব্বভৌম—শঙ্করাচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া) সেই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক সিদ্ধান্ত করিতেছ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে "পরাশক্তি" বলিতে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি "অপরা-শক্তি" বলিতে তটস্থাখ্য জীবশক্তি এবং "অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞা" বলিতে মায়াশক্তিকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের যে তিনটী শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মের বা ভগবানের অনন্তশক্তির কথা শুনা যায়; অথচ এই শ্লোকে তাঁহার মাত্র তিনটী শক্তি আছে বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের অনন্তশক্তির শ্রেণীবিভাগ করিলে তিনশ্রেণীর (বা তিনজাতীয়) শক্তিই পাওয়া যায়; এই তিনটী শক্তিকে তিনটী প্রধানশক্তি মনে করিলে ইহাদের অনন্ত বৈচিত্রীই অনন্তশক্তিরূপে প্রতিভাত হইবে। "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি—জীবশক্তি নাম॥ ২।৮।১১৬॥"

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী—"বিষ্ণুশক্তিঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে যে পরা বা অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বরূপ-শক্তিরই তিন রকম বিকাশ; এই তিন রকম বিকাশের নামই হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। "স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥ ২।৮।১১৮-৯॥" এই শ্লোক হইতে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, "বিষ্ণুশক্তিঃ"—ইত্যাদি শ্লোকোক্ত পরা (অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি), অপরা (তটস্থা জীবশক্তি) এবং অবিদ্যা (বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি)—ব্রহ্মের এই তিনটী শক্তি থাকিলেও কেবলমাত্র পরা বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই তিনটী যাহার বৃত্তিবিশেষ, সেই স্বরূপশক্তিই—ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে বা বিগ্রহে অবস্থিত; অপরা বা তটস্থাখ্য-জীবশক্তি এবং অবিদ্যা বা মায়াশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত নহে (তটস্থাখ্য-জীবশক্তির অবস্থানসম্বন্ধে ১।২।৮৬ পয়ারের টীকা এবং মায়াশক্তির অবস্থানসম্বন্ধে ১।৫।৪৯ এবং ১।২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের ইহাই মর্ম্ম। দ্বিতীয়ার্দ্ধের মর্ম্ম এই যে—সাত্ত্বিকী (হ্লাদকরী), রাজসিকী (মিশ্রা) এবং তামসিকী (তাপকরী)—এই তিনটী প্রাকৃতশক্তি ভগবানে নাই, যেহেতু তিনি প্রাকৃতগুণবর্জ্জিত।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন-অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৪৪
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ— যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ১৪৫
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া —তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রহ্মে বা ভগবানে অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণ থাকিলেও তাঁহাতে যে প্রাকৃত-গুণ নাই এবং অসংখ্য অপ্রাকৃত শক্তি থাকিলেও তাঁহার স্বরূপে যে প্রাকৃত শক্তি (মায়াশক্তি) নাই, তাহাই এই শ্লোকে সূচিত হইতেছে। ইহাও ব্যঞ্জিত হইতেছে যে—যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা নির্গুণ বলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মে প্রাকৃত-শক্তি নাই, প্রাকৃত গুণও নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত-শক্তি এবং অপ্রাকৃত গুণ আছে। এরূপ অর্থ না করিলে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় হয় না।

১৪৪-৫। **সচ্চিদানন্দময়**—সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ঈশ্বরের স্বরূপ তিন অংশে বিভক্ত; যথা—(১) সৎ (সত্তা, অস্তিত্ব), চিৎ (জ্ঞান, যিনি স্ব-প্রকাশ হইয়া পরকে প্রকাশ করেন) এবং (৩) আনন্দ (সর্ব্বাংশে নিরবচ্ছিন্ন পরম-প্রেমের আস্পদ)।

তিন অংশে—সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশে। **চিচ্ছক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; উক্ত "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি; এই শক্তি কেবল চৈতন্যরূপিণী। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের এই তিন অংশে উক্ত চিচ্ছক্তি তিন নামে অভিহিত হন; অর্থাৎ তিন রূপে প্রকাশ পান।

চিচ্ছক্তি যে-রূপে "আনন্দ" অংশকে ধারণ করেন, তাহাকে হ্লাদিনী, যে-রূপে "সৎ"-অংশকে ধারণ করেন, তাহাকে সন্ধিনী এবং যেরূপে "চিৎ" অংশকে ধারণ করেন, তাহাকে সম্বিৎ-শক্তি বলে। বিশেষ বিবরণ ১।৪।৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৪৬। **অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি**—"বিষ্ণুশক্তিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত পরাশক্তি, বা স্বরূপশক্তি, যাহার অপর নাম চিচ্ছক্তি। **তটস্থা জীবশক্তি**—শ্লোকোক্ত "অপরা ক্ষেত্রজ্ঞা" শক্তি; ১।২।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বহিরঙ্গা মায়াশক্তি**—শ্লোকোক্ত "অবিদ্যা" শক্তি। ১।২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তিনে করে প্রেমভক্তি**—এই তিন প্রকারের শক্তির প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমযুতা ভক্তি প্রদর্শন করেন, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ভগবৎ-শক্তিসমূহের দুইরূপে অবস্থিতি—প্রথমতঃ কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; দ্বিতীয়তঃ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। ভগবৎ-সন্দর্ভ। ১১৮। উক্ত শক্তিত্রয় তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রীরূপ মূর্ত্তবিগ্রহেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা করিয়া থাকেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। অমূর্ত্তরূপে—কেবল শক্তিরূপে—শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত কার্য্যসাধনরূপ সেবা বা অভিপ্রেত কার্য্যসাধনের সহায়তারূপ সেবাও তাঁহারা করিয়া থাকেন।

অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি মূর্ত্তরূপে ভগবৎ-পরিকর, ভগবদ্ধাম এবং লীলাসাধক দ্রব্যাদিরূপে প্রকটিত হইয়া ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন; আবার কেবলমাত্র অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে ভগবৎ-স্বরূপে এবং পরিকরাদির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের অভীষ্ট লীলাদি সম্পাদন করাইয়া থাকেন; রাসাদি-লীলা করিবার যে ইচ্ছা, রাসাদি-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের যে ইচ্ছা বা যোগ্যতা এবং ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও যে ইচ্ছা বা যোগ্যতা—তৎসমস্তই অমূর্ত্ত-চিচ্ছক্তির কার্য্য।

তটস্থা জীবশক্তি জীবরূপে অভিব্যক্ত; জীব দুই রকমের—নিত্যসিদ্ধ ও সংসারাসক্ত; নিত্যসিদ্ধ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই গরুড়াদি ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবানের সেবা করিতেছেন, সংসারাসক্ত জীবও সাধক-ভক্ত বা মায়ামুক্ত হওয়ার পরে সিদ্ধভক্তরূপে ভগবানের সেবা করিতেছেন, যাঁহারা বহির্ম্মুখ, তাঁহারাও স্বরূপে নিত্যকৃষ্ণদাস বলিয়া স্বরূপতঃ কৃষ্ণভক্ত।

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥ ১৪৭
মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর-সনে করহ অভেদ ? ॥ ১৪৮
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ভগবদাদেশে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া এবং সৃষ্ট-প্রপঞ্চে জীবকে তাঁহার অদৃষ্ট ভোগ করাইয়া আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করিতেছেন। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, আদেশ-পালন-রূপ সেবাব্যতীতও মায়াদেবী প্রকৃতির অষ্টম আবরণে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। "শ্রীমোহিনীমূর্ত্তিধরস্য তত্র বিভ্রাজমানস্য নিজেশ্বরস্য। পূজাং সমাপ্য প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টমূর্ত্তিঃ সপদ্যেব সমভ্যায়াম্ ॥ ২।৩।২৫ ॥—শ্রীগোপকুমার বলিতেছেন—"দেখিলাম, সেই প্রকৃতিদেবী স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা করিলেন। সেই ঈশ্বরের কি চমৎকার মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিও লজ্জিত হয়। পরে দেবী পূজা সমাপন করিয়া মনোহর বেশে ঝটিতি আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন।" এইরূপে ত্রিবিধা শক্তিই সর্ব্বদা ভগবানের সেবা করিতেছেন।

"প্রেমভক্তি"-স্থলে "প্রভুর ভক্তি"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৪৭। চিচ্ছক্তিবিলাস—চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস বা বিকার অর্থাৎ পরিণতি। ভগবানের চিচ্ছক্তিই তাঁহার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে ; তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার চিচ্ছক্তিরই পরিণতি বা বিকাশবিশেষ ; সর্ব্বত্র তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য বিরাজমান, অথচ সেই ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ যে শক্তি, সেই শক্তিই তুমি স্বীকার করিতেছ না—ইহা তোমার **পরম সাহস**—দুঃসাহস ; যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে অস্বীকার করা দুঃসাহসের পরিচায়ক বই আর কি হইতে পারে ?

১৪৮। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব ও নিঃশক্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া এক্ষণে জীবেশ্বরের অভেদত্ব খণ্ডন করিতেছেন। **মায়াধীশ**—মায়ার অধীশ্বর হইলেন ঈশ্বর ; মায়া ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া ঈশ্বর হইলেন শক্তিমান্‌, আর মায়া হইল তাঁহার শক্তি ; শক্তিমান্‌ বলিয়া ঈশ্বর হইলেন মায়ার নিয়ন্তা বা অধীশ্বর। **মায়াবশ**—মায়ার বশীভূত, জীব। মায়ার বশ্যতা স্বীকার করিয়াই জীব মায়িক সংসারে আসিয়াছে এবং আসিয়াও মায়ার আনুগত্যেই মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। মায়ার উপর জীবের কোনও কর্ত্তৃত্বই নাই, জীব নিজের শক্তিতে ঈশ্বর-শক্তি-মায়ার বশ্যতা হইতেও নিজেকে দূরে সরাইতে পারে না—নিজের শক্তিতে মায়া হইতে দূরে থাকিতে পারে না ; মায়া ঈশ্বর-শক্তি বলিয়া জীব অপেক্ষা বলীয়সী ; তাই "দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া গীতা। ৭।১৪।"—বাক্যে এই মায়াকে জীবের পক্ষে "দুরত্যয়া" বলা হইয়াছে। **ঈশ্বরে-জীবে-ভেদ**—ঈশ্বরে ও জীবে পার্থক্য। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে—ঈশ্বর হইলেন মায়ার অধীশ্বর বা নিয়ন্তা, আর জীব হইলেন মায়ার অধীন, মায়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে মায়াধীন-জীবকে মায়াধীশ-ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়াছেন—তিনি বলেন জীব ও ঈশ্বরে (বা ব্রহ্মে) কোনও ভেদ নাই। মহাপ্রভু বলিতেছেন—অধীশ্বরে এবং অধীনে যেমন ভেদ, নিয়ন্তায় এবং নিয়ন্ত্রিতে যেমন ভেদ, ঈশ্বরে এবং জীবেও তেমনি ভেদ। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য ; সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে কখনও এক হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে "কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা"—এই (১।১।১৮) সূত্রের শ্রীভাষ্যে আছে :—"জীবস্যাবিদ্যাপরবশস্য।—জীব মায়ার একান্ত বশীভূত।" মায়া অর্থ মায়া-নির্ম্মিত কর্ম্মও হইতে পারে। ঈশ্বর কর্ম্মবশ্যতাহীন, আর জীব কর্ম্মবশ্য ; সুতরাং জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমপাদে "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। ১।১।২০।" এই সূত্রের শ্রীভাষ্যে আছে :—"পরমাত্মনঃ কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরহিতত্বমিত্যর্থঃ কর্ম্মাধীনসুখদুঃখভাগিত্বেন কর্ম্মবশ্যাঃ জীবাঃ।"

১৪৯। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইল—জীব মায়ার অধীন বলিয়া মায়াধীশ-ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার অভেদ হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে—ঈশ্বরের কৃপায় জীব যদি মায়ার কবল হইতে মুক্তি পায়, তাহা হইলে তো তাহার

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।৫)—
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১২

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ—সত্ত্বগুণের বিকার ? ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মায়াধীনত্ব থাকিবে না ? তখন সেই জীবে—মায়ামুক্ত জীবে—ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ থাকিবে কি না ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তখনও জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ থাকিবে ; জীব মায়ামুক্ত হইলে তাহার মায়াধীনত্ব ঘটিয়া যায় বটে ; কিন্তু তখনও—ঈশ্বরের ন্যায় তাহার মায়াধীশত্ব জন্মে না ; কোনও অবস্থাতেই জীব ঈশ্বরের ন্যায় মায়ার অধীশ্বর হইতে পারে না ; সুতরাং মুক্ত অবস্থায়ও জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। এইরূপে, মায়ার সংশ্রবের দিক্ দিয়া জীব ও ঈশ্বরের অভেদত্ব খণ্ডিত হইল ; কিন্তু মায়ার সংশ্রবব্যতীতও, স্বরূপতঃই যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে, তাহাই এই ১৪৯ পয়ারে দেখাইতেছেন।

স্বরূপতঃ জীব হইল ঈশ্বরের শক্তি—জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি ; আর ঈশ্বর হইলেন সেই শক্তির শক্তিমান্, সেই শক্তির আশ্রয়। শক্তি ও শক্তিমানে যে পার্থক্য, আশ্রিত ও আশ্রয়ে যে পার্থক্য, জীবে এবং ঈশ্বরেও সেই পার্থক্য ; মায়াবদ্ধ জীবই হউক, কি মায়ামুক্ত জীবই হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই জীব ও ঈশ্বরে এই পার্থক্য বিদ্যমান। ১।৭।১১১-১৩ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

গীতাশাস্ত্রে যে জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণরূপে "অপরেয়ম্" ইত্যাদি গীতাশ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল।

১৫০। ব্রহ্মের যে সমস্ত সাকার বিগ্রহ আছেন, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়াছেন ; এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের এই মত খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর-বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্থাপন করিতেছেন।

শঙ্করাচার্য্য দুই রকমের ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন—সগুণ ও নির্গুণ। তাঁহার প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নির্গুণ ব্রহ্ম ; আর বিষ্ণু-আদি সগুণস্বরূপকে তিনি সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা সগুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না ; তাঁহাদের মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র—সগুণ ব্রহ্ম জীবের ন্যায় উপাধির কাল্পনিক বিলাসমাত্র। "মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।—মায়ারূপা কামধেনুর বৎসই জীব ও ঈশ্বর। পঞ্চদশী। ৬।২৩৬॥" নিরুপাধিক ব্রহ্মে যখন মায়াশক্তির উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর ; আর যখন কোষ-উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি জীব-পদবাচ্য হয়েন। "শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা। পঞ্চদশী। ৩।৩৮॥ তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥ পঞ্চদশী। ৩।৪০॥ কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্। পঞ্চদশী। ৩।৪১॥" অদ্বৈতবাদীদের মতে—উপাধি অন্তর্হিত হইয়া গেলে—ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম হইয়া যায়। "মায়াবিম্বে বিহায়ৈবং উপাধী পরজীবয়োঃ। অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥ পঞ্চদশী। ১।৪৭॥" অদ্বৈতবাদীদের এই মতে একটা প্রধান আপত্তি উঠিতে পারে ; তাহা এই। দেখা যাইতেছে—ব্রহ্ম মায়াদ্বারা কবলিত হইতে পারেন ; নিজে নিঃশক্তিক বলিয়া মায়াকে বাধা দিতে পারেন না এবং মায়া ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া না দিলে মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতিও পাইতে পারেন না ; তাহা হইলে জীবের পক্ষে মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনভজনের সার্থকতাও থাকে না। আবার একবার মুক্ত হইয়া জীব ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেও মায়া আবার তাহাকে কবলিত করিতে পারে ; তাহা হইলে মুক্তিরও আত্যন্তিকতা বা নিত্যত্ব থাকে না। যাহা হউক, মায়াবাদীরা যে বলেন—ঈশ্বর মায়িক বিগ্রহ—এক্ষণে মহাপ্রভু তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

শ্রীবিগ্রহ—শ্রীমূর্ত্তি, দেহ। শ্রীবিগ্রহ বলিতে এস্থলে প্রতিমাকে বুঝাইতেছে না ; সাকার ঈশ্বরের নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত অপ্রাকৃত দেহ আছে ; এই অপ্রাকৃত দেহকেই এই পয়ারে শ্রীবিগ্রহ বলা হইয়াছে। এই

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে—সেই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই—হয় যমদণ্ডী॥ ১৫১
বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥ ১৫২
জীবের নিস্তার-লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ ১৫৩
'পরিণামবাদ' ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীবিগ্রহ বা ঈশ্বরদেহ মায়িক জীবের দেহের ন্যায় মায়িক ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি পঞ্চভূতে গঠিত নহে; পরন্তু ইহা **সচ্চিদানন্দাকার**—সৎ, চিৎ ও আনন্দময় আকারবিশিষ্ট; ইহা সৎ, চিৎ ও আনন্দদ্বারা গঠিত; ঘনীভূত চেতনা —ঘনীভূত আনন্দ। ইহা চিদানন্দঘনবিগ্রহ—সুতরাং অপ্রাকৃত। **সত্ত্বগুণের বিকার**—প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার; সুতরাং জড় ও প্রাকৃত।

প্রভু বলিতেছেন, ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি; ইহা প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার নহে। ১।৭।১০৮-১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫১। **শ্রীবিগ্রহ যে না মানে**—ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ (বা দেহ) আছে বলিয়া যে স্বীকার করে না। **অদৃশ্য**—দর্শনের অযোগ্য; তাহার মুখদর্শনও অন্যায়। **অস্পৃশ্য**—স্পর্শের অযোগ্য; তাহাকে স্পর্শ করিলেও অপবিত্র হইতে হয়। **যমদণ্ডী**—যমের হাতে দণ্ড (শাস্তি) পাওয়ার যোগ্য। ১।৭।১১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫২। **বেদ না মানিয়া ইত্যাদি**—বৌদ্ধগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া তাহাদিগকে নাস্তিক বলা হয়। **বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ**—বেদের আশ্রয় স্বীকার করিয়াও (বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও) যাহারা নাস্তিকবাদ প্রচার করে, তাহারা **বৌদ্ধেতে অধিক**—বৌদ্ধ অপেক্ষাও ঘৃণিত, অধম। শঙ্করমতাবলম্বীরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; এজন্য তাঁহাদিগকে বেদাশ্রয়ী বলা হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের কথা বেদে থাকিলেও তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে নাস্তিক (বেদাশ্রয়ী নাস্তিক) বলা হইয়াছে। হিন্দুর মুখে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা যেমন অহিন্দুর মুখের হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা অপেক্ষা অসহনীয়, তদ্রূপ বেদাশ্রয়ীদের মুখে বেদসম্মত ভগবদ্‌বিগ্রহের নিন্দা বেদবহির্ভূত বৌদ্ধদের বেদনিন্দা অপেক্ষা অসহনীয়। ভূমিকায় "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫৩। **সূত্র**-ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র। **মায়াবাদীভাষ্য**—শঙ্করাচার্য্যের মতকে মায়াবাদ বলে। শঙ্করাচার্য্য বলেন—একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু; জগৎ মিথ্যা—মায়ার বিজৃম্ভণে ব্রহ্মই জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইতেছে, ব্রহ্মে জগতের ভ্রম জন্মিতেছে। জীবও ব্রহ্মই; মায়ার মোহ-শক্তি জীবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, তাই জীব ব্রহ্ম-ভাব হারাইয়া শোক-দুঃখের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে জগৎ-প্রপঞ্চে মায়ারই প্রাধান্য দেখান হইয়াছে বলিয়া—তাঁহার ভাষ্যানুসারে জগৎ-প্রপঞ্চ মায়ারই বিজৃম্ভণমাত্র বলিয়া—শঙ্করের মতকে মায়াবাদ এবং তাঁহার ভাষ্যকে মায়াবাদী ভাষ্য বলে। **হয় সর্ব্বনাশ**—মায়াবাদমূলক ভাষ্য শুনিলে জীব ও ঈশ্বরে অভেদ-ভাব জন্মে; তাহাতে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হইয়া যায়, ভক্তির প্রাণ বিশুষ্ক হইয়া যায়; "আমিই ব্রহ্ম"-এইরূপ জ্ঞান জন্মে বলিয়া সাধন ভজনেও প্রবৃত্তি হয় না; তাই জীবের ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা আরও বর্দ্ধিত হয়; ইহাই জীবের সর্ব্বনাশ। ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভু পরিণামবাদ স্থাপন করিতেছেন।

পরিণাম বাদ—ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, এই মত। ১।৭।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ব্যাসসূত্রের সম্মত**—ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্রের অনুমোদিত। ঈশ্বরই যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই বেদান্তসূত্রের (১।৪।২৬ সূত্রের) সিদ্ধান্ত। **প্রশ্ন হইতে পারে**, জগৎ যদি ব্রহ্মেরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে তো ব্রহ্ম

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার॥ ১৫৫
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥ ১৫৬
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বা ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়েন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**অচিন্ত্যশক্ত্যে** ইত্যাদি– স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ঈশ্বর অবিকৃত থাকিতে পারেন। ১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে ঈশ্বর নিজে অবিকৃত থাকিতে পারেন, মণির দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

মণি—স্যমন্তক মণি। **প্রসবে হেমভার**—সোনার ভার প্রসব করে। চারি ধানে এক গুঞ্জা; পাঁচ গুঞ্জায় এক পণ; আট পণে এক ধারণ; আট ধারণে এক কর্ষ; চারি কর্ষে এক পল; শত পলে এক তুলা; বিশ তুলায় এক ভার (শ্রীধরস্বামী)। স্যমন্তক মণি প্রতিদিন এইরূপ আট ভার সোনা প্রসব করিত। "দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো। শ্রীভা. ১০।৫৬।১০॥" স্যমন্তকমণি প্রত্যহ আট ভার স্বর্ণ প্রসব করিয়াও যেমন অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। **অবিকার**—বিকারশূন্য; অবিকৃত। ১।৭।১১৮-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৬। **ব্যাসভ্রান্ত বলি**—১।৭।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সেই সূত্রে**—সেই বেদান্তসূত্রে; "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এই ১।৪।২৬ সূত্রের পরিণামবাদমূলক অর্থে। **বিবর্ত্তবাদ**—১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৭। **দেহে আত্মবুদ্ধি**—অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধি। ১।৭।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সেই মিথ্যা হয়**—তাহাই মিথ্যা বা ভ্রম; অনাত্মদেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করাই ভ্রম। ১।৭।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জগৎ মিথ্যা নহে**—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু; জগৎ মিথ্যা; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাবে—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়,—ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম জন্মিতেছে। অন্ধকারে একখণ্ড রজ্জু পড়িয়া থাকিলে তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহা ভ্রমমাত্র; সর্প বলিয়া কিছু সেখানে নাই। শুক্তি দেখিলে দূর হইতে রজত (রৌপ্য) বলিয়া মনে হয়; ইহাও ভ্রম; রৌপ্য সেখানে নাই। অনেক সময় মরুভূমিতে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া জলের ভ্রান্তি জন্মায়; বস্তুতঃ সেখানে জল নাই—সূর্য্যকিরণকেই জল বলিয়া মনে হয়; ইহা ভ্রান্তি। ভোজবাজীকর কত কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখায়; হঠাৎ কাহারও মাথা কাটিয়া ফেলিতেছে; কাটা মুণ্ড কথা বলিতেছে; একগাছা সূত্র আকাশে ছুড়িয়া দিলে তাহা খাড়া হইয়া থাকে; তাহাতে আরোহণ করিয়া একটি বালক আকাশে উড়িয়া গেল; কতক্ষণ পরে ছুরিকা লইয়া আর একজন বৃদ্ধলোক উঠিয়া গেল। কতক্ষণ পরে একে একে বালকের সদ্যঃ-কর্ত্তিত মস্তক, হস্ত, পদাদি পড়িতে লাগিল; সর্ব্বশেষে বৃদ্ধ নামিয়া আসিল, আসিয়া বালকের হস্ত পদাদি সমস্ত একটা থলিয়ায় পুরিয়া লইল; কতক্ষণ পরে থলিয়ার ভিতরে বালকটী বাঁচিয়া উঠিল, তাহার হস্ত-পদাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ! দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন!! কিন্তু আগাগোড়া সমস্তই ভ্রম। কেহ আকাশেও উঠে নাই, বালকের হাত-পাও কাটা যায় নাই!! অথচ বাজীকরের অদ্ভুতশক্তিতে সকলেই সমস্ত ঘটনাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছে!! ঠিক এই ভাবেই মায়ার অদ্ভুতশক্তিতে ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে। এই যে আমরা একটা দালান দেখিতেছি, মায়াবাদী বলিবেন—এখানে দালান বলিয়া কোনও জিনিসই নাই—আছে ব্রহ্ম, ব্রহ্মকেই দালান বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে; দালান থাকার কথা মিথ্যা। তদ্রূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চ বলিয়াও কোনও কিছু নাই—সমস্তই ভ্রম; চতুর্দ্দিকে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা ভ্রমমাত্র—মিথ্যা। ইহার উত্তরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিতেছেন—না, জগৎ মিথ্যা নয়; চারিদিকে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহার যে কোনও অস্তিত্বই নাই তাহা নহে; তাহার অস্তিত্ব আছে; এই যে একটী বটগাছ দেখিতেছ, এখানে একটী বটগাছ সত্যই আছে—ইহা ভ্রান্তি নহে;

প্রণব যে 'মহাবাক্য' ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি ॥ ১৫৮
'তত্ত্বমসি' জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে 'মহাবাক্য' ॥ ১৫৯
এইমত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥ ১৬০
বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥ ১৬১
ভগবান্ 'সম্বন্ধ', ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
প্রেমা 'প্রয়োজন'—বেদে তিন বস্তু কয় ॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তবে এই বটগাছটা নিত্য নহে, **নশ্বর**—বিনাশশীল ; ইহা পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না সত্য ; কিন্তু এখন ইহা আছে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে ; ইহার অস্তিত্ব যে আদৌ নাই, তাহা নহে ; অস্তিত্ব আছে, তবে এই অস্তিত্ব অবিনশ্বর নহে, বিনাশশীল। এই উক্তির অনুকূল যুক্তি ও প্রমাণ এই :—

যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। জগতের অস্তিত্বই যদি না থাকিবে, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টিও থাকিতে পারে না, প্রলয়ও থাকিতে পারে না। কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ।

শাস্ত্র ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু জগতের অস্তিত্বই যদি না থাকিবে, তাহা হইলে তাহার আবার উপাদানই বা কি ? আর নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তাই বা কি ?

বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেবও জগৎকে অলীক বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন নাই ; যদি করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মকর্ত্তৃক জগৎ-সৃষ্টির অসম্ভাব্যতাসম্বন্ধে নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তিনি তাহার খণ্ডন করিতেন না।

বেদান্তসূত্র বলেন—"ভাবে চোপলব্ধেঃ। ২।১।১৫ ॥ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ। ২।২।৩০॥ —যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয় ; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না।" আমাদের চিত্তে জগতের উপলব্ধি হইতেছে ; জগৎ যে আছে, এই উপলব্ধিই তাহার প্রমাণ। শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন—"রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম।" এই বাক্যেও সর্পের উপলব্ধি ধরিয়া লওয়া হইতেছে ; সর্পের উপলব্ধি না থাকিলে, সর্পের জ্ঞান না থাকিলে, সর্প কিরূপ তাহা না জানিলে, সর্পভ্রম জন্মিতে পারে না। তদ্রূপ, জগতের উপলব্ধি না থাকিলে, জগতের জ্ঞান না থাকিলে, জগৎ বলিয়া কোনও ভ্রমও জন্মিতে পারে না। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের বাক্য হইতেই বুঝা যাইতেছে যে—জগৎ বলিয়া একটা জিনিস আছে ॥

১৫৮-৯। এক্ষণে "তত্ত্বমসির" মহাবাক্যত্ব খণ্ডন করিয়া প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিতেছেন। ব্যাখ্যাদি ১।৭।১২১-২৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

জীবহেতু—জীববিষয়ক। **প্রাদেশিক**—বেদের এক প্রদেশে (বা এক অংশে) মাত্র স্থিত ; বেদের অন্তর্গত। ১।৭।১২২ পয়ারের টীকায় "বেদের একদেশ"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **তত্ত্বমসি জীবহেতু** ইত্যাদি—জীব হইল ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক ; "তত্ত্বমসি" এই বাক্যটী ব্যাপ্য-জীব সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে ; সুতরাং এই বাক্যের ব্যাপকতা নাই বলিয়া ইহা মহাবাক্য হইতে পারে না। আবার ইহা বেদের কোনও এক অংশেই বলা হইয়াছে, ইহা বেদের অন্তর্গত একটী বাক্য, সুতরাং ইহা বেদের বাচক হইতে পারে না—কাজেই মহাবাক্যও হইতে পারে না।

১৬০। **কল্পনা-ভাষ্যে**—স্বীয় কল্পনার সাহায্যে শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, সেই ভাষ্যে। **শতদোষ দিল**—বহু দোষ দেখাইলেন, প্রভু। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **পূর্ব্বপক্ষ**—প্রশ্ন, আপত্তি।

১৬১। **বিতণ্ডা**—পরের মতে দোষারোপ। **ছল**—বক্তার উক্তির মর্ম্মের বহির্ভূত কল্পিত দোষারোপ। **নিগ্রহ**—নিরাকরণ। বিতণ্ডাদির বিশেষ লক্ষণ ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৬২। **ভগবান্ ইত্যাদি**। এই স্থলে প্রভুর নিজমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—বেদের মতে **সম্বন্ধ**

আর যে যে কহে কিছু—সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥ ১৬৩

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥ ১৬৪

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬২।৩১)—
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৩

তথাহি তত্রৈব (২৫।৭)—
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বাগমৈরিতি। হে শঙ্কর! কল্পিতৈঃ রচিতৈঃ স্বাগমৈঃ স্বস্যাগমৈঃ শাস্ত্রৈঃ করণৈর্জনান্ লোকান্ মদ্বিমুখান্ ময়ি ভক্তিহীনান্ ত্বমেব কুরু। তৎ কৃত্বা মাঞ্চ গোপয় গোপনং কুরু যেন গোপনেন এষা সৃষ্টিরুত্তরোত্তরা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিবাহুল্যা ভবেদিত্যর্থঃ॥ শ্লোকমালা। ১৩

মায়াবাদমিতি। হে দেবি দুর্গে কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ময়া মায়াবাদং মিথ্যাবাদং অসচ্ছাস্ত্রং বিহিতং রচিতম্। তচ্ছাস্ত্রং বৌদ্ধমুচ্যতে আত্মব্রহ্মবাদং কথ্যতে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং শাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং ভক্তিজনকস্বাচ্ছাদকমিত্যর্থঃ॥ শ্লোকমালা॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বা প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন ভগবান্, অভিধেয় বা জীবের কর্ত্তব্য হইল সাধন-ভক্তি, এবং প্রয়োজন হইল ভগবৎ-প্রেম। এই তিন বস্তুই বেদের বর্ণনীয় বিষয়। ১।৭।১৩২-৩৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব এই তিনটী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৬০-৬১ পয়ারোক্তিসম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের উক্তিও ঠিক এইরূপই। "অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈর্নিরস্তধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষম্। চকার বিপ্রঃ প্রভুণা স চাশু স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ॥ মহাকাব্য। ১২।২৬॥"

১৬৩। **আর যে যে কহে**—উক্ত তিন বস্তু ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য আর যে যে বস্তুর কথা নিজ ভাষ্যে বলিয়াছেন, সে সমস্তই তাঁহার কল্পিত। **স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য**—১।৭।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **লক্ষণা**—১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। **আচার্য্যের**—শঙ্করাচার্য্যের; ইনি মহাদেবের অবতার—শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শঙ্করাচার্য্য মহাদেব হইয়া বেদের কল্পিত অর্থ করিলেন কেন? উত্তর—ঈশ্বরের আদেশে। বেদের কল্পিতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে আদেশ করায় মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহা করিয়াছেন—ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ত্বং চ (তুমি—হে শিব! তুমি) কল্পিতৈঃ (নিজের কল্পিত) স্বাগমৈঃ (নিজ আগমশাস্ত্র দ্বারা) জনান্ (লোক-সকলকে) মদ্বিমুখান্ (আমা হইতে বিমুখ) কুরু (কর), মাঞ্চ (আমাকেও) গোপয় (গোপন কর), যেন (যদ্দারা) এষা (এই) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি) উত্তরোত্তরা (ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা) স্যাৎ-(হইতে পারে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে শিব! তুমি স্বকল্পিত আগমশাস্ত্রদ্বারা লোক-সকলকে আমাহইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর—যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।" ১৩।

কল্পিতৈঃ—বেদার্থ-বহির্ভূত এবং স্বকপোলকল্পিত, **স্বাগমৈঃ**—স্বরচিত আগম (বা তন্ত্র) শাস্ত্রদ্বারা। এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—আগমশাস্ত্র পাঠ করিলে লোক ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইয়া যায়, ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব জানিতে না পারিলে এবং ভগবদ্‌ বহির্ম্মুখতা ঘনীভূত হইলে বিষয়সুখে মত্ত হইয়া লোক প্রজাবৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিবে।

এই শ্লোক সম্বন্ধীয় আলোচনা ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। দেবি (হে দেবি, দুর্গে)! কলৌ (কলিকালে) ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (ব্রাহ্মণরূপে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শঙ্করাচার্য্যরূপে) ময়া এব (আমাদ্বারাই) মায়াবাদং-(মায়াবাদরূপ) অসচ্ছাস্ত্রং (অসৎ শাস্ত্র) বিহিতং (প্রচারিত হইয়াছে) ; [যৎ] (যাহা—যে মায়াবাদ-শাস্ত্র) প্রচ্ছন্নং (প্রচ্ছন্ন) বৌদ্ধং (বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ।

অনুবাদ। মহাদেব ভগবতীকে বলিলেন—"হে দেবি! যাহাকে লোকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া থাকে, সেই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমিই প্রচার করিয়াছি॥" ১৪

এই শ্লোকে মায়াবাদ-শাস্ত্র বলিতে শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত-ভাষ্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ভাষ্যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অস্বীকার করিয়া ভগবানের বিগ্রহকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার বলা হইয়াছে বলিয়া এবং জীবেশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া জীবের সহিত ভগবানের সেব্য-সেবকত্ব-ভাব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, এইরূপে এই ভাষ্যদ্বারা জীবের অশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে বলিয়া—এই ভাষ্যকে **অসচ্ছাস্ত্র**—অসৎশাস্ত্র বলা হইয়াছে। স্বয়ং মহাদেবই ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে—শঙ্করাচার্য্যরূপে (শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন)—এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব—সাকারত্ব, করুণাময়ত্ব, ভক্তানুগ্রহকারকত্ব প্রভৃতি—খণ্ডন করিয়া শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোনও গুণাদি না থাকায় তাঁহার উপাসনাদি সম্ভব নহে; বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়া—তদ্দ্বারা সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—ভক্তিমার্গের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। আবার বৌদ্ধশাস্ত্রও শূন্যবাদী; বৌদ্ধশাস্ত্র বলেন—বিশ্বের মূলে শূন্য—কিছুই নাই, ঈশ্বরও নাই; ঈশ্বর বলিয়া কোনও বস্তুই বৌদ্ধশাস্ত্র স্বীকার করেন না; বৌদ্ধশাস্ত্র নিরীশ্বর বলিয়া বৌদ্ধমতে ভক্তির অবকাশও নাই। এইরূপে শঙ্করের মায়াবাদভাষ্য এবং বৌদ্ধশাস্ত্র—এই উভয়ই ভক্তির বাধক বলিয়া উভয়কেই এক বলা হইয়াছে, মায়াবাদ-শাস্ত্রকেও বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হইয়াছে। তবে বাহিরে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে; মায়াবাদ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে—কিন্তু স্বীকার করিলেও সাধন-বিষয়ে মায়াবাদের মতও বৌদ্ধমতেরই অনুরূপ—ভক্তিবিরোধী। ভক্তি-প্রতিপাদক বেদের আশ্রয়ে—ভক্তি-প্রতিপাদক বেদের দ্বারা প্রচ্ছন্ন বা আবৃত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুরূপ ভক্তি-বিরোধী তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে বলিয়া এই মায়াবাদ-শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হইয়াছে। ভক্তি-প্রতিপাদক বেদের আনুগত্য স্বীকার করে বলিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে মায়াবাদকেও ভক্তি-প্রতিপাদক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়—ইহা ভক্তি-বিরোধী। ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরাদেশেই যে শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই দুই শ্লোক।

বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদভাষ্য "যোগাচারভূমি"-নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অসঙ্গনামক বৌদ্ধদার্শনিকই এই যোগাচারভূমির গ্রন্থকার। রাহুল-সংকৃত্যায়ন-নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বত হইতে যোগাচার-ভূমির প্রতিলিপি এদেশে আনিয়াছেন (১৩৪৩ বাংলা সনের ৩০শে কার্ত্তিকের ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। ভূমিকায় "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার"-প্রবন্ধের শেষাংশও দ্রষ্টব্য। কি উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়াবাদ-ভাষ্য লিখিয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধাংশে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"—ইত্যাদি বহু স্তোত্র, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"—নৃসিংতাপনীর ভাষ্যে তাঁহার এইরূপ উক্তি এবং তাঁহার ষট্‌পদীস্তোত্রাদি দেখিলে মনে হয়, তাঁহার স্বীয় সাধন-ভজন তাঁহার ভাষ্যানুরূপ ছিল না। ষট্‌পদীস্তোত্রে তিনি বলিয়াছেন—"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্তম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার এইরূপ মর্ম্ম দৃষ্ট হয়। "যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই। সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব-ঠাঁই॥ তবু তোমা হৈতে যে হইয়াছি আমি। আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥ যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ'—লোকে বলে। 'তরঙ্গের সমুদ্র'—না হয় কোন কালে॥ অতএব জগৎ তোমার—তুমি পিতা। ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥ যাঁহা

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৬৫

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরমপুরুষার্থ হয় ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন। তাঁরে যে না ভজে, বর্জ্য হয় সেই জন॥ (শ্বেতা ৩য় অধ্যায়)।" স্পষ্টই দেখা যায়, এই ষট্‌পদী-স্তোত্রের মর্ম্ম তাঁহার ভাষ্যানুরূপ নহে, ইহা সেব্য-সেবক-ভাবের অনুকূল। ভক্তমালগ্রন্থেও শ্রীপাদ শঙ্করকে ভক্তই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।"-প্রমাণ-অনুসারে শ্রীশম্ভু হইলেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য; তাঁহার অবতার হইলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের পক্ষে ভক্তি-বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধ-শূন্যবাদ-প্লাবিত ভারতবর্ষে ঔপনিষদ-ধর্ম্মকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি মায়াবাদ-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু মায়াবাদের আবরণে তিনি ভক্তিবাদই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—সন্ধানীর হাতে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। অধুনা কেহ কেহ বলিতে চাহেন—শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত স্তোত্রগুলি ভাষ্যকার শঙ্করের লেখা নয়। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা যদি নিরপেক্ষভাবে ভাষ্যের এবং স্তোত্রের ভাষার বিচার করেন, দেখিবেন উভয়ই একই ব্যক্তির লেখা। তবে একথা সত্য, ভাষ্য লিখিয়াছেন—ঈশ্বরাদেশ-পালনেচ্ছু শঙ্কর; আর স্তোত্র লিখিয়াছেন—সাধক শঙ্কর। মায়াবাদ-ভাষ্যের আবরণে তিনি যাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনে তাঁহাকেই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার স্তোত্রাদি হইতে তাহাই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

১৬৫। **শুনি**—নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন ও সবিশেষবাদ স্থাপন এবং ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তিই অভিধেয়, আর প্রেমই প্রয়োজন ইত্যাদি তত্ত্বের কথা প্রভুর মুখে শুনিয়া। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **পরম বিস্মিত**—অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত। বিস্ময়ের হেতু এই যে—সার্ব্বভৌম যাঁহাকে অপণ্ডিত, অপরিণতবুদ্ধি, বালক সন্ন্যাসীমাত্র মনে করিয়াছিলেন—তিনি কিরূপে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন মহাপণ্ডিতের ব্যাখ্যার শত শত দোষ দেখাইলেন! আর সার্ব্বভৌমের নিজের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরও সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া সুচারুরূপে স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন! তিনি এতই বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার **মুখে না নিঃসরে বাণী**—তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তিনি **হইলা স্তম্ভিত**—যেন জড়বৎ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—দ্বিজবৃন্দের সন্নিধানে প্রভু যখন সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে ভগবচ্চরণ-কমলাশ্রয়-প্রতিপাদক নিগূঢ়-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত স্বকৃত-ব্যাখ্যানে প্রকাশ করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া-ছিলেন; প্রভুকৃত ব্যাখ্যান শুনিয়া সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন, প্রভুর ব্যাখ্যাতেই বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে; তিনি তখন তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞাত (মায়াবাদ-মূলক) সিদ্ধান্ত (বিচারসহ নহে বলিয়া) অনাবশ্যক মনে করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া সার্ব্বভৌম বিস্ময়োৎফুল্ল-চিত্তে প্রভুর পদানত হইলেন। "অথাপরাহ্নে দ্বিজবৃন্দ-সন্নিধৌ স সার্ব্বভৌমস্য পুরো মহাপ্রভুঃ। উবাচ বেদান্তনিগূঢ়মর্থং বচো মুরারেশ্চরণাম্বুজাশ্রয়ম্॥ বেদান্ত-সিদ্ধান্তমিদং বিদিত্বা গতং পুরা যত্তদলং স মত্বা। চৈতন্যপাদাব্জযুগে মহাত্মা স বিস্ময়োৎফুল্লমনাঃ পপাত॥ কড়চা। ৩।১২।১২-১৩॥"

১৬৬। সার্ব্বভৌমের বিস্ময় দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তোমার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—স্বরূপপ্রাপ্তিই জীবের **পরম পুরুষার্থ**—চরম-কাম্যবস্তু; কিন্তু তাহা নয়—**ভগবানে ভক্তি**—প্রেমভক্তি—প্রেমের সহিত ভগবানের সেবাই জীবের পরমপুরুষার্থ। ভগবানে—সবিশেষ ব্রহ্মে—ভক্তিই যদি পরমপুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে চরম-তত্ত্ব,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে পরমতত্ত্ব হইতে পারে না—ইহাতো সহজেই বুঝা যায়; ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? ১।৭।৮১ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আত্মারাম-পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৬৭

তথাহি (ভা.—১।৭।১০)
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্র্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৫

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥ ১৬৮

প্রভু কহে—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ— যেবা কিছু জানি ॥ ১৬৯

শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ-বিধান ॥ ১৭০

নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র-মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া—॥ ১৭১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নিগ্র্ন্থা গ্রন্থেভ্যোনির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু। যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচেতি। যদ্বা। গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তঃ ক্রোধোঽহঙ্কাররূপো গ্রন্থির্যেষাং তে নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নমু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেতি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি ॥ স্বামী ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬৭। ভক্তিই যে পরম-পুরুষার্থ, এই উক্তির অনুকূল যুক্তি দেখাইতেছেন।

আত্মারাম—আত্মাতে রমণ করেন যাঁহারা; সংসারমুক্ত; মায়ামুক্ত। **ঈশ্বর-ভজন**—সবিশেষ ভগবানে ভক্তি করেন। **ঐছে**—এমনই। **অচিন্ত্য**—চিন্তার অতীত।

শঙ্করাচার্য্যের মতে—মায়ামুগ্ধ হইয়াই জীব নিজের স্বরূপ—নিজে যে ব্রহ্ম তাহা—ভুলিয়া গিয়াছে। মায়ামুক্ত হইলেই জীব আবার স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে; সুতরাং মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিই জীবের একমাত্র কাম্য; কারণ, মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীব দেহত্যাগান্তে ব্রহ্মের সহিত লয় প্রাপ্ত হইতে পারে। মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া আত্মারাম মুনিগণের কোনওরূপ সংসার-বন্ধন নাই; তাঁহারা মুক্ত; সুতরাং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করার জন্ত তাঁহাদিগকে ভগবদ্-ভজন করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই চিত্তাকর্ষক-অচিন্ত্য গুণসমূহ আছে যে, সেই আত্মারাম মুনিগণও ঐ সমস্ত গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভজন করেন। ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। নিগ্র্ন্থাঃ (অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য) অপি (হইয়াও) আত্মারামাঃ (আত্মারাম) চ মুনয়ঃ (মুনিগণ) উরুক্রমে (উরুক্রম-শ্রীহরিতে) অহৈতুকীং (অহৈতুকী) ভক্তিং (ভক্তি) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকেন)। ইত্থম্ভূতগুণঃ (এমনই-চিত্তাকর্ষকগুণবিশিষ্ট) হরিঃ (শ্রীহরি) [ভবতি] (হয়েন)।

অনুবাদ। শ্রীহরির এমনই চিত্তাকর্ষক গুণ আছে যে, অবিদ্যাগ্রন্থিহীন আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও সেই উরুক্রম-শ্রীহরি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ১৫

এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ২৪শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১৬৮। **শুনি**—আত্মারাম শ্লোক শুনিয়া। **এই শ্লোকের**—এই আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ।

"আত্মারাম"-শ্লোকের কথা মুরারিগুপ্ত বা কবি কর্ণপূর কিছুই উল্লেখ করেন নাই; বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর করিয়াছেন; কিন্তু কবিরাজগোস্বামী যে ভাবে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সে-ভাবে করেন নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—প্রভুর মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌম যখন প্রভুর নিকটে ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছিলেন, তখন ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনার পরে, প্রভু সার্ব্বভৌমের মুখে "আত্মারাম" শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। তখন সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং "আর শক্তি নাহিক বলিয়া" ক্ষান্ত হইলেন। ইহার পরে প্রভু নিজে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন; প্রভুর "ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত। মনে ভাবে—এই কিবা ঈশ্বর-বিদিত।" পরবর্ত্তী ২।৬।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭০-৭১। **বিবিধবিধান**—নানাপ্রকার। **নববিধ**—নয় রকম।

ভট্টাচার্য্য। জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥ ১৭২
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥ ১৭৩
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব-অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৭৪
আত্মারামাদি-শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্-পৃথক্ কৈল পদের অর্থ-নিশ্চয় ॥ ১৭৫
তৎপদপ্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥ ১৭৬
ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের—না হয় কথন ॥ ১৭৭
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন ॥ ১৭৮
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭২-৭৩। **সাক্ষাৎ বৃহস্পতি**—পাণ্ডিত্যে স্বয়ং বৃহস্পতির তুল্য শক্তিশালী। **পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়**—পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায়। **প্রতিভা**—প্রত্যুৎপন্নমতি; নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনী শক্তি। **ইহা বই**—ইহাব্যতীত; তুমি যাহা অর্থ করিলে, তাহাব্যতীত। **আরো অভিপ্রায়**—আরও তাৎপর্য্য; অন্য রকম অর্থ।

১৭৪। **তাঁর নব অর্থ মধ্যে**—ভট্টাচার্য্য যে নয় রকম অর্থ করিয়াছেন, তাঁহার সেই নয় রকম অর্থের মধ্যে। **এক না ছুঁইল**—একটী অর্থকেও স্পর্শ করিলেন না। উক্ত নয় রকম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের অর্থ করিলেন।

১৭৫। **আত্মারামাদি শ্লোকে** ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি-শ্লোকে এগারটী পদ আছে; যথা আত্মারামাঃ, চ, মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ, অপি, উরুক্রমে, কুর্ব্বন্তি, অহৈতুকীং, ভক্তিং, ইত্থম্ভূতগুণঃ, হরিঃ, এই এগারটি পদ।

১৭৬। **তত্তৎপদপ্রাধান্যে**—মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ প্রভৃতি পদের প্রধান প্রধান বিভিন্ন অর্থের সহিত আত্মারাম-শব্দ যোগ করিয়া শ্লোকের মর্ম্মের অনুকূল আঠার রকম অর্থ করিলেন। (বিভিন্ন প্রকারের অর্থ মধ্যের ২৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

১৭৭। **অচিন্ত্য প্রভাব তিনের**—ভগবান্, ভগবানের শক্তি ও ভগবানের গুণাবলী, এই তিনের এমনই অচিন্ত্য-শক্তি যে, তাহারা আত্মারামগণের মনকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ভগবানের ভজন করায়। ইহাই "আত্মারাম" শ্লোকের অভিপ্রায়।

১৭৮। **হরে সিদ্ধ-সাধকের মন**—ভগবান্ তাঁহার শক্তি ও গুণাবলী সাধকগণের মনকে ত হরণ করেই; যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহাদের মনকে পর্য্যন্তও হরণ করে; এই তিনের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের নিকট অন্তবিধ সাধ্য-সাধন সমস্তই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। **অন্য যত সাধ্য সাধন**—স্বর্গাদি বা মোক্ষাদি সাধ্য এবং কর্ম্মাদি সাধন।

১৭৯। ভগবানের অদ্ভুত-গুণাবলী যে সনক-সনাতনাদির মনকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনে নিয়োজিত করিয়াছিল, তদ্বিষয়ক প্রমাণ মধ্যের ২৪শ অধ্যায়ের মূলে দ্রষ্টব্য।

সনকাদি—সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দন। **শুকদেব**—ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবগোস্বামী। **তাহাতে প্রমাণ**—ভগবান্, তাঁর শক্তি ও গুণগণ যে অন্যসাধ্যসাধনকে আচ্ছাদিত করিয়া সিদ্ধ-সাধকের মনকেও হরণ করে, সেই বিষয়ে প্রমাণ। শুক-সনকাদি জন্মাবধিই ব্রহ্মময় ছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গের সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণগুণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত এমনই মুগ্ধ হইয়া গেল যে, জ্ঞানমার্গের সাধন এবং জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য ব্রহ্মসাযুজ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেন।

শুনি ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৮০
ইঁহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া ॥ ১৮১
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ১৮২
দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ॥ ১৮৩
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ১৮৪
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ১৮৫
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ১৮৬
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ ১৮৭
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু-পদ ধরি ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮০। প্রভুর মুখে আত্মারাম-শ্লোকের বহুবিধ অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া গেলেন; তখন সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে—এই সন্ন্যাসী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অপর কেহ নহেন; অবশ্য প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিল; ইহার ফলে সার্ব্বভৌমের চিত্তে নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান জন্মিল—তাঁহার পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করিয়া তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

১৮১। সার্ব্বভৌমের আত্মধিক্কারের প্রকার বলিতেছেন।

১৮২। সার্ব্বভৌম যখন প্রভুর শরণাগত হইলেন, তখন তাঁহাকে বিশেষরূপে কৃপা করার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল।

১৮৩। সার্ব্বভৌমকে প্রভু কি ভাবে কৃপা করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

চতুর্ভুজ রূপ—নারায়ণ রূপ। **শ্যামবংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ**—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ; এই স্থানে বংশীমুখ বলায় দ্বিভুজও বুঝিতে হইবে। এই দ্বিভুজ-মুরলীধরই মহাপ্রভুর পরিচায়ক। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে সর্ব্বাগ্রে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ দেখাইলেন কেন? সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য দর্শন মাত্রেই মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই; মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব-প্রতিভা এবং অসাধারণ-শক্তি (অর্থাৎ কিছু ঐশ্বর্য্য) দেখিয়াই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অবধারিত করিলেন। বোধ হয় এজন্যই মহাপ্রভু অগ্রে তাঁহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মক-চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছেন। আবার স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে গৌররূপে প্রকটিত হইয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্যই পরে নিজের দ্বিভুজ-মুরলীধর মধুর রূপ দেখাইলেন। (১।১।৫৮-৫৯ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-রূপ" দ্রষ্টব্য।

১৮৫। প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের চিত্তে প্রভুর সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরিত হইল; তিনি তখন প্রভুর নাম-প্রেমদানাদিরূপ মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু; যতক্ষণ চিত্তে মলিনতা থাকে, ততক্ষণ ইহা স্ফুরিত হয় না; ভগবানের কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই ইহা স্ফুরিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত গর্ব্বরূপ মলিনতায় সার্ব্বভৌমের চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তিনি প্রভুর সাক্ষাতে থাকিয়াও প্রভুর তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই; এক্ষণে প্রভুর কৃপায় তাঁহার গর্ব্বাদি সমস্ত অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার চিত্তে ভগবত্তত্ত্ব স্ফুরিত হইল।

১৮৭। **শুনি**—সার্ব্বভৌমের কথিত স্তবের শ্লোক শুনিয়া আলিঙ্গনের উপলক্ষ্যে প্রভু সার্ব্বভৌমের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার করিলেন।

১৮৮। সার্ব্বভৌমের দেহে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকাশিত হইল। **থরহরি**—থর্ থর্ করিয়া কম্প।

দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥ ১৮৯
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি—।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি ? ॥ ১৯০
প্রভু কহে—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভাল মতে ॥ ১৯১
তবে ভটাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভটাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল—॥ ১৯২
জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি— এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥ ১৯৩
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ-প্রচণ্ড ॥ ১৯৪
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজবাসা আইলা।
ভটাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯০। **সেই ভট্টাচার্য্যের**—যে ভট্টাচার্য্য শুষ্কজ্ঞানী ও তার্কিক ছিলেন, কলিতে ভগবানের কোনও অবতার আছে বলিয়াই যিনি স্বীকার করিতেন না, তাঁহার।

১৯৪। **তর্কশাস্ত্রে জড়**—তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে আমার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হইয়াছে, আমার হৃদয় লৌহবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে।

১৯৫। **ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ-আচার্য্যদ্বারা মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভুকে আহার করাইলেন।

শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের সঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মিলন-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা ও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা অনেকাংশে একরূপ নহে। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন— সার্ব্বভৌম প্রথমে প্রভুর ভগবত্তা স্বীকার করেন নাই (২।৬।৭৫-১০২)। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রণাম করিলে প্রভু যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে প্রভু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী (২।৬।৪৭-৪৮)। প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম তুষ্ট হইয়াছিলেন (২।৬।৫৪) এবং প্রভুকে প্রকৃতি-বিনীত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তিনি মমত্ব-বুদ্ধিবশতঃ প্রীতিও পোষণ করিয়াছিলেন (২।৬।৬৮)। প্রভুও সার্ব্বভৌমের প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ "সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন" বলিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (২।৬।৫৭-৯)। এই তরুণ সন্ন্যাসী এত অল্প বয়সে কিরূপে তাঁহার সন্ন্যাস রক্ষা করিবেন, ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম উদ্বিগ্নও হইলেন এবং প্রভুকে "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ" করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইবার সঙ্কল্পও করিলেন (২।৬।৭৩-৪)। প্রভুর মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌমের প্রভুসম্বন্ধে এই ভাব দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য মনে খুব দুঃখ পাইলেন এবং প্রভুর ভগবত্তা স্থাপনের জন্য সার্ব্বভৌম ও তদীয় শিষ্যদিগের সহিত তর্ক-বিতর্কও করিলেন (২।৬।৭৬-১০১)। ইহার পরে একদিন সার্ব্বভৌম তাঁহার সঙ্কল্প-অনুসারে প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ-সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল; স্বীয় মায়াবাদ-মতের প্রতিষ্ঠার জন্য সার্ব্বভৌম ছল-বিতণ্ডাদি অনেক উত্থাপিত করিলেন; কিন্তু প্রভু তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত (ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক সিদ্ধান্ত) স্থাপন করিলেন (২।৬।১১২-৬৪)। প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন (২।৬।১৬); তখন প্রভু বলিলেন—সার্ব্বভৌম, বিস্মিত হইও না, আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের ভজন করেন (২।৬।১৬৬-৬৮)।" একথা বলিয়া প্রভু "আত্মারাম"-শ্লোক উচ্চারণ করিলে সার্ব্বভৌম প্রভুর মুখে এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমকেই প্রথমে অর্থ করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য নয় প্রকার অর্থ করিলেন। তখন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ঐ শ্লোকেরই আঠার প্রকার নূতন অর্থ করিলেন। প্রভু-কৃত অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া "প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার" এবং প্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। প্রভুও কৃপা করিয়া তাঁহাকে ষড়্ভুজ-রূপ দর্শন করান। এই অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভু-পদতলে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন এবং উঠিয়া যোড়করে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের মন সম্পূর্ণরূপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরিবর্ত্তিত হইল, প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল (১।৬।১৬৮-৮৮)।

আর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা এইরূপ। নীলাচলে প্রভু "আত্মসঙ্গোপন করি আছে কুতূহলে।" একদিন তিনি নিভৃতে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু; তোমাতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান; তুমিই প্রেমভক্তি দিতে পার। তাই আমি এখানে আসিয়াছি, আমি তোমার শরণ নিলাম। যাতে আমার মঙ্গল হয়, যাতে আমি সংসার-কূপে পতিত না হই, দয়া করিয়া তুমি তাহাই করিবে।" "এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি। সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌর হরি॥ না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম। কহিতে লাগিলা সে জীবের যত ধর্ম্ম॥" প্রভুর ভগবত্তাসম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের জ্ঞান ছিল না, প্রভু কি ভাবে উক্তরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। প্রভুকে জীবতত্ত্ব মনে করিয়া মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তোমার চিত্তে অপূর্ব্ব ভক্তির উদয় হইয়াছে; তোমার উপরে কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে। এ সমস্তই উত্তম। কিন্তু তুমি একটা কাজ ভাল কর নাই; সুবুদ্ধি হইয়া কেন তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছ? সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে অহঙ্কার আসে, সন্ন্যাসী কাহাকেও নমস্কার তো করেনই না, কাহারও নিকটে যোড়হস্তও হন না; বরং যাঁহাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করা সঙ্গত, তাঁহাদের নমস্কার গ্রহণেও ভীত হন না। এসমস্ত আচরণ কিন্তু ভক্তিবিরোধী। 'ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি। এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।'—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৯।১৬) বিধান। সন্ন্যাসের আর একটী দোষ এই যে, সন্ন্যাসী নিজেকে নারায়ণ মনে করেন। গীতাশাস্ত্রমতে (৬।৬), যিনি নিষ্কাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, কেবল পোষাকে কেহ প্রকৃত সন্ন্যাসী হন না। যদি বল শ্রীপাদ শঙ্করও তো জীব ও ঈশ্বরে অভেদ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শঙ্করের মত নহে। "সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্তম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"—ইত্যাদি ষট্পদীস্তোত্রে শঙ্কর বলিয়াছেন—সমুদ্রেরই যেমন তরঙ্গ হয়, কখনও সমুদ্র যেমন তরঙ্গের হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরেরই জীব। তাই বলি, কেন তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে? যদি বল ভক্তিপথাবলম্বী মাধবেন্দ্র-পুরী আদিও তো সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন? কিন্তু তাঁহারা তোমার মত প্রৌঢ়যৌবনে সন্ন্যাসী হন নাই। "সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ বয়সে। গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥" এই বয়সে তোমার কিরূপে সন্ন্যাসে অধিকার জন্মিল? সন্ন্যাসের তোমার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তোমার প্রতি ভক্তির যে কৃপা হইয়াছে, 'যোগীন্দ্রাদি সবেরো দুর্লভ সে প্রসাদ। তবে কেন করিয়াছ এমত প্রমাদ॥" সার্ব্বভৌমের মুখে এসকল ভক্তিযোগের কথা শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥" ইহার পর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—'প্রভু হই নিজদাসে মোহে হেন মতে। এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিব কেমতে॥' যাহা হউক, প্রভুর মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌমের উক্তরূপ কথা শুনিয়া 'হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া। না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া॥' ইহা প্রভুর কৌতুকের হাসি; কিন্তু মায়ামুগ্ধ সার্ব্বভৌম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ইহা প্রভুর একটা কৌতুক রঙ্গ। 'হেনমতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।' যাহা হউক, ইহার পরেও প্রভুর কৌতুক-রঙ্গ চলিল। তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"ভাগবতের কোনও কোনও স্থানে আমার কিছু সন্দেহ আছে; তুমিই আমার সন্দেহের নিরসন করিবার যোগ্যতা ধারণ কর। তোমার মুখে ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা হয়।" কোন্ স্থলে প্রভুর সন্দেহ, সার্ব্বভৌম তাহা জানিতে চাহিলেন। প্রভু "আত্মারাম"-শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করিয়া বলিলেন, ইহার অধিক অর্থ করার আমার আর শক্তি নাই। ইহার পরে ঈষৎ হাস্য-সহকারে প্রভু বলিলেন—"এখন আমার ব্যাখ্যা শুন।" তাহা ঠিক হয় কিনা বিচার করিয়া দেখ।" প্রভুর "ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত। মনে ভাবে—এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লোকব্যাখ্যা করিতে করিতেই প্রভু ষড়্ভুজ-রূপ ধারণ করিয়া সহুঙ্কারে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, কি তোর বিচার। সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥ সন্ন্যাসী কি আমি, হেন তোর চিত্তে লয়। তোর লাগি এথা আমি হইনু উদয়॥" কোটীসূর্য্যময় অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ-রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রভুর হস্তস্পর্শে চেতনা লাভ করিয়া তিনি প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"হেনমতে করি সার্ব্বভৌমের উদ্ধার। নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার॥" (চৈ. ভা. অন্ত্য ৩য় অ.)।

বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণিত কাহিনীর সহিত মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূরের বর্ণনার কোনও অংশেই মিল নাই। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত ঘটনা ঘটিয়াছিল—"নিভৃতে"; সুতরাং তাঁহার বর্ণনা অনুসারেই বুঝা যায়, মহাপ্রভুর তৎকালীন নীলাচল-সঙ্গী শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও উক্ত নিভৃত-আলোচনার সময়ে আলোচনাস্থলে ছিলেন না। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত প্রসঙ্গের একমাত্র সাক্ষী—শ্রীমন্ মহাপ্রভুব্যতীত—হইলেন সার্ব্বভৌম নিজে; তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বরূপদামোদরের নিকটে উক্ত প্রসঙ্গের কথা তিনি বলিয়া থাকিলে স্বরূপদামোদরের কড়চায়ও তাহার উল্লেখ থাকিত বলিয়া এবং দাসগোস্বামীও তাহা জানিতে পারিতেন বলিয়া—সুতরাং কবিরাজগোস্বামীও তাহা বর্ণন করিতেন বলিয়া—অনুমান করা যায়। কিন্তু কবিরাজ তাহা করেন নাই। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দ—স্বয়ং কবিরাজগোস্বামীও—শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা এবং আস্বাদন করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের আস্বাদনের বিষয় ছিল প্রভুর লীলার মাধুর্য্য এবং ভক্তিরস-প্রসঙ্গ। ভক্তিরস-রসিক বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সার্ব্বভৌম-প্রসঙ্গ-বর্ণনায় ভক্তিরসের যে অমৃত-মন্দাকিনী উচ্ছলিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে তাহা পরম-আস্বাদনীয়ই ছিল এবং ঐ বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর যে কৌতুক-রঙ্গের চিত্র বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের নিকট পরম-রমণীয় ছিল। সার্ব্বভৌমের মুখে ভক্তিপ্রসঙ্গের, সন্ন্যাসের অপকারিতার, ষট্পদী স্তোত্রের ভক্তিমুখী ব্যাখ্যার কোনও সমর্থন মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর, স্বরূপদামোদর, দাসগোস্বামী বা অপর কাহারও নিকট হইতে পায়েন নাই বলিয়াই হয়তো কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে সেই সমস্তের উল্লেখ করেন নাই এবং বেদান্ত-বিচারের প্রসঙ্গে সকলেরই সমর্থন আছে বলিয়া তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। এমনও হইতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত বেদান্ত-পাঠন-বেদান্ত-বিচারাদির ন্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত ভক্তিপ্রসঙ্গাদিও ঐতিহাসিক সত্য। রঙ্গিয়া-প্রভু হয়তো কৌতুক-রঙ্গ আস্বাদনের লোভে কোনও একদিন সার্ব্বভৌমকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদ্বারা ভক্তিপ্রসঙ্গাদি বর্ণন করাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমও প্রভুকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহার বৈষ্ণব-ভাবের পরিপুষ্টি সাধক ভক্তিপ্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রভুর সন্ন্যাস-রক্ষাসম্বন্ধে স্বীয় উদ্বিগ্নতাবশতঃ সন্ন্যাসের অপকারিতার কথাও বর্ণন করিয়াছেন। পরে একদিন হয়তো আবার প্রভুকে "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ" করাইবার উদ্দেশ্যে সার্ব্বভৌম প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করেন এবং এই বেদান্ত-পাঠনের পর্য্যবসান হয় বেদান্ত-বিচারে। মুরারিগুপ্তের মতে দ্বিজবৃন্দের সন্নিধানেই—নিভৃত স্থানে নহে—প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত-চিত্তে সার্ব্বভৌম স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর মত গ্রহণ করেন। কবিরাজগোস্বামী যেভাবে "আত্মারাম" শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক। ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে করিতে ভক্তিরস-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া বৃন্দাবনদাসঠাকুর হয়তো শুষ্ক-নীরস-বেদান্ত-বিচার সম্বন্ধে অনুসন্ধানহীন হইয়াই তাহা আর বর্ণন করেন নাই। কবিরাজগোস্বামিকর্ত্তৃক ভক্তিপ্রসঙ্গ বর্ণিত না হওয়ার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অথবা, বৃন্দাবনদাস বর্ণন করিয়াছেন বলিয়াই কবিরাজ তাহা পুনরায় বর্ণন করেন নাই।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতে বেদান্ত-পাঠন বা বেদান্ত-বিচার-সম্বন্ধে কোনও কথা না থাকাতে এবং সার্ব্বভৌমের মুখে কেবলমাত্র ভক্তিপ্রসঙ্গই বর্ণিত হওয়াতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, সার্ব্বভৌম প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিপথাবলম্বী ছিলেন, তিনি মায়াবাদী অদ্বৈত-বেদান্তী ছিলেন না। কিন্তু এই অনুমান বিচার-সহ নহে। সার্ব্বভৌম ভক্তিমার্গাবলম্বীই ছিলেন, মায়াবাদী ছিলেন না—এরূপ কথা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন নাই; বরং তিনি যে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীই ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উক্তি না হইলেও প্রচ্ছন্ন উক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়। "হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার" যিনি ভক্তির প্রতিকূল পন্থায় বিচরণ করেন, ভক্তিপথে আনয়নেই তাঁহার সম্বন্ধে উদ্ধার-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা। যিনি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিপথে আছেন তাঁহার সম্বন্ধে উদ্ধার-শব্দ-প্রয়োগের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না। এই পরিচ্ছেদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারের টীকায় কবিকর্ণপূর এবং মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ হইতে কবিরাজগোস্বামীর উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন। ভূমিকায় "প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী"-শীর্ষক প্রবন্ধে কর্ণপূরের নাটক হইতে "যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতি র্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি। ১০।৫।"—ইত্যাদি যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর ন্যায়ই মায়াবাদী ছিলেন, প্রভুর কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া তিনি যে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, স্বীয়-বন্ধু প্রকাশানন্দকেও তদ্রূপ কৃতার্থতা লাভ করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বে তিনি একবার কাশীতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত কবিকর্ণপূরের বাক্যব্যতীত তাঁহার নাটকেও আরও এমন কতকগুলি উক্তি দৃষ্ট হয়, যাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে মায়াবাদীই ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। এস্থলে দু'একটী বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। গোপীনাথাচার্য্যের মুখে—ঈশ্বরের কৃপাই ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায়,—একথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—(বিহস্য) জ্ঞাতং বৈষ্ণবোঽসি—"ও, বুঝিলাম, তুমি বৈষ্ণব।" তখন গোপীনাথও বলিয়াছিলেন—"যদ্যস্য কৃপা স্যাত্তদা ত্বমপি ভবিষ্যসি—ইঁহার (প্রভুর) কৃপা হইলে তুমিও (বৈষ্ণব) হইবে। নাটক। ৬।৪১।" সার্ব্বভৌম যদি তখনও বৈষ্ণব থাকিতেন, উল্লিখিত বাক্যগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তারপর, সদ্য নিদ্রোত্থিত সার্ব্বভৌম প্রভুপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ যখন স্নান-সন্ধ্যাদি না করিয়াই গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার ভৃত্যগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল—"আমাদের প্রভু যে-ভট্টাচার্য্য কখনও জগন্নাথের প্রসাদান্ন খায়েন নাই, তিনি আজ—ইত্যাদি। তদো অহ্মাণং ঈসলে ভট্টাচালিএ কহিম্পি পসাঅভত্তং ন খাএইসে ঈসলে উম্মত্তে বিঅ (ততোঽস্মাকম্ ঈশো ভট্টাচার্য্যঃ-কদাপি প্রসাদান্নং ন খাদিতঃ স ঈদৃশঃ উন্মত্ত ইব—ইত্যাদি।" পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণব হইলে তিনি মহাপ্রসাদ পূর্ব্বেও গ্রহণ করিতেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে কর্ণপূর তাঁহার নাটকে অন্যত্রও বলিয়াছেন—"বিনা বারীং বদ্ধো বনকরীন্দ্রো ভগবতা, বিনা সেকং স্বেষাং শমিত ইব হৃত্তাপদহনঃ। যদৃচ্ছাযোগেন ব্যরচি যদিদং পণ্ডিতপতেঃ কঠোরং বজ্রাদপ্যমৃতমিব চেতোঽস্য সরসম্॥—এই বন্য-হস্তি-রাজ বারী (হস্তিবন্ধনী-রজ্জু) ব্যতীতই বদ্ধ হইলেন; জলসেক-ব্যতীতই আমাদের হৃদয়ের তাপ প্রশমিত হইল; যেহেতু, ভাগ্যবশতঃ ভগবান্ এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌমের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হৃদয়কে অমৃতের ন্যায় সরস করিয়াছেন।" সার্ব্বভৌমের হৃদয় যে পূর্ব্বে ভক্তিকোমল ছিল না, এই উক্তি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন এবং এই বর্ণনা যে স্বরূপ-দামোদর, রঘুনাথদাসগোস্বামী আদিরও অনুমোদিত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না; কারণ, স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং দাসগোস্বামী আদির উক্তিই যে প্রভুর শেষলীলা-বর্ণনে কবিরাজের প্রধান অবলম্বন, তাহা তিনি নিজেই স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। সার্ব্বভৌম যে পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহার অকাট্য আর একটি প্রমাণ আছে। লক্ষ্মীধরের "অদ্বৈতমকরন্দ" অদ্বৈত-বেদান্তের একখানি প্রসিদ্ধ প্রকরণ-গ্রন্থ; সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের একটী টীকা লিখিয়াছেন; এই টীকাতে তিনি অদ্বৈত-বিরোধী মতের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত-মকরন্দের শুদ্ধিবিধান করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভক্তিপথাবলম্বী হইলে অদ্বৈত-মকরন্দের শুদ্ধিবিধান করিতে যাইতেন না। এই টীকার শেষ শ্লোকে সার্ব্বভৌম তাঁহার পিতা বিশারদকেও "বেদান্তবিদ্যাময়" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥ ১৯৬
পূজারী আনিঞা মালা-প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন-মালা পাইয়া প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ ১৯৭
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া ॥ ১৯৮
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হইল জাগরণ ॥ ১৯৯
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্ফুটে কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঢ়িলা ॥ ২০০
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন ॥ ২০১
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিলা ॥ ২০২
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান-সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২০৩
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২০৪

তথাহি পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শুষ্কমিতি। মহাপ্রসাদং ভগবদ্‌ভুক্তশেষং প্রাপ্তমাত্রেণ যেন তেন রূপেণ প্রাপণেন তৎক্ষণং ভোক্তব্যং অবশ্যং ভোজনীয়ং অত্র ভোক্তব্যে কালবিচারণা কালবিবেচনা ন কর্ত্তব্যা ইতি। কথম্ভূতং প্রসাদং শুষ্কং কঠিনং চিরকালোষিতং পর্য্যুষিতং বাপি দুর্গন্ধং বা দূরদেশতঃ বহুদূরদেশাদপি নীতং আনীতম্ ॥ শ্লোকমালা ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯৬। আর দিন—অন্য একদিন। শয্যোত্থানে—শয্যা হইতে উত্থান সময়ে।

১৯৭। মালা প্রসাদান্ন—জগন্নাথের প্রসাদী মালা এবং তাঁহার প্রসাদী অন্ন।

১৯৮। ঘরে—বাড়ীতে। ত্বরাযুক্ত হৈয়া—খুব তাড়াতাড়ি।

১৯৯। অরুণোদয়কালে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ববর্ত্তী চারিদণ্ড সময়কে অরুণোদয় বলে; সেই সময়েই প্রভু মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়াছিলেন। অথবা, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে; ঊষায়।

২০০। সার্ব্বভৌম স্পষ্টরূপে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। স্ফুট—স্পষ্টরূপে।

২০১। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই সার্ব্বভৌম সম্মুখে প্রভুকে দেখিতে পাইলেন; আর অমনি তাড়াতাড়ি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

২০২-৪। সার্ব্বভৌম সাক্ষাতে আসিতেই অঞ্চল হইতে মহাপ্রসাদান্ন খুলিয়া প্রভু তাঁহার হাতে দিলেন। সার্ব্বভৌম মাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন; তখনও তাঁহার দন্তধাবন করা হয় নাই, মুখ ধোয়া হয় নাই, প্রাতঃস্নান হয় নাই, প্রাতঃসন্ধ্যাও হয় নাই; এসব প্রাতঃকৃত্য না করিয়া কেহই—বিশেষতঃ সার্ব্বভৌমের ন্যায় আচারনিষ্ঠ কোনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই—সাধারণতঃ অন্নগ্রহণ করেন না; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের কঠোরতা ও ভক্তিবিমুখতা দূরীভূত হইয়াছিল; তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে—স্মৃতির আচার অপেক্ষা ভক্তি-অঙ্গের স্থান অনেক উপরে; তাই প্রভু যখন তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন, তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া "শুষ্কং পর্য্যুষিতং" ইত্যাদি মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিলেন। খুলি—অঞ্চল হইতে খুলিয়া। স্নান-সন্ধ্যা—প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা। দন্তধাবন—দাঁতমাজা ও শয্যোত্থানের পর মুখধোয়া। জাড্য—জড়তা; ভক্তিতে অবিশ্বাস; ভক্তিধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া স্মৃতিবিহিত আচার-পালনের কঠোরতা। চৈতন্যপ্রসাদে—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায়। এই শ্লোক—শুষ্কং পর্য্যুষিতং ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লোক। ১৬। অন্বয়। শুষ্কং (শুষ্ক—শুষ্কই হউক), বা (অথবা) পর্য্যুষিতং অপি (বাসিও—বাসিই হউক), বা (কিম্বা) দূরদেশতঃ (দূরদেশ হইতে) নীতং (আনীত—আনীতই বা হউক) [মহাপ্রসাদান্নং] (মহাপ্রসাদান্ন)

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন দেশেতি। যস্মান্নস্য রন্ধনী স্বয়ং লক্ষ্মীঃ তস্য ভোক্তা স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ। তদ্ভুক্তশেষং দ্রুতং শীঘ্রং ভোক্তব্যং ভোজনীয়ং অত্র দেশাদীনাং নিয়মো নাস্তীতি হরিরব্রবীৎ ॥ শ্লোকমালা ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাপ্তমাত্রেণ (প্রাপ্তিমাত্রেই—যখন পাওয়া যাইবে, কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎই) ভোক্তব্যং (ভোজনীয়—ভোজন করিতে হইবে) ; অত্র (এই বিষয়ে) কালবিচারণা (কোনও রূপ কালবিচার—সময়ের বিচার) ন (করিবে না)।

অনুবাদ। মহাপ্রসাদ—শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই (পঁচাই) হউক, কিম্বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক,—যখনই পাওয়া যাইবে, ঠিক তৎক্ষণাৎই ভোজন করিতে হইবে ; এই বিষয়ে সময়াদির কোনওরূপ বিচার করিবে না। ১৬

মহাপ্রসাদ সাধারণ অন্ন নহে ; ইহা চিন্ময় বস্তু ; এজন্য ইহা যদি **শুষ্ক**—শুক্‌না হয় (ভোগের পরে অনেকক্ষণ খোলা-অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে রৌদ্রবাতাসে প্রসাদান্ন শুকাইয়া যায়) ; কিম্বা **পর্য্যুষিতং**—বাসি, পঁচা দুর্গন্ধ হয় ; কিম্বা যদি **দূরদেশতঃ নীতং**—বহু দূরদেশ হইতে আনীতও হয় (দূরদেশ হইতে আনীত হইলে অপবিত্র স্থানের উপর দিয়াও আনা হইতে পারে, কিম্বা অস্পৃশ্য জাতির দ্বারা স্পৃষ্টও হইতে পারে ; কিন্তু অপবিত্র স্থানের উপর দিয়া আনা হইলেও কিম্বা অস্পৃশ্য জাতিদ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও মহাপ্রসাদান্ন অপবিত্র বা অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না ; কাজেই সেই প্রসাদান্নও) পাওয়া মাত্রেই—কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎই—**ভোক্তব্যং**—ভোজন করিতে হইবে। ইহাই বিধি (তব্য-প্রত্যয়ে বিধি সূচিত হইতেছে)। **নাত্র কালবিচারণা**—মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে কোনও রূপ সময়ের বিচার করিবে না ; সকালে হউক, সন্ধ্যায় হউক, দিবায় হউক, রাত্রিতে হউক, স্নানের পর হউক বা পূর্ব্বে হউক, নিত্যকরণীয় সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাধা হওয়ার পূর্ব্বে হউক বা পরে হউক—যে কোনও সময়েই মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইবে, সেই সময়েই তাহা ভোজম করিতে হইবে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। তত্র (সেই বিষয়ে—মহাপ্রসাদ ভোজন বিষয়ে) দেশনিয়মঃ (স্থানাস্থানের নিয়ম) ন (নাই), তথা (এবং) কালনিয়মঃ (সময়াসময়ের নিয়মও) ন (নাই)। শিষ্টৈঃ (শিষ্ট বা সাধুব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) প্রাপ্তং (প্রাপ্ত) অন্নং (মহাপ্রসাদান্ন) দ্রুতং (শীঘ্রই—প্রাপ্তিমাত্রেই) ভোক্তব্যং (ভোজনীয়—ভোজন করার যোগ্য) ; [ইতি] (ইহাই) হরিঃ (শ্রীহরি) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন)।

অনুবাদ। ইহাতে (এই মহাপ্রসাদ-ভোজন-বিষয়ে) দেশের (স্থানাস্থানের) নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই। (যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইবে, সেই স্থান এবং সেই সময়েই) শিষ্টব্যক্তিগণ অনতিবিলম্বে তাহা ভক্ষণ করিবেন। স্বয়ং শ্রীহরি ইহা বলিয়াছেন। ১৭

ন দেশনিয়মঃ—পবিত্র স্থানই হউক, কি অপবিত্র স্থানই হউক ; অপবিত্র স্থানেও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা যায়।

উক্ত শ্লোক দুইটী মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। মহাপ্রসাদ এতই পবিত্র যে দেশ-কালাদির অপবিত্রতায় ইহা অপবিত্র হয় না ; যে ব্যক্তি সামাজিক ভাবে অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য, তাহার বা অন্য কোনও অপবিত্র লোকের স্পর্শদোষেও মহাপ্রসাদ অপবিত্র হয় না। এমন কি কুকুরের উচ্ছিষ্ট হইলেও মহাপ্রসাদ অপবিত্র হয় না। এইরূপই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ সামাজিক বিধি-নিষেধের অতীত। শ্রীভগবানের অধরস্পর্শে চিন্ময়ত্ব লাভ করে বলিয়াই মহাপ্রসাদের এতাদৃশ মহিমা। কেহ কেহ বলেন—কেবল শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেই শ্লোক দুইটী কথিত হইয়াছে ; জগন্নাথের মহাপ্রসাদসম্বন্ধেই দেশকাল-পাত্রাদির বিচার করিবে না—অপর মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে দেশ-কালাদির বিচার কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা বিচারসহ কথা নহে, সঙ্গত কথা নহে। শ্রীজগন্নাথ যেমন চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহ—বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথাদি, নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌরাঙ্গাদি, কিম্বা যে কোনও ভক্তের গৃহস্থিত যে কোনও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদিই তেমনই

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২০৫
দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দোঁহার স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন ॥ ২০৬
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ২০৭
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥ ২০৮
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহ ; এবং শ্রীজগন্নাথের উচ্ছিষ্টের ন্যায় তাঁহাদের উচ্ছিষ্টও চিন্ময় ও পবিত্র এবং তুল্যরূপ মহিমাসমন্বিত। সুতরাং জগন্নাথ ব্যতিরিক্ত অন্য ভগবদ্‌বিগ্রহের প্রসাদসম্বন্ধেও দেশ কাল পাত্রাদির বিচার খাটিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদাদির সম্বন্ধে দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার করিতে গেলে মহাপ্রসাদের—এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদির—অবমাননা করা হইবে ; সুতরাং এরূপ আচরণ অপরাধজনক। যাঁহারা সামাজিক বিধি-নিষেধকেই ভক্তির উপরে স্থান দিয়া থাকেন, তাঁহারাই এইরূপ আচরণের দ্বারা মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পায়েন। আবার কেহ কেহ বলেন—শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন ; তাই শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ বিধি-নিষেধের অতীত। এই উক্তিও তুল্যরূপে অসঙ্গত এবং বিচারাসহ। পাচক বা পাচিকার পার্থক্যানুসারে পাচিত অন্নের গুণাদির পার্থক্য হইতে পারে ; কিন্তু সেই অন্ন যখন শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন—জগন্নাথস্বরূপেই করুন, কি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই করুন, কোনও ধামস্থিত বিগ্রহরূপেই করুন, বা কোনও ভক্তের গৃহস্থিত বিগ্রহরূপেই করুন, যে স্বরূপেই হউক, শ্রীভগবান্ যখন সেই পাচিত অন্ন অঙ্গীকার করিবেন—তখনই তাহা চিন্ময় ও পরম পবিত্র হইয়া যাইবে ; বিভিন্ন স্বরূপে যেমন একই ভগবান্, তেমনি বিভিন্ন ভগবদ্‌বিগ্রহের উচ্ছিষ্টরূপে তুল্যমাহাত্ম্যযুক্ত একই মহাপ্রসাদ— তুল্যরূপেই দেশ-কাল-পাত্রাদিসম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের অতীত! শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবই রন্ধন করেন—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, রন্ধনের পরে কিন্তু জগন্নাথের সেবক মানুষই সেই পাচিত অন্ন বহন করিয়া ভোগের নিমিত্ত জগন্নাথের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন ; মানুষের স্পর্শে শ্রীক্ষেত্রে যদি পাচিত অন্ন ভোগের অনুপযোগী না হয়, অন্যত্রই বা হইবে কেন? শ্রীক্ষেত্রব্যতীত অন্যস্থানে ভগবান্ যে কোনও পাচিত ভোগের দ্রব্য অঙ্গীকার করেন না, ইহা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তাহাই যদি হয়, তবে অন্য স্থানের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ন্যূন হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতুই দেখা যায় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম॥ ৩।১৬।৫৪॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে কোনও রূপের উচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ। এই মহাপ্রসাদের অসাধারণ মাহাত্ম্যের হেতুর কথাও প্রভু জানাইয়া গিয়াছেন ; রন্ধনের বৈশিষ্ট্যই এই মাহাত্ম্যের হেতু নয় ; নিবেদিত বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হয় বলিয়াই ইহার এত মাহাত্ম্য। "এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হইতে আইল।, কৃষ্ণের অধরামৃত ইহঁা সঞ্চারিল। ৩।১৬।৮১॥ আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন। আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ॥ তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥ ৩।১৬।১০৪-৫॥" এই যে "আপনা বিনু অন্য স্বাদ করায় বিস্মারণ।" —ইহা তো ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরীদের কথা—"ইতর-রাগ-বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ বলিয়া উভয়ের অধরামৃতেরই সমান মাহাত্ম্য। কিন্তু "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে বৈষ্ণবে নামব্রহ্মণি। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব বর্ত্ততে।"

২০৫। দেখি—মহাপ্রসাদে সার্ব্বভৌমের শ্রদ্ধা দেখিয়া মহাপ্রসাদে অচল অটল বিশ্বাস শুদ্ধাভক্তির অতি উচ্চস্তরের লক্ষণ ; সার্ব্বভৌমকে এই উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল।

২০৮-৯। প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন :—

"সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হওয়াতে আজি আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইল, আজ ত্রিভুবন জয় করিলাম এবং বৈকুণ্ঠলাভ করিলাম।" জগতের জীবগণকে শুদ্ধাভক্তি গ্রহণ করানই মহাপ্রভুর অভিলাষ ছিল ; সার্ব্বভৌম-

আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥ ২১০

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভট্টাচার্য্য ছিলেন ভক্তি-বিরোধী, কুতার্কিক; তিনি আবার অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিতেন। এক্ষণে এইরূপ অদ্বিতীয়-পণ্ডিত ও অসামান্য প্রতিপত্তিশালী সার্ব্বভৌম যখন শুদ্ধাভক্তি গ্রহণ করিলেন (মহাপ্রসাদে বিশ্বাস শুদ্ধাভক্তির একটি লক্ষণ), তখন অন্যান্য প্রায় সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে উহা গ্রহণ করিবে; সুতরাং সার্ব্বভৌমকে প্রেমভক্তি লওয়ানেই প্রকারান্তরে জগতের জীবকে প্রেমভক্তি লওয়ান হইল। এই অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু বলিয়াছেন "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম. অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি যেমন দুর্ল্লভ, জগতের জীবকে প্রেমভক্তি লওয়ানও তেমনি দুঃসাধ্য; কিন্তু সার্ব্বভৌমের প্রেমভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই আজ তাহা সুসাধ্য হইল।" কর্ণপূর বলেন, পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ গ্রহণই করিতেন না।

২১০। **নিষ্কপটে**—বেদধর্ম্ম-প্রাতঃসন্ধ্যাদি ত্যাগ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাতেই সার্ব্বভৌমের নিষ্কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে। **কৃষ্ণাশ্রয়**—কৃষ্ণই আশ্রয় বা একমাত্র স্মরণ যাঁহার; কৃষ্ণৈকশরণ। **কৃষ্ণ নিষ্কপটে**—শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমভক্তি না দিয়া ভুক্তিমুক্তি আদি দিয়াই কোনও ভক্তের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহেন, তখনও সেই ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের দয়া প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু তাহা কৃষ্ণের কপট দয়া; কারণ, যাহা দেওয়ার জিনিসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রেমভক্তি তিনি দিতেছেন না, তাহা লুকাইয়া রাখিতেছেন; এই লুকাইয়া রাখাই কপটতা। প্রেমভক্তি দিতেছেন না বলিয়া কৃষ্ণের কৃপাকে এস্থলে কপটতা বলা হইতেছে বটে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কপটতা নহে; যিনি যে বস্তু চাহেন, তাঁহাকে সে বস্তু না দিয়া, সেই বস্তু বলিয়া অপর বস্তু দিলেই কপটতা প্রকাশ পায়। যে ভক্ত প্রেমভক্তি চাহেন, কৃষ্ণ যদি তাঁহাকে প্রেমভক্তি না দিয়া ভুক্তিমুক্তিমাত্র দিয়াই বলেন যে—ইহাই প্রেমভক্তি, তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত কপটতা প্রকাশ পায়। ভুক্তিমুক্তি পাইয়াই যিনি সন্তুষ্ট, তিনি নিশ্চয়ই প্রেমভক্তি পাওয়ার যোগ্য নহেন; তাঁহাকে প্রেমভক্তি না দিয়া ভুক্তিমুক্তি দান করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণের কপটতা প্রকাশ পাইবে না; এস্থলে বাস্তবিক কপটতা ভুক্তিমুক্তিকামী ভক্তের; কারণ, ভজন বলিতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনা সূচিত হয়; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন—নিজের ভুক্তিমুক্তির নিমিত্ত—কেবল মাত্র প্রেমভক্তি বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত নহে—তাঁহার ভজন যে কপটতাময় তাহাতে সন্দেহ নাই; "কৈতব—আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্যকামনা॥" ভক্তের এই কপটতাই ভগবানের কৃপায় প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে কপটতার আভাস দিয়া থাকে। অথবা, পরমকরুণ ভগবান্ সেই কপট-ভক্তকেও প্রেমভক্তি দিতে একান্ত ইচ্ছুক; কিন্তু ভক্তের ভজন কপটতাময় বলিয়া—প্রেমভক্তি গ্রহণে ভক্ত অযোগ্য বলিয়া—তিনি তাঁহাকে তাহা দিতে পারিতেছেন না। ভক্তকে তাহা দেখাইলে হয়তো ভক্ত তাহা চাহিয়া বসিবে, কিন্তু প্রেমভক্তির অযোগ্য বলিয়া তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন না; তাই ভগবান্—পায়সান্নপ্রার্থী অথচ ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন রুগ্ন সন্তানের নিকট হইতে মাতা যেমন পায়সপাত্র লুকাইয়া রাখেন, ভগবান্ও তদ্রূপ—সেই কপটভক্তের নিকট হইতে প্রেমভক্তি লুকাইয়া রাখেন বলিয়া তাঁহার কৃপাকে কপট-কৃপা বলা যায়। কিন্তু সার্ব্বভৌম কপট নহেন—তিনি ভুক্তিমুক্তি চাহেন না, সংসারে মান-সম্মান প্রতিপত্তি চাহেন না; যদি চাহিতেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসীদেরও গুরুস্থানীয় প্রামাণিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া স্নান-সন্ধ্যা না করিয়া—এমন কি প্রাতঃকৃত্য না করিয়াই—মহাপ্রসাদ মুখে দিতেন না; এরূপ আচরণে যে তাঁহার গ্লানি হইবে, তাহাও একবার ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না। তিনি চাহেন শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় তাঁহার ভজন—নিষ্কপট ভজন তাঁহার; তাই শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভাণ্ডারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা ছিল, সেই প্রেমভক্তি নিষ্কপটে তাঁহাকে দান করিলেন, কিছুই লুকাইয়া রাখিলেন না।

২১১। **আজি খণ্ডিল** ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি সদয় হওয়াতে ভগবৎ-তত্ত্ব তোমাতে স্ফুরিত

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদভক্ষণ ॥ ২১২

তথাহি (ভাঃ—২।৭।৪১)—
যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদি ন কোঽপি বিদন্তি তর্হি কথং মুচ্যেরন্ তৎকৃপয়ৈবেত্যাহ যেষামিতি দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ। তে চ যদি নিষ্কপটাশ্রিতচরণা ভবন্তি। তে দুস্তরামপি দেবমায়ামতিতরন্তি চকারাৎ মায়াবৈভবং বিদন্তি চ। অথেতি বা পাঠঃ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণমিত্যাহ নৈষামিতি। এষাং শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে ॥ স্বামী ॥ ১৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছে; এজন্যই তোমার দেহে আত্মবুদ্ধি এবং আত্মাতে দেহবুদ্ধি দূর হওয়ায় তোমার সর্ব্ববিধ বন্ধন দূর হইয়াছে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির কারণ অবিদ্যা বা মায়া; ভগবানের কৃপায় ভগবত্তত্ত্ব স্ফুরিত হওয়ায় এবং অকপটে তাঁহার শরণ লওয়ায় আজ তোমার মায়ার বন্ধনও দূর হইল—' মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গীতা ।৭।১৪ ॥" এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোক।

২১২। **আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য** ইত্যাদি - কৃষ্ণকৃপায় মায়ার বন্ধনাদি ছিন্ন হওয়ায় এবং হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি স্ফুরিত হওয়ায় তোমার মন এখন অতি পবিত্র অবস্থায় আছে; সুতরাং তোমার মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছে। **বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি**—স্নানসন্ধ্যা না করিয়া ভোজন করা বেদধর্ম্মে নিষিদ্ধ। সার্ব্বভৌম এই নিষেধ-বিধির লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াছেন; ইহাতেই চিত্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ একনিষ্ঠতা যখন জন্মে, তখনই ভক্তের মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করতে পারে। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম যে বিচারপূর্ব্বক বেদধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা নহে। শুদ্ধাভক্তির কৃপায় শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার ফলে তাঁহার বেদবিধি-ত্যাগ হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। স এব (সেই) অনন্তঃ (অনন্ত) ভগবান্ (ভগবান্) যেষাং (যাঁহাদিগকে) দয়য়েৎ (দয়া করেন), তে চ (তাঁহারা) যদি (যদি) নির্ব্ব্যলীকং (অকপট ভাবে) সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ (সর্ব্বপ্রকারে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করেন) [তে] (তাঁহারা) দুস্তরাং (দুস্তর) দেবমায়াং (দেবমায়া) অতিতরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন); শ্বশৃগালভক্ষ্যে (কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্যদেহে) এষাং (তাঁহাদের) মম অহং ধীঃ (আমার ও আমি—এইবুদ্ধি) ন (থাকে না)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন—"সেই ভগবান্ অনন্ত যাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যদি অকপটহৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হন, তবেই তাঁহারা অতি দুস্তর-দৈবীমায়ার পারে গমন করিতে ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতেও পারেন; তখন আর কুক্কুর ও শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদিগের 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মে না। ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে—"হে নারদ! তোমার অগ্রজ মুনিগণ এবং আমি স্বয়ং ব্রহ্মা ভগবানের মায়াশক্তির অন্ত জানিতে পারি নাই। সহস্রবদন অনন্তদেবও তাঁহার গুণ গান করিয়া অন্ত পান না।" একথা শুনিলে লোকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে—যদি কেহই তাহা জানিতে না পারে, তাহা হইলে কিরূপে লোক মায়ামুক্ত হইতে পারিবে? ইহার উত্তরেই বলিতেছেন—"যেষাং স এব ভগবান্" ইত্যাদি—সেই ভগবান্ যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহারাই মায়ামুক্ত হইতে পারেন; অন্যে পারে না। সূর্য্য যেমন সকল স্থানেই সমানভাবে কিরণ বিতরণ করিতেছেন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও তো সকল জীবের প্রতি সমভাবে কৃপা বিতরণ করিতেছেন; কারণ, ভগবানের তো পক্ষপাতিত্ব নাই, আর জীবনিস্তারের জন্যই তো তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা—

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে। সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩।২।৫ ॥" তাহা হইলে সকল জীবই কি মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? না, সকলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না; যাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, তাঁহারা যদি **নির্ব্ব্যলীকং**—অকপটভাবে, সর্ব্ববিধ কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল অন্তঃকরণে **সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ**—সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হয়েন, সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা **দুস্তরা**—দুস্তরণীয়া, জীব নিজের চেষ্টায় কিছুতেই যাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না, এইরূপ **দেবমায়াং**—ভগবানের মায়া **অতিতরন্তি**—উত্তীর্ণ হইতে পারে। মায়াসমুদ্র পার হইতে হইলে দরকার দুইটী জিনিসের—প্রথমতঃ ভগবানের দয়া, দ্বিতীয়তঃ ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে অকপট আত্মসমর্পণ। ভগবানের দয়াব্যতীত আত্মসমর্পণের যোগ্যতাও জীব লাভ করিতে পারে না; সূর্য্যরশ্মির স্থায় যেই দয়া নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে, এই দয়া সেই দয়া নহে; সেই দয়াদ্বারা আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে সকলেই আত্মসমর্পণ করিতে পারিত এবং সকলেই মায়ামুক্ত হইতে পারিত। জীবের আত্ম-সমর্পণের যোগ্যতাবিধায়িনী দয়া ভক্তযোগেই সাধারণতঃ প্রথমে প্রকাশিত হয়; মহৎকৃপারূপে ভগবৎকৃপা প্রথমে যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়, তিনিই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। তাই এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"কেন লক্ষণেন তস্য দয়া জ্ঞাতব্যেত্যত আহ সর্ব্বাত্মনা জ্ঞানকর্ম্মাদিনিরপেক্ষতয়া নির্ব্যলীকং নিষ্কপটং নিষ্কামমিতি যাবৎ।—ভগবানের যে দয়া হইয়াছে, কোন্ লক্ষণে তাহা জানা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—নিষ্কপটভাবে এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিনিরপেক্ষভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয়ের চেষ্টা দ্বারাই ভগবৎ-কৃপার পরিচয় পাওয়া যাইবে।" ভগবৎকৃপা যখন কোনও মহতের ভিতর দিয়া মহৎ-কৃপারূপে কাহারও প্রতি প্রসন্ন হয়, তখনই সেই কৃপার প্রভাবে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিতে পারে; যখন দেখা যায় যে, এইভাবে কেহ আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে। আত্মসমর্পণের চেষ্টা দ্বারা জীব আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করে—এই চেষ্টা হইতেছে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন। ভজনের প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা—সমস্ত অনর্থ—যখন দূরীভূত হইবে, তখনই জীব ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই দুস্তরণীয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। শ্লোকে "অতিতরন্তি চ দেবমায়াং" এই বাক্যে যে চ-কার আছে, চক্রবর্ত্তিপাদ (এবং শ্রীজীবগোস্বামীও) বলেন—যাহারা ভগবৎকৃপায় ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা মায়াতো উত্তীর্ণ হনই, অধিকন্তু ভগবানের তত্ত্বও জানিতে পারেন, ইহাই চ-কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে। তাঁহারা যে মায়া উত্তীর্ণ হইলেন, তাহা কি লক্ষণে জানা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**এষাং শ্বশৃগালভক্ষ্যে** ইত্যাদি—কুক্কুর ও শৃগালের ভক্ষ্য এই যে মায়িক দেহ, এই দেহেতে তাঁহাদের আর "আমি-আমার জ্ঞান" থাকিবে না—এই দেহ আমার, কি এই দেহই আমি—ইত্যাদি বুদ্ধি তখন আর তাঁহাদের থাকিবে না; মায়াপাশ যাঁহাদের ছুটিয়া যায়, দেহ-দৈহিক বস্তুতে তাঁহাদের আর কোনওরূপ আসক্তি থাকে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২১০-১২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক; সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য নিষ্কপটে ভগবচ্চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন; ভগবান্‌ও নিষ্কপটে তাঁহাকে কৃপা করিয়া তাঁহার দেহাদিবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া দিলেন।

১৩। **নিজ স্থানে**—নিজের বাসায়। **সেই হৈতে**—যে দিন স্নান-সন্ধ্যা না করিয়াই সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে। সেই দিন সার্ব্বভৌমকে "প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ ২।৬।২০৫ ॥" এই আলিঙ্গন-স্থলেই প্রভু তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে কৃপা করিয়াছিলেন; এই কৃপার ফলেই তাঁহার **খণ্ডিল অভিমান**—আমি জ্ঞানী, আমি পণ্ডিত, ইত্যাদি অভিমান ঘুচিয়া গেল।

চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান ॥ ২১৪
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরিহরি' বলি নাচে করতালি দিয়া ॥ ২১৫
আরদিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু-স্থানে ॥ ২১৬
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব-দুর্ম্মতি ॥ ২১৭
ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৮

তথাহি বৃহন্নারদীয়পুরাণে (৩৮।১২৬)—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ১৯
এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥ ২১৯
গোপীনাথাচার্য্য বোলে—আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য! তোমার সেই ত হইল ॥ ২২০
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে—।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২২১
তুমি মহাভাগবত,—আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১৪। সেই দিন হইতেই সার্ব্বভৌম একান্তভাবে প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন; এবং সেইদিন হইতেই তিনি সমস্ত শাস্ত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

২১৬। **চলিলা দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথের দর্শনে। তিনি জগন্নাথকে দর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্দিরে না গিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২১৭। **পূর্ব্ব দুর্ম্মতি**—প্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে যেরূপে শাস্ত্রের ভক্তিবিরোধী ব্যাখ্যা করিতেন, যেরূপে ভক্তি-বিরুদ্ধ তর্কাদি করিতেন, তৎসমস্ত বিবরণ এক্ষণে প্রভুর নিকটে খুলিয়া বলিলেন।

২১৮। **ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ**—সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির বিবিধ অঙ্গের মধ্যে কোন্ অঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহা জানিবার জন্য সার্ব্বভৌমের বাসনা হইলে মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন যে, নামসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

এই উক্তির প্রমাণরূপে প্রভু নিম্নোদ্ধৃত হরের্নাম-শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৩ শ্লোকে এবং ১।১৭।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২১৯। **এই শ্লোকের অর্থ**—১।১৭।১৯-২২ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

২২০। **পূর্ব্বে যে কহিল**—এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২ এবং ১০০ পয়ারের উক্তি।

২২১। **তোমার সম্বন্ধে**—তোমার প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা এবং আমি তোমার আত্মীয় (সম্বন্ধী); তাই প্রভু আমাকে কৃপা করিয়াছেন; নতুবা, আমি তাঁহার কৃপালাভের যোগ্য নহি। অথবা, **তোমার সম্বন্ধে**—আমার সহিত তোমার কৃপার সম্বন্ধ আছে বলিয়া; তুমি আমাকে কৃপা করিয়াছ বলিয়া।

২২২। **তর্ক-অন্ধে**—তর্ক করিতে করিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছি অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি।

ভক্তের সহিত যাহার কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকে, তাহার প্রতিও যে ভগবানের কৃপা হয়, কুলীনগ্রামীদের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুলীনগ্রামবাসী শ্রীগুণরাজখান তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু গুণরাজখানের এই উক্তির উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥ তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥ ২।১৫।১০১-২॥" অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়। শূকর

বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল—যাঞা করহ জগন্নাথ দরশন ॥ ২২৩
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২২৪
উত্তম-উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ-বিপ্র-হাতে দুইজনা সঙ্গে দিলা ॥ ২২৫
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি দিল জগদানন্দ-হাথে ॥ ২২৬
প্রভু-স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২২৭
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল ॥ ২২৮
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্ত্যে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২২৯

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৭৪)

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২০ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বৈরাগ্যেতি। য একঃ পুরাণঃ প্রধানঃ পুরুষঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগং শিক্ষার্থং বৈরাগ্য-বিধানং নিজভক্তিযোগমিতিদ্বয়ং লোকে উপদেশার্থং যঃ কৃপাম্বুধিঃ দয়াসমুদ্রঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী ভবতি তং চৈতন্যচন্দ্রং মৎপ্রভুমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমালা ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥ ১।১০।৮১ ॥" শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমও এস্থলে শ্রীপাদ গোপীনাথ আচার্যকে বলিতেছেন—"তুমি মহাভাগবত, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রভু আমাকে কৃপা করিয়াছেন।"

২২৫। **নিজ বিপ্র হাতে**—নিজের ব্রাহ্মণের হাতে সেই মহাপ্রসাদ দিয়া। **দুইজনা** ইত্যাদি—জগদানন্দ ও দামোদর এই দুইজনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

২২৬। **নিজ দুই শ্লোক**—সার্ব্বভৌম নিজের কৃত (নিম্নোদ্ধৃত) দুইটী শ্লোক এক তালপত্রে লিখিয়া প্রভুকে দেওয়ার জন্য জগদানন্দের হাতে দিলেন।

২২৭। **প্রসাদ-পত্রী**—মহাপ্রসাদ এবং পত্রী অর্থাৎ যে তালপাতে উক্ত শ্লোক দুইটী লিখিত ছিল, তাহা। **তার হাতে**—জগদানন্দের হাতে।

২২৮। শ্লোক দুইটী পাঠ করিয়াই মুকুন্দদত্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তালপত্রটী ছিঁড়িয়া ফেলিবেন ; এজন্যই তিনি শ্লোক দুইটী রক্ষা করার জন্য **বাহির-ভিতে**—বাহিরের দেওয়ালের গায়ে লিখিয়া রাখিলেন এবং তাহার পরে তালপত্রটী জগদানন্দের হাতে ফিরাইয়া দিলেন ; জগদানন্দ তখন তাহা প্রভুর হাতে দিলেন।

২২৯। **চিরিয়া ফেলিল**—নিজের স্তুতিসূচক শ্লোক বলিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। **ভিত্ত্যে**—দেওয়ালের গায়ে। **কণ্ঠে কৈল**—মুখস্থ করিল। মহাপ্রভুর গুণবর্ণনাসূচক উপাদেয় শ্লোক বলিয়া লোভবশতঃ ভক্তগণ ঐ শ্লোক-দুইটী মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। এই শ্লোক দুইটী চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। **অন্বয়।** যঃ (যিনি—যে) একঃ (এক) কৃপাম্বুধিঃ (কৃপাসমুদ্র) পুরাণঃ (আদি) পুরুষঃ (পুরুষ) বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং (বৈরাগবিদ্যা এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ), তং (তাঁহাকে) অহং (আমি) প্রপদ্যে (শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ। বৈরাগবিদ্যা (বৈরাগ্যের বিধানাদি) এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত যে করুণাসিন্ধু এক পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। ২০

গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত কথাবার্তায় সার্ব্বভৌম প্রথমে মহাপ্রভুকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; মহাভাগবত মাত্র বলিয়াছেন (৩।৬।৯২)। প্রভুর কৃপা হওয়ায় এক্ষণে তিনি প্রভুকে "একঃ পুরাণঃ পুরুষঃ

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২১ ॥

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কালাৎ কালদোষাৎ নষ্টং অপ্রচররূপং নিজং স্वবিষয়ং ভক্তিযোগং পুনঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং সর্ব্বত্র প্রকটীকর্ত্তুং যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূতঃ প্রকটিতবান্। তস্য পাদারবিন্দে পাদকমলে চিত্তভৃঙ্গঃ গাঢ়ং গাঢ়ং অতিশয়ং যথা স্যাৎ তথা লীয়তাং লীনো ভবতু ॥ শ্লোকমালা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছেন। একঃ—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্; অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। **পুরাণঃ পুরুষঃ**—আদিপুরুষ; সকলের আদি যিনি; সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহকে প্রকটিত করিয়াছেন; স্বয়ংভগবান্ আদিপুরুষের দুইটি স্বরূপ আছে—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ; এস্থলে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই শ্লোকে বলা হইল। **শরীর**—বিগ্রহ, স্বরূপ। কি নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? **বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং**—বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **বৈরাগ্যবিদ্যা**—বৈরাগ্যবিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞান; বৈরাগ্যের বিধান; সন্ন্যাসীর আচরণ; প্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা শিক্ষা দিয়াছেন; কখনও তিনি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই; কখনও ভাল খাওয়া-পরা অঙ্গীকার করেন নাই; সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনবিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—এসমস্তই মোটামুটিভাবে বৈরাগ্যের বিধান। **নিজভক্তিযোগ**—নিজের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-বিষয়ে ভক্তিযোগ; কিরূপে শ্রীকৃষ্ণভক্তি করিতে হয়, প্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কেন তিনি জীবের জন্য এত সব করিলেন? তিনি **কৃপাম্বুধিঃ**—কৃপার সমুদ্র বলিয়াই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এরূপ করিয়া গিয়াছেন।

শ্লো। ২১। অন্বয়। কালাৎ (কালপ্রভাবে) নষ্টং (নষ্টপ্রায়—অপ্রচারিত) নিজং (স্ববিষয়ক) ভক্তিযোগং (ভক্তিযোগ) প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনরায় প্রকাশ করার নিমিত্ত) কৃষ্ণচৈতন্যনামা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক) যঃ (যিনি) আবির্ভূতঃ (আবির্ভূত হইয়াছেন), তস্য (তাঁহার) পাদারবিন্দে (চরণকমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (চিত্তরূপ ভ্রমর) গাঢ়ং গাঢ়ং (গাঢ়রূপে—অতিশয়রূপে) লীয়তাং (লীন—আসক্ত—হউক)।

অনুবাদ। কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় (অপ্রচারিত) স্ববিষয়ক-ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক। ২১

কালাৎ নষ্টং—কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায়। স্বয়ংভগবানের প্রাকট্যের নিয়ম এই যে "ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার ॥ ১৩৪ ॥" এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কোনও এক কলিতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করিয়া ভক্তি-সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শেষ যেই সময়ে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কলি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় পূর্ব্বপ্রচারিত ভক্তিযোগ জগতে প্রায় লুপ্ত—অপ্রচারিত—হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার পুনরায় প্রচারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণ-কমলে স্বীয় চিত্তভৃঙ্গ যাহাতে গাঢ়রূপে লীন হইয়া থাকিতে পারে, তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণসেবা-রসে তাঁহার মন যেন ভরপুর হইয়া থাকে—ইহাই সার্ব্বভৌমের প্রার্থনা।

২৩০। **এই দুই শ্লোক**—পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক দুইটী; এই দুইটী শ্লোকই সার্ব্বভৌম তালপত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। **ভক্তকণ্ঠে রত্নহার**—উক্ত শ্লোক দুইটীকে ভক্তগণ রত্নহারের ন্যায় অতি যত্নে ও অতি আদরে কণ্ঠে ধারণ করেন অর্থাৎ অত্যন্ত যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন।

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেবা নাহি জানে আন ॥ ২৩১
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম ॥ ২৩২
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৩৩
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা ॥ ২৩৪

তথাহি (ভা.—১০।১৪।৮)

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তস্মাদ্ ভক্তিরেব সমচ্ছত ইত্যাহ—তত্তেঽনুকম্পামিতি। সুসমীক্ষ্যমাণস্তব কৃপা কদা ভবিষ্যতীতি বহুমন্যমানঃ যার্জ্জিতং চ কর্ম্মফলমনাসক্তঃ সন্ ভুঞ্জান এব নাতীব তপ আদিনা ক্লিশ্যন্নেবং যো জীবেত স মুক্তৌ দায়ভাগ্ ভবতি ভক্তস্য জীবনব্যতিরেকেণ দায়প্রাপ্তাবিব মুক্তৌ নান্যদপযুজ্যত ইতি ভাবঃ। স্বামী ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি—ঘোর মায়াবাদী সার্ব্বভৌম যে ভক্তিমার্গের অতি উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই সার্ব্বভৌমের মহতী কীর্ত্তি ; এই শ্লোক দুইটাই তাঁহার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও অদ্ভুত উন্নতির পরিচয় দিতেছে ; তাই এই শ্লোক দুইটাই যেন তাঁহার সেই মহতী কীর্ত্তি সর্ব্বসাধারণ্যে **ঘোষে**—ঘোষণা করিতেছে **ঢক্কাবাদ্যাকারে**—যেন ঢাক বাজাইয়া ; উচ্চনাদে ঘোষণা করিতেছে। যিনিই এই শ্লোক দুইটী পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—ভক্তিমার্গের কত উচ্চস্তরে সার্ব্বভৌম উঠিয়া গিয়াছিলেন।

২৩১। **ভক্ত একতান**—একান্ত ভক্ত ; প্রভুতে অনন্যভক্তিসম্পন্ন। পরবর্ত্তী পয়ারে তাঁহার একতানতা দেখাইতেছেন।

২৩৪। **দুই অক্ষর**—ভাগবতের মূল-শ্লোকের শেষ-চরণে "মুক্তিপদে" শব্দ আছে ; সার্ব্বভৌম "মুক্তি"-শব্দের অক্ষর দুটী পরিবর্ত্তিত করিয়া "মুক্তি-পদের" স্থলে "ভক্তিপদে" শব্দ পাঠ করিলেন। "মুক্তি" এই দুই অক্ষরের পরিবর্ত্তে "ভক্তি" এই দুই অক্ষর পাঠ করিলেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। তৎ (অতএব) যঃ (যে ব্যক্তি) তে (তোমার) অনুকম্পাং (অনুগ্রহ) সুসমীক্ষ্যমাণঃ (কবে ভগবানের কৃপা হইবে, এইরূপ—প্রতীক্ষা করিয়া) আত্মকৃতং (স্বকৃত—নিজের উপার্জ্জিত) বিপাকং (কর্ম্মফল) ভুঞ্জান এব (ভোগ করিতে করিতে) হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভিঃ (কায়মনোবাক্যদ্বারা) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) বিদধন্ (করিয়া) জীবেত (জীবিত থাকে), সঃ (সেইব্যক্তি) ভক্তিপদে (ভক্তিপদে) দায়ভাক্ (দায়ভাগী)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—(যেহেতু ভক্তিভিন্ন তোমার মহিমাকে বা তোমাকে অবগত হওয়া যায় না) অতএব যে ব্যক্তি—কবে ভগবানের কৃপা হইবে—এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার (তোমার ভজনাদি) করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই ভক্তিপদে দায়ভাগী হইয়া থাকেন। ২২

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—যখন ভক্তিব্যতীত অন্য কোনও সাধনেই তোমাকে পাওয়া যায় না, তখন ভক্তিই একমাত্র কর্ত্তব্য। কিরূপভাবে ভক্তি করা কর্ত্তব্য ? কিরূপ ভক্ত ভগবান্‌কে পাইতে পারে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি **তে অনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ**—তোমার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া, কত দিনে তোমার কৃপা হইবে, এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া, অনাসক্তভাবে **স্বকৃত বিপাকং**—বিবিধ কর্ম্মফল, নিজের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ নির্ব্বিকারচিত্তে **ভুঞ্জান এব**—ভোগ করিতে থাকেন এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে কায়মনোবাক্যে তোমার নমস্কারাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন, তিনিই **ভক্তিপদে**—ভক্তিবিষয়ে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দায়ভাক্—দায়ভাগী হইয়া থাকেন। দায়-অর্থ—পৈত্রিকসম্পত্তি; সেই পৈত্রিকসম্পত্তিতে যাঁহার অধিকার আছে, তিনি হইলেন দায়ভাক্ বা দায়ভাগী। সন্তানের যাহা উপকারে লাগিবে, তাহাই পিতা পুত্রের জন্য রাখিয়া থাকেন; তাহাই সন্তানের দায় এবং সেই বস্তুতেই সন্তান দায়ভাগী; সেই সম্পত্তিতে দায়ভাগী হইতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে জীবিত থাকিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ পিতার শাসনাদি সমস্তই পিতার কৃপার চিহ্নরূপে অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তৃতীয়তঃ পিতার তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। এই তিনটি কার্য্য করিতে পারিলেই সন্তান পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারে। ভক্তের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্‌ও সঞ্চিত করিয়া রাখেন স্ববিষয়ক-ভক্তি; সেইভক্তিই যদি ভক্ত পাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ভক্তকে সেই কয়দিন—নিজের কৃত কর্ম্মের ফল—সুখদুঃখ—তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানেরই দেওয়া জিনিসরূপে অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে,—ভোগ করিতে হইবে, এবং তৃতীয়তঃ ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করিতে হইবে অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; এসমস্ত করিতে পারিলেই—পৈত্রিক দায় বা পৈত্রিক-সম্পত্তি যেমন পুত্রে আসে, তদ্রূপ ভক্তিসম্পত্তিও তাদৃশজীবন-যাত্রানির্ব্বাহকারী ভক্তের নিকট আসিয়া থাকে। ইহাই দায়ভাক্ শব্দের তাৎপর্য্য।

ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্—এই বাক্যটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিপাক অর্থ—কর্ম্মের বিসদৃশ ফল (মেদিনী)। সংসারে আমাদিগকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়—শারীরিক দুঃখ এবং মানসিক দুঃখ। অনেক সময় আমরা মনে করি, আমাদের এই দুঃখের জন্য অমুক অমুক দায়ী—স্ত্রী দায়ী, পুত্র দায়ী, ভ্রাতা-ভগিনী দায়ী, পুত্রবধূ দায়ী, প্রতিবেশী দায়ী, বা আত্মীয়-স্বজন দায়ী। বস্তুতঃ দায়ী ইহারা কেহই নয়; দায়ী আমি নিজে, আমার ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাকে ভোগ করিতে হইবেই। এই কর্ম্মফল অনেক সময় অন্য লোককে উপলক্ষ্য বা আশ্রয় করিয়া আসে; এই জন্য লোক আমার কর্ম্মফলের বাহক মাত্র, হেতু নহে। হেতু আমি নিজে। যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বা প্রতিবেশীর মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি, আমার কর্ম্মফলই আমাকে তাহাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাদের কর্ম্মফলও আমাকে তাহাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে—পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের কর্ম্মফল-ভোগের আনুকূল্যার্থে। আমার উপার্জ্জিত কর্ম্মের ফল সুখরূপে যেমন আসে, দুঃখরূপেও তেমনি আসে—তাহাদিগের যোগে। বাহনকে দোষী করিয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতি—তাতে নূতন একটা কর্ম্ম করা হয়, যাহার ফল ভবিষ্যতে আবার আমাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং "আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিতেছি, এজন্য আমি নিজেই দায়ী, অপর কেহ দায়ী নহে।"—এইরূপ মনে করিয়া চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করার চেষ্টা করাই সঙ্গত; বিশেষতঃ সাধকের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। যাহাদিগকে আমরা আমাদের দুঃখের জন্য দোষী মনে করি, তাহারা দোষী তো নহেই, বরং আমাদের উপকারী—এইরূপ মনে করাই উচিত। উপকারী কেন বলা হইতেছে, তাহার হেতু এই। আজই হউক, কি দু'দিন পরেই হউক, কর্ম্মফল তো আমাকে ভোগ করিতেই হইবে; যতদিন ভোগ না করা হয়, তত দিন আমার একটা বোঝা-রূপেই তাহা জমা থাকিবে; যে লোকের বাহনে সেই কর্ম্মফলটী আমার সাক্ষাতে আসিয়া উপনীত হইল, সেই লোক আমার এই বোঝাটীকে অপসারিত করার আনুকূল্য করিতেছে, তাই আমার উপকারী। এইরূপ মনে করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করার চেষ্টা যদি করা যায়, তাহা হইলে মনের স্থৈর্য্যও রক্ষিত হইতে পারে, নূতন কোনও কর্ম্মের ফাঁদেও পড়িতে হয় না; অধিকন্তু ভবিষ্যতের চিন্তায়ও ব্যাকুল হইতে হয় না। কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যতের জন্য আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছি, ভগবান্ আপনা হইতেই তাহা পাঠাইয়া দিবেন; যেহেতু, তিনিই কর্ম্মফলদাতা। তজ্জন্য আমার ভাবনার কোনও প্রয়োজন নাই। "ঐহিকামুষ্মিকী চিন্তা নৈব কার্য্যা কদাচন। ঐহিকং তু সদাভাব্যং পূর্ব্বাচরিতকর্ম্মণা॥ আমুষ্মিকং তথা কৃষ্ণঃ স্বয়মেব করিষ্যতি॥ পদ্ম পু. পা. ৫১।২৮-২৯॥" আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে "ভুঞ্জান এব বিপাকম্"—ইত্যাদি বাক্যে এইরূপই ব্রহ্মার অভিপ্রায়।

প্রভু কহে—'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়—কি তোমার আশয় ?॥২৩৫
ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি-ফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৩৬
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৩৭
সেই-দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে—যেই করে ভক্তি ॥ ২৩৮
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার—।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্যসার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥ ২৩৯
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩৫। প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ! মূলশ্লোকে তো মুক্তিপদে-পাঠ আছে ; তুমি ভক্তিপদে-পাঠ বলিতেছ কেন ?" **মুক্তিপদ**—মুক্তিরূপ পদ (বস্তু), মুক্তি। পদ-শব্দের একটী অর্থ বস্তু (অমরকোষ)। সার্ব্বভৌম মুক্তি-অর্থেই শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩৬। **মুক্তি নহে ভক্তি-ফল**—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফল মুক্তি নহে। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—ভগবানের কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনাসক্ত-চিত্তে বিষয় ভোগ করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে নমস্কার করিয়া অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানের নিকট হইতে দায়াধিকাররূপে জীব যে ফল লাভ করে, তাহা মুক্তি নহে, তাহা ভক্তি। উল্লিখিত ভাগবতের শ্লোকের মর্ম্মানুযায়ী নিয়মে জীবন-ধারণের ফল মুক্তি নহে, উহার ফল ভক্তি ; এজন্যই আমি "ভক্তিপদে" পাঠ করিয়াছি। যাহারা ভগবদ্বিমুখ, যাহারা ভগবানের ভক্তি করে না, ভগবান্ তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন ; ইহা তাঁহার অনুগ্রহ নহে, ইহা দণ্ড-বিশেষ। কারণ, মুক্তি লাভ করাতে তাহারা ভগবৎসেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। যাহাতে পরম সুখ বা আনন্দ নাই, তাহা দণ্ডব্যতীত আর কি হইতে পারে ? (মুক্তি বলিতে এখানে সাযুজ্য-মুক্তিকেই বুঝাইতেছে।)

২৩৭-৮। প্রথমতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করে না, পরন্তু প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলিয়া মনে করে, দ্বিতীয়তঃ যাহারা শিশুপালাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণলীলাদিকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করে, ও শ্রীকৃষ্ণের গুণকেও দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত জীব মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি করে—এই দুই শ্রেণীর জীবের প্রতি দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ভগবান্ তাহাদিগকে ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি দিয়া থাকেন ; এই দুই শ্রেণীর ভগবদ্দ্বেষী জীবের স্বকর্ম্মের ফলই মুক্তি ; কিন্তু যাহারা ভগবানে ভক্তি করে, তাহাদের কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে, তাহাদের কর্ম্মের ফল ভক্তি বা প্রেম। **ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি**—যে মুক্তিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া যায়, ব্রহ্মেতে সূক্ষ্মজীবরূপে প্রবেশ করা হয়।

সত্য—নিত্য ; সচ্চিদানন্দময়। **নিন্দাযুদ্ধাদিক**—নিন্দা ও যুদ্ধাদি।

২৩৯। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির বিবরণ ১।৩।১৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৪০। যদি বল, কোন কোন ভক্ত ত সালোক্যাদি-মুক্তি অঙ্গীকার করেন ; তবে ভক্তির ফল মুক্তি না হইল কিরূপে ? তাহার উত্তর বলিতেছেন :—**সালোক্যাদি চারি**—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, ও সার্ষ্টি এই চারি প্রকার মুক্তি যদি সেবাদ্বার হয়, অর্থাৎ ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য (সহায়তা) করে, তবে কদাচিৎ কোনও ভক্ত এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি অঙ্গীকার করেন। সালোক্যাদি মুক্তি দুই প্রকার ; এক প্রকারে সুখ এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ; ভক্ত এই প্রকারের মুক্তি চাহেন না। দ্বিতীয় প্রকারে প্রেমসেবাই প্রধান উদ্দেশ্য ; কোন কোন ভক্ত এই প্রকারের সেবা অঙ্গীকার করেন ; কারণ, ইহাতে সেবার অবকাশ আছে। ১।৩।১৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৪১
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৪২

তথাহি (ভা. ৩।২৯।১৩)—
সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৩

প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ'-শব্দে—সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥ ২৪৩
মুক্তি পদে যার—সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
নবমপদার্থ-মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয় ॥ ২৪৪
দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি ?।
সার্ব্বভৌম কহে—ও-শব্দ কহিতে না পারি ॥ ২৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪১। **হয় ঘৃণা ভয়**—ভগবদ্‌বিদ্বেষী দৈত্যেরাও ইহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে এবং ইহাতে সেবাসুখ নাই বলিয়া ঘৃণা এবং সেব্য-সেবকভাব বিলুপ্ত হইবে বলিয়া ভয়।

নরক বাঞ্ছয়ে—নরকে অসহনীয় যাতনা ভোগ করার সময়েও কদাচিৎ ভগবৎ-স্মৃতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া এবং নরকভোগের অবসানে আবার ভক্তিধর্ম্ম যাজনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া নরকও বাঞ্ছা করে, কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা ইচ্ছা করে না।

২৪২। সাযুজ্য দুই প্রকার; ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। **ব্রহ্ম-সাযুজ্য**—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয়। **ঈশ্বর-সাযুজ্য**—সাকার ভগবানে লয়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে—মুক্ত (ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত) জীবগণও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিতে পারেন"—এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—ভক্তি-বাসনা থাকিলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবও পরে ভক্তিলাভ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের সে সম্ভাবনা নাই; এজন্য ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার দিয়াছেন। ১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৪৩। "তত্তেহনুকম্পাং"-ইত্যাদি মূলশ্লোকস্থ "মুক্তিপদে"-শব্দের অর্থ সাযুজ্যমুক্তি মনে করিয়াই সার্ব্বভৌম "মুক্তিপদে"-স্থলে "ভক্তিপদে"-পাঠ বলিয়াছেন; ইহাই সার্ব্বভৌমের উক্তির মর্ম্ম। প্রভু বলিলেন—সার্ব্বভৌম! তোমার পাঠ বদলাইবার দরকার ছিল না; মুক্তিপদে-শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে; মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ-ঈশ্বর"ও হইতে পারে। **আর অর্থ**—অন্য অর্থ; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাব্যতীত অন্য অর্থ।

২৪৪। মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ যে "ঈশ্বর" হইতে পারে, তাহা দেখাইতেছেন। **মুক্তিপদে যার ইত্যাদি**—মুক্তি যাঁহার পদে (চরণে) অর্থাৎ যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে মুক্তি পাওয়া যায়; অথবা, মুক্তি যাঁহার পদ (চরণকে) আশ্রয় করিয়াছে, তিনিই মুক্তিপদ। উভয় অর্থেই মুক্তিপদ-শব্দে সাক্ষাৎ-ঈশ্বরকে বুঝাইল; এই এক অর্থ। আরও একরূপ অর্থ করিতেছেন, **"নবম পদার্থ"** ইত্যাদিদ্বারা। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে (যাহা আদি ২য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে, ১৫শ শ্লোক) দশটি পদার্থের উল্লেখ আছে; ইহাদের নবমটী "মুক্তি" এবং দশমটী "আশ্রয়"; অর্থাৎ দশম পদার্থটী হইল প্রথমোক্ত নয়টী পদার্থের আশ্রয়; এই আশ্রয়-পদার্থটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; "মুক্তিপদ"-শব্দের অন্তর্গত "পদ" শব্দের অর্থ "আশ্রয়"; "আর মুক্তি" হইল উক্ত নবম পদার্থ; সুতরাং মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ হইল "মুক্তির আশ্রয় যিনি" অর্থাৎ ভগবান্।

সমাশ্রয়—সম্যক্‌রূপে আশ্রয়; এই স্থলে "পদ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সমাশ্রয়"।

অন্বয় :—মুক্তি পদে যাঁর, তিনি মুক্তিপদ; কিম্বা, নবম পদার্থ মুক্তির সমাশ্রয় যিনি, তিনি মুক্তিপদ।

২৪৫। **দুই অর্থে**—মুক্তি পদে বা চরণে যাঁহার এবং মুক্তির পদ বা আশ্রয় যিনি, এই দুই অর্থই কৃষ্ণকে বুঝায়; সুতরাং তুমি পাঠ বদলাও কেন? **ও-শব্দ**—ঐ শব্দ অর্থাৎ মুক্তি-শব্দ। "কহিতে না পারি" স্থলে "সহিতে না পারি" পাঠও দৃষ্ট হয়।

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহনে না যায়॥ ২৪৬
যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের পঞ্চ মুক্ত্যে বৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্য প্রতীতি॥ ২৪৭
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥ ২৪৮
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২৪৯
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥ ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪৬। **তোমার অর্থ**—তোমার কৃত দুই রকম অর্থ। **এই শব্দে**—মুক্তি-পদ-শব্দে। যদ্যপি তোমার কৃত দুই রকম অর্থেই মুক্তিপদ-শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়, তেমনি আবার সাযুজ্য-মুক্তিকেও বুঝাইতে পারে; সুতরাং এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করিলে পাছে কেহ ঈশ্বর না বুঝিয়া সাযুজ্যমুক্তি বুঝে, এই আশঙ্কায় "মুক্তিপদ" না বলিয়া "ভক্তিপদ" বলিয়াছি।

আশ্লিষ্যদোষ—যাহাতে একাধিক বিভিন্ন অর্থ বুঝায় এইরূপ দোষ। এই আশ্লিষ্যদোষ "মুক্তিপদ"-শব্দে কিরূপে হইল, তাহা পরের পয়ারে দেখাইতেছেন। কোন কোন গ্রন্থে 'আশ্লিষ্যদোষে'র স্থলে "অশ্লীল শব্দ" পাঠ আছে। এরূপ স্থলে "অশ্লীল" অর্থ "নিন্দনীয়।"

২৪৭। **পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি**—পাঁচ রকমের মুক্তিতেই বৃত্তি বা অর্থ। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—মুক্তিশব্দের এই পাঁচ রকম বৃত্তি। **রূঢ়ি বৃত্তি**—"মুক্তি" বলিতে সালোক্যাদি পাঁচ প্রকার মুক্তিকে বুঝায় সত্য, কিন্তু "মুক্তি" কথা শুনামাত্র প্রথমতঃ সাযুজ্যমুক্তির কথাই মনে হয়।

প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির অপেক্ষা না রাখিয়া কোনও শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে ঐ শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বা রূঢ়ার্থ বলে। যেমন, প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিবেচনা করিলে "মণ্ডপ"-শব্দের অর্থ হয়—'যে মণ্ড পান করে'' কিন্তু "মণ্ডপ"-শব্দ ব্যবহারতঃ মণ্ডপানকারীকে বুঝায় না—বুঝায় এক রকম ঘরকে; এস্থলে মণ্ডপ-শব্দের অর্থ যে ঘর বিশেষ হইল, ইহা মণ্ডপ-শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বা রূঢ়ার্থ; মণ্ডপ-শব্দ শুনামাত্র মণ্ডপ নামক ঘরের কথাই আমাদের মনে হয়। তদ্রূপ মুক্তি-শব্দ শুনিলে সাধারণতঃ সাযুজ্যমুক্তির কথাই মনে হয়—যদিও মুক্তিশব্দে পাঁচ রকমের মুক্তিকেই বুঝায়। এজন্য সাযুজ্যমুক্তি হইল মুক্তিশব্দের রূঢ়ার্থ। মণ্ডপ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের সঙ্গে মণ্ডপ-ঘরের কোনও সম্বন্ধই নাই; কিন্তু মুক্তি-শব্দের প্রকৃত অর্থ পাঁচ রকমের মুক্তির সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তির একটা সম্বন্ধ আছে—ইহা পাঁচ রকমেরই অন্তর্গত এক রকমের মুক্তি; সুতরাং মণ্ডপ-শব্দের রূঢ়ার্থে ও মুক্তি-শব্দের উল্লিখিত রূঢ়ার্থে একটু পার্থক্য আছে। "পঙ্কজ" বলিতে পদ্মকে বুঝায়; কিন্তু পঙ্কজ শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হইল—যাহা পঙ্কে জন্মে; পদ্মব্যতীত শালুকাদি অনেক জিনিসই পঙ্কে জন্মে; কিন্তু পঙ্কজ-শব্দে—পঙ্কে যত জিনিস জন্মে, তাহাদের সকলকে না বুঝাইয়া কেবল একটীকে—পদ্মকে—বুঝায়; এই জাতীয় অর্থকে যোগরূঢ়ার্থ বলে, মুক্তি-শব্দের সাযুজ্যমুক্তি অর্থও এই জাতীয় যোগরূঢ়ার্থ—পাঁচ রকমের মুক্তিকে না বুঝাইয়া কেবল এক রকমের মুক্তিকে বুঝায় বলিয়া।

"পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি" স্থলে "হয় পঞ্চ বৃত্তি" পাঠও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

২৪৮। **ঘৃণা ত্রাস**—ঘৃণা ও ভয়; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উল্লাস**—আনন্দ।

২৫০। অন্বয়—যে (সার্ব্বভৌম) ভট্টাচার্য্য মায়াবাদ (-ভাষ্য) (নিজে) পড়েন এবং (অপরকে) পড়ান, তাঁহার (মুখে) এইরূপ বাক্য স্ফুরিত হয়—ইহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যপ্রসাদ (ব্যতীত আর কিছুই নহে)।

মায়াবাদের চর্চ্চা করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য সাযুজ্যমুক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেন, ভক্তির সাধ্যত্ব স্বীকারই করিতেন না; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় তাঁহার এমনই পরিবর্ত্তন হইল যে, সাযুজ্যমুক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করা তো দূরে, মুক্তি-শব্দই তিনি শুনিতে ভালবাসেন না; অথচ ভক্তি-শব্দ শুনিতে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে।

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহো চিনিতে না পারে ॥ ২৫১
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৫২
কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সভে প্রভুপদে আসি ॥ ২৫৩
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ॥ ২৫৪
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥ ২৫৫
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥ ২৫৬
জ্ঞানকর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥ ২৫৭
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্ব-
ভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫১-২। **স্পর্শমণি**—এক রকম মণি আছে, যাহার স্পর্শে লোহা সোণা হইয়া যায়; এই মণিকে স্পর্শমণি বলে। দেখামাত্রে কেহই স্পর্শমণিকে স্পর্শমণি বলিয়া চিনিতে পারে না; ইহার স্পর্শে কোনও লোককে সোণা হইতে দেখিলে তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা স্পর্শমণি। তদ্রূপ, দৃষ্টিমাত্রে অনেকেই মহাপ্রভুকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারে নাই; পরে যখন দেখিল যে, প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের ন্যায় ঘোর মায়াবাদী ভক্তি-বিরোধী ব্যক্তিও এরূপ ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হইলেন যে, তিনি মায়াবাদের প্রতিপাদ্য মুক্তি-শব্দই শুনিতে পারেন না, তখন সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলে যে, মহাপ্রভু স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন; কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহারই কুতর্কনিষ্ঠ-মায়াবাদী সার্ব্বভৌমকে এইরূপ বৈষ্ণব করিবার শক্তি থাকিতে পারে না; যেমন স্পর্শমণি ব্যতীত অপর কিছুই লৌহকে সোণা করিতে পারে না।

২৭৫। **জ্ঞানকর্ম্মপাশ**—জ্ঞান-কর্ম্মরূপ বন্ধন। **হয় বিমোচন**—মুক্ত হয়। জ্ঞান-কর্ম্মাদির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। **অচিরাতে**—শীঘ্র।

—:•:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্র ধী:।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

এইমত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ ২

মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া, কৈল নীলাচলে বাস॥ ৩

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্য গীত কৈল॥ ৪

চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌমবিমোচন।
বৈশাখপ্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ ৫

নিজ-গণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সভারে শ্রীহস্তে ধরিয়া—॥ ৬

তোমাসভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমাসভা ছাড়িতে না পারি॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ধন্যমিতি। দয়ার্দ্রধীঃ দয়য়া আর্দ্রীভূতাধীর্বুদ্ধির্যস্য সঃ যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ বাসুদেবং বাসুদেবনামানং দ্বিজং নষ্টকুষ্ঠং নষ্টং নিবারিতং কুষ্ঠং যস্যেতি তথাভূতং রূপপুষ্টং রূপেণৈব সুন্দরং শরীরং যস্যেতি তথাভূতং ভক্তিতুষ্টং ভক্ত্যা প্রেম্না তুষ্টং অন্তর্ব্বহিরানন্দো যস্যেতি তথাভূতং চকার তং ধন্যং জগজ্জন-দুঃখনাশকং চৈতন্যং নৌমি স্তৌমি। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ এবং তদুপলক্ষ্যে বাসুদেব-নামক-বিপ্রের উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) দয়ার্দ্রধীঃ (করুণাপরবশ) [সন্] (হইয়া) বাসুদেবং (বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণকে) নষ্টকুষ্ঠং (কুষ্ঠরোগমুক্ত) রূপপুষ্টং (রূপপুষ্ট) ভক্তিতুষ্টং (ভক্তিতুষ্ট—প্রেমভক্তিযুক্ত) চকার (করিয়াছিলেন), ধন্যং (ধন্য—জগজ্জন-দুঃখনাশক) তং চৈতন্যং (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি)।

বঙ্গানুবাদ। যিনি করুণাপরবশ হইয়া বাসুদেবনামা (কুষ্ঠগ্রস্ত) ভক্তকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করিয়া, রূপপুষ্ট করিয়া ভক্তিতুষ্ট অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রদানদ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে নমস্কার করি।১

প্রভুর কৃপায় বাসুদেবের কুষ্ঠরোগ কিরূপে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী ১৩৩-৩৮ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে। **নষ্টকুষ্ঠং**—নষ্ট হইয়াছে কুষ্ঠ যাহার; যাহার কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। **রূপপুষ্টং**—সুন্দর ও সুশোভন দেহবিশিষ্ট। **ভক্তিতুষ্টং**—প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া যিনি অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ অনুভব করিয়া বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

৬। **নিজগণ**—প্রভুর সঙ্গীয় শ্রীনিত্যানন্দাদিকে।

তুমিসব বন্ধু মোর—বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৮
এবে সভা স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ—যাইব দক্ষিণে ॥ ৯
বিশ্বরূপ-উদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥ ১০
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবত।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবত ॥ ১১
'বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি' জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১২
শুনিয়া সভার মনে হৈল মহাদুখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে—শুকাইল মুখ ॥ ১৩
নিত্যানন্দপ্রভু কহে ঐছে কৈছে হয় ?।
একাকী যাইবে তুমি—কে ইহা সহয় ? ॥ ১৪
এক-দুই সঙ্গে চলুক—না কর হঠরঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥ ১৫
দক্ষিণের তীর্থ-পথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু! আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ ১৬
প্রভু কহে—আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৭
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৮
নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমাসভার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ ॥ ১৯
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে—সে-ই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২০
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিনদিন আমায় নাহি কহে কথা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮। **বন্ধুকৃত্য**—বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্য। **ইহাঁ আনি ইত্যাদি**—ইহাই বন্ধুকৃত্য।

১০। **বিশ্বরূপ**—প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি প্রভুর পূর্ব্বে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২। **সিদ্ধি প্রাপ্তি**—দেহত্যাগ। সন্ন্যাসীদিগের দেহত্যাগকে সিদ্ধিপ্রাপ্তি বলে। **ছল**—বিশ্বরূপ যে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন, প্রভুও জানেন; তথাপি যে বিশ্বরূপের উদ্দেশে দক্ষিণ-দেশে যাওয়ার কথা বলিতেছেন, ইহার গূঢ় অভিপ্রায় হইতেছে দক্ষিণ-দেশকে উদ্ধার করা।

১৪। **ঐছে কৈছে হয়**—ইহা কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ ইহা—তোমার একাকী যাওয়া—হইতে পারে না। **কে ইহা সহয়**—কে ইহা সহ্য করিতে পারে? একাকী গেলে তোমার কত কষ্ট হইবে, আমরা তাহা কিরূপে সহ্য করিব?

১৫-১৭। **না কর হঠরঙ্গে**—হঠ করিও না; জেদ করিও না। প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—তুমি আমাকে যেরূপে চালাও আমি সেইরূপেই চলি। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী দুই পয়ারে দিতেছেন।

১৮। **তুমি আমা ইত্যাদি**—সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রেমাবেশে রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে কৌশলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যে প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই কথাই এস্থলে বলিতেছেন। **অদ্বৈত-ভবন**—শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে।

১৯। **তোমা সবার গাঢ়স্নেহে**—গাঢ়স্নেহবশতঃ তোমরা আমার হিত করিতে যাও; কিন্তু তাতে আমার কর্ত্তব্য নষ্ট হয়।

২০। **বিষয় ভুঞ্জাইতে**—ভাল খাওয়াইতে, ভাল পরাইতে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে। **ভয়ে চাহিয়ে করিতে**—তাহার ইচ্ছামত কাজ না করিলে পাছে জগদানন্দ অসন্তুষ্ট হয়, এই ভয়ে জগদানন্দ যাহা বলে, প্রায় তাহাই আমি করি।

২১। **ইহাঁর বাক্য**—জগদানন্দের কথা। **করিয়ে অন্যথা**—পালন না করি। **ক্রোধে**—প্রীতিজনিত রোষে; প্রেমজনিত অভিমানবশতঃ। **আমায়** সঙ্গে।

মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান—ভূমিতে শয়ন ॥ ২২
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ—নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয়ে দুখে ॥ ২৩
আমি ত সন্ন্যাসী,—দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥ ২৪
ইহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ ২৫
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥ ২৬
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥ ২৭
ইঁহাসভার বশ প্রভু হয়ে যে-যে গুণে।
দোষারোপচ্ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥ ২৮
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ২৯
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩০
গুণে দোষোদ্গার-ছলে সভা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২-২৪। শীতের মধ্যে তিন বেলা স্নান, ভূমিতে শয়ন ইত্যাদি আমার সন্ন্যাসোচিত আচরণ দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখিত হয়। **শিক্ষাদণ্ড ধরি**—মহাপ্রভুর কোনও আচরণ দেখিয়া যদি দুষ্টলোকের কিছু কুকথা বলার সম্ভাবনা থাকে তবে দামোদর বাক্যদণ্ডদ্বারা মহাপ্রভুকে তদ্রূপ আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতেন। (অন্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২৫। **ইঁহার অগ্রেতে**—দামোদরের আগে (অর্থাৎ সাক্ষাতে বা বিবেচনায়)। **না জানি ব্যবহার**—কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি দামোদরের মতে কিছুই জানি না। **স্বতন্ত্র চরিত্রে**—আমি যদি স্বাধীন ভাবে কখনও কোনও কর্ম্ম করি, তবে দামোদরের নিকটে তাহা ভাল লাগে না।

২৬। **লোকাপেক্ষা নাহি ইত্যাদি**—দামোদরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট কৃপা আছে বলিয়া তিনি লোকাপেক্ষার ধার ধারেন না, অর্থাৎ "এরূপ করিলে লোকে কি বলিবে," ইত্যাদি ভাবিয়া নিজের ভজনের কোন অঙ্গ—বা নিজে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা কখনও—ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ কৃপার পাত্র নহি বলিয়া লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না।

২৭। **অতএব**—তোমাদের সঙ্গে থাকিলে, আমি আমার আশ্রমোচিত নিয়মাদি রক্ষা করিতে পারি না, কিম্বা স্বচ্ছন্দভাবে চলিতে পারি না বলিয়া। **তুমি সব**—তোমরা সকলে।

২৮। **দোষারোপচ্ছলে**—দোষ দেওয়ার ছলে। শ্রীনিত্যানন্দাদির মধ্যে যাহার যেগুণে প্রভু বশীভূত, দোষ দেওয়ার ছলে তাঁহার সেই গুণ বর্ণনা করিয়া প্রভু আস্বাদন করিলেন।

২৯-৩০। **অকথ্য কথন**—চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্যের কথা অবর্ণনীয়। এই অদ্ভুত ভক্তবাৎসল্যের দৃষ্টান্ত নিম্নের কয় পয়ারে এইরূপে দেখাইতেছেন :—প্রভু নিজে যে বৈরাগ্যদুঃখ সহ্য করেন, তাহাতে নিজের কোনও ক্লেশ অনুভব হয় না ; কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া ভক্তগণের যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখ প্রভু সহ্য করিতে পারেন না।

সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে ইত্যাদি—প্রভু যে শক্তিতে বৈরাগ্যদুঃখ সহ্য করেন, তাঁহার বৈরাগ্যদর্শনে ভক্তদের মনে যে দুঃখ হয়, তিনি সেই শক্তিতে সেই দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার অকথ্য-ভক্তবাৎসল্য।

৩১। **গুণে দোষোদ্গারচ্ছলে**—যে ভক্তের যেটা গুণ, সেইটাকে দোষরূপে বর্ণনা করিয়া। **সভা নিষেধিয়া**—শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গীয় সকলকে প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে যাওয়ার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিয়া। **বৈরাগ্য করিয়া**—বৈরাগ্যের আচরণ করিয়া ; সন্ন্যাসোচিত আচরণাদির পালন করিয়া। সঙ্গে কোনও অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিলে প্রভুর নিজের ইচ্ছামত সন্ন্যাসোচিত নিয়মাদি পালন করিতে পারিবেন না বলিয়াই প্রভু সকলকে নিষেধ করিলেন।

তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু—কভু না মানিল ॥ ৩২
তবে নিত্যানন্দ কহে—যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ হউক—সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৩৩
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৪
কৌপীন বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র ॥ ৩৫
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ? ॥ ৩৬
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র-বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ? ॥ ৩৭
কৃষ্ণদাস-নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহা সঙ্গে করি লহ—ধর নিবেদন ॥ ৩৮
জলপাত্র-বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর—কিছু না বলিবে ॥ ৩৯
তবে তার বাক্যে প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাঁহাসভা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌমঘরে ॥ ৪০
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সভাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল ॥ ৪১
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে—।
তোমার ঠাঞি আইলাঙ, আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

৩২। **তবে**—প্রভু সকলকে নিষেধ করিলেও। **চারিজন**—শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ, এই চারিজন। **মিনতি করিল**—তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও সঙ্গে নেওয়ার নিমিত্ত। **না মানিল**—তাঁহাদের অনুনয়-বিনয় গ্রাহ্য করিলেন না।

৩৩। শ্রীনিত্যানন্দ তখন বলিলেন—"তুমি আদেশ করিয়াছ, আমরা কেহ যেন তোমার সঙ্গে না যাই; তাহাই হইবে, আমরা কেহ যাইব না। তোমার আদেশ পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য—তাতে আমাদের সুখই হউক, কি দুঃখই হউক, তাহার বিচার করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"—বস্তুতঃ ইহাই সেবার তাৎপর্য্য।

৩৬। দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলিপর্ব্বে নাম জপ করিবেন; এবং বাম-হস্তের অঙ্গুলিপর্ব্বে সেই জপের সংখ্যা রাখিবেন; সুতরাং নাম-গণনে দুই হস্তই আবদ্ধ থাকিবে; তাই তিনি জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহন করিতে পারিবেন না।

৩৭। প্রেমাবেশে পথে যখন তুমি অচেতন হইবে, তখন তোমার জলপাত্রই বা রক্ষা করিবে কে? আর কৌপীন বহির্ব্বাসই বা রক্ষা করিবে কে?

৩৮। তাই আমার নিবেদন—এই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া নাও; ইনি অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির ব্রাহ্মণ।

কবিকর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে কৃষ্ণদাসকেই প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনিই কালাকৃষ্ণদাস (২।১০।৬০); শ্রীনিত্যানন্দের গণভুক্ত (১।১১।৩৪)। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন লবঙ্গ-নামক সখা (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৩২)। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আকাইহাটগ্রামে ইঁহার আবির্ভাব। ইনি দ্বাদশ-গোপালের একতম।

৩৯। **যে তোমার ইচ্ছা**—আমরা সঙ্গে থাকিলে নিজের ইচ্ছামত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না; এজন্ত আমাদিগকে সঙ্গে লইতেছ না; কিন্তু এই কৃষ্ণদাস তোমাকে কিছুই বলিবে না; তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে; সুতরাং ইহাকে লইতে আপত্তির কারণ নাই।

৪০। **করি অঙ্গীকারে**—কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইয়া।

৪১-৪২। **সভাকারে মিলিয়া**—কাহাকেও নমস্কার, কাহাকেও আলিঙ্গন ইত্যাদি যথাযোগ্য ভাবে সকলকে অভিবাদন করিয়া। **নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি**—শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে নানাবিধ কথা বলিয়া তারপরে। **আজ্ঞা মাগিবারে**—দক্ষিণদেশে যাওয়ার নিমিত্ত আদেশ লইতে।

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৩
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব ॥ ৪৪
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর— ॥ ৪৫
বহুজন্ম-পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৬
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥ ৪৮
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হইল মন।
রহিলা দিবসকথো—না কৈল গমন ॥ ৪৯
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন ॥ ৫০
তাঁহার ব্রাহ্মণী—তাঁর নাম যাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ ৫১
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা-সমাচার ॥ ৫২

দিন-চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে ॥ ৫৩
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৪
দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালাপ্রসাদ আনি দিল ॥ ৫৫
আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলিলা গৌরহরি ॥ ৫৬
ভাট্টচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ-গণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ ৫৭
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য গোপীনাথে—॥ ৫৮
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্রদ্বারে ॥ ৫৯
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে—।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে ॥ ৬০
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬১
শূদ্র-বিষয়ি-জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৪-৪৫। **তোমার আজ্ঞাতে**—তোমার আদেশের প্রভাবে; তোমার আদেশের পশ্চাতে যে শুভ-ইচ্ছা থাকিবে, তাহার বলে। **লেউটি আসিব**—(সুখে স্বচ্ছন্দে) ফিরিয়া আসিব। **কাতর**—প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণার আশঙ্কায় কাতর। **বিষাদ-উত্তর**—বিষাদের (বিষণ্ণতার) সহিত উত্তর।

৪৯। **শিথিল হইল মন**—তখন দক্ষিণে যাওয়ার বাসনা শিথিল হইল; অর্থাৎ তখনই যাইতে ইচ্ছা আর করিলেন না।

৫১। সার্ব্বভৌমের ব্রাহ্মণীর (স্ত্রীর) নাম ছিল যাঠীর মাতা। যাঠী ছিল তাঁহার কন্যার নাম; তদনুসারে তাঁহাকে যাঠীর মাতা বলা হইত।

৫২। **আগে**—ভবিষ্যতে; মধ্যলীলার পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে।

৫৬। **আজ্ঞামালা**—শ্রীজগন্নাথের আদেশ-সূচক প্রসাদী মালা।

৫৭-৫৮। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এবং স্বীয় সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীজগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন; সকলেই প্রভুর সঙ্গে চলিলেন; সমুদ্রের তীরে তীরে তাঁহারা আলালনাথের পথে অগ্রসর হইলেন।

৫৯। **তাহা প্রসাদান্ন ইত্যাদি**—সেই কৌপীন-বহির্ব্বাস আনাও এবং ব্রাহ্মণদ্বারা প্রসাদান্নও আনাও।

৬১-৬২। **অধিকারী**—বিদ্যানগরে রাজপ্রতিনিধি। **শূদ্র বিষয়ী ইত্যাদি**—রামানন্দ রায় শূদ্র বলিয়া

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৩
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দুহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৪
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি 'বৈষ্ণব' বলিয়া ॥ ৬৫
তোমার প্রসাদে এবে জানিল তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥ ৬৬
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৭
'ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥' ৬৮
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৬৯
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ? ॥ ৭০
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময় ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এবং উচ্চ রাজকর্ম্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে না—দর্শন দিতে অনিচ্ছা করিও না। **আমার বচনে**—আমার অনুরোধে। **মিলিবে**—দেখা দিবে।

৬৩। **রসিক**—ভক্তিরস-আস্বাদনে পটু ; রসজ্ঞ।

৬৪। **পাণ্ডিত্য ইত্যাদি**—যেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, তেমনি তাঁহার ভক্তিরসাস্বাদনে পটুতা ; এই দুই বিষয়ে তাঁহার সমান আর কেহ নাই। **সম্ভাষিলে**—তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেই।

৬৫। সার্ব্বভৌম যখন অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তখন তিনি পরমভাগবত রায়-রামানন্দের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে "বৈষ্ণব"-বলিয়া ঠাট্টা করিতেন ; প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম এখন যেন অনুতাপের সহিতই সেকথা বলিতেছেন।

অলৌকিক—লোক-সমাজে যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না, এমন অদ্ভুত। **বাক্যচেষ্টা**—বাক্য (কথা) ও চেষ্টা (আচরণ)। **তাঁর**—রায়-রামানন্দের। **না বুঝিয়া**—মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া। **পরিহার ইত্যাদি**—রায়-রামানন্দকে "বৈষ্ণব" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছি। বৈষ্ণবেরা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের সেবা পাওয়ার কামনা করেন ; তাঁহাদের ভজনও তদনুরূপ ; কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের নিকট এইরূপ ভজন একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। তাঁহাদের মতে—ঈশ্বর—সগুণ-ব্রহ্ম—হইলেন মায়িক বস্তু মাত্র, তাঁর কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই। সুতরাং তাঁর আবার উপাসনাই বা কি ? আর সেবাই বা কি ? আর নির্গুণ ব্রহ্ম—যাঁর পারমার্থিক সত্তা আছে, তাঁহাতে আর জীবে তো কোনও ভেদই নাই ; কে কার সেবা করিবে ? এ সমস্ত মনে করিয়া বৈষ্ণবদের শাস্ত্র-বাক্য ও আচরণ—অদ্বৈতবাদীদের নিকটে উপহাসের বিষয়মাত্র ছিল ; তাই সার্ব্বভৌম যখন অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তখন তিনি রায়-রামানন্দকে "বৈষ্ণব" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

৬৬। **অঙ্গীকার করি**—সার্ব্বভৌমের অনুরোধে রায়-রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়া। **বিদায় দিতে**—বিদায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

৭০। **তাঁরে উপেক্ষিয়া**—মূর্চ্ছিত সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া।

৭১। **মহানুভবের**—মহান্ অনুভব যাঁহাদের, তাঁদের ; মহাপুরুষদের। **পুষ্পসম ইত্যাদি**—মহাপুরুষদের চিত্তের স্বভাবই এই যে, সময়বিশেষে ইহা পুষ্পের ন্যায় কোমল হয়, আবার সময়বিশেষে ইহা বজ্রের ন্যায় কঠিনও হয়।

যখন কৃষ্ণকথা হয় কিম্বা যখন ভক্তগণের দুঃখ দেখেন, তখন প্রভুর হৃদয় যেন গলিয়া যায়—এস্থলে তাঁহার যে পুষ্পসম কোমল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার—যে সার্ব্বভৌমকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, যাঁহার

তথাহি উত্তরচরিতে (২।৭)—
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ ২

নিত্যানন্দ-প্রভু ভটাচার্য্যে উঠাইল ।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥ ৭২
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ ।
বস্ত্র প্রসাদ লৈয়া তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৩
সভাসঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা ।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা ॥ ৭৪
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কথোক্ষণ ।
দেখিতে আইলা তাহাঁ বৈসে যত জন ॥ ৭৫
চতুর্দ্দিকে লোকসব বোলে 'হরিহরি' ।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৬
কাঞ্চনসদৃশ দেহ—অরুণবসন ।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৭
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ।
যত লোক আইসে—কেহো নাহি যায় ঘর ॥ ৭৮
কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল ।
প্রেমেতে ভাসিল লোক—স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল ॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বজ্রাদপীতি। লোকোত্তরাণাং অলৌকিকানাং ভগবদাদীনাং চেতাংসি মনাংসি বিজ্ঞাতুং কো হি ঈশ্বরঃ সমর্থো ন কোঽপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতানি চেতাংসি বজ্রাদপি কুলিশাদপি কঠোরাণি কঠিনানি কুসুমাদপি মহাকোমলাদপি মৃদূনি কোমলানি। চক্রবর্ত্তী ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুরোধে দক্ষিণযাত্রাও কয়েক দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন, সেই সার্ব্বভৌম যখন—তাঁহারই বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি (প্রভু) একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না—এস্থলে প্রভুর চিত্তে বজ্রসম কঠিনতা প্রকাশ পাইল ।

শ্লো। ২। অন্বয়। বজ্রাৎ (বজ্র হইতে) অপি (ও) কঠোরাণি (কঠিন), কুসুমাৎ (পুষ্প হইতে) অপি (ও) মৃদূনি (কোমল) লোকোত্তরাণাং (লোকোত্তর ব্যক্তিদিগের) চেতাংসি (চিত্তসমূহ) কঃ হি (কে) বিজ্ঞাতুং (জানিতে) ঈশ্বরঃ (সমর্থ হয়) ?

অনুবাদ। অলৌকিক ব্যক্তিগণের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল, উহা কে বুঝিতে সমর্থ হয় ? (অর্থাৎ কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে)। ২

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৭২। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত ভট্টাচার্য্যকে ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং ভট্টাচার্য্যের লোকের সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের নিজের গৃহে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন ।

৭৩। সার্ব্বভৌমকে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি সকলে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়া প্রভুর সঙ্গী হইলেন (আলিঙ্গন দ্বারা প্রভু সার্ব্বভৌমকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রভুর সঙ্গে আসিলেন না)।

বস্ত্র-প্রসাদ—বস্ত্র (কৌপীন বহির্ব্বাস) ও মহাপ্রসাদান্ন। তবে—শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরে ।

৭৪। তাঁরে—আলালনাথকে ।

৭৫। বৈসে যতজন—আলালনাথে যতলোক থাকে, তাঁহাদের সকলে ।

৭৬। কাঞ্চনসদৃশ—সোনার মত ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিয়া দেখিতে সোনার মত। অরুণ বসন—অরুণ (রক্ত) বর্ণ বস্ত্র (বহির্ব্বাস)। পুলকাশ্রু ইত্যাদি—পুলকাদি-সাত্ত্বিকভাব-সকল প্রভুর দেহে প্রকাশ পাইয়া অলঙ্কারের ন্যায় দেহের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল ।

৭৯। গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল—শ্রীকৃষ্ণগোপাল, এই নাম কীর্ত্তন করে। স্ত্রীবৃদ্ধযুবাবাল—স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যুবক এবং বালক ; সকল বয়সের স্ত্রীলোক ও পুরুষ ।

দেখি নিত্যানন্দপ্রভু কহে ভক্তগণে—।
এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥ ৮০
অতিকাল হৈল—লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮১
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিগে ধাইয়া ॥ ৮২
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজ-গণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে ॥ ৮৩
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ-প্রসাদান্ন সভে বাঁটি খাইল ॥ ৮৪
শুনিশুনি লোকসব আসি বহির্দ্বারে।
'হরিহরি' বলি লোক কোলাহল করে ॥ ৮৫
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন ॥ ৮৬
এইমত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হৈল লোক—সভে নাচে গায় ॥ ৮৭
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণসঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ৮৮
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥ ৮৯
মূর্চ্ছিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা সভাপানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥ ৯০
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র-বস্ত্র লৈয়া ॥ ৯১
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঁই রহিলা।
আরদিন দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮০। **এইরূপে নৃত্য** ইত্যাদি—এখন যেমন দেখিতেছ, ইহার পরেও যে গ্রামে প্রভু যাইবেন, সেই গ্রামেই এইভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করিবেন, এইভাবে তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক বিকার সকল প্রকটিত হইবে এবং এইভাবেই সেই গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবকাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইবে।

৮১। **অতিকাল**—অসময়; মধ্যাহ্ন গত; ভিক্ষার সময় অতীত। **লোক ছাড়িয়া না যায়**—লোকসকলও প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতেছে না। **সৃজিল উপায়**—আহারাদি করাইবার নিমিত্ত প্রভুকে লোকের নিকট হইতে সরাইয়া লওয়ার জন্য এক উপায় উদ্ভাবিত করিলেন।

৮২। **মধ্যাহ্ন করিতে**—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করিতে।

৮৩। **মধ্যাহ্ন করিয়া**—স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া। **দেবতা-মন্দিরে**—আলালনাথের মন্দিরে। **নিজগণ**—নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা।

৮৪-৮৫। **প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন**—প্রভুর আহারের পরে যে প্রসাদান্ন অবশিষ্ট রহিল, তাহা। **সভে**—সকলে। **বাঁটি**—বন্টন করিয়া; ভাগ করিয়া। **শুনি শুনি**—প্রভুর কথা একের মুখে অপরে, তাহার মুখে অপরে শুনিয়া। **বহির্দ্বারে**—আলালনাথের বাহিরের দরজায়; কপাট বন্ধ বলিয়া তাহারা ভিতরে আসিতে পারে না।

৮৬। **তবে**—বাহিরে "হরি হরি"-ধ্বনি এবং লোকের কোলাহল শুনিয়া। **করাইল মোচন**—খুলিয়া দেওয়াইলেন।

৮৭। **বৈষ্ণব হইল**—প্রভুর কৃপায় সকলেই বৈষ্ণব হইল, ভক্তিমার্গের উপাদেয়তা বুঝিয়া ভক্তিধর্ম্মযাজনে প্রবৃত্ত হইল।

৮৮। **গোঙাইয়া**—অতিবাহিত করিলেন, প্রভু।

৯১। **বিচ্ছেদে ব্যাকুল**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল; শ্রীরাধাভাবে; অন্যথা কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ব্যাকুল হওয়ার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। **পাত্র-বস্ত্র**—জলপাত্র ও বস্ত্র (কৌপিন-বহির্ব্বাস)।

৯২। **উপবাসী**—প্রভুর বিরহ-দুঃখে তাঁহাদের আহারে রুচি ছিল না বলিয়া সকলে উপবাস করিলেন। **তাহাঁই**—সেই আলাল-নাথেই। **আর দিন**—পরের দিন।

মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৩

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণ ইতি। হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ ইত্যাদি মাং ত্রাহি। মাং পাহি। অন্যৎ সুগমম্। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৩। **মত্তসিংহপ্রায়**—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মত্তসিংহের ন্যায় প্রেমাবেশে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু চলিলেন। প্রভু কোন্ নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন? পরবর্ত্তী "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। হে কৃষ্ণ। হে কৃষ্ণ! *** মাং (আমাকে) রক্ষ (রক্ষা কর)। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! ** মাং (আমাকে) পাহি (পালন কর)। হে রাম! হে রাঘব। হে রাম! হে রাঘব। ** মাং (আমাকে) রক্ষ (রক্ষা কর)। হে কৃষ্ণ। হে কেশব। ** মাং (আমাকে) পাহি (পালন কর)।

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ। হে কৃষ্ণ। *** আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ *** আমাকে পালন কর। হে রাম। হে রাঘব! ** আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ। হে কেশব। আমাকে পালন কর। ৩

কৃষ্ণ—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীগোপীজনবল্লভ। **রাম। রাঘব!**—রাম এবং রাঘব বলিতে সাধারণতঃ দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্রকেই বুঝায়; রঘুবংশে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে রাঘব বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৯১৷৯৩ পয়ার হইতে জানা যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমাবেশে—শ্রীরাধার কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত ভাবের আবেশে—ব্যাকুল হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে চলিতে চলিতেই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি এবং "রাম রাঘব" ইত্যাদি নামগুলি কীর্ত্তন করিয়াছেন; মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণবিরহে যে সকল কথা বাহির হইতে পারে, তাঁহার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর মুখেও সেই সকল কথাই বাহির হওয়া স্বাভাবিক—অন্য কথা বাহির হওয়া সম্ভব নহে। কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নাম ব্যতীত—দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্রের, বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের নাম বাহির হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। কাজেই মনে করিতে হইবে—রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু যে "রাম" বা "রাঘব" বলিয়াছেন, এস্থলে দশরথ-তনয় তাঁহার লক্ষ্য নহে; কিম্বা তিনি যে "কেশব" বলিয়াছেন, সেস্থলেও বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ তাঁহার লক্ষ্য নহে। রাম, রাঘব, এবং কেশব এই তিনটী শব্দেই তিনি গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত তিনটী শব্দে যে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝাইতে পারে, এস্থলে তদ্রূপ অর্থ করা যাইতেছে। **রাম**—রম্-ধাতু হইতে রাম-শব্দ নিষ্পন্ন; রম্-ধাতু রমণে; রমণ করেন যিনি, তিনি রাম—রমণ—রাধারমণ, গোপিকারমণ; সুতরাং রাম-শব্দে রাধারমণ বা গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়; আর **রাঘব**—রঘ্ ধাতু হইতে রাঘব-শব্দ নিষ্পন্ন; রঘ্-ধাতু দীপ্তিতে; রাঘব অর্থ দীপ্তিমান, জ্যোতিষ্মান্; দ্যুতিমণ্ডল, মাধুর্য্যদ্যুতিমণ্ডল। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ক্লিন্না-শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু যখন "রাম রাঘব পাহি মাম্" বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ ছিল:—"হে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ! তুমি আমার রমণ ছিলে; আমার মন, বুদ্ধি, দেহ—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তুমি রমিত করিয়াছিলে; তুমি আমার সঙ্গে রহঃকেলি করিয়া আমার তনুমনকে—সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে—সার্থকতা দান করিয়াছিলে। হে রাঘব। হে মধুর-দ্যুতিমণ্ডল। ক্রীড়ান্তে তোমার দেহে যে অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় মধুর-দ্যুতিরাশি বিচ্ছুরিত হইত, নয়নের ভিতর দিয়া তাহা মরমে প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তগুহায় যে এক অদ্ভুত আনন্দ-স্পন্দন জাগাইয়া দিত, তাহাতে আমার সমস্ত দেহই যেন আনন্দ-তরঙ্গে প্রকম্পিত হইতে থাকিত; কিন্তু বঁধু। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সে সমস্ত আনন্দস্মৃতি আজ যেন শতসহস্রবৃশ্চিক দংশনবৎ যন্ত্রণা দিয়া আমাকে জর্জ্জরিত

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে—বোল 'হরিহরি'॥ ৯৪
সেই লোক প্রেমে মত্ত—বোলে 'হরিকৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ॥ ৯৫
কথোদূরে বহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ৯৬
সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥ ৯৭
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥ ৯৮
গ্রামান্তর হৈতে দেখে আইসে যতজন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমার প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে; তাই তোমার চরণে এই মিনতি বঁধু, তুমি—রক্ষ মাম্—আমাকে রক্ষা কর—একবার তোমার সেই মধুর-দ্যুতিরাশি বিচ্ছুরিত-মনঃ-প্রাণ-রমণরূপে আমার সাক্ষাতে উদিত হইয়া আমার বিরহ-তপ্ত-চিত্তকে শীতল কর, আমাকে বাঁচাও।" তারপর কেশব-শব্দের অর্থ; কেশব বলিতে সাধারণতঃ নারায়ণকে বুঝায়; কিন্তু এখানে অন্য অর্থ। কেশং বাতি ইতি কেশবঃ যিনি কেশ বন্ধন করেন, তিনি কেশব। রহঃকেলির অবসানে শ্রীরাধার কেশজাল যখন বিস্রস্ত হইয়া যায়, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে তাহা বাঁধিয়া দিয়া নিজেকে যেন কৃতার্থ মনে করেন; কেশব-শব্দে শ্রীরাধার বিস্রস্ত-কেশদামবন্ধন-রত শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন হে কৃষ্ণ! "হে কেশব! পাহি মাম্" বলিয়াছিলেন—তখন তাঁহার মনে বোধ হয় এইরূপ ভাব ছিল:—হে আমার চিত্তাকর্ষক! নিভৃত-নিকুঞ্জে লীলাবিশেষের পরে প্রীতিভরে তুমি যে আমার বিস্রস্ত-কেশদাম বন্ধন করিয়া দিতে—হে কেশব!—তাহা কিরূপে তুমি ভুলিয়া গেলে? আমি কিন্তু তাহা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই এবং ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই আজ তোমার বিরহে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বঁধু, একবার এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া কর, তোমার সেই প্রীতিমণ্ডিত-মূর্তিখানি আমার সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া আমাকে রক্ষা কর বঁধু—পূর্বে প্রীতিরসধারায় নিষিক্ত করিয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে যেমন প্রতি-পালন—পরিতৃপ্ত—করিতে, কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া এখনও তাহাই কর বঁধু।"

৯৪। **এই শ্লোক**—উল্লিখিত "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-ইত্যাদি শ্লোক।

৯৫। প্রভু যাঁহাকেই পথে দেখেন, তাঁহাকেই বলেন—"হরি হরি বোল"। এই হরিনামোপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া তাহাতে প্রেম-সঞ্চার করেন; তাহার ফলে, সেই লোকও তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া "হরিকৃষ্ণ"-নাম কীর্তন করিতে করিতে প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠায়—প্রভুর পাছে পাছে ধাবমান হয়।

৯৬। **কথোদূর বহি**—কতদূর পর্যন্ত এইভাবে সেই লোককে পশ্চাতে বহন করিয়া; অথবা, সেই লোকটি এইভাবে প্রভুর পাছে কতদূর পর্যন্ত গেলে পর। **শক্তি সঞ্চারিয়া**—কলিযুগের ধর্ম নাম ও প্রেম প্রচার করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মধ্যে এমন একটী শক্তি প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, তিনি যাঁহাকে হরিনাম করিতে বলিবেন, সেই ব্যক্তিই হরিনাম করিতে করিতে প্রেমে নৃত্য করিতে থাকিবেন।

৯৮। যাঁহাকে প্রভু আলিঙ্গন দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিলেন, তিনি নিজ গ্রামের সকলকে বৈষ্ণব করিলেন।

৯৯। **গ্রামান্তর হৈতে**—অন্যগ্রাম হইতে। **তাঁহার দর্শন-কৃপায়**—তাঁহার (প্রভু যাঁহাকে আলিঙ্গন-দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহার) দর্শনে ও তাঁহার কৃপায়; তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া। অথবা, তাঁহার (তাঁহাকর্তৃক) দর্শন-জনিত কৃপায়; তিনি দৃষ্টিদ্বারা যে কৃপাসঞ্চার করিয়াছেন, সেই কৃপার প্রভাবে। **তাঁর সম**—তাঁহার তুল্য প্রেমদান করিতে সমর্থ।

সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥ ১০০
সেই যাই আর-গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ॥ ১০১
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন—তারে করি আলিঙ্গন॥ ১০২
যেইগ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেইগ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥ ১০৩
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে-সব আচার্য্য হইয়া তারিলা জগত॥ ১০৪
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥ ১০৫
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥ ১০৬
প্রভুরে যে ভজে—তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই-সে এ-সব লীলা সত্যকরি লয়॥ ১০৭
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ ১০৮
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ॥ ১০৯
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈলা স্তবন-প্রণামে॥ ১১০
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা।
দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥ ১১১
আশ্চর্য্য শুনি সবলোক আইলা দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥ ১১২
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা—বোলে 'কৃষ্ণ হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধ্ববাহু করি॥ ১১৩
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সবগ্রাম॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০২। প্রভু এইভাবে পথে চলিতেছেন, শত শত লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে; প্রভু আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই শক্তি সঞ্চার করিলেন।

১০৪। **আচার্য্য হইয়া**—গুরু বা উপদেষ্টা হইয়া।

১০৭। যে ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজন করেন, তাঁহার প্রতিই প্রভুর কৃপা হয় এবং প্রভুর কৃপা হইলেই এই সকল অলৌকিক লীলাকথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন।

১০৯। **প্রথমে কহিল** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৬ পয়ারোক্তি-অনুসারে; দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে প্রভু যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেখানে সেখানেই যাঁহারা প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন।

১১০। **কূর্ম্মস্থানে**—কূর্ম্মক্ষেত্রে; এই স্থানের বর্ত্তমান নাম "শ্রীকূর্ম্মম্"; ইহা গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। এইস্থানে ভগবানের কূর্ম্মাবতারের মন্দির আছে। **কূর্ম্ম দেখি**—কূর্ম্মাবতারের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া।

১১৩। **দর্শনে বৈষ্ণব** ইত্যাদি—প্রেমাবিষ্ট প্রভুকে দর্শন করিয়াই সকলে বৈষ্ণব হইলেন; যে কেহ প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, প্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনিই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। এইরূপ শক্তি প্রভু দক্ষিণে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই।

স্বচ্ছন্দভাবে আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি-বিতরণের সঙ্কল্প করিয়াই প্রভু এবার ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কৃপাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি প্রেম-বিতরণের জন্য উন্মুখী হইয়াই আছে, সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহারা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারে। প্রভু যখন প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার প্রেমসমুদ্র তাঁহার সমগ্র হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া সমস্ত দেহকেও যেন পরিপ্লুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে অনর্গল প্রেমধারা বহির্গত হইয়া সর্ব্বদিকে প্রবলবেগে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে; ভাগ্যক্রমে সেখানে যাঁহারা

এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ১১৫
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ ১১৬
যেই গ্রামে যায়, তাহাঁ এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার ॥ ১১৭
কূর্ম্ম নামে সেইগ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৮
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ ॥ ১১৯
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল ॥ ১২০
"যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ ১২১
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন ॥ ১২২
কৃপা কর মোরে প্রভু! যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে ॥" ১২৩
প্রভু কহে—ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥ ১২৪
যারে দেখ—তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' এই দেশ ॥ ১২৫
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥ ১২৬
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা ॥ ১২৭
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি-স্থানে ॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপস্থিত থাকেন, প্রভুর ক্রিয়োন্মুখী কৃপাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সেই বিস্ফুরিত প্রেমধারাকে বহন করিয়া নিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে স্থাপিত করে। তখনই তাঁহারাও প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন।

১১৫। **পরম্পরায়**—একজন হইতে আর একজন, তাহা হইতে আর একজন, ইত্যাদি ক্রমে।

১১৬। কূর্ম্মদর্শন করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছিলেন (১১১ পয়ার): প্রভুর তখন বাহ্যস্মৃতি ছিল না; অনেকক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ১১১ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। মধ্যে ১১২-১১৫ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলা হইয়াছে।

১১৮। **সেই গ্রামে**—কূর্ম্মক্ষেত্রে। যে বৈদিক-ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহার নামও কূর্ম্ম।

১১৯। **সেই জল**—প্রভুর পাদধৌত জল। **বংশ সহিত**—সবংশে; সকলে।

১২১। **যেই পাদপদ্ম ইত্যাদি**—প্রভু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করেন।

১২২। **শ্লাঘ্য**—প্রশংসনীয়; ধন্য।

১২৪। **ঐছে বাত**—এইরূপ কথা। সকলকে ছাড়িয়া আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

১২৫। **তার**—উদ্ধার কর।

১২৬। **কভু না ইত্যাদি**—যদি বল গৃহে থাকিলে বিষয়ে ব্যস্ততাবশতঃ অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা হইবে না—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, বিষয়-তরঙ্গ তোমার কখনও কিছু করিতে পারিবে না; সুতরাং অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণে তোমার কোনও বাধা হইবে না, তুমি গৃহেই থাক।

১২৭। **ঐছে কহে**—ঐরূপ বলে; "প্রভু, আমি তোমার সঙ্গে যাইব"—এইরূপ কথা বলে। **করায় এই শিক্ষা**—এইরূপ (১২৪-২৬ পয়ারের অনুরূপ) শিক্ষা দেন।

১২৮। "দুই চারি স্থানে"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "এই পরিণামে"-এরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ—

কর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥ ১২৯
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩০
এইমত সেই রাত্রি তাহাঁই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা ॥ ১৩১
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩২
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ—তেহো কীড়াময় ॥ ১৩৩
অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয় ॥ ১৩৪
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ১৩৫
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৩৬
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহারও উক্তরূপ পরিণাম হয়, অর্থাৎ যাঁহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিতেন, তাঁহাতেই শক্তি সঞ্চার করিতেন এবং তাঁহাকেই ঘরে বসিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতে বলিতেন।

১৩১। ১২৬ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। মধ্যে ১২৭-১৩০ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলা হইয়াছে। **এইমত**—১২১-১২৬ পয়ারের উক্তির অনুরূপ কথাবার্ত্তায়। **তাহাই**—কূর্ম্মনামক বিপ্রের গৃহে।

১৩২। **প্রভু অনুব্রজি**—প্রভুর অনুসরণ করিয়া; প্রভুর পাছে পাছে। **কূর্ম্ম**—কূর্ম্ম-নামক ব্রাহ্মণ।

১৩৩। **গলিত কুষ্ঠ**—যে কুষ্ঠরোগে সমস্ত শরীরে ঘা হইয়া যায়। **সেহো**—সেই গলিতকুষ্ঠও। **কীড়াময়**—কীটে (বা পোকায়) পরিপূর্ণ।

১৩৪। **কীড়া**—কীট। **খসিয়া পড়য়**—কুষ্ঠের ক্ষতস্থান হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়। **সেই ঠাঁয়**—সেই স্থানে, সেই ক্ষতস্থানে।

কীটগুলি কুষ্ঠের ক্ষতের মধ্যেই জন্মিয়াছে, সেই স্থানেই পরিপুষ্ট হইয়াছে; সুতরাং সেই স্থানেই তাহারা সুখে থাকিতে পারিবে এবং মাটীতে পড়িয়া থাকিলে শীঘ্রই মরিয়া যাইবে মনে করিয়া—তাহারা মাটিতে পড়িয়া গেলেও, বাসুদেব তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া নিজের দেহে কুষ্ঠক্ষতের মধ্যে বসাইয়া দিতেন। ইহা হইতেই স্পষ্টই বুঝা যায়—নিজদেহের প্রতি এই বাসুদেবের বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ ছিল না; তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও পোকাগুলিকে নিজ দেহের ক্ষতে তুলিয়া দিয়া নিজের যন্ত্রণা বৃদ্ধির যোগাড় করিয়া দিতেন না। বস্তুতঃ যিনি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, দেহের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও থাকে না, দেহের সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না।

১৩৫। বাসুদেব রাত্রিকালে শুনিতে পাইলেন, কূর্ম্মবিপ্রের গৃহে প্রভু আসিয়াছেন; তাই প্রাতঃকালেই তিনি প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কূর্ম্মের গৃহে আসিলেন।

১৩৬। **শুনি প্রভুর গমন**—বাসুদেবের আসার পূর্ব্বেই যে প্রভু চলিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিয়া। **ভূমিতে** ইত্যাদি—বাসুদেব ছিলেন ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত; তাই প্রভুর দর্শনের পূর্ব্বেই প্রভুর প্রতি তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিকী গতি এত বেশী অগ্রসর হইয়াছিল যে, প্রভুর দর্শন না পাইয়া দুঃখাতিশয্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

১৩৭। **বিলাপ** ইত্যাদি—প্রভুর দর্শন পাইলেন না বলিয়া দুঃখে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; নিজের কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের জন্য নহে (পরবর্তী ১৪২ পয়ার হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়)। **সেইক্ষণে** ইত্যাদি—বাসুদেব যখন বিলাপ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই প্রভু আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দসহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৩৮
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পঢ়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন ॥ ১৩৯
বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়!।
জীবে এই গুণ নাহি,—তোমাতেই হয় ॥ ১৪০
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ' তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪১
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ ১৪২
প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥ ১৪৩
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥ ১৪৪
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রভু তো পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন; কোথা হইতে এখন আসিয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন? উত্তর—অন্য কোনও স্থান হইতে প্রভু আসেন নাই; তিনি স্বয়ংভগবান্, তাই তিনি বিভু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বাসুদেবের উৎকণ্ঠা ও আর্ত্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল প্রভু, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি—আবির্ভাবরূপে সেস্থানে আত্মপ্রকট করিলেন—আবির্ভূত হইলেন।

১৩৮। আলিঙ্গন দ্বারা তাঁহাকে প্রভুর স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাসুদেবের কুষ্ঠযন্ত্রণা দূর হইল, কুষ্ঠরোগও দূরীভূত হইল; তাঁহার শরীর আবার বেশ সুন্দর হইয়া উঠিল। প্রভু এস্থলে অলৌকিকী শক্তি প্রকাশ করিলেন।

১৪০। **এই গুণ**—আমার মত গলিত-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত লোককেও অম্লানবদনে আলিঙ্গন করার মতন করুণা-গুণ। প্রভুর এই গুণের কথা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৪১। পামর-জনও আমাকে দেখিয়া, আমার গলিতকুষ্ঠের গন্ধে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর হইয়াও আমাকে আলিঙ্গন করিলে। তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়াই এইরূপ করিয়াছ; কারণ, তুমি স্বয়ংভগবান; জীব-নিস্তারই তোমার স্বভাব; তুমি স্বতন্ত্র বলিয়া পাত্রাপাত্র বিচারেরও তোমার প্রয়োজন নাই; তুমি পতিতপাবন, পতিতকেই তোমার অধিক দয়া; আমি পতিত বলিয়াই ঘৃণিত অস্পৃশ্য আমাকেও তুমি আলিঙ্গন করিতে ইতস্ততঃ কর নাই। পতিতের প্রতি এইরূপ করুণা একমাত্র তোমাতেই সম্ভব, জীবে সম্ভব নহে।

১৪২। রোগ দূরীভূত হওয়ায়, দেহও সুন্দর হওয়ায়, দেহাভিমান আসিয়া পড়িবে বলিয়া এবং দেহাভিমান আসিয়া পড়িলে তাঁহার ভজনের বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া বাসুদেব আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িলেন।

১৪৩। প্রভু বলিলেন—"না, কখনও তোমার দেহাভিমান জন্মিবে না; তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া নামকীর্ত্তন করিবে।" (অর্থাৎ, তুমি সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলেই আর দেহাভিমান আসিতে পারিবে না)।

অথবা—প্রভু বলিলেন—"যেহেতু তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছ; তাই কখনও তোমার দেহাভিমান জন্মিবে না।"

অথবা—প্রভু বলিলেন—"আমার কৃপায় তোমার দেহাভিমান জন্মিবে না; তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে।"

১৪৪। প্রভু আরও বলিলেন—"নিজে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে এবং অন্যান্যকে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া সকলকে উদ্ধার করিবে; কৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবেন।"

১৪৫। **কৈলা অন্তর্দ্ধানে**—অন্তর্হিত হইলেন; অদৃশ্য হইলেন। **দুই বিপ্রে**—কূর্ম্ম ও বাসুদেব এই দুই বিপ্র।

বাসুদেব-উদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপদ' হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৪৬
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম দরশন বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৪৭
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলাশ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥ ১৪৮
চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি—যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৪৯
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমাসভার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-
গমনে বাসুদেবোদ্ধারো নাম
সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৬। **বাসুদেবামৃতপদ**—বাসুদেব-নামক বিপ্রের সম্বন্ধে অমৃততুল্য হইয়াছে যাঁহার পদ (চরণ)। অমৃত যেমন সকল রোগ দূর করে, যে শ্রীচৈতন্যের চরণ সেইরূপ বাসুদেবের সকল রোগ দূর করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যের একটী নাম ঐ কারণে বাসুদেবামৃতপদ।

'বাসুদেবামৃতপ্রদ' এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—বাসুদেব-নামক বিপ্রকে (রোগশান্তির নিমিত্ত) অমৃত প্রদান করিয়াছেন যিনি। অথবা, অমৃত শব্দে "মৃত বা মৃত্যু" নাই যাঁহার, সেই স্বয়ংভগবান্‌কে বুঝায়; অথবা "অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার"-বাক্যে প্রভু বাসুদেবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি নির্দ্ধারিত বা সুনিশ্চিত করিয়া দিলেন বলিয়াও তাঁহাকে বাসুদেবামৃতপ্রদ (বাসুদেবকে অমৃতরসময় শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়াছেন যিনি) বলা যায়।

১৪৭। **কূর্ম্ম-দরশন**—কূর্ম্ম-অবতারের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। **বাসুদেব-বিমোচন**—বাসুদেবনামক বিপ্রকে গলিত কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিদান।

১৪৯। **যেই মহান্তের** ইত্যাদি—মহাপুরুষদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

১৫০। প্রভুর আলিঙ্গন মাত্রেই বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠ অন্তর্হিত হইয়া গেল; ইহা এক অলৌকিক ব্যাপার; যুক্তিতর্কদ্বারা ইহার সম্ভাব্যতা কাহাকেও বুঝান যায় না। যাঁহারা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিবেন না। হয়তো বলিবেন—গ্রন্থকার স্বীয় আরাধ্যদেব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহিমা বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই আলিঙ্গনদ্বারা গলিত কুষ্ঠরোগ মুক্তির এক উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—ইহা আমার কল্পিত উপাখ্যান নহে; শ্রীপাদ রঘুনাথদাসগোস্বামীর ন্যায় মহান্তদিগের নিকটে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আমি লিখিয়াছি; তাঁহারা মিথ্যা কথা বলেন নাই, ইহাও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।"

এই পরিচ্ছেদের বর্ণনা হইতে জানা যায়—যে কেহ প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন, তিনিই দর্শনমাত্রেই প্রেমলাভ করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রভুকর্তৃক সঞ্চারিত কৃপাশক্তির প্রভাবে প্রেমদান-বিষয়ে তিনিও সেই প্রভুর তুল্যই হইয়াছিলেন। মুণ্ডকোপনিষদও একথাই বলিয়াছেন। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩ ॥ ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মধ্য-লীলা

—:•:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণে-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥ ১॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সঞ্চার্য্যেতি। গৌরপ্রেমসমুদ্রঃ রামাভিধভক্তমেঘে রামানন্দঃ অভিধা নাম যস্য স এব ভক্তো মেঘ স্তস্মিন্ স্ব ভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি স্বকীয়-ভক্তিসিদ্ধান্তানাং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসসিদ্ধান্তানাং চয়াঃ সমূহা স্তএবামৃতানি বারিতুল্যানি সঞ্চার্য্য সঞ্চারণং কৃত্বা অমুনা রামানন্দ-মেঘেন বিতীর্ণৈঃ কৃতৈঃ এতৈ র্ভক্তিসিদ্ধান্তময়জলৈঃ তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং তেষাং সিদ্ধান্তানাং জ্ঞত্বং বোধ স এব রত্নং তস্যালয়তাং প্রয়াতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। যথা সমুদ্রজল-প্রদানেন মেঘ স্তস্মিন্ বর্ষতি শঙ্খমুক্তাদিষু রত্নাদি সম্ভবতি অতএব সমুদ্রো রত্নালয়তাং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জয় শ্রীরাধাগিরিধারী। মধ্যলীলার এই অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণোপলক্ষ্যে গোদাবরী-তীরস্থিত বিদ্যানগরে রায়-রামানন্দের সহিত মিলন এবং তাঁহার সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাদির আলোচনা বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরাব্ধিঃ (গৌর-সমুদ্র) রামাভিধ-ভক্তমেঘে (ভক্ত-রায়রামানন্দরূপ মেঘে) স্বভক্তি সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি (স্ববিষয়ক-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহরূপ অমৃত) সঞ্চার্য্য (সঞ্চার করিয়া) অমুনা (তৎকর্তৃক—সেই রামানন্দরূপ মেঘকর্তৃক) বিতীর্ণৈঃ (বর্ষিত) এতৈঃ (এসমস্তদ্বারা—সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃতদ্বারা) তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং সিদ্ধান্তের অনুভবরূপ রত্নের আলয়ত্ব) প্রয়াতি (প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র ভক্ত-রামানন্দস্বরূপ মেঘে স্ববিষয়ক-ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চার করিয়া তৎকর্তৃক (সেই রামানন্দরূপ মেঘ কর্তৃক) বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তরূপ অমৃতদ্বারা সিদ্ধান্তের অনুভবরূপ রত্নসমূহের আলয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১

কথিত আছে, বৃষ্টির জল না পড়িলে সমুদ্রে শুক্তি-শঙ্খাদিতে রত্ন জন্মে না; বৃষ্টির জল পড়িলেই সমুদ্রে রত্নাদির উৎপত্তি হয়। সমুদ্র সর্ব্বপ্রথমে বাষ্পরূপে নিজের জল মেঘে সঞ্চারিত করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে ঐ জল পতিত হয়; তখন সমুদ্র সেই বৃষ্টির জল গ্রহণ করিলেই তাহাতে রত্নাদি জন্মে এবং সেই রত্ন ধারণ করিয়াই সমুদ্র তখন রত্নাকর নামে পরিচিত হয়। গ্রন্থকার এই ব্যাপারের সঙ্গে রামানন্দরায়ের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনের তুলনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুকে সমুদ্রের সঙ্গে রামানন্দরায়কে মেঘের সঙ্গে, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসাশ্রিত ভক্তি-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে জলের বা অমৃতের সঙ্গে এবং রামানন্দ-রায়ের মুখে ঐ সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাহাদের উপলব্ধিকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্র যেমন নিজের জলই মেঘে সঞ্চারিত করিয়া পুনরায় মেঘ হইতে তাহা গ্রহণ করে, মহাপ্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক (স্ববিষয়ক) ভক্তিরস-সিদ্ধান্তসমূহ পরমভক্ত-রামানন্দ-রায়ে সঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করান এবং স্বয়ং ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত-রামানন্দ-রায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উপলব্ধি লাভ করেন।

গৌরাব্ধিঃ—গৌররূপ অব্ধি (সমুদ্র)। সমুদ্র হইতেই অদৃশ্য বাষ্পরূপে জল উঠিয়া যেমন মেঘে সঞ্চারিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয় এবং সেই মেঘ হইতে সেই বাষ্পই আবার যেমন বৃষ্টিরূপে সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল নিধান শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে তাঁহারই কৃপাশক্তির যোগে অপরের অদৃশ্যভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ রায়রামানন্দে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধান্ত-প্রকাশে সমর্থ করিয়াছিল—জলীয় বাষ্প যেমন মেঘকে বর্ষণের উপযোগী করে। এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে অব্ধি বা সমুদ্র বলা হইয়াছে। অপ্ (জল)+ধি—অব্ধি, জলধি, সমুদ্র। সমুদ্রই মেঘে জল সঞ্চারিত করে; কিন্তু কিভাবে করে, তাহা কেহ দেখে না; সূর্য্যের কিরণে সমুদ্রের জল বাষ্পরূপ ধারণ করে; এই বাষ্প বায়ুর মতন; তাই কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই বাষ্পই আকাশে উপরে উঠিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এইরূপে সূর্য্যকিরণ যেমন সমুদ্রের জলকে বাষ্পের রূপ দিয়া মেঘে সঞ্চারিত করে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিও তেমনি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চিত্ত হইতে সিদ্ধান্তসমূহকে রায় রামানন্দের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়াছিল। সমুদ্র যেমন অপরিমিত জলের আধার, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুও অনন্তজ্ঞানের আধার—শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া। জ্ঞান বিষয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমুদ্রের তুল্য। যাহা হউক, প্রভুর কৃপাশক্তি যে রায়রামানন্দে সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন, তাহা অপরের—এমন কি রায়রামানন্দেরও—অদৃশ্যভাবে; মুখের উপদেশাদিদ্বারা নহে। রায়ের চিত্তে প্রভু সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরিত করিয়াছিলেন—একথা রায়রামানন্দের নিজ মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। "এত তত্ত্ব মোর মুখে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥ অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥ ২।৮।২১৮-৯॥" ঈশ্বর অন্তর্য্যামী; তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, প্রত্যেককেই উপদেশ দেন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নহে, কথাবার্ত্তা বলিয়া নহে। উপদেশের মর্ম্ম তিনি নীরবে জীবের চিত্তে স্ফুরিত করেন; নির্ম্মলচিত্ত লোকই তাহা বুঝিতে পারে। এই ভাবেই তিনি ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন—বেদের মর্ম্ম ব্রহ্মার চিত্তে স্ফুরিত করিয়া। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে। শ্রীভা. ১।১।১॥" **রামাভিধ ভক্তমেঘে**—রাম (রামানন্দ) নামক ভক্তরূপ মেঘে। মেঘে যেমন বাষ্প যায়, তদ্রূপ রায়-রামানন্দে প্রভুর কৃপাশক্তিপ্রেরিত সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞান আসিয়াছে বলিয়া রায়-রামানন্দকে মেঘ বলা হইল। রামাভিধ ভক্তমেঘে-শব্দের অন্তর্গত ভক্ত শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তব্যতীত অপর কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশের শক্তি ধারণ করিতে পারে না, অপর কাহারও চিত্তে ভক্তিতত্ত্ব স্ফুরিতও হইতে পারে না। **স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি**—স্বভক্তি (স্ববিষয়ক—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি) সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃত। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে ভক্তি, তাহাই এস্থলে স্বভক্তি-শব্দে বুঝাইতেছে; সেই ভক্তি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহকে অমৃত বলা হইয়াছে। এস্থলে সিদ্ধান্ত-শব্দে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তই সূচিত হইতেছে; রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল রসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল রস পরম-আস্বাদ্য, পরম-রমণীয়। তাই এই সকল রসসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অমৃত-শব্দের একটী অর্থ জলও হয়। জল-অর্থ ধরিলে বুঝিতে হইবে, ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহকে জলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—সমুদ্র হইতে বাষ্পরূপে জল যেমন মেঘে যায়, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে কৃপাশক্তির যোগে এসকল সিদ্ধান্ত রায়-রামানন্দে গিয়াছে বলিয়া। কিন্তু এস্থলে অমৃত-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থই—পরম আস্বাদ্য এবং পরম লোভনীয় বস্তুবিশেষরূপ অর্থই—অধিকতর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ এই। প্রথমতঃ, স্বরূপতঃই ভক্তি পরম আস্বাদ্য, আনন্দস্বরূপা। রতিরানন্দরূপৈব (ভ. র. সি.)। তাই পরম লোভনীয়ও বটে। ভক্তিসিদ্ধান্তও তদ্রূপ পরম মনোরম, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, পরম লোভনীয়। তাই অমৃতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে আধারে যে বস্তু থাকে, সেই আধার হইতে সেই বস্তুই পাওয়া যায়। সমুদ্রে আছে জল, তাই সমুদ্র হইতে মেঘ জল পায়, অমৃত পাইতে পারে না। কিন্তু রসঘনবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে সমুদ্রের ন্যায় লোনাজল নাই, আছে অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত অমৃত, যেহেতু তিনি অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি; তাই তাঁহা হইতে অমৃতই পাওয়া যাইবে; রায়রামানন্দের চিত্তে পরম-আস্বাদ্য, পরম-লোভনীয়, পরম-চিত্তাকর্ষক ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপূর্ব্ব অমৃতই প্রভুর কৃপাশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। (অমৃতও জলেরই ন্যায় তরল)। গৌরাব্ধিতে প্রাকৃত সমুদ্রের ন্যায়—লবণাক্ত জল নাই, আছে অমৃতবিনিন্দি পরমাস্বাদ্য রস; মকর-হাঙ্গরাদি ভয়াবহ হিংস্রজন্তু নাই, আছে পরম-চিত্তাকর্ষক অনন্ত রসবৈচিত্রী; আতঙ্কজনক উত্তাল তরঙ্গ নাই, আছে পরম-লোভনীয় এবং অনির্ব্বাচ্য-চমৎকৃতিজনক অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের উত্তুঙ্গ হিল্লোল; হৃদয়বিদারি ভীষণ গর্জ্জন নাই, আছে সর্ব্বাঘ-স্বপন করুণার সাদর আহ্বান। অমৃত-শব্দের জল-অর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ নয়; যে স্থলে অতিপ্রসিদ্ধ অর্থের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, অর্থবোধের জন্য সে স্থলেই অপ্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে অমৃত-শব্দের অতিপ্রসিদ্ধ অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না; তাই জল অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। **অমুনা বিতীর্ণৈঃ** ইত্যাদি—অমুনা—ইঁহা কর্ত্তৃক অর্থাৎ রায়রামানন্দ-কর্ত্তৃক, বিতীর্ণৈ—বর্ষিত। রায়রামানন্দরূপ মেঘ এসমস্ত সিদ্ধান্তরূপ-অমৃত মহাপ্রভুরূপ সমুদ্রে বর্ষণ করিয়াছেন; মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত সিদ্ধান্ত-সমূহ রায়রামানন্দ আবার প্রভুর নিকটে প্রকাশ করিলেন। প্রভু যে রামানন্দের চিত্তে সিদ্ধান্তসমূহ স্ফুরিত করাইয়াছেন, ইহা কেহ জানিত না। লোকে জানিত—প্রভু প্রশ্ন করিয়াছেন, রায় উত্তর দিয়াছেন। তাই লৌকিক দৃষ্টিতে, রামানন্দের মুখে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত শুনিয়াই যেন প্রভু সে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়াছেন, প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইয়াছেন, সিদ্ধান্তরূপ রত্নসমূহ ধারণ করিতে পারিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে, রায়-রামানন্দের মুখে সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়াই গৌররূপ সমুদ্র **তত্ত্বজ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রয়াতি**—তৎ (তাহা—সে সমস্ত সিদ্ধান্ত) জানেন যিনি, তিনি তজ্‌জ্ঞ—সিদ্ধান্তজ্ঞ; তাঁহার ভাব হইল তজ্‌জ্ঞত্ব; তজ্‌জ্ঞত্বরূপ রত্নের আলয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন (গৌরাব্ধি)। সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞানকেই এস্থলে রত্ন বলা হইয়াছে। সমুদ্রের জলই মেঘের ভিতর দিয়া বৃষ্টিরূপে যখন সমুদ্রে ফিরিয়া আসে, তখন সমুদ্রে রত্ন জন্মে। তদ্রূপ প্রভুর সিদ্ধান্তই রামানন্দরায়ের অন্তঃকরণে প্রেরিত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে আবার যখন প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, লৌকিক দৃষ্টিতে তখনই প্রভু ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত যেন জানিতে পারিলেন, তখনই যেন প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন, তখনই যেন প্রভুর সিদ্ধান্তজ্ঞত্ব জন্মিল; তাই এই সিদ্ধান্তজ্ঞত্বকে (সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে) রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু এই রত্নের আলয় বা আধার হইলেন। কিন্তু এই লৌকিক-দৃষ্টিমূলক অর্থ শ্লোকের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকে বলা হইয়াছে—প্রভু রামানন্দরায়ে প্রথমে স্বভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সঞ্চারিত করিলেন; তারপরে, রায়ের মুখে সে সমস্ত সিদ্ধান্তই শুনিয়া প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন। প্রথমে যখন তিনি সিদ্ধান্তসমূহ রামানন্দরায়ে সঞ্চারিত করিলেন, তখনই যে তিনি সে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানিতেন, অর্থাৎ তখনই যে সে সমস্ত সিদ্ধান্তের জ্ঞান তাঁহার ছিল; তাহা সহজেই বুঝা যায়; না জানিলে রামানন্দ-রায়ের চিত্তে তিনি কিরূপে সে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্ফুরিত করিলেন? নারায়ণ যদি বেদ না জানিতেন, তাহা হইলে তাহা তিনি ব্রহ্মার চিত্তে কিরূপে প্রকাশ করিলেন? কিন্তু সমস্যা হইতেছে পরের ব্যাপার লইয়া। রামানন্দরায়ের মুখে শুনিয়া প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন—ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই যদি তাঁহার সিদ্ধান্তের জ্ঞান থাকিয়া থাকে, পরে আবার সিদ্ধান্তজ্ঞ হওয়ার—সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার—কথাই উঠিতে পারে না। ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেরটী জ্ঞান, পরেরটী বিজ্ঞান। পূর্ব্বেই সিদ্ধান্তসম্বন্ধে প্রভুর জ্ঞান ছিল; রামানন্দরায়ের মুখে শুনার পরে সেই সিদ্ধান্তসমূহের বিজ্ঞান জন্মিল। বিজ্ঞান বলিতে অনুভব বুঝায়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এক বস্তু নহে। ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ শ্রীভা. ২।৯।৩০॥—আমার সম্বন্ধীয় পরমরহস্যময় যে জ্ঞান, বিজ্ঞানসমন্বিত সেই জ্ঞান—আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।" এস্থলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইবস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে। একথা বলার পরেই শ্রীভগবান্ আবার বলিতেছেন—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩১॥—আমার যে স্বরূপ, আমার যে লক্ষণ, আমার যেরূপ গুণ-কর্ম্মাদি আছে, আমার অনুগ্রহে সে সমস্তের তত্ত্ববিজ্ঞান (যথার্থ অনুভব) তোমার হউক। এস্থলে বিজ্ঞানের কথা বিশেষরূপে বলা হইল। কাহারও মুখে শুনিয়া, কিম্বা গ্রন্থাদি দেখিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিছু যে জানা, তাহাকে বলে জ্ঞান ; ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু জানা-বিষয়ের অনুভবকে, হৃদয়ে উপলব্ধিকে, বলে বিজ্ঞান। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে প্রভু যখন অধ্যাপনা করিতেন, তখন একবার পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পদ্মাতীরে তপনমিশ্রকে তিনি সাধ্যসাধনের কথা বলিয়াছিলেন ; মিশ্রও তাহা জানিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তথাপি কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি তারকব্রহ্ম-নাম জপ কর। "জপিতে জপিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব তবে সে বুঝিবে॥" প্রভুর মুখে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা শুনিয়া তপনমিশ্র যাহা জানিয়াছিলেন, তাহা ছিল তাঁহার জ্ঞান ; আর, নামজপের ফলে প্রেমাঙ্কুর হইলে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবার কথা প্রভু বলিলেন, তাহা হইতেছে—বিজ্ঞান, অনুভব ; অপরোক্ষ জ্ঞান। রায়-রামানন্দপ্রসঙ্গেও রায়ের চিত্তে প্রভু যখন সিদ্ধান্তজ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন, সিদ্ধান্তসম্বন্ধে তখন তাঁহার "জ্ঞান" ছিল। রামানন্দের মুখেই আবার সে সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া সিদ্ধান্তবিষয়ে তাঁহার বিজ্ঞান বা অনুভব জন্মিল। প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, যাঁহার অনুগ্রহে অপরের—এমন কি, ব্রহ্মারও—অনুভব জন্মিতে পারে, তাঁহার অনুভবের অভাব কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? উত্তরে বলা যায়—ভগবান্ পূর্ণতম বস্তু হইলেও, রস-আস্বাদন-ব্যাপারে, লীলার ব্যাপারে, লীলাশক্তিই কোনও কোনও ব্যাপারে অপূর্ণতার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রকটিত হয়েন—তাঁহার লীলারস আস্বাদনের পরিপোষণার্থ। আর এস্থলে প্রসঙ্গ হইতেছে—স্বভক্তিসিদ্ধান্তসম্বন্ধে ; শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে ভক্তির বিষয়, সেই ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে। এই ভক্তি কি বস্তু, কিরূপ এই ভক্তির সাধন, নিজের উপর ভক্তির কিরূপ প্রভাব—তাহা ভগবান্ জানেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতে পারিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি। ভক্তির বিষয়রূপে ভক্তির বা ভক্তিসিদ্ধান্তাদির অনুভব ভগবানের আছে। যেহেতু, সর্ব্বত্রই তিনি ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভক্তির আশ্রয়ের উপর ভক্তির প্রভাব কিরূপ, তাহার সাধারণ জ্ঞান তাঁহার থাকিতে পারে,—অনুভব বা বিজ্ঞান তাঁহার থাকিবার কথা নয় ; কারণ, তিনি ভক্তির আশ্রয় নহেন। তিনি ভক্ত নহেন। আশ্রয়জাতীয় প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানমাত্র জন্মিয়াছিল ; কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব না জন্মাতেই তাহার আস্বাদনের (অনুভবের বা উপলব্ধির বা বিজ্ঞানের) জন্য তাঁহার লোভ যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রজে আশ্রয়জাতীয় প্রেম তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি তাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই—শ্রীরাধার আনন্দের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণপূর্ব্বক তিনি শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইয়া—ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, গৌর হইলেন এবং তখনই তিনি স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে—আশ্রয়জাতীয় ভক্তির বিজ্ঞান বা অনুভব লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। আশ্রয়-জাতীয় ভক্তির অনুভব (বা বিজ্ঞান) একমাত্র ভক্তের পক্ষেই সম্ভব এবং ভক্তের কৃপাতেই এই অনুভব সম্ভব হইতে পারে। যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহার পক্ষে এই অনুভব লাভের সম্ভাবনাও কম ; ভক্তের প্রেমপরিপ্লুত চিত্তের ভক্তিরস-মণ্ডিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তসম্বন্ধিনী কথা যখন ভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত কোনও ভাগ্যবানের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন সেই ভাগ্যবানের হৃদয়স্থিত ভক্তিই সেই কথাকে যেন তাঁহার কর্ণকুহর হইতে আকর্ষণ করিয়া মরমে নিয়া উপস্থিত করায় এবং সেই ভাগ্যবানের অনুভবের বিষয়ীভূত করাইয়া থাকে। ভক্তি এবং ভক্তিরস-পরিষিক্ত সিদ্ধান্তকথা একই চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই, সজাতীয় বস্তু বলিয়াই, একের পক্ষে অপরের আকর্ষণ, এককর্তৃক অপরের আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত সিদ্ধান্ত-সমূহ রামানন্দরায়ের চিত্তস্থিত ভক্তিরসে পরিনিষিক্ত হইয়া যখন প্রভুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন শ্রীরাধার নিকট হইতে গৃহীত প্রভুর হৃদয়স্থিত আশ্রয়জাতীয় ভক্তিই যেন সেই সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রভুর মরমে আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাঁহার অনুভবের—বিজ্ঞানের—বিষয়ীভূত করিয়া দিল, তখনই প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ (সিদ্ধান্তবিজ্ঞ, সিদ্ধান্তের বিজ্ঞানসম্পন্ন) হইলেন। সিদ্ধান্তজ্ঞ-শব্দের অর্থ সিদ্ধান্তবিজ্ঞ, সিদ্ধান্তের অনুভবসম্পন্ন। এই অনুভবকেই রসের

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে।
জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কথোদিনে ॥ ২
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি— ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; তাহার সার্থকতা এইরূপ। রত্নের উপাদান সমুদ্রেই থাকে; বৃষ্টির জল হইতে কোনও উপাদান পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় একটা প্রভাব বা শক্তি, যাহা ঐ উপাদানকে রত্নে পরিণত করে। অনুভবের উপাদানও গৌরাব্ধিতে ছিল—সিদ্ধান্তের জ্ঞানই এই উপাদান। পরম-ভাগবত, রায়রামানন্দের কথার সহযোগে তাঁহার ভক্তিপ্লুত চিত্ত হইতে যে প্রভাব বা শক্তি আসিয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে বিজ্ঞান বা অনুভবে পরিণত করিয়াছে। এই অনুভবরূপ রত্ন লাভ করিয়াই প্রভু রত্নালয় হইয়াছেন।

রায়রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন-তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনাই যে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে, এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত করা হইল; আরও ইঙ্গিত করা হইল যে, এই আলোচনায় রায়রামানন্দ বক্তা এবং প্রভু শ্রোতা। শ্লোকস্থ "গৌরাব্ধি"-শব্দদ্বারা, প্রভুর গৌরত্বের (গৌরবর্ণ-প্রাপ্তির) রহস্যও যে এই পরিচ্ছেদে উদ্ঘাটিত হইবে (২২০-৩৯ পয়ারে), তাহারও একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

রায়রামানন্দের সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে প্রভু রায়ের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-তত্ত্বাদিও প্রকাশ করাইয়াছেন। এই লীলাদ্বারা প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন যে—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় তত্ত্বের কথা ভক্তিরসায়িত চিত্ত ভক্তের মুখে শুনিলেই অনুভব লাভ হইতে পারে।

ভগবত্তত্ত্বের কথা, তাঁহার লীলাদির কথা স্বভাবতঃই মধুর; যেহেতু এসমস্তই চিদানন্দময়। ভক্তচিত্তের প্রেমরস-পরিনিষিক্ত হইয়া এসমস্ত কথা যখন ভক্তের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তখন তাহাদের মাধুর্য্য অত্যধিক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—ক্ষীরের পিষ্টকে অমৃতের পূর দিলে তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতা যেমন বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ। এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন-চমৎকারিত্বের লোভেই প্রভু পরম-ভাগবত রায়রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

২। **পূর্ব্বরীতে**—পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে; যেখানেই যান সেখানেই সকলকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সকলের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচারের শক্তিসঞ্চার করিয়া। **আগে**—সম্মুখে; পূর্ব্ববর্ণিত স্থানসমূহে যাওয়ার পরেও। **জিয়ড় নৃসিংহ**—জীয়ড় নামক কোনও ভক্তের প্রতি বিশেষ কৃপা দেখাইয়াছেন বলিয়া এই নৃসিংহ-বিগ্রহের নাম হয় জিয়ড়-নৃসিংহ (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষ খণ্ড)।

৩। **প্রেমাবেশে ইত্যাদি**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন এবং নৃসিংহদেবের বহু স্তব স্তুতি করিলেন। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—শ্রীমন্ মহাপ্রভু তো শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেই তিনি আবিষ্ট থাকেন, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইহাই বুঝা যায়। ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেশের হেতু কি হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, স্বীয় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্তই প্রভুর অবতার। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃত বারিধি; তাঁহাতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী। প্রত্যেক রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের পূর্ণতা। ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন," "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রীর এবং অনন্ত ভাব-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ। এই অনন্ত ভবগৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তিরূপ পরিকর অনন্ত লক্ষ্মীরূপে শ্রীরাধা তত্তৎ-ভগবৎ স্বরূপের মাধুর্য্য (অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনন্ত রসবৈচিত্রী পৃথক পৃথক ভাবেও) আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেবও এইরূপ এক ভগবৎ-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের এক রসবৈচিত্রীর বা মাধুর্য্যবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ; তাঁহার মাধুর্য্য তাঁহার নিত্যকান্তা লক্ষ্মীরূপে শ্রীরাধা আস্বাদন

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ ॥ ৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১ শ্লোকস্য স্বামিটীকায়াম্)—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অয়ং দৃশ্যমানঃ নৃকেশরী নৃসিংহদেবঃ ভক্তবিরোধিনামুগ্রোঽপি স্বভক্তানামনুগ্রঃ শান্তরূপঃ যথা কেশরী সিংহ স্বপোতানাং নিজপুত্রাণাং সম্বন্ধে অনুগ্রোঽপি অন্যেষাং স্বপোতবিরোধিনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ মহাক্রুর ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতেছেন এবং রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন-লিপ্‌সু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তে—শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্যবৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ, সেই মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আস্বাদনের বাসনাও আছে। তাই শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন মাত্রে সেই মাধুর্য্য-বৈচিত্রী আস্বাদনের বাসনাও তাঁহার চিত্তে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই তিনি নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। প্রভুর এই প্রেমাবেশও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবেশ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের মাধুর্য্যের আস্বাদনও শ্রীকৃষ্ণেরই এক মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আস্বাদন।

পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে জানা যাইবে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে প্রভু প্রত্যেক দেবালয়ে যাইয়াই প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন—কৃষ্ণ-মন্দির, বিষ্ণু-মন্দির, ভগবতীর-মন্দির, ভৈরবী-মন্দির, কোনও মন্দিরই প্রভু বাদ দেন নাই। এ সকল বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণেরই কোনও না কোনও এক রস-বৈচিত্রীর বা মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ। তাই যে কোনও স্বরূপের দর্শনেই সেই স্বরূপে রূপায়িত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আস্বাদন-বাসনা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে এবং এই প্রেমের আবেশেই প্রভু সেই ভগবদ্‌-বিগ্রহের সাক্ষাতে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

আর, তাঁহার এই লীলাদ্বারা পরম-দয়াল প্রভু জগতের জীবকে জানাইয়া দিলেন—স্বীয় উপাস্য স্বরূপ ব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপও উপেক্ষণীয় নহেন ; কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, অথবা বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে ভেদবুদ্ধি পোষণ করিলে অপরাধ হয়। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ ২।৯।১৪০ ॥" পরতত্ত্ববস্তু একেই বহু। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি ॥ শ্রুতি ॥" আবার বহুতেও তিনি এক। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্। শ্রীভাগবত ॥"

৪। **প্রহ্লাদেশ**—প্রহ্লাদের ঈশ্বর। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়াই নৃসিংহকে প্রহ্লাদেশ বলা হইয়াছে। **পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ**—পদ্মার (লক্ষ্মীর) মুখরূপ পদ্মের (কমলের) সম্বন্ধে ভৃঙ্গ (ভ্রমর সদৃশ) ; ভ্রমর যেমন সর্ব্বদা কমলের মধু পান করে, শ্রীনৃসিংহদেবও সর্ব্বদা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বদনের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে লক্ষ্মী-শব্দে শ্রীনৃসিংহদেবের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে বুঝাইতেছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্যেষাং (অপরের সম্বন্ধে) উগ্রবিক্রমঃ (উগ্রবিক্রম) স্বপোতানাং (নিজের সন্তানগণের পক্ষে) [অনুগ্রঃ] (শান্ত) কেশরী ইব (সিংহতুল্য) অয়ং (এই) নৃকেশরী (নৃসিংহদেব) উগ্রঃ (ভক্তদ্রোহীদের সম্বন্ধে উগ্র) অপি (হইলেও) স্বভক্তানাং (নিজের ভক্তদের সম্বন্ধে) অনুগ্র এব (অনুগ্র—শান্তই)।

এইমত নানাশ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ ৫
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রে তাহাঁ রহি করিলা গমন ॥ ৬
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে ॥ ৭
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরীতীরে চলি আইল কথোদিনে ॥ ৮
গোদাবরী দেখি হইল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ৯
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাহাঁ স্নান ॥ ১০
ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১
হেনকালে দোলায় চঢ়ি রামানন্দরায়।
স্নান করিবারে আইলা—বাজনা বাজায় ॥ ১২
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নান-তর্পণ ॥ ১৩
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল—এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥ ১৪
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৫
সূর্য্যশতসম কান্তি—অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। সিংহ যেমন অন্যের (শাবকদ্রোহীর) নিকটে উগ্র হইয়াও আপনার সন্তানগণের প্রতি অনুগ্র অর্থাৎ শান্ত, সেইরূপ নৃসিংহদেবও হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতি ভক্তদ্রোহীর প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি-ভক্তগণের প্রতি অনুগ্র (স্নেহপূর্ণ)। ২

৬। **পূর্ব্ববৎ**—কূর্ম্মক্ষেত্রে যেমন কূর্ম্ম নামক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোনও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ এখানেও নিমন্ত্রণ করিলেন। সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রণ করিতেন।

৭। **রাত্রি দিবসে**—দিবা কি রাত্রি সেই জ্ঞানও নাই।

৯। গোদাবরী-নদী দেখিয়া তাঁহার যমুনার কথা মনে হইল এবং গোদাবরী-তীরস্থিত বন দেখিয়া বৃন্দাবনের কথা মনে হইল।

১২। **দোলায়**—চতুর্দ্দোলায় বা পাল্কীতে। **বাজনা বাজায়**—বাদ্যকরগণ বাদ্য বাজাইতেছিল। ইহা ঐ দেশবাসী ধনী লোকের চিহ্ন। অথবা, রায়রামানন্দ রাজপ্রতিনিধি ছিলেন বলিয়াই রাজোচিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দোলা ও বাদ্য।

১৩। **বৈদিক**—বেদজ্ঞ। **তেঁহ**—রামানন্দ-রায়। **বিধিমত**—শুদ্ধাভক্তির অনুকূল বিধি-অনুসারে; বর্ণাশ্রমের অনুকূল-বিধি-অনুসারে নহে; কারণ, রামানন্দ-রায় শুদ্ধ-প্রেমভক্তির যাজন করিতেন; তাদৃশ ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে; "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২; যিনি সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজেন, তিনি উত্তম ভক্ত।" এস্থলে সর্ব্বধর্ম্ম-শব্দের অর্থ ক্রমসন্দর্ভে এরূপ লিখিত হইয়াছে :—"সর্ব্বান্ এব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তি-বিঘাতকতয়া সংত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥" সুতরাং অনন্যভক্তির হানি হয় বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জ্ঞান বর্জ্জনীয়।

বিশেষতঃ, সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রামানন্দ-রায় নিজেই বলিয়াছেন "সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ২।৮।১৭৭ ॥" ইহা হইতেও বুঝা যায়, রামানন্দ-রায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না।

১৪। **উঠি ধায়**—ব্যগ্র হইল।

১৬। **সূর্য্যশতসমকান্তি**—প্রভুর অঙ্গের কান্তি (তেজ) শতসূর্য্যের কান্তির ন্যায় উজ্জ্বল। **সুবলিত**—

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৭
উঠি প্রভু কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ১৮
তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ ?।
তেঁহো কহে—সেই হও দাস শূদ্র মন্দ ॥ ১৯
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥ ২০
স্বাভাবিক প্রেম-দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুগঠিত। **প্রকাণ্ড দেহ**—অতি দীর্ঘ বা আজানুলম্বিত ভুজযুক্ত দেহ; নিজের হাতের চারিহাত পরিমিত দেহ। ১।৩।৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কমললোচন**—পদ্মের পাপড়ির ন্যায় আয়ত চক্ষু।

১৭। **চমৎকার**—অলৌকিক তেজ, রূপ ও দেহ দেখিয়া রায় রামানন্দ বিস্মিত হইলেন। **দণ্ডবৎ নমস্কার**—দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইয়া নমস্কার করিলেন।

১৮। **তাঁরে আলিঙ্গিতে ইত্যাদি**—রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

১৯। **সেই হও দাসশূদ্র মন্দ**—আমিই সেই রামানন্দ, তোমার দাস; আমি মন্দভাগ্য শূদ্র। অথবা, আমি শূদ্র হইতেও মন্দভাগ্য। দৈন্যবশতঃ তিনি বলিলেন—আমি শূদ্র বটি; কিন্তু শূদ্রোচিত কর্ম্ম করিতেছি না বলিয়া আমি শূদ্র হইতেও অধম।

২০। শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামি-সঙ্কলিত বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গোপকুমার এবং জনশর্ম্মনামক মাথুরবিপ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণচরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাতের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাঁহারা ধাবিত হইতেছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণ সান্নিধ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অত্যধিক প্রেমানন্দভরে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন। এদিকে প্রিয়প্রেম-পরবশ শ্রীকৃষ্ণও দূর হইতে তাঁহার প্রিয়ভক্তদ্বয়কে দেখিয়া তাঁদের সহিত মিলনের আগ্রহাতিশয্যে দৌড়াইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু হর্ষভরে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া তিনিও তাঁহার মহাভুজদ্বয়দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সংজ্ঞাহীনভাবে তাঁহাদের উপরেই পতিত হইলেন। "স চ প্রিয়প্রেমবশঃ প্রধাবন্ সমাগতো হর্ষভরেণ মুগ্ধঃ। তয়োরুপর্য্যেব পপাত দীর্ঘমহাভুজাভ্যাং পরিরভ্য তৌ দ্বৌ ॥ ২।৭।৩৪ ॥"

২১। **স্বাভাবিক প্রেম**—যে প্রেম সাধনাদিদ্বারা লব্ধ নহে, পরন্তু যে প্রেম স্বভাবসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধভক্তের হৃদয়েই এই স্বভাবসিদ্ধ প্রেম অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। এই প্রেমের আশ্রয় নিত্যসিদ্ধ-ভক্ত, আর বিষয় ভগবান্। ভগবানের দর্শনমাত্রেই এই প্রেমের উৎস ছুটিতে থাকে। আবার ভক্তের প্রতি ভগবানের যে প্রেম থাকে, তাহাকে ভক্তবাৎসল্য বলে, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ; ভক্তের দর্শন পাইলেই এই ভক্তবাৎসল্যের উৎস ছুটিতে থাকে। এস্থলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে নিত্যসিদ্ধভক্ত রামানন্দ-রায়ের হৃদয়ে স্বভাব-সিদ্ধ প্রেম এবং রামানন্দ-রায়ের দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য উচ্ছলিত হইয়াছে।

গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে জানা যায়—পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ললিতা ও ব্রজের অর্জ্জুনীয়া নাম্নী গোপী এই তিনজনের মিলিতস্বরূপই রায় রামানন্দ (১২০-১২৪)। কোনও কোনও যোগপীঠের চিত্রে তাঁহাকে বিশাখা রূপেও দেখান হইয়াছে। মহাপ্রভু নিজে রাধাভাবে আবিষ্ট; সুতরাং রামানন্দে ললিতা (অথবা বিশাখা) কিম্বা অর্জ্জুনীয়া গোপীর ভাবই মহাপ্রভুর ভাবের অনুকূল; এইরূপে, উভয়ের "স্বাভাবিক ভাব" বলিতে এস্থলে—প্রভুর রাধাভাব এবং রায়-রামানন্দের গোপীভাব (ললিতা, বিশাখা বা অর্জ্জুনীয়ার ভাবই) বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী পয়ারে উল্লিখিত—"দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ্ কৃষ্ণবর্ণ।"-বাক্য হইতেও তাঁহাদের উক্তরূপ ভাবের আবেশই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে—শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণ-বর্ণ ॥ ২২
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—॥ ২৩
এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ? ॥ ২৪
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥ ২৫
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনেমন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সংবরণ ॥ ২৬
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ২৭
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন ॥ ২৮
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ ২৯
রায় কহে—সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩০
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। **দোঁহার মুখেতে ইত্যাদি**—ইহা স্বরভেদের লক্ষণ। **গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ**—গদ্‌গদ্ স্বরে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করিতেছেন।

২৩। **হইল চমৎকার**—বিস্মিত হইলেন। রামানন্দ রায় শূদ্র; সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের স্পর্শ নিষিদ্ধ; এই সন্ন্যাসী অত্যন্ত তেজীয়ান্ হইয়াও কেন শূদ্র রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। আর রায়-রামানন্দও স্বভাবতঃ পরম-গম্ভীর; তিনিই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে উন্মত্তের ন্যায় চঞ্চল হইলেন। এই সমস্ত ছিল বৈদিক-ব্রাহ্মণদের বিস্ময়ের হেতু।

২৫। **মহারাজ**—শ্রীরামানন্দ-রায়। ইনি প্রতাপরুদ্র-রাজার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন এবং বিদ্যানগরের রাজা ছিলেন; এজন্য মহারাজ বলা হইল।

২৬। **বিজাতীয়**—যাহাদের মত ও ভাব সম্পূর্ণরূপে নিজের মত ও ভাবের বিরোধী, তাহাদিগকে বিজাতীয় বলে। **কৈল সংবরণ**—প্রভু ভাব সম্বরণ করিলেন।

২৭। **সুস্থ হইয়া**—ভাবসম্বরণের পরে স্থির হইয়া।

৩০। **ভৃত্যজ্ঞান**—ভৃত্য বা দাস বলিয়া মনে করেন। ইহা রায়-রামানন্দের দৈন্যোক্তি। **পরোক্ষেহ**—অসাক্ষাতেও। **মোর হিতে ইত্যাদি**—আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নবান।

৩১। অপর প্রাণী অপেক্ষা, বিচারবুদ্ধি-আদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মানুষের আছে; তাই মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন—"নরতনু ভজনের মূল।" দেবদেহে বা নারকীয় দেহেও মানুষের ন্যায় জ্ঞানমূলক বা ভক্তিমূলক সাধনের সুযোগ নাই; এই সুযোগ কেবল মানুষেরই। তাই স্বর্গবাসীরা কি নরকবাসীরাও মর্ত্যলোকে নরদেহ কামনা করেন। "স্বর্গিনোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা। সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্ ॥ শ্রীভা. ১১।২০।১২ ॥" এই ভজনোপযোগী নরদেহ সুদুর্লভ; ভগবানের কৃপাতেই আমরা তাহা পাইয়াছি। শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধার করিয়া এই দেহতরীকে যদি ভবসাগরে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, জীব অনায়াসেই সেই সাগর পার হইয়া যাইতে পারে। শ্রীগুরুদেব কর্ণধাররূপে তরীকে যদি চালাইয়া নেন, শ্রীভগবানের কৃপারূপ বাতাসে তাহা অতি শীঘ্রই ভবসাগরের অপর তীরে—শ্রীভগবচ্চরণে গিয়া উপনীত হইতে পারে। তাহাতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা। শ্রী. ভা. ১১।২০।১৭ শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি।" রায়রামানন্দ আজ স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়া স্বীয় মনুষ্যজন্মকে সফল বলিয়া মনে করিতেছেন।

সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩২
কাহাঁ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাহাঁ মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৩
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয় ॥ ৩৪
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ৩৫
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥ ৩৬
মহান্তস্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই—তবু যান তার ঘর ॥ ৩৭

তথাহি (ভা. ১০।৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পূর্ণশ্চেৎ কথং ধনিনাং গৃহমাগত স্তত্রাহ মহদ্বিচলনমিতি। মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। তর্হি তর্হি ত এব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুং অশক্তবতামিত্যর্থঃ। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩২। রায় কহিলেন—সার্ব্বভৌমের প্রতি যে তোমার বিশেষ কৃপা আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার অনুরোধে—তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তুমি আমার ন্যায় অস্পৃশ্যকেও স্পর্শ করিয়াছ। তাঁহার প্রতি তোমার কৃপা না থাকিলে, আমার ন্যায় অস্পৃশ্যকে তুমি কখনও স্পর্শ করিতে না।

অস্পৃশ্যতার হেতু পরবর্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩৪। **মোর দরশন**—আমি রাজসেবী, বিষয়ী, শূদ্রাধম ; আমার দর্শন তোমার পক্ষে বেদনিষিদ্ধ।

৩৫। **তোমার কৃপায়** ইত্যাদি—জীবের প্রতি তোমার যে কৃপা, সেই কৃপার বশীভূত হইয়াই তুমি বেদ-নিষিদ্ধ নিন্দনীয় কার্য্যও করিয়া থাক।

৩৭। **মহান্ত**—১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তারিতে**—উদ্ধার করিবার নিমিত্ত। **তার ঘর**—পামরের ঘরে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। ভগবন্ (হে ভগবন্)। গৃহিণাং (গৃহস্থ) দীনচেতসাং (দীনচিত্ত) নৃণাং (লোকদিগের) নিঃশ্রেয়সায় (মঙ্গলের নিমিত্তই) মহদ্বিচলনং (মহাপুরুষদিগের স্বীয় আশ্রয় হইতে অন্যত্র গমন) ; ক্বচিৎ (কোথায়ও) অন্যথা (অন্যরূপ) ন কল্পতে (ঘটে না)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! দীনচিত্ত গৃহিগণের কল্যাণ সাধনার্থই তাঁহাদিগের গৃহে মহদ্ব্যক্তিদিগের গমন হইয়া থাকে, অন্য কারণে কোথাও তাঁহাদের গমন হয় না। ৩

বসুদেবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের নিমিত্ত গর্গাচার্য্য যখন নন্দমহারাজের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন নন্দমহারাজ স্বীয় দৈন্যজ্ঞাপন পূর্ব্বক গর্গাচার্য্যকে এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন। এস্থলে, রায়-রামানন্দও স্বীয় দৈন্যজ্ঞাপনার্থই এই শ্লোকটী বলিয়াছেন।

গৃহিণাং—গৃহাসক্ত ব্যক্তিদিগের। **দীনচেতসাং**—কৃপণচিত্ত ব্যক্তিদিগের। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির হিতসাধনে ব্যগ্র, যাহারা গৃহাদির সংস্কারে এবং উন্নতিসাধনে ব্যস্ত বলিয়া অন্যত্র যাইয়া মহাপুরুষাদিকে দর্শন করে না, গৃহে থাকিয়াই যাহারা সংসারাসক্ত জীবের অবশ্য-ভোগ্য দুঃখ-দুর্দ্দশাদি ভোগ করিতেছে, এতাদৃশ লোক সকলের **নিঃশ্রেয়সায়**—সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিমিত্তই **মহদ্বিচলনং**—স্বীয় আশ্রমাদি হইতে শ্রীভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ মহান্তদিগের অন্যত্র (সেই সমস্ত হতভাগ্য গৃহীদের গৃহে) গমন। দীনজনের মঙ্গল ব্যতীত—স্বার্থসিদ্ধি আদি—অন্য কোনও কারণেই মহান্তগণ অন্যত্র গমন করেন না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমন্নন্দমহারাজ (কিম্বা রায়-রামানন্দ) নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া উক্ত শ্লোকটী বলিয়াছেন বলিয়াই "গৃহিণাং ও দীনচেতসাং" শব্দদ্বয়ের উক্তরূপ অর্থ করা হইল ; ঐরূপ না করিলে তাঁহাদের অভিপ্রেত দৈন্য প্রকাশ পাইত না। কিন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে এবং এই অন্যরূপ অর্থই বোধ হয় নিরপেক্ষ ভক্তদের হার্দ্দ হইবে :—

দীনচেতসাং—দীন হইয়াছে চেতঃ (বা চিত্ত) যাঁহাদের ; ভক্তিপ্রভাবে যাঁহারা নিজেদিগকে নিতান্ত দীন—তৃণ অপেক্ষাও নীচ—দুর্ভাগা মনে করেন—নিজেদিগকে অভিমানী এবং ভক্তিহীন মনে করেন (অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন—শ্রীলঠাকুরমহাশয়), তাঁহারা দীনচেতা ; তাদৃশ নৃণাং—মানুষদিগের ; দেবতাদির নহে ; মানুষদিগের মধ্যে যাঁহারা গৃহী, তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্তই মহদ্ব্যক্তিদিগের আগমন। এতাদৃশ লোক যাঁহারা, তাঁহারাই মহৎ-কৃপা ধারণ করিতে—পাওয়া গেলে রক্ষা করিতে সমর্থ। চারি-আশ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র গৃহীদের গৃহেই মহান্তদিগের আগমনের বিশেষ কারণ এই যে—ব্রহ্মচর্য্যাদি অন্য তিন আশ্রম এই গৃহস্থাশ্রমের উপরই নির্ভর করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করে বলিয়া গৃহস্থাশ্রমই একভাবে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ কৃপার পাত্র। "ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণঃ। তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্‌॥—যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয় ; সেজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। বি. পু. ৩।৯।১১॥" পদ্মপুরাণও বলেন—"গার্হস্থ্যান্নাশ্রমঃ পরঃ॥—গার্হস্থ্য আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম নাই। পাতাল খণ্ড ৫৬।৮৮॥"

এই শ্লোকসম্বন্ধে একটু বিবেচনার বিষয় আছে। শ্লোকে মহৎ-দিগের পরগৃহে গমনের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী "মহৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"মহতাং-শ্রীভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠানাং—ভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তকেই" এস্থলে মহৎ বলা হইয়াছে। গৃহীদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ইঁহারাই স্বীয় আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করেন। শ্রীমন্নন্দমহারাজও এস্থলে শ্রীপাদ গর্গাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকটী বলিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৮।৩১ পয়ারে রায়রামানন্দ "মহান্তস্বভাবের" কথাই বলিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তবে রায়রামানন্দ কি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে ভগবৎসেবৈকনিষ্ঠ মহান্ত—ভক্তবিশেষ বলিয়াই মনে করিয়াছেন ? কিন্তু তাহাও মনে হয় না ; যেহেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৩৩ পয়ারে তিনি প্রভুকে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ" এবং ২।৮।৩৫ পয়ারে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি" বলিয়াছেন। আর অব্যবহিত পরবর্ত্তী ২।৮।৩৮-৪০ পয়ারে তিনি প্রভুর স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ২।৮।৩১ পয়ারে এবং এই শ্লোকে রায়রামানন্দের অভিপ্রায় এই যে—ভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণেরই যখন এইরূপ স্বভাব যে, জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা গৃহীদের গৃহেও গিয়া থাকেন, তখন পতিত-পাবন অবতার ভগবানের কথা আর কি বলা যাইতে পারে ? জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি যে গৃহীদের গৃহেও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য যাইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ? পূর্ব্বে বলিমহারাজকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহেও গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী দশম পরিচ্ছেদেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র যখন শুনিলেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, তখন রাজা বলিলেন—প্রভু "জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা ?" শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"মহান্তের এই একলীলা। তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থপর্য্যটন। সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥ ২।১০।৯-১০॥" এই উক্তির সমর্থনে ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকও বলিলেন—"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ শ্রী. ভা. ১।১৩।১০॥" এই শ্লোকটী বিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দক্ষিণ-দেশ-গমন-প্রসঙ্গেই এই কথা বলিয়াছেন। তাহাতে কাহারও মনে হইতে পারে,—তিনি হয় তো প্রভুকেই "মহান্ত" বা শ্লোকোক্ত "ভাগবত" বলিয়াছেন। এইরূপ সন্দেহ নিরসনের জন্য শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম বলিলেন—"বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন ॥ ৩৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে।
সভার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে ॥ ৩৯
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ৪০
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তেঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ২।১০।১১॥" তাৎপর্য্য—তাঁর ভক্তেরই লোক-নিস্তারার্থ অন্যত্র গমন হইয়া থাকে, তাঁহার কথা আর কি বলা যাইবে? তিনি পরম-স্বতন্ত্র ভগবান্।

৩৮-৯। **দ্রবীভূত**—আর্দ্র; কোমল। রামানন্দ-রায় বলিলেন—"আমার সঙ্গে প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণাদি লোক আছে; তোমাকে দর্শন করিয়া সকলেরই চিত্ত গলিয়া গিয়াছে, সকলেরই মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে এবং সকলের অঙ্গে পুলক এবং নয়নে অশ্রু দেখা দিয়াছে; অর্থাৎ সকলেরই চিত্তে প্রেমের উদয় এবং দেহে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে।

এই দুই পয়ারে রায়রামানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই কাহাকেও প্রেম দিতে পারেন না।" "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" প্রভুর দর্শনমাত্রে ব্রাহ্মণাদির চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তাই প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন।

৪০। **আকৃত্যে**—আকৃতিতে; নিজ হাতের চারি হাত লম্বা দেহ এবং সকল প্রকার সুলক্ষণযুক্ত। **প্রকৃত্যে**—প্রকৃতিতে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তোমার যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, এ সকল লক্ষণ ঈশ্বর ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে। **অপ্রাকৃত গুণ**—প্রাকৃত জগতে যে সকল গুণ দেখা যায় না; যেমন, দর্শনদ্বারা প্রেমদানাদিরূপ গুণ (৩৮।৩৯ পয়ার)। কেবলমাত্র দর্শনে প্রেমদান হইতেছে মুণ্ডকশ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের (গৌরকৃষ্ণের) বিশেষ লক্ষণ।

৩৮-৪০ পয়ারে স্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; "আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ। কার্য্যাদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ॥ ২।২০।২৯৬॥" আলোচ্য ৪০ পয়ারে প্রভুর আকৃতির বা শ্রীঅঙ্গের বিশেষ-লক্ষণাদিদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ এবং ৩৮-৩৯ পয়ারে কার্য্যদ্বারা—কেবলমাত্র দর্শনদানের প্রভাবেই সর্ব্বসাধারণের চিত্তে প্রেম সঞ্চারিত করিবার অলৌকিক সামর্থ্যদ্বারা—ঈশ্বরের তটস্থ-লক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। এ সকল লক্ষণ জীবের মধ্যে কখনও থাকিতে পারে না; কাজেই এই সকল লক্ষণে লক্ষণান্বিত শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও জীবতত্ত্ব হইতে পারেন না।

৪১। প্রভু প্রায় সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিতে চাহেন; তাই রামানন্দরায়ের কথা শুনিয়া আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে স্বীয় দৈন্যপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—"রামানন্দ! তোমার সঙ্গীয় লোকদের যে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহা আমাকে দর্শন করিয়া নহে—তোমাকে দর্শন করিয়াই; তোমার কৃপায় সকলের চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাই সকলের চিত্ত গলিয়া গিয়াছে। তুমি মহাভাগবতদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ—তোমার দর্শনে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে।" **মহাভাগবতোত্তম**—মহাভাগবতদিগের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা মহাভাগবতোত্তম, তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির পূর্ণ প্রবাহ বিদ্যমান; সেই ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ তাঁহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ শ্রুতি॥ বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের চিত্তেই অবস্থান করেন—প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ। শ্রীভা.। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"সাধুভক্তগণ আমাকে তাঁহাদের চিত্তে যেন গ্রাস করিয়া রাখেন। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা.॥" কৃপাশক্তিকে বাহন করিয়া তাঁহারই কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে প্রেমভক্তির তরঙ্গ অপরের চিত্তেও সঞ্চারিত হইতে পারে। তাই প্রভু রায়রামানন্দকে বলিয়াছেন—"তুমি মহাভাগবতোত্তম ইত্যাদি।"

আনের কা কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥ ৪২
এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ ৪৩
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ।
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত-মন ॥ ৪৪
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ৪৫
নিমন্ত্রণ মানিল তারে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া—॥ ৪৬
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥ ৪৭
রায় কহে—আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিত্তে ॥ ৪৮
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্টমন ॥ ৪৯
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥ ৫০
প্রভু যাঞা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫১
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
একভৃত্যসঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪২। প্রভু আরও বলিলেন—"অন্যের কথা কি বলিব, আমি যে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমিও তোমাকে স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছি।"

তৎকালের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শঙ্কর-সম্প্রদায়ী অদ্বৈতবাদী (মায়াবাদী) ছিলেন ; সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে মনে করিত—ইনি অদ্বৈতবাদী ; শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ভক্তিবিরোধী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রকৃত প্রস্তাবে মায়াবাদী ছিলেন না ; তিনি পরমভাগবত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন (লৌকিক-লীলার অনুকরণে)। শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়েও ভারতীর কর্ণে "তত্ত্বমসি"—বাক্যের ভক্তিবাদমূলক অর্থ ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভক্তিমার্গে-আনয়নপূর্ব্বক তাহার পরে তাঁহার নিকটে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং সকল সময়েই প্রভু ভক্তিবাদের পোষকতা করিয়া আসিয়াছেন। তথাপি, কেবল আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই এস্থলে তিনি নিজেকে মায়াবাদী বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে প্রভু নিজেকে মায়াবাদী বলিয়া নিজের হেয়ত্ব জ্ঞাপন করিলেন ; কিন্তু সরস্বতী প্রভুর এই হেয়ত্ব সহ্য করিতে পারেন না ; তিনি হয়ত মায়াবাদী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবেন। অন্যরূপ অর্থ এই :—"মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চ—ইতি বিশ্ব। মায়া ভগবদিচ্ছারূপা কৃপাপরপর্য্যায়া চিদ্রূপা শক্তিঃ—ইতি লঘুভাগবতামৃত কৃষ্ণামৃতের ৪১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।" এসকল প্রমাণে মায়া-শব্দের অর্থ পাওয়া যায়—চিচ্ছক্তিরূপা কৃপা। তাহা হইলে মায়াবাদী-শব্দের অর্থ হইল—চিচ্ছক্তিবাদী ; ব্রহ্মের কৃপাশক্তি আছে, চিচ্ছক্তি আছে—ইহা স্বীকার করেন যিনি, তিনি মায়াবাদী ; ইহা ভক্তিমার্গের অনুকূল অর্থ, অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪৩। **এই জানি**—ইহা জানিয়া ; তুমি যে পরমভাগবত, তোমার দর্শনে স্পর্শনে যে বহির্ম্মুখ জীবও কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতে পারে, তাহা জানিয়াই। **কঠিন মোর ইত্যাদি**—আমার কঠিন চিত্তকে শোধিত করার নিমিত্ত, তোমার কৃপায় চিত্তের কোমলতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। **তোমারে মিলিতে**—তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

৫১। **দুইজনার**—প্রভু ও রায় রামানন্দের। **উৎকণ্ঠায়**—পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়। সন্ধ্যাসময়ে উভয়ের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ; তাই উভয়েই সন্ধ্যার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন ; এইরূপ উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে হইতে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল।

৫২। **স্নানকৃত্য**—সন্ধ্যাসময়ের স্নান ও সন্ধ্যাসময়ের নিত্যকৃত্য। **আছেন বসিয়া**—সেই বিপ্রের গৃহে রামানন্দরায়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। **রায়**—রামানন্দ।

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে ॥ ৫৩

প্রভু কহে—পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৩। **রহঃস্থানে**—নির্জ্জন স্থানে। নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু ও রায়রামানন্দ এইদিন সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন।

৫৪। **পঢ় শ্লোক**—শ্লোক পাঠ কর। শ্লোক পাঠ করিতে বলার তাৎপর্য এই যে, সাধ্যনির্ণয়সম্বন্ধে রায়রামানন্দ যাহা বলিবেন, তাহা যেন অশাস্ত্রীয় না হয়; সর্ব্বত্রই যেন তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। বস্তুতঃ সাধ্যসাধন-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সাধ্যবস্তু হইল অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্যাপার; জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি, প্রাকৃত যুক্তিতর্ক বা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্যের কোনও ব্যাপার সম্বন্ধেই কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই শাস্ত্র বলেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥—অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে (যাহা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপ কোনও) তর্কদ্বারা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে যাইবে না; যাহা প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্য।" অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে প্রাকৃত জীবের কোনও অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া কেবলমাত্র প্রাকৃত-বুদ্ধিমূলক বিচার-বিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অনেক সময় শাস্ত্রবিধির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়; কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করে, তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না, সুখলাভও হয় না এবং পরা গতি লাভও হয় না। "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬৷২৪॥" সুতরাং কোন্ কার্য্য করণীয়, আর কোন্ কার্য্য করণীয় নয়, একমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। গীতা। ১৬৷২৫॥" এসমস্ত কারণেই রামানন্দরায়কে শাস্ত্রবাক্য উল্লিখিত করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলার কথা প্রভু বলিলেন।

সাধ্য—যে বস্তুটী পাওয়ার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাকেই বলে সাধ্য। আমাদের অভীষ্ট বা কাম্য বস্তুই হইল আমাদের সাধ্য। আমাদের প্রধান কাম্যবস্তু হইল সুখ এবং সুখ চাহি বলিয়াই আমরা দুঃখ চাহি না। সুতরাং সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তিই হইল আমাদের কাম্য ও সাধ্য। সঙ্গত ভাবেই হউক, কি অসঙ্গত ভাবেই হউক, সুখের নানারকম ধারণা এই সংসারে আমাদের আছে। এইরূপ ধারণা-অনুসারে আমাদের কাম্যবস্তুকে আমরা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি এবং ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলি। পুরুষার্থ—পুরুষের বা জীবের অর্থ বা কাম্য বস্তু। এই চারিটী পুরুষার্থ এই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভূমিকায় পুরুষার্থ-প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীর বাস্তব-পুরুষার্থতা নাই; যেহেতু এই তিনটীর কোনওটীতেই অবিমিশ্র নিত্য সুখ পাওয়া যায় না, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মোক্ষে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং নিত্য অবিমিশ্র ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়; সুতরাং মোক্ষের (সাযুজ্য-মুক্তির) পুরুষার্থতা আছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে—মোক্ষের বা সাযুজ্য-মুক্তির পুরুষার্থতা থাকিলেও ইহা পরম-পুরুষার্থ নহে; যেহেতু, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবদিগেরও ভগবদ্-ভজনের জন্য লোভের কথা স্মৃতি-শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়; ভগবদ্-ভজনের—ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার—একমাত্র উপায় হইল প্রেম। এই প্রেম লাভের জন্য মুক্ত-পুরুষদেরও বলবতী আকাঙ্ক্ষার কথা শুনা যায় এবং যাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধীয় সমস্ত অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র ভগবৎ-সুখের উদ্দেশ্যেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, অন্য কিছুর জন্য তাঁহাদের লোভের কথাও শুনা যায় না। সুতরাং প্রেমই হইল চরম বা পরম পুরুষার্থ, চরম-তম-কাম্য, চরমতম সাধ্য বস্তু। এইরূপ প্রেম-সেবায়, সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বচিত্তাকর্ষি মাধুর্য্যের অনুভবে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিক আত্যন্তিক ভাবে দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া যায়।

বস্তুতঃ জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য-সাধনের পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, তাহাই হইবে জীবের বাস্তব স্বরূপগত সাধ্য। জীবের স্বরূপ হইল কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইল শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সেবার তাৎপর্য্য হইল সেব্যের প্রীতিবিধান; এইরূপ সেবার মধ্যে স্বসুখ-বাসনার স্থান নাই; স্বসুখ-বাসনা থাকিলে তাহা হইবে কপট সেবা—নিজের সেবা, সেব্যের সেবা নয়। সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইল স্বসুখ-বাসনা-গন্ধলেশ-শূন্যা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণসেবা। সেবাবাসনাকে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী করিয়া তুলিতে পারে একমাত্র প্রেম। সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রেম হইল অপরিহার্য্য; তাই কৃষ্ণ-প্রেমই বাস্তব সাধ্যবস্তু।

সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে ভগবৎ-কৃপায় ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলে সেব্য-সেবকত্বের ভাব জাগ্রত হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবে জীবের সংসার-নিবৃত্তি হইয়া যায়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ—সেব্য সেবকত্ব-ভাব এবং সেবা-বাসনা। এই সেবা-বাসনা স্বরূপ-শক্তি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলেই (অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান জাগ্রত হওয়ার পরে চিত্তে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেমের আবির্ভাব হইলেই) সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

সাযুজ্য-মুক্তির সাধনে সাধক সর্ব্বদাই জীব-ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করেন বলিয়া সেব্য-সেবকত্বভাব—সুতরাং বাস্তব সম্বন্ধ-জ্ঞান—বিকশিত হইতে পারে না; জীব-ব্রহ্মের অভেদ-চিন্তাই সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের অন্তরায় হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিকাশ হয় না বলিয়া সাযুজ্যমুক্তিতে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যও সম্পাদিত হইতে পারে না; তাই সাযুজ্য মুক্তিতে পুরুষার্থের পূর্ণতম বিকাশ নাই।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির সাধনে সেব্য-সেবকত্ব-ভাব বিকশিত হয়; কিন্তু সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে না; যেহেতু, ইহাতে সেবাবাসনার সঙ্গে সালোক্যাদি প্রাপ্তির জন্য বাসনা জড়িত আছে; সালোক্যাদি প্রাপ্তির বাসনা হইল নিজের জন্য কিছু চাওয়া; এই বাসনা এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান কৃষ্ণসেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিরও পরম-পুরুষার্থতা নাই—পুরুষার্থতা অবশ্য আছে। এজন্যই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি" শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—যে ধর্ম্মে মোক্ষবাসনা সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম; এবং শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—যাহাতে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনাই সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পরমধর্ম্ম। তাৎপর্য্য হইল এই যে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শুদ্ধপ্রেম—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম—লাভ হইতে পারে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম; সুতরাং এইরূপ পরম-ধর্ম্মের লক্ষ্য যে প্রেম, তাহাই হইল পরম পুরুষার্থ বা পরম সাধ্য বস্তু। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা যাইবে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের নিকটে এই সাধ্যের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। "প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"

সারকথা এই। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সাধন থাকিলেই সাধ্য আছে, সাধ্য থাকিলেই সাধন আছে। যাহা তাহার স্বরূপের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তাহাই তাহার পক্ষে সত্যিকারের সাধ্য। সুতরাং জীবের সত্যিকারের সাধ্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহার স্বরূপের কথাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হয়। জীবের স্বরূপের কথা বিবেচনা করিতে হইলে ভগবানের সহিত তাহার নিত্য-সম্বন্ধের কথাও বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধের কথা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছে। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফুরণই সাধন-ভজনের লক্ষ্য। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। সম্বন্ধ-জ্ঞানের দুইটী অঙ্গ—ভগবান্ ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনা। সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইলেই সেবা-বাসনা জাগ্রত হয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্বন্ধজ্ঞান-স্ফুরণের অন্তরায় প্রধানতঃ দুইটি—দেহাবেশ (এবং তজ্জনিত ভুক্তি-আদির বাসনা) এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। এই দুইটী অন্তরায় দূরীভূত হইলেই সম্বন্ধজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে। সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণে সর্ব্বপ্রথমেই সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হয়—ভগবান্ সেব্য এবং জীব তাঁহার সেবক এইরূপ উপলব্ধি জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বাসনাও উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের পক্ষেও অন্তরায় আছে—ভগবানের সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য এবং মুক্তাবস্থায়ও নিজের জন্য কিছু অনুসন্ধান—এসমস্তই সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। এসমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইলেই সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব এবং তখনই জীবের সর্ব্বাভীষ্টের সাধ্য প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে।

সম্যক্‌রূপে বিকশিত সেবাবাসনারও একাধিক বৈচিত্রী আছে এবং সেই অবস্থায় সেবারও অনেক বৈচিত্র্য আছে। মুখ্য বৈচিত্রী দুইটী—স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা এবং আনুগত্যময়ী সেবা। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে তাহার অধিকার নাই। আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার একমাত্র অধিকার; যেহেতু, আনুগত্যই দাসের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত নিত্যপরিকরদেরই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার। সেবাবিষয়ে স্বরূপ-শক্তিরই স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত নিত্যপরিকরদের সেবাবাসনা-বিকাশেরও একটা অন্তরায় আছে—শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের যে সম্বন্ধের অভিমান অনাদি কাল হইতে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অভিমানই তাঁহাদের সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের কিঞ্চিৎ বাধা জন্মাইয়া থাকে। যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে এই অভিমানজাত সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা এই সম্বন্ধের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে না। আবার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত এমন পরিকরও আছেন, যাঁহাদের সেবাবাসনাকে প্রতিহত করিবার পক্ষে কোনও কিছুই নাই; ইঁহাদের সম্যক্ বিকশিত সেবাবাসনার প্রেরণায় ইঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, ইঁহাদের আনুগত্যে সেই সেবার আনুকূল্য বিধানই জীবের চরমতম সাধ্য বস্তু।

সাধ্যনির্ণয়-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় নানারকম সাধ্যের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রভু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রামানন্দরায়ের উত্তরের মধ্যে দেহাবেশের বা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের অপেক্ষা আছে, সে পর্য্যন্তই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য"। যখন দেখিয়াছেন, উত্তরে দেহাবেশের অপেক্ষাও নাই, জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের অপেক্ষাও নাই, শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশের ইঙ্গিতই আছে, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়" এবং যখন দেখিয়াছেন, বিকাশের পথে সেবাবাসনা একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করিয়াছে, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—"এহোত্তম"। সেবাবাসনাই প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবদ্ধ জীব অনেক বস্তুকেই তাহার সাধ্য বলিয়া মনে করে, সুতরাং সাধ্যেরও অনেক বৈচিত্রী আছে। সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশে যে সাধ্যবস্তুটী লাভ হয়, তাহাই পরম সাধ্য। রায়রামানন্দ কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটী—পরম-সাধ্য বস্তুর কথাটী—বলিলেন না। বলিলে হয়তো দেহাত্ম-বুদ্ধি আমরা তাহা গ্রহণ করিতাম না। দেহের সুখকেই আমরা সাধ্যবস্তু বলিয়া মনে করি। আমাদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই রায় রামানন্দ প্রথম পুরুষার্থ—"ধর্ম্ম" হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন; ক্রমশঃ মোক্ষের কথাও বলিয়াছেন। এইরূপে চতুর্ব্বর্গের কথা শেষ করিয়া শেষকালে পঞ্চম পুরুষার্থ "প্রেমের" কথা বলিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত এই পঞ্চম পুরুষার্থের কথা না বলিয়া অন্য কথা বলিয়াছেন, সে পর্য্যন্তই প্রভু কেবল "এহো বাহ্য, এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। রামরায় যখন প্রেমের কথা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়"। প্রেমের সহিত যে সেবা, প্রেম বিকাশের তারতম্যানুসারে তাহারও অনেক স্তর আছে। রায়-রামানন্দের মুখে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তরের কথা প্রকাশ করাইয়া প্রভু সর্ব্বশেষে "সাধ্য বস্তুর অবধির" কথা প্রকাশ করাইয়াছেন। (ভূমিকায় "রায়রামানন্দ ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা রায়রামানন্দের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ। এই ভূমিকাকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের তাৎপর্য্য আলোচনার চেষ্টা করা হইবে।

যাহা হউক, প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"রামানন্দ! জীবের সাধ্য বস্তু কি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ তাহা বল।"

পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়—যদ্দ্বারা সাধ্যবস্তু নির্দ্ধারিত হইতে পারে, এরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলক সিদ্ধান্তের কথা কিছু বল।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়। **স্বধর্ম্মাচরণ**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটি আশ্রম। যিনি যে আশ্রমে বা যে বর্ণে অবস্থিত, সেই আশ্রম ও সেই বর্ণের নিমিত্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের উপদেশ আছে, সে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মই হইল তাঁহার স্বধর্ম্ম এবং তাহাদের অনুষ্ঠানই (আচরণই) হইল তাঁহার স্বধর্ম্মাচরণ। শ্রীলরামানন্দ বলিলেন, এই স্বধর্ম্মাচরণেই বিষ্ণুভক্তি হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল—বিষ্ণুভক্তিই পুরুষার্থ বা সাধ্য বস্তু; আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল তাহার সাধন (অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি লাভের উপায়)। এই উক্তির প্রমাণরূপে রায়-মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত "বর্ণাশ্রমাচারবতামিত্যাদি"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন (এই শ্লোকের টীকায় চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য দ্রষ্টব্য)।

বিষ্ণুভক্তি—বিষ্ণুবিষয়িণী ভক্তি; যে ভক্তির বিষয় হইলেন বিষ্ণু। বিষ্ণু-শব্দে সর্ব্বব্যাপক-তত্ত্বকে (ভগবান্‌কে) বুঝায়। ভক্তি-শব্দে সেবা বুঝায়। ভজ্-ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা। গোপালতাপনী-শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনম্। ইহার (ভগবানের) সেবাই ভক্তি। সাধন-ভক্তি এবং সাধ্য-ভক্তি হিসাবে ভক্তি দুই রকমের। ভগবৎ-সেবাই হইল জীবের মূল লক্ষ্য—মূল সাধ্য; ইহাই হইল সাধ্য-ভক্তি। আর সেই সাধ্য-ভক্তিকে লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাদিগকে বলে সাধন-ভক্তি। এস্থলে যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল সাধ্য বিষ্ণুভক্তি, আর এই পয়ারের উক্তি অনুসারে তাহার সাধন হইল স্বধর্ম্মাচরণ। সাধ্য বিষ্ণুভক্তি অনেক রকম। প্রথমতঃ শুদ্ধাভক্তি এবং মিশ্রাভক্তি। শুদ্ধাভক্তি বলিতে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা বুঝায়—এই সেবা-বাসনার পশ্চাতে স্বসুখ-বাসনার, বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার, বা স্ব-বিষয়ক কোনও অনুসন্ধানের লেশমাত্রও থাকে না। শুদ্ধ বলিতে অবিমিশ্র বা মলিনতাহীন বুঝায়; কৃষ্ণসুখ-বাসনার সঙ্গে অন্য কোনও বাসনার মিশ্রণ থাকিলে তাহা আর অবিমিশ্রা বাসনা হইতে পারে না। অন্য বাসনাই হইল কৃষ্ণ-সেবা-বাসনার মলিনতা। অন্য বাসনার লেশমাত্রও যাহাতে নাই, একমাত্র কৃষ্ণসুখের বাসনাই যে সেবার প্রবর্ত্তক, তাহাই শুদ্ধাভক্তি। বস্তুতঃ শুদ্ধাভক্তিই হইল পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি। মিশ্রাভক্তিতে একাধিক বাসনার মিশ্রণ থাকে। মিশ্রাভক্তি অনেক রকমের—কর্ম্মমিশ্রা, যোগমিশ্রা জ্ঞানমিশ্রা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ইত্যাদি। যাঁহারা কর্ম্মমার্গের (বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির) অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মের ফল পাইতে হইলে তাঁহাদিগকেও ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানের সহকারিণী যে ভক্তি, তাহা কর্ম্মের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কোনও ফল দিতে পারে না; কর্ম্মফলদাতা হইলেন ভগবান্—বিষ্ণু। কর্ম্মফলদানের জন্য তাঁহার কৃপাকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভক্তির সাহচর্য্য প্রয়োজন। এইরূপে যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠানও ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত স্ব-স্ব ফল দান করিতে অসমর্থ (ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের সাধনের সঙ্গেই ভক্তি মিশ্রিত থাকে; পরিণামে ভক্তি থাকে না, অর্থাৎ পরিণামে ভগবৎ-সেবা থাকে না। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরিণামেও থাকে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারাও পরব্যোমে তাঁহাদের উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করেন; মুক্তাবস্থাতেও ভগবানে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে; তাঁহাদের ভগবৎ-সেবাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আর শুদ্ধাভক্তির সাধনকে বলে উত্তমা ভক্তি—উত্তমা সাধন-ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তমা সাধন-ভক্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" এই শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি লাভের সাধন। কিরূপ অনশীলন? আনুকূল্যেন—শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল, তাঁহার প্রীতির অনুকূল অনুশীলন বা চর্চ্চা। যে সমস্ত অনষ্ঠান বা ভাবনাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল, সে সমস্তই হইল উত্তমা ভক্তি—রাবণ-কংসাদির কৃষ্ণসম্বন্ধীয় আচরণের ন্যায় প্রতিকূলাচরণ ভক্তির অঙ্গ নহে। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অনুকূলতা তো থাকা চাই-ই, আরও থাকা চাই—অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতত্ব। অন্যাভিলাষিতাশূন্য-পদের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে শ্রীকৃষ্ণসেবা ও সেবার অনুকূল বিষয় ব্যতীত ভুক্তি মুক্তি-আদি অন্য কোনও বাসনাই থাকিতে পারিবে না। সাধন-কালে একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার দিকে। আর 'জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত'-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইবে জ্ঞান (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান), কর্ম্ম (স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম), যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত সংস্রবশূন্য।

এইরূপে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই উত্তমা ভক্তিতে (শুদ্ধাভক্তি লাভের অনুকূল সাধনে) পর্য্যবসিত হয় (২।১।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবৎ-কৃপায় এই ভক্তি-অঙ্গগুলি ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে; তখন এই ভক্তি-অঙ্গগুলি অত্যন্ত আস্বাদনীয় হয়। উত্তমা ভক্তির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল সাধনমাত্রই নহে, পরন্তু ইহা সাধ্যও। ভগবৎ-কৃপায় উত্তমা-ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধক সিদ্ধিলাভ করিলে লীলাতে যখন ভগবানের সেবা পাইবেন, তখনও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির বিরাম হইবে না; তখন এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পরম লোভনীয় হইয়া থাকে—ভগবানের পক্ষেও লোভনীয়, ভক্তের পক্ষেও। তখন এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারাই সিদ্ধভক্ত সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উত্তমা ভক্তির অঙ্গগুলি সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-সেবার উপায় বলিয়া ইহারা স্বরূপতঃই ভক্তি, তাই ইহাদিগকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে।

যাহা হউক উল্লিখিত "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন:—জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং, নতু ভজনীয়স্যানুসন্ধানমপি তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম-স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদি-শব্দেন বৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ। অর্থাৎ জ্ঞান-শব্দের দ্বারা এস্থলে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই বুঝায়; ভজনীয়-বস্তুর অনুসন্ধান বুঝায় না; কারণ, ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান অবশ্যকর্ত্তব্য। কর্ম্ম বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রাদিবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদিই বুঝায়; ভজনীয়-বস্তুর পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম বুঝায় না; কারণ, এইরূপ পরিচর্য্যাদিকে অনুশীলন (ভক্তির অঙ্গ) বলা যায়। আদি-শব্দদ্বারা বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যজ্ঞানাদির অভ্যাসাদি বুঝায়। উক্ত টীকায়—"কর্ম্ম"-শব্দদ্বারা স্মৃতি-শাস্ত্রাদি-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মাদিই বুঝায়"; সুতরাং স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মও এই কর্ম্ম-সংজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহা হইলে স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের ২য় লহরীর ১১৮শ শ্লোকে স্পষ্টই আছে:—সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মপরম্পরা যে ভক্তির অঙ্গ, ইহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তা পরাশরাদি মুনিগণের সম্মত নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি ভক্তির অঙ্গই না হয়, তবে রায়-রামানন্দ "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়" বলিলেন কেন? "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা"—শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই উক্তি অনুসারে সাধ্যভক্তি লাভের সাধনও ভক্তিই। রায়-রামানন্দ যখন স্বধর্ম্মাচরণকে বিষ্ণুভক্তির সাধন বলিলেন, তখন তিনি স্বধর্ম্মাচরণকেও ভক্তি (সাধনভক্তি) বলিয়াই যেন স্বীকার করিলেন। ইহার হেতু কি? উত্তর:—ভক্তি তিন প্রকার—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। যাহা বাস্তবিক স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, অথচ যাহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয়, তাহাকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির পরিকররূপে নির্দ্দিষ্ট তদন্তঃপাতী জ্ঞান বা কর্ম্মাঙ্গভূত বৈরাগ্য বা দানাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। আর শ্রীভগবানের নামগুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মননাদিই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বা স্বরূপতঃ ভক্তি; স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সিদ্ধাবস্থায়ও থাকে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আরোপসিদ্ধা ভক্তি মাত্র; স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয় মাত্র। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুরুষের একটী প্রয়োজন হইলেও ইহা বিষ্ণুভক্তি নহে। আবার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ইহা যদি ভক্তিই না হয়, তবে ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিতই বা হয় কেন? উত্তরঃ—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহরীর ১১৮শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধান্ শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিণঃ প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।" অর্থাৎ যাহাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং শুদ্ধাভক্তিতে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের জন্যই "বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি শ্লোকটি বলা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্তের মালিন্যজনক রজঃ ও তমোগুণের নাশ হইয়া যখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হইবে, তখন সৌভাগ্যক্রমে কোনও মহৎ-লোকের কৃপায় ভক্তিপ্রাপ্তি হইতে পারে। এই সম্ভাবনাতেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভক্তির ভাব আরোপিত হইয়াছে। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভক্তি জন্মিতে পারে না। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। ২।২২।৪৮॥"

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান লোকই যে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইবে, তাহাও নহে। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, একমাত্র তিনিই ভক্তির অধিকারী। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তির অধিকারী। ২।২২।৩৮॥" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও আছে যে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া—ইত্যাদি। ১।৪।১১॥" এখন "শ্রদ্ধা" কাহাকে বলে? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তিদ্বারাই যে অন্য সমস্ত কার্য্যের ফল পাওয়া যায়, এই বাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। "শ্রদ্ধাশব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়। ২।২২।৩৭॥" এই শ্রদ্ধার হেতুও সাধুসঙ্গ; অন্য কিছুই নহে। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥ ২।২২।৩১॥" যদি কেহ বলেন, "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥ শ্রী ভা. ১১।২০।৯॥"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকেই তো, বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে বা বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম-সকল করিবে। তাহা হইলেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনেই যে শ্রদ্ধা ও বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, তাহাই ত এই শ্লোকে বলা হইল। উত্তর—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে শ্রদ্ধা ও বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিবার সম্ভাবনা মাত্রই আছে, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্বারা যে নিশ্চিতই শ্রদ্ধাদি জন্মিবে, ইহা বলা যায় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন:—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণের শরণ॥ ২।২২।৪৯-৫০॥" এস্থলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগের কথা আছে। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬॥"—"সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও।" এস্থলে সমস্ত ধর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও বলা হইয়াছে। শ্রুতিও একথাই বলেন। "বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি।—বর্ণাদিধর্ম্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন। মৈত্রেয় উপনিষৎ।" মুণ্ডক-শ্রুতিও বলেন "প্লবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা।—(কর্ম্মাঙ্গভূত) যজ্ঞরূপা নৌকা (সংসার-সমুদ্র-তরণের পক্ষে) অদৃঢ়া॥ ১।২।৭॥"

"বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি শ্লোকে রামানন্দ-রায় বলিলেন এই যে (১) জীবের সাধ্যবস্তু হইল বিষ্ণুর প্রীতি আর (২) তাহার সাধন হইল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

এস্থলে আরও একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার। রামানন্দ-রায় এস্থলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রাধাপ্রেম পর্য্যন্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বলেন—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক শেষকালে রাধাপ্রেম প্রাপ্ত হইবে। এই সাধন-পর্য্যায়ে

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৯)—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বর্ণেতি। বর্ণাশ্রমাচারবতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রজাতীয়ধর্ম্মযুক্তেন পুরুষেণ কর্ত্তৃভূতেন পরঃ পুমান্ প্রধানঃ পুরুষঃ বিষ্ণুরারাধ্যতে তত্তোষকারণং বিষ্ণুসন্তোষহেতুরন্যঃ পন্থা নাস্তীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিম্নতম-সোপানমাত্র।" এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রায়-রামানন্দ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়টী সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, সেগুলির একটীকে পৃথক্ পৃথক্ পুরুষার্থরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন ; পরন্তু সাধ্য-শিরোমণি রাধাপ্রেম-প্রাপ্তির সাধনাঙ্গভূত বিভিন্ন স্তররূপে বর্ণনা করেন নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রাধাপ্রেমের একটা সাধন নহে। ইহার পরে যে সমস্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচিত হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে, সেগুলি সমস্তই প্রেমের সাধন নহে, পরন্তু এক একটী স্বতন্ত্র পুরুষার্থ মাত্র।

শ্লো। ৪। অন্বয়। বর্ণাশ্রমাচারবতা (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী) পুরুষেণ (ব্যক্তিদ্বারাই) পরঃ পুমান্ (পরপুরুষ) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) আরাধ্যতে (আরাধিত হয়েন) ; তত্তোষকারণং (তাঁহার—বিষ্ণুর—তুষ্টির হেতুভূত) অন্যঃ (অন্য কোনও) পন্থা (পন্থা—পথ— উপায়) ন (নাই)।

অনুবাদ। পরম পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই। ৪

বর্ণাশ্রমাচারবতা—যাঁহারা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহাদের দ্বারা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ ; এ সমস্ত বর্ণের জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের আদেশ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই বর্ণধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ। বৈশ্যের ধর্ম্ম—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য। শূদ্রের ধর্ম্ম—উক্ত তিনবর্ণের সেবা (কূর্ম্ম-পুরাণ)। আর, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটি আশ্রম ; এই চারি আশ্রমের জন্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্মই আশ্রমধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম—উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস, শৌচাচার, গুরুসেবা, ব্রতাচরণ, বেদপাঠ, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া রবি ও অগ্নির নিকটে উপস্থিতি, গুরুর অভিবাদনাদি। গার্হস্থ্যাশ্রমের ধর্ম্ম—যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বকর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন, দেব-ঋষি-পিত্রাদির অর্চ্চনাদি। বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম—পর্ণমূল-ফলাহার, কেশ-শ্মশ্রু জটাধারণ, ভূমিশয্যা, মৌনী, চর্ম্ম-কাশ-কুশদ্বারা পরিধান ও উত্তরীয় করণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দেবতার্চ্চন, হোম, অভ্যাগত পূজা, ভিক্ষাবলি প্রদান, বন্যস্নেহে গাত্রাভ্যঙ্গ, তপস্যা, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতাদি। ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম্ম—ত্রিবর্গত্যাগ, সর্ব্বারম্ভত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরায়ুজ ও অণ্ডজাদির প্রতি কায়মনোবাক্যে দ্রোহত্যাগ, সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জন, অগ্নিহোত্রাদির আচরণ (বিষ্ণুপুরাণ। ৩।৯)। এই সমস্ত স্বস্ব বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম যাঁহারা আচরণ করেন—তাঁহাদের তত্তৎ-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণেই বিষ্ণু আরাধিত বা সন্তুষ্ট হয়েন ; তাঁহার সন্তোষ-সাধনের অন্য পন্থা নাই।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি ? এই শ্লোকে বলা হইল—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিষ্ণুপ্রীতির একমাত্র হেতু ; অন্য কোনও উপায়েই বিষ্ণুর প্রীতি সাধিত হয় না। বিষ্ণুপ্রীতিই যে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু—ইহা ভক্তিমার্গেরই কথা ; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—সেবা ব্যতীত অন্য কিছুতেই শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না। আর বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক বলিতেছে—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালনেই বিষ্ণু প্রীত হয়েন, অন্য কিছুতেই বিষ্ণু প্রীত হয়েন না। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গই নহে—অর্থাৎ যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল-সেবা পাওয়া যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর। 　　　　রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই সাধনভক্তির অঙ্গ নহে—বরং তাহার প্রতিকূল ; তাই স্তরবিশেষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করাও ভক্ত-সাধকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপ্রীতির সাধনসম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণের বর্ণাশ্রমাচারবতা-শ্লোক এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র পরস্পর বিরোধী ; ইহার হেতু কি ?

বিষ্ণুপ্রীতির সাধন-সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধোক্তির হেতু আমাদের এই বলিয়া মনে হয় যে—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে যে জাতীয় বিষ্ণুপ্রীতির সাধনের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণের "বর্ণাশ্রমাচারবতা"-শ্লোকে সেই জাতীয় বিষ্ণুপ্রীতির কথা বলা হয় নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"-ইত্যাদি গীতাশ্লোক হইতে জানা যায় সাধনের অনুরূপ ফলই ভগবান্ সাধককে দিয়া থাকেন। বিভিন্ন সাধন-পন্থা বিদ্যমান আছে ; বিভিন্ন সাধনের ফলও বিভিন্ন ; কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত, ভগবানের তুষ্টি ব্যতীত, কোনও সাধনের ফলই পাওয়া যায় না। সাধনই হইল—ফলদানের নিমিত্ত ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির জন্য ; এই কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার তুষ্টিসাধন প্রয়োজন ; সাধনে তিনি তুষ্ট হইলেই কৃপা করিয়া সাধনানুরূপ ফলদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধন যেমন বিভিন্ন, সাধনের ফল যেমন বিভিন্ন, সাধনের ফলে ভগবানের তুষ্টিও তদ্রূপ বিভিন্ন ; সকল সাধনেই তিনি যদি সমভাবে তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে সকল রকমের সাধককেই তিনি তুল্য ফল দিতেন ; কিন্তু তাহা তিনি দেন না ; যে ফল পাইতে ভগবানের যতটুকু বা যেরূপ তুষ্টির প্রয়োজন, তাহার সাধনেও তিনি ততটুকু বা সেইরূপই তুষ্ট হয়েন। তাই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে তাঁহার যতটুকু এবং যে জাতীয় তুষ্টি উন্মেষিত হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ততটুকু এবং সেই জাতীয় তুষ্টি উন্মেষিত হয় না। সাধনভক্তিতে তিনি এতই তুষ্টিলাভ করেন যে, "বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ"—ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্য্যন্ত যেন বিক্রয় করিয়া ফেলেন—তিনি সর্ব্বতোভাবে ভক্তের বশীভূত হইয়া যায়েন ; তাই তিনি বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ। শ্রী ভা. ৯।৪।৬৩।" কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি কখনও এরূপ বশ্যতা স্বীকার করেন না। গীতার ২।৩৭ শ্লোক হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ; বিষ্ণুপুরাণের ৩।৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচরণের ফলে লোকপ্রাপ্তি—স্বর্গলোক, সত্যলোক প্রভৃতি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত লোকের সুখভোগাদিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের যেস্থল হইতে "বর্ণাশ্রমাচারবতা"-শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই স্থলে প্রকরণবলেও উক্তরূপ-ফলের পরিচয়ই পাওয়া যায়। মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনুষ্যগণ কোন্ ফললাভ করেন ?" তদুত্তরে পরাশর—সগর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন—"ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্দ্যং তথাস্পদম্। প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্ ॥—বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভূমি-সম্বন্ধী সমুদয় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং উত্তমা নির্ব্বাণ-মুক্তিও পাওয়া যায়। বি. পু. ৩।৮।৬ ।।" এই সকল ফল পাইতে হইলে কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়—"কথমারাধ্যতে হি সঃ ?"—এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—"বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধীয় (ঐহিক) মনোরথাদি, কি স্বর্গাদিলোক, কি নির্ব্বাণমুক্তি পাইতে হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরিমাণ তুষ্টিবিধান করা দরকার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণে সেই পরিমাণ তুষ্টিই সাধিত হইতে পারে।

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ণাশ্রমাচারবতা-ইত্যাদি শ্লোকে যে বিষ্ণুপ্রীতির কথা, কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩ পয়ারে যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের অভীষ্ট বিষ্ণুপ্রীতি বা বিষ্ণুভক্তি নহে—তাহা স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির কি ঐহিক সুখ-সম্পদের, কিম্বা নির্ব্বাণমুক্তির অনুকূল বিষ্ণুপ্রীতি বা বিষ্ণুভক্তি।

৫৩। পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৫। রায়ের উত্তর শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা। ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এহো বাহ্য—তুমি যে বলিলে, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা। বিষ্ণুভক্তি সাধ্যবস্তু বটে ; কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণে বিষ্ণুর যে প্রীতি জন্মে, তাহা জীবের সাধ্যবস্তু নহে ; কারণ তাহার ফলে—ইহ-কালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি সুখভোগ লাভ হইতে পারে, ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবানের পক্ষে নির্ব্বাণমুক্তিও বরং লাভ হইতে পারে (বি. পু. ৩।৮) ; কিন্তু এসমস্তই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের অনেক বাহিরের বস্তু। স্বর্গাদি-সুখসম্পদ ভোগে আছে—কেবলমাত্র নিজের সুখ, যাহার অপর নাম কাম ; ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবা নাই আর নির্ব্বাণমুক্তিতে আছে—নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবকত্বভাবের নিরসন ; ইহার মূলে আছে নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা—নিজের জন্য চিন্তা—কাম ; ইহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের বাহিরে তো বটেই—পরন্তু একেবারে বিরোধী। সুতরাং তুমি যে বিষ্ণুভক্তি বা বিষ্ণুপ্রীতির কথা বলিয়াছ, তাহা স্বর্গাদি-সুখ-ভোগমাত্র দিতে পারে, কিন্তু জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণসেবা দিতে পারে না বলিয়া তাহা বাহিরের—জীবের স্বরূপের বাহিরের বস্তু। এইরূপ বিষ্ণুভক্তির ফলে যে স্বর্গাদি সুখভোগ পাওয়া যায়, তাহার স্থানও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ; আর বিশেষস্থলে যে নির্ব্বাণমুক্তি পাওয়া যায় তাহার স্থানও সিদ্ধলোকে, পরব্যোমের বাহিরে ; উভয়ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবস্তুর স্থান হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার যে স্থান, সেই ব্রজলোকের অনেক বাহিরে। এই জাতীয় বিষ্ণুভক্তি বাহিরের বস্তু হওয়ায়, তাহার সাধন যে স্বধর্ম্মাচরণ, তাহাও তদনুরূপই বাহিরের সাধন ; ইহা জীবের স্বরূপের অনুকূল সাধন নহে। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে "স্বধর্ম্মাচরণ"কেই বাহ্য বলা হইয়াছে ; "বিষ্ণুভক্তি" বা "বিষ্ণুর আরাধনাকে" বাহ্য বলা হয় নাই। কারণ, বিষ্ণুর আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বিষ্ণুর আরাধনা না করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা সত্ত্বেও জীবের পতন হয় :—"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ।। শ্রী ভা. ১১।৫।৩ ।।" অর্থাৎ ঐ চারি জাতি এবং চারি আশ্রমীর মধ্যে যে জন অজ্ঞতা-প্রযুক্ত নিজ পিতা ঈশ্বর-পরম-পুরুষকে ভজনা করে না, সে ঐ জাতি এবং আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে পতিত হয়। আর যে জন সেই পুরুষকে জানিয়া অবজ্ঞা করে, সে নরকে পতিত হয়। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ।। ২।২২।১৯।।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তি জীবের সাধ্যবস্তু বটে ; কিন্তু যে বিষ্ণুভক্তিতে কেবল স্বধর্ম্মাচরণের ফল সুখভোগাদিমাত্র পাওয়া যায়, যে বিষ্ণুভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না, তাহা জীবের সাধ্য নহে ; যে বিষ্ণুভক্তিতে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের সাধ্যসার ; কারণ, তাহা জীবের স্বরূপের অনুকূল। স্বধর্ম্মাচরণে ইহকালের বা পরকালের সুখভোগাদির অপেক্ষা আছে বলিয়া দেহাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে নির্ব্বাণমুক্তির কথাও শুনা যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সুতরাং স্বধর্ম্মাচরণে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের—সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধির এবং সেবাবাসনার—স্ফুরণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ইহা বাহ্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধে প্রভুর মত জানিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার।"

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ—শ্রীকৃষ্ণেতে সমস্ত কর্ম্মের ফল অর্পণ। এস্থলে কর্ম্ম বলিতে স্মৃতি-আদি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম এবং শরীরাদির স্বাভাবিক-ধর্ম্মবশতঃ যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকল কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বাহ্য বলাতে রামানন্দ রায় কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণের কথা বলিলেন। তাতে বুঝা যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিসে ? বর্ণাশ্রমাচারাদি বেদবিহিত কর্ম্ম সকাম ; ঐ সমস্ত কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তার বন্ধন জন্মে। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।। গীতা। ৩।৯ ।।" অর্থাৎ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মকে যজ্ঞ বলে ; সেই যজ্ঞ-উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মে ইহলোকে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি ফলানুসন্ধানশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ।। গীতা। ২।৫১ ।" অর্থাৎ বুদ্ধিমান্

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)—
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থ-পশুসোমাদিদ্রব্যবদ্দর্ব্বমেবোত্তমৈরাপাদ্যসমর্পণীয়ং কিন্তুহি যৎ করোষীতি। স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম করোষি তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোসি যদ্দদাসি যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পণ্ডিতগণ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনাময়পদ লাভ করিয়া থাকেন। এখন দেখা গেল, বেদাদি-বিহিত কর্ম্মদ্বারা যে বন্ধনের আশঙ্কা আছে, ফলানুসন্ধানরহিত হইয়া সেই সকল কর্ম করিলে আর সেই বন্ধনের ভয় থাকে না। এজন্যই কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগের ব্যবস্থা; কিন্তু কর্ম্মের ফল কোথায় ত্যাগ করিবে? ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যৎ করোষি যদশ্নাসি— —" ইত্যাদি। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মের ফল অর্পণ করিলে কি হইবে? ঐ "যৎ করোষি— —" শ্লোকের ঠিক পরের শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন, "শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। গীতা। ৯।২৮।—এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের ফল আমাতে অর্পণ করিলে তুমি শুভাশুভ-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।" কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ন্যায় কর্ম্মবন্ধন হয় না বলিয়াই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ।

সাধ্যসার—সাধ্যবস্তু সমূহের সার বা শ্রেষ্ঠ। রায়-রামানন্দ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে সাধ্যসার বলিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য নহে, ইহা সাধন মাত্র; ইহার সাধ্য হইল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি। রায়ের উক্তির মর্ম্ম এই যে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণদ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তাহা সাধ্যসার।

দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধের প্রমাণরূপে নিম্নে গীতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় অর্জ্জুন)! যৎ (যাহা) করোষি (কর), যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর) যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর), যৎ (যাহা) তপস্যসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ (কর)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, এবং যাহা কিছু তপস্যা কর— তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর। ৫

যৎ করোষি—শরীরাদির স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রবিহিত যে কিছু কর্ম কর, কিম্বা লৌকিক কর্ম্মও যাহা কিছু কর। "স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম করোষি—স্বামী। লৌকিকং বৈদিকং বা যৎকর্ম্ম যৎ করোষি—চক্রবর্ত্তী।" **যৎ অশ্নাসি**—যাহা কিছু পানাহার করিবে। "ব্যবহারতো ভোজনপানাদিকং যৎ করোষি—চক্রবর্ত্তী।" **কুরুষ মদর্পণম্**—সমস্তই যেরূপে আমাতে অর্পিত হইতে পারে, সেইরূপেই করিবে।

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—জ্ঞানকর্ম্মাদিত্যাগ করিতে পারিবে না বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা কেবলা অনন্যভক্তিতে যাঁহাদের অধিকার নাই, অথচ নিকৃষ্ট সকাম-ভক্তিতেও যাঁহাদের অভিরুচি নাই, তাঁহাদের জন্যই এই শ্লোকোক্ত সাধন-ব্যবস্থা; ইহা নিষ্কামা-কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। তিনি আরও বলেন—ইহা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ নয়; কারণ, নিষ্কাম-কর্ম্মে কেবল শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্মেরই ভগবদর্পণের ব্যবস্থা আছে, ব্যবহারিক কর্ম্মের অর্পণের ব্যবস্থা নাই; এই শ্লোকে ব্যবহারিক কর্ম্মার্পণের ব্যবস্থাও দেখা যায়। ইহা ভক্তিযোগ বা অনন্যভক্তিও নহে; কারণ, ভক্তিযোগে ভগবানে অর্পিত কর্ম্মই করার ব্যবস্থা; "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং···ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্। ভা. ৭।৫।২৩-২৪।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—বিষ্ণৌ অর্পিতা ভক্তিঃ ক্রিয়তে, নতু কৃতা পশ্চাদর্প্যেতইতি।—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধাভক্তি আগে

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥ ৫৬

তথাহি (ভা. ১১।১১।৩২)—
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্‌ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যদ্বা ভক্তের্দার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যধিকারিতয়া সংত্যজ্য অথবা বিদ্ধৈকাদশী কৃষ্ণৈকাদশ্যনুপবাসান্যনিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো যো ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্ম্মা স্তান্ সংত্যজ্যেত্যর্থঃ। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিষ্ণুতে অর্পিত হইবে, তার পরে সাধক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে; অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পরে বিষ্ণুতে অর্পণ—ইহা ভাগবত-বচনের অভিপ্রেত নহে।" তাহা হইলে, কর্ম্মাদি আগে ভগবানে অর্পিত হইয়া তাহার পরে তাঁহারই কর্ম্মাদি তাঁহারই দাসরূপে সাধক কর্ত্তৃক কৃত হইলেই তাহা ভক্তিযোগের অনুকূল হয়। "যৎ-করোষি" ইত্যাদি গীতাবাক্যের মর্ম্ম এই যে—আগে কর্ম্ম করিয়া তাহার পরে তাহা (বা তাহার ফল) ভগবানে অর্পণ করিবে; সুতরাং ইহা ভক্তিযোগের অঙ্গ নহে।

৫৫। পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"কর্ম্মার্পণের কথা যাহা বলিলে, তাহাও বাহিরের কথা; ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে প্রভু বাহ্য বলিলেন কেন? এই পয়ারের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—অত্র যৎকরোষীত্যাদিকন্তু বিরাড়ুপাসনাবদ্ ভজনানুসন্ধানং নির্দ্দেষ্টুমশক্তং প্রতি জ্ঞাতব্যং যথার্থনির্ণয়ে এব বাহ্যং—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে বাহ্য বলার কারণ এই যে, যাঁহারা বিরাট-উপাসনার ন্যায় ভজনানুসন্ধান নিশ্চয় করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের প্রতিই "যৎ করোষি"-ইত্যাদি শ্লোক বলা হইয়াছে।

যৎকরোষি-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—যাহারা অনন্যাভক্তিতে অনধিকারী, তাহাদের জন্যই এই শ্লোকোক্ত ব্যবস্থা; ইহা ভক্তিযোগ নহে; এবং ভক্তিযোগ নহে বলিয়া ইহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না; কাজেই এই সাধনও বাহিরের বস্তু এবং এই সাধনের ফলে যে সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, তাহাও জীবস্বরূপের পক্ষে বাহিরের বস্তু। কর্ম্মার্পণের উদ্দেশ্য কি? পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫ পয়ারের "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ"-বাক্যের টীকায় যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—কর্ম্মবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করার জন্যই প্রধানতঃ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়; সুতরাং এই কর্ম্মার্পণে কর্ত্তার নিজের জন্য—নিজেকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করার জন্য ভাবনাই মুখ্য। কিন্তু যেখানে নিজের জন্য ভাবনা আছে—সুতরাং দেহাবেশ আছে—সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না; কাজেই তাহা বাহ্য। প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—"স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার।" **স্বধর্ম্মত্যাগ**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইল ফলাভিসন্ধানযুক্ত স্বধর্ম্ম, আর কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল ফলাভিসন্ধান-শূন্য স্বধর্ম্ম; এই দুইটীকেই যখন মহাপ্রভু "বাহ্য" বলিলেন—তখন রায়-রামানন্দ "স্বধর্ম্মত্যাগের" কথা বলিলেন।

সাধ্যসার—"সর্ব্বসাধ্যসার।" "ভক্তিসাধ্যসার" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। স্বধর্ম্মত্যাগ সাধনমাত্র, ইহা সাধ্য নহে; রায়ের উক্তির মর্ম্ম এই যে—স্বধর্ম্মত্যাগে যে বস্তু পাওয়া যায়; তাহাই সাধ্যসার।

শ্লো। ৬। অন্বয়। গুণান্ (গুণ) দোষান্ (এবং দোষ) আজ্ঞায় (সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া) ময়া (মৎকর্ত্তৃক—ভগবৎকর্ত্তৃক) আদিষ্টান্ (আদিষ্ট) অপি (হইলেও) স্বকান্ (স্বকীয়) সর্ব্বান্ (সমস্ত) ধর্ম্মান্ (ধর্ম্ম)

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণং ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচ শোকং মা কার্ষীঃ। যত ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সংত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) মাং (আমাকে—ভগবান্‌কে) ভজেৎ (ভজন করে), স চ (সেই ব্যক্তিও) এবং (এইরূপ—পূর্ব্বোক্তরূপ) সত্তমঃ (সত্তম—সৎলোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাকর্ত্তৃক যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষ-গুণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তৎসমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিকরূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে, সেই ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত "কৃপালুরকৃতদ্রোহাদি" ব্যক্তির ন্যায় সত্তম। ৬

গুণান্ দোষান্—দোষ ও গুণ ; কিসের দোষগুণ ? ভগবান্ বেদাদি-শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির উপদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত কর্ম্মের দোষগুণ। আজ্ঞায়—আ (সম্যক্‌রূপে) জ্ঞায় (জানিয়া) ; বিচারাদিপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া। তিন রকমের লোক বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারে। প্রথমতঃ, অজ্ঞব্যক্তি ; যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না, সে ব্যক্তি বেদবিহিত কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নাস্তিক ব্যক্তি—যে বেদবিহিত কর্ম্মাদির বিষয় জানে, কিন্তু নাস্তিক বলিয়া সে সমস্তে বিশ্বাস করে না, তাই সে সমস্তই ত্যাগ করে। তৃতীয়তঃ, যে অজ্ঞ নহে, নাস্তিকও নহে ; যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির বিষয় ভালরূপেই জানে, সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলেও যাহার বিশ্বাস আছে, সেই ব্যক্তি সে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দোষ এবং গুণ সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াও সে সমস্ত কর্ম্ম শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া—অনন্যভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিতেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ—পরিত্যাগ করিতে পারে। এই শ্লোকে এই তৃতীয় রকমের লোকের কথাই বলা হইয়াছে ; বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির দোষ-গুণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক যে ব্যক্তি ভগবদাদিষ্ট হইলেও সে সমস্ত বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার ভজন করেন, **স চ এবং সত্তমঃ**—তিনিও এতাদৃশ সত্তম। "চ ও এবং"-শব্দের সার্থকতা এই :—এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার, অসূয়াশূন্য, সম, সর্ব্বোপকারক, কামদ্বারা যাঁহার চিত্ত অক্ষুব্ধ, যিনি বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, কোমলচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভুক্, শান্ত, স্থির, ভগবচ্ছরণাপন্ন, মুনি, অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা, ধৃতিমান, বিজিতষড়্‌গুণ, অমানী, মানদ, দক্ষ, মৈত্র, কারুণিক এবং কবি—তিনি সত্তম (২।২২।৪৪-৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আর "আজ্ঞায়ৈবং"-শ্লোকে বলিলেন—কৃপালু অকৃতদ্রোহাদি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি যেমন সত্তম, যিনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া স্বধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও তেমনই সত্তম—কোনও অংশেই তাঁহা অপেক্ষা হীন নহেন। এস্থলে টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদিগুণসম্পন্ন, তিনিও সত্তম, সেই সমস্ত গুণ না থাকিলেও সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম। চকরাৎ পূর্ব্বোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্‌গুণাভাবেঽপি পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি।" ইহাও অবশ্য নিশ্চিত সত্য যে—যিনি অনন্যভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করেন, প্রথমে কৃপালুত্বাদি গুণ তাঁহাতে না থাকিলেও অচিরেই তিনি সে সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে পারেন। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। শ্রীভা. ৫।১৮।১২॥ কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে। ২।২২।৪৩।" ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সমস্তধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) এবং (একমাত্র) মাং (আমাকে

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

—আমার) শরণং ব্রজ (শরণ গ্রহণ কর) ; অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (উদ্ধার করিব) মা শুচ (শোক করিও না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব ; তুমি কোনওরূপ শোক করিও না। ৭

সর্ব্বধর্ম্মান্—বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্তধর্ম্ম। **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করিয়া ; সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ বলিতে এস্থলে ফলত্যাগ মাত্র বুঝায় না। ন চ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি ব্যাখ্যেয়ম্—চক্রবর্ত্তী। এস্থলে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মাদি ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে। **একং মাং শরণং ব্রজ**—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, অন্য দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি সমস্তকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ; আমাতে আত্মসমর্পণ কর। শরণাগতির লক্ষণ :—আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥ আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥—ভগবানের প্রীতির অনুকূল বস্তুর গ্রহণ, প্রতিকূল বস্তুর ত্যাগ, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ করা, আত্মনিক্ষেপ এবং কার্পণ্য বা কাতরতা—এই ছয়টীই শরণাগতির লক্ষণ। হরিভক্তিবিলাস ১১।৪১৭।" যিনি যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার মূল্যক্রীত পশুর তুল্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন—তিনি যাহা করেন, তাহাই করেন ; তিনি যাহা খাওয়ান, তাহাই খায়েন ; তিনি যেখানে রাখেন, সেখানেই থাকেন ; কোনও বিষয়েই শরণাগতব্যক্তির নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকে না—প্রকৃত শরণাগত যিনি, কোনও রূপ কর্ত্তৃত্বের ইচ্ছাও তাঁহার থাকে না, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রভুকর্ত্তৃক চালিত হইয়াই তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার বলিতে তখন আর তাঁহার কিছুই থাকে না—তাঁহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়,—তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি প্রভৃতি সমস্তই তখন তাঁহার প্রভুর ; প্রভুর প্রীতিজনক কার্য্যব্যতীত স্বীয়-দেহ-সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারেই তিনি আর সে সমস্তকে নিয়োজিত করেন না, করার অধিকার বা প্রবৃত্তিও তাঁহার থাকে না। **অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি**—সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণের মুখে সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ পাইয়া অর্জ্জুন হয়তো মনে করিতে পারেন যে—"শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন, সে-সমস্ত ধর্ম্মও তো তাঁহারই আদিষ্ট? তবে সে-সমস্তের পরিত্যাগে কি আমার প্রত্যবায় বা পাপ হইবে না?" অর্জ্জুনের মনে এরূপ একটা আশঙ্কার কথা অনুমান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"না, ধর্ম্মত্যাগের জন্য তোমার কোনও পাপ হইবে না—সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব ; তুমি কোনওরূপ আশঙ্কা করিও না, **মা শুচ**—শোক করিও না।"

৫৬ পয়ারোক্ত স্বধর্ম্মত্যাগের প্রমাণরূপে উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫৭। রামানন্দ-রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়! তুমি যে স্বধর্ম্মত্যাগের কথা বলিতেছ, তাহাও, বাহিরের কথা ; ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বল।"

স্বধর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগকে প্রভু বাহ্য বলিলেন কেন? কর্ম্মত্যাগের সমীচীনতাসম্বন্ধে রায়-রামানন্দ "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি এবং সর্ব্বধর্ম্মানিত্যাদি"—যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দুইটীতে যে সাধন-প্রণালীর উল্লেখ আছে, সেই সাধন-প্রণালীর সহিত জ্ঞানকর্ম্মাদির কোনও সংশ্রব নাই ; শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশই তাহাতে আছে। "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি" শ্লোকের টীকায় তদুক্ত সাধনপ্রণালীকে, চক্রবর্ত্তিপাদ কেবলাভক্তির প্রথম-সোপান—প্রবর্ত্তক-সাধকের-সাধনাঙ্গ, শ্রীজীবগোস্বামী এবং দীপিকাদীপন-টীকাকার অমিশ্রা-ভক্তিমার্গের মধ্যম-সাধকের সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; সুতরাং উহা শুদ্ধাভক্তি-মার্গেরই সাধন ; এই সাধনের পরিপক্কাবস্থায় জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাই লাভ হইতে পারে ; তাহা হইলে এই সাধনের লক্ষ্য বাহিরের বস্তু নহে—সুতরাং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই সাধনাঙ্গও বাহিরের বস্তু হইতে পারে না। (সর্ব্বধর্ম্মানিত্যাদি-শ্লোকোক্ত সাধন সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য)। তথাপি মহাপ্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিলেন কেন ? উক্ত সাধনের সাধ্য যখন বাহ্য নহে, সাধনও যখন বাহ্য নহে—তখন ইহাই মনে হয় যে, যে জাতীয় সাধককে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে, সেই জাতীয় সাধকের মনোবৃত্তিতে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে "বাহ্য"-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয় এবং সেই মনোবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া শ্লোকোক্ত সাধন-প্রণালী স্বরূপতঃ শুদ্ধাভক্তিমার্গ-সম্মত হইলেও "বাহ্য" হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই জাতীয় মনোবৃত্তির পরিচয় উক্ত শ্লোক দুইটীতে পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া গেলেই বা তাহা কি ?

শুদ্ধাভক্তিমার্গে কর্ম্মত্যাগের (স্বধর্ম্মত্যাগের) বিধি থাকিলেও তাহার একটা অধিকার-ব্যবস্থা আছে। যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে এবং নির্ব্বেদ-অবস্থা জন্মিলে অকস্মাৎ কোনও মহাপুরুষের কৃপায় যে পর্য্যন্ত ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীভা. ১১।২০।৯ ॥" মহৎকৃপার ফলে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক কেবলা-ভক্তিতে অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে নহে। "তথা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ শ্রদ্ধায়াং জাতায়াং তু ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকারো ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী।" এস্থলে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হইল, তাহা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। "ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা নহে"—এইরূপ যে দৃঢ় বিশ্বাস,—তাদৃশ-শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতে যাহার উৎপত্তি—তাহাই এতাদৃশী আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনিই কর্ম্মত্যাগে অধিকারী। কিন্তু আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি শ্লোকে যে কর্ম্মত্যাগের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এতাদৃশী মহৎকৃপাজনিতা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না। পতিতে আত্যন্তিক-প্রেমবতী নারী যেমন অন্য পুরুষের সহিত তাঁহার স্বামীর দোষ-গুণ বিচার করিতে যায় না, তাদৃশ বিচারের কথাও যেমন তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় না, পরন্তু স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তাবশতঃ কেবলমাত্র পতির গুণমুগ্ধ হইয়াই পতিসেবাদ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে,—তদ্রূপ ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিরূপ অনন্যভক্তিতে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনিও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির সহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদির দোষ-গুণ বিচার করিতে যায়েন না, তদ্রূপ বিচারের কথাও তাঁহার চিত্তে উদিত হয় না—শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করার চেষ্টাতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। অন্য পুরুষের সহিত স্বীয় পতির দোষগুণের বিচার করিয়া যে নারী পতিসেবার কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যায়েন, পতির প্রতি তাঁহার যে প্রীতি, তাহাকে আত্যন্তিকী প্রীতি বলা যায় না। তদ্রূপ, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজনাঙ্গের বিচার করিতে যাইবেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গে তাঁহার শ্রদ্ধা থাকিলেও এই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বলা যায় না। সুতরাং আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদিশ্লোকে যাঁহাদের কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, কর্ম্ম-ত্যাগে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার নাই। তাই, আলোচ্য ৫১ পয়ারের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অত্র স্বধর্ম্মত্যাগবিধৌ নির্ব্বেদ-তৎকথাশ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যভাবাদনধিকারিণঃ স্বধর্ম্মত্যাগেন নশ্যেয়ুরিতি বাহ্যং—কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার নিরূপণে ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি শ্লোকের প্রমাণমূলক স্বধর্ম্মত্যাগে ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে তাদৃশী প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনধিকারীর পক্ষে স্বধর্ম্মত্যাগে অমঙ্গলের আশঙ্কাবশতঃই রায়-কথিত স্বধর্ম্মত্যাগকে বাহ্য বলা হইয়াছে।" "তাবৎ-কর্ম্মাণি-কুর্ব্বীত"-শ্লোকের কর্ম্মত্যাগের মূলে হইল ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি; আর আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি শ্লোকের কর্ম্ম-ত্যাগের মূলে হইল শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদির দোষগুণবিচার। পার্থক্য অনেক। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবৎ-সেবার জন্য একটা প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু দোষগুণ বিচারের পরে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে নিষ্ঠা, তাহাতে প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে বরং কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণের টানের সেবায়, আর কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবায় অনেক পার্থক্য; প্রাণের টানের সেবা অপেক্ষা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবা অনেক বাহিরের বস্তু; এই দুই রকমের সেবায় সেবকের যে মনোবৃত্তির পার্থক্য, তাহাই রায় কথিত স্বধর্ম্ম-ত্যাগকে "বাহ্য" বলার হেতু; কর্ত্তব্যবুদ্ধিজনিত সেবার মনোবৃত্তির সংস্পর্শে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-শুদ্ধাভক্তির অঙ্গসমূহ বাহিরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকেও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রতিকূল একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা এই। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ :— শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও। এইরূপে সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করার জন্য যদি তোমার কোনওরূপ পাপ হইবে বলিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হয়, তবে ইহাও বলিতেছি, এই পাপের জন্য তুমি কোনওরূপ ভয় করিও না, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করিব।" শ্লোকের শেষার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অভয়বাণী শুনিয়া শ্রোতা হয়তঃ মনে করিতে পারেন "হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারি।" ইহাতেই বুঝা যায়, এইরূপ স্বধর্ম্মত্যাগে "নিজের পাপ হইতে রক্ষার জন্য", নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য একটা অভিপ্রায় আছে। সুতরাং ইহা "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" হইল না, কাজেই উত্তমাভক্তির আলোচনায় ইহা বাহ্য। (ভূমিকার আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রভু স্বধর্ম্মত্যাগকে বাহ্য বলিলে রায় বলিলেন—"তবে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার।"

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি। জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—তৎপদার্থের জ্ঞান (পরতত্ত্বের বা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান), ত্বংপদার্থের জ্ঞান (জীবস্বরূপের জ্ঞান, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত) এবং উভয়ের ঐক্যজ্ঞান (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান)। শেষ অঙ্গটী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ভক্তিবিরোধী; যেহেতু, এইরূপ ঐক্যজ্ঞানবশতঃ জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বরূপগত সম্বন্ধের (সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের) জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম দুইটী অঙ্গ, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের বা ভগবতত্ত্বের জ্ঞান এবং জীবতত্ত্বের জ্ঞান (আনুষঙ্গিক ভাবে উভয়ের স্বরূপগত সম্বন্ধ সেব্য-সেবকত্বের-জ্ঞান) ভক্তিবিরোধী নহে; যেহেতু, ইহা সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিরোধী নহে। আলোচ্য পয়ারোক্ত জ্ঞান-শব্দের ব্যাপকতম অর্থ ধরিলে জ্ঞানের এই তিনটী অঙ্গের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিকেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হইয়াছে মনে করা যায়। ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে—ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গের সাধন (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-মূলক সাধন) স্বীয় ফল সাযুজ্য-মুক্তি দান করিতে পারে না। "কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে॥ ২।২২।১৬॥" সুতরাং মুক্তিকামীর জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে মিশ্রিতা যে ভক্তি, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। আবার, যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান, আনুষঙ্গিকভাবে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান, মায়াতত্ত্বের জ্ঞান ইত্যাদি ভক্তির অবিরোধী বিবিধ জ্ঞান লাভের প্রয়াসের দিকেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি-অঙ্গের সাধনের সঙ্গেও জ্ঞান মিশ্রিত থাকে; তাই ইঁহাদের ভক্তিকেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। আলোচ্য পয়ারে উল্লিখিত উভয় প্রকারের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। কিন্তু স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-বিষয়ক, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। তাহাতে মনে হয়—আলোচ্য পয়ারে "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির" অন্তর্গত জ্ঞান-শব্দে কেবল জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই হয়তো রায়-রামানন্দের অভিপ্রেত। অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় প্রকার জ্ঞানই তাঁহার অভিপ্রেত হইয়া থাকিলে তৎ-পদার্থ ও ত্বং-পদার্থের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ রামানন্দ রায় প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই—ইহাই মনে করিতে হয়।

তথাহি তত্রৈব (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তপশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ। গুণমালিন্যাপগমাৎ ; প্রসন্নশ্চাসাবাত্মা চেতি সঃ ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্মজ্ঞানাদ্যর্ব্বরিতত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তম্। মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্‌কৃতয়া কেবলাং লভতে ইতি বৎ। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রারম্ভদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যং ইত্যতঃ পরা-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জ্ঞানমিশ্রাভক্তির উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই স্বধর্মত্যাগের পরে রায়-রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ করিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে উত্তমাভক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে গীতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নাত্মা) ন শোচতি (নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (কোনওরূপ বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও করেন না) ; সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণীতে) সমঃ (সমদৃষ্টিসম্পন্ন) [সন্] (হইয়া) পরাং মদ্ ভক্তিং (আমাতে পরাভক্তি) লভতে (লাভ করে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না, কোনও বস্তুলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন.। ৮

ব্রহ্মভূত ঃ—ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত। ভক্তির সাহচর্য্য লইয়া জ্ঞানমার্গের সাধক জ্ঞানযোগে সাধন করিতে করিতে যখন তাঁহার জড়োপাধি ছুটিয়া যায়, যখন তাঁহার গুণমালিন্য দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার দেহ-দৈহিকবস্তুতে অভিমান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তিনি অনাবৃত-চৈতন্য হইয়া ব্রহ্মরূপতা—ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন ; ব্রহ্ম যেমন উপাধি-লেশশূন্য অনাবৃত-চৈতন্য, তিনিও তখন উপাধিলেশশূন্য অনাবৃত-চৈতন্য। এরূপ যখন তিনি হয়েন, তখনই তাঁহাকে "ব্রহ্মভূত" বলে। **প্রসন্নাত্মা**—প্রসন্ন হইয়াছে আত্মা যাঁহার ; কোনওরূপ জড়োপাধি নাই বলিয়া, কোনওরূপ গুণমালিন্য নাই বলিয়া তাঁহার চিত্ত তখন প্রসন্নতা লাভ করে, কোনওরূপ বিষণ্ণতাই তখন তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। এইরূপে, দেহ ও দৈহিকবস্তুতে অভিমানাদি থাকে না বলিয়া তিনি তখন **ন শোচতি**—পূর্ব্বের ন্যায় নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না এবং **ন কাঙ্ক্ষতি**—কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। দেহ-দৈহিক বস্তুতে অভিমানাদি থাকিলেই লোকের বাহ্যানুসন্ধান থাকে ; ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তির তদ্রূপ কোনও অভিমানাদি না থাকায় বাহ্যানুসন্ধানও থাকে না ; তাই তিনি বালকের ন্যায় **সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ**—ভাল-মন্দ, উত্তম-অধম, ভদ্র-অভদ্র সকল প্রাণীকেই সমান বলিয়া মনে করেন ; প্রাণিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, বাহ্যানুসন্ধানের অভাববশতঃ তাহাই তাঁহার মনে জাগে না। সাধকের এইরূপ অবস্থা যখন হয়, তখন যদি কোনও সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার শুষ্ক-জ্ঞান-মার্গের সাধনাঙ্গ অনুষ্ঠিত না হয়, জ্ঞানমার্গের সাধনাঙ্গ যদি লোপ পায়, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান যদি তিরোহিত হয়—তাহা হইলে সাধনের আনুষঙ্গিকভাবে তিনি যে ভক্তি-অঙ্গের-অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাই তখন অধিকতর সজীবতা লাভ করিয়া

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমুজ্জল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে জ্ঞানমার্গের সাধনের আনুষঙ্গিকমাত্র ছিল বলিয়া এই ভক্তি-অঙ্গ একটু ক্ষীণ ছিল; কিন্তু মাষ-মুদ্গ-ভূষি-আদির সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকণিকা প্রথমে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিলেও, মাষ-মুদ্গাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন স্বর্ণকণিকা নষ্ট হয় না, বরং তখন তাহার উজ্জলতা যেমন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তদ্রূপ, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সহিত মিশ্রিতা ভক্তি প্রথমে নিতান্ত ক্ষীণপ্রভা হইয়া থাকিলেও ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা ব্যক্তির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান তিরোহিত হইয়া গেলে, একমাত্র ভক্তিই অবশিষ্ট থাকিয়া সমুজ্জল হইয়া উঠে। ভক্তি হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—সুতরাং অনশ্বরা; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিদ্যা এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইলেও ভক্তি তিরোহিত হয় না; এই ভক্তি তখন জ্ঞানকর্ম্মাদির ছায়াস্পর্শশূন্যা বলিয়া দ্রুতবেগে উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত সমুজ্জলতা লাভ করিয়া **পরাভক্তি**—প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে পরিণত হইয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকে।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই রায়-রামানন্দ এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন।

৫৮। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়! জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহাও বাহিরের কথা। আর কিছু থাকে যদি বল।"

কিন্তু প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলিলেন কেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৫৭ পয়ারের টীকায় দুই রকমের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই পয়ারে প্রভু উভয় প্রকার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বাহ্য বলিয়াছেন। কিন্তু কেন? পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহা আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। জ্ঞানমার্গের সাধনের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি কেবল জ্ঞানমার্গের সাধনের সহায়কারিণীরূপেই অবস্থান করেন; তাঁহার কাজ, কেবল জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের চিন্তাকে সাফল্যদান করা, তাঁহার অন্য কোনও কাজ নাই। এই জাতীয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সাযুজ্য-মুক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু এই সাযুজ্য-মুক্তির সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি জীব-ব্রহ্মের সেব্য-সেবকত্ব-ভাবরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের প্রতিকূল। তাই প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। উদ্ধৃত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"—ইত্যাদি গীতা-শ্লোক হইতে জানা যায়—ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন। পরাভক্তি হইল-প্রেমলক্ষণা ভক্তি; এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হইলে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হয়; ইহাই জীব-স্বরূপের সহিত স্বরূপগত-সম্বন্ধবিশিষ্ট সাধ্যবস্তু; সুতরাং এই পরাভক্তিকে বাহ্য বলা চলে না। প্রভু পরাভক্তিকে বাহ্য বলেনও নাই; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বাহ্য বলিয়াছেন। কিন্তু "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোক হইতে জানা যায়—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনে যিনি ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা হয়েন, তিনি পরাভক্তি লাভ করেন। ইহাতে মনে হয়, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইল পরাভক্তি লাভের উপায়—অথবা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই পরিণামে পরাভক্তি হইয়া যায়। তাহা হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে কেন বাহ্য বলা হইল? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"মায়িক উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলে সাধক যখন ব্রহ্মভূত (অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য-ব্রহ্মরূপ) হয়েন, তখন তিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন (অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় নষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেন না) এবং (বাহ্যানুসন্ধান থাকে না বলিয়া) বালকের ন্যায় ভাল-মন্দ সকল বস্তুতেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েন। তখন নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য)-জ্ঞান শান্ত হইয়া গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান-সাধনের অন্তর্ভুক্তা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূতা (সুতরাং) অবিনশ্বরা ভক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। পূর্ব্বে মোক্ষ-সাধক-সাধনকে সফল করার জন্য অংশরূপে যে ভক্তি বর্ত্তমান ছিল, সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীর ন্যায় তখন তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছিল না। এক্ষণে সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া যাওয়ায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানচিন্তার আর প্রয়োজন বা অবকাশ না থাকায় তাহা যখন শান্ত বা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অবশিষ্ট থাকে কেবল সেই ভক্তি—খাদ-মুদ্রাদির সহিত মিলিত কাঞ্চন-কণিকা প্রথমতঃ অদৃশ্যভাবে থাকিলেও খাদ-মুদ্রাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন নষ্ট হয় না, তাহা যেমন অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ। ভক্তি মায়িক বস্তু নহে বলিয়া নষ্ট হয় না। সাধক তখন সেই ভক্তিকে লাভ করেন। যাহা পূর্ব্বেই ছিল, অন্য বস্তুর (ঐক্যজ্ঞান-চিন্তার) সহিত মিশ্রিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে যাহাকে ততটা লক্ষ্য করা হয় নাই, এখন সেই অন্য বস্তু না থাকায়, কেবল ভক্তিমাত্রই থাকায় সহজেই তাহাকে পাওয়া যায়। এজন্যই শ্লোকে "অনুষ্ঠান করে"—না বলিয়া "লাভ করে (লভতে)" বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রায়শঃ সম্পূর্ণা প্রেমভক্তির লাভ-সম্ভাবনা হয়। সম্পূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি।" এইরূপই এই শ্লোকপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির তাৎপর্য্য।

যাহা পূর্ব্বে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ছিল, পরে স্বতন্ত্রা হইয়াছে, সেইভক্তির কথাই চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন—যাহা পূর্ব্বে অংশরূপে মিশ্রিত ছিল, (সুতরাং তটস্থা বা নিরপেক্ষারূপে কেবল জ্ঞানসাধনের ফল দানের জন্যই ছিল), তাহাই (সেই ভক্তিই) পরে স্বতন্ত্রা হইয়া প্রায়শঃ সম্পূর্ণা প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা লাভ করে। এইরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি যে বাস্তবিকই বাহ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, ঈদৃশী ভক্তির ব্যাপারে সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণা-প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবনামাত্র আছে—তাহাও প্রায়শঃ। নিশ্চয়তার কথা তিনি কিছু বলেন নাই। নিশ্চয়তার কথা না বলার হেতুও আছে। সাধক ব্রহ্মভূত হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের চিন্তা হয়তো তাঁহার লোপ পাইয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বে যে ভক্তি তটস্থারূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা যে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; যদি তাহার নিশ্চয়তাই থাকিত, তাহা হইলে ভক্তির সাহচর্য্যযুক্তা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান-চিন্তাকে সাযুজ্য-মুক্তির সাধন বলা হইত না, প্রেম-ভক্তি-লাভের সাধনই বলা হইত। এই অবস্থায় তটস্থা ভক্তি প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে—যদি সাধক কোনও পরম-ভাগবত মহাপুরুষের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে। অন্যথা নহে। কিন্তু এইরূপ মহৎ-কৃপালাভেরও কোনও নিশ্চয়তা নাই। অথবা কোনও ভাগ্যবশতঃ সাধন-অবস্থায় যদি সাধকের চিত্তে তীব্র ভক্তিবাসনা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা তটস্থা ভক্তি স্বতন্ত্রা হইলে সেই সাধককে কৃতার্থ করার জন্য প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু এইরূপ তীব্র ভক্তিবাসনা জন্মিবার পক্ষেও নিশ্চয়তা কিছু নাই। এজন্যই বোধ হয় চক্রবর্ত্তিপাদ প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবনামাত্রের কথাই বলিয়াছেন, নিশ্চয়তার কথা বলেন নাই। নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই ইহা বাহ্য।

দ্বিতীয়তঃ। এক্ষণে তৎ-পদার্থ ও ত্বং-পদার্থের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর "জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ ১।২।১২০॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞানমত্রত্বম্পদার্থবিষয়ং তৎপদার্থবিষয়ং তয়োরৈক্যবিষয়ঞ্চেতি ত্রিভূমিকং ব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে। তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তচ্চ প্রথমমেব ইতি অন্যাবেশপরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়েতে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তদ্ভাবনয়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাচ্চ।" শ্রীজীবের এই উক্তির (সুতরাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকেরও) তাৎপর্য্য এই—"প্রথম অবস্থায় অন্যবস্তুতে চিত্তের আবেশ (এবং তজ্জনিত শোকাদিবিঘ্ন) দূর করার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী (জীবতত্ত্ব-ভগবৎ-তত্ত্বাদিবিষয়ক) জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইলে ঐরূপ ভক্তির অবিরোধী জ্ঞানের ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই। তখন এসমস্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। বিশেষতঃ তখন বৈরাগ্যের কথা, বা জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদির কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তির বিঘ্ন জন্মিবে।"

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তর্হি কথমজ্ঞাঃ সংসারং তরেয়ুঃ অত আহ জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সদ্ভির্মুখরিতাং স্বতএব নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্‌মনোভিঃ নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈ রজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তোঽসি ইতি কিং জ্ঞানশ্রমেণেত্যর্থঃ। স্বামী ।৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও যদি কেহ নানাবিধ তত্ত্বাদির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে কেবল যে ভজনের অনমুকূল ব্যাপারে তাঁহার সময়ই বৃথা নষ্ট হইবে, তাহাই নহে; ক্রমশঃ তত্ত্বালোচনার দিকে তাঁহার একটা আবেশও জন্মিতে পারে। এইরূপ আবেশ জন্মিলে তত্ত্বালোচনাকেই তিনি হয়তো তাঁহার ভজনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে মনে করিতে পারেন। তখন এই তত্ত্বালোচনা রীতিমতই তাঁহার ভজনের পক্ষে বিঘ্নজনক হইয়া উঠিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সার সহিত মিশ্রিত যে ভক্তিমার্গের সাধন, তাহা ভক্তির বিঘ্নজনক বলিয়া—সুতরাং জীবব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞান-বিকাশের অবিরোধী হইলেও ভক্তির পুষ্টিসাধক নহে বলিয়া এবং তজ্জন্য সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের সম্যক্ উপযোগী নহে বলিয়া প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যসার।"

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—জ্ঞানের সহিত সংশ্রবশূন্যা ভক্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। পূর্ব্বপয়ারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথায় জ্ঞানের এই তিনটী অঙ্গের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান বা জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদির প্রয়াস মিশ্রিত থাকাতে তাহা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রায়-রামানন্দ জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের সহিতই সংশ্রবশূন্যা (জ্ঞানশূন্যা) ভক্তির কথা বলিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির উৎকর্ষ এই যে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে ভগবান্ (বা ব্রহ্ম) এবং জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের বিরোধী জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের মিশ্রণ নাই এবং ভক্তির বিঘ্নজনক ভগবত্তত্ত্ব-জীবতত্ত্বাদির জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য অত্যাগ্রহের মিশ্রণও নাই। অধিকন্তু, স্বীয় উক্তির সমর্থনে রামানন্দরায় শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"-ইত্যাদি যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সুষ্ঠু বিকাশের নিশ্চয়তা আছে।

শ্লো। ৯। **অন্বয়।** হে অজিত (হে অজিত) জ্ঞানে (জ্ঞান-বিষয়ে—তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচারাদির নিমিত্ত) প্রয়াসং (চেষ্টা বা শ্রম) উদপাস্য (সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া) স্থানে স্থিতাঃ (স্থানে—সাধুদিগের নিবাসস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক) সন্মুখরিতাং (সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত) শ্রুতিগতাং (আপনা-আপনিই শ্রুতিপথ-গত) ভবদীয়বার্ত্তাং (তোমার বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথা) তনুবাঙ্‌মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যে) নমন্ত এব (সৎকার করিয়া) যে (যাঁহারা) জীবন্তি (জীবনধারণ করেন) [ত্বম্] (তুমি) ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকীতে) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্ত্তৃক) প্রায়শঃ (প্রায়ই) জিতঃ (বশীকৃত) অপি (ও) অসি (হও)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে অজিত! তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচারাদির জন্য (কিম্বা স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান লাভের নিমিত্ত) কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা (তীর্থভ্রমণাদি না করিয়াও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেবলমাত্র) সাধুদিগের আবাস-স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুদিগের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপগুণ-লীলাদির কথার, বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথার, কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন (ভগবৎ-কথার বা ভগবদ্ভক্ত-চরিতকথার শ্রবণকেই নিজেদের একমাত্র উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই করেন না), ত্রিলোক-মধ্যে তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই তুমি প্রায়শঃ (বাহুল্যে) বশীকৃতও হও।" ৯

জ্ঞানে—জ্ঞানবিষয়ে; ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মহিমাদি-বিচারে (শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-বৈষ্ণব-তোষণী)। ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান, মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রভৃতি লাভ করার নিমিত্ত **প্রয়াসং উদপাস্য**—প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া; কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া; ভগবত্তত্ত্বাদি অবগত হওয়ার জন্য শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে প্রাধান্য না দিয়া যাঁহারা **স্থানে স্থিতাঃ**—সাধুদের বাসস্থানে অব্যগ্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক; তীর্থভ্রমণাদির ক্লেশ স্বীকার না করিয়া সাধুদিগের নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক (শ্রীজীব) **সন্মুখরিতাং**—সৎ বা সাধুদিগের মুখ হইতে উদ্গীরিত। মিথ্যাভাষণাদি বা সর্ব্বেন্দ্রিয়-ক্ষোভাদি পরিহারের নিমিত্ত যাঁহারা প্রায়শঃ মৌনব্রতাবলম্বী, যাহা সেই সাধুদিগকেও মুখরীকৃত করিয়া তোলে এবং সেই সাধুদিগের সান্নিধ্যে অবস্থানবশতঃ যাহা আপনা-আপনিই **শ্রুতিগতাং**—কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় (সৎ বা সাধুদিগের নিকটে থাকিলে তাঁহারা যখন ভগবৎ-কথাদির আলোচনা করেন, তখন সেই সমস্ত কথা আপনা-আপনিই কানে আসিয়া পৌঁছে—শ্রুতিগত হয়; এইরূপে যাহা সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়া আপনা-আপনিই কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়), সেই **ভবদীয়বার্ত্তাং**—ভবদীয় (তোমার—ভগবানের) বার্ত্তা (কথা), ভগবৎ-কথা, ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা, অথবা ভবদীয় (তোমার আপন জনদের—ভগবদ্ভক্তদের) বার্ত্তা (কথা), ভক্ত-চরিত **তনুবাঙ্‌মনোভিঃ**—তনু (কায়, দেহ), বাক্য ও মনের দ্বারা—কায়মনোবাক্যে যাঁহারা **নমন্ত এব**—নমস্কার করিয়া, সৎকার করিয়া (শ্রবণ-সময়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অঞ্জলিবন্ধনাদি, করযোড়-করণাদি হইল কায়দ্বারা সৎকার, যাহা শুনা হইতেছে, বাক্যে তাহার অনুমোদন বা প্রশংসাদি হইল বাক্যদ্বারা সৎকার এবং সে সমস্ত ভগবৎ-কথার বিশ্বাস বা মনে মনে সে সমস্ত কথার চিন্তা বা অনুস্মরণাদি হইল মনের দ্বারা সৎকার। এই ভাবে ভগবৎ-কথাদির কায়মনোবাক্যে সৎকার করিয়া যাঁহারা) **জীবন্তি**—জীবন ধারণ করেন; যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন অন্য বৃথাকার্য্যে সময় ব্যয় না করিয়া যাঁহারা কেবল এই ভাবে সৎকারপূর্ব্বক সাধুমুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা শ্রবণ করেন, অন্যকর্ত্তৃক অজিত (বশীভূত হওয়ার অযোগ্য) হইলেও, অপর কেহ তোমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও **ত্রিলোক্যাং**—ত্রিলোকীতে **তৈঃ**—তাঁহাদিগ (উক্তরূপে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-পরায়ণ-লোকগণ) কর্ত্তৃক **প্রায়শঃ**—প্রায়শই (বাহুল্যে), বিশেষরূপেই অথবা অধিকাংশস্থানেই **জিতঃ অসি**—বশীকৃত হও।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবত্তত্ত্বাদির জ্ঞানলাভের নিমিত্ত পৃথক্ ভাবে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা সাধুদিগের নিকটে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুদিগের মুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা বা ভগবদ্ভক্ত-চরিত শ্রবণকেই জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, অপর কেহ ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের বশীভূত হয়েন। এই শ্লোকে ভগবৎ-কথার ভগবদ্বশীকরণী শক্তির কথা বলা হইল। ভগবান্ ভক্তিবশ। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ শ্রুতি। সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে শ্রোতার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তির বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহার (শ্রোতার) বশীভূত হইয়া তাঁহার চিত্তে অবস্থান করেন। ভগবান্ দুর্ব্বাসার নিকটে নিজেই বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা. ৯।৪।৬৩॥ "সাধুভক্তগণ যেন তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখেন। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতমস্বরূপ হইলেও ভক্তকে কৃতার্থ করার জন্য ভক্তের প্রীতিরসের কাঙ্গাল। এই প্রীতিরসের লোভে তিনি আপনা হইতেই ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন, ভক্তের প্রেমরস-নিষিক্ত হৃদয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। ভগবৎ-কথা শ্রবণদ্বারা এতাদৃশ প্রেম জন্মিতে পারে। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, ভগবৎ-কথা শ্রবণে সেব্য-সেবক-ভাবের এবং সেবাবাসনারও বিকাশ লাভ হইতে পারে, যেহেতু, সেবাবাসনার বিকাশ না হইলে প্রেম-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শব্দেরও সার্থকতা থাকে না এবং প্রেম না জন্মিলে ভগবানের বশ্যতা-স্বীকৃতির প্রশ্নও উঠিতে পারে না। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির বৈশিষ্ট্যের কথাই এই শ্লোকে বলা হইল। যিনি এই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, ভগবান্ তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় চরণ-সেবার অধিকার দেন। এজন্য জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে "সাধ্য-সার" বলা হইয়াছে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তির যাহা সাধ্য—ভগবৎ-সেবা, তাহাই সাধ্যসার। বস্তুতঃ ভগবৎ-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনও বটে, সাধ্যও বটে; সিদ্ধাবস্থায়ও ভক্ত ভগবৎ-পার্ষদরূপে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনাদিদ্বারা নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন, ভগবান্‌কেও আনন্দিত করেন। "কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"প্রভো, তোমার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, রূপ, গুণ, লীলাদির তত্ত্ব বা মহিমা অবগত হওয়া আমার পক্ষে বা অপর কাহারও পক্ষেও অসম্ভব। তুমি কৃপা করিয়া যতটুকু যাঁহাকে জানাও, তিনি ততটুকু মাত্রই জানিতে পারেন। তাহার বেশী কিছু জানিবার সামর্থ্য কাহারও হইতে পারে না।" ইহাতে যদি কেহ প্রশ্ন করেন—তাহা হইলে জীবের উপায় কি? কিরূপে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে? যেহেতু শ্রুতি বলেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—সেই সচ্চিদানন্দবস্তুকে জানিতে পারিলেই জীবের সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে, এতদ্ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তির আর অন্য কোনও পন্থা নাই। সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি যদি অজ্ঞেয়ই হয়, তাহা হইলে জীব কিরূপে সংসার মুক্ত হইবে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই ব্রহ্মা "জ্ঞানে প্রয়াসম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি জানিবার জন্য চেষ্টা না করিয়াও জীব সংসারমুক্ত হইতে পারে; কেবল সংসার-মুক্তি লাভ করা নয়, সেই অবিজ্ঞেয়-মাহাত্ম্য ভগবান্‌কে বশীভূতও করিতে পারে। কিরূপে? সাধুর মুখে একান্তভাবে নিরন্তর ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা এবং তাঁহার ভক্তদের চরিতকথা শ্রবণদ্বারা। এই জাতীয় কথা শ্রবণের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবেই ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির অনেক কথা শ্রোতা জানিতে পারেন এবং তাঁহার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা. ৩।২৫।২৪॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন- সাধুদিগের সঙ্গে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক; প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কথা আস্বাদন করিলে অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বা ভগবদ্-ভক্তসম্বন্ধিনী কথা মাত্রই ভগবানের তত্ত্বপূর্ণ, তাঁহার স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-রূপ-গুণ-লীলাদির তত্ত্বপূর্ণ। সুতরাং ঐ সকল কথার শ্রবণে আনুষঙ্গিকভাবেই অনেক তত্ত্বকথা জানা যায়; তজ্জন্য পৃথক্ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে গেলে সেই চেষ্টাতে আবেশ জন্মিতে পারে, তাহাতে ভজনের বিঘ্নও জন্মিতে পারে (পূর্ব্বেই ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে); অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনাও তাহাতে বিশেষ কিছু নাই। যেহেতু, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ১০।১৪।৪॥"-শ্লোক একথাই বলেন। শ্রবণাদিরূপ ভক্তিকে বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্যই প্রয়াস পায়েন, স্থূল-তুষাবঘাতী লোকের ন্যায় তাঁহাদের কেবল ক্লেশই প্রাপ্য হয়, অন্য কিছু নয় (অর্থাৎ জ্ঞানলাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়)। ভক্তি হইল সমস্ত মঙ্গলের উৎসরূপা (শ্রেয়ঃস্রুতি); শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে আনুষঙ্গিকভাবে আপনা-আপনিই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। "শ্রেয়সাং সর্ব্বেষামেব স্রুতিমিতি অবান্তরফলত্বেন স্বতএব জ্ঞানমপি ভবিতৈবেতি সূচিতম্। শ্রীভা. ১০।১৪।৪-শ্লোকের শ্রীজীবকৃতবৈষ্ণবতোষণী॥" ভগবৎ-কথা-শ্রবণে আনুষঙ্গিকভাবে যাহা শুনা যায়, ভগবৎ-কথার কৃপায় তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ হইতে পারে; তাহাতেই জীবের সংসার মুক্তি হইতে পারে, শ্রুতির উক্তিও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। "অতস্ত্বৎ-কথৈকদেশ-জ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তি ইতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতিভাবঃ—শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নয়; ভগবৎ-কথা শ্রবণে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাও ভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞান; তাহাতেই সংসার-মুক্তি হইতে পারে। ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ভগবৎ-কথা বা ভক্তচরিত শ্রবণ-প্রসঙ্গে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নীরস তত্ত্বকথাও ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথার রসে পরিষিক্ত হইয়া পরম-লোভনীয়তা লাভ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই শ্লোকে বলা হইল—ভগবতত্ত্বাদি-বিষয়ে জ্ঞান-লাভের জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। অথচ শ্রীলকবিরাজগোস্বামী সিদ্ধান্ত-বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ ১।২।৯৯॥" আবার, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ" ইত্যাদি ১।২।১১-১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে সেহ ভক্ত হইবে উত্তম॥ ২।২২।৩৯-৪১॥" এ সমস্ত প্রমাণেও শাস্ত্রজ্ঞানের বা তত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"—ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে উল্লিখিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-আদির উক্তির সমন্বয় কি? সমন্বয় এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে শ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে কিনা সন্দেহ; জন্মিলেও তাহা দৃঢ় হইতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রয়াসে প্রাধান্য দেওয়াই দূষণীয়, কেন দূষণীয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের উপলক্ষ্যেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, কি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র লীলাকথাদিতে যেমন পূর্ণ, তত্ত্বকথাদিতেও তেমনি পূর্ণ। এসমস্ত গ্রন্থের অনুশীলনে লীলাকথাদির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বকথাদির জ্ঞানও আনুষঙ্গিক ভাবে জন্মিতে পারে।

যাহা হউক, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে (২।৮।৫৭ পয়ারের টীকায়) তৎপদার্থের জ্ঞান, ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান—জ্ঞানের এই ত্রিবিধ অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের সহিত সংশ্রবশূন্যা ভক্তিই জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি। স্বীয় শক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ "জ্ঞানে প্রয়াসম্"-ইত্যাদি যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন, তাহাতে কিন্তু তৎ-পদার্থের (ভগবৎ-স্বরূপাদির) জ্ঞান-লাভের প্রয়াস-পরিহারের কথাই বলা হইল; আনুষঙ্গিক ভাবে ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান লাভের প্রয়াস-ত্যাগের কথাও আসিতে পারে; যেহেতু, তৎ-পদার্থের জ্ঞানের সঙ্গে ত্বম্পদার্থের জ্ঞানও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—উভয়ের মধ্যে শক্তি-শক্তিমান্ সম্বন্ধ, অংশ-অংশী সম্বন্ধ, সুতরাং সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বিদ্যমান্ বলিয়া। সুতরাং তৎ-পদার্থবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াসের প্রাধান্য পরিহারের নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ত্বম্-পদার্থ-বিষয়ক্ জ্ঞানলাভের প্রয়াসে অত্যাগ্রহ ত্যাগের নির্দ্দেশও প্রকারান্তরে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের তৃতীয় অঙ্গ—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াস-পরিহারের কোনও নির্দ্দেশ উক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হয় না; এবং তদুদ্দেশ্যে অপর কোনও শ্লোকও রায়-রামানন্দকর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই। ইহার হেতু বোধ হয় এই যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান যে ভগবানের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধের প্রতিকূল, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাবের এবং সেবাবাসনা-বিকাশের পক্ষে ইহা যে বর্জ্জনীয়, তাহার ইঙ্গিতও উল্লিখিত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"—ইত্যাদি শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। তাই এস্থলে আর পৃথক্ কোনও প্রমাণ-উল্লেখের আবশ্যকতা আছে বলিয়া রায়-রামানন্দ মনে করেন নাই।

অথবা "জ্ঞানে প্রয়াসম্"-ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানলাভের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে ভগবান্‌কে বশীকৃত করা যায় বলাতে, শেষ পর্য্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে এবং তাহাতেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের অভাব সূচিত হইয়াছে। তাই রামানন্দ আর কোনও পৃথক্ শ্লোকের উল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই। অথবা, "জ্ঞানে প্রয়াসম্"—বাক্যে জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রয়াসই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৯। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহাও হইতে পারে; কিন্তু ইহার পরে কিছু থাকিলে, তাহা বল।"

এহো হয়—ইহা হইতে পারে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভু কেবল "এহো বাহ্য"ই বলিয়াছেন। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির"-কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এহো হয়"। ইহার হেতু এই। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" পূর্ব্বে রায়-রামানন্দ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনওটীই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের, অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্ব ভাব-বিকাশের এবং সেবা-বাসনা-বিকাশের, অনুকূল ছিল না; তাই প্রভু "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি" সেব্য-সেবকত্ব-ভাববিকাশের এবং সেবা-বাসনা-অনুকূল বলিয়া বলা হইল "এহো হয়"। এইবারই প্রভু সর্ব্ব-প্রথম বলিলেন—"এহো হয়"। ইহাতে বুঝা যায়, রামানন্দরায়ের মুখে যে সাধ্যতত্ত্বটী প্রভু প্রকাশ করাইতে চাহিতেছেন, এতক্ষণে সেই তত্ত্ব-কথাটি প্রাপ্তির পথে আসা হইয়াছে; এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেন পথের বাহিরেই বিচরণ করা হইতেছিল। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়—হাঁ, রায়, এতক্ষণে ঠিক পথে আসিয়াছ।"

আগে কহ আর—ইহার পরে কি আছে বল। প্রভুর অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ—"রায়, এতক্ষণে পথে আসিয়াছ বটে; কিন্তু ইহাই পথের শেষ নয়। আরও অগ্রসর হও।" "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" সমর্থনে শ্রীমদ্-ভাগবতের যে শ্লোকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূন্যা ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ সাধকের বশ্যতা স্বীকার করেন। শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। কিন্তু এই বশ্যতার অনেক বৈচিত্রী আছে; সকল ভক্তের নিকটে ভগবান্ সমভাবে বশীভূত হন না। তাহার কারণ এই যে—সাধকের রুচি, প্রকৃতি ও বাসনা-ভেদে একই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সাধকের চিত্তকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি সকল পন্থার সাধককেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়; নচেৎ অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। (ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন পন্থার সাধকদের সকলকে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইলেও—বাসনার পার্থক্যবশতঃ তাঁহাদের অভীষ্টের পার্থক্য। সকল অভীষ্টই দান করেন ভগবান্—ফলদাতা এক জনই। যে অভীষ্ট দান করার নিমিত্ত ভগবানের যতটুকু করুণা—সুতরাং ভক্তবশ্যতা—উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, সেই অভীষ্ট-কামীর সাধনে তিনি ততটুকুই বশ্যতা স্বীকার করেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সকলের সেবা-বাসনাও একরূপ নহে; বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন ভাবে ভগবৎ-সেবার বাসনা। ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে এবং তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত ভগবান্ তাঁহাদের বশ্যতাও স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু সেবা বাসনার অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে ভগবানের ভক্ত-বশ্যতারও তারতম্য হয় (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাবের ভক্তদের নিকটে ভগবানের ভক্তবশ্যতা এক রকম নহে)। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির উপলক্ষ্যে উল্লিখিত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"—ইত্যাদি শ্লোকে সাধারণ ভাবেই ভগবানের ভক্ত-বশ্যতার কথা বলা হইয়াছে, বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর—ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের কথা বল।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনিলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন। প্রশ্ন হইতে পারে, সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনামাত্রেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন কি না? এ সম্বন্ধেও শ্লোক হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু থাকিলেও তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর—রামানন্দ, সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রেই কি ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৩)—

নানোপচার-কৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নহু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নানেতি। হে ভক্ত আর্ত্তবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়ং প্রেম্না এব নানোপচারকৃতপূজনং সৎ সুখবিদ্রুতং স্যাদিত্যন্বয়ঃ। তত্র বৈধর্ম্যে দৃষ্টান্তমাহ যাবদিতি। যাবৎ জঠরে জরঠা বলবতী ক্ষুৎ এবং পিপাসাস্তি তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ তদভাবে তন্ন এবং প্রেমাভাবে সুখবিদ্রুতং নেতি দৃষ্টান্তঃ। যদ্বা উপচারকৃতপূজনং নানা বিনা প্রেম্নৈব সুখবিদ্রুতং স্যাদিতি নানাশব্দো বিনার্থেঽপি তথা লোকে সিদ্ধত্বাৎ। চক্রবর্ত্তী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও বিশেষ অবস্থা লাভ হইলে তখন ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, তাহা প্রকাশ করিয়া বল।"

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য-সার।"

প্রেমভক্তি—প্রেমলক্ষণা ভক্তি। প্রেম বলিতে "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা" বুঝায়। সাধন-ভক্তির (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জ্ঞানশূন্যা ভক্তির) অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং সম্বন্ধের জ্ঞান—অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনা—বিকশিত হয়, তখন হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়া সাধকের সেবা-বাসনা প্রেমরূপে পরিণত হয়। এই প্রেমরূপা সেবা-বাসনার সহিত যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাই প্রেম-ভক্তি। যিনি এই প্রেমভক্তির কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুঃহীন, প্রেম বিনু এই মত ভক্ত। চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত রীতি, যেই জানে সেই অনুরক্ত। লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতা জন যেন পতি। অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি রীতি।"

স্বীয় উক্তির সমর্থনে রামানন্দ-রায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লো। ১০। অন্বয়। ভক্ত (হে ভক্ত) আর্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধুর—দীনজনবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ং (হৃদয়) প্রেম্না (প্রেমের সহিত) নানোপচারকৃতপূজনং (বিবিধ উপচারের দ্বারা পূজিত) [সৎ] (হইলে) এব (ই) সুখবিদ্রুতং (সুখে দ্রবীভূত) স্যাৎ (হয়)। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) জঠরে (উদরে) জরঠা (বলবতী) ক্ষুৎ (ক্ষুধা) অস্তি (থাকে), পিপাসা (এবং বলবতী পিপাসাও থাকে), নহু তাবৎ (সেই পর্য্যন্তই) ভক্ষ্যপেয়ে (অন্নজল) সুখায় (সুখের নিমিত্ত) ভবতঃ (হয়)। অথবা, হে ভক্ত! আর্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ং (হৃদয়) উপচারকৃতপূজনং (উপচারের সহিত কৃত পূজা) নানা (ব্যতীত) প্রেম্না (প্রেমদ্বারা) এব (ই) সুখবিদ্রুতং (সুখে দ্রবীভূত) স্যাৎ (হয়)। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অনুবাদ। হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-যোগে প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্ত অন্নজল সুখের নিমিত্ত (সুখপ্রদ বা তৃপ্তিজনক) হইয়া থাকে। ১০

অথবা। হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-সহযোগে পূজা ব্যতীতও কেবল প্রেমদ্বারাই আর্ত্তবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)। ১০

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা না থাকিলে সুস্বাদু, সুগন্ধি এবং সুদৃশ্য খাদ্য এবং পানীয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না; তদ্রূপ প্রেম না থাকিলে বহুবিধ-উপচারের সহিত পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হয়েন না; পরন্তু বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা থাকিলে সামান্য অন্নজলও যেমন অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক হয়;

তত্রৈব (১৪)—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণেতি। যদি কুতোঽপি কারণাৎ সৎসঙ্গরূপাদিত্যর্থঃ লভ্যতে তদা কৃষ্ণভক্তিরসেন ভাবিতা তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা মতিঃ ক্রীয়তাং তেনৈব মূল্যেন গৃহ্যতামিত্যর্থঃ। ননূপযুক্তমূল্যেনৈব গ্রহীষ্যামীত্যাহ তত্রেতি তস্যাতৌ একলং লৌল্যং স্বতৃষ্ণারূপং মূল্যমেব তত্তু জন্মকোটি-সুকৃতৈঃ পুণ্যৈ র্ন লভ্যতে কুত উপযুক্ত-মূল্যং অপি বার্থে। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে, তবে তাঁহার প্রদত্ত সামান্য বস্তুতেও—এমনকি কোনও উপচার-সংগ্রহ করিয়া সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে সমর্থ না হইলেও, একমাত্র তাঁহার প্রেমদ্বারাই—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। স্থূলার্থ এই যে, ভক্তের প্রেমই হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির একমাত্র হেতু। পূজার দ্রব্য ভক্তের প্রীতিমিশ্রিত হইলেই—ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না; তিনি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহেন; অনন্তকোটিবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার চরণ-সেবা করেন, তাঁহার আবার অভাব কিসের? স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ তিনি সর্ব্বদা প্রীতির জন্য লালায়িত; তাই যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম দেখেন, সেখানেই তিনি আছেন।

এই শ্লোকের দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সম্বন্ধে একটু বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তে বলা হইল—তীব্র ক্ষুৎ-পিপাসা থাকিলেই ভক্ষ্যপেয় সুখদায়ক হয়। তদ্রূপ প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচারেই ভগবান্ প্রীত হয়েন। দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়—যাহার ক্ষুৎ-পিপাসা আছে, ভক্ষ্যপেয় গ্রহণে তাহারই সুখ; পরিবেশকের ক্ষুৎ-পিপাসায় ভোক্তার সুখ হয় না; ভোক্তার তীব্র-ক্ষুৎপিপাসা থাকিলেই ভোজনে তাহার সুখ জন্মে। কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে দেখা যায়—যিনি উপচারের সহিত পূজা করিবেন, তাঁহার চিত্তে যদি প্রেম থাকে, তাহা হইলেই ভগবানের চিত্ত সুখবিক্রত হয়—ইহা যেন পরিবেশকের ক্ষুধায় ভোক্তার ভোজন-তৃপ্তির অনুরূপ। এস্থলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। সঙ্গতি আছে, তবে তাহা যেন একটু প্রচ্ছন্ন। পূজকের চিত্তে যদি প্রেম—কৃষ্ণপ্রীতিমূলা তীব্র সেবা-বাসনা থাকে, তাহা হইলে সেই সেবা-বাসনা ভক্তবৎসল-ভগবানের চিত্তেও সেবা-গ্রহণের জন্য বলবতী লালসার উদ্রেক করে। পূজকের বা ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি যত বলবতী হইবে, ভগবানের সেবাগ্রহণ-বাসনাও ততই বলবতী হইবে; এই বলবতী সেবাগ্রহণ-বাসনাই প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচার গ্রহণে ভগবানের সুখের হেতু হয়। ক্ষুৎপিপাসা যেমন ভোক্তার মধ্যে থাকে, এই সেবাগ্রহণ-বাসনাও তেমনি উপচার-গ্রহীতা ভগবানের মধ্যে থাকে। এই ভাবে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি। শ্লোকে ভগবানের পক্ষে সেবাগ্রহণ-বাসনার উল্লেখ না করিয়া ভক্তের প্রেমের উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে—ভক্তের চিত্তে প্রেম না থাকিলে ভগবানের চিত্তেও সেবাগ্রহণের বাসনা উদ্বুদ্ধ হয় না। ভক্তচিত্তের প্রেম বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তকে যখন আর্ত্তিযুক্ত করে, তখনই আর্ত্তবন্ধু (ভক্তবৎসল) ভগবানের চিত্তেও অনুরূপ সেবাগ্রহণ-বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়; ইহাই "আর্ত্তবন্ধু"-শব্দেরও দ্যোতনা।

শ্লো। ১১। অন্বয়। যদি কুতঃ অপি (যদি কোন কারণে) লভ্যতে (পাওয়া যায়) [তদা] (তাহা হইলে) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত) মতিঃ (বুদ্ধি) ক্রীয়তাং (ক্রয় কর)। তত্র (সেই ক্রয়-ব্যাপারে) লৌল্যং (লালসা) অপি (ই) একলং (একমাত্র) মূল্যং (মূল্য); [তত্তু] (কিন্তু সেই লালসা) জন্মকোটিসুকৃতৈঃ (কোটি-জন্মের-পুণ্যদ্বারাও) ন লভ্যতে (পাওয়া যায় না)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। যদি (সৎসঙ্গাদিরূপ) কোনও কারণ বশতঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-ভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে; এই ক্রয়-ব্যাপারে স্বীয় লালসাই একমাত্র মূল্য; কিন্তু কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না। ১১

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ—কৃষ্ণভক্তিরূপ রসের দ্বারা ভাবিতা মতি বা বুদ্ধি। কবিরাজেরা পানের রসাদিদ্বারা বড়ির ভাবনা দেয় অর্থাৎ কোনও বিশেষ প্রক্রিয়ায় বড়িতে এমনভাবে পানের রস মাখায়, যাহাতে বড়ির প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি অণুতে সেই রস প্রবেশ করিতে পারে; এইরূপ হইলেই বলা হয়, সেই বড়ি পানের রসে ভাবিত হইয়াছে—তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। মিছরীর রসে যদি এক টুকরা শোলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে শোলার প্রতি রন্ধ্রে রস ঢুকিয়া যায়; তখন শোলার ভিতরে বাহিরে প্রতি অণুতেই মিছরির রস বিগুমান থাকে; এই অবস্থায় বলা যায়—শোলা মিছরির রসে ভাবিত হইয়াছে। এইরূপে কাহারও মতি বা বুদ্ধি কি চিত্তবৃত্তি যদি কৃষ্ণভক্তিরূপ রসের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়—মতি বা চিত্তবৃত্তি যদি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তাহা হইলেই সেই মতিকে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বলা যায়। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তিই হইল—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা; ইহাই প্রেমভক্তি; সুতরাং কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি হইল প্রেমভক্তি। এইরূপ মতি বা প্রেমভক্তি ক্রয় করিবে—যদি **কুতোঽপি লভ্যতে**—যদি কোন কারণে পাওয়া যায়। ইহার মূল্য কি? **লৌল্যং অপি মূল্যং একলং**—ইহার মূল্য কেবল একটি বস্তু, তাহা হইতেছে লৌল্য বা লালসা, কৃষ্ণভক্তির জন্য লালসা বা কৃষ্ণসেবার জন্য বলবতী লালসা; অন্য কোনও বস্তুর বিনিময়ে কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবার জন্য যাঁহার বলবতী লালসা বা উৎকণ্ঠা আছে, তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহা পাইতে পারে না; সাধনভজন যিনি যতই কিছু করুন না কেন, কৃষ্ণসেবার জন্য যদি তাঁহার বলবতী লালসা না জন্মে, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি বা প্রেমভক্তি পাইতে পারিবেন না। এই লালসাই ঐকান্তিক-ভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু; তাই শ্রীলঠাকুরমহাশয় তাঁহার প্রায় সমস্ত প্রার্থনার শেষভাগেই বলিয়াছেন—"সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তমদাস।" এই সেবা-অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লালসা। কিন্তু এই লালসা কিসে পাওয়া যায়? এই লালসা **জন্মকোটি সুকৃতৈরপি ন লভ্যতে**—কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি বা পুণ্যের বিনিময়েও এই লালসা পাওয়া যায় না; কিসে পাওয়া যায়? একমাত্র সাধুসঙ্গ বা মহৎকৃপা ব্যতীত অন্য কিছুতেই কৃষ্ণসেবার লালসা পাওয়া যায় না। "যদি কুতোঽপি লভ্যতে"-বাক্যে যে বলা হইয়াছে—যদি কোনও কারণ হইতে পাওয়া যায়—এই কারণও সাধুসঙ্গ বা মহৎকৃপাব্যতীত অপর কিছু নহে।

পূর্ব্ববর্তী ২।৮।৫৮ পয়ারে উল্লিখিত জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"-ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির অনুষ্ঠানে ভগবান্ সাধকের বশীভূত হন, একথাই বলা হইয়াছে। ২।৮।৫৯-পয়ারোক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে বলা হইল—ভগবান্ কেবলমাত্র প্রেমভক্তিরই বশীভূত, অন্য কিছুর বশীভূত নহেন; তাই প্রেমভক্তি লাভের জন্যই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত জ্ঞানশূন্যা ভক্তি যদি প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তাহা হইলেই তাহা কৃষ্ণবশীকরণের হেতু হইতে পারে, অন্যথা নহে। ইহাই পূর্ব্বপয়ারোক্তি অপেক্ষা এই পয়ারোক্তির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩।২৫।২৫॥"-শ্লোকের (ব্যাখ্যা ১।১।২৯ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য) টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে প্রথমে শ্রদ্ধা জন্মে। ("তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। শ্রী. ভ. ১১।২০।৯॥-শ্লোকের টীকায় তিনিই আবার লিখিয়াছেন—"ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্য কিছুতেই আমার কৃতার্থতা লাভ হইবে না"—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা; শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতেই এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। "শ্রদ্ধা

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চেয়মাত্যন্তিক্যেব জ্ঞেয়া সাচ ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থীভবিষ্যামীতি ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়ৈবাস্তিক্য-লক্ষণৈব তাদৃশশুদ্ধভক্তসঙ্গোদ্ভূতৈব জ্ঞেয়া।") তার পর শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে অনর্থ-নিবর্ত্তিকা ভগবৎ-কথা হয়। সাধারণ সঙ্গে নিকটে যাওয়া-আসা, কাছে বসা, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ ইত্যাদি হয়; এইরূপ সঙ্গের প্রভাবে ভজন-ক্রিয়ামাত্র সম্ভব হইতে পারে, হৃৎকর্ণরসায়ন কথা হয় না। "সতাং প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ মম কথা ভবন্তীত্যাদাবপ্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ ভজনক্রিয়ামাত্রং নতু কথাঃ। ততঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ অনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথাঃ ভবন্তি।" প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুর সেবা-পরিচর্য্যাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি-সম্পাদন করা হয়, তাহাতে অনুগত জিজ্ঞাসুর প্রতি সাধুব্যক্তির কৃপা জন্মে; তাহাতেই হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয়; শ্রদ্ধার সহিত সেই কথার শ্রবণে অনর্থ নিবৃত্তি হইতে পারে। তখন এইরূপ ভগবৎ-কথাই নিষ্ঠা জন্মাইয়া থাকে এবং ভগবৎ-মাহাত্ম্যের অনুভব জন্মাইয়া থাকে। "ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মম বীর্য্যস্য মন্মাহাত্ম্যস্য সম্বিৎ সম্যগ্বেদনং যত স্তথাভূতা ভবন্তি।" তাহার পরে ভগবৎ-কথায় রুচি উৎপন্ন হইলেই তাহা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইতে পারে। "ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি।" তাহা হইলে দেখা গেল—সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে প্রথমে ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, তারপর রুচি জন্মিলে তাহা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইতে পারে এবং হৃৎকর্ণ-রসায়ন রূপে অনুভূত হওয়ার পরে প্রীতির সহিত তাহার আস্বাদন করিতে করিতেই ভগবানে প্রথমে শ্রদ্ধা (আসক্তি), তার পর রতি (প্রেমাঙ্কুর) এবং তারপর ভক্তি (প্রেমভক্তি) যথাক্রমে জন্মিতে পারে। "ততস্তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যা আস্বাদনাৎ অপবর্গো বর্ত্মনি এব যস্য তস্মিন্ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তিঃ রতির্ভাবঃ ভক্তিঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি।" এই আলোচনায় দুই জায়গায় শ্রদ্ধার কথা পাওয়া গেল। প্রথমে যে শ্রদ্ধার কথা পাওয়া গেল, তাহা হইল প্রাথমিকী শ্রদ্ধা—ভগবৎ-কথা শ্রবণ দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, এই দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে ইহা জন্মিতে পারে। এই শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে মহতের প্রকৃষ্ট সঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, তারপর রুচি জন্মিলে প্রীতির সহিত সেই কথা আস্বাদন করিতে করিতে যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইল ভগবানে শ্রদ্ধা—আসক্তি। ভগবানে এইরূপ আসক্তি জন্মিলে ক্রমে রতি বা প্রেমাঙ্কুর এবং তারপর প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইতে পারেন, তৎপূর্ব্বে নহে। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। এক্ষণে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল—সাধুর নিকটে থাকিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণমাত্রেই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হয়েন না, যথাসময়ে প্রেমভক্তির কৃপা হইলেই তিনি বশীভূত হয়েন। ইহাই জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির উৎকর্ষ। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির পরিণতিই প্রেমভক্তি।

৬০। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হাঁ, প্রেমভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই; কিন্তু ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

"এহো হয়, আগে আছে আর"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য—"হাঁ, প্রেমভক্তি সাধ্যবস্তু বটে; কিন্তু ইহার পরেও বলিবার বা শুনিবার বস্তু আছে।"

রায়-রামানন্দ সাধারণভাবেই প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন, বিশেষভাবে কিছু শুনিবার জন্যই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর" বা "আগে আছে আর।" "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" আলোচনায় বলা হইয়াছে, প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন—"আগে কহ আর"—প্রথমতঃ, ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ, সাধুর মুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই কি ভগবান ভক্তের বশীভূত হন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও এক বিশেষ অবস্থা লাভ হইলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হন। তাহার পরে রামানন্দ-রায় কথিত "প্রেমভক্তির" আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই ভগবান্ ভক্তের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বশীভূত হয়েন না ; শুনিতে শুনিতে প্রাথমিকী শ্রদ্ধা, সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গবশতঃ ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, রুচি আদি জন্মিলে, তাহার পরে প্রীতির সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, তাহার পরে প্রেমাঙ্কুর এবং তাহার পরে প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবানের ভক্তবশ্যতা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। ইহাদ্বারা প্রভুর অভিপ্রেত উল্লিখিত দুইটী বিশেষত্বের মধ্যে একটীর বিবরণ পাওয়া গেল ; কিন্তু ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের বিবরণ এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই বিশেষত্বের কথা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই "প্রেমভক্তির" উল্লেখের পরেও প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।"

ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রেমভক্তির বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। প্রেমভক্তির বিশেষত্ব যেমন যেমন ভাবে বিকশিত হইবে, ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বও তেমন তেমন ভাবেই বিকশিত হইবে। সুতরাং প্রেমভক্তির বিশেষত্বের আলোচনা হইতেই ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

সাধকের মনের ভাবের প্রাধান্য অনুসারে প্রেমের বা প্রেমভক্তির অনেক বৈচিত্রী আছে। মোটামুটি ভাবে প্রেম দুই রকমের—মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা। ভ. র. সি. ১।৪।৭ ॥" যাঁহারা বিধিমার্গের অনুসরণ করেন, যদি শেষপর্য্যন্তও তাঁহাদের চিত্তে শাস্ত্র-শাসনের বা ভগবৎ-মাহাত্ম্যের ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের প্রেম হয় মহিমা-জ্ঞানযুক্ত ; আর যাঁহারা রাগানুগা-ভক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের প্রেম হয় কেবল অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। "মহিম-জ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ ॥ ভ র. সি. ১।৪।১০ ॥" যাঁহাদের চিত্তে ভগবানের মাহাত্ম্যের বা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, সিদ্ধাবস্থায় সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠ-ভক্তদের মধ্যে শান্ত-রতি বিরাজিত। আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেমে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাপ্রাপ্তি হয়। আবার রাগানুগা-মার্গের ভজনেও যদি সাধকের চিত্তে সম্ভোগেচ্ছা বলবতী হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না, তিনি (মধুর ভাবের উপাসক হইলে) দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব লাভ করিবেন। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎপুরে ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫৭ ॥ (এ সম্বন্ধে বিচার ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিও আবার দুই রকমের ; সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা —যাহাতে ভক্তের চিত্তে সুখের এবং ঐশ্বর্য্যের কামনাই প্রাধান্য লাভ করে ; আর প্রেমসেবোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিত্তে উপাস্যের সেবার কামনাই প্রাধান্য লাভ করে। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা ॥ ভ. র. সি ১।২।২২ ॥" যে সকল ভক্ত কেবল প্রেমভক্তির মাধুর্য্য-আস্বাদন পাইয়াছেন, সে সকল একান্তী ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তিও কামনা করেন না। "কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গী কুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ভ. র. সি. ১।২।৩০ ॥" উক্তরূপ মাধুর্য্যাস্বাদপ্রাপ্ত একান্তী ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের মন শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে আকৃষ্ট হইয়াছে, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের, এমন কি দ্বারকানাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। "তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ॥ ভ. র. সি. ১।২।৩১ ॥ অত্র শ্রীশঃ পরব্যোমাধিপতিঃ উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকানাথোঽপি। শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টীকা ॥" এইরূপে দেখা গেল—প্রেমভক্তির অনেক স্তর বা বৈচিত্রী। শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থল গোলোক বা ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা প্রেমভক্তি ; দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিতা প্রেমভক্তি এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধানা প্রেমভক্তি। সকল রকমের প্রেম ভক্তিতেই সেব্যসেবকত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান ; সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই প্রেমভক্তি-বিকাশের তারতম্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা মাহাত্ম্যজ্ঞান এবং স্বসুখ-বাসনাই সেবাবাসনা-বিকাশের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের চিত্তে "পরংব্রহ্ম পরমাত্মাজ্ঞান প্রবীণ ॥ ২।১৯।১৭৭ ॥" —ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য। তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনা—বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিহত হইয়া পড়ে; শ্রীকৃষ্ণে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি স্ফুরিত হইতে পারে না। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি হীন॥ ২।১৯।১৭৭॥" তাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবার সম্ভাবনা নাই। দ্বারকাতেও মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণ আছে; যখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—বিশ্বরূপে ঐশ্বর্য্যদর্শনে অর্জ্জুনের সখ্য, কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপের ঐশ্বর্য্যদর্শনে দেবকী-বসুদেবের বাৎসল্য, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেহ-গেহাদিতে তাঁহার ঔদাসীন্যের কথা, স্ত্রীপুত্র-ধনাদিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষারাহিত্যের কথা, তাঁহার আত্মারামতার কথা শুনিয়া মহিষী-রুক্মিণীদেবীর কান্তাপ্রেমও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রজে "কেবলার শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে। ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ ২।১৯।১৭২॥" "কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥ গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি॥ ২।১৯।১৬৫-৬৭॥" সেবা-বাসনার সঙ্কোচেই প্রীতির সঙ্কোচ। আবার স্ব-সুখবাসনাও কৃষ্ণসেবা-বাসনার বিকাশে—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতা-বিকাশের—বিঘ্ন জন্মায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা রতি আছে; প্রেমসেবোত্তরাতেও সালোক্যাদির জন্য বাসনা (অবশ্য অপ্রধান ভাবে) মিশ্রিত আছে। দ্বারকায়ও মহিষীবৃন্দের কৃষ্ণরতি কখনও কখনও সম্ভোগেচ্ছাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; যখন এইরূপ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা দুষ্করা হইয়া পড়ে। "সামঞ্জস্যাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ উ. নী. ম. স্থা. ৩৫॥" ব্রজপরিকরদের প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও যেমন নাই, তেমনি স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তাই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতিকে কেবলাপ্রীতি বলে। শ্রীকৃষ্ণ এই কেবলাপ্রীতিরই সম্যক্‌রূপে বশীভূত।

যাহা হউক, সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে প্রেমভক্তিরও অনেক বৈচিত্রী জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও ভক্তবশ্যতা-বিকাশের অনেক তারতম্য জন্মে। রায়-রামানন্দ সাধারণ-ভাবে প্রেমভক্তির কথা বলায় প্রেম-ভক্তির উৎকর্ষময় বিশেষত্বের কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর"।

প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার"।

দাস্যপ্রেম সাধারণ-ভাবে কথিত প্রেমভক্তিরই একটি বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। রামানন্দরায় এক্ষণে প্রেমভক্তির বিশেষ বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন। "ভগবান্ সেব্য, আমি তাঁর সেবক; ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁর দাস"—এইরূপ ভাবই **দাস্যভাব**। এই দাস্যভাবের স্ফুরণে যে সেবাবাসনা, তাহাই **দাস্যপ্রেম**। জীবের স্বরূপগত ভাব দাস্যভাব। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে প্রত্যেক স্বরূপেরই লীলা-পরিকর আছেন; এই লীলা-পরিকরগণের চিত্তেও দাস্যভাব বিরাজিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের লীলাতেই সেই স্বরূপের পরিকরগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা যায়, এক ভগবান্‌ই প্রভু, সেব্য; আর সকলেই তাঁহার সেবক দাস। "এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥ ১।৬।১০॥" সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবকানুচর হইলেও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে দাস্যপ্রেম-বিকাশেরও তারতম্য আছে। সুতরাং রায়-রামানন্দ যে দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন, তাহাকেও দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ উক্তি বলা যায়।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-পরিকরদের শান্তরতি। তাঁহাদের বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা। তাই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও বস্তুতেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। তাই শান্তকেও কৃষ্ণভক্ত বলা হয়। "শান্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা। 'শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥ কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি। অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥ ২।১৯।১৭৩-৭৪॥" কিন্তু শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি নাই। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন। পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ। ২।১৯।১৭৭॥" সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের অভাবেই শান্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি-হীন; তাই শান্ত-ভক্তের সেবাও কোনও বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না; সুতরাং পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন দাস্যপ্রেমেরও বিকাশ নাই।

তথাহি (ভা.—৯।৫।১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১২

তথাহি যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যন্নামেতি। হে অম্বরীষ যৎ যস্য ভগবতঃ নামশ্রুতিমাত্রেণ নাম-শ্রবণমাত্রেণ করণেন পুমান্ পুরুষো নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তো ভবতি তস্য তীর্থপদঃ ভগবতঃ দাসানাং সেবকানাং কিম্বা ইতি বিস্ময়ে অবশিষ্যতে কিমপ্যবশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারকা-মথুরায় দাস্যপ্রেম আছে, সেবা আছে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। ব্রজের দাস্যপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং স্বসুখ-বাসনাহীন।

ব্রজের দাস্যপ্রেম (অর্থাৎ সেবাবাসনা) স্বীয় বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা বা স্বসুখ-বাসনাদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ব্রজের দাস-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমার নিজজন—এইরূপ বুদ্ধি) আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবার বাসনা এবং সেবাও তাঁহাদের আছে। শান্তে আছে কেবল কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা; আর দাস্যে আছে—কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা এবং সেবা, এই উভয়। তাই শান্ত অপেক্ষা দাস্যের উৎকর্ষ। আবার দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা ব্রজের দাস্যের উৎকর্ষ; যেহেতু, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিদ্বারা দাস্যপ্রেম সঙ্কোচিত হইয়া যায়। ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া তজ্জন্য সঙ্কোচ ব্রজপ্রেমে আসিতে পারে না।

যাহা হউক, রায়-রামানন্দ এস্থলে দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলিলেও দাস্যভাব কিন্তু প্রেমের সর্ব্ববিধ-বৈচিত্রীতেই বর্ত্তমান; যেহেতু প্রেমের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীতেই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদনের বাসনা এবং প্রয়াস বিদ্যমান। সেবাবাসনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দাস্যভাবও বিকশিত হইয়া প্রেমভক্তির নানা বৈচিত্রীতে রূপায়িত হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলেও মনে হয়, রায়-রামানন্দ এস্থলে সাধারণ ভাবেই দাস্যপ্রেমের কথা বলিয়াছেন।

দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে রামানন্দের উক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই) পুমান্ (পুরুষ—জীব) নির্ম্মলঃ (নির্ম্মল—সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল) ভবতি (হয়) তস্য (তাঁহার—সেই) তীর্থপদঃ (ভগবানের) দাসানাং (দাসদিগের) কিংবা (কিইবা) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট—অভাব—আছে) ?

অনুবাদ। দুর্ব্বাসা-ঋষি অম্বরীষ-মহারাজকে বলিয়াছিলেন—যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্যবস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ সমস্ত প্রাপ্যবস্তুই তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কিছুরই অভাব থাকে না। ১২

ভগবন্নাম-শ্রবণের ফলে জীবের মায়াবন্ধন—সমস্ত উপাধি—দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল—বিশুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য হয়; তাহাতে তখন শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়; তখন তিনি প্রেমের অধিকারী হয়েন; এই প্রেমের বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন; শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পায়েন, তাঁহার আর কিছুরই অভাব থাকিতে পারে না।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্করত্ব লাভ করিয়া তোমার সেবাদ্বারা নিজের জীবনকে ধন্য করিতে পারিব"—এই শ্লোকে এইরূপ প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়েও সাধারণভাবেই দাস্যপ্রেমের কথা বলা হইয়াছে; দাস্যপ্রেমের কোনও বিশেষ স্তরের কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম দ্বারকা-মথুরার দাস্য এবং ব্রজের দাস্য—উভয় প্রকার দাস্যভাব সম্বন্ধেই খাটিতে পারে। দাস্যভাব-সম্বন্ধে শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম সাধারণ হইলেও ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রেমভক্তি-বিষয়ে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক; তাই প্রেমভক্তির পরে ইহার উল্লেখের সমীচীনতা।

৬১। রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়, দাস্যপ্রেমের কথা যাহা বলিলে, তাহা সঙ্গতই; কিন্তু আরও কিছু বল।"

প্রভুর এইরূপ বলার হেতু এই। রামানন্দরায়-কথিত দাস্যপ্রেম দ্বারকা মথুরার দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে, ব্রজের দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয় না; যাহা বিকশিত হয়, হঠাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে তাহাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে; তাহাতে হয়তো প্রারব্ধ-সেবাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে। আর ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও, ব্রজের দাসভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে না করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমত্ব-বুদ্ধি থাকিলেও, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম বা গৌরব-বুদ্ধি আছে। ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নয়, প্রভু-জ্ঞানে—মনিব-জ্ঞানে—গৌরব-বুদ্ধি। "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দাস। তাঁহার আদেশ-পালনরূপ সেবা তো করিতে পারিবই, পরন্তু তাঁহার আদেশ না থাকিলেও যাহাতে তাঁহার অসম্মতি নাই, তাঁহার সুখার্থ এরূপ আমার নিজের অভিপ্রেত সেবাও আমি করিতে পারি। কিন্তু যেরূপ সেবাতে তাঁহার সম্মতি নাই বা থাকিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা, সেইরূপ সেবা বস্তুতঃ তাঁহার সুখপ্রদ বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিলেও আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি করিতে পারি না। কারণ, তিনি আমার প্রভু, তাঁহার সম্মতি না পাইলে বা তাঁহার অসম্মত নয়, ইহা বুঝিতে না পারিলে আমি কিছুই করিতে পারি না।" ব্রজের দাস্যে এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম আছে; সুতরাং সঙ্কোচবশতঃ সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ সেবা করা যায় না। সেবাবাসনা বিকাশোন্মুখ হইলেও তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে পারে না।

দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা ব্রজের দাস্যভাবের বিশেষত্ব এই যে—প্রথমতঃ ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে এবং সেই মমত্ব-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, সেবাবাসনা যতটুকু স্ফুরিত হয়, তাহা আর সঙ্কুচিত হয় না এবং উন্মেষিত সেবাবাসনা যে পরিমাণে কার্য্যে (সেবায়) প্রকাশ পায়, তাহাও সঙ্কুচিত হয় না। তবে গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ তাহা অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধি বা মদীয়তাময় ভাব বিকাশ লাভ করিতে পারে না; তদীয়তাময় ভাব (আমি শ্রীকৃষ্ণের—তাঁহার অনুগ্রাহ্য—এইরূপ ভাবই) বিকাশ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর পূর্ণবস্তু; তাঁহার পক্ষে অপরের সেবাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না—এরূপ বুদ্ধিতে সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ব্রজে এরূপ বুদ্ধি নাই। ব্রজের প্রেম এবং অন্য ধামের প্রেম—জাতিতেই পৃথক্। ব্রজপ্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যবশতঃই ঐশর্য্যজ্ঞান-হীনতা। ব্রজের অগাধ প্রেমসমুদ্রে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান যেন অতলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাতেই ব্রজে তদীয়তাময় ভাবের স্থান নাই; মদীয়তাময় ভাবই সদাজাগ্রত।

যাহা হউক, দাস্যপ্রেমে সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়াই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর"।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামরায় বলিলেন—"সখ্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার"।

সখ্যপ্রেম—যাঁহারা প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের তুল্য বলিয়া মনে করেন, কোনও মতেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে। তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-রতিকে সখ্যপ্রেম বলে। ইহাতে শান্তের একনিষ্ঠতা, ও দাস্যের সেবা ত আছেই, অধিকন্তু "আমি কৃষ্ণের সুখের জন্য যাহা করিব,

তথাহি (ভা. ১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তানতিবিস্মিতঃ শ্লোকদ্বয়েনাভিনন্দতি ইত্থমিতি। সতাং বিদুষাং। ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশ-পরমসুখেনেত্যর্থঃ। ভক্তানাং পরমদৈবতেন আত্মপ্রদেন নাথেন মায়াশ্রিতানাম্ভ নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন সহ বিজহ্রুঃ। কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষাং তে। ব্রহ্মবিদাং তদনুভব এব ভক্তানাং অতি গৌরবেণৈব ভজনং এতেতু তেন সহ সখ্যেন বিজহ্রুঃ। অহোভাগ্যমিতিভাবঃ। স্বামী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রীতির সহিত স্বীকার করিবেন।"—এইরূপ বিশ্বাসময় ভাবও আছে—যাহা দাস্যে নাই। এজন্য ইহা দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যে দাস্যের ন্যায় গৌরব-বুদ্ধি, সম্ভ্রম ও সেবায় সঙ্কোচ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা যেন ফল খাইতে খাইতে দেখিল—একটী ফল অতি মধুর; অমনিই সেই উচ্ছিষ্ট-ফলটী শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিয়া বলিল, "ধররে ভাই কানাই, ফলটী অতি মধুর, তুই খা দেখি।" কৃষ্ণের মুখে নিজের উচ্ছিষ্ট দিতেছে বলিয়া তাহার মনে কোনরূপ সঙ্কোচই জন্মিবে না। কিন্তু কোনও দাস এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেওয়ার কথা মনেও কল্পনা করিতে পারিবে না; কারণ, তাহার শ্রীকৃষ্ণে গৌরব-বুদ্ধি আছে। সখ্যে—দাস্য অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। "শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়। দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন। অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন্॥ মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥ ২।১৯।১৮১-৮৪॥" একটী কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দাস্য-সখ্যাদি ভাব দুই জাতীয়—এক ঐশ্বর্য্যাত্মক, অপর শুদ্ধ-মাধুর্য্যাত্মক। ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্—এই জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণেরও থাকে, তাঁহার পরিকরদেরও থাকে। কিন্তু মাধুর্য্যাত্মক ভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, এই জ্ঞান তাঁহার পরিকরদের থাকে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানেন না। দ্বারকা-মথুরাদিতে ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব। আর ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব। দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-দাসগণের ঐশ্বর্য্যাত্মিকা দাস্যরতি; আর ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি দাসগণের শুদ্ধদাস্যরতি। অর্জ্জুনাদির ঐশ্বর্য্যাত্মিকা সখ্যরতি। আর ব্রজে সুবলাদির মাধুর্য্যাত্মিকা সখ্যরতি। দেবকী-বসুদেবাদির ঐর্য্যাত্মিকা বাৎসল্যরতি, আর নন্দ-যশোদাদির শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মিকা বাৎসল্যরতি ইত্যাদি।

সখ্যপ্রেম-সম্বন্ধে স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরভুক্ত সখাদের আচরণের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ব্রজের সখ্যপ্রেমই রামানন্দ-রায়ের লক্ষ্য। দ্বারকা-মথুরার সখ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণবশতঃ সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ হয় না বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে, বিকশিত সখ্যও সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া, অধিকন্তু সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া, রায়-রামানন্দ দ্বারকা-মথুরায় সখ্যের কথা না বলিয়া ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় সখ্যভাবের কথাই বলিলেন। ইহা দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা তো উৎকর্ষময়ই; পরন্তু ব্রজের দাস্যভাব অপেক্ষাও উৎকর্ষময়; যেহেতু, ব্রজের সখ্যে প্রেমোৎকর্ষজনিত মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ, দাস্যের ন্যায় গৌরব-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম নাই—আছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমত্ববুদ্ধি। সমত্ববুদ্ধি এতদূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, কোনও সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলায় হারিলে শ্রীকৃষ্ণকে তো কাঁধে করেনই; আবার শ্রীকৃষ্ণ খেলায় হারিলে পূর্ব্ব পণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এত মাখামাখি ভাব অসম্ভব।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ব্রজ-সখাদের অত্যন্ত মাখামাখিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। ইত্থং (এই প্রকারে) সতাং (জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে) ব্রহ্ম-সুখানুভূত্যা (ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দাস্যং গতানাং (দাস্যভাবে ভজনকারী-ভক্তগণের সম্বন্ধে) পরদৈবতেন (পরমারাধ্য দেবতাস্বরূপ), মায়াশ্রিতানাং (মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) নরদারকেণ (নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের) সার্দ্ধং (সহিত) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতপুণ্যপুঞ্জ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপবালকগণ) বিজহ্রুঃ (বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিলেন—জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপ, দাস্যভাবে ভজনকারী ভক্তগণের সম্বন্ধে পরমারাধ্য-দেবতাস্বরূপ, মায়াশ্রিত-ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয়-সৌভাগ্যশালী গোপকুমার সকল এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন। ১৪

সাধকদের মধ্যে সাধারণতঃ তিন রকমের লোক দেখিতে পাওয়া যায়—জ্ঞানী, কর্ম্মী এবং ভক্ত; ইঁহারা একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করেন। ইঁহাদের মধ্যে কে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, তাহা বলিয়া সখ্যভাবাপন্ন ব্রজবালকদের সৌভাগ্যাতিশয়ের প্রশংসা করিতেছেন— এই শ্লোকে। **সতাং**—জ্ঞানীদিগের; যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাহচর্য্যে জ্ঞানমার্গের উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহাদের (তাঁহারা ব্যতীত অন্য জ্ঞানী সাধকের পক্ষে ব্রহ্মসুখানুভব অসম্ভব বলিয়া এস্থলে সতাং-শব্দে ভক্তিসম্বলিত-জ্ঞানমার্গের উপাসকদিগকেই বুঝাইতেছে)। **ব্রহ্মসুখানুভূত্যা**—ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ। জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্বরূপে মনে করিয়া সেই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন; সাধনে সিদ্ধ হইলে তাঁহারা সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অনুভব লাভ করিয়া থাকেন; স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র—এইরূপেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অনুভূতিই দান করেন; কারণ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"- এই গীতাবাক্যানুসারে তিনি প্রত্যেককেই তাঁহার সাধনানুরূপ অনুভব দিয়া থাকেন। যাহা হউক, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁহাকে অনুভব করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ক্রীড়াদি অসম্ভব। এইরূপ যেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীদের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপমাত্র, যিনি **দাস্যং গতানাং**—দাস্যভাবে ভজনকারী ভক্তদের সম্বন্ধে **পরদৈবতেন**—পরদেবতা বা ইষ্টদেবতা, পরমারাধ্য দেবতা। যাঁহারা দাস্যভাবে ভজন করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারাদি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়; সমান সমান ভাব না হইলে বিহার বা ক্রীড়া হয় না। এইরূপে দাস্যভাবের ভক্তদের সম্বন্ধে যেই শ্রীকৃষ্ণ পরদেবতাতুল্য এবং **মায়া-শ্রিতানাং**—মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যিনি **নরদারকেণ**—নরবালকতুল্য। যাঁহারা মায়াশ্রিত কর্ম্মী, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবালকরূপেই মনে করেন। মায়াশ্রিত বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে নরবালক মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন নাই, শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিও নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ক্রীড়া তো দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ অনুভূতিই তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। শ্রীভগবান্ হইলেন অসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিশিষ্ট তত্ত্ব বিশেষ। স্বরূপে তিনি পরমানন্দ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইল—অসমোর্দ্ধ অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুত্ব এবং তাঁহার মাধুর্য্য হইল—সর্ব্বমনোহারী স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলাদির অসমোর্দ্ধ সৌষ্ঠব। জ্ঞানের সাধনে তাঁহার স্বরূপের (আনন্দ-সত্তামাত্রের), গৌরবমিশ্রা প্রীতিতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এবং শুদ্ধাপ্রীতিতে তাঁহার মাধুর্য্যের অনুভব সম্ভব। এই তিন প্রকার সাধনের কোনওরূপ সাধনই যাঁহাদের নাই, তাদৃশ মায়াশ্রিত লোকদের পক্ষে কচিৎ কোনও অংশে স্ফূর্ত্তির আভাসমাত্র লাভ হইতে পারে, তত্ত্বস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই; যেহেতু মায়ারাগে রঞ্জিত চিত্তের সহিত মায়াতীত তত্ত্ব-বস্তুর স্পর্শ হওয়া সম্ভব নয়। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ গীতা। ৭।২৫॥" এতাদৃশ মায়াশ্রিত মূঢ়লোকগণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ বলিয়াই মনে করে। "তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥ শ্রীভা. ১০।২৩।১১॥" ইঁহাদের পক্ষে ভগবানের কোনওরূপ অনুভূতিই সম্ভব নয়। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত **কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ**—পুঞ্জীভূতপুণ্য যাঁহাদের। ব্রজের সখ্যভাবাপন্ন গোপবালকগণকে লক্ষ্য করিয়া "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ" বলা হইয়াছে—ধ্বনি এই যে,—জ্ঞানমার্গের উপাসক-গণও যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে মাত্র অনুভব করেন, যাঁহার সহিত তাঁহারাও ক্রীড়া করিতে পারেন না; দাস্যভাবের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তগণও যাঁহার সহিত খেলা করিতে পারেন না, কর্ম্মিগণও যাঁহার কোনওরূপ অনুভূতিই পাইতে পারেন না—সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা সমান সমান ভাবে খেলা করেন, তাঁহাদের না জানি কতই পুণ্য। ইহা লৌকিক-উক্তির অনুরূপ কথামাত্র। এমন কোনও পুণ্য নাই, যাহার ফলে সমান-সমান-ভাবে কেহ স্বয়ং-ভগবানের সঙ্গে খেলার অধিকার পাইতে পারে। ব্রজের রাখালগণ কোনও পুণ্য বা সাধনের ফলে এই অধিকার পায়েন নাই। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া আসিতেছেন। ভগবান্‌ই সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত এই সমস্ত সখারূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এতাদৃশ ব্রজবালকগণের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে কৃতপুণ্যপুঞ্জ বলা হইয়াছে। অথবা, কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরম-প্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পুঞ্জা যেষাং তে ইত্যর্থঃ (শ্রীপাদ সনাতন)। কৃত-শব্দের অর্থ (সখাদের) চরিত বা আচরণ। পুণ্য—চারু। সখাদের আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসাদের হেতু বলিয়া পুণ্য বা চারু, মনোহর। পুঞ্জ—সমূহ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখাদের গাঢ়প্রেমজনিত পরিপক্ক মমত্ববুদ্ধি; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের গৌরব-বুদ্ধিহীন নিঃসঙ্কোচ খেলাধূলা। এইরূপ নিঃসঙ্কোচ খেলাধূলার ফলেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের এতাদৃশ আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পরম রমণীয় (পুণ্য—চারু); এরূপ মনোরম আচরণ তাঁহাদের দু'চারটী নয়—অনন্ত (পুঞ্জ)। এতাদৃশ আচরণশীল সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহারা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছিলেন? **ইত্থং**—এইরূপে; শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১২।৪-১০ শ্লোকের বর্ণনানুসারে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়—পত্রপুষ্পাদিদ্বারা নিজেদিগকে সজ্জিত করিলেন, পরস্পরের বেত্র-বেণু-শৃঙ্গাদি অপহরণ করিতে লাগিলেন, ধরা পড়ার ভয়ে সে সমস্ত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সখার হাতে সরাইয়া দিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কোনও কারণে একটু দূরে গেলে, কে তাঁহাকে আগে স্পর্শ করিবে—তজ্জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন; বেণু-শৃঙ্গাদিদ্বারা ভ্রমর-ময়ূরাদির রবের অনুকরণাদি করিতে লাগিলেন; ময়ূরের সহিত নৃত্য, জলসমীপস্থ-বকের ন্যায় উপবেশন, উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়ার সহিত দৌড়াদৌড়ি; বানরদিগের লেজ ধরিয়া টানা, তাহাদের অনুসরণে বৃক্ষারোহণ, তাহাদের অনুকরণে মুখবিকৃতি; ভেকের অনুকরণে লাফালাফি, নিজের ছায়ার সহিত প্রতিযোগিতা; ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাখালগণ খেলা করিয়াছিলেন।

সখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রায়-রামানন্দ যথাক্রমে বাৎসল্য-প্রেম এবং কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসভূত নিত্য-ব্রজপরিকরদের সম্বন্ধে। কিন্তু সখ্যপ্রেমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মুখ্যতঃ সাধক জীবসম্বন্ধে। সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত নিত্য-পরিকরদের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। সেবাবাসনার চরমতম বিকাশেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ। সেবা-বাসনা দুই রকমের হইতে পারে—স্বাতন্ত্র্যময়ী এবং আনুগত্যময়ী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার অধিকার; সুতরাং আনুগত্যময়ী সেবার বাসনার বিকাশই জীবে সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত (স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপ) পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তরূপ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার বাসনাও আছে এবং স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাও আছে এবং কোনও কোনও পরিকরে (যেমন কান্তাভাবে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিতে) ঐ স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানরূপ আনুগত্যময়ী সেবাও আছে। সুতরাং এবম্বিধ নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আচরণে উভয়বিধ সেবাবাসনার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। সেবাবাসনার সর্ব্বতোমুখী বিকাশেই সাধ্যবস্তুর সম্যক্ বিকাশ এবং এতাদৃশ বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া রায়-রামানন্দ অনুমান করিয়াই নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতেই সেবাবাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা যখন পূর্ব্বোল্লিখিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরব্যতীত অপর

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কাহাতেও সম্ভব নয়, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই সেবাবাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—সুতরাং সাধ্যবস্তুরও সম্যক্ বিকাশ—প্রদর্শিত হইতে পারে। আনুগত্যময়ী সেবাতেই (স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানেই) যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের সেবাবাসনার বিকাশও স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা-বাসনার অনুরূপ ভাবেই বিকশিত হয়। সুতরাং যেস্থলে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার যেরূপ বিকাশ, সেস্থলে আনুগত্যময়ী সেবাবাসনারও তদনুরূপ বিকাশ। যেমন বাৎসল্যভাব। বাৎসল্যভাবের সেবায় শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদারই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার। যিনি বাৎসল্যভাবের উপাসক, ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন; অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদার স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধান করিবেন; তাঁহার সেবাবাসনাও এই আনুগত্যময়ী সেবার উপযোগিনী ভাবেই বিকশিত হইবে এবং তাহা, হইবে শ্রীনন্দযশোদার সেবাবাসনারই অনুরূপ। এইরূপে সখ্যভাবের বা কান্তাভাবের উপাসকদিগের সেবাবাসনাও ব্রজসখা বা ব্রজকান্তাদিগের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার আনুগত্যে এবং তদনুরূপভাবেই বিকশিত হইবে।

৬২। রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হাঁ, সখ্যপ্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিলে, ইহা উত্তম; ইহা অপেক্ষাও উত্তম যদি কিছু থাকে তবে তাহা বল।"

এহোত্তম—সখ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোনও সাধ্যকে "উত্তম" বলেন নাই। সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলার তাৎপর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন:—"আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন। ১।৪।২০॥—যে ভক্ত নিজেকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হই। আমাকে আপনা অপেক্ষা হীন মনে না করিতে পারিলেও, যে ভক্ত আমাকে অন্ততঃ তাহার সমান মনে করেন, কিছুতেই তাঁহা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, আমি তাঁহারও বশীভূত হইয়া থাকি।" সখাগণ সখ্যভাবে কৃষ্ণকে তাহাদের তুল্য মনে করেন, কৃষ্ণকে কখনও বড় বা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যপ্রেমে সখাদের বশীভূত। এজন্য মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন। শান্ত-দাস্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে বড় মনে করা হয়, আর ভক্ত নিজেকে ছোট মনে করেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের অধীন হন না। "আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। ১।৪।১৯॥" (স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কথাগুলি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের সম্বন্ধেই বলা হইতেছে; সাধক জীবের সম্বন্ধে নহে। সাধকের যথাবস্থিত-দেহে দাস্যভাবই প্রবল।)

সঙ্কোচাভাববশতঃ স্বচ্ছন্দ-সেবা সম্ভব হয় বলিয়াই সখ্যপ্রেম উত্তম হইল। ইহাতে সেবা-বাসনারও অত্যন্ত বিকাশ।

তারপর মহাপ্রভু বলিলেন, সখ্যপ্রেম উত্তম হইলেও, ইহা অপেক্ষা প্রেমের কোনও পরিপকাবস্থা যদি থাকে, তবে তাহা বল।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামরায় বলিলেন—"বাৎসল্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার"।

বাৎসল্যপ্রেম—মাতা, পিতা প্রভৃতিরূপে যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্যপ্রেম বলে। এই রতিতে সখ্য অপেক্ষাও মমতাধিক্য আছে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য-জ্ঞানে এবং আপনাদিগকে পালক-জ্ঞানে নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন, ভর্ৎসন, বন্ধনাদি করিয়াছেন। ইহাতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবা, অসঙ্কোচভাব ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং আপনাতে পালক জ্ঞান আছে। এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ। "বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন। সখ্যের গুণ অসঙ্কো

তথাহি তত্রৈব (১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ১৫

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি। মহান্ উদয় উদ্ভবো যস্য তৎ। স্বামী। ১৫

ভগবদপ্রসাদমন্যেঽপি ভক্তা লভন্তে ইদন্তু চিত্রমিতি সরোমাঞ্চমাহ নেমমিতি। বিরিঞ্চঃ পুত্রোঽপি ভব আত্মাপি শ্রীর্জায়াপি। স্বামী। ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গৌরব সার। মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার॥ আপনাকে পালক-জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান। চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে। 'কৃষ্ণভক্ত-বশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে॥ ২।১৯।১৮৫-৮॥" সখ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করা হয়; কিন্তু বাৎসল্যে মমতা এত বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণকে হীন জ্ঞান করিয়া, আপনাকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল বা ভাবী সুখের জন্য তাড়ন-ভৎর্সনাদি পর্য্যন্ত করা হয়; সখ্যে কিন্তু তাড়ন-ভৎর্সনাদি করার মতন মমতাধিক্য নাই; এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। ব্রহ্মন্ (হে মুনে)! নন্দঃ (নন্দমহারাজ) মহোদয়ং (মহাপুণ্যজনক) এবং (এমন) কিং (কি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকার্য্য) অকরোৎ (করিয়াছিলেন), মহাভাগা (আর মহাভাগ্যবতী) যশোদা বা (যশোদাই বা) [কিং শ্রেয়ঃ অকরোৎ] (এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিয়াছেন), হরিঃ (শ্রীহরি—কৃষ্ণ) যস্যাঃ (যাঁহার) স্তনং (স্তন) পপৌ (পান করিয়াছিলেন)?

অনুবাদ। পরীক্ষিৎ-মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন—হে মুনে! নন্দমহারাজ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিয়াছিলেন (যাহার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইলেন)? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়াছিলেন (যাহার ফলে) শ্রীহরি তাঁহার (পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া) স্তন পান করিয়াছিলেন? ১৫

এই শ্লোকে বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির ও মমতাবুদ্ধির আধিক্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের প্রীতি এবং মমতাবুদ্ধি এত অধিক যে—যিনি অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ং গর্গাচার্য্যও তাঁহাদের নিকটে যাঁহাকে "নারায়ণসমো গুণৈঃ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাঁহার বহু ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—পূতনাবধাদি, মৃদ্‌ভক্ষণলীলার ব্যপদেশে মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড-প্রদর্শনাদি—তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রমাত্র—তাঁহাদের লাল্য, তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্রমাত্র—মনে করিতেন! যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, তাঁহারা নিজেদিগকে তাঁহারই পালক বলিয়া মনে করিতেন। আর সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক-বিভুতত্ত্ব, সর্ব্বপূজ্য, পরম-ব্রহ্ম, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সন্তানরূপে তাঁহাদের তাড়ন-ভৎর্সন অঙ্গীকার করিতেন, নন্দবাবার পাদুকা মস্তকে বহন করিতেন, যশোদামাতার স্তন্য পান করিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক বন্ধনাদি-শাস্তিও অঙ্গীকার করিতেন।

নন্দমহারাজ এবং যশোদা-মাতাও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর; বাৎসল্যরসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরই সন্ধিনীশক্তি নন্দ ও যশোদারূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। শ্লোকে যে তাঁহাদের "মহাপুণ্যজনক মঙ্গলকার্য্যের" উল্লেখ আছে, তাহা লৌকিক রীতি-অনুরূপ উক্তি—তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয়-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। বিমুক্তিদাৎ (বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে) যৎ প্রসাদং (যেই অনুগ্রহ) গোপী (যশোদা) প্রাপ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), তৎ ইমং (সেই প্রসাদ) বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই), ভব (শিব) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই), অঙ্গসংশ্রয়া (অঙ্গসংলগ্না—বক্ষোবিলাসিনী) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) অপি (ও) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব বলিলেন—বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই প্রসাদ—ব্রহ্মা লাভ করেন নাই, শিব লাভ করেন নাই, এমন কি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই। ১৬

এই শ্লোকে দামবন্ধন-লীলাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং সমস্তের মুক্তিদাতা হইয়াও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—কেবলমাত্র যশোদার প্রেমের বশীভূত হইয়া। দামবন্ধন-লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার পরিচায়ক। কার সাধ্য আছে—স্বয়ং ভগবান্ বিভুবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারে ? যদি তিনি নিজে বন্ধন স্বীকার করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে বাঁধা যায়। তিনি প্রেমের বশ—একমাত্র প্রেমের দ্বারাই তাঁহাকে বাঁধা যায় ; যশোদার প্রেমে তিনি এতই বশীভূত হইয়াছিলেন যে, যশোদার বন্ধন পর্য্যন্তও তিনি স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা ছোট মনে করেন, আমি তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অধীন হইয়া থাকি।" যশোদা পুত্রজ্ঞানে কৃষ্ণকে ছোট—তাঁহার লাল্য—মনে করিতেন, নিজেকে তাঁহার লালিকা মাতা বলিয়া—পালনকর্ত্রী মনে করিতেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন—"কৃষ্ণ তো শিশু, ভালমন্দ কিছুই জানে না ; তাই দধিভাণ্ড-ভঙ্গাদি অন্যায় কাজ করে ; এখন হইতেই যদি শাসন না করা যায়, তবে ক্রমশঃই ইহার ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যাইবে—ভবিষ্যতে ইহার বড়ই অমঙ্গল হইবে। আমি ইহার মা—আমি শাসন না করিলে আর কেইবা ইহাকে শাসন করিবে।" ইহা শ্রীকৃষ্ণে যশোদার মমতাতিশয্যের পরিচায়ক ; এই মমতাতিশয্য যশোদার ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহার হাতে বাঁধা পড়িয়াছেন ; ইহাই যশোদার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। যশোদা এই যে অনুগ্রহ লাভ করিলেন, তাহা অপর কেহ লাভ করিতে পারে নাই—এমনকি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াও ব্রহ্মা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, আত্মভূত হইয়াও শিব তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী—যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে অবস্থিত, তিনিও—তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের প্রেমের বশীভূত হয়েন—ইহা সর্ব্বজনবিদিত এবং "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার নিজেরও স্বীকৃত। কিন্তু তাঁহার ভক্তবশ্যতা এতদূর পর্য্যন্ত উদ্বুদ্ধ হইতে পারে যে, তিনি ভক্তের রজ্জুর বন্ধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ইহা কেবল দামবন্ধন-লীলাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তবশ্যতার চরম-পরাকাষ্ঠা।

এই দুই শ্লোকে বাৎসল্য-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইল। "বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"—এই উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক দুইটী। সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে যে সেবা-বাসনার এবং সেবাতে সেই বাসনার অধিকতর বিকাশ, উক্ত দুই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল।

উল্লিখিত শ্লোক দুইটির আর একটু আলোচনা করিলে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের উৎকর্ষ আরও একটু পরিস্ফুট হইতে পারে। তাই এস্থলে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় যশোদামাতা যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে চরাচর বিশ্ব, ব্রজধাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজেকেও দর্শন করিলেন, তখন অনেক বিতর্কের পরে তিনি মনে করিয়াছিলেন, ইহা বুঝি শ্রীকৃষ্ণেরই কোনও এক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। তখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইতেছিল। কিন্তু যশোদামাতার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান—বিদ্যমান থাকিলে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে ; তাই লীলাশক্তি (বাৎসল্য প্রেম) যশোদামাতার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন ; তখন বাৎসল্যের প্রাবল্যে—যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত যেন ভুলিয়া গেলেন ; কোনও কোনও লোক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কথা যেমন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভুলিয়া যায় তদ্রূপ। তখন তিনি পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় আত্মজ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শুকদেবের মুখে এসকল কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। বিভুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদামাতা কিরূপে আত্মজ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন—ইহা ভাবিয়াই পরীক্ষিতের বিস্ময়। তাই তিনি শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ ইত্যাদি। নন্দ মহারাজ এমন কি মহৎ পুণ্য করিয়াছিলেন যে, স্বয়ংভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইলেন? আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পূর্ণতম ভগবানও তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন? পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন—"অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বসু দ্রোণ ও তদীয় পত্নী ধরাকে ব্রহ্মা যখন বলিয়াছিলেন—'তোমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মথুরামণ্ডলে গোপালনবৃত্তি অবলম্বন কর এবং বসুদেবের সহিত সখ্য স্থাপন কর, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—"আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে বিচিত্র মধুর-লীলাময় সর্ব্বমনোহারী বিশ্বেশ্বর ভগবানে আমাদের যেন পরমা ভক্তি জন্মে—আপনি কৃপা করিয়া এই বর দিউন।' ধরা-দ্রোণের প্রার্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—'তথাস্তু—তাহাই হউক।' তাই মহা-সৌভাগ্যশালী মহা যশস্বী দ্রোণ নন্দরূপে এবং তাঁহার পত্নী মহাসৌভাগ্যবতী ধরাদেবী যশোদারূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে মনে হয়, ব্রহ্মার বরেই দ্রোণ এবং ধরা ব্রজে নন্দ এবং যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন প্রশ্ন, তেমনই উত্তর। ধরাদ্রোণের উপাখ্যান যাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত, মহারাজ-পরীক্ষিত যেন তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াই প্রশ্নটী করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই পরীক্ষিতের প্রতি একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াই উল্লিখিতরূপ উত্তর দিলেন। উত্তরটী প্রশ্নের অনুরূপই হইয়াছে। প্রশ্নের মধ্যে নন্দ-যশোদার পূর্ব্ব-সাধনের ইঙ্গিত আছে; উত্তরেও সাধনের কথাই খুলিয়া বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু যথার্থ উত্তর নহে। যথার্থ উত্তর—ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীশুকদেব যে দামবন্ধন-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে "নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীশুকদেবের উল্লিখিত উত্তরে ধরাদ্রোণ-সম্বন্ধীয় উপাখ্যানেরও একটা সমাধান পাওয়া যায়। স্বরূপতঃ দ্রোণ হইলেন শ্রীনন্দের অংশ, আর ধরা হইলেন শ্রীযশোদার অংশ। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের অবতরণ নরলীল-শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উপক্রম মাত্র। তাঁহাদের চিত্তে নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম নিত্য বর্ত্তমান; যখন তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রেমের স্বাভাবিক দৈন্য এবং তজ্জনিত পরমোৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য—পুত্ররূপে প্রাপ্তির জন্য—তাঁহাদের স্বাভাবিকী বলবতী বাসনা। কিন্তু যখন ব্রহ্মার নিকটে তাঁহারা বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন সেস্থানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান অনেক মুনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাতে ধরাদ্রোণ তাঁহাদের হার্দ্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াই "পরমা ভক্তি লাভের ইচ্ছার" আবরণে তাহাকে আবৃত করিয়া কথাটী প্রকাশ করিলেন। পরমা ভক্তির যথাশ্রুত অর্থ যাহাই হউক, ধরা-দ্রোণের হার্দ্দ অর্থ হইতেছে—শুদ্ধবাৎসল্যময়ী প্রীতি, তাঁহাদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে পাওয়া। যাহা হউক, নন্দযশোদা স্বয়ংরূপে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহাদের অংশ দ্রোণ-ধরাও অংশীর সহিত মিলিত হইয়া গেলেন—দ্রোণ মিলিত হইলেন তাঁহার অংশী শ্রীনন্দের সঙ্গে এবং ধরা মিলিত হইলেন তাঁহার অংশিনী শ্রীযশোদার সঙ্গে। ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার। যখনই অংশী জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার সমস্ত অংশ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ধরাদ্রোণের প্রতি ব্রহ্মার বরপ্রদানের ব্যপদেশে এই তত্ত্বটীই লীলাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মার বরে কেহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা হইতে পারেন না; তাহাই "নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইল—স্বয়ং ব্রহ্মাই (বিরিঞ্চি) যে প্রসাদ লাভ করেন নাই, তাঁহার বর-প্রভাবে সেই প্রসাদ কেহই লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করার বর দেওয়ার যোগ্যতা ব্রহ্মার আছে বলিয়া ব্রহ্মা নিজেও

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনে করেন না। যেহেতু, "তদ্‌ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪ ॥"-ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন—সমস্ত বেদ যাঁহার চরণধূলি-কণিকার অনুসন্ধান করেন, সেই মুকুন্দ যাঁহাদের জীবনসদৃশ, সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোনও এক জনের চরণধূলি-কণিকা লাভের সম্ভাবনায় গোকুলে যে কোনও জন্ম লাভ করাই পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ইহাতেই দেখা যায়, শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদার কথা তো দূরে, ব্রজের যে কোনও একজনের চরণধূলি লাভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির অনুকূল বর দেওয়ার যোগ্যতা তাঁহার আছে বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই যে মনে করেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। নন্দ-যশোদা তো দূরের কথা, যে কোনও ব্রজবাসী অপেক্ষাই হীন বলিয়া ব্রহ্মা নিজেকে মনে করেন। তবে তিনি যে ধরা-দ্রোণের প্রার্থনার উত্তরে "তথাস্তু" বলিয়াছেন, তাহার হেতু এইরূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ, যথাশ্রুত অর্থে ধরাদ্রোণ শ্রীহরিতে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়াছেন—তোমাদের ভক্তি হউক। ইহার অর্থ এই নহে যে, "তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাও।" দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মা জানিতেন—ধরা-দ্রোণ নন্দ-যশোদার অংশ; তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাদের পুত্র আছেনই এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তৎপূর্ব্বে নন্দ-যশোদা অবতীর্ণ হইলে ধরাদ্রোণ তো তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কোলে পাইবেনই। এইরূপ মনে ভাবিয়া ব্রহ্মা মনে মনে বলিলেন—"কৃষ্ণ তো তোমাদের পুত্রই, তিনি যখন অবতীর্ণ হইবেন, তখন নন্দযশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমরা তো তাঁহাকে তোমাদের কোলে পাইবেই। তথাপি বাৎসল্যের পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ পুত্ররূপে তোমাদের কৃষ্ণকে প্রাপ্তির কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে পাইলে যদি তোমাদের চিত্তে একটু সান্ত্বনা জন্মে, তবে আমিও বলিতেছি—তথাস্তু।" যাহা অবধারিত, তাহাই "তথাস্তু" শব্দে ব্রহ্মা প্রকাশ করিলেন।

বস্তুতঃ নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ পরিকর। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী—এইরূপই তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ অভিমান এবং তদনুরূপ বাৎসল্যপ্রেমও তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ। কোনও সাধনের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী হয়েন নাই। কেহ হইতেও পারেন না। যাহা ব্রহ্মা পায়েন নাই, শিব পায়েন নাই, এমন কি ভগবদ্‌বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও পায়েন নাই,—এরূপ এক অপূর্ব্ব প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যশোদা পাইয়াছেন—অনাদিকালে। কি সেই প্রসাদ? যাহার প্রভাবে বিভুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকেও রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা যায়, সেই পরিপক্কতম বাৎসল্যপ্রেম—যাহার বশীভূত হইয়া বিভুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর বন্ধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করেন এবং অঙ্গীকার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এই পরম-প্রসাদ সাধনলভ্য বস্তু হইতে পারে না। স্বীয় বাৎসল্য-রস-লোলুপতাবশতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্বাভিমানিনী যশোদাকে অনাদিকালেই এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর। ইহাদ্বারা যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রেমের পরমোৎকর্ষও সূচিত হইল এবং তাঁহার সেবা-বাসনার পরম-বিকাশও সূচিত হইল। (প্রশ্ন হইতে পারে, বাৎসল্যপ্রেম যদি সাধনলভ্যই না হয়, তাহা হইলে বাৎসল্য-ভাবের উপাসকদের সাধন কি নিরর্থক? তাঁহাদের উপাসনা নিরর্থক নয়। যশোদার বাৎসল্যের মতন বাৎসল্য তাঁহারা পাইবেন না বটে; কিন্তু সেই বাৎসল্যের আনুগত্যময় বাৎসল্য-প্রেম তাঁহারা পাইবেন। যশোদা-মাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারিবেন)।

৬৩। রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হাঁ, ইহাও—বাৎসল্য প্রেমও—উত্তম বস্তু; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উত্তম কিছু থাকিলে তাহা বল।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এহোত্তম—বাৎসল্য-রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে হীন এবং আপনাকে বড় মনে করা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে অধীন থাকেন ; এ জন্য এই রতিকে উত্তম বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিলেন—বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা প্রেমের আরও কোনও পরিপক্কাবস্থা যদি থাকে, তাহা বল।

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"কান্তাপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার।"

কান্তা প্রেম—শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ, আর আপনাদিগকে তাঁহার উপভোগ্যা কান্তা মনে করিয়া নিজেদের সমস্ত সুখ-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্ভোগ-লালসা তাহাকে কান্তাপ্রেম বলে। কান্তা—বলিতে এস্থলে পরকীয়-ভাবাপন্না ব্রজগোপীদিগকে বুঝাইতেছে। কারণ, পরবর্ত্তী "নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজদেবীগণের কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাৎসল্যপ্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া "অনুরাগ" পর্য্যন্ত যাইতে পারে ; কিন্তু কান্তাপ্রেম ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ; এজন্য ইহা বাৎসল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ-ভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য তো আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে, এজন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়। সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥ কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥ আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। এক দুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ২।১৯।১৮৯-৯২।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হইতে সেই হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩।' "পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ ২।৮৬১।" শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৩২ অং ২১শ শ্লোকে ("ন পারয়েহহং"—ইত্যাদি শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি গোপীদিগের প্রেমে তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্য ঋণী হইয়া রহিয়াছেন। এই ঋণ শোধ করিবার তাঁহার কোনও উপায়ই নাই। সুতরাং এই কান্তাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও না কোনও একটা সম্বন্ধ আছে। দাস্যভাবের ভক্তদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, আর তাঁহারা তাঁহার দাস। সখ্যভাবের ভক্তদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবময় সম্বন্ধ। বাৎসল্যভাবে নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। এই তিন ভাবের প্রত্যেকটীতেই একটা সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে ; এই তিন ভাবের ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণসেবা তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগামিনী। যাহাতে সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের জন্মে না। এই তিন ভাবের পরিকরদের মধ্যে সম্বন্ধের মর্য্যাদাই প্রাধান্য লাভ করে ; তাঁহাদের পক্ষে আগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, তারপর সম্বন্ধানুকূলভাবে সেবা। তাই তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় সম্বন্ধানুগা রতি। তাঁহাদের সেবাবাসনা বিকাশের পথে যেন সম্বন্ধের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া পড়ে ; তাই সেবা-বাসনা অবাধভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কান্তা-ভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের ভাব অন্যরূপ। তাঁহাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের একটা সম্বন্ধ—কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ আছে বটে ; কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রাধান্য নাই ; প্রাধান্য হইতেছে সেবা-বাসনার। তাঁহাদের সেবা-বাসনা সম্বন্ধের অনুগত নহে ; সম্বন্ধই বরং সেবা-বাসনার অনুগত। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার বাসনা অপ্রতিহত ভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। যে প্রকারেই হউক, শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য ; তজ্জন্য বেদধর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না, একটু বিচার-বিবেচনাও করেন না। উৎকণ্ঠাময়ী সেবাবাসনার স্রোতের মুখে বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদি-স্ববিষয়ক সমস্ত অনুসন্ধান—তৃণের মত দূরদেশে ভাসিয়া চলিয়া যায় ; সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিতে সমুৎসুক ; প্রয়োজন হইলে নিজাঙ্গদ্বারাও সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া

তথাহি তত্রৈব (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ১৭

সংস্কৃত শ্লোকের টীকা

অত্যন্তাপূর্ব্বশ্চায়ং গোপীষু ভগবতঃ প্রসাদ ইত্যাহ নায়মিতি। অঙ্গে বক্ষসি উ অহো নিতান্তরতেরেকান্তরতেঃ শ্রিয়োঽপি নায়ং প্রসাদো।ঽনুগ্রহোঽস্তি নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং স্বর্গাঙ্গনানাং অপ্সরসামপি নাস্তি অন্যাঃ পুনঃ দূরতো নিরস্তাঃ। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠ স্তেন লব্ধা আশিষো যাভি স্তাসাং গোপীনাং য উদগাদাবির্বভূব। স্বামী। ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকেন। এইরূপে নিজাঙ্গদ্বারা সেবার সুযোগের নিমিত্তই যেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কান্তাকান্ত সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ হইল সর্ব্ববিধ সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার জন্য। তাঁহাদের অবাধ-সেবা-বাসনার ফলই হইল এই কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ। তাই এই সম্বন্ধ হইল তাঁহাদের সেবা-বাসনার অনুগত। এজন্য ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় কামানুগা রতি—কৃষ্ণসেবা-বাসনার (কৃষ্ণসেবা-কামনার) অনুগামিনী রতি। ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা-বাসনার বিকাশে বাধা দিতে পারে, এমন কোনও প্রতিবন্ধক নাই। তাই কান্তাপ্রেমেই সেবা-বাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। ইহাই কান্তাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ।

শ্লোক। ১৭। অন্বয়। রাসোৎসবে (রাসোৎসব-সময়ে) অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং (ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হওয়ায় পূর্ণমনোরথা) ব্রজসুন্দরীনাং (ব্রজসুন্দরীদিগের) যঃ (যাহা—যে প্রসাদ) উদগাৎ (প্রাকট্য লাভ করিয়াছিল—ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন) অয়ং (তদ্রূপ) প্রসাদঃ (প্রসাদ) অঙ্গে (অঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে—বামবক্ষঃস্থলে নিয়তবর্ত্তমানা) নিতান্তরতেঃ (পরম-প্রেমময়ী) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্মীদেবীরও) উ (নিশ্চিত)-ন (নাই), নলিনগন্ধরুচাং (পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তিযুক্তা) স্বর্যোষিতাং (স্বর্গাঙ্গনাগণেরও) [ন] (নাই), অন্যাঃ (অন্যরমণীগণ) কুতঃ (কোথা হইতে)?

অনুবাদ। রাসোৎসবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষঃস্থলে নিয়তবর্ত্তমানা পরমপ্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, এবং পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি যাঁহাদের সেই স্বর্গাঙ্গনা অপ্সরাগণও লাভ করেন নাই; অন্যান্য কামিনীগণের তো কথাই নাই। ১৭

রাসোৎসবে—রাসলীলাকালে। **ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং**—ভুজরূপ দণ্ড ভুজদণ্ড; দণ্ডের ন্যায় সুগোল এবং ক্রমশঃ সরুতাপ্রাপ্ত সুশোভন বাহু; তদ্দ্বারা গৃহীত বা আলিঙ্গিত হইয়াছে কণ্ঠ যাঁহাদের; রাসোৎসব-সময়ে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুশোভন বাহুদ্বারা প্রীতিভরে যাঁহাদের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকৃত সেই কণ্ঠালিঙ্গনদ্বারা আশিষ্—মনোবাসনার পরিপূর্ণতা—লাভ করিয়াছেন যাঁহারা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাসলীলায় তদ্রূপ আলিঙ্গিত হওয়াতে অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে যাঁহাদের, সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহ, নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার অধিকাররূপ যে অনুগ্রহ—অথবা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ জনিত পরমসুখের যে উল্লাস—লাভ করিয়াছেন—তাহা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারেন নাই, স্বর্গের অপ্সরাগণও লাভ করিতে পারেন নাই। **অঙ্গে**—দেহে; রেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা; অথবা প্রেয়সীরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-বিশেষ শ্রীনারায়ণের বক্ষে অবস্থিতা যে লক্ষ্মী, তাঁহার এবং **নিতান্তরতেঃ**—শ্রীকৃষ্ণে নিতান্তা (অত্যন্ত গাঢ়া) রতি (প্রেমা) যাঁহার—শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রেমবতী যে লক্ষ্মী, তাঁহার। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ। ভা. ১০।১৬।৩৬), কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাই বলা হইয়াছে, পরমপ্রেমবতী

তথাহি তত্রৈব (১০।১০।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ॥
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥ ৬৪
কিন্তু যার যেই ভাব—সে-ই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবীরও সেই ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। **নলিনগন্ধরুচাং**—নলিনের (পদ্মের) ন্যায় গন্ধ রুচি (কান্তি) যাঁহাদের, যাঁহাদের অঙ্গের কান্তি পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ এবং যাঁহাদের অঙ্গের গন্ধও পদ্মের গন্ধের ন্যায় মনোহর, তাদৃশ **স্বর্যোষিতাং**—স্বর্গীয় রমণীগণের.. অপ্‌সরোগণেরও—ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। অন্য রমণীগণের তো কথাই নাই (শ্রীধরস্বামী)। বৈষ্ণবতোষণীসম্মত অর্থ এইরূপ। **স্বর্যোষিতাং**—স্বর্যোষিতাং স্বশ্চূড়ামণিং শুভগয়স্তমিবাত্মধিষ্ণ্যমিত্যুক্তদিশা দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ-লোকগণশিরোমণি-বৈকুণ্ঠস্থিতানাং ভূলীলাপ্রভৃতীনাং মধ্যে। স্বঃ—দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ লোকসমূহের শিরোমণিতুল্য বৈকুণ্ঠ। সেই বৈকুণ্ঠে ভূ-লীলা প্রভৃতি যে সকল পরম-প্রেমবতী ভগবৎ-কান্তাগণ আছেন, স্বর্যোষিত-শব্দে এস্থলে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। তাঁহাদের মধ্যেও **নিতান্তরতেঃ**—পরম-প্রেমযুক্তা **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীরও ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। যাঁহাদের অঙ্গকান্তি পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ এবং যাঁহাদের অঙ্গগন্ধও পদ্মগন্ধের ন্যায় মনোহর, ভূ-লীলা প্রভৃতি সেই ভগবৎ-কান্তাগণও ভগবানে অত্যন্ত প্রেমবতী ; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর প্রেম তাঁহাদের প্রেম অপেক্ষাও অনেক গাঢ়। এতাদৃশী লক্ষ্মীদেবীও কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

এই শ্লোকে সাধারণ রমণীগণ, স্বর্গের দেবীগণ ও অপ্‌সরোগণ, ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণিত হইল। কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক এই শ্লোক "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"—এই উক্তির প্রমাণ।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যাতিশয়ের কথা বলা হইয়াছে ; তাঁহাদের বিরহার্ত্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অনতিবিলম্বে তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের চরমবিকাশ ; কান্তাভাবব্যতীত অন্য কোনও ভাবেই এই মাধুর্য্যের অনুভব সম্ভব নহে—ইহাই এই শ্লোক হইতে সূচিত হইতেছে।

এই শ্লোকও কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক।

৬৪। এক্ষণে ৬৪-৭২ পয়ারেও কান্তাপ্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির নানারূপ সাধন আছে ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্নরূপ সাধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাওয়া যায়, একই রূপে পাওয়া যায় না। জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি-ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ; ঐশ্বর্য্য-মিশ্রাভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণকে পাওয়া যায়, শুদ্ধাভক্তিদ্বারা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। এইরূপে প্রাপ্তির রকম-ভেদ আছে। আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে এক শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু সেই পাওয়ারও যে ইতর-বিশেষ আছে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিচার হইতে বুঝা যায়। কেহ পায় প্রভু ভাবে, কেহ পায় সখা ভাবে, কেহ পায় পুত্র ভাবে, ইত্যাদি ; সকলে একভাবে পায় না।

৬৫। **যার যেই ভাব**—বিভিন্ন সাধন-প্রণালীতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিভিন্নতা থাকিলেও যিনি যেই ভাবে সাধন করেন, তিনি সেই ভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তটস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া বিচার করিলে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা বুঝা যায়। **তটস্থ**—কোনও ভাবে আবেশহীন ; নিরপেক্ষ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫।২১)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ১৯

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরেপরে হয়।
দুই-তিন গণনে পঞ্চপর্য্যন্ত বাঢ়য়॥ ৬৬
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥ ৬৭
আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
দুই-তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে। নম্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়েচ কস্যচিৎ কুচিৎ প্রবৃত্তৌ কিংকারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমুত্তরক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা নত্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসনঃ একবাসনো বহুবাসনো বা। তত্রাদ্যায়রস্যতর স্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অস্ত্যস্য চরসাভাষিতাপর্য্যবসানান্নাস্তীতি সত্যম্। তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসস্যো-পমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্যতু সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ। শ্রীজীব। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন লোকের (বা জীবস্বরূপের) বিভিন্ন রুচি ; তাই কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও সকলে কান্তাপ্রেমের উপাসনা করেন না ; দাস্য-সখ্যাদি রসের মধ্যে যে রসে যাঁহার রুচি হয়, তিনি যে সেই রসেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

৬৬। **রস**—শান্তাদি কৃষ্ণরতি বিভাবাদির সহিত যুক্ত হইলে চমৎকৃতিজনক পরমাস্বাদ্যতা লাভ করিয়া রসরূপে পরিণত হয় ; এইরূপে বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে শান্তরতি শান্তরসে, দাস্যরতি দাস্যরসে, সখ্যরতি সখ্যরসে, বাৎসল্যরতি বাৎসল্যরসে এবং মধুরা রতি মধুর রসে পরিণত হয়। ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের মধ্যে বাৎসল্য হইল মধুরের পূর্ব্বে, সখ্য হইল বাৎসল্যের পূর্ব্বে, দাস্য হইল সখ্যের পূর্ব্বে, এবং শান্ত হইল দাস্যের পূর্ব্বে। **পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ** ইত্যাদি— শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং বাৎসল্যের গুণ মধুরে বর্ত্তমান। তাই **এক দুই** ইত্যাদি—শান্তের একটী গুণ, দাস্যের দুইটী গুণ, সখ্যের তিনটী গুণ, বাৎসল্যের চারিটি গুণ এবং মধুরের পাঁচটী গুণ। এই পয়ারে বলা হইল—গুণাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৬৭। **গুণাধিক্য** ইত্যাদি—যে রসে গুণ যত বেশী, সেই রসে স্বাদের আধিক্যও তত বেশী ; তাই শান্ত অপেক্ষা দাস্যে, দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য। **শান্তদাস্য** ইত্যাদি—মধুর রসে শান্তাদি সমস্ত রসের গুণই বর্ত্তমান ; সুতরাং সকল রসের স্বাদও বর্ত্তমান। এই পয়ারে বলা হইল—স্বাদাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৬৮। পূর্ব্ব পয়ারদ্বয়ের উক্তি একটা দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন।

আকাশাদি—আকাশ (ব্যোম), বায়ু (মরুৎ), তেজ, জল (অপ্), পৃথিবী (ক্ষিতি) এই পঞ্চভূত। **গুণ**—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এই পাঁচটী পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ। আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পৃথিবীতে যেমন আকাশাদি পূর্ব্ব-চারিভূতের সকলের গুণই আছে, অধিকন্তু পৃথিবীর বিশেষ গুণ 'গন্ধ' আছে, তদ্রূপ কান্তাপ্রেমে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ ত আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণসুখের জন্য, নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে।

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥ ৬৯

তথাহি (ভা. ১০।৮২।৪৪)—
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ২০

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে—।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ ৭০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২১॥

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৯। এই প্রেমা—কান্তাপ্রেম। পরিপূর্ণ-কৃষ্ণ-প্রাপ্তি—শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তি। দাস্যাদি-প্রেমে স্ব-স্ব-গুণানুরূপ সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু কান্তাপ্রেমে দাস্যাদি সকল প্রেমের গুণ এবং আরও একটী গুণ অধিক থাকায়, এই প্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কান্তাপ্রেম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় বলিয়া ইহা সর্ব্বসাধ্য-সার।

কান্তাপ্রেমের সেবায় দাস্যাদি সকল প্রেমের সেবাই আছে; শান্তের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, "কৃষ্ণবিনাতৃষ্ণাত্যাগ"; কান্তাপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণেও তাহা আছে– তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহারা দেহ-গেহ-আত্মীয়-স্বজন সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা দাস্যের ন্যায় সর্ব্ববিধ সেবাও করেন; সখাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদেরও কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, গৌরববুদ্ধি নাই, প্রণয়াতিশয্যে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজদিগকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাৎসল্যের সার হইল—মঙ্গলকামনা, স্নেহবশতঃ তৃপ্তির সহিত ভোজনাদি করান; ব্রজসুন্দরীরা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাহাও করেন; অধিকন্তু নিজাঙ্গদ্বারা কান্তারূপে সেবাও তাঁহাদের আছে; দাসের সেবা, সখার সেবা, মাতার সেবা এবং কান্তার ন্যায় সেবা—সমস্তই কান্তাপ্রেমে আছে। সেব্যের প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত যত রকমের সেবা সম্ভব, তৎসমস্তই দাস্যাদি চারি-ভাবের সেবার অন্তর্ভুক্ত; এক মধুর প্রেমের সেবার মধ্যেই তৎসমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলা হইয়াছে– কান্তাপ্রেমের সেবাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা।

সর্ব্ববিধ-সেবাপ্রাপক হিসাবেও যে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

কান্তাপ্রেম হইতে যে পরিপূর্ণ কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ যে এই কান্তাপ্রেমেরই সম্যক্‌রূপে বশীভূত, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদিগের একান্ত বশীভূত, তিনি যখন যেস্থানেই থাকুন না কেন, তাঁহাদের প্রেম যে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আনিতে সমর্থ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। এইরূপ শক্তি দাস্যাদি অন্য কোনও প্রেমেরই নাই।

৭০। ১।৪।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে?

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭১। এই প্রেমার—কান্তাপ্রেমের। যদি কেহ স্বসুখ-বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিয়া এক রকমে অনুরূপ ভজন করেন। অথবা, যিনি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি-সাধনের জন্য চেষ্টা করেন, শ্রীকৃষ্ণও যদি ঠিক সেই ভাবে তাঁহার তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলেও অনুরূপ ভজন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই দুইটী উপায়ের কোনও উপায়দ্বারাই গোপীদিগের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই:—প্রথমতঃ, গোপীদিগের স্বসুখ-বাসনার লেশমাত্রও নাই; সুতরাং তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কিছুই দান করিতে পারেন না; তাঁহাদের বাসনা—একমাত্র কৃষ্ণের

তথাহি (ভা. ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২২

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥ ৭২

তথাহি (ভা. ১০।৩৩।৬)—

তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মহামারকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ শুশুভে গোপীদৃষ্ট্যাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনম্। স্বামী। ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুখ; এই বাসনা যদি তিনি পূর্ণ করেন, তবে নিজেরই লাভ হয়; পরন্তু গোপীদিগকে কিছুই দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, গোপীরা প্রত্যেকেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এক গোপীর জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন না; অপর গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং তিনি অনন্যভাবে কোনও এক গোপীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না। এজন্যই তিনি গোপীদিগের অনুরূপ ভজন করিতে অক্ষম। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোক।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গোপীদিগের প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিকটে ঋণী হইয়া রহিলেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকদ্বারা কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদিত হইতেছে; কারণ, দাস্যাদি অন্য কোনও ভাবের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণকে এরূপভাবে ঋণী করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-শক্তি কান্তাপ্রেমে সর্ব্বাধিকরূপে বর্ত্তমান বলিয়াও যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক ও ৭১ পয়ার।

৭২। **মাধুর্য্য**—কোনও অনির্ব্বচনীয় রূপ; অপূর্ব্ব মধুরতা। **ধুর্য্য**—পরাকাষ্ঠা; শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা—শেষসীমা—প্রাপ্ত হইয়াছে; এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, সুতরাং আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিন্তু এই কান্তাপ্রেমের এমনি এক অচিন্ত্য-অদ্ভুত-শক্তি যে, ব্রজগোপীদিগের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(১।৪।১৬১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যবর্দ্ধকত্বহিসাবেও যে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। তত্র (সেস্থানে—রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (স্বর্ণনির্ম্মিত বা স্বর্ণবর্ণ) মণীনাং (মণিসমূহের মধ্যে) যথা (যেরূপ) মহামারকতঃ (মহামারকত) [শোভতে] (শোভা পায়), [তথা] (তদ্রূপ) তাভিঃ (তাঁহাদের দ্বারা—স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণদ্বারা পরিবৃত বা আলিঙ্গিত হইয়া) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বশোভাসম্পন্ন) দেবকীসুতঃ (দেবকীনন্দন) অতি শুশুভে (অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন)।

অনুবাদ। সেই রাসমণ্ডলে, স্বর্ণবর্ণমণিগণমধ্যে মহামারকত যেরূপ শোভা পায়, তদ্রূপ সেই স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত বা আলিঙ্গিত হইয়া ভগবান্ দেবকী-নন্দনও অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৩

হৈমানাং মণীনাং—হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) মণিসমূহের মধ্যে। অথবা, স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাকার বস্তুসমূহ—যাহা দেখিতে ঠিক মণির ন্যায় দেখায়—তাহাদের মধ্যে। **মহামারকতঃ**—মারকত হইল ইন্দ্রনীলমণি; মহামারকত হইল অনতি-শ্যামল মরকত-মণি। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রনীলমণির বর্ণের ন্যায় শ্যামল; রাসস্থলীতে স্বর্ণবর্ণা গোপসুন্দরী-গণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পীতকান্তির ছটায় তাঁহার অঙ্গের শ্যামলত্ব একটু

কভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ৭৩
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেনজনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ৭৪
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তরলতা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার বর্ণ তখন ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ অপেক্ষা একটু কম শ্যামল হইয়াছিল, তিনি তখন অনতি-শ্যামল-ইন্দ্রনীলমণির মত হইয়াছিলেন ; এই অনতি-শ্যামল-ইন্দ্রনীলমণিকেই—ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ তাহার স্বাভাবিক শ্যামলবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণের ছটায় কিছু কম শ্যামল হইলে যাহা হয়, তাহাকে—পীতবর্ণের ছটাপ্রাপ্ত ইন্দ্রনীলমণিকেই—এইস্থলে "মহামারকত" বলা হইয়াছে (তোষণী)। ইন্দ্রনীলমণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হেম-মণির মধ্যগত হইলে যেমন বহুগুণে বৰ্দ্ধিত হয়—তদ্রূপ, নবঘনশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের শোভাও—রাসস্থলীতে পীতবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণদ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ায় অত্যধিকরূপে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। **অতিশুশুভে**—অত্যন্ত শোভা পাইতেছিলেন ; স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, সর্ব্বজন-মনোহর, "আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর"। পরম-প্রেমবতী-নিত্যপ্রেয়সী-ব্রজসুন্দরীগণকর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় তাঁহার শোভা যেন বহুগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। **ভগবান্**-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং সর্ব্বশোভাসম্পন্ন, সুতরাং স্বভাবতঃই যে তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য চরমকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই সূচিত হইতেছে। **দেবকীসুতঃ**—দেবকীতনয় ; সাধারণতঃ যিনি দেবকীনন্দন বলিয়া খ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণ। অথবা, যশোদারও একটী নাম আছে—দেবকী ; এই অর্থে দেবকীসুত অর্থ যশোদানন্দন।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এই শ্লোকের বর্ণিত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কি একমূর্ত্তিতে ছিলেন, না কি বহুমূর্ত্তিতে ছিলেন? শ্লোকে বহু হৈম-মণি এবং একটী মহামারকতের (শ্লোকস্থ মহামারকত-শব্দ একবচনান্ত বলিয়া) উল্লেখ আছে, আবার (তাভিঃ শব্দে সূচিত) বহু ব্রজসুন্দরী এবং এক দেবকীসুতের উল্লেখ আছে ; তাহাতে মনে হয়—বহু হৈমমণির মধ্যে যেমন এক মহামারকত, তদ্রূপ বহু ব্রজসুন্দরীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্রজসুন্দরীগণ "মেঘচক্রে বিরেজুঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এস্থলে "মেঘচক্রে" শব্দের টীকাপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিচরণ "নানামূর্ত্তিঃ কৃষ্ণো মেঘচক্রমিব" লিখিয়াছেন ; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তিতে—এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে—রাসস্থলীতে বিরাজিত ছিলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী "রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিত। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩ ॥"—শ্লোকে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতি দুই গোপীর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপে বিরাজিত ছিলেন। তাহা হইলে—মনে করিতে হইবে, সামান্যরূপেই মহামারকত-শব্দকে একবচনান্ত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যে অতিশয়রূপে বৰ্দ্ধিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। ৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৪-৭২ পয়ারে প্রমাণ করা হইল যে—শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে, গুণাধিক্যে, স্বাদাধিক্যে, শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণশক্তিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যেরও বৰ্দ্ধকত্ব হিসাবে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৭৩। **এই**—কান্তাপ্রেম। **সাধ্যাবধি**—সাধ্য-বস্তুর সীমা ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু। **আগে**—এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তবে তাহা বল।

৭৫। **ইহার মধ্যে**—এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩ পয়ারে কেবল সাধারণভাবেই কান্তাপ্রেমের কথা বলা হইয়াছে। কান্তাপ্রেম বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তা-ব্রজগোপীদের প্রেমকে বুঝায়। রসের বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজগোপীদেরও আবার ভাবের কিছু বৈচিত্রী আছে ; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রেমই দাস্য-সখ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ ; ভাবের বৈচিত্রী-অনুসারে তাঁহাদের প্রেমের যে তারতম্য আছে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)—
পদ্মপুরাণবচনম্।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ২৪

তথাহি (ভা. ১০।৩০।২৮)—
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ২৫

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥ ৭৬
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥ ৭৭
রাধা-লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাত করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাধার প্রেম—কান্তাপ্রেম শ্রীরাধার মধ্যে যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহা। শ্রীরাধার ভাব। **সাধ্য-শিরোমণি**—যত রকম সাধ্যবস্তু আছে, তাহাদের মুকুটমণিসদৃশ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য। অন্যান্য সাধ্যবস্তু অপেক্ষা ব্রজগোপীদের প্রেম শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীদের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **যাহার মহিমা ইত্যাদি**—যে শ্রীরাধার মাহাত্ম্য সমস্ত শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীরাধার মহিমাব্যঞ্জক দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই দুই শ্লোকে শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অনয়ারাধিতোনূনং"-শ্লোকটী শারদীয়-মহারাস-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপসুন্দরীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে সম্মান ও প্রণয় লাভ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কেহ কেহ সৌভাগ্যগর্ব্ব, কেহ কেহ বা মান প্রকাশ করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের গর্ব্ব-প্রশমনের এবং মান-প্রসাধনের উদ্দেশ্যে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলীতে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; একস্থলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং তৎসঙ্গে এক রমণীর পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন; শ্রীরাধার যূথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন—ঐ রমণী শ্রীরাধা; তখন শ্রীরাধার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহারা "অনয়ারাধিতঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন।

৭৬। **অপূর্ব্ব**—অদ্ভুত; চমৎকারপ্রদ। **অমৃত নদী**—অমৃতের নদী; যে নদীতে জলের পরিবর্ত্তে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হয়।

এই পয়ারোক্তির তাৎপর্য্য এই যে—রামরায় যাহা বলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছিল—তাঁহার কথা প্রভুর নিকটে অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু বলিয়া মনে হইতেছিল।

৭৭-৭৮। **চুরি করি**—গোপনে; অন্যান্য গোপীদের অজ্ঞাতসারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০।২৯।৪৮।"-শ্লোকে শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতে জানা যায়, গোপীদিগের গর্ব্ব-প্রশমনের জন্য এবং মান-প্রসাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু অন্তর্হিত হওয়ার সময়ে তিনি কাহাকেও সঙ্গে নিয়া গেলেন কিনা, উক্ত শ্লোক হইতে তাহা জানা যায় না। পরবর্ত্তী "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩০।১১।"-শ্লোকে গোপীদিগের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার কোনও "প্রিয়া" ছিলেন (প্রিয়য়া সহ অচ্যুতঃ)। আবার, ইহারও পরে সর্ব্বগোপী-পরিচিত ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম-অঙ্কুশ-যবাদি চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং একটু পরেই সেই পদচিহ্নের পাশাপাশি অবস্থিত কোনও রমণীর পদচিহ্নও বিরহার্ত্তা গোপীগণ দেখিতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাইলেন। এই রমণী যে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩০।২৮॥"-শ্লোকোক্তি হইতে জানা যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। কৃষ্ণান্বেষণরতা গোপীগণ আরও অগ্রসর হইয়া গিয়া কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমাকেও পাইলেন। সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। সুতরাং শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু শ্রীশুকদেব-গোস্বামী একথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী পূর্ব্বোদ্ধৃত "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৩০।১১-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী-টীকায় বলিয়াছেন—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই শ্রীশুকদেবের পরম আগ্রহ; আর শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকরের মধ্যে ব্রজপরিকরবর্গে—তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণে এবং তাঁহাদের মধ্যেও কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধাতেই তাঁহার পরম আগ্রহ এবং শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাই তাঁহার পরম হার্দ্দ। এই লীলা পরম রহস্যময়—পরম গূঢ়তম—বলিয়া তিনি ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন নাই; শ্রীরাধার—এমন কি অন্য কোনও গোপীর—নামও তিনি প্রকাশ করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে ভঙ্গীতে অন্য গোপীদের মুখে প্রিয়তমাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তখন শ্রীরাধার যূথের গোপীগণের চিত্তে এরূপ একটা সংশয় জাগিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সঙ্গেই লইয়া গেলেন না কি। সম্ভবতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন রাসস্থলীতে দেখিতেছিলেন না, তেমনি শ্রীরাধাকেও দেখিতেছিলেন না; তাতেই তাঁহাদের উক্তরূপ সন্দেহ। যাহা হউক, তাঁহারা অন্য গোপীদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া চলিলেন। অন্য গোপীরা অনুসন্ধান করিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে; আর তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছিলেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে। যখন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে কোনও গোপ-রমণীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হইল, তখন শ্রীরাধার যূথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন যে, ঐ গোপরমণী স্বয়ং শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন। সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকলেরই পরিচিত ছিল; কিন্তু শ্রীরাধার যূথের গোপীগণব্যতীত অপর কোনও গোপীই শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনিতেন না; কারণ, অপর কাহারওই শ্রীরাধার পদসেবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। যাহাহউক, পদচিহ্ন দর্শনের পরেই শ্রীরাধার যূথের গোপীগণের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন, সেই অনুমান সত্য। যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন, একথা অন্য কোনও গোপী জানিতেন না—এমন কি শ্রীরাধার যূথের গোপীগণও প্রথমে নিঃসংশয়রূপে জানিতেন না। সকলের অজ্ঞাতসারেই তিনি শ্রীরাধাকে নিয়া গিয়াছিলেন। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রভু বলিলেন—"চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।"

শ্রীল রামানন্দ-রায় বলিয়াছিলেন—"রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥" রাধাপ্রেম বাস্তবিকই যদি সাধ্য-শিরোমণি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মহিমাও সর্ব্বাতিশায়ী হইবে। রাধা-প্রেমের মহিমার সর্ব্বাতিশায়িত্বের কথা রায়-রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু একটা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। প্রভু বলিলেন—"রায়, রাধাপ্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হইবে, তাহার মহিমা যদি সর্ব্বাতিশায়ীই হইবে, তাহা হইলে তাহাতে অন্যাপেক্ষা থাকিতে পারে না, অন্যাপেক্ষা থাকিলেই বুঝা যায়, প্রেমের—সেবাবাসনার—সর্ব্বাতিশায়ী বা অবাধ বিকাশ নাই। কিন্তু মনে হয় যেন রাধাপ্রেমে অন্যাপেক্ষা আছে। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে কেন শ্রীকৃষ্ণ অন্যগোপীদের ভয়ে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে গোপনে অন্যত্র লইয়া গেলেন? যদি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগই থাকিত, তাহা হইলে অন্যগোপীদের কোনও রূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন ; অথবা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবেই অন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন। তাহা যখন তিনি করেন নাই, শারদীয়-মহারাসে যখন দেখা যায়—অন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় প্রেম নাই।”

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন অদ্ভুত, যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গ হইতেছে রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে ; রাধাপ্রেম অন্যাপেক্ষাহীন কি না—তাহাই প্রতিপাদ্য ; প্রভু কিন্তু রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) কথা না বলিয়া আপত্তি উঠাইতেছেন—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে। তাই মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই আপত্তিটী না তুলিলে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত হইত কিনা সন্দেহ। যে বস্তুটী প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয় তাহার প্রভাব দেখিয়া। জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়—দেহের উপরে তাহার প্রভাবের দ্বারা, জ্বর দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পরিমাণদ্বারা জ্বরের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। শ্রীরাধার প্রেমও দেখিবার বস্তু নয়। এই প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহা জানিতে হয়। ঝঞ্ঝাবাতের গতিবেগ জানা যায় যেমন গাছের দোলানীর পরিমাণদ্বারা, তদ্রূপ রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে—তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তের দোলানীর পরিমাণের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাধাপ্রেমরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অনুরাগ-সমুদ্রকে এমনভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদি এই অনুরাগসমুদ্রে এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, যাহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-প্রীতিবিকাশের পথে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে, সর্ব্ববিধ অন্যাপেক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় তীব্রবেগে বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, রাধাপ্রেমের মহিমা—প্রভাব সর্ব্বাতিশায়ী।

কারণ, ভক্তের প্রতি ভগবানের ভাব—ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাবের অনুরূপ ; তাই একই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার নিকটে বাৎসল্যের বিষয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদির নিকটে সখ্যের বিষয়, আবার ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ। ভক্তের প্রেম যতটুকু বিকশিত হইবে, ভগবানের প্রেমবশ্যতা বা ভক্ত-পরাধীনতাও ততটুকুই বিকশিত হইবে এবং তাহা জানা যাইবে—ভক্তের সম্বন্ধে ভগবানের আচরণদ্বারা। যে প্রেম সাধ্য-শিরোমণি হইবে, তাহাতে কোনওরূপ অপেক্ষারই স্থান থাকিতে পারে না ; শ্রীরাধার প্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাহাও—অন্যান্য সকল ভক্তের প্রতি, অন্য সমস্ত গোপীগণের প্রতি তাঁহার প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে—তাহাতে অন্য গোপীদের কোনওরূপ অপেক্ষা রাখারই অবকাশ থাকিবে না, শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আচরণে অন্য গোপীদের কোনও অপেক্ষাই তিনি রাখিবেন না। কিন্তু শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আচরণে এইরূপ অপেক্ষাশূন্যতার প্রামাণ তো পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তো রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গেলেন—অন্য গোপীদের সম্মুখভাগ হইতে প্রকাশ্যে শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিতে সাহস পাইলেন না—পাছে, অন্য গোপীরা অভিমান করিয়া বসে—এই আশঙ্কায়। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে—গোপনে—শ্রীরাধাকে লইয়া গেলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—অন্য গোপীর অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আছে, সাক্ষাদ্ভাবে তিনি অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারেন না—শ্রীরাধার নিমিত্তেও না, অন্য গোপীদের তিনি ভয় করেন। কিন্তু এইরূপ অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। শ্রীরাধার জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবেই অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ, গাঢ় প্রেম আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এই গাঢ়তা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের—রাধাপ্রেমেরও—সর্ব্বাতিশায়িনী গাঢ়তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সাধ্য-শিরোমণিত্ব প্রমাণিত হইত। কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন কিরূপে বুঝিব যে, “রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি ?”

রায় কহে—তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা ॥ ৭৯
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ৮০

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১।২)—
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৯-৮০। রামানন্দ-রায় বেশ নিপুণতার সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ব্যঞ্জনা হইতেছে এইরূপ :—প্রভু, শারদীয়-মহারাসে অন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অন্যগোপীদের অপেক্ষা রাখেন, তাহাতে তাহাও যে প্রমাণিত হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক আচরণেই যদি এইরূপ অন্য-অপেক্ষা দৃষ্ট হইত, কোনও সময়েই যদি তাঁহার অপেক্ষা-হীনতা দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই অন্যাপেক্ষা-হীন নহেন। কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ তদ্রূপ নহে। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে সময় সময় মনে হয় তিনি যেন অন্য গোপীর অপেক্ষা রাখেন ; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে, তিনি ঐরূপ অন্যাপেক্ষা দেখান—হয়তো মন-বৈচিত্রীবিশেষের প্রকটনের উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য কোনও বিশেষ কারণে। শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্য ছিল—যাঁহাদের চিত্তে মান বা সৌভাগ্য-গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের চিত্ত হইতে সেই গর্ব্ব ও মান দূর করা, অদর্শনের তীব্রতাপ ও উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদের সকলের চিত্তকে রাসলীলা-রসোদ্গারের পক্ষে সম্যক্‌রূপে উপযোগী করা। কিন্তু যদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথেই তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন, তাঁহাদের মানের প্রশমন হইত না, বরং অসূয়ার উদ্ভব হইত ; তাহা হইলে রাসলীলাই সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—তিনি অন্য গোপীদের অপেক্ষা রাখেন ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় ; অপেক্ষা তিনি রাখেন না। অপেক্ষা যে তিনি রাখেন না, জয়দেব-বর্ণিত বসন্ত-রাসের ব্যাপার হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে। বিষয়টী এই। শতকোটি-গোপসুন্দরীর সঙ্গে বসন্ত-রাস-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ কোনও কারণে (পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কারণ দ্রষ্টব্য), শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক শ্রীরাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত আছেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল ; রাসলীলা-রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ যেন আর প্রবাহিত হইতেছে না। কেন এমন হইল ? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, রাসমণ্ডলীতে রাসেশ্বরী নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি-গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না ; তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই তিনি চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন না—আমি শ্রীরাধার খোঁজে যাইতেছি ; তোমরা একটু অপেক্ষা কর। ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন ; অন্য কোনও গোপীর অপেক্ষাই তিনি রাখেন না। শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার অনুরাগের গাঢ়তাই ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। যাহা হউক, শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীরাধাই রাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা ; তিনি রাসস্থলী হইতে চলিয়া গেলে পর আর রাসলীলা অসম্ভব মনে করিয়া শ্রীরাধার চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী ত্যাগ করিলেন—শ্রীরাধাব্যতীত আরও অসংখ্য ব্রজসুন্দরী সেই রাসস্থলীতে বর্ত্তমান ছিলেন ; তাঁহাদের সমবেত রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিও এবং

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২১ ॥

এই-দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ৮১
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ ॥ ৮২
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদনন্তরকৃতামাহ ইতস্তত ইতি। ন কেবলং সৈব মাধবোঽপি যমুনায়া স্তটান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার কিং কৃত্বা তত্তৎস্থানে তাং শ্রীরাধিকাম্ অন্বিষ্য কীদৃশ অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ তত্র হেতুঃ অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ অনেন তৎসদৃশী দশাপ্যুক্তা। বালবোধিনী। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের সমবেত প্রেমসম্ভারও শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলীতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; তিনি সকলকেই ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে চলিয়া গেলেন।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অনঙ্গবাণখিন্নমানসঃ (কন্দর্পশরাঘাত-বশতঃ ব্যথিতচিত্ত) সঃ (সেই) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইতস্ততঃ (চতুর্দ্দিকে) তাং (সেই) শ্রীরাধিকাং (শ্রীরাধিকাকে) অনুসৃত্য (অনুসরণ করিয়া—অন্বেষণ করিয়া) কৃতানুতাপঃ (অনুতপ্তচিত্তে) কলিন্দ-নন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে (যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে) বিষসাদ (বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ। কন্দর্পশরাঘাতবশতঃ ব্যথিতচিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও (কোথাও না পাইয়া) অনুতপ্তচিত্তে যমুনাতীরস্থিত কুঞ্জমধ্যে (অবস্থানপূর্ব্বক) বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২১

অনঙ্গবাণখিন্নমানসঃ—অনঙ্গের (কামদেবের) যে বাণ (শর); তদ্দ্বারা খিন্ন (ব্যথিত) হইয়াছে মানস (চিত্ত) যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প-পীড়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; সেস্থলে আরোও শতকোটি ব্রজসুন্দরী উপস্থিত ছিলেন বটে; কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না; তাই কন্দর্প-পীড়াব্যাকুল সেই শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। (অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা বহুগুণে শ্রেষ্ঠা হইলেও—অন্য গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার সহিতও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন; শ্রীরাধার প্রতি কোনওরূপ বিশেষত্ব দেখান নাই; তাই শ্রীরাধা মান করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে—তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই অসঙ্গত হইয়াছে; তাই তিনি অনুতপ্ত হইলেন)। অনুতপ্ত চিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে **কলিন্দ-নন্দিনীতটান্তকুঞ্জে**—কলিন্দ-নন্দিনীর (যমুনার) তটান্তকুঞ্জে (তীরবর্ত্তী কুঞ্জে) যাইয়া উপনীত হইলেন; মনে করিয়াছিলেন, সেখানে হয়তো শ্রীরাধাকে পাইবেন; কিন্তু পাইলেন না; না পাইয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ **বিষসাদ**—বিষাদ প্রকাশ করিতে—আক্ষেপ করিতে—লাগিলেন।

"রাধা চাহি বনে ফিরেন"-ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করার নিমিত্তই রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত স্থলে বিহার করার জন্য শ্রীরাধার সঙ্গে যুক্তি করিয়া আসেন নাই—এই শ্লোক হইতে তাহাই প্রমাণিত হইল।

৮১। **এ দুই শ্লোকের ইত্যাদি**—পূর্ব্বোক্ত "কংসারিরপি" ইত্যাদি এবং "ইতস্ততঃ"-ইত্যাদি, এই দুইটি শ্লোকের অর্থ বিচার করিলেই রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে।

৮২-৮৩। অন্বয়:—(শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি-প্রকাশমূর্ত্তিতে) শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করেন;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তার (সেই শতকোটি-প্রকাশমূর্ত্তির) মধ্যে (শ্রীকৃষ্ণের) একমূর্ত্তি শ্রীরাধার পার্শ্বে থাকেন। সাধারণ প্রেমের সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া রাধার বামতা (উপস্থিত) হইল ; কারণ, প্রেম কুটিল। ("কুটিল প্রেমে"-পাঠও দৃষ্ট হয় ; তখন অন্বয়—রাধার কুটিলপ্রেমে—কুটিলপ্রেম বশতঃ—বামতা উপস্থিত হইল)।

শতকোটি গোপী সঙ্গে ইত্যাদি—এস্থলে একটী কথা বলা দরকার। ব্রজে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকিলেও মাধুর্য্যের অনুগত হইয়াই ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যশক্তিকে বর্জ্জন করিয়া পূর্ণমাধুর্য্য লইয়া ব্রজে প্রকটিত হইয়াছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে তিনি বর্জ্জন করিলেও পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতিগত-প্রাণা স্ত্রীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই ; ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতি-গতপ্রাণা স্ত্রী যেমন সুযোগ পাইলেই পতির অজ্ঞাতসারে পতির সেবা করিয়া যান, ব্রজে ঐশ্বর্য্য-শক্তিও সুযোগ পাওয়া মাত্রে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত মাত্রে, শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষিতভাবে তাঁহার সেবা করিয়া যান ; রাসেও তাহাই হইয়াছে। রাসক্রীড়ার জন্য শতকোটী গোপী একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া সেবা করেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছার প্রভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নৃত্যগীতাদি করিবার জন্য রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল ; এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্য্যশক্তি শতকোটি গোপীর পার্শ্বে শতকোটি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন ; অবশ্য শ্রীরাধিকার নিকটেও যে এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু এই যে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ পাইলেন, তাহা যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন না, গোপীরাও কেহ জানিতে পারিলেন না ; প্রত্যেক গোপীই মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই কাছে আছেন, আর কাহারও কাছে নাই। পূর্ণানন্দ-ঘনমূর্ত্তি রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণকে স্বসমীপে পাইয়া অপর গোপীর প্রতি দৃষ্টি করার অবকাশও বোধ হয় কোনও গোপীর ছিল না। যাহা হউক, দৈবাৎ মণ্ডলীস্থ কোনও এক গোপীর প্রতি শ্রীমতী রাধিকার দৃষ্টি পতিত হইল ; তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার নিজের নিকটেও আছেন, যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীমতী রাধিকা তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে অপর এক গোপীর প্রতি যখন তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার নিকটে ; ইহা দেখিয়া মনে করিলেন, পূর্ব্বদৃষ্ট গোপীকে ত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীর নিকট আসিয়াছেন ; এইরূপে শ্রীরাধিকা যে গোপীর প্রতি দৃষ্টি করেন সেই গোপীর নিকটেই কৃষ্ণকে দেখিতে পান ; দেখিয়া মনে করিলেন যে কৃষ্ণ একে একে সকলের সঙ্গেই নৃত্যগীতাদি করিতেছেন, সকলকেই উপভোগ করিতেছেন ; ইহা দেখিয়াই মনে করিলেন, "কৃষ্ণ কি শঠ! কি লম্পট! আর কি-ইবা মায়াবী! আমার সাক্ষাতে এত গোপীর সহিত বিহার করিতেছেন?" ইহা ভাবিয়াই তাঁহার অসূয়ার উদ্রেক হইল। অমনি নিজের নিকটে দৃষ্টি পড়াতে দেখিলেন, কৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে! ইহাতে তাঁহার আরও ক্রোধ হইল ; কারণ, তিনি মনে করিলেন, "এতক্ষণ আমার চক্ষুর উপরেই অন্য গোপীদের সহিত বিহার করিয়া শেষকালে আমার নিকটে আসিয়াছেন!" তিনি আরও মনে করিলেন—"অন্য শতকোটি গোপীর সঙ্গে যেরূপ রাস-নৃত্যাদি করিয়াছেন, সেইরূপ আমার সঙ্গেও করিতে আসিয়াছেন ; তাহা হইলে, অপর গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের যেরূপ ভাব, আমার প্রতিও ঠিক সেইরূপই ভাব ; আমার প্রতি তাঁহার প্রেমের বিশেষত্ব কিছুই নাই ; সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ভাব।" এইরূপ মনে করাতেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার কুটিল-প্রেম বাম্যভাব ধারণ করিল ; তিনি মান করিয়া ক্রোধভরে রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তারমধ্যে একমূর্ত্তি—যে শতকোটি মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করিতেছিলেন, সেই শতকোটি মূর্ত্তির মধ্যে একমূর্ত্তি।

সাধারণ প্রেম—যে প্রেমে সকলের সঙ্গেই ঠিক একইরূপ ব্যবহার করায় ; যে প্রেমে কাহারও সম্বন্ধেই কোনও বিশেষত্ব নাই। **সর্ব্বত্র সমতা**—সকল গোপীর প্রতিই একরূপ ব্যবহার ; অপর গোপীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার, স্বয়ং শ্রীরাধার প্রতিও ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার। **কুটিলপ্রেম ইত্যাদি**—প্রেম কুটিল বলিয়া তাহাতে বামতা

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ, শৃঙ্গারভেদকথনে (৪২)

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ২৮

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ৮৪
সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রেম্নো গতিঃ স্বভাবকুটিলা বক্রা ভবেৎ অহেরিব মহানাগবৎ অতোঽস্মাৎ সকাশাৎ যূনোঃ নায়ক-নায়িকয়োর্মানঃ উদঞ্চতি উদ্গমো ভবতি হেতোরহেতোশ্চ কারণাকারণাভ্যাং মানো ভবেদিত্যর্থঃ শ্লোকমালা। ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বা বাম্যভাব জন্মিল। **বামতা**—বাম্য ; অদাক্ষিণ্য। ১।৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কুটিলপ্রেম"-স্থলে "কুটিলপ্রেমে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; অর্থ—কুটিল প্রেমবশতঃ, প্রেমের কুটিলতাবশতঃ। প্রেম যে কুটিল, তাহার প্রামাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। রসপুষ্টির জন্যই প্রেমের এই কুটিলতা।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অহেঃ (সর্পের) ইব (ন্যায়) প্রেম্নঃ (প্রেমের) গতিঃ (গতি) স্বভাবকুটিলা (স্বভাবতঃই কুটিল)। অতঃ (এই কারণে) হেতোঃ (হেতু থাকিলে) অহেতোঃ চ (হেতু না থাকিলেও) যূনোঃ (যুবক-যুবতীর) মানঃ (মান) উদঞ্চতি (উদিত হয়)।

অনুবাদ—সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল ; তাই, হেতু থাকিলে এবং হেতু না থাকিলেও যুবক-যুবতীর মানের উদয় হইয়া থাকে। ২৮

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল—বক্র ; তাই মানের কোনও হেতু থাকিলে তো মান জন্মিতেই পারে, কোনও হেতু না থাকিলেও—কেবল প্রেমের স্বভাববশতঃই—যুবক-যুবতীর মান জন্মিতে পারে। শ্রীরাধার মানের হেতু ছিল—কৃষ্ণের ব্যবহারের সর্ব্বত্র সমতা ; সুতরাং শ্রীরাধা যে মানবতী হইয়া বাম্যভাব অবলম্বন করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

৮৪। শ্রীরাধা মানবতী হইয়া বাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাগ করিয়া রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে রাসস্থলীতে দেখিতে না পাইয়া রাধাগত-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলতার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

ক্রোধ করি—শ্রীরাধার স্বসুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তিনি কৃষ্ণসুখেই সুখী। শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাস-বিলাস করিয়া যদি সুখী হন, তাতে শ্রীরাধার ক্রোধ হয় কেন ? ইহার উত্তর—কুটিল-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ বামতা হওয়াতেই ক্রোধাদি করেন, তাঁহার স্বসুখেচ্ছা-বশতঃ নহে।

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অঙ্গবিশেষ, বাহিরের কোনও জিনিস নহে, সুতরাং আবিলতা নহে, কুটিলতা, বামতা প্রভৃতিও প্রেমেরই অঙ্গবিশেষ ; প্রেমেরই এক একটা বিশেষ-অবস্থামাত্র ; বাহিরের কোনও জিনিস নহে, সুতরাং এসব আবিলতাও নহে, এ সকলদ্বারা প্রেমের মলিনতা সম্পাদিত হয় না ; বরং এ সকলদ্বারা প্রেম আরও আস্বাদনযোগ্য হয়। ১।৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৫। **সম্যক্ সার বাসনা**—উপরি উক্ত "কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা"-ইত্যাদি শ্লোকস্থিত "সংসারবাসনা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সম্যক্ সার বাসনা।" শ্লোকোক্ত "সংসার-বাসনা" শব্দের অর্থ—"সম্যক্‌রূপে সার বা সারভূত বাসনা।" শ্রীকৃষ্ণের যত বাসনা আছে, তাহাদের মধ্যে "রাসলীলার বাসনাই সম্যক্‌রূপে সারভূত-বাসনা"—সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা। ১।৪।৪২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং স্বয়ংরূপেও শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা ; এসমস্ত লীলার প্রত্যেকটীই তাঁহার মনোহারিণী ; কিন্তু রাসলীলার মনোহারিত্ব সর্ব্বাতিশায়ী। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—রাসলীলা-রসের আস্বাদনের কথা তো দূরে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেও তাঁহার

তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ৮৬

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তিনিও প্রকাশ করিতে পারেন না। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥ ভ. র. সি. ২।১।১১১-ধৃত বৃহদ্‌বামনপুরাণবচন।" এই রাসলীলা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চমৎকৃতি-বর্দ্ধনকারিণী। "হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকর-বর্দ্ধনঃ কিন্তু মে বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ॥ ভ. র. সি. ২।১।১১১॥" শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই সর্ব্বলীলামুকুটমণি; তাই রাসলীলার বাসনাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা।

রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা—কোনও জিনিসকে আবদ্ধ করিয়া (বাঁধিয়া) রাখিতে হইলে যেমন শৃঙ্খলের (শিকলের) দরকার, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বাসনাটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, দৃঢ়ীকরণের জন্যও, একটী শৃঙ্খলের দরকার; এই শৃঙ্খলটীই শ্রীরাধা। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার একমাত্র উপায়; শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া-বাসনার পরমাশ্রয়রূপা। শ্রীরাধিকাব্যতীত রাসক্রীড়া অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ। ১।৪।৪২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম পয়ারার্দ্ধের স্থলে "সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা"—পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; ইহাতে "বাসনা" ও "ইচ্ছা"—একার্থবোধক এই দুইটী শব্দই আছে, অথচ মূল শ্লোকের "সার-বাসনা"-শব্দের "সার"ই নাই।

৮৬। **তাঁহা বিনু**—শ্রীরাধাব্যতীত। **নাহি ভায়**- প্রকাশ পায় না; স্ফুরিত হয় না। **মণ্ডলী ছাড়িয়া**—রাসস্থলী ছাড়িয়া।

শ্রীরাধা চলিয়া যাওয়ার পরে, রাসস্থলীতে শ্রীরাধাব্যতীত আর সমস্ত গোপীই ছিলেন; তথাপি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের আর মন বসিল না; শ্রীরাধার অনুপস্থিতির বিষাদ শত কোটি গোপীর উপস্থিতিতেও দূরীভূত হইল না; তাই শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজে রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তিনি গোপনে পলাইয়া গেলেন না, সকল গোপীর সম্মুখভাগ হইতে—তাঁহাদের উৎসুক-দৃষ্টির সাক্ষাতে, তাঁহাদিগের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই—শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন; গোপীদের সকলেই বুঝিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৭-৭৮ পয়ারের উক্তির উত্তর এই পয়ারে দেওয়া হইল। প্রথমতঃ বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে এস্থলে "চুরি" করিয়া লইয়া যান নাই। মান করিয়া—কৃষ্ণের উপরে রাগ করিয়া শ্রীরাধাই আগে রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া যান নাই। দ্বিতীয়তঃ বলা হইল—শ্রীরাধাকে না দেখিয়া অন্যান্য শত কোটি গোপীর সম্মুখ ভাগ হইতে—তাঁহাদের দৃষ্টির মধ্যেই—তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই—তাঁহাদের সকলের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে রাসস্থলী ছাড়িয়া গেলেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অন্য গোপীদের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই আপত্তি ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণিত হইল।

৮৭। পূর্ব্ববর্ত্তী "ইতস্ততস্তামনুসৃত্য"-ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ এই পয়ার। **কামবাণে খিন্ন হৈয়া**—শ্লোকস্থ "অনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ"-শব্দের অর্থ।

এস্থলে যে কামের কথা বলা হইল, তাহা প্রাকৃত কাম নহে; ইহা প্রেমেরই একটা বৈচিত্রীবিশেষ। কামের তাৎপর্য্য নিজের সুখ; শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নিজের সুখের নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া শ্রীরাধার অনুসন্ধানে বাহির হন নাই; শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি শ্রীরাধাকে সুখিনী করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হইতেই এই উৎকণ্ঠার উদ্ভব এবং এই প্রেমজনিত উৎকণ্ঠাকেই এস্থলে "কাম" বলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছে। শ্রীরাধিকা নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে চাহেন; তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও—নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া—অথবা শ্রীরাধার প্রার্থিত সেবা দান করিয়া—শ্রীরাধার সুখসম্পাদন করিতে উৎকণ্ঠিত। প্রাকৃত কামে পশুবৎ ক্রিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের ব্যবহারে তাহা নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের—"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।" এবং চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যূনোর্নায়িকানায়কয়োঃ পরস্পর-বিষয়াশ্রয়য়োর্দর্শনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্যায়ন-ভরত-কলাশাস্ত্রোক্ত-রীত্যা আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ। আনুকূল্যাৎ পরস্পরসুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ।" শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদের ব্যবহারে পরস্পরের সুখের নিমিত্ত পরস্পরের দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি আছে বটে; কিন্তু পশুবৎ শৃঙ্গার নাই। প্রিয়ের সুখের নিমিত্ত প্রিয়ার এবং প্রিয়ার সুখের নিমিত্ত প্রিয়ের আলিঙ্গনাদির স্পৃহা জন্মে; এই আলিঙ্গনাদির স্পৃহাও হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ—প্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ। ১।৪।১৩৯ পয়ারের এবং ১।৪।২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহার ক্ষুধা নাই, তাহাকে আহার করাইয়া, কিম্বা যাহার পিপাসা নাই, তাহাকে জল পান করাইয়া পানাহার করাইবার উৎকণ্ঠা পরিতৃপ্ত হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণা যতবেশী বলবতী হইবে, পানাহার করাইয়া পানাহার করাইবার উৎকণ্ঠাও তত বেশী তৃপ্তিলাভ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাই ভগবান্ স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার এবং আত্মারাম হইলেও, কাহারও সেবাগ্রহণের প্রয়োজন তাঁহার না থাকিলেও, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত—ভক্তকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত—ভক্তের সেবাগ্রহণের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তার অনুভব চিচ্ছক্তির ক্রিয়াতেই ভগবানের চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়। আবার, ভগবান্ "রসো বৈ সঃ"—রসরূপে তিনি ভক্তকর্ত্তৃক আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে তিনি ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসাদির আস্বাদক। তাঁহার মধ্যে আস্বাদনের স্পৃহা না থাকিলে আস্বাদনের আনন্দ তিনি উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহার রসিকত্বও বৃথা হইয়া যায়; তাই তাঁহার লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত রসাস্বাদনের স্পৃহাও লীলাশক্তির ক্রিয়াতেই তাঁহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সমস্ত স্পৃহা নিজবিষয়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও—এই সমস্ত স্পৃহার পরিপূরণে যে আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মে, সেই আনন্দ ও তৃপ্তি শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য বলিয়া মনে হইলেও, ইহার পর্য্যবসান কিন্তু ভক্তের প্রীতিতে; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি দেখিয়া ভক্ত প্রীত হয়েন—তাই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে লীলাশক্তি ও কৃপাশক্তি এ সমস্ত স্পৃহা জাগাইয়া দেয়, যেন ভক্ত পরমোৎসাহে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। গোপীপ্রেমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥ গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ। তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥ এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ—কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥ * * * অতএব সেই সুখে (গোপী সুখে) কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি—কামদোষে॥ ১।৪।১৫৬-৬৬॥"—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও ঠিক উক্ত কথাই বলা যায়; ভক্তকৃত সেবাগ্রহণের ইচ্ছার, কিম্বা লীলারস-আস্বাদনের ইচ্ছার পরিপূরণে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তাহাতে ভক্তের বা লীলাপরিকরদের সুখেরই পুষ্টি সাধিত হয়; তাই ইহা কাম নহে। সম্ভোগ-স্পৃহাদিরও তাৎপর্য্য এইরূপই—"পরস্পরসুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ—চক্রবর্ত্তী। উ. নী. সম্ভোগপ্রকরণ। ৪ শ্লোকের টীকা।" মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। ইহাই কৃষ্ণের উক্তি।

যাহাহউক, ভগবান্‌কে সেবা করিবার ইচ্ছা যেমন ভক্তের হৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান, ভক্তের সেবাগ্রহণের বা ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনের স্পৃহাও ভগবানের হৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান। ভগবান্ যখন যেইভাবের ভক্তের বা লীলা-পরিকরদের সান্নিধ্যে থাকেন, তখন সেই ভাবের অনুকূল সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত—সেই ভাবের ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে; ভক্ত তাহা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ সেবাদ্বারা তাঁহার

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তৃপ্তি বিধান করেন। ভগবানের অভীষ্ট-সেবা না করিতে পারিলে ভক্ত যেমন উৎকণ্ঠায় ও বিষাদে খিন্ন হইয়া পড়েন, প্রিয়ভক্তের সেবা গ্রহণ করিতে না পারিলেও—প্রিয়ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস-আস্বাদন করিতে না পারিলেও ভক্তবৎসল-ভগবান্ লীলাশক্তির ক্রিয়ায় তদ্রূপ খিন্ন হইয়া পড়েন (এরূপ না হইলে, ভক্তের প্রেম এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য বা প্রেমবশ্যতা নিরর্থক হইয়া যাইত)।

রাসস্থলীতে ব্রজগোপীদের সান্নিধ্যবশতঃ কান্তাভাবের সেবা গ্রহণ করার নিমিত্ত এবং মধুর-রস আস্বাদন করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক; প্রেম-পরাকাষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সন্নিধ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই স্পৃহা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা চরমসীমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল; কারণ, শ্রীরাধার সেবাবাসনাও অসমোর্দ্ধ—চরমসীমাপ্রাপ্ত। শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত-সেবা গ্রহণ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পড়িলেন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের **কামবাণে খিন্ন** হওয়ার তাৎপর্য্য। কাম অর্থ বাসনা, এস্থলে—কান্তাগণ-শিরোমণি শ্রীরাধার সেবা গ্রহণ করার বাসনা; সেই বাসনারূপ বাণ—কামবাণ; তদ্দ্বারা খিন্ন। বাণে বিদ্ধ হইলে লোকের যেরূপ যন্ত্রণা হয়, কান্তার সেবাগ্রহণের আশা এবং শ্রীরাধার প্রীতিবিধানের আশা ভঙ্গ হওয়াতেও শ্রীকৃষ্ণের মনে তদ্রূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল—ইহাই তাৎপর্য্য।

৮৮। **কাম**—প্রেয়সীর সেবা গ্রহণের বা কান্তাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা। **নির্ব্বাপণ**—নিভাইয়া দেওয়া; যেমন আগুন নিভাইয়া দেওয়া। **কাম-নির্ব্বাপণ**—কামরূপ অগ্নির নির্ব্বাপণ। ভগবান্ যখন যে-ভাবের ভক্তের সান্নিধ্যে থাকেন, তখন সেইভাবের ভক্তের সেবাগ্রহণের—সেইভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের—বাসনাই তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয় (পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রাসস্থলীতে কান্তাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আলিঙ্গিত হইয়া থাকায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কান্তাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল; রাসক্রীড়াদ্বারা সেই বাসনাই পরিপূরণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; হঠাৎ শ্রীরাধা রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়—জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রতপ্ত তীব্র-পিপাসাতুর-ব্যক্তির হস্ত হইতে প্রথম চুমুকের পরেই সুগন্ধি ও সুশীতল সরবতের গ্লাসটী কাড়িয়া লইয়া গেলে তাহার পিপাসা যেমন অধিকতর তীব্রতা ধারণ করিয়া জ্বালাময়ী হইয়া উঠে, তদ্রূপ শ্রীরাধা রাসস্থলী ছাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণের কান্তা-প্রেমরস-আস্বাদনের বাসনাও হঠাৎ যেন তীব্রতর হইয়া উঠিল, ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত আগুনের ন্যায় দাউ-দাউ-করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই যেন আর সেই আগুন নিভাইতে পারিলেন না; সেস্থানে রাসস্থলীতে রাসক্রীড়াপরায়ণা শতকোটি গোপসুন্দরী বিদ্যমান রহিয়াছেন—নাই কেবল শ্রীরাধা; এই শতকোটী গোপকিশোরী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কান্তাপ্রেমরস আস্বাদনের স্পৃহা প্রশমিত হইল না, তাঁহাদের দ্বারা প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনাও শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিলেন—শ্রীরাধার সেবাব্যতীত, শ্রীরাধার প্রেমরসের সিঞ্চন-ব্যতীত এই আগুন নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপ্রাসাদে যখন আগুন লাগে, ঘটী-ঘড়ার জলে—বা ঘটি-ঘড়া ভরিয়া পুকুরের জলে তাহা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না; খুব শক্তিশালী দমকলের দরকার—তীব্রবেগে অজস্রধারায় দমকলের জল পতিত হইলেই সেই আগুন নিভিবার সম্ভাবনা থাকে; তাই প্রাসাদবাসীরা ঘটী-ঘড়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি না করিয়া, কি পুকুরঘাটে না যাইয়া, দমকলওয়ালার নিকটেই ছুটিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ কান্তাপ্রেমরস-আস্বাদনের তীব্র-বাসনায় নিপীড়িত হইয়া রাসস্থলীস্থ শতকোটি গোপীকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে—ধাবিত হইলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—কান্তাপ্রেমরস আস্বাদনের বাসনা যে পরিমাণে শতকোটি গোপীদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল এবং এই বেশী পরিমাণের বাসনা এই শতকোটি গোপীর সাহচর্য্যেও জাগ্রত হয় নাই; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই তাহা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—তিনি পূর্ব্বে রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন, সেই শ্রীরাধার সাহচর্য্যেই

প্রভু কহে—যে লাগি আইলাঙ্ তোমাস্থানে।
সেই-সব-রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ ৮৯
এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় ॥ ৯০
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ— রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ? ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

—শ্রীরাধার স্বীয় সেবারাধনার প্রতিক্রিয়াতেই—শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এই অধিক-পরিমিত কান্তা-প্রেমাস্বাদন-বাসনা জাগ্রত হইয়াছে ; সুতরাং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই—এমন কি শতকোটি গোপীর সমবেত প্রেমসেবাদ্বারাও— এই বাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—অন্যান্য শতকোটি গোপ-সুন্দরীর প্রেম একত্র করিলে যাহা হয়, একা শ্রীরাধার প্রেম তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই শ্রীরাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।

৮৯। **রসবস্তু-তত্ত্ব**—রসরূপ বস্তুর তত্ত্ব বা বিবরণ। রস-শব্দের তাৎপর্য্য ভূমিকায় ভক্তিরস-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ; কোনও কোনও গ্রন্থে "বস্তুতত্ত্ব"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯০। **এবে**—তোমার নিকটে তত্ত্বকথা শুনিয়া। **সেব্য-সাধ্য**—সেব্য শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য শ্রীরাধাপ্রেম। "সেব্যসাধ্য"-স্থলে "সাধ্যসাধন" পাঠান্তরও হয়।

রায়ের মুখে উল্লিখিত বিবরণ শুনিয়া রাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী মহিমার কথা অবগত হইয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন—তিনি প্রীতিগদগদ-কণ্ঠে রামানন্দকে বলিলেন—"যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।"—সেব্য বস্তু কি এবং সাধ্য বস্তু কি, তাহা নির্ণীত হইল। কিন্তু প্রভুর কৌতূহল যেন এখনও উপশান্ত হয় নাই। তাই প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়। আরও কিছু শুনিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। বোধ হয় রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধেই আরও কিছু শুনিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন যেন অন্য কথা (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯১। প্রভু রামানন্দরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধিকার স্বরূপ কি, রসের তত্ত্ব কি, প্রেমের তত্ত্বই বা কি ?" এই প্রশ্ন শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ত্ব এবং রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে প্রভু যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই যেন জানা হইয়া গিয়াছে ; এখন যেন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছেন। মনে হইতে পারে—সেব্য ও সাধ্য বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সেবা ও সাধনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; এজন্যই যেন প্রভু সেব্য ও সাধ্যের স্বরূপবিষয়ক এবং রসাদির তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাহা বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যাইবে, এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই। রায়-রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন ; সেই প্রসঙ্গেই প্রভু রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে চাহিয়াছেন ; উদ্দেশ্য যেন—রাধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধাপ্রেমের সাধ্য-শিরোমণিত্ব। রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে প্রভু একটি মাত্র প্রশ্ন পূর্ব্বপক্ষের আকারে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তে রায়রামানন্দ তাহার সমাধান করিয়াছেন। এই সমাধানে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতূহল তখনও রহিয়া গিয়াছে। তাই তিনি কেবল বলিলেন—"এক্ষণে সাধ্যের নির্ণয় জানিলাম।—অর্থাৎ রাধাপ্রেমই যে চরম-সাধ্যবস্তু তাহা বুঝিলাম।" কিন্তু "রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি, তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম।"—একথা প্রভু বলিলেন না। প্রভুর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ—"অন্যনিরপেক্ষতা প্রেমের মহিমার পরিচায়ক সত্য ; এবং শ্রীরাধার প্রেম যে অন্য-নিরপেক্ষ, তাহাও সত্য। কিন্তু কেবল অন্য-নিরপেক্ষতাই রাধাপ্রেমের চরমতম বিকাশের পরিচায়ক নয়। রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না জানা যাইবে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে সাধ্যশিরোমণি বলা সঙ্গত হইবে না।" বাস্তবিক রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় পৌঁছিয়াছে, রায়-রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়েই প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" কিন্তু প্রভু প্রকাশ্যভাবে কোনও রূপ পূর্ব্বপক্ষ

কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে।
তোমা বহি কেহো ইহা নিরূপিতে নারে ॥ ৯২
রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥ ৯৩
তোমার শিক্ষায় পড়ি—যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ? ॥ ৯৪
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ ৯৫
প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥ ৯৬
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল ॥ ৯৭
তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥ ৯৮
তোমার ঠাঁই আইলাঙ, তোমার মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উত্থাপিত না করিয়া একটী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কৌশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায়। আর এক স্তবক বিকশিত হইবে—বিলাস-তত্ত্বের জিজ্ঞাসায়।

যে-কৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেম সম্যক্রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে-কৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করাইয়াছে, সেই কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিলে রাধাপ্রেমের মহিমার গুরুত্ব সম্যক্রূপে জানা যায় না। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। বাতাসের বেগে তৃণাদিও দোলায়িত হয়, তরুগুল্মাদিও দোলায়িত হয়; আবার বিরাট মহীরুহও উৎপাটিত হয়। যে বেগে বিরাট মহীরুহ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার শক্তি বা মহিমা অনেক বেশী। সুতরাং বায়ুবেগের শক্তির পরিমাণ জানিতে হইলে যে বস্তুর উপর তাহার প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার স্বরূপ জানা দরকার—তাহা কি ক্ষুদ্র তৃণ, না কি বিরাট মহীরুহ, তাহা জানা দরকার।

যে-রাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তত্ত্ব না জানিলেও তাঁহার প্রেমের মহিমা সম্যক্ জানা যায় না। তাই রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। সকল রকমের রসগোল্লারই আস্বাদ্যত্ব আছে; কিন্তু কোনও কোনও মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারকের রসগোল্লার আস্বাদন-চমৎকারিতা অপূর্ব্ব। তাই রসগোল্লার আস্বাদন-চমৎকারিত্বের পরিচয় পাইতে হইলে মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারীর পরিচয়ও জানা দরকার।

আর, যে প্রেমের এমন অদ্ভুত প্রভাব, সেই প্রেমের তত্ত্ব, সেই প্রেম স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা না জানিলেও তাহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারে না। তাই প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। যে মণিটী অদূরে ঐ অন্ধকারে জল্ জল্ করিতেছে, তাহা কি সাপের মাথার মণি, না কি কোনও খনিজাত মণি, না কি স্পর্শমণি—তাহা নিশ্চিতরূপে জানিলেই তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না; যেহেতু, পরিকর-ভক্তদের প্রেমের প্রভাবেই রসত্বের বিকাশ। রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে-রসত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই রাধাপ্রেমের মহিমাও অবগত হওয়া যায়। তাই রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

রায়-রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে এসমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

৯৪। **শুকের** শুকপাখীর। শুক (টিয়ে) পাখীকে যাহা পড়ান যায়, তাহাই পড়ে; কিন্তু পঠিত বিষয়ে তাহার অর্থবোধ হয় না। ৯৩-৯৫ পয়ার রামানন্দের দৈন্যোক্তি। ইহা বাস্তব কথাও। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে নানাবিধ সিদ্ধান্তের জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং প্রভুর প্রেরণাতেই রায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯৬-৯৯। এই কয় পয়ার—আত্মগোপনার্থ প্রভুর দৈন্যোক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৩২ পয়ারে **মায়াবাদী** শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা—সে-ই গুরু হয় ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এসমস্ত যে প্রভুর দৈন্যোক্তি, তিনি যে বাস্তবিকই মায়াবাদী ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম এবং প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্তবিচারে তিনি মায়াবাদখণ্ডন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্থাপন করিয়াছেন, জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদি হইতে ভক্তির উৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরম-পুরুষার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া প্রেমপ্রাপ্তির উপায়রূপে ভক্তিমার্গের সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন।

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া প্রভু যে তাঁহার মুখে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ করাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন (২।৬।১৯৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রভু এস্থলে (২।৮।৯৭ পয়ারে) বোধ হয়, তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। ইহাও প্রভুর দৈন্যোক্তি।

প্রভু যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে যাত্রা করেন, তখন রায়-রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে নিবেদন জানাইয়াছিলেন। (২।৭।৬০-৬৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভু দৈন্যের আবরণে সে কথারই এস্থলে (২।৮।৯৮ পয়ারে) উল্লেখ করিলেন।

সন্ন্যাসী জানিয়া--আমি সন্ন্যাসী বলিয়া। আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী; তাই তুমি মনে করিতেছ—আমাকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু রামানন্দ, তোমার এইরূপ ধারণা সঙ্গত নয়। কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই হইল উপদেশ-দানের যোগ্যতার পরিচায়ক; বর্ণ বা আশ্রমই যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। তুমি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয় প্রকার জ্ঞানই তোমার আছে; সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দানের সম্যক্ যোগ্যতাই তোমার আছে, সন্ন্যাসীকেও তুমি উপদেশ দিতে সমর্থ। পারমার্থিক ব্যাপারে সামর্থ্যই অধিকার দান করে। কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রায়-রামানন্দের নিকট পাঠাইয়া প্রভু তাহাই দেখাইয়াছেন।

১০০। **কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী** ইত্যাদি—বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন। এস্থলে "গুরু"-শব্দদ্বারা "শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু" দুইই বুঝায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্র ব্রাহ্মণের মন্ত্রদাতা-গুরু হইতে পারেন কিনা? উত্তর:—"কিবা বিপ্র" ইত্যাদি পয়ারের অভিপ্রায়ে বুঝা যায়, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও ব্রাহ্মণের মন্ত্রদাতা—গুরু হইতে পারেন। শূদ্র-বংশোদ্ভব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা-মহাপুরুষদিগের অনেকেরই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-জাতীয় মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নরোত্তম-দাস ঠাকুর-মহাশয় কায়স্থ ছিলেন, শ্যামানন্দঠাকুর-মহাশয় সদ্গোপ ছিলেন; অনেক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ও ইঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; অদ্যাপি ইঁহাদের এই সকল মন্ত্রশিষ্য-পরিবার বর্ত্তমান আছেন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে গুরুর লক্ষণ-বিষয়ে মন্ত্রমুক্তাবলী হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে জাতি-বিশেষের কোনও উল্লেখই নাই, কেবল অবদাতা-ন্বয়াদি কতকগুলি গুণের মাত্র উল্লেখ আছে; তাহাতে বুঝা যায়, যাঁহার ঐ সকল গুণ আছে, তিনিই মন্ত্রগুরু হইতে পারেন—এখন তিনি ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন। মনুসংহিতায়ও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুসংহিতা বলেন—"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ২।২৩৮ ॥—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতরলোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ-চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে (পঞ্চাননতর্করত্নকৃত অনুবাদ)।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লূকভট্ট—"অন্ত্যাৎ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অন্ত্যশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি—অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরমধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" এবং "পরং ধর্ম্মং" বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরং ধর্ম্ম" মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানম্—মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান।" অন্ত্যজ চণ্ডালও যে উপযুক্ত হইলে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান দিতে অধিকারী অর্থাৎ তিনিও যে দীক্ষাগুরু হইতে পারেন—তাহাই এই মনুবচন হইতে জানা গেল। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, অগস্ত্যসংহিতায় যে উল্লেখ আছে, "ব্রাহ্মণোত্তম"ই গুরু হইতে পারেন, আবার নারদ-পঞ্চরাত্রে যে আছে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ ১০১
যগুপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১০২
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেহোঁ রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারিবে না, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? উত্তর:—অগস্ত্যসংহিতায় ও নারদ-পঞ্চরাত্রে যে বিধি আছে, তাহা সাধারণ-বিধি; জাতির অভিমান যাহাদের আছে, তাহাদের জন্যই সাধারণ-বিধি। কিন্তু যাঁহারা জাত্যাদির অভিমানশূন্য, শুদ্ধ-ভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের জন্য এই বিধি নহে। যিনিই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, ভজনবিজ্ঞ রসিকভক্ত, তাঁহাকেই তাঁহারা গুরুপদে বরণ করিতে পারেন, তিনি শূদ্রই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন, তাহা তাঁহারা বিচার করিবেন না। কারণ, তাঁহারা বলিবেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারে জাতি মাত্র দুইটী; এক শ্রীকৃষ্ণভজন-পরায়ণ, অপর শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। যিনি ভজন-পরায়ণ, তিনি যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনিই গুরু-পদবাচ্য। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ পদ্মপুরাণ। অর্থাৎ এই জগতে দৈব ও আসুর—এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি; তন্মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ তাঁহারা দৈব, আর যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিহীন তাঁহারাই আসুর।"

গুরুসম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। মুণ্ডক ১।২।১২॥ —সেই ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া (সমিৎ গ্রহণপূর্ব্বক) বেদবিৎ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতও একথাই বলেন—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ১১।৩।২১॥—উত্তম শ্রেয়ঃ জানিবার জন্য যিনি ইচ্ছুক, তিনি বেদে এবং বেদানুগত-শাস্ত্রে সম্যক্ রূপে অভিজ্ঞ এবং পরব্রহ্ম ভগবানে অপরোক্ষ-অনুভবসম্পন্ন এবং কাম-ক্রোধাদির অবশীভূত গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবেন।" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—শাব্দে ব্রহ্মণি বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে নিষ্ণাতং নিপুণম্—বেদে এবং বেদ-তাৎপর্য্য-প্রকাশক অন্যশাস্ত্রে নিপুণ (গুরুর শরণাপন্ন হইবে)। শিষ্যের সংশয় নিরসনের নিমিত্ত গুরুর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; শিষ্যের সংশয় দূরীভূত না হইলে তিনি ভজন-বিষয়ে বিমনা হইতে পারেন, তাঁহার শ্রদ্ধাও শিথিল হইয়া যাইতে পারে। শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। আর গুরু যদি পরব্রহ্ম ভগবানে অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন না হন, তাঁহার কৃপাও ফলবতী হইবে না। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্ অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। কাম-ক্রোধ লোভাদির অবশীভূতত্বদ্বারাই পরব্রহ্মের অনুভূতি বুঝা যাইবে। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়ম্ ক্রোধলোভাদ্য-বশীভূতম্। এইরূপে শ্রুতি এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা গেল—যিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং যিনি ভগবানের অপরোক্ষ অনুভব সম্পন্ন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য, তিনি যে কোনও বর্ণেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, বা যে কোনও আশ্রমেই থাকুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। **কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা**—যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন। তত্ত্বজ্ঞ দুই রকমের—তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিও তত্ত্বজ্ঞ; আর তত্ত্ব-সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ অনুভূতি যাঁহার আছে, তিনিও তত্ত্বজ্ঞ। এই দুই রকমের তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর—ইহাই বিজ্ঞান। আর পরোক্ষজ্ঞান (বা কেবলমাত্র শাস্ত্রের আক্ষরিক জ্ঞান) হইল জ্ঞানমাত্র। অপরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে পরোক্ষ জ্ঞানের মর্ম্মও সম্যক্ বুঝা যায় না। এই পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা-শব্দে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ-অনুভূতিসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞানও যাঁহার আছে, তাঁহাকেই বুঝায়; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ই যাঁহার আছে, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা এবং তিনিই গুরু (দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়ই) হওয়ার যোগ্য—যে বর্ণেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন এবং যে আশ্রমেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

১০২-৩। **যগুপি রায়প্রেমী** ইত্যাদি। যদি বল, কোন অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর প্রশ্নে বিজ্ঞ জন যেরূপ উত্তর

রায় কহে আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার ॥ ১০৪
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে—তাহাই উচ্চারি ॥ ১০৫
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ-প্রধান ॥ ১০৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার ॥ ১০৭
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করেন, মহাপ্রভুর প্রশ্নেও রায়-রামানন্দ সেইরূপ উত্তর করিতেছেন; তবে মহাপ্রভু যে স্বয়ংভগবান্, তাহা কি রামানন্দ-রায় বুঝিতে পারেন নাই? তিনি কি মহাপ্রভুকে একজন শিক্ষার্থী সন্ন্যাসীমাত্র মনে করিয়াছিলেন? কিন্তু তাহাও তো সম্ভব নয়! কারণ, যাঁহাদের মন মায়ামুগ্ধ, তাঁহারাই স্বয়ং-ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দেখিয়াও চিনিতে পারেন না। মায়া ত রামানন্দ-রায়ের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ তিনি একে মহাভাগবত, তাতে আবার মহাপ্রেমী; সুতরাং তিনি যে মহাপ্রভুকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না। এখন ইহার মীমাংসা কি? **"তথাপি প্রভুর ইচ্ছা"** ইত্যাদি পয়ারে ইহার উত্তর দিতেছেন। পরমভাগবত মহাপ্রেমী রামানন্দ-রায়ের মনকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না সত্য, কিন্তু রামানন্দ-রায় যাহাতে প্রভুকে সম্যক্ চিনিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার মনকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। স্বীয় প্রেমপ্রভাবে মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেও, মহাপ্রভুর বলবতী ইচ্ছার ফলে রায়ের মন টলমল হইল; তাই রায় মহাপ্রভুকে সম্যক্ জানিয়াও যেন সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন। তাই রায়-রামানন্দ প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে অসম্মত হয়েন নাই। যদি প্রভু-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সময়-সময় রায়ের চিত্তে প্রচ্ছন্ন হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ রামরায় প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না; রায়ের এইরূপ অবস্থা যাহাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রভুর ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার লীলাশক্তি প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বকে সময় সময় রায়ের চিত্তে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। ২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর ইচ্ছা—রায়ের মনকে আচ্ছাদিত করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর বাসনা। **জানিতেহো**—স্বীয় প্রেমবলে রায়-রামানন্দ মহাপ্রভুকে স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেও। **টলমল**—বিচলিত; প্রভুর স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচলিত।

১০৪। **নট**—নর্ত্তক। **সূত্রধার**—নাটকের পাত্রবিশেষ; নাটকের নান্দীবচনের পরে সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় বিষয়ের সূচনা করেন। সূত্রধারের ইঙ্গিতে নটকে নৃত্য করিতে হয়, নটের নিজের কর্ত্তৃত্ব কিছু থাকে না।

অথবা, **নট**—নৃত্যকারী পুতুল। **সূত্রধার**—যিনি সূতা ধরিয়া সূতার সাহায্যে পুতুলকে নাচান। পুতুল-নাচেতে অচেতন পুতুলের যেমন কোনও কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই, যিনি সূতার সাহায্যে পুতুলকে নাচান, সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব যেমন তাঁহারই; তদ্রূপ প্রভু, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমারও (রায়-রামানন্দ বলিতেছেন) কোনওরূপে কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই; কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব তোমারই; তুমি যাহা বলাও, তাহাই আমি বলি।

১০৫। রায় আরও বলিলেন—"বীণাধারী না বাজাইলে যেমন বীণা বাজে না—বীণাধারী বীণাতে যে শব্দ উঠাইতে ইচ্ছা করে, বীণায় যেমন সেই শব্দই উঠে, অন্যরূপ শব্দ তাহাতে উঠে না—তদ্রূপ তুমি আমাদ্বারা যাহা বলাইতে চাহ, আমি তাহাই বলি; তোমার ইঙ্গিত ব্যতীত আমি কিছুই বলিতে পারি না।"

১০৬-৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯১ পয়ারে প্রভু চারিটী বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব। রায় ক্রমে ক্রমে এই চারিটী তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমে ১০৬-১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। ৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর। **সর্ব্ব-অবতারী**—সমস্ত অবতারের মূল। **সর্ব্বকারণ প্রধান**—সমস্ত কারণের কারণ। ১০৬-১০৮ পয়ার পরবর্ত্তী "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্রয়তত্ত্ব—সমস্তেরই আধার বা আশ্রয়, তাহাই ১০৭ পয়ারে বলা হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দতনু—শ্রীকৃষ্ণের তনু (বা বিগ্রহ, দেহ) প্রাকৃত-রক্তমাংসাদিতে গঠিত নহে, পরন্তু সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়—শুদ্ধসত্ত্বময়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তনুর কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক। ৩।২।৩॥" গোপালতাপনী-শ্রুতিও বলেন—শ্রীকৃষ্ণ "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ পূ. তা.। ২১॥" এই গোপাল-কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, "ওঁ যোঽসৌ পরংব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উত্তর-গোপালতাপনী॥ ২৪॥" ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপই স্বয়ং-ভগবান্, সর্ব্বকারণ-কারণ; অন্য কোনও স্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ নহেন। **সর্ব্বশক্তি** ইত্যাদি—স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং সর্ব্বরসপূর্ণ।

এস্থলে একটি কথা বিবেচ্য। ২।৮।১১ পয়ারে প্রভু চারিটি তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব। কিন্তু আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হয়, রায়-রামানন্দ মুখ্যতঃ মাত্র দুইটি তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব; ১০৬-১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং ১১৫-৪৫ পয়ারে রাধাতত্ত্ব। অবশ্য রাধাতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে ১২০-২৩ পয়ারে প্রেমতত্ত্বও বর্ণনা করা হইয়াছে; পরবর্ত্তী ১৪৬-পয়ারে প্রভুও বলিলেন—"জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব।" রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুও আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

তাৎপর্য্য বোধ হয় এই। রায়ের মুখে শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ খ্যাপিত করিয়া শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমোৎকর্ষ খ্যাপনই প্রভুর উদ্দেশ্য। শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—রসোবৈ সঃ; রসো ব্রহ্ম। আবার গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ গীতা ১০।১২॥" সুতরাং শ্রুতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই রসস্বরূপ বলিয়াছেন। রসত্বের পূর্ণতম বিকাশেই ব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ; রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রসাস্বাদন ও ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং রসতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, অথবা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও রসতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত; যে-ই রস, সে-ই কৃষ্ণ, অথবা যে-ই কৃষ্ণ, সে-ই রস। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গেই ১০৮-১৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের কথা বা রসত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রস-শব্দের দুইটী অর্থ—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক; আস্বাদ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক এবং আস্বাদকরূপে তিনি পরম-রসিক, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি। ১০৮-১৪ পয়ারে তাঁহার আস্বাদ্যত্বের—পরম-চিত্তাকর্ষকত্বের কথাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; যেহেতু, রাধা-প্রেম-মহিমার উৎকর্ষ-খ্যাপনের নিমিত্ত ইহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়; স্বীয় মাধুর্য্যে যিনি আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, শ্রীরাধার যে প্রেমে তিনিও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেমের এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য তাঁহার রসিকত্বের বর্ণনা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; ১১১-পয়ারে তাঁহাকে রসের বিষয় বলাতেই তাঁহার রসিকত্বের কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে (২।৮।১১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); অন্যান্য পয়ারেও তাহা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনার প্রসঙ্গেই রসতত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে; রায়-রামানন্দ প্রভুর জিজ্ঞাসিত চারিটী তত্ত্বের বর্ণনাই দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণে যে কেবল মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাই নহে; ঐশ্বর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; ১০৬-৭ পয়ারে তাহাই দেখান হইয়াছে। তিনি পরম-ঈশ্বর, সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, তাঁহা হইতেই অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা, সর্ব্ব-অবতারী, সমস্তের মূল এবং একমাত্র কারণ, অথচ তাঁহার কোনও পৃথক্ কারণ বা মূল নাই, তিনি স্বয়ংসিদ্ধ, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব—অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত-ধাম, অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই সমস্ত তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত। কত বড় বিরাট বস্তু, বিরাট তত্ত্ব; **কিন্তু এতাদৃশ বিরাট-তত্ত্ব হইয়াও তিনি শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত!**

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৯

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবার এতাদৃশ বিরাট তত্ত্ব হইয়াও, সমস্তের আধার বলিয়া সর্ব্বব্যাপক-তত্ত্ব হইয়াও কিন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ-তনু, তাঁহার নরবপু; পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান নরবপুতেই তিনি স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক। অনাদি এবং সর্ব্ব-কারণ-কারণ হইয়াও তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন—ব্রজরাজ-নন্দের পুত্র। বস্তুতঃ নন্দ-মহারাজ বা যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির অভিব্যক্তি-বিশেষ; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের অভিমান এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা; আর শ্রীকৃষ্ণেরও অভিমান এই যে, তিনি নন্দ-যশোদার পুত্র। এই সম্বন্ধ কেবল-অভিমানজাত, বাস্তব-জন্মগত নয়; শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য (ভূমিকায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাৎসল্য-রসের আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ অভিমান। ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শব্দেও শ্রীকৃষ্ণের রসিকত্বের—বাৎসল্য-রস-আস্বাদকত্বের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ বিদ্যমান।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই—নন্দ-যশোদার লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য, তাড়ন-ভর্ৎসনের যোগ্য পুত্র বলিয়া নিজেকে মনে করা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ," নন্দ-যশোদার স্নেহের পাত্র শিশুরূপেও তিনি স্বয়ং-ভগবান্। অবশ্য স্বয়ং-ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন; লীলাশক্তির প্রভাবে তিনি জানেন না যে, তিনি ভগবান; আর নন্দ-যশোদাও তাহা জানেন না; জানিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বের অভিমানই জাগিত না, বাৎসল্যরসের আস্বাদনও সম্ভব হইত না, তাঁহার রসিকত্বও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে বিকশিত থাকাসত্ত্বেও কিন্তু ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই; এস্থানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত, মাধুর্য্যদ্বারা পরিনিষিক্ত, মাধুর্য্যের আবরণে আবৃত, তাই পরম-মধুর; ভীতি বা সঙ্কোচের উদ্রেক করে না; মাধুর্য্যের অনুগত বলিয়া মাধুর্য্যের সেবা করাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের ধর্ম্ম; মাধুর্য্যদ্বারা পরিনিষিক্ত এবং পরিমণ্ডিত হইয়াই ব্রজের ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যময়ী লীলায় মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে—লীলারসের পুষ্টিবিধান করিয়া। ব্রজে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগত। মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশেই রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ। এইরূপে ১০৮ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের পরিচয় দেওয়া হইল।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৬-৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৯। **অপ্রাকৃত**—যাহা প্রাকৃত নহে, যাহা চিন্ময়, তাহাকে বলে অপ্রাকৃত; যাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নয়। **নবীন**—নূতন; নিত্য নবায়মান। **মদন**—যে মত্ততা জন্মায়। যে কামনা জন্মায়, তাহাকে বলে কাম; উদ্দাম কামনা জন্মাইয়া যিনি মত্ততা জন্মান, তাঁহাকে বলে মদন। যিনি প্রাকৃত বস্তুতে—দেহ-দৈহিক বস্তুতে—কামনা জন্মান, তাঁহাকে বলে প্রাকৃত কাম (বা কামদেব)। যিনি অপ্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মান—অপ্রাকৃত বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মান—তিনি অপ্রাকৃত কামদেব। প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা জন্মাইয়া যিনি মত্ত করিয়া তোলেন, তিনি প্রাকৃত মদন; আর অপ্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা (বা বলবতী ইচ্ছা) জন্মাইয়া যিনি উন্মত্ত করিয়া তোলেন, তাঁহাকে বলে অপ্রাকৃত মদন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু; তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি সমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু; এই অপ্রাকৃত বস্তুতে—নিজের প্রতি, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আস্বাদনের নিমিত্ত—কামনা জন্মান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কামদেব এবং এই কামনাকে উদ্দাম—অত্যন্ত বলবতী—করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া দেন বলিয়া তিনি **অপ্রাকৃত-মদন।** প্রাকৃত জগতে দেখা যায়—কাম্যবস্তু লাভের পরে তৎপ্রাপ্তি-লালসা প্রশমিত হইয়া যায়, প্রাপ্ত বস্তুর আস্বাদনের পরে আস্বাদন-লালসাও প্রশমিত হইয়া যায়—সেই লালসায় বা আস্বাদনে নূতনত্ব কিছু থাকে না;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে—অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ে—তদ্রূপ হয় না; কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা—কামনা—আরও বাড়িয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আস্বাদনেও আস্বাদন-বাসনা কমে না, বরং আরও বাড়িয়া যায়—(তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর। ১।৪।১৩০)। কৃষ্ণপ্রাপ্তির এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আস্বাদনের পরেও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন নিত্য নূতন—নিত্য নবায়মান বলিয়া মনে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই তৎসমস্ত প্রাপ্তির ও আস্বাদনের কামনা যেন বর্দ্ধিতবেগে নূতন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে—নূতন নূতন করিয়া শক্তি ধারণ করিয়া, নূতন নূতন উদ্দামতা লাভ করিয়া নূতন নূতন উন্মত্ততা জন্মাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, অচিন্ত্যমাহাত্ম্যে—স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিষয়ে নিত্য-নবায়মান-কামনার উদ্দামতা দ্বারা এইরূপ নিত্য-নবায়মান-মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে **অপ্রাকৃত-নবীন-মদন** বলা হয়। এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের ধাম-শ্রীবৃন্দাবন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন হইলেও, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রবলবেগে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিলেও, মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্ত সেই আকর্ষণে সাড়া দেয় না; মায়ামুগ্ধচিত্তকে সেই আকর্ষণে সাড়া দেওয়ার যোগ্য করিতে হইলে উপাসনা বা সাধনের প্রয়োজন; কিরূপে সেই উপাসনা করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন—কামবীজ ইত্যাদি বাক্যে।

কামবীজ—অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বীজ; বীজমন্ত্র। **কামগায়ত্রী**—অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার গায়ত্রী। "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতঃ। যে ব্যক্তি গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করে, তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পায় বলিয়া ইহাকে গায়ত্রী বলে।" যে ভাবের প্রাধান্য দিয়া যে দেবতার উপাসনা করা হয়, সেই ভাবের দ্যোতক—স্বরূপ-প্রকাশক—ধ্যানাত্মক মন্ত্রই গায়ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-নবীনমদন—অপ্রাকৃত কামদেব; তদনুরূপ স্বরূপ-দ্যোতক গায়ত্রীমন্ত্রই কামগায়ত্রী—কামদেবের গায়ত্রী। এই গায়ত্রী-জপের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নবীন-মদনরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হইতে পারে এবং উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবতী কামনা চিত্তে উদ্বুদ্ধ করাইতে পারে; তাই এই গায়ত্রীর নাম কামগায়ত্রী। কামগায়ত্রী ও কামবীজ গুরুসকাশে জ্ঞাতব্য। কামগায়ত্রীর অর্থ ২।২১।১০৪-১৪ ত্রিপদীতে দ্রষ্টব্য।

ক্লীঁ এইটী কামবীজ; ক, ল, ঈ, ঁ এই কয়টী অক্ষরের যোগে কামবীজ। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—কামবীজান্তর্গত ক-কারের অর্থ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; ঈ-কারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী পরমা-প্রকৃতি (সর্ব্ব-প্রেয়সী-শিরোমণি, সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী) শ্রীরাধা; ল-কারের অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ; নাদবিন্দুর (ঁ-এর) অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্য। "ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। ঈ-কারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী॥ লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং তত্রোশ্চ কীর্ত্তিতম্। চুম্বনানন্দমাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ॥" এই প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে—কামবীজ লীলাবিলসিত-শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম-মধুর যুগলিত-স্বরূপকেই সূচিত করিতেছে। শ্রুতি বলেন—ক্লীঁ (বা ক্লীম্) এবং ওঙ্কার এক এবং অভিন্ন। "ক্লীমোঙ্কারস্যৈকত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ গো. তা. উ. ৫১॥" ওঙ্কার হইতে যেমন বিশ্বের সৃষ্টি, ক্লীম্ হইতেও তদ্রূপ বিশ্বের সৃষ্টির কথা জানা যায়। বৃহদ্-গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—"ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।—শ্রুতি বলেন, ভগবান্ ক্লীম্ এই কামবীজ হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।" ইহাদ্বারা কামবীজ ও প্রণবের একত্বই সূচিত হইতেছে; কিন্তু উভয়ে এক এবং অভিন্ন হইলেও কামবীজ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-মধুর যুগলিত-স্বরূপকে এবং শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপকে—অপ্রাকৃত-নবীন-মদন-রূপকে অনাবৃত-ভাবে সূচিত করে বলিয়া কামবীজকেই প্রণবের রসাত্মক রূপ মনে করা যায়। এইরূপে কামগায়ত্রীও সাধারণ বৈদিক-গায়ত্রীরই রসাত্মক রূপ (ভূমিকায় **প্রণবের অর্থবিকাশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য**)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৮ পয়ারে বাৎসল্যভাবের অনুরূপ রসত্বের বিকাশের কথা বলা হইয়াছে; বাৎসল্যভাব-বিগ্রহ নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবোচিত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যরস আস্বাদন করেন; শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-ভাবের আস্বাদ্য রস এবং বাৎসল্যরসের আস্বাদক-রস। কিন্তু বাৎসল্য-ভাবোচিত রস অপেক্ষাও যে রসের পরম-উৎকর্ষময় বিকাশ আছে, তাহাই এই ১০৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পরম-বৈশিষ্ট্যময় বিকাশটী হইতেছে মধুরভাবোচিত বা কান্তাভাবোচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ হইলেও পরিকরদের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত করিয়া উচ্ছলিত ও তরঙ্গায়িত করিতে পারে; যে পরিকরদের মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও ততটুকুই বিকশিত হয়। মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; তাই তাঁহাদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—এত বেশী বিকাশ যে, তিনি তখন অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপে প্রতিভাত হন। এই অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপের বৈশিষ্ট্যের কথা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রসময়-বিগ্রহ, ভাবময়-বিগ্রহ; তাই যে রসোচিত-ভাবের সান্নিধ্যে তিনি যখন থাকেন, তখন সেই রসোচিত ধর্ম্মই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই যশোদামাতার কোলে যিনি স্তন্যাভিলাষী শিশু, ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকটে তিনিই নবকিশোর নটবর। জীবের প্রাকৃত দেহে এইরূপ ভাবানুরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়; সুনিপুণ অভিনেতার মুখে মাত্র তাঁহার অন্তরের ভাব সামান্য একটু ছায়া ফেলিতে পারে; কিন্তু ভগবান্ বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া এবং তাঁহাদের ভাবও শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস-বিশেষ বলিয়া—সুতরাং ভাব ও তাঁহাদের বিগ্রহ স্বরূপতঃ একই বস্তু বলিয়া—তাঁহাদের দেহাদিও ভাবানুরূপ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারে। ভগবতী-ভাবের আবেশে মহাপ্রভু ভগবতীর রূপই ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্ষঃ হইতে স্তন্যও ক্ষরিত হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আস্বাদ্যরস এবং ব্রজসুন্দরীদিগের কান্তারসের আস্বাদকও, তাহাও এই পয়ারে সূচিত হইল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই পয়ারে প্রথম অর্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত-নবীন-মদন বলাতে তাঁহার মাধুর্য্যের—সুতরাং রসত্বেরও—চরমতম বিকাশের কথাই বলা হইল; ইহা প্রাসঙ্গিক; কিন্তু দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে যে তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা বলা হইল, তাহার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের রসত্ব-বিকাশের প্রসঙ্গে তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা কেন বলা হইল? উত্তর এই। উপাসনার মন্ত্র ও বীজ—উপাস্য-স্বরূপেরই পরিচায়ক। প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং অত্যন্ত ব্যাপক; প্রণব অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝায়; যেহেতু, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ হইলেন প্রণবাত্মক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ। আবার প্রণব ও কামবীজ একই অভিন্ন; অভিন্ন হইলেও কামবীজ হইল প্রণবেরই রসাত্মক রূপ (প্রণবের অর্থ-বিকাশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। রসত্বের এবং ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁহাদের অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি বিরাজমান, তদ্রূপ কামবীজের মধ্যেও প্রণবের সমস্ত অর্থ বিদ্যমান। তথাপি সমস্তের আধার হইয়াও রসস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন অপ্রাকৃত-নবীন-মদন—পরম-রসময়, পরম-চিত্তাকর্ষক,—তদ্রূপ প্রণবার্থগর্ভ কামবীজও পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক। তাই কাম-বীজ এবং প্রণব একই বস্তু হইলেও কামবীজের রূপই হইতেছে শুদ্ধ-রসাত্মক। অনন্ত-ভগবৎ-রূপাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর-পরম-মধুর রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত, তদ্রূপ ওঙ্কাররূপ প্রণবের অনন্ত অর্থও কামবীজের পরম-চিত্তাকর্ষক রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত। গায়ত্রী-সম্বন্ধেও ঐ কথা। সাধারণ জপ্য-বৈদিক গায়ত্রীর রসাত্মক রূপই কামগায়ত্রী (ভূমিকায় প্রণবের অর্থবিকাশ-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সাধারণ বৈদিকগায়ত্রীর একাধিক অর্থ সম্ভব; কোনও কোনও অর্থে পরব্রহ্মের মাধুর্য্যময় স্বরূপের পরিবর্ত্তে ভীতি-সঞ্চারক ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপও বুঝাইতে পারে; আবার কোনও কোনও অর্থে ব্রহ্মকে বা ভগবান্‌কে না বুঝাইতেও পারে; কিন্তু কামগায়ত্রীর একরকম অর্থই

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ ১১০

তথাহি (ভা.—১০।৩২।২)—
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৩০

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্ভব এবং সেই অর্থটী হইতেছে—অপ্রাকৃত নবীন-মদন। এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপাদি সমস্তই অন্তর্ভূত, তদ্রূপ সাধারণ জপ্য বৈদিকগায়ত্রীর যাবতীয় অর্থও কামগায়ত্রীর অন্তর্ভূত; অথচ এই কামগায়ত্রী পরিচয় দিতেছে অপ্রাকৃত-নবীন-মদনের; সুতরাং বৈদিকগায়ত্রী এবং কামগায়ত্রী—প্রণব ও কামবীজের ন্যায়—অভিন্ন হইলেও কামগায়ত্রীর রূপটাই রসময়—ইহা বৈদিক গায়ত্রীরই রসাত্মকরূপ। এই রসাত্মক কামবীজ এবং রসাত্মক কামগায়ত্রীর দ্বারা যাঁহার উপাসনা, তিনি যে পরম-রসময়, পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এতাদৃশ কামবীজ এবং কামগায়ত্রীদ্বারা যাঁহার উপাসনা, ঐশ্বর্য্য-প্রধান-ভাবাদি-দ্যোতক বীজ এবং গায়ত্রীদ্বারা উপাসনায় যাঁহার পরম-স্বরূপত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, সেই অপ্রাকৃত-নবীন-মদনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য-সূচনার জন্যই তাঁহার উপাসনা-বিধিরও অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যদ্বারা উপাস্য-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়; সুতরাং আলোচ্য ১০৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপাসনা-বিধির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসত্ব-বিকাশের অপূর্ব্বতাই সূচিত হইয়াছে।

১১০। **যোষিৎ**—স্ত্রীলোক। **স্থাবর**—যাহা চলিতে পারে না, যেমন বৃক্ষলতাদি। **জঙ্গম**—যাহা চলিতে পারে, যেমন, মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি। **সর্ব্বচিত্তাকর্ষক**—সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন যিনি। **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং। **মন্মথ**—মনকে মথিত করেন যিনি; কামদেব। **মদন**—মত্ততা জন্মান যিনি; কামদেব। **মন্মথ-মদন**—যিনি সকলের চিত্তকে মথিত করেন এমন যে কামদেব, তাঁহার চিত্তকেও মথিত করিয়া উন্মত্ত করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই মন্মথ-মদন। ১।৫।২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত মদন বলিয়া পুরুষ-নারী, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে তো আকর্ষণ করেনই—এমন কি অপর সকলের চিত্তকে মথিত করেন যিনি, সেই কামদেবও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া পড়েন।

"মন্মথ-মদন"-শব্দে মদন-মোহনকে বুঝাইতেছে। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।"—এই প্রমাণ-বলে শ্রীরাধার সান্নিধ্যবশতঃই শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্বের, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্বের চরমতম-বিকাশ, মাধুর্য্যের (সুতরাং আস্বাদ্য-রসত্বের) চরমতম বিকাশ সম্ভব; শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশময় প্রেমই এরূপ মাধুর্য্যবিকাশের হেতু। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মন্মথ-মদন-রূপেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে মন্মথ-মন্মথ বা মন্মথ-মদন, তাহার প্রমাণরূপে "তাসামাবিরভূৎ"-ইত্যাদি শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১১। শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্ব দেখাইতেছেন ১০৮-১৪ পয়ারে এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছেন। রসই সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে; শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ বলিয়াই তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক; তাই এস্থলে তাঁহার রস-স্বরূপত্বের উল্লেখ।

নানা ভক্তের—শান্ত-দাস্যাদি নানা ভাবের নানাবিধ ভক্তের। **নানাবিধ রসামৃত**—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই সাতটী গৌণরস

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
সামান্যভক্তিলহর্য্যাম্ (১)—

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি সামান্যভগবদাবির্ভাব-পর্য্যায়স্তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখং অতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চেতি নিরুক্তেঃ পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ অসুরাণামপি মুক্তিপ্রদত্বেন স্ববৈভবাতিক্রান্তসর্ব্বত্বেন পরমাপূর্ব্ব-প্রেমমহাসুখপর্য্যন্তসুখবিস্তারকত্বেন স্বয়ং ভগবত্বেনচ তস্যৈব প্রসিদ্ধেঃ। অতএব অমরেণাপি তৎপ্রাধান্যেনৈব তানি নামানি প্রোক্তানি। বসুদেবোঽস্য জনক ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এতদেব সর্ব্বং জয়তীত্যর্থেন স্পষ্টীকৃতম্। সর্ব্বোৎকর্ষেণ বৃত্তির্নাম তত্তদেবেতি। অতএব প্রাকট্যসময়মাত্রদৃষ্ট্যা যা লোকস্য অপ্রতীতিঃ তস্যাঃ নিরাসকো বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। তথাচ প্রমাণানি। বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ। যমিহ নিরীক্ষ্য হতাগতাঃ স্বরূপমিতি। স্বয়ন্তসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ইতি। যস্যাননং মকরকুণ্ডল-চারুকর্ণং ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ইতি। কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণু-গীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ইতি। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ইতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইতি। জয়তি জগন্নিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে। অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ। অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্ত্যাদ্যাঃ দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তি র্যস্য সঃ। আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্যেতি। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে ইতি। মল্লানামশনিরিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েদিতি শ্রীগোপাল-তাপনীভ্যশ্চ। তত্রাপি রসবিশেষ-বিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে। অতএবাদিরস-বিশেষ-বিশিষ্টসম্বন্ধেন নিতরাং। তথা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্‌ভিঃপিবন্ত্যনু-সবাভিনবং দুরাপমেকান্তধামযশসঃশ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি। ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দ্দধদিত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু মুখ্যা দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়ন্তে যথা। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি পাঠান্তরম্। তথেতি দশম্যপি তারকানাম্নৈবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াম্। দ্বারকামাহাত্ম্যেচ। ললিতোবাচে-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

—মোট বারটী রস। বিশেষ বিবরণ ২।১৯।১৫৯-৬০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। বিষয়-আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ এই বারটী রসেরই বিষয় এবং আশ্রয় (বা আধার) উভয়ই। শান্তাদি রসের ভক্তগণ যখন স্ব-স্ব-ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা তাঁহাকে শান্তাদি রস আস্বাদন করান, তখন তিনি এই সকল রসের বিষয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুরূপ কার্য্যদ্বারা তাঁহার শান্তাদিভাবের ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভাবের অনুরূপ রস আস্বাদন করান, তখন তিনি সে সমস্ত রসের আশ্রয় বা আধার। খেলায় হারিয়া সখাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করেন কিম্বা যখন কোনও সখাও প্রীতিভরে তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দেন, তখন তিনি সখ্যরসের বিষয়; আবার যখন খেলায় হারিয়া তিনি তাঁহার সখাগণকে কাঁধে বহন করেন, কি প্রীতিভরে কোনও সখার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দান করেন, তখন তিনি সখ্যরসের আশ্রয়। অন্যান্য রস সম্বন্ধেও এইরূপ। বিষয়রূপে তিনি আস্বাদক এবং আশ্রয়রূপে আস্বাদ্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অখিল-রসামৃতমূর্তিঃ (সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁহার পরমানন্দময়মূর্তি) প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ (প্রসরণশীল-কান্তিদ্বারা যিনি তারকাপালিকে রুদ্ধ করিয়াছেন), কলিতশ্যামললিতঃ (যিনি শ্যামা ও

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তেভ্যোঽন্যা ললিতা শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে। পূর্ব্বোক্তাস্তু রাধা-ধন্যা-বিশাখাশ্চ, তদেতদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যামুখ্যাভি রুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তারকাপালী তাবন্নিষ্কষ্য তাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহপ্রস্মরেতি। প্রস্মরাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভী রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ। পালিকেতি সংজ্ঞায়াং কন্ বিধানাৎ। পালীতি দীর্ঘান্তোঽপি ক্বচিদ্দৃশ্যতে। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ, কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ। অথ পরমুখ্যয়া আহ রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। ইগুপধজ্ঞাপ্রীগ্,কিরঃ ক ইতি কর্ত্তরি ক-প্রত্যয়ো বিধেয়ঃ অতএব অস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্ যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। অতএব মাৎস্যস্কান্দাদৌ, শক্তিত্বসাধারণ্যেন অভিন্নতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ। রুক্মিণীদ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ইতি। ঋক্পরিশিষ্টশ্রুতাবপি। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেম্বিতি। অতএবাহঃ। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি। অথ শ্লেষার্থব্যাখ্যা। তত্রৈব শ্লেষেণোপমাং সূচয়ং স্তয়া অর্থবিশেষং পুষ্ণাতি। সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেন উপমেয়ম্। সর্ব্বতমস্তাপজদুঃখশমকত্বেন সর্ব্বসুখপ্রদত্বেন চ তত্র পূর্ব্ববন্নিরুক্তিপর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে রাকাপত্যেরেব বিধুত্বং মুখ্যং পর্য্যবস্যতীতি সর্ব্বতঃ প্রভাবাৎ পূর্ণত্বাংশেন চ এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমনত্বাদিনাস্তীতি নোপমানযোগ্যতা। ততো বিধুঃ সর্ব্বত উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি লভ্যতে। এবং বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্তু প্রতিঋতুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়াপ্যবৃত্তেঃ। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি অখিলেত্যাদিভিঃ। অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযুষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তির্মণ্ডলং যস্য। অত্র শব্দেন সাম্যং রমনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যোজ্যং তথা প্রস্মরাভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধা আবৃতা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন। ইতি পূর্ব্ববৎ নিজকান্তিবশীকৃতকান্তিমতীগণবিরাজমানত্বাংশেনার্থে-নাপি জ্ঞেয়ম্। কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রেঃ ললিতং বিলাসো যেন ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্। তথা শ্যামাতু গুগ্‌গুলৌ। অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধৌ। ত্রিবৃতা শারিকা গুন্দ্রা নিশা কৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুম্বিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অধিকপ্রীতিমান্। ঋতুরাজঃ পূর্ণিমায়াং তদনুগামিত্বাৎ ইতি তদনুগতিমাত্রসাধ্য-স্ববৈভববিজ্ঞত্বাংশেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্। উপমানস্য চৈতানি বিশেষণান্যুৎকর্ষবাচকানি সূর্য্যাদেস্তা দৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তারানাশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিতত্বাভাবাৎ সুখবিশেষকররাত্রিবিলাসাভাবাৎ তাদৃশবিজ্ঞত্বানভি-ব্যক্তেশ্চেতি। সিদ্ধান্তরসভাবানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়োরপি। অনন্তত্বাৎ স্ফুটত্বাচ্চ ব্যজ্যতে দুর্গমত্বিহ। লিখনং সর্ব্বমেবাস্মিন্না-শঙ্কানাশগর্ভিতম্। বৃথেত্যাশঙ্কয়া তত্র নামধেয়মবুদ্ধিভিঃ। গ্রন্থকৃতাং স্মরণ্যাৎ, কতিচিৎ পাঠাস্তু যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি। শ্রীজীব। ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন), রাধাপ্রেয়ান্ (শ্রীরাধার প্রিয়) বিধুঃ—(শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র) জয়তি (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। শান্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁহার পরমানন্দময়-মূর্ত্তি, প্রসরণশীল-কান্তিদ্বারা যিনি তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ৩১

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে শ্রীরূপগোস্বামী এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের জয় কীর্ত্তন করিয়া। এই শ্লোকের মূল বাক্যটী হইতেছে—বিধুঃ জয়তি—বিধু জয়যুক্ত হউক, সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করুক। বিধুঃ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখং অতিক্রমতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চ (শ্রীজীব)। যিনি সমস্ত দুঃখের খণ্ডন করেন, সমস্তকে অতিক্রম করেন (সুতরাং যিনি সর্ব্ববৃহত্তম, অসমোর্দ্ধ); অথবা, যিনি সমস্ত সুখ-বিধান করেন, সমস্তই করেন—তিনিই বিধু। উক্তরূপ অর্থসমূহের পর্য্যবসান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে; যেহেতু, তিনি অসুরদিগকেও মুক্তি দান করিয়া তাহাদের সংসার-দুঃখ দূর করেন, স্বীয় প্রভাবে সকলকে অতিক্রম করেন (তাঁহার প্রভাবের নিকট অপর সকলের প্রভাব পরাভূত), পরম অপূর্ব্ব-স্ববিষয়ক-প্রেম-মহাসুখ বিস্তার করিয়া সকলকে পরমানন্দ-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। আবার ঐ সমস্ত অর্থের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লৌকিক চন্দ্রেও দৃষ্ট হয়। যথা, চন্দ্র অন্ধকার-জনিত দুঃখ হরণ করে এবং তদ্দ্বারা অন্ধকারক্লিষ্ট ও তাপক্লিষ্ট লোকদের সুখ বিধান করে; পূর্ণচন্দ্রেই এই গুণের সর্ব্বাধিক বিকাশ। সূর্য্য অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু উত্তাপজনিত দুঃখ দূর করিতে পারে না, বরং সময় বিশেষে তাহা বর্দ্ধিত করে; তাই বিধু-শব্দে সূর্য্যকে বুঝায় না। এইরূপে দেখা গেল, বিধু-শব্দের দুইটী অর্থ—চন্দ্র এবং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র। ভগবান্ ও তাঁহার মাহাত্ম্যাদি লোকের প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর, তাঁহার কোনও কোনও গুণের সামান্য আভাসের সহিত যদি আমাদের পরিচিত কোনও বস্তুর গুণের তুল্যতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর সহিত উপমা দিয়া ভগবদ্‌গুণাদির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হইলে আমাদের পক্ষে ধারণা করার একটু সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়াই শ্লোককার চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুঃখহারিত্ব ও সুখদায়কত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, এই শ্লোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে—এক অর্থ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে, আর এক অর্থ চন্দ্রপক্ষে। শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার অনুসরণ করিয়া উভয় রকমের অর্থ প্রকাশের চেষ্টাই এস্থলে করা হইতেছে। সেই বিধু কি রকম? তাহাই কয়েকটী বিশেষণে প্রকাশ করা হইতেছে। **অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) অখিল (সমস্ত) রস (শান্তাদি দ্বাদশ-রসের সমস্তই অখণ্ডভাবে) যাঁহাতে বিদ্যমান্, সেই অমৃতই (বা পরমানন্দই) মূর্ত্তি যাঁহার—যাঁহার পরমানন্দঘন-বিগ্রহ শান্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয়। অথবা, শান্তাদি দ্বাদশ-রসরূপ অমৃতের (পরমাস্বাদ্য বস্তুর) মূর্ত্তি যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রসের আশ্রয়, এই বিশেষণে তাহাই প্রদর্শিত হইল)। আর উক্ত বিশেষণের চন্দ্রপক্ষে অর্থ এই—অখিল (অখণ্ড) রস (আস্বাদ) যাহাতে, তাদৃশ অমৃত (পীযূষ) রূপ মূর্ত্তি (মণ্ডল) যাহার; যাহার মণ্ডল সমস্ত আস্বাদরূপ অমৃততুল্য, সেই চন্দ্র। কেবল আস্বাদ্যত্বাংশেই কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য। চন্দ্র স্নিগ্ধ, রমণীয়; শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা অনন্ত-গুণে স্নিগ্ধ ও রমণীয়। সেই বিধু আর কি রকম? **প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) প্রসৃমর (প্রসরণশীল) রুচি (কান্তি) দ্বারা রুদ্ধা (বশীকৃতা) হইয়াছে তারকা ও পালি (পালিকা—তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয়) যদ্দ্বারা; যিনি স্বীয় প্রসরণশীল (স্বীয় অঙ্গ হইতে সর্ব্বদিকে প্রসারিত) কান্তিদ্বারা তারকা ও পালিকাকে বশীভূত করিয়াছেন; যাঁহার সর্ব্বচিত্তহর কান্তি দর্শন করিয়া তারকা ও পালিকা যাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার মধুর কান্তি-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীর মধ্যে ভবিষ্যোত্তরের মতে দশজন মুখ্যা—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধনিষ্ঠিকা, রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা ও দশমী (দশমী হইল একজনের নাম); অথবা বিশাখা-স্থলে "বিশাখা ধনিষ্ঠিকা"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; এই পাঠান্তরে বিশাখার পরে ধনিষ্ঠিকার নাম বসিবে এবং "দশমী" হইবে "তারকার" বিশেষণ—দশমস্থানীয়া গোপীর নাম "তারকা"—এইরূপ অর্থ হইবে। স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে রাধা, ধন্যা, বিশাখাদির নাম উল্লেখ করিয়া ললিতা, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা এবং ভদ্রার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, চন্দ্রপক্ষের অর্থ এইরূপ। প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা তারকাসমূহের পালি (শ্রেণী) রুদ্ধ হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, সেই চন্দ্র। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে যে অসংখ্য তারকা বিরাজিত থাকে, তাহারা যেন চন্দ্রের মধুর কিরণজালে আবদ্ধ হইয়াই সেখানে অবস্থান করে, তাহারা যেন দূরে সরিয়া যাইতে পারে না। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তারকা-পালিকা (তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণই যেন)

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার সান্নিধ্য হইতে অন্যত্র যাওয়ার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে। সেই বিধু আর কি রকম? **কলিত শ্যাম-ললিতঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) কলিত (আত্মসাৎকৃত) হইয়াছে শ্যামা ও ললিতা (উপলক্ষণে সমস্ত প্রধানা গোপী) যদ্দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। চন্দ্রপক্ষে—কলিত (অঙ্গীকৃত) হইয়াছে শ্যামার (রাত্রির) ললিত (বিলাস) যৎকর্তৃক (বিশ্বপ্রকাশে দৃষ্ট হয়, শ্যামা-শব্দের একটী অর্থ নিশা); রাত্রিতেই পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া নক্ষত্রসমূহের সহিত বিলসিত হইয়া আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণও নিশাকালেই গোপসুন্দরীদিগের সহিত বৃন্দাবনে বিহার করেন। এস্থলে রাত্রিবিলাসিত্বাংশেই উভয়ের সামঞ্জস্য। সেই বিধু আর কি রকম? **রাধাপ্রেয়ান্**—(কৃষ্ণপক্ষে) শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা; যিনি সম্যকরূপে শ্রীরাধার প্রীতি-বিধান করেন; শ্রীরাধার প্রিয়—প্রাণবল্লভ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। চন্দ্রপক্ষে—রাধাতে (বিশাখানাম্নী তারকাতে) প্রেয়ান্ (অধিকতর প্রীতিমান্); বৈশাখী-পূর্ণিমায় চন্দ্র বিশাখা-নক্ষত্রে থাকে (বিশাখা-নক্ষত্রের অপর নাম রাধা-নক্ষত্র); সুতরাং সেই সময়ে (ঋতুরাজ-বৈশাখে) চন্দ্র বিশাখার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী থাকে বলিয়া চন্দ্রকে বিশাখা-নক্ষত্রেই সর্ব্বাধিক প্রীতিমান্ বলা হয়। চন্দ্র যেমন বিশাখা-নক্ষত্রের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্। প্রীতিমত্ত্বাংশেই উভয়ের সাদৃশ্য। শেষোক্ত তিনটী বিশেষণের এক বিশেষণে তারকা ও পালিকার কথা, অপর বিশেষণে শ্যামা ও ললিতার কথা এবং শেষ বিশেষণে কেবলমাত্র শ্রীরাধার কথা বলা হইল। তাৎপর্য্য এইরূপ। ভাববিকাশের দিক্ দিয়া কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদের মধ্যে অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে; এস্থলে প্রধান তিনটী শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে—তারকা ও পালিকা এক শ্রেণীর এবং শ্যামা ও ললিতা অপর এক শ্রেণীর মধ্যে মুখ্যা। আর শ্রীরাধা একাই এক শ্রেণী। তারকা ও পালিকা যে শ্রেণী-ভুক্তা, তাহা অপেক্ষা শ্যামা ও ললিতার শ্রেণীর বেশী উৎকর্ষ; শ্যামা ও ললিতার শ্রেণী অপেক্ষা শ্রীরাধা পরমোৎকর্ষময়ী। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি—রূপে, গুণে, মাধুর্য্যে, বৈদগ্ধী-আদিতে সর্ব্বগুণে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী; তাই তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও সর্ব্বাতিশায়িনী। এই তিনটী বিশেষণে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মধুর-রসের (এবং তদুপলক্ষণে অন্য সমস্ত রসেরও) বিষয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১১২। **শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্তিধর**—শান্তাদি সকল রস হইতে শৃঙ্গার (মধুর)-রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে রসরাজ বলা হইয়াছে। **শৃঙ্গাররসরাজ**—রসের রাজা-স্বরূপ যে শৃঙ্গার। রসের রাজা-স্বরূপ যে শৃঙ্গার রস, শ্রীকৃষ্ণ সেই শৃঙ্গাররসের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ; শৃঙ্গার-রসময়ই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন"; এখন বলা হইল "শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর"; এই দুই বাক্যের সমন্বয়-মূলক অর্থ এই হইবে,- শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ-ময় এবং শৃঙ্গার-রসরাজময়। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তি, তাহার প্রাকৃতত্ব নিবারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শৃঙ্গার-রসেরই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস। **অতএব**—শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া। আত্মা—নিজ; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ। **আত্মপর্য্যন্ত**—অন্যের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের নিজের পর্য্যন্ত। **সর্ব্বচিত্তহর** সকলের চিত্তকে হরণ করেন যিনি। "সর্ব্বচিত্ত" বলিতে এস্থলে যাঁহাদের চিত্ত শৃঙ্গার-রস-ভাবিত, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে (চক্রবর্ত্তী)। কারণ, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসরাজরূপে যাঁহাদের চিত্তকে হরণ করেন, তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে; শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় যাঁহারা, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ রূপ স্ফুরিত হয় না, হইতেও পারে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি স্ব-স্ব-প্রেমানুরূপ ভাবেই ভক্তগণ অনুভব করিতে পারেন।

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস বলিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণ শৃঙ্গার-রসে ভাবিত, তাঁহাদের সকলের চিত্তকে তো আকর্ষণ করেনই—তাঁহারা সকলে কান্তারূপে নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত তো উৎকণ্ঠিত হয়েনই;

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৩২

লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্য্যন্ত নিজের শৃঙ্গার-রসরাজরূপে আকৃষ্ট হয়েন, শ্রীরাধার ন্যায় নিজেও নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে উৎকণ্ঠিত হয়েন (২।৮।১১৪)। অথবা, মধুরা রতিতে শান্ত-দাস্যাদি রতির গুণ আছে বলিয়া মধুর-রসে বা শৃঙ্গার-রসেও শান্ত-দাস্যাদি রসের গুণ আছে। মধুর-রসকে রসরাজ বলার তাৎপর্য্যও তাহাই; মধুর-রস বা শৃঙ্গার-রস রস-সমূহের রাজা হওয়ায় অন্যান্য রস হইল তাহার পরিকর স্থানীয়। যেখানে রাজা, সেখানেই যেমন রাজ-পরিকর থাকেন, তদ্রূপ যেখানে শৃঙ্গার-রস, সেখানেই শান্তাদি সমস্ত রস বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত রসই বর্ত্তমান থাকায় সকল রকমের ভক্তই স্বস্বভাবানুরূপ মাধুর্য্যাদি তাঁহাতে আস্বাদন করিতে পারেন এবং স্বস্বভাবানুরূপ মাধুর্য্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকলের—সকল ভাবের ভক্তের—চিত্তকেই আকৃষ্ট করিতে পারেন। এইরূপে "সর্ব্বচিত্তহর"-শব্দের অন্তর্গত "সর্ব্ব"শব্দে শান্ত-দাস্যাদি সকল ভাবের ভক্তকেই বুঝাইতে পারে। এইরূপ অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে "শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর", তাহার প্রমাণরূপে "বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৩। স্বীয়-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল স্বীয় পরিকরবর্গের চিত্তই আকর্ষণ করেন, তাহা নহে; তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং ভগবৎস্বরূপের কান্তাদিগের চিত্তকেও অপহরণ করেন। তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

লক্ষ্মী-আদি—নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্যদ্বারা নারায়ণাদির মনকে পর্য্যন্ত হরণ করেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নের "দ্বিজাত্মজা মে" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মী-আদি—স্বয়ং লক্ষ্মী, যিনি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পতিব্রতা-শিরোমণি, সেই লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় পতি নারায়ণের সঙ্গমর-ভোগ সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; ইহার প্রমাণ নিম্নের "কস্যানুভাবোঽস্য—" ইত্যাদি শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

এই পয়ারের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী বলিলেন—গোপীরূপে গোষ্ঠে বিহার করিবার নিমিত্তই আমার বাসনা। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ইহা দুর্লভ। লক্ষ্মী আবার বলিলেন—নাথ! তাহা হইলে স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তথাস্তু। তদবধি লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজিতা। "শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিং তে তপসি কারণম্॥ বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ। তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ॥ স্বর্ণরেখৈব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা॥ সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়া দৈন্যেব রূপং বিবৃণুতেঽধিকম্॥"

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য যখন নারায়ণাদি-পুরুষাবতারগণের এবং লক্ষ্মী-আদি নারীগণের মনকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে, তখন অন্যের আর কা কথা?

তথাহি (ভা. ১০৮৯।৫৮)—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে। ৩৩।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যুবয়োর্যুবাং মে কলয়া অবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং শীঘ্রং মে অন্তি সমীপং ইতমাগচ্ছতমিত্যর্জ্জুনমোহপ্রয়োজকোঽর্থঃ। বাস্তবার্থস্তু হে কলাবতীর্ণৌ কলাভিঃ স্বশক্তিভিঃ সহৈবাবতীর্ণৌ ভূয়ঃ পুনরপি যুবাং অবনের্ভরান্ অসুরান্ হত্বা মে অন্তি মমান্তিকং তান্ প্রস্থাপয়িতুং ত্বরয়েতম্। গান্তাম্লিভিরূপম্। অন্তীত্যব্যয়ং চতুর্থ্যন্তম্। অত্রাগতা তে মুক্তা ভবন্তিতি তদ্ধাম্নো মুক্তগম্যত্বেন হরিবংশোক্তত্বাৎ। দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি ক্রমমুক্তিস্থতৌ অষ্টাবরণভেদানন্তরমেব মোক্ষশ্রবণাৎ। চক্রবর্ত্তী। ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত) কলাবতীর্ণৌ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জ্জুন)! যুবয়োঃ (তোমাদের উভয়ের) দিদৃক্ষুণা (দর্শনাভিলাষে) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) মে (আমার) ভুবি (পুরে) দ্বিজাত্মজাঃ (দ্বিজপুত্রগণ) উপনীতাঃ (আনীত হইয়াছে) ; ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) [যুবাং] (তোমারা) অবনেঃ (পৃথিবীর) ভরাসুরান্ (ভারভূত-অসুরগণকে) হত্বা (হনন করিয়া) মে (আমার) অন্তি (নিকটে) ত্বরয়েতং (শীঘ্র প্রেরণ কর)।

অনুবাদ। ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত পূর্ণরূপে (সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া) অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমাদের উভয়ের দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি দ্বিজ-বালকগণকে আমার পুরে আনয়ন করিয়াছি। পুনর্ব্বার তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে সংহার করিয়া শীঘ্র আমার নিকটে প্রেরণ কর। ৩৩

দ্বারবতীর নিকটবর্ত্তী কোনও এক ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে নয়টী সন্তানের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পুত্রের মৃত্যু হইলেই ব্রাহ্মণ মৃতপুত্র কোলে করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইতেন এবং রাজার নিকটে কোনওরূপ প্রতীকার না পাইয়া স্থির করিলেন যে, রাজার দোষেই তাঁহাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণসমীপস্থ অর্জ্জুন লোকপরম্পরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আমি আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব ; না পারিলে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" কালক্রমে ব্রাহ্মণী পুনরায় গর্ভবতী হইলে ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে তাহা জানাইলেন এবং অর্জ্জুনও গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত শরজালে সূতিকা-গৃহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কয়েকবার রোদন করিল এবং তৎক্ষণাৎই সশরীরে আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"মিথ্যাবাদিন্! ধিক্ তোমাকে! বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পর্য্যন্ত আমার সন্তানগণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, আর তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবে! তুমি আমার মৃতপুত্রগণকে লোকান্তর হইতে আনয়ন করিবে!!" অর্জ্জুন অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যমপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; মনে করিয়াছিলেন যমপুরেই ব্রাহ্মণের পুত্রগণ আছেন। সেখানে তাঁহাদিগকে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, নৈর্ঋতী, সৌম্যা, বায়ব্যা ও বারুণী পুরীতে এবং রসাতল, স্বর্গ ও অন্যান্য—ব্রহ্মাদির—স্থানসমূহেও অনুসন্ধান করিলেন। কোন স্থানে ব্রাহ্মণপুত্রগণকে না পাইয়া প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিবারিত করিলেন এবং অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে দ্বিজকুমারগণকে দেখাইব।" তখন অর্জ্জুনের সহিত দিব্যাশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নানা গিরিনদী, সমুদ্রাদি অতিক্রম করিয়া মহাকাল-পুরীতে আসিয়া উপনীত হইলে তত্রস্থ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম এই যে—ব্রাহ্মণ-তনয়গণ তাঁহার নিকটেই আছেন, তিনিই তাঁহা-

তত্রৈব (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন চ তপ আদি নিমিত্ত এব এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বচিন্ত্যং তব কৃপাবৈভবমিত্যাহঃ শ্লোকত্রয়েণ কস্যানুভাব ইতি। তপ আদিনা হি ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্যাঃ শ্রিয়ঃ প্রসাদমিচ্ছন্তি সা শ্রীর্ললনাপি শ্রীরেব ললনা উত্তমা স্ত্রী যস্য ত্বদঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারস্য বাঞ্ছয়া তপ আচরৎ অস্য সর্পস্য স কিং কৃতবান্ ইতি কো বেত্তীত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দিগকে সেখানে নিয়াছেন—তাঁহাদের অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সেস্থানে যাইবেন এবং তদুপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সুযোগ তাঁহার হইবে—ইহা মনে করিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে নিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপরি-উক্ত বিবরণে যে মহাকালপুরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কারণার্ণব-জলমধ্যস্থিত ধাম; আর যে ভূমাপুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইলেন মহাকালপুরে অবস্থিত পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই (১৫।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ধর্ম্মগুপ্তয়ে**—ধর্ম্মের গুপ্তির (রক্ষণের নিমিত্ত)। **কলাবতীর্ণৌ**—কলার (অংশসমূহের বা শক্তিসমূহের) সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন যে দুইজন। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশক্তি এবং সমস্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ—সুতরাং পূর্ণতম স্বয়ংভগবান্, তাহাই এস্থলে সূচিত হইল। তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার হেতু—ধর্ম্মরক্ষা। ভূমাপুরুষ বলিলেন—তোমাদের উভয়কে **দিদৃক্ষুণা ময়া**—দর্শনাভিলাষী আমাকর্ত্তৃক; তোমাদের উভয়কে দর্শন করিবার জন্য আমার বলবতী বাসনা হইয়াছিল বলিয়াই আমাকর্ত্তৃক আমার **ভুবি**—ধামে, পুরীতে **দ্বিজাত্মজাঃ**—তোমরা যাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছ, সেই দ্বিজবালকগণ আনীত হইয়াছেন; আমিই তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা কৃপা করিয়া আগমন করিয়াছ, তোমাদিগকে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে অবনেঃ—পৃথিবীর **ভরাসুরান্**—ভারভূত বা ভারসদৃশ যে অসুরগণ, তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমার নিকটে **ত্বরয়েতং**—শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, এখানে আসিলেই তাহারা মুক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমাপুরুষের বা নারায়ণের—এবং তদুপলক্ষণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মনকে হরণ করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। দেব (হে দেব)! শ্রীর্ললনা (পরম-সুকোমলা লক্ষ্মীদেবী) যদ্বাঞ্ছয়া (যাহার—যে পদরেণুস্পর্শাধিকার-প্রাপ্তির বাসনায়) কামান্ (সর্ব্বকামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) ধৃতব্রতা (বদ্ধনিয়মা হইয়া) সুচিরং (বহুকাল ব্যাপিয়া) তপঃ আচরৎ (তপস্যা করিয়াছিলেন), অস্য (ইহার—এই কালিয়-নাগের সম্বন্ধে) তব (তোমার) অঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ (চরণরেণুর স্পর্শাধিকার) কস্য (কিসের) অনুভাবঃ (ফল) ন বিদ্মহে (জানি না)।

অনুবাদ। কালিয়নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন—"হে দেব! যাহা পাইবার ইচ্ছায় কমলা বহুকাল নিখিল-কামনা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই পদরেণু এই কালিয়নাগ যে কি পুণ্যে লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা অবগত নহি।" ৩৪

কালিয়দমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়কে দণ্ড দিতেছিলেন, তখন কালিয়নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধোপশমনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের উক্তির তাৎপর্য্য এই:—"হে দেব! তুমি এই কালিয়নাগের ফণায় ফণায় নৃত্য করিয়া তাহাকে

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১১৪

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥ ১১৫

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি,—জীবশক্তি নাম ॥ ১১৬

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি—সভার উপরে ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমার চরণরেণু-স্পর্শের অধিকার দিতেছ ; কিন্তু কিসের প্রভাবে যে কালিয় এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ; ইহা নিশ্চয়ই কোন তপস্যার ফল নহে ; কারণ, আমরা জানি—এই মহাপাপী কালিয়নাগের কথা তো দূরে—যিনি তোমার নারায়ণ-স্বরূপের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পবিত্রতার উৎস এবং ব্রহ্মাদিদেবগণও যাঁহার চরণ ধ্যান করেন—সেই লক্ষ্মীদেবী—পরম-স্থকোমলা হইয়াও কঠোর ব্রতধারণ করিয়া বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন—বৃন্দাবনবিহারী তোমার চরণরেণুস্পর্শের অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত ; কিন্তু তিনিও তাহা পান নাই ; কি সৌভাগ্যে যে কালিয় এমন দুর্লভ বস্তু লাভ করিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির আগোচর।

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার (১১৩ পয়ারোক্তির) প্রমাণ শ্লোক ; মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের অধিকার লাভের নিমিত্তই তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন।

১১৪। নিজের মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মুগ্ধ হইয়া যান ; দর্পণাদিতে নিজের রূপ দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, শ্রীরাধা যে ভাবে তাঁহার (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে তিনিও (কৃষ্ণও) নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ হয়েন। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৫। কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া এক্ষণে রাধাতত্ত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন। ১১৬।১৪৫ পয়ারে রাধাতত্ত্ব বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ১২২ পয়ারে প্রেমতত্ত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

সংক্ষেপে ইত্যাদি – সংক্ষেপে ১০৬-১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব বলা হইল।

কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব-বর্ণনে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের (রসত্বের) কথা বলা হইয়াছে। ২।৮।১০৬-৭ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে—তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য যে, তিনি সমস্ত অবতারের, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, তাঁহাদের ধামাদির এবং অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেরও মূল এবং আশ্রয়। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তাঁহাকে অপর কেহ বশীভূত করিতে পারে না ; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত ; এতই শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা! আবার ২।৮।১০৮-১৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের (তাঁহার রসত্বের) কথা বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি অশেষ-রসামৃত-বারিধি, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন। এতাদৃশ যাঁহার মাধুর্য্যের আকর্ষিণী শক্তি, তিনি আর কাহাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারেন? আকৃষ্ট হইয়া কাহারও বা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু তিনিও শ্রীরাধাপ্রেমের বশীভূত। ইহাদ্বারাও রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মহিমার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে ; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই মদনমোহন-রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের বিকাশের হেতুও শ্রীরাধার প্রেমই ; ইহাও রাধাপ্রেমের মহিমাই সূচিত করিতেছে।

এতাদৃশ অদ্ভুত-মহিম প্রেমেরই বা স্বরূপ কি এবং এই প্রেম যাঁহার, সেই শ্রীরাধারই বা স্বরূপ কি, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। ২।৮।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৬-১৭। কৃষ্ণের শক্তি সংখ্যায় অনন্ত। এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩৬

সচ্চিৎ-আনন্দময়—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ—॥ ১১৮

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ১১৯

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে। ৩৭

'কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই-শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১২০

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ ১২১

হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা-শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা-শক্তি এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা-শক্তি। অন্তরঙ্গা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং এই শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

এই দুই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোক।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৮-১৯। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়; সুতরাং এই তিন অংশের সংশ্রবে তাঁহার স্বরূপশক্তিও তিনরূপে প্রকাশ পান; ইহার বিশেষ বিবরণ ১।৪।৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৭ অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২০। হ্লাদিনী-শব্দের অর্থ আহ্লাদিনী, আহ্লাদদাত্রী; এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে (এবং ভক্তগণকেও) আহ্লাদিত করে বলিয়া ইহার নাম হ্লাদিনী। **সেই শক্তি দ্বারে**—সেই হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা। **আস্বাদে আপনি**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন। ১।৪।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২১। **সুখরূপ কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সুখরূপ হইলেও তিনি নিজেও সুখ আস্বাদন করেন। এই পয়ারার্দ্ধ শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" বাক্যের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে ভক্তগণকর্তৃক আস্বাদ্য (সুখ) এবং রসিকরূপে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদক। **ভক্তগণে সুখ** ইত্যাদি—ভক্তগণ যে সুখ বা আনন্দ আস্বাদন করেন, তাহাও এই হ্লাদিনী-শক্তির প্রভাবেই। ১।৪।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২২। **হ্লাদিনীর সার প্রেম**—১।৪।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আনন্দচিন্ময়রস—আনন্দের অনুভবরূপ চিন্ময় রস। **আখ্যান**—খ্যাতি। আনন্দের অনুভব বা আস্বাদনকেই চিন্ময়রস বলা হইয়াছে; এই আনন্দানুভবই প্রেমের খ্যাতি বা কীর্ত্তি; প্রেম এই আনন্দের অনুভব জন্মায় বলিয়াই আনন্দানুভবটী হইল প্রেমের খ্যাতি বা কীর্ত্তি; মর্ম্ম এই যে, প্রেমই আনন্দানুভবরূপ চিন্ময়রস জন্মায় অর্থাৎ প্রেমই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের আস্বাদন করাইতে পারে; প্রেম না থাকিলে কেহই তাহা আস্বাদন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। ১।৪।১২৫।" আবার "প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ১।৪।৪৪ ॥"

অথবা, **আখ্যান**—আখ্যা, নাম। প্রেমের একটা নাম হইল আনন্দ-চিন্ময়-রস। হ্লাদিনীর সার বলিয়া প্রেম-স্বরূপতঃই আস্বাদ্য। শান্তদাস্যাদি পঞ্চবিধা রতি প্রেমেরই বিভিন্ন বৈচিত্রী—তাহারাও স্বরূপতঃ আস্বাদ্য। বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে তাহারা চমৎকৃতিজনক পরম আস্বাদ্য রসরূপে পরিণত হয়; এইরূপে, প্রেমও সামান্যতঃ

প্রেমের পরম সার—'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ ১২৩

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ
শ্রেষ্ঠতাকথনে (২)
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩৮ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ ১২৪

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য যার ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরম আস্বাদ্য রসই ; কিন্তু ইহা চিচ্ছক্তি-হ্লাদিনীর সারভূত বস্তু বলিয়া চিন্ময়-রস—জড়-প্রাকৃত রস নহে। আবার সচ্চিদানন্দময়-শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশের শক্তিই হইল হ্লাদিনী ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া হ্লাদিনীও—হ্লাদিনীর সারভূত প্রেমও আনন্দ-স্বরূপ। এইরূপে প্রেম হইল আনন্দরূপ চিন্ময়-রস। তাই আনন্দ-চিন্ময়রস হইল প্রেমেরই একটি নাম। এই পয়ারে সাধারণভাবে প্রেমকে আনন্দ-চিন্ময়রস বলাতে বুঝা যাইতেছে—প্রেমের যে কোনও বৈচিত্র্যই আনন্দ-চিন্ময়-রস ; তাই সকল ভাবের প্রেমরসই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য। ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী "আনন্দচিন্ময়রস"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পরমপ্রেমময়-উজ্জ্বলরস ; কারণ, ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং প্রেমের যে বৈচিত্র্য তাঁহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত, তাহা উজ্জ্বল প্রেমই ; কান্তা-প্রেমই উজ্জ্বল প্রেম। অথবা, **আখ্যান**—বিশেষ বিবরণ। প্রেমের মাহাত্ম্যাদি যদি বিশেষরূপে বিবৃত করা যায়, তাহা হইলে জানা যাইবে যে-প্রেম—আনন্দচিন্ময়-রস, আনন্দরূপ পরম আস্বাদ্য চিন্ময় বস্তু।

এই পয়ারে অতি সংক্ষেপে প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বলা হইল—স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম হইল হ্লাদিনীর সার ; আর ইহার তটস্থ-লক্ষণ (বা কার্য্য) এই যে, ইহা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় চিন্ময়রসের আস্বাদন করায়, অথবা ইহা পরম আস্বাদ্য একটী চিন্ময় বস্তু।

১২৩। **প্রেমের পরমসার** ইত্যাদি—১।৪।৫৯-৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরমসার**—সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত অবস্থা ; মাদনাখ্য মহাভাব। **মহাভাবরূপা**—মহাভাবমূর্ত্তি। যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দেন, তাঁহার নাম হ্লাদিনী ; এই হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব ; সুতরাং যে পরমাশক্তি সচ্চিদানন্দময় এবং শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে ঐ শৃঙ্গার-রসানন্দ অনুভব করান, তিনিই এই মহাভাব-স্বরূপা মহাভাবের মূর্ত্তরূপ রাধাঠাকুরাণী।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধিকা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৪। **প্রেমের স্বরূপ দেহ**—শ্রীরাধার দেহই প্রেমের স্বরূপ বা প্রেমের প্রতিমূর্ত্তিতুল্য—প্রেমের প্রতিমা।

প্রেম-বিভাবিত—প্রেমকর্ত্তৃক প্রকাশিত ; অথবা প্রেমের দ্বারা বিশেষরূপে উৎপাদিত বা গঠিত ; শ্রীমতী রাধিকার দেহ প্রেমের দ্বারাই গঠিত। ১।৪।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার দেহ যে প্রেম-বিভাবিত, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—ব্রজসুন্দরীদের সকলের দেহই প্রেম-বিভাবিত ; সুতরাং শ্রীরাধার দেহও প্রেম-বিভাবিত।

১২৪। **সেই মহাভাব হয়** ইত্যাদি—সেই মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা কি করেন ? তাহাই বলিতেছেন।

মহাভাবচিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥ ১২৬

রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চিন্তামণি যেমন সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ১।৪।৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা, মহাভাবই শ্রীকৃষ্ণের সকল-বাসনা-পূর্ত্তির হেতু।

১২৬। **মহাভাব-চিন্তামণি** ইত্যাদি—একা শ্রীরাধাই যদি কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তবে অন্যান্য শতকোটি গোপীর প্রয়োজন কি? শ্রীমদ্ভাগবতে ত দেখা যায়, শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিয়াছিলেন। আবার, রূপে, গুণে, আকারে, স্বভাবে বিভিন্নতা-বিশিষ্ট বহু কান্তার সহিত বিলাস-জনিত রস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা; একা শ্রীরাধার দ্বারাই বা শ্রীকৃষ্ণের এই বাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"**ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।**" ললিতাদি-সখী প্রভৃতি যে শতকোটি গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাসাদি করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরাধা হইতে স্বতন্ত্রা নহেন; তাঁহারা শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ, অর্থাৎ শ্রীরাধা নিজেই সেই শতকোটি গোপীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার সহিত সঙ্গম জনিত রসাস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং একা শ্রীরাধাই স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি সখীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার সহিত বিলাস-জনিত রসাস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীরাধাকে ললিতাদি বহুকান্তার রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে।

এক চিন্তামণি যেমন বহুরূপে যাচকের অভিমত বহু বাঞ্ছা পূর্ণ করে, তদ্রূপ একা শ্রীরাধিকা কায়ব্যূহরূপ ললিতাদি-বহুরূপেও শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন; সুতরাং একা শ্রীরাধাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইহা বলা অসঙ্গত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ললিতাদিরও এই তত্ত্ব বলা হইল যে, শ্রীরাধার কায়ব্যূহ বলিয়া তাঁহারাও মহাভাব-স্বরূপ-রূপা।

কায়ব্যূহরূপ—একই সময়ে বহু কার্য্য সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে নিজ এক দেহকে অনেক দেহরূপে প্রকাশ করিলে, প্রকাশিত দেহগুলিকে কায়ব্যূহ বলে; কায়ব্যূহের আকারাদি মূল দেহেরই তুল্য থাকে। ব্রজে ললিতাদি-সখীদের আকারাদি শ্রীরাধিকা হইতে বিভিন্ন ছিল; এজন্য তাঁহাদিগকে কায়ব্যূহ না বলিয়া "কায়ব্যূহরূপ" বলিয়াছেন; অর্থাৎ আকারাদিতে তাঁহারা শ্রীরাধার দ্বিতীয় রূপ। ১।১।৪২ পয়ারের এবং ১।৪।৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সখী—প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটীব। উ. নী. সখী। ১। অর্থাৎ প্রেমলীলা-বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণীকে সখী বলে; ঐ সখী বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটারা-সদৃশা।

১২৭। **রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ** ইত্যাদি—শ্রীরাধা যে মহাভাবমূর্ত্তি, প্রেমের স্বরূপ এবং প্রেমদ্বারা বিভাবিত, তদুপযুক্ত সামগ্রীতে তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছেন। ২।৮।১২৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার দেহ প্রেমদ্বারাই গঠিত, প্রেমেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। তাঁহার ব্যবহারের সমস্ত বস্তুই যে প্রেমেরই বিলাস বা বৈচিত্রী বিশেষ, তাহাই ২।৮।১২১ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক পয়ারে দেখান হইতেছে। বাস্তবিক ভগবৎ-পরিকরগণের ব্যবহৃত সমস্ত বস্তুই চিন্ময়, চিচ্ছক্তি-বিলাস; শ্রীরাধার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি চিচ্ছক্তির চরমতম পরিণতি প্রেমেরই বিবিধ বৈচিত্রী।

রাধাপ্রতি ইত্যাদি—রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহই—শ্রীরাধিকার উদ্বর্ত্তন-স্বরূপ। **উদ্বর্ত্তন**—শরীরের মলনাশক বিলেপন-দ্রব্যবিশেষ; ইহাতে শরীর কোমল, উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়। উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে কুঙ্কুমাদি সুগন্ধিদ্রব্য মিশাইলে, তদ্দ্বারা দেহ সুগন্ধিও হয়; শ্রীকৃষ্ণের স্নেহরূপ উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সখীদিগের প্রণয়রূপ সুগন্ধি কুঙ্কুমাদি মিশ্রিত হইয়া শ্রীরাধিকার অতি সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্বর্ত্তন-ব্যবহারেই তাঁহার দেহ সুগন্ধি ও উজ্জ্বল হইয়াছে। চিত্তদ্রবকারী গাঢ়-প্রেমকে **স্নেহ** বলে; আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ। হৃদয়ং দ্রাবয়েন্নেষ স্নেহ ইত্যভি-

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১২৮

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধীয়তে॥ উ. নী. স্থা. ৫৭। অর্থাৎ যে প্রেম পরম-উৎকর্ষে আরোহণ করিয়া চিদ্দীপদীপন অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহার নাম স্নেহ। স্নেহ উদিত হইলে কদাচিৎ দর্শনাদিদ্বারা তৃপ্তি হয় না। সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন-ব্যবহারে শরীর যেমন কোমল, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, শ্রীকৃষ্ণে স্নেহ এবং সখীদের প্রণয়লাভ করিয়াও যেন শ্রীরাধার দেহ তদ্রূপ স্নিগ্ধ, কোমল, সুগন্ধি ও উজ্জ্বল হইয়াছে।

"রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ" ইত্যাদি কয় পয়ারে বর্ণিত বিষয়টী শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীর "প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যস্তবরাজে" অতি সুন্দর-রূপে বর্ণিত আছে; এস্থলে এই স্তবরাজ উদ্ধৃত হইল:—মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্। সখীপ্রণয়-সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্॥ ১॥ কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্॥ ২॥ হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাম্। শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তুরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্॥ ৩॥ কম্পাশ্রুপুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্গদ-রক্ততা। উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥ ৪॥ কৢপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্। ধীরাধীরাত্বসদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্॥ ৫॥ প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্। কৃষ্ণনাম-যশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্॥ ৬॥ রাগতাম্বূলরক্তোষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্। নর্ম্মভাষিত-নিঃস্যন্দ-স্মিতকর্পূরবাসিতাম্॥ ৭॥ সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া। নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্॥ ৮॥ প্রণয়-ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্। সপত্নীবক্ত্র-হৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাম্॥ ৯॥ মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্ত-করাম্বুজাম্। শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ-মধুলী-পরিবেশিকাম্॥ ১০॥ ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ। স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্॥১১॥ ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ। অতো গান্ধর্ব্বিকে! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্॥ ১২॥

১২৮। কারুণ্য—করুণা "পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে।" ভ. র. সি. ২।১।৬৪ যে পরদুঃখ সহ্য করিতে পারে না, তাহাকে করুণ বলে; করুণের ভাবকে কারুণ্য বলে। **কারুণ্যামৃতধারায়**—করুণতারূপ অমৃতের স্রোতে। **স্নান প্রথম**—প্রথম স্নান বা প্রাতঃস্নান। নদীর স্রোতে প্রাতঃস্নান করা উচিত। শ্রীমতী রাধিকা করুণতারূপ অমৃতের স্রোতেই যেন প্রাতঃস্নান করেন। শ্রীরাধার এই প্রাতঃস্নানে তাঁহার বয়সের প্রাতঃকাল অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি-অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাতঃকালে নদীর প্রবাহে স্নান করিলে শরীর যেমন স্নিগ্ধ হয়, বয়ঃসন্ধি-অবস্থায় বাল্য-চাপল্যাদির নিবৃত্তি হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে করুণার আবির্ভাব হওয়ায় শ্রীমতীর দেহের স্নিগ্ধতাও তদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তারুণ্য—যৌবন। **তরুণ্যামৃতধারায়**—নব-যৌবনরূপ অমৃতের ধারায়। **স্নান মধ্যম**—মধ্যাহ্ন স্নান।

সুকুমারীগণ গৃহকর্ম্মাদিবশতঃ মধ্যাহ্নসময়ে নদীতে যাইয়া স্নান করিতে পারেন না বলিয়া দাসীগণকর্ত্তৃক আনীত জল দ্বারাই সাধারণতঃ গৃহে মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও তাঁহার সখীগণকর্ত্তৃক আনীত বা উন্মেষিত নবযৌবনের ভাবরূপ অমৃত-ধারায় মধ্যাহ্ন-স্নান করেন। সখীগণ কৃষ্ণদর্শনাদি করাইয়া বা শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি বর্ণন করিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনে নবযুবতীর স্বাভাবিক ভাবগুলি প্রস্ফুটিত করাইয়াছিলেন; এই ভাবসমূহের উদ্গমে তাঁহার দেহের যে কমনীয়তা হইয়াছিল, তাহাকেই মধ্যাহ্ন-স্নান-জনিত স্নিগ্ধতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

১২৯। লাবণ্য—মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥ অর্থাৎ উত্তম মুক্তার মধ্যে যেমন কান্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অঙ্গ মধ্যে যে কান্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লাবণ্য বলে। চাক্‌চিক্য। উ. নী. উদ্দীপন। ১৭॥

লাবণ্যামৃতধারা—লাবণ্যরূপ অমৃতধারা। **তদুপরি স্নান**—মধ্যাহ্নস্নানের পরবর্ত্তী স্নান অর্থাৎ সায়াহ্নস্নান। সায়াহ্নে গ্রীষ্মতাপ-বিনাশের জন্য জলে অবগাহন-স্নান কর্ত্তব্য। শ্রীরাধার সায়াহ্ন-স্নান যেন লাবণ্যরূপ অমৃতধারাতেই

কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

নির্ব্বাহ হয়। অর্থাৎ সায়াহ্নের অবগাহন-স্নানে সমস্ত দেহই যেমন জলনিমগ্ন হয়, যৌবনোদ্গমে শ্রীরাধার সমস্ত দেহই তদ্রূপ লাবণ্যের প্রবাহে যেন নিমজ্জিত হইল অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেই লাবণ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।

এই ত্রিকালীন-স্নানদ্বারা বুঝা যাইতেছে—শ্রীরাধার দেহ করুণা, নবযৌবন ও লাবণ্যের মূলাশ্রয়।

নিজলজ্জাশ্যামপট্টশাটী—নিজের লজ্জারূপ শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরূপ) পট্ট-নির্ম্মিত সাড়ীই শ্রীমতীর পরিধেয়-বস্ত্র। শ্রীরাধা যে পরম লজ্জাবতী, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। পরিধেয়-বস্ত্রের ন্যায় লজ্জা যেন তাঁহার সমস্ত অঙ্গকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে।

লজ্জা—ব্রীড়া। নবীন-সঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা। অধৃষ্টতা ভবেদ্ব্রীড়া॥ নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞা ইত্যাদিবশতঃ যে ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব জন্মে, তাহাকে ব্রীড়া বা লজ্জা বলে। ভ র. সি. ২।৪।৫৬॥

শ্যাম—নীলবর্ণ; শৃঙ্গার-রসকেও শ্যামরস্ বলে।

১৩০। **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; কৃষ্ণ-বিষয়ে। **অনুরাগ**—সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ যে রাগ নূতন নূতন হইয়া সর্ব্বদা-অনুভূত প্রিয়-ব্যক্তির রূপাদিকে সর্ব্বদা নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান করায়, সেই রাগকে অনুরাগ বলে। উ. নী. স্থা. ১০২।

দ্বিতীয় অরুণবসন—রক্তবর্ণ উত্তরীয়-বস্ত্র। একবস্ত্র নীল সাড়ী, অপর বস্ত্র রক্ত ওড়না। যে অনুরাগ-বশতঃ সর্ব্বদা-অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদিও প্রতিক্ষণে শ্রীরাধার নিকট নূতন নূতন বলিয়া অনুভূত হয়, সেই অনুরাগই যেন তাঁহার রক্তবর্ণ উত্তরীয় স্বরূপ।

মান—স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্তিহেতু পূর্ব্বানুভূত-মাধুর্য্যকে নূতনরূপে অনুভূত করাইয়া বাহিরে কুটিলতা ধারণ করায়, তাহাকে মান বলে। উ. নী. স্থা. ৭১। উদাহরণ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্যে বিহার করিতেছিলেন; তাহাতে প্রেমভরে শ্রীরাধার চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় নয়নে অশ্রুর উদ্গম হইল। এদিকে একটু দূরে কতকগুলি গরু বিচরণ করিতেছিল, তাহাতে ধূলি উত্থিত হইতেছিল। তখন, যে কারণে বস্তুতঃ অশ্রুর উদ্গম হইয়াছে, তাহা গোপন করিবার জন্য ঐ ধূলিকে হেতু করিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এই ধূলি সকল আমার চক্ষুতে প্রবেশ করায় আমার চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আচ্ছা, আমি ফুৎকার দিয়া ধূলিগুলি উড়াইয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া ফুৎকার দিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন—"এখন ক্ষান্ত হও, তোমার এই কপট প্রেম আমার ভাল লাগে না।" এই বলিয়া শ্রীরাধা মানবতী হইলেন। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নূতনরূপে অনুভব করায় নয়নে অশ্রুর উদ্গম হইল। বাহিরে কুটিলতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফুৎকার দিতে বারণ করিয়া তিনি মান প্রকাশ করিলেন।

প্রণয়—মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ মান যদি বিস্রম্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রণয় বলে। উ. নী. স্থা. ৭৮। বিস্রম্ভ—বিশ্বাস বা সম্ভ্রমশূন্যতা। এই বিশ্বাস স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভিন্নতার জ্ঞান জন্মায়। উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত ও প্রসাধিত হইয়া তাঁহার সহিত কুঞ্জাঙ্গনে সুখে উপবিষ্টা শ্রীরাধার লীলা, দূর হইতে অবলোকন করিয়া রূপমঞ্জরী কহিলেন—"সখি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুচোপান্ত স্পর্শ করিলেন; শ্রীরাধা তদীয় স্কন্ধদেশে গ্রীবা ন্যস্ত করিলেন এবং কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূকুটী করিলেন; আবার পুলকিনী হইয়া তদীয় পীতবসনে স্বীয় মুখ—যাহা প্রমোদাশ্রু দ্বারা বিধৌত হইতেছিল—সেই মুখ মার্জ্জন করিলেন।" এস্থলে ভ্রূকুটীকরণ-হেতু অসহিষ্ণুতা-নিবন্ধন মান। চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া হেতু প্রমোদাশ্রু এবং শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনে নিজমুখ মার্জ্জন-হেতু নিঃসম্ভ্রমে ঐক্যতা-নিবন্ধন প্রণয়।

সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তিকর্পূর—তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥ ১৩১
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ ১৩২
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রণয়মান-কঞ্চুলিকায়—প্রণয় ও মানরূপ কঞ্চুলিকাদ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃ আচ্ছাদিত। কঞ্চুলিকা যেমন বক্ষঃস্থিত স্তনদ্বয়কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে মাত্র, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না, মানবশতঃ বহিঃকৌটিল্যদ্বারাও তেমনি শ্রীরাধা তাঁহার হৃদ্‌গত ভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু প্রণয়-বশতঃ তাহার অস্তিত্ব লুকায়িত করিতে পারেন না; বরং ঐ ভাব মানের আবরণে আবৃত হইয়া আরও মধুরতররূপে শোভা পায়। **কঞ্চুলিকা**—বক্ষের আচ্ছাদন-বস্ত্র; কাঁচুলী।

১৩১। **সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম**—সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম (কেশর)। **সখী-প্রণয়-চন্দন**—সখীদিগের প্রণয়রূপ চন্দন। **স্মিতকান্তি-কর্পূর**—ঈষৎ হাস্যের কান্তিরূপ কর্পূর। কুঙ্কুম, চন্দন ও কর্পূর এই তিনটী দ্রব্যের মিশ্রণে অঙ্গের বিলেপন প্রস্তুত হয়; শ্রীরাধার নিজের সৌন্দর্য্য, সখীদিগের প্রতি তাঁহার প্রণয় বা তাঁহার প্রতি সখীদিগের প্রণয় এবং তাঁহার মৃদু মধুর হাসি, এই তিনটীতেই অঙ্গবিলেপনের ন্যায় তাঁহার দেহকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ও কমনীয় করিয়া রাখে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্। সুশ্লিষ্ট-সন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যে যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের যে যথাযথ মাংসলত্ব, তাহাকেই **সৌন্দর্য্য** বলে। উ. নী. উদ্দী। ১১। উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে রাধে! তোমার সৌন্দর্য্যের কথা অধিক আর কি বলিব; তোমার মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ইন্দুমণ্ডলতুল্য, উচ্চ কুচযুগে বক্ষঃস্থল অতি সুদৃশ্য, ভুজদ্বয় স্কন্ধদেশে নত, মধ্যভাগ মুষ্টি-পরিমিত, নিতম্ব অতিশয় বিশাল ও উরুযুগল ক্রমশঃ লঘু হইয়া অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিতেছে। যাহাহউক, হে প্রিয়তমে! তোমার এই দেহ অপূর্ব্ব-কমনীয় রূপে প্রকাশ পাইতেছে।"

১৩২। **উজ্জ্বল রস**—মধুর-রস; শৃঙ্গার-রস। **মৃগমদ**—মৃগনাভি, কস্তূরী। শৃঙ্গার-রসরূপ কস্তূরী দ্বারা শ্রীরাধার কলেবর (দেহ) বিচিত্রিত হইয়াছে।

১৩৩। **প্রচ্ছন্ন**—গুপ্ত। **মানবাম্য**—মানের বক্রতা। **প্রচ্ছন্নমানবাম্য**—বাম্যগন্ধোদাত্ত মান। উদাহরণ—রাসে অন্তর্হিত হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার আবির্ভূত হইলেন, তখন কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ললাট-ফলককে ভ্রূদ্বারা ভঙ্গুর করিয়া নেত্রভৃঙ্গ দ্বারা তদীয় মুখ-পঙ্কজ-মধু পান করিতে লাগিলেন। এস্থলে ললাটকে ভ্রূদ্বারা ভঙ্গুর করায় ঈষৎ-বাম্যগন্ধযুক্ত, আবার নেত্রভৃঙ্গদ্বারা মুখপঙ্কজ-মধু-পান-হেতু বাহিরে দাক্ষিণ্য বুঝাইতেছে। এই দাক্ষিণ্যদ্বারা বাম্যভাবকে প্রচ্ছন্ন বা গোপন করার চেষ্টা হইতেছে।

ধম্মিল্ল—সুন্দররূপে বদ্ধ ও পুষ্প-মুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ; চুলের খোঁপা। প্রচ্ছন্ন-মানই শ্রীরাধার কেশ-বিন্যাস। বক্র-কেশই দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া মান-বাম্যকে ধম্মিল্ল বলা হইয়াছে। ভিতরে বাম্য বাহিরে দাক্ষিণ্য ভাবটীও অতি সুন্দর।

ধীরাধীরা- ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। খণ্ডিতা যে নায়িকা অশ্রুবিমোচন-পূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধরা বলে। উ নী. নায়ি। ২২। উদাহরণ—শ্রীরাধা কহিলেন "ওহে গোপেন্দ্র-নন্দন! যাও, যাও, মাদৃশ জনকে আর রোদন করাইও না। তুমি যদি এখানে অধিকক্ষণ অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবী রুষ্টা হইবেন, তোমার শিরোভূষণ যে মাল্যদ্বারা তাঁহার চরণ-পঙ্কজের অলক্তকরাগ অপহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্য পুনর্ব্বার তাঁহার পদদ্বয় বিভূষিত কর; অর্থাৎ আমার চরণে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহারই পদে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর।"—এইটী ধীরাধীরা নায়িকার উক্তি।

পটবাস—গন্ধচূর্ণ

রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ ১৩৪

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

ধীরাধীরা নায়িকার যে গুণ, তাহাই শ্রীরাধার অঙ্গে ব্যবহারের সুগন্ধিচূর্ণ তুল্য। গন্ধচূর্ণ যেমন চিত্তাকর্ষক ধীরাধীরা নায়িকার ভাবও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক; তাই এই ভাবকে গন্ধচূর্ণের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

১৩৪। রাগরূপ তাম্বূলের রক্তবর্ণে তাঁহার অধর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ মুখদ্বারাই অনুরাগ বা রাগ প্রকাশিত হয় বলিয়া রাগকে মুখস্থিত তাম্বূলের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তাম্বূল—পান। **রাগ**—দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যদ্দ্বারা অধিক দুঃখও চিত্তে সুখরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে রাগ বলে। উ. নী. স্থা. ৮৪। উদাহরণ– প্রস্তরময় গিরিতট; খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণধার-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড তাহার উপর উচ্চ নীচ ভাবে বিকীর্ণ হইয়া ঐ গিরিতটকে অতি দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি আবার যেন অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর পাদবিক্ষেপ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু শ্রীরাধা ঐ গিরিতটে অবলীলাক্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া তৃষিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন-সুধা পান করিতেছেন। পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ড-সমূহের অসহ্য উত্তপ্ততা এবং খড়্গাগ্রভাগতুল্য তীক্ষ্ণতা কিছুই তিনি অনুভব করিতে পারিতেছেন না; বরং তিনি চন্দন-কর্পূর-চর্চ্চিত সুশীতল-কুসুম-শয্যাতেই স্বীয় সুকোমল চরণদ্বয় ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন—এরূপই মনে হইতেছে। এ স্থলে অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ কঠোর প্রস্তরখণ্ড-স্পর্শজন্য দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হইতেছে; ইহাই রাগের লক্ষণ।

প্রেমকৌটিল্য—প্রেমের কুটিলতা। শ্রীরাধার প্রেমের কুটিলতাই তাঁহার নেত্রদ্বয়ের কজ্জল-সদৃশ। চক্ষুদ্বারাই সাধারণতঃ কুটিলতা প্রকটিত হয় বলিয়া কুটিলতাকে চক্ষুর কজ্জল বলা হইয়াছে।

প্রেম—সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যুবক-যুবতীর সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম। উ. নী. স্থা. ৪৬।

১৩৫। **সাত্ত্বিকভাব**—২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

তিনটী, চারিটী, কি পাঁচটী সাত্ত্বিকভাব যদি এককালে অধিকরূপে ব্যক্ত হয়, এবং তাহা যদি সম্বরণ করিতে পারা না যায়, তবে তাহাকে দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব বলে।

নারদ সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমে এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পবশতঃ বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, বাক্য গদ্গদ হওয়াতে স্তুতি পাঠ করিতে পারিলেন না, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে দর্শনে অক্ষম হইলেন। এস্থলে নারদের দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাব।

পাঁচটী কিম্বা সকল সাত্ত্বিকভাব এককালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব বলে।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোকুলবাসী জনসকল ঘর্ম্মযুক্ত, কম্পিত ও পুলকিত অঙ্গদ্বারা স্তম্ভ ধারণ, আকুল হইয়া চাটুবাক্য-দ্বারা বিলাপ, অনল্প উষ্মতা দ্বারা ম্লান এবং নেত্রাম্বু দ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন। —এস্থলে গোকুলবাসীদিগের উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব।

এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবই মহাভাবে সূদ্দীপ্ত হয়; মহাভাবে সকল সাত্ত্বিকভাবই চরমসীমা প্রাপ্ত হয়। ২।৬।১১ টীকা দ্রষ্টব্য। কেবল শ্রীরাধাতেই সূদ্দীপ্তভাব প্রকটিত হয়।

সঞ্চারী—সঞ্চারীভাব। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি-অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে ব্যভিচারিভাব বলে। এই ব্যভিচারী ভাবসকল, আবার ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করায় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলে। সঞ্চারীভাব তেত্রিশটী। **হর্ষাদি সঞ্চারী**—হর্ষাদি তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহাদের নাম এই :—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। সঞ্চারী ভাবসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ভ. র. সি. ২।৪ লহরীতে দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ ও ধৃতির লক্ষণ ২।২।৬৫ ত্রিপদীর এবং ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, অমর্ষ ও উন্মাদের লক্ষণ ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

গ্লানি—শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি-দ্বারা দেহের ওজঃ-ধাতুর ক্ষয় হইলে যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহাকে গ্লানি বলে। ওজঃ-ধাতু শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতুবিশেষ; ইহা দেহের বল বিধান করে ও পুষ্টি সাধন করে, চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। গ্লানিতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা ও নয়নের চাপল্যাদি হইয়া থাকে।

শ্রম—পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদি-জনিত খেদ। নিদ্রা, ঘর্ম্ম, অঙ্গগ্রহ, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ।

মদ—জ্ঞাননাশক আহ্লাদ। ইহা দ্বিবিধ; মধুপানজনিত ও কন্দর্প-বিকারাতিশয়-জনিত। গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা, রক্তিমাদি ইহার লক্ষণ।

গর্ব্ব—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয়-লাভ ও ইষ্টবস্তুলাভাদি-বশতঃ অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব বলে। সোল্লুণ্ঠ বচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ দর্শন, স্বাভিপ্রায় গোপন, অন্যের বাক্য না শুনা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

শঙ্কা—স্বীয় চৌর্য্যাপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রূরতাদি হইতে যে নিজের অনিষ্টদর্শন, তাহাকে শঙ্কা বলে। মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্‌নিরীক্ষণ, লুক্কায়িত হওন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

ত্রাস—বিদ্যুৎ, ভয়ানক-প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ।

আবেগ—যাহা চিত্তের সম্ভ্রম (অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরা)-কারী হয়, তাহার নাম আবেগ। এই আবেগ প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। প্রিয়োত্থ আবেগে পুলক, প্রিয়ভাষণ, চাপল্য ও অভ্যুত্থানাদি; অপ্রিয়োত্থ আবেগে ভূমি-পতন, চীৎকার-শব্দ ও ভ্রমণাদি; অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্তগতি, কম্প, নয়নমুদ্রণ ও অশ্রু প্রভৃতি; বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, দ্রুতগমন, চক্ষুর্ম্মার্জ্জনাদি; উৎপাত-জনিত আবেগে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় ও উৎকম্পনাদি; গজজনিত আবেগে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাৎ-নিরীক্ষণাদি; বর্ষাজনিত আবেগে কম্প, শীতার্ত্তি-আদি; এবং শত্রুজনিত আবেগে বর্ম্ম, শস্ত্রাদিগ্রহণ, গৃহ হইতে অপসরণাদি লক্ষণ।

অপস্মৃতি—দুঃখোৎপন্ন ধাতু-বৈষম্যাদি জনিত চিত্তের বিপ্লব। ভূমিপতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং উচ্চশব্দাদি ইহার লক্ষণ।

ব্যাধি—অতিশয় দোষ এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্যাধি; কিন্তু এস্থলে তদুৎপন্ন ভাবকেই ব্যাধি বলে। স্তম্ভ, অঙ্গশিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, গ্লানি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

মোহ—হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে মনের যে বোধশূন্যতা, তাহার নাম মোহ। ভূমিপতন, অবশেন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

মৃতি—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতিদ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহার নাম মৃতি। অস্পষ্টবাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অল্পশ্বাস এবং হিক্কাদি ইহার লক্ষণ। নিত্যপরিকরদের মৃতিতে মরণবৎ অবস্থা বুঝায়।

আলস্য—তৃপ্তি ও শ্রমাদি-নিবন্ধন সামর্থ্য থাকিতেও যে কার্য্য না করা, তাহার নাম আলস্য। অঙ্গমোটন, জৃম্ভা, কার্য্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দ্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

জাড্য—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন এবং বিরহাদি জনিত বিচার-শূন্যতার নাম জাড্য; ইহা মোহের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা, অনিমিষ-নয়ন, তূষ্ণীভাব ও বিস্মরণাদি ইহার লক্ষণ।

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত। গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা-সর্ব্বাঙ্গে-পূরিত। ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ব্রীড়া—নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞাদি দ্বারা যে অধৃষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্রীড়া। মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমি-লিখন, অধোমুখতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

অবহিত্থা—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অনুভাব সম্বরণ করাকে অবহিত্থা বলে। ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথাচেষ্টা, বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

স্মৃতি—সদৃশবস্তু দর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাস জনিত, পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি, তাহার নাম স্মৃতি। শিরঃকম্পন ও ভ্রূবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ।

বিতর্ক—হেতুপরামর্শ ও সংশয়াদি নিমিত্ত যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিতর্ক। ভ্রূক্ষেপ, শিরঃ ও অঙ্গুলি চালনাদি ইহার লক্ষণ।

চিন্তা—অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি নিবন্ধন যে ভাবনা, তাহার নাম চিন্তা। নিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প, দৈন্য প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

মতি—শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থনির্দ্ধারণকে মতি বলে। সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্য করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়া, তর্ক-বিতর্ক-প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

ঔগ্র—অপরাধ ও দুরুক্ত্যাদি জনিত ক্রোধ। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎর্সন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ।

অসূয়া—সৌভাগ্য ও গুণাদিবশতঃ পরের সম্বন্ধে দ্বেষকে অসূয়া বলে। ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ সকলে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি ভ্রূকুটিলতাদি ইহার লক্ষণ।

নিদ্রা—চিন্তা, আলস্য, স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে বাহ্যবৃত্তির অভাব, তাহার নাম নিদ্রা। অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

সুপ্তি—নানাপ্রকার চিন্তা ও নানাবিষয় অনুভব স্বরূপ নিদ্রার নাম সুপ্তি (স্বপ্ন)। ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিঃশ্বাস ও চক্ষু-নিমীলনাদি ইহার লক্ষণ।

বোধ—অবিদ্যা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্য যে প্রবুদ্ধতা, অর্থাৎ জ্ঞানাবির্ভাব, তাহার নাম বোধ।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক—ভরি—সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ও হর্ষাদি-সঞ্চারিভাবরূপ ভূষণ (অলঙ্কার)ই শ্রীরাধা প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। এ সকল ভাবই অলঙ্কারের ন্যায় তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

হর্ষে অভীষ্টলাভাদিজনিত সুখাধিক্য থাকায় ইহাকেই এখানে আদি করিয়াছেন।

১৩৬। কিলকিঞ্চিতাদি বিশটী ভাব শ্রীরাধার অঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ এবং মাধুর্য্যাদিগুণসমূহই তাঁহার গলার পুষ্পমালা-সদৃশ। যৌবনে "সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তবিংশতিঃ। উদয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ॥ উ. নী. অনু। ৫১।" অর্থাৎ নায়িকাদিগের যৌবনাবস্থায় কান্তের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশবশতঃ সত্ত্ব-জনিত বিংশতি-প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহারাই তাঁহাদের অদ্ভুত অলঙ্কারস্বরূপ ; অর্থাৎ অলঙ্কারের ন্যায় দেহের শোভা বর্দ্ধন করে।

এই বিশটী ভাবরূপ অলঙ্কার এই :—হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটী অযত্নসিদ্ধ অর্থাৎ বেশাদি-যত্নের অভাবেও স্বতঃই প্রকাশ পায়। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত, এই দশটি স্বভাবজাত।

ভাব। শৃঙ্গার রসে নির্ব্বিকারচিত্তে রতিনামক স্থায়ীভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে, চিত্তের যে প্রথম বিকার জন্মে, তাহাকে ভাব বলে।

যথা—কোন সখী স্বীয় যূথেশ্বরীর মনের ভাব নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াই কৌশলে তাহা ব্যক্ত করাইবার নিমিত্ত যেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞার ন্যায় বলিতেছেন—"সখি! খাণ্ডব-বনে তোমার পিতার গোষ্ঠে নানাজাতীয় পুষ্প

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রস্ফুটিত হইয়া যখন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তখন সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তোমার মন বিচলিত হয় নাই ; ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কিন্তু তুমি শ্বশুরালয়ে আসিয়া সম্মুখস্থ বৃন্দাবনে বিহারশীল-মুকুন্দের প্রতি কেন তোমার চক্ষু আন্দোলিত করিতেছ ? তোমার কর্ণের কুমুদই বা ইন্দীবরতুল্য হইল কেন ?" মুকুন্দের প্রতি নয়ন-আন্দোলনরূপ যে যূথেশ্বরীর প্রথম চিত্ত-বিকার, ইহাই তাঁহার ভাব। ১॥

হাব। যাহা গ্রীবাবক্রকারী, ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী এবং যাহা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে। যথা—শ্যামা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—"হে গৌরাঙ্গি ! অপাঙ্গদৃষ্টিতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া তুমি যে বাম দিকে কণ্ঠকে স্তম্ভিত করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নয়নভ্রমর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণলতার দিকে যাইতেছে, ভ্রূবল্লী ঈষৎ বিকশিতা হইয়া নৃত্য করিতেছে ; অতএব হে সখি ! বোধ হয় এই যমুনা-তটে সুমনস (পুষ্প, পক্ষে সুন্দরী)-সকলের উল্লাসকারী বনপ্রিয়বধুবন্ধু (কোকিল, পক্ষে রমণীবন্ধু) মাধব (বসন্ত, পক্ষে কৃষ্ণ) স্পষ্টই তোমার অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন।" এস্থলে শ্রীরাধা যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, সে-গুলিই হাব। ২॥

হেলা। হাবই যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে। যথা—বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিলেন—"প্রিয় সখি ! বেণুরব শুনিয়া তোমার সমুন্নত কুচশালী বক্ষঃ একবার নত ও একবার উন্নত হইতেছে, বক্রদৃষ্টি ও পুলকিত গণ্ড তোমার বদনের শোভা বিস্তার করিতেছে, তোমার জঘন-দেশে নিবী স্খলিত হইলেও স্বেদজলে বসন আর্দ্র হইয়া লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে রাধে, আর প্রমাদ ঘটাইও না, ঐ দেখ বামদিকে গুরুজন অবস্থিত রহিয়াছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার হেলার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। ৩॥

শোভা। রূপ ও ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে শোভা বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—"সখে, বিশাখা প্রাতঃকালে ঘূর্ণিতনেত্রা হইয়া অরুণ-অঙ্গুলি-পল্লবে নীপশাখা ধারণ করিয়া লতামণ্ডপ হইতে নির্গত হইতেছেন ; তাঁহার স্কন্ধদেশে বিলুণ্ঠিত অর্দ্ধমুক্ত বেণী দোলিতেছে। হে বন্ধো, বিশাখা ঐরূপে আমার হৃদয়ে লগ্না হইয়া রহিয়াছেন, অদ্যাপি নির্গত হইতেছেন না।" এস্থলে বিশাখার শোভার লক্ষণ। ৪॥

কান্তি। কন্দর্পের তৃপ্তিজনিত উজ্জ্বল-শোভাকে কান্তি বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—"সখে, এই রাধা স্বভাবতঃই মধুরমূর্ত্তি, তাহাতে আবার প্রতি অঙ্গে ঈষৎ উদিত তারুণ্য-লক্ষ্মীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন ; অধিকন্ত, গুরুতর মদনবিহারে উদারা দেখিতেছি ; অতএব, ইনি আমার চিত্ত অবরোধ করিয়া রাখিলেন।" এস্থলে শ্রীরাধার কান্তির লক্ষণ। ৫॥

দীপ্তি। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা কান্তি অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইলে তাহাকে দীপ্তি বলে। যথা—রূপমঞ্জরী স্বীয় সখীর প্রতি কহিলেন—"সুন্দরি ! গত নিশায় নিদ্রা না হওয়াতে ঐ দেখ শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইতেছে ; মলয়পবন ইঁহার গাত্রের স্বেদবিন্দু একেবারেই পান করিয়া ফেলিয়াছে ; ত্রুটিত অমল-হারে কুচযুগ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে ; চন্দ্রকিরণে চিত্রিত তট-কুঞ্জগৃহে অঙ্গ-নিক্ষেপপূর্ব্বক এই কিশোরী হরির মনোমধ্যে মনসিজকেই (কন্দর্পকেই) বিস্তার করিতেছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার দীপ্তির লক্ষণ। ৬॥

মাধুর্য্য। সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বকে মাধুর্য্য বলে। যথা—রতিমঞ্জরী দূর হইতে আপনার সখীকে দেখাইয়া কহিলেন—"সখি, দেখ ; শশিমুখী-শ্রীরাধা কংসারির স্কন্ধদেশে আপনার পুলকিত দক্ষিণ কর সমর্পণ করিয়াছেন ; স্বীয় শ্রোণীদেশে বামহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বক্রপদে অবস্থান করতঃ স্বীয় শিরোদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া ধারণ করিয়াছেন ; অতএব বোধ হইতেছে রাসক্রীড়া-হেতু ঐ শশীমুখী অলসাঙ্গী হইয়া থাকিবেন।" এস্থলে শ্রীরাধার মাধুর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। ৭॥

প্রগল্ভতা। সম্ভোগ-বিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, তাহাকে প্রগল্ভতা বলে। যথা—বৃন্দা কহিলেন—"সখি ! শ্রীরাধা কেলি-কর্ম্মে প্রবীণতা লাভ করিয়া উদ্ধত স্বভাবে কৃষ্ণাঙ্গে দশন ও নখাঘাত দ্বারা যে প্রাতিকূল্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই হরির অতুল্য-তুষ্টিলাভ হইয়াছিল।" এস্থলে শ্রীরাধার প্রগল্ভতা ব্যক্ত হইয়াছে। ৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঔদার্য্য। সর্ব্বাবস্থাতেই যে বিনয়-প্রদর্শন, তাহাকেই ঔদার্য্য বলে। যথা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা কহিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞও বটেন, তাঁহার বুদ্ধিও প্রেমবশতঃ উজ্জ্বলা; তিনি স্বয়ং বিনয়ী এবং অভিজ্ঞ-জনের শিরোমণি, কৃপাসমুদ্র ও নির্ম্মল-হৃদয় হইয়াও যখন এই গোকুল-ভূমিকে আর স্মরণ করিতেছেন না, তখন এ আমারই জন্মান্তরীয় পাপ-বৃক্ষের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।" এস্থলে শ্রীরাধার ঔদার্য্য। ৯॥

ধৈর্য্য। উন্নত-অবস্থায় চিত্তের স্থিরতাকে ধৈর্য্য বলে। যথা—শ্রীরাধা নববৃন্দাকে কহিলেন—"সখি! শ্যামসুন্দর ঔদাসীন্যভরে পরিপ্লুত-হৃদয় হইয়া স্বচ্ছন্দরূপে আমাতে সহস্র বৎসর যাবৎ কাঠিন্য অবলম্বন করুন; কিন্তু তিনি আমার সকল প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহাতে আমার প্রেম-নিবন্ধন এই চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও দাস্য ত্যাগ করিতেছে না।" এস্থলে শ্রীরাধার ধৈর্য্য। ১০॥

লীলা। রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণকে লীলা বলে। যথা—রতিমঞ্জরী কহিলেন—'সখি! ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা গাত্রে মৃগমদ-লেপন, পীতপট্টাংশুক পরিধান, কেশপাশে রুচিকর ময়ূরপুচ্ছ বন্ধন, গলদেশে বনমালা ধারণপূর্ব্বক কুটিল-স্কন্ধে সরল বংশী অর্পণ করিয়া মধুর মধুর বাদ্য করিতেছেন।'' এস্থলে শ্রীরাধার লীলা ব্যক্ত হইয়াছে। ১১॥

বিলাস। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গম-জন্য তৎকালীন যে বিশিষ্টতা, তাহাকে বিলাস বলে। যথা—অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণাগ্রে রাধাকে আনয়ন করায় ঐ রাধা শ্রীকৃষ্ণ-মুখাবলোকন করিয়া বাম্য প্রকাশ করিতেছিলেন; এমত সময়ে বীরা কহিলেন—"হে মধুরদন্তি! অগ্রে স্ফূর্ত্তিশীল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার যে হাস্য উদ্‌গত হইতেছে, তাহা কেন তুমি নাসাগ্র-গ্রথিত মৌক্তিকের উন্নমনচ্ছলে অবরোধ করিতেছ? কেনই বা তুমি আপনার ঈষৎ উদ্‌গত দন্তদ্যুতি দ্বারা চন্দ্রের কৌমুদী-মাধুরীকে নিরাশ করিতেছ?" এস্থলে শ্রীরাধার বিলাস প্রকাশ পাইতেছে। ১২॥

বিচ্ছিত্তি। যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে। যথা—বৃন্দা নান্দীমুখীকে কহিলেন,—"শ্রীরাধা মুকুন্দের চিত্ত-প্রমোদকারী একটী অভিনব লোহিত আম্রপল্লবে কর্ণভূষণ করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহা বায়ুদ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া তদীয় বদনেরই মনোহারিত্ব বিস্তার করিতেছে।" ১৩॥

বিভ্রম। প্রাণবল্লভের সমীপে অভিসারকালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি, তাহার নাম বিভ্রম। যথা—ললিতা শ্রীরাধাকে কহিলেন,—"সখি! আজি যে তোমার ধম্মিল্লে (খোঁপায়) নীলরত্ন-রচিত হার অর্পণ, কুচকলস-যুগলে কুবলয়-শ্রেণী-নির্ম্মিত গর্ভক (খোঁপায় দেওয়ার জন্য মালা-বিশেষ)-বিন্যাস, অঙ্গে অঞ্জনের চর্চ্চা, তথা নেত্রদ্বারা কস্তুরিকা-ধাবণ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? বোধ করি কংসারির অভিসার-সম্ভ্রমভরেই জগৎ বিস্মৃত হইয়াছ।" এস্থলে শ্রীরাধার বেশবিপর্য্যয়ে বিভ্রমের লক্ষণ। ১৪॥

কিলকিঞ্চিত। হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটীর এককালীন উদয় হইলে কিলকিঞ্চিত বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—"বন্ধো, আমি উল্লাসবশতঃ প্রিয়সহচরীদিগের লোচন-গোচরে শ্রীরাধার কলিকাসদৃশ কুচযুগলোপরি বলপূর্ব্বক করকমল বিন্যস্ত করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তিনি যে আপনার সপুলক ভ্রূভঙ্গী, তির্য্যক্‌ভাবে স্তব্ধ ও ঈষৎ-পরাবৃত্ত হইয়া হাস্য, আর যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মুখপদ্মের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল; অতএব হে সখে! শ্রীরাধার ঐ বদনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।'' এস্থলে ভ্রূভঙ্গীদ্বারা অসূয়া ও ক্রোধ, পুলক দ্বারা অভিলাষ, তির্য্যক্‌ভাবে স্তব্ধতাদ্বারা গর্ব্ব, ঈষৎ-পরাবৃত্ত হওয়ায় ভয় এবং হাস্য ও রোদন এই সাতটী এককালীন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কিলকিঞ্চিত হইল। ১৫॥

মোট্টায়িত। কান্তের স্মরণ কি বার্ত্তাদি-শ্রবণ করিলে সেই কান্তবিষয়ক স্থায়ীভাবের ভাবনাদ্বারা হৃদয়ে যে অভিলাষের প্রাকট্য হয়, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। যথা—বৃন্দা কহিলেন—"হে পীতাম্বর! সখীগণ পালীকে বারম্বার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যখন তিনি কিছুই কহিলেন না, তখন ঐ সখীগণ চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাতে তোমার কথাই আরম্ভ করিল। কিন্তু বিম্বোষ্ঠী পালী তাহা ক্ষণকাল শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ফুল্লবদনে এরূপ পুলক বিস্তার করিলেন যে, তদ্দ্বারা ফুল্লকদম্বও বিড়ম্বিত হয়।" এস্থলে পালীর মোট্টায়িত ভাব। ১৬॥

কুট্টমিত। স্তন কি অধরাদি গ্রহণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের মতন বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ, তাহাকে কুট্টমিত বলে। যথা—এক দিবস বিজন-প্রদেশে আগতা, শ্রীরাধার কণ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"প্রিয়ে! ভ্রূলতা কুটিলী করিতেছ কেন? কেনই বা আমার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতেছ? হে সুন্দরি! আর পুলকিত কপোলযুক্তবদন রোধ করিও না, বন্ধুজীব-(বান্ধুলী ফুলের ন্যায় লাল)-সদৃশ তোমার মধুর অধরে এই মধুসূদন মধুপান করিয়া প্রীতিযুক্ত হউক।" এস্থলে পুলকিত-গণ্ডদ্বারা আন্তরিক প্রীতি, কিন্তু কুটিলভ্রূলতা ও কৃষ্ণের হস্ত দূরে নিক্ষেপাদিদ্বারা ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া কুট্টমিতভাব হইল। ১৭॥

বিব্বোক। গর্ব্ব কি মানবশতঃ কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলে। যথা—পুষ্পচয়ন করিতে করিতে রূপমঞ্জরী বকুলমালাকে দেখাইয়া কহিলেন—"সখি! দেখ, বিপক্ষ-রমণীর সন্নিধানে অর্থাৎ সন্ধ্যাদেবীর পূজা-পর্ব্বদিনে রাধা ও চন্দ্রাবলী ব্যতীত ব্রজসুন্দরীদিগের সভায় শিখণ্ডচূড় শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ চাটুবচন প্রয়োগ করিয়া শ্যামাকে স্বহস্ত-নির্ম্মিত একছড়া পুষ্পমাল্য স্বীকার করাইয়াছিলেন; কিন্তু যদিচ ঐ মালা শ্যামার অত্যন্ত হৃদ্যা হইয়াছিল, তথাপি ঈষৎ আঘ্রাণ করিয়াই শ্যামা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।" এস্থলে শ্যামার গর্ব্বহেতুক বিব্বোক প্রকাশ পাইতেছে। ১৮॥

ললিত। যাহাতে অঙ্গ-সকলের বিন্যাসভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূ-বিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত কহে। শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করাইবার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে করিতে ঐ শ্রীরাধাকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আহা! শ্রীরাধা লতাসকলকে কন্দর্পের জননী জানিয়া—অর্থাৎ কন্দর্প এই সকল লতার পুষ্পসমূহে শর নির্ম্মাণ করিয়া আমার উপরে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে, অতএব ইহারাই আমার বৈরিণী; এই বলিয়া—তদুপরি দৃষ্টিপাত করিতেছেন; উল্লাসবশতঃ চরণ-পঙ্কজ এদিক ওদিক চালিত করিয়া গন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরবৃন্দকে কোমল কর-কমলদ্বারা নিরাশ করিতেছেন। কি চমৎকার! ইনি যেন বৃন্দাবনীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় নিকুঞ্জ-কন্দরতটে বিরাজ করিতেছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার লালিত্য প্রকাশ পাইতেছে। ১৯॥

বিকৃত। লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি বশতঃ যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহা চেষ্টা-দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকৃত বলে। যথা—সুবল শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"মুকুন্দ! শ্রীরাধা আমার মুখে তোমার প্রার্থনা (অর্থাৎ হে প্রিয়তমে! অদ্য অনুগ্রহপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন-কন্দরে আমার নির্ম্মিত আশ্চর্য্য-চিত্র-দর্শনার্থ গমন করিও, এই প্রার্থনা) শুনিয়া বাক্যদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনন্দন করিলেন না; কিন্তু তাঁহার পুলকশালী কপোলই আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিল।" ২০॥

কিলকিঞ্চিতাদি—কিলকিঞ্চিতভাবে সাতটী ভাবের সংমিশ্রণে চমৎকারিত্ব থাকায়, তাহাকেই এস্থলে "আদি" করিয়াছেন।

গুণশ্রেণী ইত্যাদি—পুষ্পমালা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, শ্রীরাধিকার গুণশ্রেণীও তদ্রূপ তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে; তাই পুষ্পমালার সহিত গুণশ্রেণীর তুলনা।

শ্রীরাধার গুণ, যথা—মাধুর্য্য, নববয়স, অপাঙ্গের চঞ্চলতা, উজ্জ্বল-স্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তত্ব, গন্ধোন্মাদিত-মাধবত্ব, সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, নর্ম্মপাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধতা, পটুতা, লজ্জাশীলতা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সুবিলাসতা, মহাভাবের পরমোৎকর্ষতৃষ্ণা-শালিত্ব, গোকুল-প্রেম-বসতিত্ব, সর্ব্বজগতে বিখ্যাত-কীর্ত্তিত্ব, গুরুজনে অর্পিত-গুরুস্নেহত্ব, সখী-প্রণয়-বশত্ব, কৃষ্ণপ্রেয়সীসমূহমুখ্যত্ব, সর্ব্বদাই বচনাধীন-কেশবত্ব। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধার আরও অনন্ত গুণ আছে। ২।২৩।৩১-৪৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ১৩৭
মধ্যবয়স্থিতি-সখীস্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥ ১৩৮
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৩৯
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥ ১৪০
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৭। **সৌভাগ্য**—পতির নিকট হইতে অত্যধিকরূপে আদর পাওয়াকেই সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্য বলে। **চারু**—মনোহর। **ললাটে**—কপালে।

শ্রীরাধিকার কপালে সৌভাগ্যরূপ মনোহর উজ্জ্বল তিলক শোভা পাইতেছে; অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক আদর পাইতেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ অর্থাৎ প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষস্বভাব-বশতঃ বিচ্ছেদ-বুদ্ধিতে যে পীড়া, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। উ. নী. প্রেমবৈচিত্ত্য। ৫৭॥ প্রেমজনিত বিচিত্ততা—যথাস্থানে চিত্তের অনবস্থিতি।

রত্ন—হীরকাদি। **তরল**—হার। তরল পদার্থের ন্যায় সামান্য আন্দোলনেই চঞ্চল হয় বলিয়া হারকে তরল বলা হয়। হারের মধ্যস্থিত মণিকেও তরল বলে; হারমধ্যমণি (আজকাল যাকে লকেট বলে, তাহাই তরল); এস্থলে হারমধ্যমণি-অর্থেই তরল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রেমবৈচিত্ত্যই শ্রীরাধার হারের মধ্যমণিতুল্য শোভা-বর্দ্ধনকারী।

১৩৮। **মধ্যবয়স**—কৈশোর-বয়স। **মধ্যবয়সস্থিতি**—স্থিতিশীল-মধ্যবয়স অর্থাৎ নিত্য-কৈশোর বয়স। **মধ্যবয়সস্থিতিসখী**—নিত্য-কৈশোর-বয়সরূপসখী। নিত্যকৈশোর-বয়সরূপ প্রিয়-সখীর স্কন্ধে শ্রীরাধা আপনার হস্ত অর্পণ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা নিত্য-কিশোরী নিত্য-নবযৌবনা। **কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি**—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে সকল মনোবৃত্তি, তাহারাই সখীরূপে শ্রীরাধার চারি পাশে অবস্থিত। **আশ পাশ**—চারিদিকে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মনোবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনওরূপ মনোবৃত্তিই তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না।

১৩৯। **নিজাঙ্গসৌরভালয়ে**—নিজের অঙ্গ-সৌরভরূপ আলয়ে (গৃহে)। **গর্ব্ব-পর্য্যঙ্কে**—গর্ব্বরূপ পালঙ্কে। **তাতে**—গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে।

গর্ব্ব—সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥ অর্থাৎ সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভ ইত্যাদি বশতঃ অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব বলে। ভ. র. সি. ২।৪।২০।

১৪০। **অবতংস**—কর্ণভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের শ্রবণই তাঁহার সুন্দর-কর্ণভূষণ-স্বরূপ। সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা কর্ণভূষণ পরিবার জন্য যেমন লালায়িত, শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ শুনিবার জন্য তদ্রূপ লালায়িত।

প্রবাহ বচনে—শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের প্রবাহই শ্রীরাধার বচনে প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের কথা প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীরাধার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ কীর্ত্তন করেন।

১৪১। **শ্যামরস-মধু**—শৃঙ্গার-রসের দ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু। বিশেষ গুণবতী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার-রসের দ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু পরিবেষণ করিয়া পান করাইতেছেন। শৃঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম এবং ইহা বিষ্ণু-দৈবত; এজন্য শৃঙ্গার-রসকে শ্যামরস বলিয়াছেন। "শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ।—সাহিত্যদর্পণে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২১০ কারিকা।" **সর্ব্বকাম**—সকল বাসনা।

কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর॥ ১৪২

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১২২)—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥ ৪০

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণস্য প্রণয়োৎপত্তিভূমিঃ কা একা শ্রীমতী রাধিকা। অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানাখ্যা পরিসংখ্যা একবিধা। অস্য কৃষ্ণস্য কা প্রেয়সী অনুপমগুণা রাধিকৈকা অন্যা ন ইত্যনেন তৎসামান্যায়া অন্যপ্রেয়স্যা ব্যপোহং দূরীকরণমত্র পরিসংখ্যা দ্বিতীয়া। অস্যাঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং হৃদি ন ইতি অন্যাসাং হৃদি কৌটিল্যং কেশে ন ইতি তস্য ব্যপোহনস্য প্রশ্নং বিনা ব্যঞ্জনেন পরিসংখ্যা তৃতীয়া। এবং দৃশি তরলতা কুচে নিষ্ঠুরত্বং জ্ঞেয়ম্। হরের্বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ একা রাধিকা প্রভবতি নান্যা অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকব্যঞ্জনেনাখ্যানং পরিসংখ্যা। পরিসংখ্যা লক্ষণং যথা। প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানং তৎসামান্য-ব্যপোহনম্। তস্য তস্যাপি চ জ্ঞেয়ে ব্যঙ্গ্যে স্যাদর্থাপরম্। অপ্রশ্ন পূর্ব্বমাখ্যানং পরিসংখ্যা চতুর্ব্বিধা॥ সদানন্দবিধায়িনী॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪২। **কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের**—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধপ্রেমরূপ রত্নের। **আকর**—খনি; যেস্থানে রত্নাদি স্বাভাবিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহাকে খনি বলে। শ্রীরাধারই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-বিশুদ্ধ-প্রেমরূপ রত্নের আকর সদৃশ। অনুপম-গুণসমূহে শ্রীরাধার দেহ পূর্ণ। **অনুপম**—তুলনাশূন্য। **কলেবর**—দেহ।

এই পয়ারের প্রমাণ নিম্নের শ্লোক।

শ্লো। ৪০। অন্বয়। কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়ের উৎপত্তিভূমি) কা (কে)? একা (একা—একমাত্র) শ্রীমতী রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা)। অস্য (ইঁহার শ্রীকৃষ্ণের) প্রেয়সী (প্রেয়সী) কা (কে)? অনুপমগুণা (অনুপমগুণা) একা রাধিকা (একা রাধিকা) ন চ অন্যা (অন্য কেহ নহেন)। অস্যাঃ (এই শ্রীরাধার) কেশে (কেশে) জৈহ্ম্যং (কুটিলতা), দৃশি (দৃষ্টিতে) তরলতা (তরলতা বা চঞ্চলতা), কুচে (স্তনে) নিষ্ঠুরত্বং (কঠিনতা); একা (একমাত্র) রাধিকা (শ্রীরাধাই) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ (সকল বাসনা পূর্ণ করিতে) প্রভবতি (সমর্থা হয়েন), ন চ অন্যা (অপর কেহ নহে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তিস্থান কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে? অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকা, অন্য কেহ নহে। শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, স্তনে কঠিনতা; একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থা, অপর কেহ নহে। ৪০

শ্রীরাধা অনুপমগুণা (যাঁহার গুণের তুলনা নাই, তাদৃশী) বলিয়া, শ্রীরাধার কেশে কুটিলতাদি আছে বলিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধা পরমাসুন্দরী এবং নবযুবতী বলিয়া এবং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন বলিয়া, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী।

শ্রীরাধার গুণ যে অনুপম (অতুলনীয়) এই ১৪২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৩। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণও যে শ্রীরাধিকার অনুপম-গুণসমূহ পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন, তাহা দেখাইতেছেন। **যাহার**—যে রাধার। **সৌভাগ্য**—পতির নিকটে অত্যধিক আদর পাওয়া। রমণীকুলের মধ্যে সত্যভামাই সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী। "সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকা ভবেৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভধৃত হরিবংশবচন।" শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী সত্যভামা সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী হইয়াও রাধার সৌভাগ্য-গুণ পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন। **ব্রজরামা**—ব্রজরামাগণ কলাবিলাসে সুপণ্ডিত হইয়াও শ্রীরাধার নিকট আবার কলাবিলাস শিক্ষা করেন। **কলা**—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টী বিদ্যা।

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৪৪
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ? ॥ ১৪৫
প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৪৫।৩৬-শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় উদ্ধৃত শিবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ এইরূপঃ—(১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (৪) নাট্য, (৫) আলেখ্য, (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য, (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বালি-বিকার, (৮) পুষ্পাস্তরণ, (৯) দশন-বসনাঙ্গরাগ, (১০) মণিভূমিকা-কর্ম্ম, (১১) শয়ন-রচন, (১২) উদকবাদ্য, উদকঘাত, (১৩) চিত্রযোগ, (১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্প, (১৫) শেখরাপীড়যোজন, (১৬) নেপথ্যযোগ, (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ, (১৮) সুগন্ধযুক্তি, (১৯) ভূষণযোজন, (২০) ঐন্দ্রজাল, (২১) কৌচুমারযোগ, (২২) হস্তলাঘব, (২৩) চিত্রশাকাপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, (২৪) পানক-রস-রাগাসব-যোজন, (২৫) সূচবায়কর্ম্ম, (২৬) সূত্রক্রীড়া, (২৭) বীণাডমরুকবাদ্যাদি, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা, (৩০) দুর্ব্বচকযোগ, (৩১) পুস্তকবাচন, (৩২) নাটকাখ্যায়িকাদর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ, (৩৪) পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, (৩৫) তর্ককর্ম্মসমূহ, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭) বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকারজ্ঞান, (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, (৪৩) মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি, (৪৪) শুক-সারিকা-প্রলাপন, (৪৫) উৎসাদন, (৪৬) কেশমার্জ্জন-কৌশল, (৪৭) অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, (৪৮) ম্লেচ্ছিতকুতর্ক-বিকল্প, (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান, (৫০) পুষ্পশকটিকা-নির্ম্মিতি-জ্ঞান, (৫১) যন্ত্রমাতৃকাধারণমাতৃকা, (৫২) সম্পাট্য, (৫৩) মানসীকাব্য-ক্রিয়া, (৫৪) অভিধানকোশ, (৫৫) ছন্দোজ্ঞান, (৫৬) ক্রিয়াবিকল্প, (৫৭) ছলিতকযোগ, (৫৮) বস্ত্রগোপন, (৫৯) দ্যূতবিশেষ, (৬০) আকর্ষক্রীড়া, (৬১) বালক্রীড়নক, (৬২) বৈনায়িকীবিদ্যার জ্ঞান, (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যার জ্ঞান এবং (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যার জ্ঞান।

১৪৪। লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী সুন্দরীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইলেও শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যের তুলনায় তাঁহাদের সৌন্দর্য্য নগণ্য; এজন্য তাঁহারা শ্রীরাধার ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আর বশিষ্ঠপত্নী-অরুন্ধতী পতিব্রতাদিগের শিরোমণি; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার ন্যায় পতিব্রতার ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করেন। **পতিব্রতা**—পতিপরায়ণা; পতিব্রতার লক্ষণ এইঃ—আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥ অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্ট হন, পতি বিদেশগত হইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতির মৃত্যু হইলে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা। **ধর্ম্ম**—আচার (মেদিনীকোষ)। **পাতিব্রত্যধর্ম্ম**—পতির সুখদুঃখাদিতেই যে পত্নীর সুখ-দুঃখাদি, এইরূপ আচারই পতিব্রতা-নারীর ধর্ম্ম। **অরুন্ধতী**—মহামুনি-বশিষ্ঠের পত্নী; ইনি পতিব্রতা-রমণীদিগের আদর্শ-স্থানীয়া।

১৪৫। শ্রীরাধার গুণ অনন্ত; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীরাধার গুণগণের সীমা পায়েন না। ক্ষুদ্রজীব কিরূপে আর রাধার গুণের ইয়ত্তা করিবে?

শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার গুণের অন্ত পান না, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় না; কারণ, শ্রীরাধার গুণের অন্তই নাই; সুতরাং কৃষ্ণ কিরূপে অন্ত পাইবেন? যাহা নাই, তাহা কিরূপে পাইবেন?

১৪৬। **কৃষ্ণরাধাপ্রেমতত্ত্ব**—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব। ১০৬-১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব, ১১৬-৪২ পয়ারে রাধাতত্ত্ব এবং ১১৯-২২ পয়ারে প্রেমতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি—এই তিনটীই প্রধান (২।৮।১১৬)। এই তিনটীর মধ্যে আবার চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা-স্বরূপ-শক্তিই প্রধান (২।৮।১১৭); তাহা হইলে স্বরূপ-শক্তিই হইল সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। এই স্বরূপ-শক্তির আবার তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ (২।৮।১১৮-১৯)। এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে আবার হ্লাদিনীর বা হ্লাদিন্যংশ-প্রধান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বরূপ-শক্তির উৎকর্ষই সর্ব্বাতিশায়ী (১।৪।৫৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল-শক্তিবর্গের মধ্যে হ্লাদিনীই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। শক্তিমান্‌কে মহীয়ান্ করিতে পারে কেবলমাত্র তাঁহার শক্তি; সেই শক্তি আবার যত মহীয়সী হয়, তাঁহার প্রভাবে শক্তিমান্‌ও তত বেশী মহীয়ান্ হইতে পারেন। হ্লাদিনীই যখন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী, তখন হ্লাদিনীই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-রূপে মহীয়ান্ করিতে সমর্থা। কোনও বস্তু মহীয়ান্ হয় তাহার স্বরূপের বিকাশে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে আনন্দ এবং রস; তাঁহার আনন্দ-স্বরূপত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের সার্থকতা কেবলমাত্র হ্লাদিনীদ্বারাই সম্ভব (৩।৮।১২০-২১), হ্লাদিনীর প্রভাবেই তাঁহার (ভক্তগণকর্ত্তৃক পরমাস্বাদ্য) সুখরূপত্ব এবং (স্বরূপানন্দ ও ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের আনন্দ লাভ সম্ভব হয় বলিয়া) রসিক-স্বরূপত্ব। এতাদৃশী যে হ্লাদিনী, তাহার সার অংশ বা ঘনীভূত অবস্থার যে বিলাস, তাহাই, হইল প্রেমের স্বরূপ (২।৮।১২২)। যে বস্তুটী পরব্রহ্ম-বস্তু-শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপের সার্থকতা দান করিয়া তাঁহাকে মহীয়ান্ করিতে পারে, তাহারই গাঢ়তম বৈচিত্র্যই হইল প্রেম। ইহাদ্বারা প্রেমের তত্ত্ব এবং প্রেমের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য দেখান হইল। প্রেমের এই অপূর্ব্ব স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের অধিকারী—সুতরাং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এবং সর্ব্ব-বশীকারী—হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকেন। (হ্লাদিনী তাঁহারই শক্তি বলিয়া প্রেমবশ্যতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না; স্বতন্ত্র অর্থই হইল—স্বশক্ত্যেক-সহায়; স্ব-শক্তিব্যতীত অপর কিছুর অপেক্ষা যিনি রাখেন না)। প্রেম যে স্বরূপে এবং প্রভাবে পরম-মহীয়ান্, তাহাই দেখান হইল।

এতাদৃশ পরম-মহীয়ান্ প্রেমেরই চরমতম বিকাশ যে মহাভাব (মাদনাখ্য-মহাভাব), তাহারই মূর্ত্ত বিগ্রহ হইলেন শ্রীরাধা; তিনি সর্ব্বশক্তির এবং প্রেমেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা; তাঁহার দেহ, চিত্ত, ইন্দ্রিয়াদি, তাঁহার ব্যবহারের সমস্ত বস্তু—প্রেম-বিভাবিত, প্রেমদ্বারা গঠিত এবং প্রেমরসে সম্যক্‌রূপে পরিষিঞ্চিত। তাঁহার চিত্তেও চরমতম-বিকাশময় প্রেম পূর্ণতমরূপে অবস্থিত। এই প্রেমের দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন—"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। ১।৪।৭৫ ॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার ॥ ২।৮।১২৫ ॥" ইহাই শ্রীরাধার তত্ত্ব। এতাদৃশী শ্রীরাধা এবং তাঁহার প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ সাধিত করিয়া তাঁহার মদন-মোহনত্ব প্রকটিত করিতে পারেন। পরব্রহ্ম—স্বরূপে ব্রহ্ম (বৃহত্তম); কিন্তু তাঁহাকে প্রভাবেও ব্রহ্ম (বৃহত্তম) করিতে পারে একমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তি (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম বৃহত্তম হইয়াও তাঁহাতে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া প্রভাবে ব্রহ্ম—বৃহত্তম—নহেন)। এতাদৃশী স্বরূপ-শক্তির মহিমাও পূর্ণতমরূপে বিকশিত শ্রীরাধাতে; সুতরাং শ্রীরাধা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের, ঐশ্বর্য্যের, মাধুর্য্যের, রসত্বের—এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার মহিমার—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। তাই স্বরূপে এবং প্রভাবে শ্রীরাধা হইলেন একটী অপূর্ব্ব বিরাট তত্ত্ব। এতাদৃশ তত্ত্ব যে প্রেমের আধার, সেই প্রেমের মহিমা যে সর্ব্বাতিশায়ী, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

এইরূপে দেখা যাইতেছে—রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের বিবৃতিদ্বারাও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই অভিব্যক্ত করা হইয়াছে।

কোনও কোনও গ্রন্থে 'কৃষ্ণরাধাতত্ত্ব." আবার কোনও কোনও গ্রন্থে "রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

চাহিয়ে—চাই, ইচ্ছা করি। **দোঁহার**—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের। **বিলাস**—কেলি, ক্রীড়া, লীলা। **বিলাস-মহত্ত্ব**—কেলিমাহাত্ম্য। ১৪৭-৫৬ পয়ারে বিলাস-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনার্থই শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের কথা প্রকাশ করাইতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের খ্যাপনে প্রেম-মহিমা কি ভাবে খ্যাপিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্তী ২।৮।১১৫-পয়ারের টীকায় তাহার দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে। প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের

রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

খ্যাপনে কিরূপে রাধাপ্রেমের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে, তাহার দিগ্দর্শনও আলোচ্য পয়ারের টীকায় ইতঃপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—প্রেম স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, সুতরাং জাত্যংশেই ইহা পরম গরীয়ান্। আবার এই প্রেমের আধার বা বাসস্থানও প্রেমঘনবিগ্রহা স্বয়ংপ্রেম-স্বরূপা শ্রীরাধা—যিনি স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি-স্বীয়-কায়ব্যূহরূপে অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রেম হইল যেন নিখিল অভিজাত-কুল-শিরোমণি; আর তাহার বাসস্থানও হইল স্বীয় আভিজাত্যের অনুরূপ—প্রেমগঠিত এবং প্রেমের বিবিধ-বৈচিত্রীরূপ মণিরত্নখচিত মহারাজাধিরাজোচিত পরম-রমণীয় প্রাসাদোপম শ্রীরাধার লাবণ্য-ললামভূত বিগ্রহ। এতাদৃশ প্রেমের ক্রিয়াদিও হইতেছে তাহার স্বরূপের, বাসস্থানের, তাহার আভিজাত্যের অনুরূপ—সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্য-পূর্ণ, সর্ব্বাধার, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিবিধান। ইহাদ্বারা রাধাপ্রেমের মহিমা পরমোজ্জ্বলভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু ইহাতেও যেন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মহিমা বিকশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় নাই; আরও যেন কিছু বাকী আছে। তিনি যেন মনে করিলেন—অখণ্ড-রসবল্লভা মহাভাববিগ্রহা স্বয়ং-কান্তাপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত অখিল-রসামৃত-বারিধি-শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ সাক্ষাৎ-মন্মথ-মদন শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসে রাধাপ্রেম-মহিমার যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার কথা এখনও বলা হয় নাই। তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু বলিলেন—"শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।" প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দও বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন—পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে।

১৪৭। **ধীরললিত**—পরবর্ত্তী শ্লোকে ধীরললিত-নায়কের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা। **কামক্রীড়া**—প্রেমের খেলা। এস্থলে কাম-শব্দের অর্থ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই কোনও না কোনও একটী প্রেমের খেলা নিয়াই আছেন; নন্দালয়ে রক্তক-পত্রকাদি নন্দদাসের সঙ্গে দাস্যপ্রেমের খেলা, নন্দ-যশোদার সঙ্গে বাৎসল্য-প্রেমের খেলা, রাখালের সঙ্গে সখ্য-প্রেমের খেলা, গোপীদের সঙ্গে মধুর-প্রেমের খেলা—সর্ব্বদাই এইরূপ কোনও না কোনও একটা প্রেমের খেলাই খেলিতেছেন।

অথবা যদি "কামক্রীড়া"-শব্দ এস্থলে সাধারণভাবে "প্রেমের খেলা" অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া "ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গে বিহারাদি"-অর্থে ধরা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী "নিরন্তর" শব্দের অর্থ করিতে হইবে "যথাযোগ্য সময়ের সকল সময়ে" অর্থাৎ যে যে সময়ে গোপীদের সঙ্গে বিহারাদি হওয়া সম্ভব এবং সঙ্গত, সেই সেই সময়ে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন। "নিরন্তর"-শব্দের অর্থ এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় "সর্ব্বদা—দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই"—এইরূপ করিলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ দিনরাত্রির মধ্যে সর্ব্বদাই যদি গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন, তবে তাঁহার গোচারণাদি অন্যান্য লীলা কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? এই আপত্তি খণ্ডনার্থ "নিরন্তর" অর্থ "যথাযোগ্য সময়ের সকল সময়ে" এইরূপ করা হইল।

অথবা। এইরূপ অর্থও করা যায়।

নিরন্তর—সর্ব্বদা, দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই। **কামক্রীড়া**—গোপীদের সহিত বিহারাদি। শ্রীকৃষ্ণ দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই যদি তিনি প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে, গোচারণাদি করেন কখন? উত্তর,—গোচারণাদিও প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়ারই অঙ্গবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ নন্দ-যশোদার নিকটে থাকেন, কি সখাদের সঙ্গে গোচারণাদিতে লিপ্ত থাকেন, ততক্ষণ প্রেয়সীদিগের নিকট হইতে দূরে

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১২৩)—
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ৪১

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥ ১৪৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে,
১ম-বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১২৪)—
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়া-কুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ৪২

প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর ॥ ১৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রেয়সীনাং প্রেমবিশেষযুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ। যথোক্তং যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা। ইতি। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি চ। শ্রীজীব। ৪১

বাচেতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যা বাক্যম্। শ্রীজীব। ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকিয়া পরস্পরের মিলনের জন্য তাঁহাদের এবং নিজের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া মিলনের মধুরতা বৃদ্ধি করেন মাত্র; সুতরাং গোচারণাদি অপর লীলাসকল উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া মিলনের মধুরতার পুষ্টি সাধন করে বলিয়া ঐ সকল লীলাকেও প্রেয়সীদিগের সহিত "কামক্রীড়ার" অঙ্গ-বিশেষ বলা যাইতে পারে। আবার, গোচারণ প্রত্যক্ষভাবেই প্রেয়সীদিগের সহিত মিলনের অনুকূল; কারণ, গোচারণের ছলেই শ্রীকৃষ্ণ দিবসে বনে যাইয়া প্রেয়সীদিগের সহিত মিলিত হইতে পারেন।

এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল সময়েই প্রেয়সীদিগের সহিত কামক্রীড়া করিতেছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক বলিয়া যে প্রেয়সীর বশীভূত, তাহাও সূচিত হইয়া থাকে।

অথবা, পরিহাস-পটু শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদিগের সহিত পরিহাস-রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই গোচারণাদির ছলে যেন অন্যত্র অন্তর্হিত হন, ইহাও বলা যায়।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। বিদগ্ধঃ (বিদগ্ধ), নবতারুণ্যঃ (নবযুবা), পরিহাসবিশারদঃ (পরিহাসপটু) নিশ্চিন্তঃ (নিশ্চিন্ত), প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ (প্রায়শঃ প্রেয়সীর বশীভূত—যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, সেই প্রেয়সীর প্রেমে তদ্রূপ বশীভূত) ধীরললিতঃ (ধীরললিত) স্যাৎ (হয়েন)।

অনুবাদ। যিনি বিদগ্ধ, যিনি নবযুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি সেই প্রেয়সীর সেইরূপ বশীভূত, তাঁহাকে ধীরললিত-নায়ক বলে। ৪১

বিদগ্ধ—কলাবিলাসাদিতে নিপুণ। **নিশ্চিন্ত**—যাঁহার কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনা বা উদ্বেগাদি নাই। **প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ**—প্রেয়সীদিগের প্রেমানুরূপভাবে তাঁহাদের বশীভূত; সকলের নিকটে সমানভাবে বশীভূত নহেন।

এই শ্লোকে ১৪৭ পয়ারোক্ত ধীরললিত, নায়কের লক্ষণ বলা হইল।

১৪৮। **রাত্রিদিন**—রাত্রির ও দিনের যথাযোগ্য সময়ে। অথবা, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার এক প্রকাশে রাত্রিদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে। **কুঞ্জক্রীড়া**—নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার। **কৈশোর বয়স** ইত্যাদি—১।৪।১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"কৈশোর বয়স" ইত্যাদি ১৪৮ পয়ারার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৯। **এই হয়**—হাঁ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই; কিন্তু **আগে**—ইহার উপরে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বল। **ইহা বই** ইত্যাদি—ইহার উপরে কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই।

যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

প্রেমের—শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার বাসনার—গাঢ়তাবশতঃই বিলাসের বাসনা জন্মে এবং বিলাস-ব্যপদেশেই প্রেমের মহিমা প্রকটিত হয়; তাই প্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাহিয়াছেন। বিলাসের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া রায়-রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথা বলিলেন। তিনি ধীরললিতত্বের যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলিলেন, তৎসমস্তই রাধাপ্রেমজনিত বিলাসের মাহাত্ম্যই সূচিত করিয়া থাকে। যিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; যিনি সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ যাঁহার মহিমার অন্ত পান না, সেই পরম-স্বতন্ত্র পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দুর্দ্দমনীয়া রস-লোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে প্রেয়সীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া—সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব হইলেও প্রেয়সী-সঙ্গলোভে তাঁহাকে নিভৃত-নিকুঞ্জে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী—তাহা কে বলিবে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহিমার কথা রায়-রামানন্দ ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইল না; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—"রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু রামানন্দ, বিলাস-মহত্ত্বের সকল কথা যেন বলা হয় নাই; আরও যেন গূঢ় রহস্য কিছু আছে; তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয়। বল রামানন্দ।"

শুনিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন—"প্রভু, যাহা বলিয়াছি, তাহার উপরের কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই।" বস্তুতঃ লীলারস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও বিষয়ই কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে; ইহা ভগবৎ-কৃপায় একমাত্র অনুভবগম্য।

১৫০। প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন—"প্রভু, বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তর রহস্য আমার বুদ্ধির অগম্য সত্য; তবে তোমারই কৃপায় একসময়ে আমি একটু অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম—রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের একটা গূঢ়তম রহস্য আছে। আমার নিজের রচিত একটি গীতে আমি তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি। এই গীতটীতে যে রহস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত।" **তাহা শুনি ইত্যাদি**—কিন্তু প্রভু, আমার রচিত গীতে সেই ইঙ্গিতটীকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটিকে ফুটাইয়া উঠাইতে পারিয়াছি কিনা, জানি না। যদি না পারিয়া থাকি, গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবে না; অথবা, যে রহস্যটি তুমি প্রকাশ করাইতে চাহিতেছ, আমার রচিত গীতে যদি তাহার ইঙ্গিত না থাকে, তাহা হইলেও তোমার সুখ হইবে না। তোমার বাসনা তৃপ্তি লাভ করিবে না। তাই প্রভু, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে যে—গীতটী শুনিয়া তুমি সুখী হইবে কিনা। তথাপি, আমার গীতটি আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি; তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত বস্তুটি ইহাতে আছে কিনা দেখ।

নিম্নে এই গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, ১৫২-৫৬ পয়ারে। এই গীতটির অন্তর্গত—"না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"—এই অংশের মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটী নিহিত আছে।

কিন্তু এই রহস্যটি কি? "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে রহস্যটির উদ্‌ঘাটনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

প্রেমবিলাস—প্রেমজনিত বিলাস বা কেলি; স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয় যিনি কেবল মাত্র তাঁহার সুখবিধানের বাসনা (ইহাই প্রেম, সেই প্রেম) হইতে উদ্ভূত এবং সেই বাসনার প্রেরণায় সংঘটিত বিলাস।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহা স্বসুখ-বাসনাদ্বারা প্রণোদিত বিলাস নহে ; তাদৃশ বিলাসের নাম কামবিলাস ; কামবিলাস হইতেছে পশুবৎ-বিলাস, ইহার মহত্ত্ব কিছু নাই, ইহা বরং জুগুপ্সিত। প্রেমবিলাস-শব্দের অন্তর্গত "প্রেম"-শব্দেই কামবিলাস নিরসিত হইতেছে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত—প্রেমজনিত বিলাসের বিবর্ত্ত। কিন্তু বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ কি ? বিবর্ত্ত-শব্দটীই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়।

বিবর্ত্ত—এই পয়ারের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"বিপরীত"। উজ্জ্বল-নীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বকারে স্নুমুখি নববিবর্ত্তঃ-স্থানে বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরিপাকঃ"। আর, বিবর্ত্তের একটা সাধারণ এবং সর্ব্বজন-বিদিত অর্থ আছে—"ভ্রম"। তাহা হইলে, বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থ পাওয়া গেল—বিপরীত বা বৈপরীত্য, পরিপাক বা পরিপক্বতা এবং ভ্রম বা ভ্রান্তি। "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই তিনটী অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা আছে। অবশ্য "পরিপাক"-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা, "বিপরীত" এবং "ভ্রম"-অর্থের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক—মুখ্যার্থ-"পরিপাকের" বহির্লক্ষণ-সূচকরূপে ; "পরিপাক"-অর্থ ই অঙ্গী, "ভ্রম" এবং "বিপরীত" হইল তাহার অঙ্গ।

বিবর্ত্ত-শব্দের উল্লিখিত মুখ্য অর্থ ধরিলে "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ হইল—প্রেমজনিত-বিলাসের পরিপক্বতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই চরমোৎকর্ষাবস্থায় দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—একটী ভ্রান্তি, অপরটী বৈপরীত্য। যে বস্তুটীকে চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, বাহিরের লক্ষণদ্বারাই তাহাকে চেনা যায়। প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থাটীও চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ; যে সমস্ত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদ্বারাই তাহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। তাই চক্রবর্ত্তিপাদ একটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—বিপরীত বা বৈপরীত্য। আর একটী লক্ষণ—ভ্রান্তি ; ভ্রান্তি হইতেই বৈপরীত্য জন্মে। কিরূপে ? তাহাই দেখান হইতেছে।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে "ধন্যাসি যা কথয়সি"-শ্লোকের টীপ্পনীতে লিখিত আছে যে—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা। বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তা যখন জন্মে,—যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি, নিজেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকে না—তখন তাঁহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় থাকে একমাত্র বিলাস। কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্রী সাধিত হইবে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় থাকে ; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁহাদের থাকে না, তখনই ক্রম-বর্দ্ধমান চরম-উৎকর্ষবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে বৈপরীত্য—নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য—সম্ভব হইতে পারে। পরবর্ত্তী গীতের "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থে সম্ভবতঃ এই বৈপরীত্যের কথাই বলিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল ভ্রান্তি—নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফল। বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাই বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক ; এই অবস্থাটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া তাহা হইতে জাত ভ্রান্তিদ্বারা এবং ভ্রান্তি হইতে জাত চেষ্টার বৈপরীত্যদ্বারা তাহা বুঝা যায়। এস্থলে বিবর্ত্ত-শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রধান অর্থ পরিপক্বতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা ; তাহার ফল ভ্রান্তি এবং ভ্রান্তির ফল বৈপরীত্য।

কিন্তু এই বৈপরীত্য—চেষ্টার বৈপরীত্য বা বিপরীত বিহার—প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটী বাহিরের লক্ষণমাত্র ; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয়। আবার এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণও নয় ; সকল অবস্থাতে এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থা সূচিত করে না। ইহা যদি নায়ক-নায়িকার ইচ্ছাকৃত হয়, তাহা হইলে এই বৈপরীত্য বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক হইবে না। ইহা যদি বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তার ফলে জাত ভ্রম বা নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিবশতঃই, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত্ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয়, তাহা হইলেই এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক হইবে, অন্যথা নহে। বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। এই বৈপরীত্য কিরূপ, গোপালচম্পূর উক্তিদ্বারা পরে তাহা বলা হইবে।

প্রেমজনিত বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ নায়ক-নায়িকার—নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের এবং নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার—উভয়েরই মনের বাসনা থাকে মাত্র একটা—বিলাস-সুখের বর্দ্ধন-বাসনা; তখন তাঁহাদের উভয়ের মন যেন এক হইয়া যায়; একথাই পরবর্ত্তী-গীতের "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—বাক্যের তাৎপর্য্য। উভয়েই একমনা হইয়া যান বলিয়া তাঁহাদের আর ভেদজ্ঞান থাকে না। বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তা-জনিত—এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে প্রেমবিলাসের চরম-পরাকাষ্ঠা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীপাদকবি-কর্ণপূরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্ণোঽন্তিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপন্নবাতীৎ॥—শ্রীলরামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) প্রেমের অন্তি-পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তদুভয়ের পরম-একত্বসূচক একটী গীত গাহিয়াছিলেন॥ ১৩।৪৫॥"

বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তা-জনিত আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য হইতে যে বিপরীত বিহার উদ্ভূত হয়, তাহাই যে বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীবগোস্বামীর গোপালচম্পূগ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূর "সর্ব্ব-মনোরথপূরণ"-নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না; বরং দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণা-শান্তিহীন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সেবা-বাসনার উদ্দামতা এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল ঔৎকণ্ঠ্য শ্রীরাধার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যেহেতু তাঁহার মধ্যেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। তাঁহার এই সেবা-বাসনাজনিত পরমৌৎকণ্ঠ্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও সেবাগ্রহণ-বাসনার পরমৌৎ-কণ্ঠ্য জাগাইয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণের এই সেবা-গ্রহণবাসনাও বস্তুতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা; যেহেতু, তাঁহার যত কিছু লীলা, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তদের চিত্ত-বিনোদন, তাঁহার নিজমুখেই একথা প্রকাশ। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্তের সেবা-গ্রহণবাসনার মূলে যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে সেবা-গ্রহণের কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, ভক্তের সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার প্রীতিবিধানার্থ তাঁহার সেবা গ্রহণবাসনা—এতদুভয়ই যখন পূর্ণ উদ্দামতা লাভ করিয়া চরম ঔৎকণ্ঠ্যে পরিণত হয়, তখনই তাঁহাদের প্রেমবিলাস পূর্ণতমরূপে মহীয়ান্ হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চরমতম ঔৎকণ্ঠ্যের প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন লীলাপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যান, তখন "অন্যোঽন্যং রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষ্যত্যলং চুম্বতি। ক্রীড়ত্যুল্লসতি ব্রবীতি নিদিশত্যাভূষয়ত্যন্বহম্॥ গোপীকৃষ্ণযুগং মুহুর্ব্বহুবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে। শশ্বৎ কিং নু করোমি কিং ন্বকরবং কুর্ব্বীয় কিং বেত্যপি॥—তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপন স্থানে যান, মিলিত হন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, উল্লসিত করেন, পরস্পরের নিকট রতিকথা বলেন, 'আমার বেশ রচনা কর'—পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ আদেশ করেন, পরস্পর পরস্পরের বেশরচনাও করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কেলি-বিলাসে নিরত থাকেন; কিন্তু বিলাস-বিষয়ে ঐকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তখন তাঁহাদের থাকে না। গোপালচম্পূ, পূর্ব্ব ৩৩।৫॥" এস্থলে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য সূচিত হইতেছে। "অন্যোঽন্যম্"-শব্দ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, আলিঙ্গন-চুম্বনাদির ব্যাপারে, কি বেশরচনার্থ আদেশাদির ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী এবং কখনও বা শ্রীরাধাই অগ্রণী; ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইতেছে। কে-ই বা রমণ, আর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কে-ই বা রমণী,—কে-ই বা কান্ত, আর কে-ই বা কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়া থাকে। ইহাই পরবর্তী গীতের "না সো রমণ, না হাম রমণী" বাক্যের মর্ম্ম। প্রেমবৃদ্ধির চরম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে সুখী করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন কেলিবিলাসে প্রমত্ততা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাই পরবর্ত্তী গীতের "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

উল্লিখিতরূপ বিলাসাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ তাঁহাদের নিকটে স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বাতিশায়িনী প্রেমোৎকণ্ঠার ফলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ, গৃহকে বন, বনকে গৃহ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ, উষ্ণকে শীত—ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। এইরূপই যখন অবস্থা, তখন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। কান্তস্যাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদ্‌বৈপরীত্যং জজ্ঞে জাতম্। রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রমণীর রমণীত্ব রমণে সঞ্চারিত হয়—উভয়ের অজ্ঞাতসারে। ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য হইল—চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে জাত—পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্ব্বচনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় উৎকণ্ঠা, তাহা হইতে উদ্ভূত—বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তার বহির্বিকাশমাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগ যেমন পরমোৎকণ্ঠার বাহিরের লক্ষণ, তদ্রূপ এই বিলাস-বৈপরীত্যও পরম-প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তারই একটা বাহিরের লক্ষণ। রামানন্দ-রায় এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বিলাস-বৈপরীত্যমাত্রই নয়—বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু যাহা, তাহাই। প্রেম-বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু।

শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যটি প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু রামানন্দ-রায়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধরত্ব, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহরত্বাদি—প্রকটিত করাইয়াছেন। তারপর, সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও—তাঁহার মহাভাবস্বরূপত্ব, আনন্দ-চিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেম বিভাবিতত্ব, বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-রত্নাকরত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌভাগ্যাদি—রামানন্দ-রায়ের মুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাইয়া—অখণ্ড-রসবল্লভ শ্রীনন্দ-নন্দনের এবং অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীভানুনন্দিনীর বিলাস-মহত্ত্ব প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুর অভিপ্রায় জন্মিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় ভাগ্যবান রায়-রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান তাঁহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোৎকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজিত। তার পরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা—উভয়কে নিয়াই বিলাস। সুতরাং কেবল নায়কের মধ্যে পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাসমহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। নায়িকাতেও তদনুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নায়িকা শ্রীরাধিকাতে সে সমস্ত গুণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য-সমূহের পর্য্যবসান কোথায়, তাহা প্রকাশ না করিয়াই রামানন্দ-রায় যেন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া দিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীরাধার একটী গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"—ইত্যাদি বাক্যে। ইহাও প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া "প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥" কিন্তু তাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই; তাই পুনরায় বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহাও বলিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন। যদি কেহ বলেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ"-ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই তো শ্রীরাধার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি রহিল ? উত্তরে বলা যায়—আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে। "শতকোটি গোপীতে যাহা নাই, শ্রীরাধাতে তাহা আছে।"—এই উক্তিদ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে ; কিন্তু এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, কি পরমোৎকর্ষ দান করিতে পারে, তাহা সম্যক্রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। বিলাস-মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের প্রয়োজন। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।" স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাই নিঃসঙ্কোচে নায়ককে বলিতে পারেন—"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়ো র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চী মঞ্জস্রজা কবরীভরম্। কলয় বলয়শ্রেণীং পানৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি।" প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব যখন চরমতম গাঢ়ত্ব লাভ করে, তখন কি অবস্থা হয়, শ্রীগোপালচম্পূর উক্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীরাধার স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বসম্বন্ধে—মাদনাখ্য-মহাভাবের অদ্ভুত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব কোথায় গিয়া পর্যবসিত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে রায়-রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য-সূচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব্ব রহস্যভাণ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রামানন্দের এই ভঙ্গী। কারণ, ব্যাপারটী পরম-রহস্যময়। অর্জ্জুনের নিকটে গীতার শেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি "সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত তাহা অপেক্ষাও বহু-বহু-গুণে গুহ্যতম ; তাই তাহার প্রকাশে রামানন্দ-রায়ের সঙ্কোচ। তাঁহার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়া প্রভু যখন বলিলেন—"এই হয়—আগে কহ আর ॥" তখনই রায় তাহা প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা ; মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত ; মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে-খানে, সে-খানেই প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সেখানেই বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দ-রায়ের নিকট প্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাস-মহত্ত্বসম্বন্ধে। রামানন্দ-রায়ের উত্তর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তসূচক "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে। এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই ; বরং প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ২।৮।১৫৭ ॥" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভুর আকাঙ্ক্ষা চরমাতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব জানিবার বাসনাও সম্যক্রূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ—রাধাপ্রেম-মহিমারও চরমতম বিকাশ।

মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমতম বিকাশেই যে বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমোৎকর্ষ, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং প্রেমবিলাস-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। এস্থলে যে ভেদরাহিত্যের কথা বলা হইল, তাহা যে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য নহে,··তাহাও উক্ত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—প্রেমবিলাসের পরিপক্কাবস্থায় বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ ভ্রম (আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য) এবং বৈপরীত্য জন্মে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞান-রাহিত্য (বা ভ্রম) এবং বৈপরীত্য হইল প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার দুইটী বহির্লক্ষণ ; ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্য যে বিশেষ লক্ষণ নয়, তাহাও বলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছে। ভেদজ্ঞান-রাহিত্য কিন্তু প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার বিশেষ লক্ষণ। এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যকেই কবিকর্ণপূর "পরৈক্য" বলিয়াছেন—পরৈক্য-শব্দে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনের সর্ব্বতোভাবে একতা বা একরূপতা বুঝায়। প্রেম-প্রভাবে উভয়ের মন গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী "রাধায়া ভবতশ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকস্থ "নির্ধ্‌তভেদভ্রমম্"-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—দুই খণ্ড লাক্ষা তীব্রতাপে গলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, তদ্রূপ। ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের "পরৈক্য"-অবস্থা, ইহাই ভেদজ্ঞান-রাহিত্য; মনের ভেদ নাই বলিয়া জ্ঞানেরও ভেদ নাই, উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নাই; পৃথক্ অস্তিত্ব আছে; যেহেতু, ইহা নিত্য; নাই কেবল পৃথক্ অস্তিত্বের—এমন কি নিজেদের অস্তিত্বের—জ্ঞান বা অনুভূতি।

প্রশ্ন হইতে পারে, উক্তরূপ "পরৈক্য"-অবস্থাই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা হইলে রায়-রামানন্দকৃত গানের শেষভাগে—"অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি বাক্যে বিরাগ বা বিরহের কথা বলা হইল কেন? "পরৈক্য"-অবস্থায় বিরহের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ এমন হইতে পারে যে, গানটীর প্রথমার্দ্ধের অন্তর্ভুক্ত "না সো রমণ"-ইত্যাদি পদগুলিই পরৈক্য-সূচক বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত জ্ঞাপক; শেষার্দ্ধ, বিরহ-জ্ঞাপক। বিরহ-অবস্থায় খেদের সহিত পূর্ব্বের বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত পরৈক্যের কথা তদবস্থায় অনমোর্দ্ধ সুখের কথার উল্লেখ করিয়া বিরহ-যন্ত্রণার তীব্রতর চরম অসহনীয়তা খ্যাপিত করা হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের নাটকোক্তি হইতে উক্তরূপ তাৎপর্য্যই অনুমিত হয়। মথুরার রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতির মুখে ব্যক্ত শ্রীরাধার উক্তি-সম্বন্ধে কর্ণপূর বলিয়াছেন—"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিস্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি নমু চিত্রং কিমপরম্। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কান্তা এবং তুমি আমার কান্ত—এরূপ জ্ঞান তখন ছিল না; তখন (ভেদজ্ঞান-মূলা) মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; 'তুমি ও আমি' এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের (তোমার ও আমার) ছিল না (এ পর্য্যন্ত পরৈক্যের কথা, গীতস্থ 'না সো রমণ'-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে তৎকালীন বিরহের কথা বলিতেছেন)। এখন তুমি ভর্ত্তা, আর আমি তোমার ভার্য্যা—এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইয়াছে; তথাপি আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ৭।১৬-১৭॥" নাটকের এই উক্তিকে রামানন্দ-রায়ের গীতটীর সংস্কৃত অনুবাদও বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র গীতটীকেই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক মনে করা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—পূর্ব্বে গোপালচম্পূর উক্তি হইতে বৈপরীত্যের একটী লক্ষণ দেখান হইয়াছে—সংযোগে অসংযোগের ভাব, গীতের শেষ অংশে তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসংযোগ বা বিরহ নহে, বিরহের ভ্রান্তি মাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাবের মিলনেও বিরহের ভাব বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু প্রথমোক্ত সমাধানই কবিকর্ণপূরেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাটকে, উল্লিখিত "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি"-ইত্যাদি বাক্যের পরে, প্রভুকর্ত্তৃক রামানন্দ-রায়ের মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গে, কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদৈব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানকাস্য তত্ত্বরহস্যত্ব-প্রকাশকম্। ৭।১৭। (পরবর্ত্তী ১৫১ পয়ারের টীকায় ইহার অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)।" এই নাটকোক্তি হইতেই বুঝা যায়—গীতের প্রথমার্দ্ধেই নিরুপাধিক—পরম-পুরুষার্থ-সূচক পরৈক্যজ্ঞাপক এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ সোপাধিক—ভেদজ্ঞান-জ্ঞাপক বলিয়া পরৈক্য-জ্ঞান-হীন। ২।৮।১৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

১৫১। **আপনকৃত**—রামানন্দ-রায়ের নিজের রচিত। **গীত এক**—পরবর্তী "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতটী। ইহা রামানন্দ-রায়ের নিজের রচিত। **প্রেমে প্রভু** ইত্যাদি—এই গীতটী শুনিয়া প্রভু নিজের হাতে রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন আর কিছু বলিতে না পারেন। প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রভুর অনভিপ্রেত বলিয়া বিরক্তিবশতঃ নয়, পরন্ত প্রেমাবেশবশতঃ। রামানন্দ যে রহস্যটির ইঙ্গিত করিলেন, তাহাই প্রভুর একান্ত অভিপ্রেত; এই রহস্যটী জানিবার জন্যই প্রভু রামরায়কে বলিয়াছিলেন "আগে কহ আর"। রামরায়ের গীতে সেই রহস্যটীর ইঙ্গিত পাইয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল, অত্যন্ত প্রেমাবেশ হইল; এই প্রেমাবেশবশতঃ প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন; যেন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন—রায় যেন আর কিছু প্রকাশ না করিতে পারেন, কিন্তু কেন?

এসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"ফণা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, প্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রামরায়ের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পরে হয়তো বা ঐরূপ উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথবা হয়তো প্রেমবৈবশ্যবশতঃই—স্বীয় কর-কমলে প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। ব্যধিকরণতয়া বা আনন্দবৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাঽপধত্ত ॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানকাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্ ॥ ৭।১৭ ॥—নিরুপাধি (কপটতাহীন) সুনির্ম্মল প্রেম কখনও উপাধি (বা কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্য (নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি—না সো রমন না হাম রমণী ইত্যাদি-বাক্যের) প্রথমার্দ্ধে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সুবিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরমপুরুষার্থ-সূচক ঐ প্রথমার্দ্ধের বাক্য যে পরম-রহস্যময়, প্রভুকর্ত্তৃক রামানন্দ-রায়ের মুখাচ্ছাদনেই তাহা সূচিত হইতেছে।

প্রভুকর্ত্তৃক রায়-রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর দুইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী হেতু হইল—প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য। রামানন্দের গীতে যে পরম-রহস্যটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর আনন্দ-বিবশতা অস্বাভাবিক নয়। এই বিবশতার ভাব সকল সময়েই আত্মগোপন-তৎপর প্রভু হয়তো চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিতেন। তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—অন্ততঃ পূর্ণতার বহির্বিকাশ হয় নাই; তাই তিনি নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন, হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকে যদি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রভুর চিত্তের ভাবতরঙ্গ হয়তো এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত যে, তাহা সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাই তিনি রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কবিকর্ণপূর-কথিত দ্বিতীয় হেতুটী হইতেছে এই। রামানন্দের গীতে যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত রহস্যময়; সেই তত্ত্বটীকে আরও বেশী পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই। তাই, রায় যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিলেন।

"তখনও সময় হয় নাই"—এই কথাটীর তাৎপর্য্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, রামানন্দ যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা যদি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্ত বিগ্রহই হইলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু (এই উক্তির হেতুসম্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় প্রেমবিলাস-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিবর্ত্ত প্রবন্ধের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। রামানন্দের নিকটে যদি এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তখনই তিনি প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি লাভ করিবেন ; তাহা হইলে আলোচনাই বন্ধ হইয়া যাইবে (২।৮।২৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তখনও আলোচনা শেষ হয় নাই—বিশেষতঃ জীবের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সাধন-তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভই হয় নাই। তাই প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখনই রামানন্দ প্রভুকে চিনিয়া ফেলুক।—কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের আলোচনা যে স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্তর হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই রামরায় স্বীয় গাঢ় প্রেমবশতঃ বুঝিতে পারিবেন—তিনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাই প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বিস্তৃত বিচার "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে"-ইত্যাদি বাক্যে কবিকর্ণপুর মুখাচ্ছাদনের আরও একটী হেতুর ইঙ্গিত দিয়াছেন। নিরুপাধি প্রেম কোনওরূপ উপাধি সহ্য করিতে পারে না। যাহা উপাধিহীন, তাহাই নিরুপাধি ; কিন্তু উপাধি কাহাকে বলে ? উপাধি-শব্দের অর্থ ১।২।১০-শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। কাঠ যদি ভিজা (আর্দ্র) হয়, তাহা হইলেই কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্নিতে ধূম থাকে ; সুতরাং অগ্নিতে ধূম থাকার হেতু হইল কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব ; এস্থলে কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব হইল অগ্নির উপাধি এবং ধূমবান্ অগ্নি হইল সোপাধিক অগ্নি ; আর ধূমহীন অগ্নি হইল নিরুপাধিক অগ্নি। এস্থলে অগ্নির দুইটী ভেদ পাওয়া গেল—সধূম এবং ধূমহীন। এই ভেদের হেতু হইল উপাধিরূপ আর্দ্রত্ব। তাই ন্যায়-মুক্তাবলী বলেন—"পদার্থ-বিভাজকোপাধিত্বম্"।—যাহা হউক, বিরহও প্রেমেরই এক বৈচিত্রী ; সম্ভোগাত্মক মিলনও প্রেমের এক বৈচিত্রী। কাষ্ঠের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচ্ছন্নভাবে আগুন থাকে ; কোনও এক উপলক্ষ্যে তাহা বিকশিত হইয়া নির্ধূম অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মঞ্জিষ্ঠারাগবতী শ্রীরাধাতেও স্বভাবসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ললনানিষ্ঠ প্রেম বিদ্যমান ; কোনও এক সামান্য উপলক্ষ্যে তাহা স্বতঃই উদ্‌বুদ্ধ হয় (পরবর্ত্তী ২।৮।১৫২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় না—যেমন নির্ধূম অগ্নির প্রকাশের জন্য আগুন ও কাষ্ঠ ব্যতীত তৃতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাই নির্ধূম অগ্নি যেমন নিরুপাধি, তদ্রূপ শ্রীরাধার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমও নিরুপাধি এবং তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান হয় প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে—তজ্জনিত পরৈক্যে, যেমন নির্ধূম অগ্নি প্রকাশমান হয় প্রজ্জলিত শিখারূপে। কিন্তু আর্দ্রত্বের মধ্যবর্ত্তিতায় অগ্নি যেমন ধূমের সহযোগে সোপাধিকরূপে—সধূম অগ্নিরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের মধ্যে একের কপটতার বা কপটতাভাসের বা কপটতার অনুমানের মধ্যবর্ত্তিতায় বিরহের আবির্ভাব হয় ; সুতরাং বিরহ হইল সোপাধিক প্রেম।

এই গীতের প্রথমার্দ্ধে নিরুপাধি প্রেমের কথা এবং শেষার্দ্ধে "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি পদে সোপাধিক প্রেমের কথা আছে। নিরুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে যে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, পরবর্ত্তী পদে সোপাধিক প্রেমরূপ বিরহের কথা বিস্তৃতভাবে শুনিলে তাহা তো তিরোহিত হইবেই, অধিকন্তু প্রভুর চিত্তে অপরিসীম দুঃখেরই সঞ্চার হইবে। তাই প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, যেন বিরহের কথা আর না বলিতে পারেন ; অথবা, এই মুখাচ্ছাদনের দ্বারা যেন ইহাই জানাইলেন যে, ঐ বিরহ-জ্ঞাপক পদগুলি না বলিলেই ভাল হইত। নিরুপাধি প্রেমের চরমতম পর্য্যবসান শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরৈক্যের কথা শুনিয়া প্রভুর যে প্রেমাবেশ জন্মিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই প্রভু রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন—সেই আবেশজনিত আনন্দ যেন রামানন্দ ক্ষুণ্ণ না করেন। মুখাচ্ছাদনের ইহা একটী হেতু হইতে পারে ; কিন্তু ইহা মুখ্য হেতু বলিয়া মনে হয় না। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রসঙ্গে সাময়িক বিরহের কথা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে ; তখন প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করেন নাই।

তথাহি গীতম্।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল ॥ ১৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫২। ১৫২-৫৬ পয়ারে রায়-রামানন্দ-কৃত গীতটী দেওয়া হইয়াছে।

পহিলহি—প্রথমে। **রাগ**—অনুরক্তি, আসক্তি। রাগ-শব্দের একটী পারিভাষিক অর্থও আছে। প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান ও প্রণয়ে পরিণত হয়; প্রণয়ে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রীতির বিষয়ের প্রাণ, মন, বুদ্ধি দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভিন্নতার জ্ঞান জন্মে। এই প্রণয়ই আরও এমন এক উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন উন্নীত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যধিক দুঃখকেও চিত্তে সুখ বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে বলে রাগ। দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. স্থা. ৮৪ ॥ ২।৮।১৩৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে পরম-সুখময় বস্তুও রাগে পরম-দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এই প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের অনেক বৈচিত্র্য আছে। রাগ-শব্দের একটী সাধারণ অর্থ আছে—রং বা বর্ণ। বর্ণেরও অনেক বৈচিত্র্য; তন্মধ্যে স্থায়িত্বাদি-বিষয়ে নীল বর্ণ এবং লাল বা রক্ত বর্ণের বৈশিষ্ট্য আছে; নীল এবং লাল রং-এরও অনেক বৈচিত্র্য আছে। স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যাদি বিষয়ে প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের সহিত নীল ও রক্ত বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই দুইটী বর্ণের সাহায্যে রসশাস্ত্রকারগণ প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের বিবিধ বৈচিত্র্যের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—প্রেমজাত রাগ প্রধানতঃ দুই রকমের—নীলিমা ও রক্তিমা (উ. নী. স্থা. ৮৬)। নীল রং যেমন স্থায়ী, অথচ বিশেষ উজ্জ্বল নয়, তদ্রূপ যে রাগ স্থায়ী অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, অথচ বিশেষ প্রকাশবান্ও নয়, তাহাকে নীলীরাগ বলে; ইহা স্বলগ্ন ভাবকে (মনের নিজস্ব ভাবকে) আবৃত করিয়া রাখে—মানাদিদ্বারা। চন্দ্রাবলী-আদিতেই নীলীরাগ বিদ্যমান। রক্তিমারাগও দুই রকমের—লাল রং-এর মত—কুসুম্ভ-রক্তিমা এবং মঞ্জিষ্ঠা-রক্তিমা; কুসুম্ভ-ফুলের বর্ণও লাল, মঞ্জিষ্ঠাও লাল (উ. নী. স্থা. ৯৩)। কুসুম্ভ-ফুলের রং স্বভাবত পাকা নয়; কিন্তু অন্য কোনও কষায়-দ্রব্যের যোগে তাহা পাকা হইতে পারে; শ্যামলাদি সখীগণের রাগ হইল কুসুম্ভ-রাগ, শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সঙ্গবশতঃ (তাঁহাদের সঙ্গরূপ কষায়-দ্রব্যের যোগবশতঃ) শ্যামলাদির কুসুম্ভ-রাগও স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। সদাধারবিশেষেষু কৌসুম্ভোঽপি স্থিরোভবেৎ। ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু প্রানিয়ম্য ন যুজ্যতে॥ উ. নী. স্থা. ৯৬ ॥ কুসুম্ভ-রং যেমন শীঘ্রই বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ কুসুম্ভ-রাগও সাধনসিদ্ধ গোপীদেহ-প্রাপ্ত প্রেমিক ভক্তদের চিত্তে শীঘ্রই সংলগ্ন হইয়া থাকে। কুসুম্ভ-রাগ অপেক্ষা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের পরমোৎকর্ষ। মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং, নীল-রংএর মতনই স্থায়ী, কিন্তু নীল-রং বেশী প্রকাশবান্ বা উজ্জ্বল নয়, তাহার শোভাও বেশী চিত্তাকর্ষক নয়; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন পাকা, তেমনি উজ্জ্বল, শোভাসম্পন্ন; সুতরাং নীল রং অপেক্ষা মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-এর উৎকর্ষ। আবার, কুসুম্ভ রং কিছু উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্থায়ী নয়, মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং কিন্তু স্থায়ী। তাহা হইলে দেখা গেল—স্থায়িত্বে এবং ঔজ্জ্বল্যে মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ, প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগই নীলী-রাগ এবং কৌসুম্ভ রাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মঞ্জিষ্ঠা-রাগ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা। ভবেন্মঞ্জিষ্ঠ-রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥ উ. নী. স্থা. ৯১ ॥—যে রাগ কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না, যাহা অন্যের অপেক্ষা রাখে না, যাহা স্বীয় কান্তিদ্বারা সতত-বর্দ্ধনশীল, তাহাকেই মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলে—যেমন শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রতি রাগ।" মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন জলে নষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও সঞ্চারি-ভাবাদিদ্বারা নষ্ট হয় না। ইহাই শ্লোকস্থ "অহার্য্য"-শব্দের ব্যঞ্জনা। মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন স্বতঃই উজ্জ্বল, ইহার উজ্জ্বলতা-সম্পাদনার্থ যেমন অন্য কোনও রং-এর প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও স্বতঃসিদ্ধ, এই রাগের উৎপত্তির জন্য অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। ইহাই শ্লোকস্থ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"অনন্ত-সাপেক্ষ"-শব্দের তাৎপর্য্য। মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-এর কান্তি যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, এই বৃদ্ধির আর শেষ নাই। ইহাই শ্লোকস্থ "কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা"-বাক্যের তাৎপর্য্য। শ্রীশ্রীরাধামাধবেই এই পরমোৎকর্ষময় মঞ্জিষ্ঠা-রাগ বিদ্যমান। উজ্জ্বল-নীলমণিতে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। "ধত্তে দ্রাগনুপাধি-জন্মবিধিনা কেনাপি ন কম্পতে। সূতেত্যাহিতসঙ্কটৈরপি রসং তে চেম্মিথো বর্ত্মনে॥ ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে চমৎকৃতি-করোদ্দাম প্রমোদোত্তরাম্। রাধামাধবয়োরয়ং নিরুপমঃ প্রেমানুবন্ধোৎসবঃ॥ উ. নী. স্থা. ১৮॥—দেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে নান্দীমুখী যখন রাগের লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন পৌর্ণমাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—রাধামাধবের এই নিরুপম প্রেমবন্ধোৎসব উপাধিব্যতিরেকেও অতি দ্রুত উৎপন্ন হয়; কোনও বিধিদ্বারা ইহা বিচলিত হয় না; গুরুজনজনিত ভয় অথবা ক্লেশ-পরম্পরা উপস্থিত হইলেও তাহা যদি পরস্পরের বর্ত্মলাভের (পরস্পরের সহিত মিলনের) নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাও রসের উৎপত্তি হয় এবং এরূপ সমৃদ্ধি সঞ্চয় করে যে, তদ্দ্বারা চমৎকৃতিজনক উদ্দাম-আনন্দের উদয় হয়।" এই দৃষ্টান্ত হইতে জানা গেল—(১) মঞ্জিষ্ঠা-রাগ অতি দ্রুত (দ্রাক্) সঞ্জাত হয়। কুসুম্ভ-রাগের লক্ষণ "যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতম্"-বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, কুসুম্ভ-রাগেরও মঞ্জিষ্ঠা-রাগের ন্যায় দ্রুতসঞ্জাতত্ব-গুণ আছে। কিন্তু টীকায় শ্রীজীব বলেন—"তাদৃশমপি জন্ম দ্রাগেব ধত্তে ন তু কৌসুম্ভবত্তদংশক্রমেণ ইত্যর্থঃ। যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতমিত্যত্র তু চিত্তব্যঞ্জনায়া এব দ্রুতত্বমুক্তং নতু রাগোৎপত্তেরিতি ভেদঃ।—মঞ্জিষ্ঠা-রাগের জন্ম দ্রুতই হয়, কৌসুম্ভরাগের ন্যায় অংশক্রমে নয়। কৌসুম্ভরাগের লক্ষণে যে 'চিত্তে দ্রুত সংলগ্ন হয়' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কৌসুম্ভ-রাগের উৎপত্তি দ্রুত নয়, চিত্তে তাহার ব্যঞ্জনাই দ্রুত; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা-রাগের উৎপত্তিই দ্রুত—ইহাই পার্থক্য।" (২) ইহার জন্ম নিরুপাধি, গুণ-শ্রবণাদি বা দূতী-আদি অন্য কোনও বস্তুর সহায়তাব্যতীতই ইহার জন্ম; ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অনন্যসাপেক্ষ। (৩) ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে-বাক্যে সমৃদ্ধি-সঞ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে; ক্রমশঃ—দিনের পর দিন জমা করিতে করিতেই সঞ্চয় হয়; সুতরাং ইহাদ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের লক্ষণে উক্ত "যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা"-বাক্যের কথা বা অনুদিন-বর্দ্ধনের কথাই বলা হইয়াছে। (৪) "কোনও বিধিদ্বারা বিচলিত হয় না—বিধিনা কেনাপি ন কম্পতে" এবং "গুরুজন হইতে ভয় বা কষ্ট-পরম্পরা-দ্বারাও রসের উৎপত্তি হয়"-ইত্যাদি বাক্যে মঞ্জিষ্ঠা-রাগ-লক্ষণোক্ত "অহার্য্যত্বের" কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের এই কয়টী প্রধান লক্ষণের কথা জানা গেল—দ্রুতসঞ্জাতত্ব, নিরুপাধিত্ব বা অনন্যসাপেক্ষত্ব, অনুদিনবর্দ্ধনত্ব এবং অহার্য্যত্ব বা নিত্যত্ব।

১৫২-পয়ারে যে "রাগ"-এর কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগ, পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

নয়নভঙ্গ ভেল—নয়ন-ভঙ্গে বা চোখের পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই হইল বা জন্মিল (ভেল); অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাগ জন্মিল। ইহাদ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব সূচিত হইতেছে। ইহা যে কুসুম্ভ-রাগের ন্যায় অংশক্রমে—ক্রমশঃ জন্মে নাই, সুতরাং ইহার উদ্ভব হইতে যে অধিক সময় লাগে নাই, পরন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—ইহা যে জন্মিয়াছে, তাহাও সূচিত হইল। ইহা মঞ্জিষ্ঠা-রাগেরই লক্ষণ। ইহাই ললনানিষ্ঠ প্রেমের স্বভাব। ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন বা গুণ-শ্রবণাদি ব্যতিরেকেও স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ হয় এবং উদ্বুদ্ধ হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রতি উৎপাদন করে। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্ দ্রুতং রতিম্॥ উ. নী. স্থা. ২৬॥" ব্রজসুন্দরীদিগের (ললনাদিগের) চিত্তে এই প্রেম স্বয়ংসিদ্ধ—অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান (নিষ্ঠ—নিত্য স্থিতিশীল)। প্রকটলীলায় তাঁহাদের স্বরূপাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও এই প্রেম কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকে না; ইহা তাঁহাদের চিত্তে যেন ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে, কাহাকে পাওয়ার জন্য যেন সর্ব্বদা আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে;

না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে যেন তাঁহাদের সাক্ষাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন ; স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই প্রেম স্বয়ং উদ্বুদ্ধ—প্রজ্জ্বলিত—হইয়া উঠে ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ কে, কি তাঁহার গুণাদি—তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুই জানেন না। এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের চরম-নিধান হইলেন শ্রীশ্রীরাধারাণী। শ্রীরাধা এবং তাঁহার যূথের গোপসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি এতই গাঢ়—সান্দ্র—যে, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বলবতী বাসনায় ইহা তাঁহাদের বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-লোকলজ্জা-ধৈর্য্যাদিকে পর্য্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করাইতে সমর্থা ; তাই ইহাকে সমর্থা রতিও বলা হয়। এই সমর্থারতিমতী শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীদিগের ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিব্যতীতও তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও বস্তুর (তাঁহার নামের, তাঁহার কণ্ঠস্বরের, তাঁহার বংশীধ্বনির, তাঁহার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত রূপের বা তৎসম্বন্ধি অন্য কোনও বস্তুর) সহিত সামান্য-মাত্র সম্বন্ধ ঘটিলেও তাঁহাদের নিজসম্বন্ধীয় বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া দেয়, সেই প্রেম স্বয়ং সান্দ্রতম—নীরন্ধ্র—হইয়া উঠে ; তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনার (যাঁহার শব্দাদির সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার সুখোৎপাদন-বাসনার) মধ্যে অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। "স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ। সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা॥ উ. নি. স্থা. ৩৮॥" গীতের "নয়নভঙ্গ ভেল"-বাক্যে এজাতীয় প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতাদি হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শব্দাদির সামান্য-শ্রবণাদি মাত্রেই, তৎক্ষণাৎ, চক্ষুর-পলক-পরিমিত সময়ের মধ্যেই, চিত্তস্থিত অনাদিসিদ্ধ প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। উদ্বুদ্ধ হইয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। "নয়ন-ভঙ্গ ভেল"-বাক্যে মঞ্জিষ্ঠারাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব সূচিত হইতেছে।

অনুদিন—দিনের পর দিন ; প্রতিদিন ; নিরবচ্ছিন্নভাবে। **বাড়ল**—বৃদ্ধি পাইল। "অনুদিন বাড়ল"-বাক্যে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের অনুদিনবর্দ্ধনত্ব সূচিত হইতেছে। **অবধি**—সীমা। **না গেল**—পাইল না। শ্রীরাধা বলিলেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার যে রাগ (অনুরক্তি) জন্মিয়াছিল, তাহা দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; কিন্তু এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও ইহা কোনও সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই ; ইহার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি কখনও স্থগিত হয় নাই। ইহা বিভু বস্তুরই লক্ষণ। "রাধাপ্রেম বিভু, তার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥ ১।৪।১১১॥" অনুরাগ চরম-পরিণতি-প্রাপ্ত হইলেও, ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা যেন কখনও শেষ সীমায় পৌঁছে না, ইহার শেষসীমা বলিয়াও কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন—"মমাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥"

১৫৩। **না**—নহেন। **সো**—সে ; তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। **রমণ**—রতিকর্ত্তা নায়ক। **হাম**—আমি অর্থাৎ শ্রীরাধা। **রমণী**—রতিসম্পাদিনী নায়িকা। **দুহুঁমন**—দোঁহাকার চিত্তকে ; শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের চিত্তকে। **মনোভব**—মনে যাহার উদ্ভব (ভব) বা জন্ম ; বাসনা ; পরস্পরকে সুখী করার বাসনা। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার বাসনা এবং শ্রীরাধাকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা। পরস্পরের প্রতি উভয়ের প্রীতি বা প্রেম। শ্রীরাধার মনেও স্বসুখ-বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের মনেও স্বসুখ-বাসনা নাই। তাঁহাদের প্রীতি পারস্পরিকী। **পেষল**—পেষণ করিয়া এক করিয়া দিল। **জানি**—যেন। পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গলাইয়া বা পিষিয়া যেন এক করিয়া দিল, অভিন্ন করিয়া দিল, উভয়ের মনের বাসনার পার্থক্য যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিল। অথবা, **জানি**—জানিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি—পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গলাইয়া বা পিষিয়া এক করিয়া দিল।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে—প্রেম নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষণের পর ক্ষণ, দিনের পর দিন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতেছে। অর্থাৎ, বিলাসাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের বাসনা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠাও কেবল বর্দ্ধিতই হইতেছে ; মিলন

এ সখি ! সে-সব প্রেমকাহিনী । কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়া গেলেও এবং মিলনে সম্ভোগাদি হইয়া গেলেও সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বিন্দুমাত্রও প্রশমিত হয় না, বরং আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে ; বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।" শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বর্দ্ধনশীলা এই বলবতী উৎকণ্ঠা স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মনেও তদনুরূপ উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তোলে—শ্রীরাধার প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত। নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধনশীলা উভয়ের এইরূপ উৎকণ্ঠা যখন সর্ব্বাতিশায়িরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন বিলাসাদিদ্বারা পরস্পরকে সুখী করার বাসনাদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েন এবং বিলাস-সুখে নিমগ্ন হয়েন, তখনও উপশান্তিহীন ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ সঙ্গমসুখকেও তাঁহারা স্বাপ্নিক বলিয়া মনে করেন, মিলনেও বিচ্ছেদের ভ্রম জন্মে। তখন পরস্পরের সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ একমাত্র বিলাস-ব্যাপারেই তাঁহাদের নিবিড়-তন্ময়তা জন্মে। এই বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ বিলাসব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সমস্ত চিত্তবৃত্তি তখন কেন্দ্রীভূত হয় একমাত্র বিলাস-ব্যাপারে। তখন তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে রমণ বা কান্ত—এইরূপ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের মনেও থাকে না, শ্রীরাধার মনেও থাকে না এবং শ্রীরাধা যে রমণী বা কান্তা—এইরূপ জ্ঞানও শ্রীরাধার মনেও থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের মনেও থাকে না। এইরূপ অবস্থার কথাই পরবর্ত্তীকালে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"সখি ন সো রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে। প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥ অথবা অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্মনোবৃত্তিলু'প্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা।—হে সখি, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রমণ, আর আমি রমণী—এই ভেদবুদ্ধি তখন আমাদের ছিল না ; কারণ, দুরন্ত মদন বলপূর্ব্বক যেন প্রেমরসে উভয়ের চিত্তকে নিষ্পেষিত করিয়াছিল। অথবা, সেই সময়ে, 'আমি কান্তা এবং তুমি কান্ত'—এইরূপ বুদ্ধি ছিল না ; যেহেতু তখন চিত্তবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়াতে 'তুমি ও আমি'—এই ভেদবুদ্ধিও আমাদের উভয়ের বিনষ্ট হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ৭।১৬-১৭॥" গীতের "না সো রমণ"-ইত্যাদি আলোচ্য পয়ারেও এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা পরবর্ত্তী "রাধায়া ভবতশ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "নির্ধৃতভেদভ্রমম্" অবস্থার কথা বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের চিত্তের "পরৈক্যের" কথাই বলা হইয়াছে। যে বিলাসে এইরূপ অবস্থা জন্মে, তাহাতেই বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই প্রেমজনিত-বিলাসের চরম-পরিপক্কতা—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত। রায়-রামানন্দের গীতটীর মধ্যে এই পয়ারটীই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক।

১৫৪। **এ সখি**—হে সখি। **সে-সব প্রেমকাহিনী**—"পহিলহি রাগ" হইতে "পেষল জানি" পর্য্যন্ত পয়ার-দ্বয়োক্ত প্রেমের কথা। **কানুঠামে**—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে। **কানু**—কানাই, কৃষ্ণ। **কহবি**—বলিবে। **বিছুরহ জানি**—যেন বিস্মৃত হইও না ; ভুলিয়া যাইও না যেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পূর্ব্বোদ্ধৃত (২।৮।১৫০ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত) "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি" (৭।১৬-১৭) উক্তি হইতে জানা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন এই গীতোক্ত কথাগুলি তাঁহার নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজের একজন দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন। সেই দূতীরূপ সখীকে লক্ষ্য করিয়াই মথুরায় যাওয়ার প্রাক্কালে—যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কি কি কথা বলিতে হইবে, শ্রীরাধা তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেছিলেন, তখন—শ্রীরাধা এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—সখি, স্বতঃ-উদ্ভূত যে প্রেম দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িতে বাড়িতে এমন এক স্তরে উপনীত হইয়াছিল, যে স্তরে এই ব্রজে আমাদের মিলনে পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ আমাদের পরৈক্য জন্মিয়াছিল বলিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে—কে রমণ, আর কে রমণী—এই জ্ঞানটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রেমের কথা তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবে ; দেখিও যেন ভুলিয়া যাইও না।" "যেন ভুলিয়া যাইও না" কথা বলার ব্যঞ্জনা

না খোজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন। দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই যে—"এমন ক্রম-বর্দ্ধমান্ প্রেমের কথা, এমন ভেদজ্ঞান-রাহিত্য-জনিকা বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার কথাও ভুলিয়া গিয়া যিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, সেই বিস্মরণশীল নাগরের নিকটেই তো তুমি যাইতেছ; দেখিও তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি তুমিও যেন ভুলিয়া যাইও না। অথবা মথুরারই বুঝিবা এমন কোনও এক অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, যে সেখানে যায়, সে-ই পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়; নচেৎ আমার এমন নাগর, সেখানে গিয়া পূর্ব্বের মিলন-কথা সমস্তই এমন ভাবে ভুলিয়া যাইবেন কেন? তুমিও তো সেই মথুরাতেই যাইতেছ; দেখিও, স্থানের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি ভুলিয়া যাইও না।" এই "বিছুরহ জানি" কথাটী শ্রীরাধার বক্রোক্তি।

১৫৫। **না খোঁজলু দূতী**—কোনও দূতীকে খুঁজি নাই। সখি, যে প্রেমের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেম উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্য, বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য কোনও দূতীর অনুসন্ধান করি নাই; তজ্জন্য কোনও দূতীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় নাই। **না খোঁজলু আন**—দূতীর অনুসন্ধান তো করিই নাই, মিলন ঘটাইবার জন্য অপর (আন) কাহারও অনুসন্ধানও করি নাই। আমাদের মিলন ঘটাইবার জন্য অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। তবে কিরূপে মিলন সংঘটিত হইল? তাহাই বলিতেছেন—**দুহুঁকেরি মিলনে**—আমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে, **মধ্যত**—মধ্যস্থ ছিলেন **পাঁচবাণ**—পঞ্চশর, বা কন্দর্প, বা কাম; পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমাদের তীব্র বাসনা (২।৮।৮৭) পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার যেমন বলবতী উৎকণ্ঠা, শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ উৎকণ্ঠা। ইহাও মঞ্জিষ্ঠারাগের লক্ষণ (২।৮।১৫২-পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত উ. নী. স্থা. ৯৭-শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই মঞ্জিষ্ঠারাগ শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই বিরাজিত। অবশ্য শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠারাগ বর্দ্ধিত হইয়া মাদনাখ্য-মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জিষ্ঠারাগ সেই পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় না; যেহেতু, আশ্রয়ে প্রেমের যেরূপ বিকাশ হয়, বিষয়ে সেরূপ হয় না; শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া প্রেমের চরমতম বিকাশেরও আশ্রয়; আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সেই প্রেমের বিষয় মাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১।৪।১১৪ ॥"

যাহাহউক, শ্রীরাধা দূতীকে আরও বলিলেন—"শুন সখি, শ্রীকৃষ্ণ এবং আমি এই উভয়ের প্রথম মিলনের জন্য আমাদিগকে দূতী বা অন্য কাহারও সহায়তার অন্বেষণ করিতে হয় নাই। একজনের মধ্যেই যদি মিলনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে তাহা হইলেই মিলনের নিমিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়; যাঁহার মধ্যে মিলন-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তিনিই দূতী বা অপর কাহারও আনুকূল্য খুঁজিয়া বেড়ান। কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যেই যদি বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তাহা হইলে আর তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয় না; উভয়ের আকর্ষণই তাঁহাদিগকে মিলাইয়া দেয়। আমাদের মিলনও ঘটাইয়া দিয়াছিল—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ, পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত পরস্পরের বলবতী উৎকণ্ঠা।"

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত রূপই যদি হইবে, তাহা হইলে দূতীর কথা গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় কেন? সখীদের এবং বংশীধ্বনিরও দৌত্যের কথা শুনা যায় কেন? উত্তর বোধ হয় এই। মিলন বাসনাই মিলনের মুখ্য হেতু। যদি একজনার মধ্যেই মিলন-বাসনা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি মিলন-বাসনাহীন জনের নিকটে যাইয়া অপর জনের রূপ-গুণাদির কথা, মিলনের নিমিত্ত অপর জনের উৎকণ্ঠার কথা জানাইয়া মিলন-বাসনাহীন জনকে মিলনের জন্য প্ররোচিত করিয়া তাঁহার চিত্তে মিলন-বাসনা জাগাইয়া মিলন সংঘটিত করিতে পারে; তাহা হইলেই বলা যায় যে, এই তৃতীয় ব্যক্তিই মিলন-সংঘটনের মুখ্য

অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ-প্রেম কি ঐছন রীতি ॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হেতু। আর উভয়ের মধ্যেই যদি পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা থাকে, তাহা হইলে এই উৎকণ্ঠাই হইবে মিলনের মুখ্য হেতু। এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইবে উপলক্ষ্য মাত্র—মুখ্য হেতু নয়। পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য যখন উভয়ের মধ্যেই বলবতী লালসা জাগে, তখনই উভয়ের আন্তরিক মিলন সংঘটিত হয় এবং এই আন্তরিক মিলনই বাস্তব-মিলন; ইহার জন্য কোনও মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। বাহিরের মিলনের জন্য সময় সময় তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়—মিলনের স্থান ও সময়াদি জ্ঞাপনার্থ; অথবা প্রেমের স্বভাববশতঃ পরস্পরের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত যদি প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বাম্য বক্রতাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দূরীকরণার্থ। এ-সকল কাজ হইল মিলনের আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, বাস্তব আন্তরিক মিলনকে বাহিরে রূপায়িত করার উপলক্ষ্যমাত্র। সুতরাং যে দূতী-আদির কথা শুনা যায়, তাঁহারা হইলেন মিলনের উপলক্ষ্য বা গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ হইল পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত পরস্পরের হৃদয়ে স্বতঃ উদ্বুদ্ধ বলবতী বাসনা। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"না খোঁজলু দূতী" ইত্যাদি।

এই পয়ারে ললনানিষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা-রাগের নিরুপাধিত্ব, বা অনন্য-সাপেক্ষত্ব, বা স্বতঃ উদ্বুদ্ধত্ব, সূচিত হইয়াছে।

১৫৬। অব—অধুনা, এক্ষণে। **সোই**—সেই শ্রীকৃষ্ণ; দূতী বা অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীতই, কেবলমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই, যিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **বিরাগ**—বিগত হইয়াছে রাগ (অনুরাগ) যাঁহা হইতে; অনুরাগশূন্য। যেই রাগের (অনুরাগের) প্রভাবে অপর কাহারও সহায়তা ব্যতীতও তিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি সেই অনুরাগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই, হে সখি, **তুঁহু ভেলি দূতী**—তোমাকে দূতী হইতে হইল; দূতীরূপে তোমাকে আমার তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইতেছে, তাই তোমাকেও আমার দূতীর কাজ করিতে হইতেছে। তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বের সেই অনুরাগ এখনও যদি থাকিত, তাহা হইলে আর তোমাকে দূতীর কাজ করিতে হইত না; কারণ, পূর্ব্বে যখন অনুরাগ ছিল, তখন দূতী ব্যতীতই উভয়ের মিলন হইয়াছিল। এস্থলে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এখন আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের অনুরাগ নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে পারিয়াছেন এবং মথুরায় যাইয়াও আর ফিরিয়া আসিতেছেন না; ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এখন আর বলবতী বাসনা নাই; থাকিলে তিনি মথুরায় থাকিতে পারিতেন না। তাই, পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রীরাধার সহিত মিলনের বাসনা জাগ্রত করিবার জন্য শ্রীরাধা এই দূতীকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া মথুরায় পাঠাইতেছেন।

কিন্তু শ্রীরাধা যে কৃষ্ণের নিকটে এই দূতীকে পাঠাইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার চিত্তে এখনও পূর্ব্বেরই ন্যায় বলবতী লালসা আছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ইহাদ্বারা মঞ্জিষ্ঠারাগের অহার্য্যত্ব বা নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

সুপুরুখ প্রেমকি—সুপুরুষের প্রেমের। **ঐছন রীতি**—এইরূপ রীতি। সুপুরুষের (উত্তম বিদগ্ধ নাগরের) প্রেমের এইরূপই নিয়ম! ইহা পরিহাসোক্তি। ব্যঞ্জনা এই যে, অনুরাগের প্রেরণায় প্রথমে মিলিত হইয়া পরে সেই অনুরাগকে হারাইয়া ফেলা বিদগ্ধ-নাগরের প্রেমের রীতি নহে।

রায়-রামানন্দকৃত এই গীতটীর প্রকরণ-সম্বন্ধে—ইহা কোন বিষয়ের গীত, সেই সম্বন্ধে—মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে ইহা মাথুর-বিরহের গীত। "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতের টীকায়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপক্রমে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"পহিলহি"-ইতি। মথুরাবিরহবত্যাঃ শ্রীরাধায়া উক্তিরিয়ম্; ইহা মাথুর-বিরহবতী শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধার যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ, তাহাই মাথুর-বিরহ।

(খ) কবিকর্ণপূরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের যে উক্তির (৭।১৬-১৭) কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, ইহা মাথুর-বিরহেরই গীত। কবিকর্ণপূর বলেন—এই গীতোক্ত কথাগুলি মথুরার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা এক দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন। (কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে এই গীতের মর্ম্মই সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন)।

প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা যদি মাথুর-বিরহের গানই হইবে, তাহা হইলে গীতরচয়িতা স্বয়ং রায়-রামানন্দ কেন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণরূপে এই গীতটী মহাপ্রভুর নিকটে উল্লেখ করিলেন? উত্তর এই হইতে পারে—এই গীতটীর অন্তর্গত "না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"—ইত্যাদি বাক্যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য বা ঐক্যের ইঙ্গিত আছে বলিয়াই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণে এই গীতটী উল্লিখিত হইয়াছে। "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি বাক্য ভেদজ্ঞান রাহিত্যসূচক বা ঐক্যসূচক নহে বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত জ্ঞাপকও নয়; সুতরাং গীতটী সমগ্রভাবে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তক-সূচক না হইলেও "না সো রমণ" ইত্যাদি বাক্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচক।

(গ) শ্রীলরাধামোহন-ঠকুর-মহাশয় তাঁহার "পদামৃত-সমুদ্র"-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে কলহান্তরিতা-প্রকরণেই এই গানটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্রে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে গানটী আছে, তাহার সহিত ইহার একটু সম্বন্ধ আছে; তাই সেই গানটী এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এক দূতী আসিয়া শ্রীরাধিকাকে বলিল—"শুনহ রায়নন্দি। লোকে না বলিবে কি?। মিছাই করলি মান। তো বিনে জাগল কাণ। আনত সঙ্কেত করি। তাঁহা জাগাইলে হরি। উলটি করসি মান। বড়ু চণ্ডীদাস গান॥—রাধে! লোকে শুনিলে কি বলিবে বলত? মিছামিছি—অকারণে—তুমি মান করিয়াছ। তোমার বিরহে কৃষ্ণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন। তুমিই সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে আনিলে, আনিয়া তুমি তাঁহাকে আবার সমস্ত রাত্রি ভরিয়া জাগাইলে। আবার উল্টা তুমিই মান করিলে!!" দূতীর এই উক্তি শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"পহিলহিরাগ—" ইত্যাদি। "বহুদিন একসঙ্গে মিলামিশার পরে একটু সাময়িক বিচ্ছেদ হওয়াতেই কৃষ্ণ এখন তোমাকে দূতী করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।—আমাদের মিলন করাইয়া দেওয়ার জন্য। কিন্তু দূতি শুন বলি। যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন জানা শুনাই ছিল না, তখন আমাদের মিলাইবার জন্য তো কোনও দূতীরই দরকার হয় নাই। কেবল চোখের দেখা-দেখিতেই—চারি চোখের মিলনেই—আমাদের পূর্ব্বানুরাগ, পরস্পরের প্রতি আমাদের আসক্তি, জন্মিয়াছিল; সেই অনুরাগ আপনা আপনিই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল—কখনও শেষ সীমায় পৌঁছে নাই। তাহা বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় আসিয়াছিল, যাহাতে আমাদের পরস্পরের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল—উভয়ের মিলনে বিলাসৈকতন্ময়তাবশতঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে কে রমণ, আর কে-রমণী সেই অনুসন্ধান বা সেই অনুভবই ছিল না; এই অবস্থা দেখিয়া কন্দর্প আমাদের উভয়ের মনকে পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছিল। সখি! এ সকল কথা কানুর নিকটে বলিবে—দেখিও যেন ভুলিয়া যাইও না। এরূপ অবস্থা যে আমাদের হইয়াছিল—তাহার জন্য তো কোনও দূতী বা অন্য কাহারও সহায়তা বা মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় নাই—পঞ্চবাণের মধ্যস্থতাতেই আমাদের উভয়ের মিলন হইয়াছিল। এখন তাঁহার সেই অনুরাগ নাই—তাই তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়াছেন। হাঁ, সুপুরুষের প্রেমের রীতিই বুঝি এইরূপ।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কলহান্তরিতা নায়িকার লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। "যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥ অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ॥ নায়িকাভেদ। ৪৮॥—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে নায়িকা সখিজনের সমক্ষে পাদ-পতিত বল্লভকে রোষের সহিত বর্জ্জন করিয়া পরে তাপ অনুভব করেন, তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলে (কলহবশতঃ যাঁহার অন্তর বা ভেদ—বিচ্ছেদ—জন্মিয়াছে, তিনি কলহান্তরিতা)। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘ-শ্বাস-আদি কলহান্তরিতার লক্ষণ।" উজ্জ্বল-নীলমণিতে কলহান্তরিতার যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীরাধা বলিলেন, "হে সখিগণ, আমার কি দুরদৃষ্ট দেখ (গ্লানি ও সন্তাপ), শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মালা আনিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছি ; তাঁহার চাটুবচনে কর্ণপাত করি নাই। তিনি আমার চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন, আমি তাহাতেও তাঁহার প্রতি একবার দৃক্‌পাত করি নাই। এই সকল অপরাধে আমার মন পাকার্থ মৃণ্ময়পাত্রে স্থাপিত স্বর্ণরজতাদির ন্যায় যেন জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে।"

রায়-রামানন্দের গীতে কলহান্তরিতার উল্লিখিত লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট না হইলেও পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত এই গীতটীর পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বোদ্ধৃত "শুনহ রায়ান ঝি"-ইত্যাদি গানটীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিবেচনা করিলে, রামানন্দের গীতটীকে কলহান্তরিতা-প্রকরণে সন্নিবিষ্ট করার পক্ষে শ্রীপাদ রাধামোহন-ঠাকুরের মনোভাব নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধাকর্তৃক উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়া শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠার ফলে শ্রীকৃষ্ণ একজন দূতীকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। (গীতোক্ত দূতী যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিতা দূতী, শ্রীলঠাকুরমহাশয় গীতের টীকায় তাহা লিখিয়াছেন)। কিন্তু তখনও শ্রীরাধার মান সম্যকরূপে তিরোহিত হয় নাই। তাই তিনি দূতীর নিকটে গীতোক্ত বক্রোক্তিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বক্রোক্তি মানবতী ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণ। "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্॥ উ. নী. নায়িকা। ২২॥" উল্লিখিত ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণে বক্রোক্তি-প্রয়োগের সময়ে অশ্রুর কথা দৃষ্ট হয় (সবাষ্পম্); কিন্তু রামানন্দের গীতে শ্রীরাধার অশ্রুর কথা নাই। কিন্তু ইহারও সমাধান আছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ধীরাধীরা নায়িকার উদাহরণস্থলে "তামেব প্রতিপক্ষকামবরদাং সেবস্ব"-ইত্যাদি ২৩শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ধীরাধীরা নায়িকা দুই রকমের ; এক রকমে ধীরতাংশের আধিক্য, আর এক রকমে অধীরতাংশের আধিক্য ; যখন অধীরতাংশের আধিক্য থাকে, তখন অশ্রুর অভাব থাকিতে পারে। রামানন্দের গীতে মানবতী শ্রীরাধাতে অধিরতাংশের আধিক্য বলিয়া নয়ন-বাষ্পের অভাব। এই গীতের টীকায় শ্রীপাদঠাকুর মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদিই শ্রীরাধার বক্রোক্তি। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দূতীপ্রেরণেই বুঝা যায়, তাঁহার চিত্তে মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি তিনি বিরাগ—অনুরাগশূন্য—নহেন ; তথাপি মনের স্বাভাবিক কৌটিল্যাদিবশতঃ শ্রীরাধা তাঁহাকে "বিরাগ" বলিয়াছেন।

শ্রীলরাধামোহনঠাকুর গীতের "পহিলহি রাগ"-পদের অর্থ করিয়াছেন—পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বরাগের পারিভাষিক অর্থ ধরিলে এই গীতের সহিত সঙ্গতি থাকে না। পারিভাষিক পূর্ব্বরাগের লক্ষণ এইরূপ। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ উ. নী. শৃঙ্গারভেদ। ৫॥—সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদি হইতে যে রতি জন্মে, তাহা যদি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া আস্বাদময়ী হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। ইহা বিপ্রলম্ভেরই এক বৈচিত্রী। রামানন্দের গীতের "পহিলহি রাগ" দর্শন-শ্রবণাদিজাত নহে, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে পারিভাষিক পূর্ব্বরাগ বলা যায় না। শ্রীলঠাকুর-মহাশয় বোধ হয় "পূর্ব্বরাগ"-শব্দে পূর্ব্বে (সর্ব্ব প্রথম) জাত বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাগের কথাই বলিয়াছেন।

যাহা হউক, এই গীতটী কলহান্তরিতার গীত হইলেও "না সো রমণ"-ইত্যাদি বাক্যে "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-ই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে প্রসঙ্গে এই গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গানটীর মর্ম্ম বিবেচিত হইলে ইহাকে হয়তো মাথুর-বিরহের বা কলহান্তরিতার গানও বলা যাইতে পারে; তথাপি কিন্তু "না সো রমণ"-ইত্যাদি বাক্যে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ঘ) কেহ কেহ মনে করেন—রায়-রামানন্দ যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণরূপেই এই গীতটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন সমগ্র গানটীই—তাহার কেবল অংশমাত্র নহে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তদ্যোতক। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে পরৈক্য বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য; কিন্তু গীতটীর শেষ দিকে "এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী" এবং "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদে পরৈক্য বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্যের কথা নাই; আছে বরং ভেদজ্ঞানের কথা। এই ভেদজ্ঞান-সূচক কথাগুলি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক নয় বলিয়া সমগ্র গানটীই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক কিরূপে হয়? এই গীতটীর অন্তর্গত "না সো রমণ"-ইত্যাদি পরৈক্যবাচক—সুতরাং প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক—বলিয়াই রামানন্দ তাঁহার পূর্ব্বরচিত এই গীতটী প্রভুর নিকটে উল্লেখ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়, গীতটী সমগ্রভাবেই মঞ্জিষ্ঠারাগের পরিচায়ক; মঞ্জিষ্ঠারাগের চরমতম পরিণামেই যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব, তখন গীতটী সমগ্রভাবেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—শ্রীরাধা যখন মঞ্জিষ্ঠারাগবতী, বিরহে বা মিলনে সকল অবস্থাতেই তাঁহার মধ্যে মঞ্জিষ্ঠারাগ থাকিবে এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় সকল ভাবের পদেই মঞ্জিষ্ঠারাগের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। মাদনে মঞ্জিষ্ঠারাগের চরমতম বিকাশে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব হইলেও মঞ্জিষ্ঠারাগই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ নয়; সুতরাং গীতটীর সকল পদেই মঞ্জিষ্ঠারাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা সমগ্রভাবে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক, একথা বোধ হয় বলা যায় না।

(ঙ) কেহ কেহ বলেন, এই গীতটী মাদনাখ্য-মহাভাব-দ্যোতক; মাদনের চরমতম বিকাশেই যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব, তখন সমগ্র গীতটীকে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের দ্যোতকও বলা যায়। কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত (ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আপত্তিগুলির অবকাশ যেন থাকিয়া যায়।

যাহা হউক, এই **গীতটীর মাদনাখ্য-মহাভাব-সূচক অর্থও** হইতে পারে, পূর্ব্বে যেমন মঞ্জিষ্ঠারাগ-সূচক অর্থের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ। কিন্তু সমগ্র গীতটী মাদনাখ্য-মহাভাবসূচক হইলেও মাদনের চরমতম-পরিণতিতে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে—"না সো রমণ"-ইত্যাদি বাক্যেই। এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবদ্যোতক অর্থ বিবৃত হইতেছে।

পহিলহি, রাগ ও নয়নভঙ্গ প্রভৃতি শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ। কটাক্ষ-পরিমিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের যে অভিব্যক্তি, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীরাধিকাদির প্রেমসম্বন্ধে একটী কথা জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তাগণের—মহিষীগণের কি ব্রজসুন্দরীগণের—প্রেম নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান; অপ্রকট-লীলায় এই প্রেম নিত্যই অভিব্যক্তিময়; কিন্তু প্রকট-লীলায় নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রেম প্রথমে প্রচ্ছন্ন থাকে; কান্তার স্বরূপভেদে এই প্রচ্ছন্নতার পরিমাণেরও পার্থক্য আছে। রুক্মিণী-আদি মহিষীগণ প্রকটলীলায় যখন কুমারী ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—কিম্বা কোনও অজ্ঞাত প্রিয়তমের প্রতি—তাঁহাদের প্রাণের কোনও আকর্ষণের অনুভূতি তাঁহাদের ছিল না; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি-শ্রবণকে হেতু করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাদের অনুভূতি জন্মে এবং তাঁহাদের চিত্তে তদনুরূপ প্রেমও উদ্ভূত হয়; তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের চিত্তে প্রেমের কোনওরূপ অস্তিত্ব তাঁহারা অনুভব করেন নাই, সুতরাং প্রেমের তাড়নায় চিত্তের কোনওরূপ আকুলি-বিকুলিও তখন তাঁহাদের ছিল না—এতই বেশী ছিল তখন তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রচ্ছন্নতা। বস্তুতঃ সমঞ্জসা-রতির ধর্ম্মবশতঃই এরূপ প্রচ্ছন্নতা সম্ভব হইয়াছিল (২।২৩।৩৭ পয়ারের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধিকাদি-ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতির প্রচ্ছন্নতা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধের কথা ব্রজসুন্দরীগণ ভুলিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রেম, সেই প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত ছিল—অবশ্য নির্বাতস্থানে নিস্তরঙ্গ-নদীর ন্যায় উচ্ছ্বাসহীন অবস্থায়। তাঁহাদের চিত্তে সদাজাগ্রত এই প্রেমের বিষয় যে কে, তাহা ব্রজসুন্দরীগণ জানিতেন না ; তথাপি কিন্তু প্রেমজনিত প্রাণের আকুলি-বিকুলি তাঁহারা অনুভব করিতেন ; কাহার জন্য এই আকুলি-বিকুলি, কাহার জন্য প্রাণের এই আকর্ষণ, কে তাঁহাদের সেই প্রিয়তম, তাহা তাঁহারা অবশ্য জানিতেন না। এইরূপ আকর্ষণ চুম্বকের প্রতি চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় স্বাভাবিক। দুইটী চুম্বক যদি একই স্থানে থাকে, উভয়টী প্রচ্ছন্ন থাকিলেও একটী অপরটীকে আকর্ষণ করিবেই। একস্থানে যদি একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত বড় চুম্বক থাকে এবং তাহারই নিকটে যদি একটী ছোট চুম্বককে আনা যায় এবং একটা কাঁটার উপর অবস্থিত থাকিয়া যদি ছোট চুম্বকটী চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে, তাহা হইলে দেখা যাইবে—ছোট চুম্বকটীকে যে অবস্থাতেই রাখা যাউক না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহা প্রচ্ছন্ন বড় চুম্বকটীর দিকেই মুখ করিয়া অবস্থান করিবে। ছোট চুম্বকটীর যদি জ্ঞান থাকিত, ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে প্রচ্ছন্নত্ববশতঃ বড় চুম্বকটীকে দেখিতে না পাওয়া সত্ত্বেও এবং কোনও একটী চুম্বক-কর্তৃক যে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা না-জানাসত্ত্বেও ছোট চুম্বকটী বুঝিতে পারিত যে, তাহা ঐ দিকে আকৃষ্ট হইতেছে—কেন আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্য বুঝিত না। ব্রজসুন্দরী-দিগের প্রেমও এইরূপ ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্ব্বে—এমন কি তাঁহাকে দর্শন করার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কিছু শ্রবণ করার পূর্ব্বেও কোনও এক অজ্ঞাত অশ্রুত প্রিয়তমের জন্য তাঁহাদের চিত্তে একটা আকর্ষণের স্রোতঃ বহিয়া যাইত ; নিস্তরঙ্গ-নদীর তরঙ্গ থাকে না বটে ; কিন্তু সমুদ্রাভিমুখে তাহার স্রোতের যেমন একটা গতি থাকে ; তদ্রূপ, ব্রজসুন্দরীদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমেরও তখন উচ্ছ্বাস ছিল না বটে ; কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত-অশ্রুত প্রিয়তমের দিকে তাহার গতি ছিল। ব্রজ-ললনাগণে এই প্রেম নিত্য বিরাজিত ; তাই তাঁহাদের প্রেমকে ললনানিষ্ঠ প্রেম বলে। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্॥ উ. নী. স্থা. ২৬॥" পুরুষ-বিষয়ে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ যে আকর্ষণ থাকে, ইহা সেই আকর্ষণ নহে। কারণ, দৃষ্ট-শ্রুত অপর কোনও পুরুষ-প্রবরের রূপ-গুণাদিতেও ব্রজসুন্দরীদের চিত্ত আকৃষ্ট হইত না এবং তাদৃশ কোনও পুরুষের দর্শনে বা তাহার রূপ-গুণাদির কথাশ্রবণে তাঁহাদের চিত্তের প্রেমজনিত আকুলি-বিকুলিও প্রশমিত হইত না ; অধিকন্তু, তাঁহাদের এই প্রেম এতই শক্তিমান্ ছিল যে, এই প্রেম তাঁহাদের অজ্ঞাত-অশ্রুত-অদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেও যেন তাঁহাদের চিত্তের সাক্ষাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করাইত এবং এইরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের অভিমুখেই তাঁহাদের প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিত।

এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, কাহার জন্য প্রেমবতীর এই প্রেমজনিত চিত্তের আকুলি-বিকুলি, তাহা জানা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও বস্তুর সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ জন্মিলেই—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ, কি তাঁহার নাম শ্রবণ, কি তাঁহার চিত্রপটদর্শনাদি মাত্রেই—এই প্রেম আপনা-আপনিই হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। তাই শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া স্বীয় অন্তরঙ্গা সখীর নিকটে বলিয়াছিলেন—"সখি, একজন পুরুষের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্রে আমার বুদ্ধিলোপ ঘটিল। আর এক জনের বংশীধ্বনি আমার প্রগাঢ় উন্মত্ততা-পরম্পরা জন্মাইল ; চিত্রপট দর্শনমাত্রে অপর একজনের স্নিগ্ধ-জলদকান্তি আমার মনে সংলগ্ন হইল। ধিক্ আমাকে। একে তো পরপুরুষে রতি, তাতে আবার তিন জন পুরুষের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে ; অতএব আমার মরণই শ্রেয়। একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্। সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ॥ এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতি র্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ। কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীম্॥ বিদগ্ধমাধব। ২।১৯॥" 'কৃষ্ণ' এই নাম, বংশীধ্বনি এবং চিত্রপট—এই তিনটী বস্তু যে একই জনের, শ্রীরাধা তাহা জানেন না ; যেহেতু তখনও সেই ব্যক্তির সাক্ষাদ্দর্শন তিনি পায়েন নাই, কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কিছু তখনও তিনি শুনেন নাই। অথচ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঐ তিনটী বস্তুর যে কোনও একটী শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়-পথবর্ত্তি হওয়ামাত্রেই—তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে—তাঁহার ললনানিষ্ঠ প্রেম আপনা-আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললনানিষ্ঠ প্রেম যে স্বয়ংই উদ্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"-পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। "না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।"—এই পয়ারে উল্লিখিত তথ্যটী আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রেম ললনানিষ্ঠস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের নিমিত্ত, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ উদ্বুদ্ধ করাইবার নিমিত্ত, কোনও দূতীরও প্রয়োজন হয় নাই, কুব্জাদির ন্যায় রূপদর্শনের, কিম্বা রুক্মিণ্যাদির ন্যায় গুণাদি-শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় নাই; ইহা স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ। **মধ্যত পাঁচ বাণ**—পঞ্চবাণই উভয়ের মিলনে মধ্যস্থ-স্বরূপ। পঞ্চবাণ—কাম; ব্রজ-সুন্দরীদের প্রেমই কাম-নামে অভিহিত হয়; সুতরাং এস্থলে পাঁচবাণ শব্দে প্রেমই সূচিত হইতেছে। শ্রীরাধার হৃদয়ে যে ললনানিষ্ঠ প্রেম নিত্য বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার নিমিত্ত—সেই প্রেমই যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন; এই প্রেমই স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার, কিম্বা জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরাধার চিত্তপটে শ্রীকৃষ্ণকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করাইয়া দিয়াছিল। অন্যের প্রেম অপেক্ষা শ্রীরাধাপ্রমুখ ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের এই একটী অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা, ইহা তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য; সমর্থা-রতির স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ। (১৫২ ও ১৫৫ পয়ারে শ্রীরাধার প্রেমের এই ললনা-নিষ্ঠ-স্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে)।

এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত এই প্রেম সম্বন্ধাদির বা অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার"—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছার—নামই প্রেম; শ্রীরাধিকাদির মধ্যে এই প্রেম ললনানিষ্ঠ বলিয়া ইহার উন্মেষের জন্য যেমন রূপদর্শন বা গুণশ্রবণাদির কোনও অপেক্ষা নাই, ইহার সেবার নিমিত্তও অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকিতে পারে না—দাস-সখা-পিতামাতাদির ন্যায় সম্বন্ধের অপেক্ষা বা মহিষী-আদির ন্যায় স্বজন-আর্য্যপথাদির অপেক্ষা ললনানিষ্ঠ প্রেমবতী শ্রীরাধিকাদির নাই। বেগবতী স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, অপ্রতিহত-শক্তিসম্পন্ন ললনানিষ্ঠ প্রেমও স্বজন-আর্য্যপথাদির বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম—তৎসমস্তকে তৃণবৎ উপেক্ষা—করিয়া প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে তৎপর হয়। সম্বন্ধানুরূপ সেবায় সম্বন্ধের মর্য্যাদাকে অতিক্রম করা চলে না; তাই তাহা নির্বাধ নহে; কিন্তু ললনানিষ্ঠ-প্রেমের সেবা সম্যক্‌রূপে বাধাশূন্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যাহা কিছুর প্রয়োজন, তাহাই এই প্রেম করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। পিতামাতা-দাস-সখা-মহিষী-আদির বেলায় আগে সম্বন্ধ, তারপর সম্বন্ধানুরূপ সেবা; তাই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিকে সম্বন্ধানুগা বলে; কিন্তু ললনানিষ্ঠ-প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীদের বেলায় আগে প্রেম, তারপর সেবা। তাই তাঁহাদের রতিকে বলে কামানুগা বা প্রেমানুগা। সম্বন্ধানুগায় সম্বন্ধই সেবাবাসনার প্রবর্ত্তক; কামানুগায় প্রেমই সেবাবাসনার প্রবর্ত্তক; কৃষ্ণকান্তা বলিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণসেবা অঙ্গীকার করেন নাই; কৃষ্ণসেবার জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণকান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; অন্য সম্বন্ধ অঙ্গীকার না করিয়া কান্তাত্ব অঙ্গীকারের হেতু এই যে—এই ভাবেই তাঁহারা কৃষ্ণসেবার নির্বাধ—সীমাহীন—সুযোগ পাইয়া থাকেন (২।২২।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" এবং "না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।"—এই বাক্যে যে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইল। উক্ত আলোচনায় প্রেমের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হইয়াছে; এক্ষণে তাহার পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা স্বল্প—সসীম, তাহার হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে; কিন্তু বৃদ্ধি থাকিলেও ইহা যথেচ্ছ বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভূমা বস্তু বা বিভু বস্তুর কথা অন্যরূপ ; বিভুবস্তু পূর্ণ ; পূর্ণবস্তুর ধর্ম্ম এই যে—তাহা হইতে যাহা লইয়া যাওয়া যায়, তাহাও পূর্ণ এবং লইয়া যাওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।—শ্রুতি।" আমাদের নিকটে ইহা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইতে পারে, বিশ্বাসের অযোগ্য কথা বলিয়া মনে হইতে পারে ; তাহার কারণ এই যে, পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ অভিজ্ঞতা নাই ; যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, কিম্বা আমাদের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিদ্বারাও যে বস্তু সম্বন্ধে আমরা কোনওরূপ ধারণা করিতে পারি না, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য।

বিভু বস্তুর আর একটা অদ্ভুত ধর্ম্ম আছে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, যাহা বিভু—পূর্ণ, তাহার আর বৃদ্ধি পাওয়ার অবকাশ নাই ; সুতরাং তাহা আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না ; কিন্তু বিভুবস্তুর অদ্ভুত ধর্ম্ম এই যে, স্বরূপে পূর্ণ হইলেও—সুতরাং বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ না থাকিলেও—ইহা ক্ষণে-ক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক ; কেবল মাত্র বিভুবস্তুই এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে—অন্য কোনও বস্তু বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে না।

সুতরাং যে স্থলে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে, সে স্থলেই বিভুবস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে।

"পহিলহি রাগ"—গীতে যে প্রেমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—সুতরাং তাহা বিভু। গীতের কোন্ পদে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ? "অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল"-পদে। **অনুদিন**—দিনের পর দিন ; ক্ষণে ক্ষণে ; সর্ব্বদা। **বাঢ়ল**—বর্দ্ধিত হইল। **অবধি**—সীমা ; বৃদ্ধির শেষসীমা। শ্রীরাধার যে ললনা-নিষ্ঠ প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্ফূর্ত্তিতেই স্বীয় বিষয়কে জ্ঞাত হইয়াছিল, তাহা ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও কখনও বৃদ্ধির শেষসীমায় পৌঁছিতে পারে নাই, অনুক্ষণ কেবল বর্দ্ধিতই হইতেছে। ইহাদ্বারাই শ্রীরাধা-প্রেমের বিভুত্ব সূচিত হইতেছে। "রাধাপ্রেম বিভু, যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥ ১।৪।১১১॥" ইহার কারণ—বিভুবস্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥ ১।৪।১১০॥" রাধাপ্রেম যে বিভু—সুতরাং পরিমাণে সর্ব্বাতিশায়ী—"অনুদিন বাঢ়ল"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। ইহাই এই প্রেমের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য।

এক্ষণে উক্তপ্রেমের পরিপাকগত-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইতেছে—"না সো রমণ"-ইত্যাদি পদে। **দুহুঁ মন**—উভয়ের মনকে। **মনোভব**—কাম। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"—এই প্রমাণবলে ব্রজ-গোপীদের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হয় বলিয়া এস্থলে মনোভব-শব্দেও ব্রজগোপীদের প্রেমকেই বুঝাইতেছে। অথবা, মনোভব—মনে যাহা জন্মে ; বাসনা ; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্তই ব্রজগোপীদিগের একমাত্র বাসনা ; তাঁহাদের মনে নিমিষার্দ্ধকালের জন্যও অন্য বাসনা স্থান পাইতে পারে না ; সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মনোভব বলিতে তাঁহাদের তাদৃশী বাসনাকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছার নামই প্রেম ; সুতরাং মনোভব-শব্দে এস্থলে প্রেমই সূচিত হইতেছে। **পেষল**—পিষিয়া ফেলিল ; চন্দন ও কর্পূরকে একত্রে ঘষিয়া পিষিয়া ফেলিলে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন লোপ পাইয়া যায়, উভয়ে মিলিয়া যেমন শীতল, স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধি একটা জিনিস হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনও প্রেমের প্রভাবে মিলিয়া এক হইয়া গেল। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের রমণী—তাঁহার চিত্তে রমণী-জনোচিত ভাব থাকাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শ্রীরাধার রমণ—তাঁহার চিত্তেও রমণ-জনোচিত ভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেম-প্রকর্ষের প্রভাবে তাঁহাদের এতাদৃশ বিভিন্ন ভাব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রণয়েরই পরিণাম। প্রণয়ে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির ঐক্য ভাবনা করা হয়। প্রণয় যতই গাঢ়তা লাভ করে, এই ঐক্যভাবও ততই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; প্রেম-পরিপাকের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গাঢ়তাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যভাবের গাঢ়তাও বর্দ্ধিত হইতে হইতে শেষকালে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন আর কান্তা-কান্তের চিত্তের কোনওরূপ ভেদই লক্ষিত হয় না—যখন তাঁহাদের চিত্তাদির ভেদজ্ঞান নির্ধৃত—সম্যক্‌রূপে বিদূরিত—হইয়া যায়। সুতরাং তখন কান্তার চিত্তের রমণী-জনোচিত ভাব এবং কান্তের চিত্তের রমণ-জনোচিত ভাব মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়—উভয়ের চিত্তের কোনওরূপ পার্থক্যই তখন আর লক্ষিত হয় না। এই অবস্থাকেই নির্ধৃত-ভেদভ্রমের অবস্থা—যে অবস্থায় ভেদের জ্ঞান তো দূরের কথা, ভেদের ভ্রম পর্য্যন্তও থাকিতে পারে না, ভ্রমেও ভেদের কথা মনে উঠিতে পারে না, তাদৃশী অবস্থা বলে। প্রেমের চরম-পরিণাম যে মহাভাব, সেই মহাভাবেরই লক্ষণ এইরূপ অবস্থা। "না সো রমণ"-ইত্যাদি পদে এইরূপ লক্ষণই সূচিত হইয়াছে। এই পদের প্রমাণরূপে পরে "শ্রীরাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী"-ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবের লক্ষণ-প্রকাশে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—অগ্নির উত্তাপে গলিয়া দুই খণ্ড লাক্ষা যেমন মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেম-পরিপাকের প্রভাবে শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উত্তাপে লাক্ষা গলিয়া যায়; অল্প উত্তাপে অল্প গলে; অল্প গলিলেও দুই খণ্ড লাক্ষাকে একত্র করিয়া একটু চাপিয়া ধরিলে পরস্পরের গায়ে আবদ্ধ হইয়া তাহারা একটীমাত্র খণ্ডে পরিণত হয়; কিন্তু এইরূপে একটীমাত্র খণ্ডে পরিণত হইলেও তাহারা যে দুইটী পৃথক পৃথক খণ্ড ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু লাক্ষাখণ্ডদ্বয়কে (কিম্বা একত্রীভূত লাক্ষাখণ্ডদ্বয়কে) কোনও পাত্রে রাখিয়া যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে উত্তাপ দিতে দিতে তাহারা গলিয়া তরল হইয়া এমনভাবে মিশিয়া যাইবে যে—দুই ঘটি জল একটী পাত্রে ঢালিয়া একত্রে মিশাইয়া ফেলিলে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথকত্বের যেমন বিন্দুমাত্র চিহ্নও বর্ত্তমান থাকে না, তদ্রূপ তখন আর ঐ লাক্ষাখণ্ডদ্বয়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথকত্বের সামান্য চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকে না; উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরলতাও বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে একটীর অণু-পরমাণুর সহিতই অপরটীর অণু-পরমাণু মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়—তখন আর তাহাদের পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও মনে উদিত হইতে পারে না। উত্তাপ যেমন লাক্ষাকে দ্রবীভূত করে, প্রেমও তদ্রূপ চিত্তকে দ্রবীভূত করে। প্রেম যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, চিত্তের দ্রবতাও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অবশেষে প্রেমের গাঢ়তা যখন চরমত্ব লাভ করে—প্রেম যখন মহাভাবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তও যেন গলিয়া মিলিয়া মিশিয়া এমনভাবে এক হইয়া যায় যে, তাহাদের পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও যেন আর মনে উদিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় কে-ই বা রমণ এবং কে-ই বা রমণী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনে এইরূপ কোনও ভাবও উদিত হইতে পারে না, তখন তাঁহাদের চিত্তের নির্ধৃতভেদ-ভ্রমের অবস্থা। "না সো রমণ"-ইত্যাদি পদে রাধাপ্রেমের এই অবস্থার কথা—এই প্রেমের মহাভাবত্বের কথাই সূচিত হইয়াছে।

মহাভাবেরও বিভিন্ন স্তর আছে—মাদনাখ্য-মহাভাবই উচ্চতম স্তর, প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা-মাদনেই প্রণয়ের চরমতম-পরিণতি—সুতরাং নির্ধৃত-ভেদ-ভ্রমত্বেরও চরমতম-পরিণতি; "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—এই পদের "পেষল"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতে নির্ধৃত-ভেদ-ভ্রমত্বের চরমতম-পরিণতি—সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমেরও চরমতম-পরিণতি মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—আলোচ্য গীতে যদি মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদে বিরহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কেন? মাদনে তো বিরহ থাকিতে পারে না। "মাদনে বিরহাভাবাৎ। উ. নী. স্থা. ১৫৫ শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা।"

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদে বিরহ সূচিত হইতেছে সত্য; কিন্তু এই বিরহ সাধারণ বিরহ নহে; ইহা মাদনেরই একটী বৈচিত্রী বিশেষ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাদন "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী"—ইহাতে যুগপৎ সকল ভাবই উল্লাসপ্রাপ্ত হয়; মাদন সম্ভোগময়; সম্ভোগানন্দে মত্ততা জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম মাদন। ইহাতে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্যলীলার যুগপৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মিয়া থাকে—স্ফূর্ত্তিদ্বারাও নহে, কায়ব্যূহদ্বারাও নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রয়োগ করিলে শ্রীরাধা যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, মাদনের উল্লাসে তিনি সর্ব্বদাই সেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তথাপি মাদনের একটা অদ্ভুত ধর্ম্ম এই যে—যখন মাদনের অভ্যুদয় হয়, তখন চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগ-সুখের অনুভবের মধ্যেও—তদ্রূপ অনুভবের সমকালেই—একই প্রকাশে বিরহের অনুভব জন্মিয়া থাকে। "যদা তু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধঃ বিয়োগানুভব ইত্যেকস্মিন্নেব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি। উ. নী. স্থা. ১৬০ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।" মধুরাম্লের আস্বাদনে অম্ল ও মধুরের যুগপৎ আস্বাদন অনুভূত হয়; অম্ল তাহাতে মধুরতার বৈচিত্রীবিধানই করিয়া থাকে; মাদনে সম্ভোগানন্দের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের অনুভবও বোধ হয় তদ্রূপ সম্ভোগানন্দের এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রীই সম্পাদন করিয়া থাকে এবং এতদুদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ মাদনে সম্ভোগানন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের অনুভবও করাইয়া থাকে। যাহা হউক, মাদনের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ অসংখ্য-সম্ভোগানন্দের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে যে বিরহের অনুভব আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই বিরহের অনুভবেই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি। সুতরাং "অব সোই"-পদে যে বিরহ সূচিত হইতেছে, তাহা মাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ। একই গীতে "না সো রমণ না হাম রমণী"-ইত্যাদি পদের সঙ্গে "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদ সংযোজিত হওয়ায় মিলনের বা সম্ভোগের চরমতম পরাকাষ্ঠার সহিত বিরহ-ভাবেরই যৌগপত্য সূচিত হইতেছে এবং এই গীতটী যে মাদনাখ্য-মহাভাবেরই দ্যোতক, তাহাও সূচিত হইতেছে; কারণ, মাদন-ব্যতীত অন্য কোনও ভাবেই একই প্রকাশে সম্ভোগ ও বিরহের যৌগপত্য দেখা যায় না। এই মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই নাই। এই গীতে শ্রীরাধার প্রেমের জাতিগত, প্রকৃতিগত, পরিমাণগত এবং পরিপক্কতাগত অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই গীতে প্রেমের যে চরমতম-পরিপক্কতার কথা এবং রাধাপ্রেমের যে অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্বের কথা—একই প্রকাশে অসংখ্যবিধ সম্ভোগানন্দের এবং বিরহের যুগপৎ সাক্ষাৎ অনুভূতির কথা—বলা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল। ২।৮।১৫১॥" এবং প্রেমের আবেগ প্রশমিত হইলে বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ২।৮।১৫১॥" এতক্ষণে প্রভু পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন; সাধ্যবিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না।

২।৮।৬৩-৭২ পয়ারে সাধারণভাবে কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া ২।৮।৭৫-৮৮ পয়ারে অন্যান্য কৃষ্ণকান্তা অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তৎপরে "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে সেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপ—রাধাপ্রেমের অদ্ভুতত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহাতে সমগ্র সম্ভোগলীলার এবং বিরহের অনুভব-যৌগপত্য দেখাইয়া—রাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়িত্ব এবং সাধ্য-শিরোমণিত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে। "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে প্রেমের যে বিলাস বা বৈচিত্রীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই প্রেমের পরিপক্কতম বা পরিপূর্ণতম বৈচিত্রী (বা বিলাস) বলিয়া উক্ত গীতটী "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের" দ্যোতক হইল (বিবর্ত্ত—পরিপক্ক অবস্থা)।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—এই গীতটী শুনিয়া প্রভু রামরায়ের মুখে হাত দিলেন কেন?

ইহার কারণ বোধ হয় এই। মাদনে নিত্য মিলন—নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্ভোগ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই উভয়ের সম্মিলিত স্বরূপই হইলেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। রসরাজ-শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব এবং বাহিরে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়া ভিতরে ও বাহিরে তাঁহাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতম মিলনের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া—তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্ হইয়া—গৌররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং বাহিরেও শ্রীরাধা নিজে নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ, স্থায়িভাব-
কথনে (১১০)—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্যক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এতৎ সর্ব্বানন্তরমস্য ভাবস্যোদাহরণমাহ রাধায়া ভবতশ্চেতি। স্বেদৈস্তদাখ্যসাত্ত্বিকবিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্দ্ধাহ দ্রবীভাবরূপাভিঃ। পক্ষে মুগুরগ্নিতাপৈ শ্চিত্রায়াশ্চর্য্যায় পক্ষে চিত্রলেখায়। অত্র পরস্পরমভিন্নচিত্তয়াস্তত্তাদাত্ম্যপ্রবেশাৎ স্বসম্বেদ্যদশা দর্শিতা। তদেবমুত্তরেষ্বপি জ্ঞেয়ম্। শ্রীজীব॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়াই যেন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের গৌরত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনের—নিত্যসম্ভোগের—প্রকট বিগ্রহ; তাই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরও মাদনাখ্য-মহাভাবেরই প্রকট বিগ্রহ; গম্ভীরালীলায় প্রভুর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণবিরহের বেগবান্ উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল, সেই বিরহও মাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ।

প্রভু সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিতে উৎকণ্ঠিত; কেহ কোনওরূপে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেও প্রভু নানাভাবে তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। যে লোক সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতেই ব্যস্ত, তাহার সাক্ষাতে অপর কেহ যদি তাহার স্বরূপের বিষয় কিছু না জানিয়াও স্বরূপের অনুরূপ কথা প্রকাশ করিতে চায়, তাহা হইলেও আত্মপ্রকাশের আশঙ্কায় সেই লোক একটু বিচলিত হইয়া পড়ে; ইহা স্বাভাবিক। প্রভুরও তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে; মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রকট বিগ্রহ হইয়াও তিনি আত্মগোপন করিতে ব্যস্ত বলিয়া রামরায়ের মুখে মাদনাখ্যভাবের স্বরূপ-দ্যোতক গীত শুনিয়া স্বীয় গূঢ়রহস্য উদ্‌ঘাটনের—আত্মপরিচয়-প্রকাশের—আশঙ্কাতেই বোধ হয় প্রভু রামরায়ের মুখ স্বীয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন; আচ্ছাদনের তাৎপর্য্য এই যে—রামরায় যেন আর কিছু না বলে; আরও কিছু বলিলে হয়তো প্রভুর স্বরূপের কথাই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। রামরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া প্রভু সেই সম্ভাবনাই বন্ধ করিয়া দিলেন।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে (হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জে স্বচ্ছন্দবিহারিন্)। কৃতী (কৃতী) শৃঙ্গারকারুঃ (শৃঙ্গারশিল্পী) স্বেদৈঃ (স্বেদদ্বারা—স্বেদনামকসাত্ত্বিকভাবরূপ তাপদ্বারা) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) ভবতশ্চ (এবং তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) চিত্তজতুনী (চিত্তরূপ লাক্ষাকে) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) বিলাপ্য (গলাইয়া) নির্ধূতভেদ-ভ্রমং যুঞ্জন্ (ভেদভ্রম দূরীকরণপূর্ব্বক একীভূতভাবে মিলাইয়া) ইহ (এই) ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহমধ্যে) চিত্রায় (চিত্রিত করিবার নিমিত্ত) ভূয়োভিঃ (বহুলপরিমাণে) নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ (নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা) স্বয়ং (স্বয়ং) অন্বরঞ্জয়ৎ (অনুরঞ্জিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ। হে গোবর্দ্ধন-গিরি-নিকুঞ্জবিহারি-কুঞ্জরপতে! শ্রীরাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ-(নামক-সাত্ত্বিকভাবরূপ তাপ)-দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম-অপসারণপূর্ব্বক (উভয়ের চিত্তকে) একীভূত করিয়া সুনিপুণ-শৃঙ্গারশিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহুপরিমাণ-নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। ৪৩

গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কোনও এক কুঞ্জে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন, উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাব তাঁহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে; তাঁহাদের এই মহাভাব-মাধুরীর অনুমোদন করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

অদ্রিনিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে—অদ্রি অর্থ পর্ব্বত; এস্থলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত; সেই অদ্রিমধ্যস্থ—গোবর্দ্ধনগিরি-স্থিত—যে নিকুঞ্জ, সেই নিকুঞ্জে কুঞ্জর-পতি (হস্তিশ্রেষ্ঠ). তুল্য—অদ্রিনিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতি, সম্বোধনে—কুঞ্জরপতে। মদমত্ত

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। 　　　　তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গজেন্দ্র যেমন করিণীকে লইয়া স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরাধাকে লইয়া গোবর্দ্ধনস্থিত নিকুঞ্জমধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন—ইহাই অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতি শব্দের সূচনা। বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে এতাদৃশ মত্তগজেন্দ্রলীল শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধার এবং তোমার **চিত্তজতুনী**—চিত্তরূপ জতুকে (লাক্ষাকে); [লাক্ষার ভিতর বাহির সর্বত্রই হিঙ্গুলাভ; শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে লাক্ষার সঙ্গে তুলনা করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—উভয়ের চিত্তই—চিত্তস্থিত মঞ্জিষ্ঠারাগই—মহাভাবাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে] **স্বেদৈঃ**—স্বেদনামক-সাত্ত্বিকভাবের বৃত্তিবিশেষদ্বারা, স্বেদরূপ তাপদ্বারা, ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে **বিলাপ্য**—দ্রবীভূত করিয়া, গলাইয়া **নির্ধূতভেদভ্রমং যুগ্মম্**—উভয়ের ভেদভ্রম সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিয়া, উভয়ের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে মিলাইয়া একীভূত করিয়া **ভূয়োভিঃ**—বহুল-পরিমিত **নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ**—নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা, নিত্য নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মান যে রাগ, সেইরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা সেই চিত্তরূপ লাক্ষাকে **অনুরঞ্জয়ৎ**—অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। চিত্তরূপ লাক্ষাকে গলাইয়া সম্যক্‌রূপে মিশাইয়া নিত্যনব-নবায়মান রাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন। কে রঞ্জিত করিলেন? **কৃতী**—নিজকর্ম্মে-নিপুণ **শৃঙ্গারকারুঃ**—শৃঙ্গার-রসরূপ শিল্পী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ লাক্ষাকে গলাইয়া মিলাইয়া সম্যক্‌রূপে একীভূত করিয়া নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন। কি নিমিত্ত এরূপ করিলেন? **ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে**—এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগে **চিত্রায়**—চিত্র করিবার নিমিত্ত; পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণের চিত্তকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার নিমিত্ত শিল্পী যেমন ধনীলোকদিগের অট্টালিকাদিকে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ হিঙ্গুলাভ লাক্ষাকে আগুনের তাপে আস্তে আস্তে গলাইয়া ভাল রকমে মিলাইয়া আবার প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল মিলাইয়া উত্তম রং প্রস্তুত করেন; তদ্রূপ স্বয়ং শৃঙ্গার-রস শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব-স্বরূপতাপ্রাপ্ত চিত্তদ্বয়কে প্রেম-প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্যক্‌রূপে মিশাইয়া এমন ভাবে মিলিত করিয়াছেন যে, ঐ চিত্তদ্বয় যে দুইটি পৃথক্ বস্তু ছিল, তাহা আর কিছুতেই বুঝা যায় না; এইরূপভাবে মিশাইয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে নিত্য-নব-নবায়মান রাগের সঞ্চার করিয়াছেন—যেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের তাদৃশ চিত্তের মহাভাব-ক্রিয়া-ক্ষোভ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে।

প্রেম-পরিপাকে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ভেদজ্ঞান যে দূরীভূত হইয়া যায়, শৃঙ্গাররস তাঁহাদের উভয়ের চিত্তকে পিষিয়া যে এক করিয়া দেয়—তাহাই শ্লোকে দেখান হইল। "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—এই ১৫৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। ইহা মহাভাবেরই একটী লক্ষণ।

১৫৭। **সাধ্যবস্তুর অবধি**—সাধ্যবস্তুর শেষসীমা; পরম সাধ্যবস্তু; সাধ্যবস্তুর পূর্ণতম অভিব্যক্তি। **এই হয়**—তোমার কথিত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তই সাধ্যবস্তুর পূর্ণতম অভিব্যক্তি; ইহার উপরে আর কোনও বস্তু থাকিতে পারে না, যাহার জন্য লোকের লোভ জন্মিতে পারে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের চরমতম মহত্ত্বের কথা এবং শ্রীরাধা-প্রেমের চরমতম মহিমার কথা—যে মহিমার প্রভাবে উভয়ের ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, যাহা উভয়ের পরৈক্য-সম্পাদন করিয়া দেয়, সেই মহিমার কথা—অভিব্যক্ত হওয়ায় রাধাপ্রেমের অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব মহিমা অভিব্যক্ত করাইবার জন্য প্রভুর কৌতূহল চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে; তাই এ সম্বন্ধে প্রভুর আর কোনও জিজ্ঞাস্য রহিল না। আবার, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই সেবা-বাসনারও চরমতম বিকাশ; সুতরাং সেবা-বাসনার আধার-নিরপেক্ষ বিচারে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ (২।৮।৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।"

তোমার প্রসাদে—তোমার (রামরায়ের) অনুগ্রহে। ভক্তভাবে ইহা প্রভুর দৈন্যোক্তি।

সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায় ॥ ১৫৮
রায় কহে—যে কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে—ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥ ১৫৯
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ? ॥ ১৬০
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥—১৬১
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর ॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৮। প্রভু রামরায়কে বলিলেন—"সাধনব্যতীত কেহই সাধ্যবস্তু পাইতে পারে না। তুমি এই যে চরম-সাধ্যবস্তুর কথা বলিলে, কোন্ সাধনে তাহা পাওয়া যায়, কৃপা করিয়া তাহা বল।"

একটী কথা এস্থলে বিবেচ্য। "না সো রমণ না হাম রমণী"-ইত্যাদি বাক্যে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধনলভ্য বস্তু নহে; শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারই ইহা অনাদিসিদ্ধ নিজস্ব বস্তু। শ্রীরাধার সেবাও স্বাতন্ত্র্যময়ী; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় নিত্যদাস-জীবের স্বরূপগত-অধিকারও নাই; আনুগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার। ব্রজসুন্দরীগণের আনুগত্যে উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্যবস্তু হইতে পারে এবং এই সাধ্যবস্তু লাভের অনুকূল যে সাধন, তাহার কথাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই পয়ারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

১৬১। **অত্যন্ত রহস্য**—অতি গোপনীয়। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তির সাধনের কথা ১৬২-৮৬ পয়ারে বলা হইল।

১৬২। **অতি গূঢ়তর**—অত্যন্ত রহস্যময়, গূঢ়তম। শ্রুতি বলেন, প্রণবকে জানিতে পারিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ কঠ। ১।২।১৬ ॥" লোক ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদি-সুখ ইচ্ছা করিতে পারে, কিম্বা সাযুজ্যমুক্তি কামনা করিতে পারে, অথবা ভগবানের যে কোনও ধামে তাঁহার সেবা কামনা করিতে পারে—যাহাই ইচ্ছা করুক না কেন, তাহাই পাইতে পারে; সুতরাং অভীষ্ট-বস্তুলাভ সম্বন্ধে ইহা একটী সাধারণ কথা। আবার উক্ত শ্রুতিই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে একটা বিশেষ অভীষ্ট বস্তুর কথা বলিয়াছেন। "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ। ১।২।১৭ ॥—এই পরম-আলম্বনরূপ ব্রহ্ম-বাচক প্রণবকে (নাম ও নামীর অভেদবশতঃ ব্রহ্মকে বা শ্রীকৃষ্ণকে) জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া যায়।" ব্রহ্মলোক বলিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক বা ধাম গোলোক-ব্রজকেই বুঝায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তিতেই জীব মহীয়ান্ হইতে পারে: কেননা, বস্তুর স্বরূপগতধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশেই বস্তুর মহিমারও সম্যক্ বিকাশ। জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসেবা; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজেই সেবাবাসনা অপ্রতিহতরূপে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারে। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান সেবাবাসনার বিকাশকে বিঘ্নিত করে। দ্বারকা-মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যখন প্রাধান্যলাভ করে, তখন সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আপন করিয়া পাওয়া যায় একমাত্র ব্রজে। গীতায় "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণই এতাদৃশী প্রাপ্তির কথাকে "সর্ব্বগুহ্যতম" বলিয়াছেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—এই চারিভাবে সম্ভব। এই চারিভাবের সেবার মধ্যে আবার মধুরভাবের বা কান্তাভাবের সেবাই সর্ব্বোৎকর্ষময়ী, এই ভাবের সেবাতেই সেবাবাসনার সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ বিকাশ—কান্তাভাবের সেবা প্রেমানুগা বলিয়া। সুতরাং কান্তাভাবের সেবার কথা যে "অতি গূঢ়তর", অত্যন্ত রহস্যময়, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ১৬৩

সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ১৬৪

সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥ ১৬৫

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর—কান্তাভাবাত্মিকা রাধা-কৃষ্ণলীলা দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের অনধিগম্য। দাস্য-বাৎসল্যাদিভাবে সেবা-বাসনার বা প্রেমের যে পরিমাণ বিকাশ, তদ্দ্বারা কান্তাভাবের সেবা সম্ভব নহে। কান্তাভাবের পরিকরদের প্রেম (বা সেবাবাসনা) মহাভাব পর্য্যন্ত বিকশিত; মহাভাব ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের লীলার সেবালাভ সম্ভব নয়। ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবে মহাভাবের বিকাশ নাই; সুতরাং এই কয়ভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলার সেবা সম্ভব নহে। ব্রজব্যতীত অন্যধামে শুদ্ধমাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভাবই নাই; সুতরাং অন্যধামের পরিকরদের ভাবে রাধা-কৃষ্ণলীলার সেবা একেবারেই অসম্ভব। বৈকুণ্ঠের কান্তাভাবেও ইহা প্রাপ্য নয়: যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবালাভের নিমিত্ত উৎকট তপস্যা করিতেন না। দ্বারকা-মহিষীদের পক্ষেও ইহা দুর্লভ; কেননা, মহাভাবই তাঁহাদের পক্ষে অতি দুর্লভ। মহাভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বল-নীলমণি বলেন—মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্লভঃ। শ্রীরাধারসসুধানিধি-নামক-গ্রন্থ বলেন—"ন দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্ন খলু হরিভক্তৈর্ন সুহৃদাদিভির্যদ্বৈ রাধামধুপতিরহস্যং সুবিদিতম্। ২।১৪১ ॥—শ্রীরাধামাধবের রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণের, (অম্বরীষ-প্রহ্লাদাদি) হরিভক্তগণের, এমন কি (নন্দ-যশোদাদি) সুহৃদ্‌গণেরও সুবিদিত নহে।"

দাস্য-বাৎসল্যাদি-শব্দের অন্তর্গত আদি-শব্দের এস্থলে অন্যধামের পরিকরদের ভাব, এমন কি দ্বারকা-মহিষীদিগের কান্তাভাবও, সূচিত হইতেছে।

১৬৩। শ্রীরাধার সখীগণের সকলের মধ্যেই মহাভাব বিরাজিত, তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় কেবলমাত্র সখীদেরই সেবার অধিকার থাকিতে পারে।

১৬৪। সখীরাই এই লীলা বিস্তার করেন, পুষ্টি করেন এবং তাহাতে আস্বাদন করেন।

১৬৫-৬৬। **গতি**—প্রবেশ। **যেই**—যেই জন। **তাঁরে**—সখীকে। **অনুগতি**—সখীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করে। সখীব্যতীত অপর কাহারও রাধাকৃষ্ণের এই নিগূঢ়-লীলায় প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি সখীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করেন, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবার অধিকার পাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায় নাই (২।২২।৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। (স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে যে সখীর আনুগত্য-স্বীকারের কথা বলা হইল, সেই সখী ললিতা-বিশাখাদি, বা শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর-বিশেষ; পরন্তু শুক্র-শোণিতে গঠিত কোনও প্রাকৃত রমণী নহে। সেবা শিক্ষা করিবার জন্যই আনুগত্য-স্বীকার প্রয়োজন; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণসেবা জানেন এবং শিক্ষা দিতে পারেন। অনাদিবহির্ম্মুখ প্রাকৃত জীব তাহা কিরূপে শিক্ষা দিবে? অন্তশ্চিন্তিত দেহেই সখীদের আনুগত্য করিতে হয়।) বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া কান্তাভাবের সেবায় একমাত্র ললিতাদি সখীগণেরই অধিকার; তাঁহাদের কৃপাব্যতীত অপর কেহ এই সেবা পাইতে পারে না। এ জন্যই তাঁহাদের আনুগত্য অপরিহার্য্য।

কুঞ্জসেবা-সাধ্য—নিভৃত-নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবারূপ সাধ্যবস্তু।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)—

বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রাধাকৃষ্ণয়োর্ভাবঃ স বিভুর্ব্যাপকোঽতিমহান্। অতি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশমানশ্চ। এবং বিশেষবৈ-বিশিষ্টোঽপি। যাঃ সখীঃ ঋতে বিনা রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি। তাঃ কীদৃশীঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরাত্মীয়াঃ। কাঃ বিনা ক ইব। ঈশঃ ঈশ্বরঃ চিদ্বিভূতীর্বিনা যথা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি তথা। অত আসাং পদং কো রসজ্ঞো ভক্তো ন শ্রয়তি সর্ব্বে রসজ্ঞা আশ্রয়ন্ত্যেবেতি ভাবঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো ৪৪। অন্বয়। ঈশঃ (বিভু পরমেশ্বর) চিদ্বিভূতীঃ ইব (চিচ্ছক্তিব্যতীত যেমন পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ) রাধাকৃষ্ণয়োঃ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ভাবঃ (ভাব) বিভুঃ (মহান্) অতিসুখরূপঃ (অতিসুখরূপ) স্বপ্রকাশঃ (এবং স্বপ্রকাশ) অপি (হইয়াও) স্বাঃ (স্বীয়) যাঃ (যে সখীগণ) ঋতে (বিনা—ব্যতীত) ক্ষণং (ক্ষণকাল) অপি (ও) রসপুষ্টিং (রসপুষ্টি) ন প্রবহতি (ধারণ করে না), আসাং (এই—সেই) সখীনাং (সখীদিগের) পদং (চরণ) কঃ (কোন্) রসজ্ঞঃ (রসিক ব্যক্তি) ন শ্রয়তি (আশ্রয় করেন না) ?

অনুবাদ। পরমেশ্বর বিভুত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়াও যেমন চিচ্ছক্তিব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভাব অতি বৃহৎ, অতি সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও নিজ-সখীব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টিকে ধারণ করে না। অতএব, কোন্ রসজ্ঞ ভক্ত ঈদৃশী সখীদিগের চরণাশ্রয় না করেন ? অর্থাৎ রসিক ভক্তমাত্রেই সখীদের চরণাশ্রয় করেন। ৪৪

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব বা প্রেম অতিসুখরূপ—অত্যধিক সুখের স্বরূপতুল্য, স্বরূপতঃ ইহা সুখের পরাকাষ্ঠা; স্বরূপতঃ ইহা সুখ-পরাকাষ্ঠা হওয়ায় ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয় না; মিছরী মুখে থাকিলে আপনা-আপনিই যেমন ইহার মিষ্টত্ব অনুভূত হয়; তদ্রূপ, এই প্রেমের অধিকারী যাঁহারা, আপনা-আপনিই তাঁহাদের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) এই প্রেমের সুখ-রূপত্বের অনুভব হইতে পারে; তথাপি কিন্তু সখীদের আনুকূল্যব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেমের সুখরূপত্ব রসপুষ্টি ধারণ করিতে পারে না। আবার এই প্রেম **বিভুঃ**—সর্ব্বব্যাপক এবং **স্বপ্রকাশঃ**—স্বপ্রকাশ। যাহা বিভু, সর্ব্বব্যাপক, তাহার আর পুষ্টির দরকার নাই। এবং যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাও আপনা-আপনিই সকলের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়—যেমন সূর্য্য—তাহাকে কাহারও দেখাইয়া দিতে হয় না। স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষই প্রেম। স্বরূপ-শক্তি নিজেই বিভু—ব্রহ্মবস্তু, তাহার বিলাসভূত ভক্তি বা প্রেমও বিভু। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—ভক্তিরেব গরীয়সী। বস্তুতঃ প্রেম বা ভক্তি বিভু না হইলে তাহা কিরূপে ব্রহ্মবস্তু ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে পারে ? শ্রুতি বলেন—ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মহাসমুদ্র সর্ব্বদা জলদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও বায়ুর প্রবাহেই তাহা তরঙ্গায়িত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তদ্ব্যতীত ইহা উচ্ছ্বসিত হয় না; তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম বিভু এবং স্বপ্রকাশ হইলেও সখীদের সাহচর্য্যব্যতীত ইহা পুষ্টিলাভ করে না এবং অভিব্যক্তও হয় না; ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের এবং সখীভাবের এক অদ্ভুত মহিমা। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা এই ব্যাপার বুঝাইতেছেন—**ঈশঃ**—ঈশ্বর বিভু এবং স্বপ্রকাশ হইলেও যেমন তাঁহার **চিদ্বিভূতীঃ**—চিৎ (চিন্ময়) বিভূতীঃ (শক্তিসমূহ)—চিচ্ছক্তির সাহচর্য্যব্যতীত তিনি পুষ্টিলাভ করিতে পারেন না, অভিব্যক্তও হইতে পারেন না, তদ্রূপ। ঈশ্বরের পুষ্টি বলিতে তাঁহার গুণাদির এবং রসত্বাদির পুষ্টি; তাঁহার প্রকাশ বলিতে, তাঁহার মহিমার প্রকাশই বুঝায়। শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ চিচ্ছক্তিদ্বারা ঈশ্বরের গুণপুষ্টি এবং মহিমাপ্রকাশ হওয়ায় তাঁহার বিভুত্বের এবং স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপতঃ

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ ১৬৭
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ ১৬৮
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ ১৬৯
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥ ১৭০

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৬)—
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রীরাধিকায়া নির্বৃতৌ সত্যাং সখীনাং নির্বৃতিঃ স্যাৎ তত্র তয়া সহাসামভেদঃ এব কারণমিত্যাহ সখ্য ইতি। ব্রজরূপ-কুমুদানাং বিধোশ্চন্দ্রস্য হ্লাদিনীনাম যা শক্তিস্তস্যাঃ সারাংশো যঃ প্রেমা স এব পল্লী লতা অস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হানি হয় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধেও ঐ একই কথা। শ্রীরাধা এবং সখীগণ প্রেম-স্বরূপিণী, তাঁহারা প্রেমবিগ্রহ; হ্লাদিনীর প্রতিমূর্ত্তি; প্রেম হইতে তাঁহাদের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই; সুতরাং লীলাতে তাঁহাদের দ্বারা প্রেমের পুষ্টি এবং প্রকাশ সাধিত হইলেও তাহাতে প্রেমের বিভুত্ব ও স্বপ্রকাশত্বের তত্ত্বতঃ কোনও হানি হয় না।

"সখী বিনু এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়"—এই ১৬৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬৭-৬৮। **সখীর স্বভাব এক** ইত্যাদি—সখীদের স্বভাব অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয়। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিলে যে সুখ পাওয়া যায়, কোন সখীই সেই সুখ পাইতে ইচ্ছা করেন না; সুতরাং কোনও সখীই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়া করাইবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কারণ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া করাইতে পারিলে তাঁহারা যে আনন্দ পান, তাহা নিজ ক্রীড়াসুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক [ইহার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে দেখান হইয়াছে]। সখীগণ স্বসুখবাসনা গন্ধলেশহীন।

১৬৯-৭০। **রাধার স্বরূপ…কোটি সুখ হয়।** শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গমে সখীদের নিজ-ক্রীড়া-সুখ অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ হয় কেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা-স্বরূপ। সখীগণ এই লতার পত্র ও পুষ্পস্বরূপ। লতার মূলে জল সেচন না করিয়া, কেবলমাত্র পত্র ও পুষ্পে জল সেচন করিলে পত্র ও পুষ্প যত প্রফুল্ল হইয়া থাকে, কেবলমাত্র লতার মূলে জল সেচন করিলেই পত্র ও পুষ্প তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রফুল্ল হয়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের ক্রীড়ায় সখীদের যে সুখ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়ায় তাঁহাদের তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখ হইয়া থাকে। কারণ, পত্র ও পুষ্প যেমন লতা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, সখীগণও তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতে অভিন্ন; এই অভিন্নতা-প্রযুক্তই সখীদের অধিক সুখ হয়।

কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা—কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা। কৃষ্ণপ্রেমের চরম-পরিণতি হইল মহাভাব; শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমই হইল শ্রীরাধার স্বরূপ, স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণপ্রেম—মহাভাব। এই কৃষ্ণপ্রেমকেই কল্পলতার সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে; কল্পবৃক্ষের ন্যায়, যে লতার নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, তাহাকে বলে কল্পলতা। কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা সদৃশ। **পল্লব**—কিশলয়; নূতন পাতা।

কৃষ্ণলীলামৃতে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়ারূপ অমৃত যদি রাধারূপ কল্প-লতায় সেচন করা হয়। **নিজসেক**—(পত্রপুষ্পের) নিজের গায়ে জল সেচন।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের) হ্লাদিনীনামশক্তেঃ (হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির) সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ (সারাংশরূপ প্রেমলতা সদৃশী) শ্রীরাধিকায়াঃ (শ্রীরাধিকার) সখ্যঃ (সখীগণ) কিশলয়-দল-

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ ১৭১
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥ ১৭২
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট।
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ১৭৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সখ্যঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ শ্রীরাধিকাতুল্যাশ্চ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসস্য নিচয়ৈঃ সমূহৈরমুষ্যাং রাধায়াং সিক্তায়াং উল্লসন্ত্যাঞ্চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং জাতোল্লাসা ভবন্তি ইতি যৎ তৎ চিত্রং ন। সদানন্দ-বিধায়িনী। ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পুষ্পাদিতুল্যাঃ (নবপল্লব, পত্র ও পুষ্পাদির তুল্যা) স্বতুল্যাঃ (এবং শ্রীরাধার নিজের তুল্যা)। [অতঃ] (অতএব) কৃষ্ণলীলামৃত-রসনিচয়ৈঃ (শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসমূহদ্বারা) অমুষ্যাং (ঐ শ্রীরাধা) সিক্তায়াং (সিক্তা) উল্লসন্ত্যাং (এবং উল্লাসিতা হইলে) স্বসেকাৎ (নিজ সেকাপেক্ষা) শতগুণং (শতগুণ) অধিকং (অধিক) জাতোল্লাসঃ (উল্লাসিতা) সন্তি (হয়েন—সখীগণ)— যৎ (এই যাহা) তৎ (তাহা) ন চিত্রং (বিচিত্র নহে)।

অনুবাদ। ব্রজকুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতার সদৃশী হইলেন শ্রীরাধিকা; আর তাঁহার সখীগণ হইলেন সেই লতার কিশলয়, পত্র ও পুষ্পাদিতুল্যা এবং তাঁহারা শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও। তাই কৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেকে শ্রীরাধা সিক্ত এবং উল্লাসিত হইলে তাঁহাদের যে নিজ-সেকজনিত সুখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? । ৪৫

ব্রজকুমুদবিধোঃ—ব্রজ (ব্রজবাসী, বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীগণ)-রূপ কুমুদ (সাপলা) সম্বন্ধে বিধু (চন্দ্র) তুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদগণ (বা কুমুদিনীগণ) প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজবাসীদের (বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদের) অত্যন্ত উল্লাস হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজকুমুদবিধু বলা হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী যে শক্তি, তাহার **সারাংশপ্রেমবল্ল্যা**— সারাংশরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ যে বল্লী (লতা) তাহার। হ্লাদিনীর সারাংশ হইল প্রেম; এই প্রেমরূপ লতাই হইলেন যিনি, সেই শ্রীরাধার সখীগণই হইলেন সেই লতার **কিশলয়-দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ**—কিশলয় (নবপল্লব), দল (পত্র) এবং পুষ্পাদির তুল্যা; সখীগণ শ্রীরাধার **স্বতুল্যাঃ**—নিজের তুল্যাও বটেন। লতার পত্র-পুষ্পাদির সহিত মূল লতার যেমন স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীরাধার সহিত তাঁহার সখীগণের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; তাই শ্রীরাধার সুখেই সখীদের সুখ; কৃষ্ণলীলামৃত-রসের সেক পাইয়া রাধারূপ লতা সিক্ত ও উল্লাসিত হইলে—পত্র-পল্লব-স্থানীয়া সখীগণ নিজসেক অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখী হয়েন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম পাইলে সখীগণ যে পরিমাণ সুখ পাইতেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করাইতে পারিলে তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পাইয়া থাকেন। কারণ, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু।

১৬৯-৭০ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭১-৭২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি তবে সখীদের কোনও সঙ্গম হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন "যদ্যপি" ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিবার জন্য সখীদের নিজের কোনও ইচ্ছা না থাকিলেও শ্রীরাধা যত্নপূর্ব্বক নানা ছলে কৃষ্ণকে সখীদের নিকট পাঠাইয়া সখীদের সহিত সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করান। শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদন পূর্ব্বক যে আনন্দ পান, সখীদের সহিত সঙ্গম করাইয়া কৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব করেন।

কৃষ্ণে প্রেরি—কৃষ্ণকে সখীদের নিকট প্রেরণ করিয়া।

১৭৩। **অন্যোন্য**—শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের পরস্পর। **বিশুদ্ধ প্রেম**—স্বসুখাভিলাষশূন্য প্রেম। সখীগণ যে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম করান, তাহা কেবল কৃষ্ণের সুখের জন্য এবং শ্রীরাধাও যে নানাছলে সখীদের

সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম॥ ১৭৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (২।১৪৩)—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ৪৬

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী-ভাববর্য্য॥ ১৭৫

নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥ ১৭৬

তথাহি (ভা. ১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৪৭

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করান, তাহাও কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য। সখীগণ মনে করেন, শ্রীরাধার সহিত সঙ্গমেই শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হইবে; তাই তাঁহারা রাধার সহিত সঙ্গম করান। আবার শ্রীরাধা মনে করেন—সখীদের সহিত সঙ্গম করিলেই শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হইবে, তাই তিনি সখীদের সহিত সঙ্গম করান। উভয়ের উদ্দেশ্য এক—শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন, স্বসুখবাসনা কাহারও নাই; এজন্য তাঁহাদের প্রেমকে "বিশুদ্ধ" বলা হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সুখের পুষ্টি হয় এবং তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ প্রেম দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন।

রস—শ্রীকৃষ্ণের সুখ-রস।

১৭৪। যদি বল, গোপীদের যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমাদি আছে, তখন উহাতো কামই হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"**সহজে গোপীর প্রেম**" ইত্যাদি—গোপীরা যে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করেন, তাহা কাম নহে; যেহেতু, তাহা তাঁহাদের নিজের সুখের জন্য নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য; এজন্য তাঁহাদের প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নাই, এই প্রেম বিশুদ্ধ। আবার, স্বভাবতঃ এই প্রেম প্রাকৃতও নহে। অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়; বাস্তবিক ইহা কাম নহে। ২।৮।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৬। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৪।২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৫-৭৬। গোপী-প্রেম যে বস্তুতঃ কাম নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য কাম ও প্রেমের পার্থক্য বলিতেছেন "**নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু**......" ইত্যাদিদ্বারা। কামের তাৎপর্য্য হইল—নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করা; আর গোপী-প্রেমের তাৎপর্য্য হইল, শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করা। গোপীদের স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তবে যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমাদি করেন, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য, নিজেদের জন্য নহে। ১।৪।১৪০-৪৪ পয়ারের টীকাদি দ্রষ্টব্য। (টী. প. দ্র)

গোপীভাব—গোপী-প্রেম। **বর্য্য**—শ্রেষ্ঠ।

গোপীভাববর্য্য—সমস্ত ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে গোপীভাব, কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদের প্রেম।

শ্লো। ৪৭। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৫-৭৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৭। কিরূপে রাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছেন, "সেই গোপীভাবামৃত"—ইত্যাদি কয় পয়ারে। **সেই গোপী**—ইতিপূর্ব্বে স্বসুখ-বাসনাহীন বিশুদ্ধ-প্রেমবতী যে গোপীদের গুণের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ গুণবতী গোপী। **গোপীভাবামৃত**—গোপীপ্রেমরূপ অমৃত। **বেদধর্ম্ম**—বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি।

রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৭৮
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥ ১৭৯
তাহাতে দৃষ্টান্ত-উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লোক—স্বর্গাদি-লোক ; অথবা লোকধর্ম। ব্রজগোপীদিগের বিশুদ্ধ-প্রেমের কথা শুনিয়া সেই প্রেমলাভ করিবার জন্য যাঁহার লোভ জন্মে, তিনি বেদধর্ম, লোকধর্ম, স্বর্গাদিধাম-কামনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন।

১৭৮। কিরূপ ভজনে কৃষ্ণ পাওয়া যায় ? তাহা বলিতেছেন "রাগানুগামার্গে" ইত্যাদিদ্বারা।

রাগানুগামার্গ—রাগানুগা-ভক্তি। অভিলষিত বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ যে পরমাবিষ্টতা, তাহাকে রাগ বলে: সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই রাগাত্মিকা বা রাগময়ী ভক্তি একমাত্র ব্রজবাসিজনেই বিরাজিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ ভ. র. সি. ১।২।১৩১।" রাগানুগা ভক্তিতে রাগাত্মিক-ভক্ত ব্রজবাসীদের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজগোপীদের (অথবা ভাবানুসারে ব্রজের দাস, সখা বা পিত্রাদির) আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ ২।২২।৮৫-৯১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন—ব্রজধামেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পায়, অন্য ধামে নহে। শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন—নরলীলাকারী শুদ্ধমাধুর্য্যময় নন্দসুত-শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যমার্গে ভজন করিলে বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদিরূপকে পাওয়া যায় ; আর রাগানুগামার্গে ভজন করিলে ব্রজে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।

১৭৯। **ব্রজলোকের**—ব্রজের দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তা, এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে যে কোনও প্রকারের ভক্তের ; দাসের দাস্যভাব, সখার সখ্যভাব, মাতা-পিতার বাৎসল্য-ভাব, কি গোপীদের মধুরভাব, ইহাদের যে কোনও ভাব লইয়া রাগানুগামার্গে যিনি ভজন করেন, তিনি ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া শুদ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজধামে শুদ্ধমাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবা লাভ করিতে পারেন।

ভাবযোগ্য দেহ—নিজের অভীষ্টভাবের অনুকূল দেহ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের যে কোনও একটী ভাবে সাধকের লোভ জন্মিলে, সেই ভাবের অনুকূল ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় প্রেমোদয় হইলে দেহভঙ্গের পরে ব্রজধামে, সেই ভাবের অনুরূপ সেবার উপযোগী দেহ (দাস্যভাবের সাধক দাস-দেহ, সখ্যভাবের সাধক সখার দেহ, মধুরভাবের সাধক গোপীদেহ ইত্যাদিরূপ সিদ্ধদেহ) লাভ করিয়া থাকেন। ২।২২।৯৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮০। **তাহাতে দৃষ্টান্ত**—রাগানুগামার্গে ভজন করিলে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত (উদাহরণ)। **শ্রুতিগণ**—শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ। **রাগমার্গে**—এস্থলে রাগমার্গে অর্থ রাগানুগামার্গে ; যেহেতু, ব্রজবাসী ভিন্ন অন্যত্র রাগভক্তি (অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তি) সম্ভব নহে ; বিশেষতঃ রাগাত্মিকা ভক্তি সাধনদ্বারা লভ্যাও নহে। ইহা নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে অনাদিসিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজিত।

রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-রূপে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

তথাহি (ভা. ১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ। ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভগবৎস্বরূপেষপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বিষয়ক-সর্ব্ববিলক্ষণভক্তিযোগস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষং বক্তু প্রথমং ব্রহ্মবিষয়কং জ্ঞানযোগমপকর্ষকক্ষায়াং নিক্ষিপন্ত্য আহুঃ। নিভৃতৈঃ সংযমিতৈ র্মরুন্মনোঽক্ষৈ র্যো দৃঢ়ো নিশ্চলো যোগস্তং যুঞ্জন্তীতি তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি পরমশুদ্ধে ব্রহ্মাকারীভূতে যদ্ধামস্বরূপমুপাসতে তদরয়ঃ কৃষ্ণাবতারসময়গতাঃ অসুরা অপি অরিভাবময়াদপি স্মরণাদ্ যযুঃ। অহো কৃষ্ণাকারস্য মাহাত্ম্যং তাদৃশা অপি মুনয়োঽপরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়োঽপি যাবদ্ব্রহ্ম কেবলমুপাসীনা এব তিষ্ঠন্তি তন্মধ্য এব কংসাদয়োঽসুরাঃ পরিচ্ছিন্নদর্শিনঃ পাপাত্মহাদশুষ্কচিত্তা অপি অরিভাবত্বাৎ কৃষ্ণানন্দমাধুর্য্যস্যাপরোক্ষানুভবরহিতা অপি কেবলতদাকারমাত্রস্মরণাৎ তদেব ব্রহ্ম প্রাপৈপ্যব স্থিতাঃ। মুনয়স্তু নজানীমহে কিয়তা কালেন তৎ প্রাপ্স্যন্তীতিভাবঃ। এবঞ্চ তচ্ছত্রুগণপ্রাপ্তং ব্রহ্মানন্দাস্বাদং মুনয়ো যত্নেন প্রাপ্ন বন্তীতি পূর্ব্বার্দ্ধেনোক্ত্বা তন্মিত্রগণপ্রাপ্তং প্রেমরসাস্বাদং বয়ং শ্রুতয়ো যত্নেন প্রাপ্ন ম ইত্যাহুঃ। স্ত্রিয়ো ব্রজদেব্য উরগেন্দ্রস্য ভোগো দেহস্তৎ-সদৃশয়োস্তদীয়ভুজদণ্ডয়োরতিরাগেণৈব বিষক্তা ধীর্য্যাসাং তা হৃদি স্ববক্ষঃস্থলে যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষিত্যুক্তিরীত্যা অঙ্ঘ্রি সরোজয়ো র্যা সুধা উপাসতে সেবন্তে অনুভবন্তীতি যাবৎ। তা এব বয়ং শ্রুতয়োঽপি যযিম সমাঃ তপসা গোপীত্ব-প্রাপ্ত্যা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ। কথং যযিথ তত্রাহুঃ। সমদৃশঃ সমদৃষ্টয়ঃ। তাসাং যস্মিন্ বর্ত্মনি দৃষ্টিস্তস্মিন্নেব বর্ত্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ। অত্র চত্বারোগণা বর্ণিতাস্তত্র পূর্ব্বার্দ্ধগতৌ মুনিগণদৈত্যগণৌ যথাসমপ্রাপ্যৌ তথৈবো-ত্তরার্দ্ধগতৌ গোপীগণশ্রুতিগণৌ সমপ্রাপ্যৌ পৃথক্-পৃথগপিশব্দাভ্যামবগম্যেতে। ইতিহাসশ্চাত্র বৃহদ্বামনে উত্তরস্থানে খিলে। ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ। তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎপরঃ। চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা। তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞা বরং যন্মনসীপ্সিতম্। শ্রুতয় উচুঃ। যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা। শ্রীভগবানুবাচ। দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি। আগামিনি বিরিঞ্চৌতু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে। কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ। পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে। জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্। ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ। ব্রহ্মোবাচ। শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়ন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরং। উক্তকালং সমাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতা ইতি। অত্র আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। অর্থশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ অস্য সাধনান্যাহ। শ্রোতব্যঃ শ্রীগুরোর্মুখাদুপক্রমাদিভিস্তাৎপর্য্যেণাবধারয়িতব্যঃ। মন্তব্যঃ অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনা নিবারণায় স্বয়ং পুনর্বিচারণীয়ঃ। নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। নির্ব্বর্ণনন্তু নির্ধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরোক্তে নির্ধ্যানং দর্শনম্। তস্যেচ্ছা নিদিধ্যাসনম্। মন্ত্রার্থসম্যঙ্মননপূর্ব্বক-জপাভ্যাসাৎ স্বেষ্টদেবঃ স দিদৃক্ষিতব্য ইত্যর্থঃ। দিদৃক্ষাভ্যাসাৎ দ্রষ্টব্য ইতি। বেদনাং কামভাবেচ্ছায়াং তু যং মাং স্মৃত্বা নিষ্কামঃ সকামো ভবতীতি কৃষ্ণোক্তিরূপা গোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। ব্রজস্ত্রীজনসংভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গত ইতি চ। অর্থশ্চ। ব্রজস্ত্রীজনেষু সংভূতা বৃহদ্বামনপুরাণদৃষ্টতপোভিরুৎপন্না যাঃ শ্রুতয়স্তাভ্যো হেতুভ্যঃ তাঃ প্রাপ্যেতি বা কৃষ্ণো ব্রহ্মসঙ্গতঃ প্রাপ্তবেদান্তসঙ্গোঽভূৎ। চক্রবর্ত্তী। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমনপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত) মুনয়ঃ (মুনিগণ) হৃদি (হৃদয়ে) যৎ (যাহা—যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যতত্ত্বের) উপাসতে (উপাসনা করে), অরয়ঃ (শত্রুগণ) অপি (ও) তে (তোমার—তোমার ভগবদাকারের) স্মরণ প্রভাবে—(ভয়বশতঃ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছে বলিয়া) তৎ (তাহা—সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব) যযুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে)। উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিষক্তধিয়ঃ (নাগরাজ-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ—তোমার নিত্যকান্তা শ্রীরাধিকাদি রমণীগণ) [যৎ—যাঃ] (যে) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (চরণপদ্মের সুধা) [হৃদি উপাসতে] (সাক্ষাদ্ বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন), সমদৃশঃ (তুল্যদৃষ্টি, ত্বদীয়-প্রেয়সীগণতুল্যদৃষ্টি—তদ্ভাবানুগতভাবা) বয়ং (আমরা—শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ) অপি (ও) সমাঃ (তুল্যা—গোপীদেহপ্রাপ্তিবশতঃ তাঁহাদের তুল্য) [সত্যঃ] (হইয়া) [তৎ—তাঃ] (সেই) [অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ] (চরণ-পদ্মের সুধা) (যযুঃ) (প্রাপ্ত হইয়াছি)।

অনুবাদ। শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমনপূর্ব্বক দৃঢ়-যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্ব উপাসনা করেন (উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হয়েন), তোমার শত্রুগণও (সর্ব্বদা তোমার অনিষ্ট-চিন্তায় বা তোমার প্রতি ভয়বশতঃ সর্ব্বদা) তোমার স্মরণ করিয়া তাহা (সেই ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্ব) পাইয়াছে। আর, সর্পরাজের শরীরতুল্য ত্বদীয় ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি শ্রীরাধা প্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার যে চরণ-সরোজসুধা সাক্ষাদ্বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমরাও তাঁহাদের তুল্য (সেই চরণ-সরোজসুধা) প্রাপ্ত হইয়াছি।" ৪৮

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ—নিভৃত (সংযমিত) হইয়াছে মরুৎ (প্রাণবায়ু), মন এবং অক্ষ (ইন্দ্রিয়)-সমূহ যাঁহাদিগকর্ত্তৃক এবং দৃঢ়যোগযুক্ত যাঁহারা—যাঁহারা, প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযমিত করিয়া কঠোর ব্রতপালনপূর্ব্বক যোগচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ **মুনয়ঃ**—ধ্যানপরায়ণ মুনিগণ **হৃদি**—হৃদয়ে, চিত্তে **যৎ**—যাঁহাকে, যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বকে **উপাসতে**—উপাসনা করেন, এবং উপাসনাদ্বারা যে ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়েন—যে ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়া যায়েন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার (ভগবানের) **অরয়ঃ**—কংসাদি শত্রুগণও সর্ব্বদা তোমার অনিষ্ট চিন্তায় বা তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যে তোমায় স্মরণ করে, সেই **স্মরণাৎ**—সেই স্মরণের প্রভাবেই তাহারা **তৎ যযুঃ**—সেই ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ বহুকষ্টে মুনিগণ যে ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবানের শত্রুগণও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে—কেবল তোমার স্মরণের প্রভাবে; দ্বিতীয়তঃ, মুনিগণ অপরিচ্ছিন্নরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া যাহা পায়, অরিগণ পরিচ্ছিন্নরূপে ভগবানের স্মরণ করিয়াও তাহাই পায়; তৃতীয়তঃ, মুনিগণ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক ভগবদ্‌বুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যাহা পায়, অরিগণ ভগবান্‌কে মনুষ্যবুদ্ধিতে হিংসা করিয়াও তাহাই পায়। এই এক আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া শ্রুতিগণ অপর এক আশ্চর্য্যের কথা বলিতেছেন—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে। **উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ**—উরগ অর্থ সর্প; সর্পদের মধ্যে ইন্দ্র বা শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি উরগেন্দ্র—সর্পরাজ তাঁহার ভোগ বা দেহ উরগেন্দ্রভোগ; তাদৃশ ভুজরূপদণ্ডে বিশেষরূপে আসক্তা ধী (বা বুদ্ধি) যে সমস্ত রমণীর, তাঁহারাই হইলেন উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ঃ; সর্পের শরীর যেমন ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাহুও তদ্রূপ ক্রমশঃ সরু, তাই শ্রীকৃষ্ণের বাহু অত্যন্ত সুন্দর; শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ভুজযুগলে ব্রজসুন্দরীদের চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে; সেই বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার লোভে তাঁহারা লুব্ধচিত্ত (ইহাদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বিভু—অপরিচ্ছিন্ন—বস্তু হইলেও ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করেন; যাহা হউক) এতাদৃশী **স্ত্রিয়ঃ**—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদি রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে **অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ**—অঙ্ঘ্রি (চরণ)-রূপ সরোজ (পদ্ম), তাহার সুধা (স্পর্শমাধুর্য্য), পদ্মের স্থায় সুদৃশ্য এবং সুকোমল চরণযুগলের স্পর্শজনিত মাধুর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের **সমদৃশঃ**—সমানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাদেরই পন্থার অনুসরণপূর্ব্বক **বয়মপি**—আমরাও, যাঁহারা স্বয়ংভগবান্‌কে নিরবচ্ছিন্ন বলিয়াই মনে করেন, সেই শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণও **সমাঃ**—কায়ব্যূহদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের স্থায়ই গোপীদেহ লাভ করিয়া তাঁহাদেরই তুল্যা হইয়া তাহাই—শ্রীকৃষ্ণের সেই অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাই পাইলাম।

'সমদৃশ'-শব্দে কহে সেইভাবে অনুগতি।
'সমা'-শব্দ কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ॥ ১৮১

'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইস্থলে আশ্চর্য্যের হেতু এই যে—প্রথমতঃ, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম বক্ষে ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু শ্রুতিগণ নিত্যপ্রেয়সী নহেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণ সুদুর্লভ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের নাগর বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিচ্ছিন্নরূপেই মনে করিয়াছেন, আর শ্রুতিগণ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহাকে অপরিচ্ছিন্ন রূপেই মনে করিয়াছেন; তথাপি ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় শ্রুতিগণও শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা পাইলেন—ব্রজে গোপীদেহ পাইলেন—ব্রজগোপীদের আনুগত্যের প্রভাবে।

বৃহদ্বামন-পুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ বহুকাল-যাবৎ ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন; তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ পরোক্ষে (দৈববাণীরূপে) তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—ব্রজে গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, সেইভাবে তাঁহাদেরও ভজনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে। তখন ভগবান্ বলিলেন—"শ্রুতিগণ, তোমাদের এই অভিলাষ দুর্ঘট; যাহা হউক, আমি তাহা অনুমোদন করিলাম, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। আমি যখন ভারত-ক্ষেত্রে মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইব, তখন তোমরাও আমার প্রতি উপপতিভাব-পোষণ করিয়া কৃতকৃত্যা হইতে পারিবে।" ইহার পরে শ্রুতিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন এবং গোপীদেহ লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা কিভাবে ভজন করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে তাঁহাদের নিজের মুখেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

১৭৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। ব্রজগোপীদের ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ ভাবযোগ্য গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিলেন।

১৮১-৮২। এই দুই পয়ারে "নিভৃতমরুৎ" ইত্যাদি শ্লোকের প্রকরণ-সঙ্গত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রুতিগণ গোপীদের অনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক রাগানুগা-মার্গে ভজন করিয়া যে ব্রজে ভাবযোগ্য দেহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে "নিভৃতমরুন্মনোক্ষ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, এই শ্লোক হইতে কিরূপে উক্ত বিষয় প্রতিপাদিত হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্লোকোক্ত সমদৃশঃ, সমাঃ এবং অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ, এই তিনটী পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সমদৃশ—শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় "সমদৃশঃ"-শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন:—সমদৃশঃ সমদৃষ্টয়ঃ তাসাং যস্মিন্ বর্ত্মনি দৃষ্টিস্তস্মিন্নেব বর্ত্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ তাঁহাদিগের (গোপীদিগের) যে পথে দৃষ্টি, তাঁহাদের অনুগমন করিয়া সেই পথেই দৃষ্টি দিয়াছে যাহারা, তাহারাই "সমদৃশঃ" (তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন)।

শ্রীপাদজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন, "সমদৃশঃ তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্য ইত্যর্থঃ"। অর্থাৎ গোপীদের ভাবের অনুগত ভাবযুক্ত—ইহাই "সমদৃশঃ"-শব্দের অর্থ।

উভয়-টীকাকারের মতেই বুঝা গেল—"ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ভজন করে যাহারা, তাহারাই উক্ত শ্লোকে সমদৃশঃ-শব্দবাচ্য। এজন্য কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি"। **সেই ভাবে**—গোপীদের ভাবে। অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে গোপীদের ভাব লইয়া তাঁহাদেরই আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিয়াছিলেন, "সমদৃশঃ"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

সমা—চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "সমাঃ তপসা গোপীত্বপ্রাপ্তা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ"। ভজনের দ্বারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রজগোপীদের তুল্য রূপ পাইয়াছেন যাঁহারা, সেই শ্রুতিগণই গোপীদের "সমাঃ"।

তথাহি তত্রৈব (ভা. ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ, শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ ভগবৎ-প্রেমৈব সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্ঘুষ্যতে তস্য মূলভূতাশ্রয়াণাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধত্ব এব তস্য নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ তেষপি মধ্যে গোকুল-বর্ত্তিনস্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠা যেষাং বাৎসল্যাদি-ভাববিষয়ীভূতঃ কৃষ্ণস্তদনুগমন-ভক্তিমদ্ভিরেব সুলভো নান্যৈরিত্যাহ নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতঃ ন সুখাপঃ। কেষাং দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং জ্ঞানিনাং দেহাধ্যাসরহিতানাং আত্মারামভক্তানাং তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সমাঃ শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্ত্যা কায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ"—অর্থ পূর্ব্ববৎই।

উভয়-টীকাকারের মত হইতেই বুঝা গেল—গোপীদের তুল্য দেহ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই শ্রুতিগণকে গোপীদের "সমাঃ" (তুল্যা) বলা হইয়াছে। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন "সমা-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি"। অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে গোপীদেহ ও গোপীরূপ লাভ করিয়াছেন, "সমাঃ"-শব্দের অর্থদ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা। **অঙ্ঘ্রি**—চরণ। **পদ্ম**—কমল। **অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা**—চরণ-কমলের মধু।

শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন :—"অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা—তদীয়স্পর্শমাধুর্য্যাণি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শজনিত মাধুর্য্য, অথবা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ"। অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, শ্লোকোক্ত "অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা"-শব্দের অর্থ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

এখন উক্ত শ্লোকের সমদৃশ, সমা এবং অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা, এই তিনটী শব্দের অর্থ হইতে বুঝা গেল—(১) শ্রুতিগণ গোপীদের অনুগত হইয়া তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ভজন করিয়াছিলেন ; (২) এইরূপ ভজনের ফলে তাঁহারা শ্রীমন্নন্দব্রজে ভাবযোগ্য গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন এবং (৩) গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বিধিমার্গ—বৈধীভক্তি। অনুরাগের অভাবহেতু কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনের ভয়ে যে ভক্তিতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে। লোভবশতঃ প্রাণের টানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হইলে, তাহাকে রাগানুগামার্গ বলে ; যদি প্রাণের টান কিছুমাত্র না থাকে, পরন্তু—শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে অন্তিমে নরক-ভোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি—ভয়েই ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে তাহাকে বিধিমার্গ বলে। ২।২২।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই শ্রীমন্নন্দব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়—তাহা বলিয়া এখন বলিতেছেন —রাগানুগামার্গে না ভজিয়া যদি কেবল বিধিমার্গেই ভজন করা যায়, তবে কখনও ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যাইবে না। বিধিমার্গের ভজনে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অপর-রূপ শ্রীনারায়ণাদিকে পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে না। "বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি। ** ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা॥ ১।৩।১৩-১৫॥"

ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজভাব অঙ্গীকারব্যতীত যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। অয়ং (এই) ভগবান্ (ভগবান্) গোপিকাসুতঃ (যশোদানন্দন-শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তিমতাং (ভক্তিমান্দের পক্ষে) যথা (যেমন) সুখাপঃ (সুখলভ্য—অনায়াসলভ্য), দেহিনাং (দেহাভিমানীদিগের) জ্ঞানিনাং

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ১৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যোগ্যতায়াং নিষেধসম্ভবাৎ। আত্মভূতানাং পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্টানাং বিরিঞ্চিভবশ্রিয়াম্। তত্র বিরিঞ্চিভবয়োঃ স্বাবতারত্বেন লক্ষ্মাঃ স্বরূপ-শক্তিত্বেনাত্মভূতত্বম্। এবং ত্রিবিধজনানাং গোপিকাসুতো ভগবান্ ন সুখাপঃ। কিং তদিতি বিকুণ্ঠা কৌশল্যাদিসুত এব দুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি। যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্য-সখ্য-কান্তভাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু যা ভক্তিঃ প্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ডেত্যাদিনা যথা স্বল্লোকবাসিন্ত ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা শ্রুত্যাদিভিরনুগতিময়ী ভবতাৎ যথা সুখাপস্তথা তেনেতি তেন গোপিকাস্তনুগতিময়স্বন্যূনতাদুঃখাঙ্গীকারস্ত বিরিঞ্চি-ভব-লক্ষ্ম্যাদিভিরীশ্বরাভিমানিভিঃ স্বস্বলোকস্থিতৈর্দুঃশক এব অন্যেষান্ত তাদৃশোপদেশস্যালাভাদরোচকত্বাদ্বা তদনুগত্যভাব এবেতি ভাবঃ। অত্র সুখাপদুষ্প্রাপশব্দাভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্যী এবোচ্যতে ইতি কেচিদাহুঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদিগের) আত্মভূতানাং চ (এবং ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মী-আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও) ন তথা সুখাপঃ (সেইরূপ সুখলভ্য নহেন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন—"এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের পক্ষে যেমন সুলভ বা অনায়াসলভ্য, দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদিগের পক্ষে, এমন কি ব্রহ্মা, শিব বা লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও তিনি তত অনায়াসলভ্য নহেন। ৪১

দেহিনাং—দেহাদিতে অভিমান আছে যাঁহাদের, সে সমস্ত লোকদের পক্ষে, কিম্বা **জ্ঞানিনাং**—দেহাদিতে অভিমানশূন্য জ্ঞানমার্গের লোকদের পক্ষে, এমন কি **আত্মভূতানাং**—ভগবানের স্বরূপভূতদের পক্ষেও (ব্রহ্মা ও শিব নিজের অবতার বলিয়া ভগবানের আত্মভূত, লক্ষ্মী তাঁহার স্বরূপশক্তি বলিয়া আত্মভূত; কিন্তু এই সমস্ত আত্মভূত ব্যক্তিগণের পক্ষেও) ভগবান্ গোপিকাসুত সেইরূপ সুলভ নহেন,—যেমন সুলভ তিনি ভক্তিমান্দের পক্ষে। **গোপিকাসুতঃ**—যশোদানন্দন; পরম-বাৎসল্যময়ী গোপিকা-যশোদার নামে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে পরিচিত করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যময়ী যশোদার প্রেমের অধীন। ইহার উপলক্ষণে—তিনি যে দাস্য, সখ্য এবং মধুর ভাবের ব্রজপরিকরগণেরও প্রেমের অধীন, তাহাও সূচিত হইতেছে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপরিকরদের প্রেমের বশীভূত বলিয়া ব্রজপরিকরগণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের প্রেমবশ্যতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; তাই ব্রজে কৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিতে হইবে—যেন ব্রজপরিকরগণ এই আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা দান করিতে ইচ্ছুক হয়েন। এইভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাদৃশ **ভক্তিমতাং**—ভক্তিমান্দিগের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজ; আর যাঁহারা আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা—ব্রহ্মা, শিব, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী হইলেও—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন না। এইরূপে অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে দেখান হইল যে—ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগামার্গের ভজনেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৩। ১৭৭ পয়ারোক্ত (সেই গোপীভাবামৃতে ইত্যাদি) বাক্যের উপসংহার করিতেছেন ১৮৩-৮৬ পয়ারে।

অতএব—রাগানুগামার্গেই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় বলিয়া এবং বিধিমার্গে পাওয়া যায় না বলিয়া।

চিন্তে—চিন্তা করে। **রাধাকৃষ্ণের বিহার**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা। দিন ও রাত্রির মধ্যে যে সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে লীলা করেন, সেই সময়ে সাধক সেই লীলা ভাবনা করিবেন এবং নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই সেই লীলাস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। ইহাই রাগানুগামার্গে মানসিক ভজনের স্থূল বিধি।

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঁই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ১৮৪

গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে। ১৮৫

তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৮৬

তথাহি তত্রৈব (ভা. ১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫০

এতশুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ ১৮৭

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা ॥ ১৮৮

বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া
রামানন্দরায় কহে মিনতি করিয়া ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৪। **সিদ্ধদেহ**—অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য-দেহ। শ্রীগুরুদেব এই দেহ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। **তাঁহাঞি**—শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলে। **সেবন**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। **সখীভাবে**—সেবাপরায়ণা মঞ্জরী (দাসী)-রূপে। "এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভদিন মোর কত দিনে হবে ॥ শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায় ॥" "কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি। মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥ অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥" "সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক-বসন-নানারঙ্গে। এই সব সেবা যার, দাসী যেন হঙ তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে।" শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয়ের উক্ত রূপ প্রার্থনাদি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীযুগল-কিশোরের সেবাপরায়ণা দাসী (মঞ্জরী)-দেহই রাগানুগামার্গে গোপী-ভাবানুগত সাধকের প্রার্থনীয়। ২।২২।৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৫। **গোপী-অনুগতি বিনে**—কান্তাভাবের সেবায় ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, আর আমি তাঁহার তুলনায় ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণা হইতেও ক্ষুদ্র—ইত্যাদি ভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া। ১।৩।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৬। **তাহাতে দৃষ্টান্ত**—গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না, লক্ষ্মীই তাহার দৃষ্টান্ত।

লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী ; ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও দিক্‌পালগণ তাঁহার চরণসেবা করেন ; কাহারও আনুগত্যে তিনি অভ্যস্তা নহেন ; প্রভুত্বেই তিনি অভ্যস্তা। যাঁহারা প্রভুত্বেই অভ্যস্ত, অন্যের আনুগত্য স্বীকারের হীনতা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাই বোধ হয় লক্ষ্মীদেবী ব্রজসুন্দরীদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; তাহার ফল হইল এই যে, কঠোর ভজন করিয়াও তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইলেন না ; তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১০।১৬।৩৬ ॥"

শ্লো। ৫০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৮৭। **এত শুনি**—পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ও রাগানুগামার্গের ভজন-প্রণালী-আদি শুনিয়া। **তারে**—রায়-রামানন্দকে। **গলাগলি করেন ক্রন্দন**—প্রেমাবেশে গলাগলি হইয়া ক্রন্দন করেন।

১৮৯। **বিনতী**—বিনয়, দৈন্য।

মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন।
দিন-দশ রহি শোধ' মোর দুষ্টমন ॥ ১৯০
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ ১৯১
প্রভু কহে—আইলাঙ, শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ১৯২
যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ১৯৩
দশদিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ১৯৪
নীলাচলে তুমি-আমি রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে। ১৯৫
এত বলি দোঁহে নিজনিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিয়া মিলিলা ॥ ১৯৬
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥ ১৯৭
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ১৯৮
প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর ॥ ১৯৯
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ ২০০
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সে-ই বড় ধনী ॥ ২০১
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?।
কৃষ্ণ ভক্ত-বিরহ-বিনু দুঃখ নাহি আর ॥ ২০২
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?।
কৃষ্ণপ্রেম যার—সে-ই মুক্ত-শিরোমণি ॥ ২০৩
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম্ম ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯১। **কৃষ্ণপ্রেম**—কোন কোন গ্রন্থে "ব্রজপ্রেম" পাঠ আছে। মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামানন্দ-রায় তাহা অনুভব করিয়াছেন ; তাই বলিলেন—"তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥" কারণ, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। "সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥"

১৯৩। **যৈছে শুনিল**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের মুখে তোমার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম। **জ্ঞানের তুমি সীমা**—তুমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তত্ত্ব ও তাঁহাদের বিলাসাদির তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ।

১৯৭। **অন্যোন্যে**—পরস্পর। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী**—প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী। তত্ত্বকথাদি সম্বন্ধে একজন প্রশ্ন করেন, আর একজন উত্তর দেন, এইভাবে।

১৯৯। যাহাদ্বারা জানা যায়, তাহাকে বলে বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব ; সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, তাঁহার আর অজানা কিছু থাকে না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে জানিবার একমাত্র উপায় হইল কৃষ্ণভক্তি ; সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। ছান্দোগ্য। ৬।১।৩ ॥"

২০০। যিনি খুব বড় কাজ করেন, তাঁহারই খুব বড় কীর্ত্তি ; শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা অপেক্ষা বড় কাজ আর কিছুই থাকিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার একমাত্র উপায় হইল কৃষ্ণপ্রেম ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম যাঁহার আছে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তিশালী। ভক্তের মহিমা-খ্যাপনে ভগবান্‌ও অত্যন্ত আনন্দ পায়েন। ইহাই ভক্তকীর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

২০৪। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাহার নিজ ধর্ম্ম বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ; রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রীত হয়েন ; সুতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলাগানই হইল জীবের নিজধর্ম্ম বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়: জীবের হয় সার ?।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয়: নাহি আর ॥ ২০৫
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥ ২০৬
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান ॥ ২০৭
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস ?।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাহাঁ লীলা রাস ॥ ২০৮
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥ ২০৯
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥ ২১০
মুক্তি-ভক্তি-বাঞ্ছা যেই কাহাঁ দোঁহার গতি ?
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৫। **শ্রেয়:**—মঙ্গল। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে বলিয়া কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই জীবের প্রধান শ্রেয়: —সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে মঙ্গলজনক।

২০৬। **করে অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা করা উচিত। **কৃষ্ণ-নাম** ইত্যাদি—"স্মর্ত্তব্য: সততং বিষ্ণু:"—এই (পাদ্ম। ৭২।১০০) বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই জীবের প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। "সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা।" "মনের স্মরণ প্রাণ"—ইত্যাদিই স্মরণসম্বন্ধে শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ের উক্তি।

২০৭। **ধ্যেয়**—ধ্যানের বস্তু। **রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ** ইত্যাদি—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-কমলের ধ্যানই জীবের প্রধান ধ্যান।

২০৯। **কর্ণ-রসায়ন**—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক।

২১০। **যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম**—রাধাকৃষ্ণ নামক যুগল; যাঁহাদের নাম শ্রীরাধা এবং সেই যুগল (বা উভয়) হইলেন শ্রেষ্ঠ উপাস্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত স্বরূপই পরম-স্বরূপ বলিয়া তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ উপাস্য বা পরম উপাস্য। অথবা, নাম ও নামীর অভেদবশত: শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই শ্রেষ্ঠ উপাস্য। "রাধেতি নাম নবসুন্দর-শীতমুগ্ধং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্। সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে। 'রাধা' এই নামটী নূতন সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোমুগ্ধকর; আর 'কৃষ্ণ' এই নামটী মধুর অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধতুল্য; হে ক্ষুধার্ত্ত-রসনা, সুরভি রাগ (অনুরাগ)-রূপ হিমের দ্বারা রমণীয় করিয়া তাহা সর্ব্বক্ষণ পান কর। দাসগোস্বামীর অভীষ্টসূচন। ১০॥" শ্রীলনরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"যুগল-চরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে। কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা॥ ৫৪॥ রাধাকৃষ্ণ নাম গান, সেই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ॥ প্রে. ভ. চ.॥ ৬১॥ কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকাচরণ পাই, রাধানামে পাই কৃষ্ণচন্দ্র॥ প্রে. ভ. চ.॥ ১০৪॥" শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়াসিক্তজনয়ানয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিত:। পরং প্রক্ষাল্য প্রক্ষাল্যোতচ্চরণকমলে তজ্জল-মহো মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্॥ স্বনিয়মদশকম্। ৭॥"

২১১। যাঁহারা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের গতি হইল ব্রহ্মসাযুজ্য; এই ব্রহ্মসাযুজ্যকে বৃক্ষাদি-স্থাবরদেহে অবস্থিতির মতন বলা হইয়াছে। তাঁহার কারণ এই যে, বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি স্থাবর-দেহাবিষ্ট জীব প্রাকৃতিক নিয়মে সামান্য কিছু আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেও যেমন আনন্দের বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও আনন্দময়-ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসত্তায় লীন হইয়া যায় বটে এবং অব্যক্তশক্তিক আনন্দসত্তার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মবশত: সামান্য আনন্দমাত্র অনুভব করিতে পারে বটে; কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দবৈচিত্রীর অভাববশত: কোনওরূপ আনন্দ-বৈচিত্রীই অনুভব করিতে পারে না।

আবার, যাঁহারা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, সিদ্ধাবস্থায় স্ব-স্ব-ভাবানুকূল পার্ষদদেহে শ্রীকৃষ্ণসমীপেই তাঁহারা অবস্থান করিয়া ভাবানুকূল লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন। তাঁহাদের এই সেবাপ্রাপ্তিকে দেবদেহে অবস্থিতির তুল্য

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২১২
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২১৩
এইমত দুই জন কৃষ্ণকথারসে।
নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥ ২১৪

দোঁহে নিজনিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥ ২১৫
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ২১৬
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, দেবদেহাবিষ্ট জীব যেমন স্বচ্ছন্দভাবে নানাবিধ সুখ উপভোগ করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদভক্ত তদ্রূপ বিবিধ-বৈচিত্রীময় লীলারস আস্বাদন করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "মুক্তি-ভক্তি"-স্থলে "মুক্তি-ভুক্তি"-পাঠ দৃষ্ট হয়। ভুক্তি অর্থ—ইহকালের সুখভোগ বা পরকালের স্বর্গাদি-সুখভোগ। এই সুখ যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তির কৃপা হয় না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫।" এইরূপ ভুক্তিবাসনা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছামূলক কামব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ভুক্তিবাসনা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারেন না। অথচ পরবর্তী ২১২ এবং ২১৩ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে মুক্তিকামী জ্ঞানীর কথা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রেমিক ভক্তের কথা বলা হইয়াছে; এই পয়ার দুইটি ২১১ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধেরই বিবৃতি। "ভুক্তির" পরিবর্ত্তে "ভক্তি"-পাঠ হইলেই ২১২।২১৩ পয়ারোক্তির সার্থকতা থাকে; "ভুক্তি"-পাঠের সহিত ইহার কোনও সঙ্গতিই নাই। তাই "মুক্তি-ভক্তি"-পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "ভুক্তি"-পাঠ লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়।

২১২। কাক ও কোকিলের দৃষ্টান্তদ্বারা মুক্তজীব ও ভক্তজীবের পার্থক্য দেখাইতেছেন। **অরসজ্ঞ কাক**—প্রেমরসে অনভিজ্ঞ (অজ্ঞ) জ্ঞানমার্গের সাধকরূপ কাক; যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, সাযুজ্য-মুক্তিকামী, তাঁহারা প্রেমরসের মর্ম্ম জানেন না; তাঁহাদিগকে কাকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; কারণ, কাক যেমন সুস্বাদু আমের মুকুল খায় না, অথচ স্বাদহীন নিম্বফল খায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী জ্ঞানমার্গের সাধকের ভক্তিরসে রুচি নাই, রুচি থাকে সাযুজ্যমুক্তিতে, যাহাতে কোনওরূপ লীলা নাই, আনন্দ-বৈচিত্রী নাই।

রসজ্ঞ কোকিল—ভক্তিরসে অভিজ্ঞ ভক্তরূপ কোকিল; যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, শ্রীকৃষ্ণসেবাই যাঁহাদের একমাত্র কামনা, তাঁহাদিগকে কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; যেহেতু, কোকিল যেমন সুস্বাদু আম্র-মুকুলই ভালবাসে, তাঁহারাও তদ্রূপ বিবিধ-রসবৈচিত্রীর উৎস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করেন। **জ্ঞান-নিম্বফলে**—জীবেশ্বরের ঐক্যজ্ঞানরূপ নিম্বফল। **প্রেমাম্রমুকুল**—কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্রমুকুল।

২১৩। পূর্ব্বপয়ারের মর্ম্ম আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে; এই পয়ারে।

অভাগীয়া—অভাগ্য; হতভাগ্য; দুর্ভাগ্য। **জ্ঞানী**—জ্ঞানমার্গের সাধক, যিনি জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ বলিয়া মনে করেন এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্যপ্রাপ্তিই যাঁহার একমাত্র কাম্য। রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন হইতে বঞ্চিত বলিয়া জ্ঞানীকে "অভাগীয়া" বলা হইয়াছে। **শুষ্কজ্ঞান**—রসবৈচিত্রীহীন জ্ঞান (জীবেশ্বরের ঐক্যজ্ঞান বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান)।

১৯৯-২১৩ পয়ারে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও বস্তুতঃ সাধন-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। ১৬২-৮৬ পয়ারে যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল অঙ্গী সাধন; আর ১৯৯-২১৩ পয়ারে সাধনের কতকগুলি অঙ্গের কথাই বলা হইয়াছে।

২১৫। **বিহানে**—প্রাতঃকালে।

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ ॥ ২১৮

অন্তর্য্যামি-ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ২১৯

তথাহি (ভা. ১।১।১)—
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভ্যমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যন্নারদোপদেশতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গুণবর্ণন-প্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাসস্তৎ-প্রতিপাদ্য-পরদেবতানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি জন্মাদ্যস্যেতি। পরং পরমেশ্বরম্। ধীমহীতি ধ্যায়তের্লিঙি ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ। বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়কম্। তমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যামুপলক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং সত্যমিতি। সত্যত্বে হেতুঃ যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ যৎ সত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তন্ত্বদিত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধি র্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাদি যথাযথমূহ্যম্। যদ্বা। তস্যৈব পরমার্থসত্যত্ব-প্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তম্। যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি স্বেনৈব ধাম্না মহসা নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তম্। তটস্থলক্ষণমাহ জন্মাদীতি। অস্য বিশ্বস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি তত্র হেতুঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ। যদ্বা। অন্বয়শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং ব্রহ্ম কারণং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ। ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ। যদ্বা। সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্য জন্মাদি তদ্ যতো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তীত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাদ্যা। তর্হি কিং প্রধানং জগৎকারণত্বাৎ ধ্যেয়মিত্যভিপ্রেত্য নেত্যাহ অভিজ্ঞো যস্তং স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজাম ইতি স ইমান্ লোকানসৃজতেত্যাদি শ্রুতেঃ ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি ন্যায়াৎ। তর্হি কিং জীবঃ স্যান্নেত্যাহ স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদিতি শ্রুতেঃ। নেত্যাহ তেনে ইতি আদিকবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্ম বেদং যস্তেনে প্রকাশিতবান্। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি শ্রুতেঃ। নহু ব্রহ্মণোঽন্যতঃ বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু হৃদা মনসৈব তেনে। অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ। বক্ষ্যতি হি প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। সলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতামিতি। নহু ব্রহ্মা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১৮-১৯। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী; তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, প্রত্যেককেই উপদেশ দেন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নহে; কথাবার্ত্তা বলিয়া নহে—উপদেশের মর্ম্ম তিনি নীরবে জীবের চিত্তে স্ফুরিত করেন। এই ভাবেই তিনি ব্রহ্মাকে বেদ-উপদেশ করিয়াছিলেন—বেদের মর্ম্ম ব্রহ্মার চিত্তে স্ফুরিত করিয়া। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। অর্থেষু (কার্য্যসমূহে—বস্তুসমূহে—সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই) অন্বয়াৎ (যাঁহার সংশ্রববশতঃ—যিনি সৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐসকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে) ইতরতঃ চ (এবং অন্য প্রকারেও—অকার্য্যসমূহে, অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদিবৎ অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদয়ের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছে না), (অতএব) (এই হেতু—তাঁহার সম্বন্ধহেতু বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি জন্মে বলিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধাভাব হেতু অবস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি জন্মে না বলিয়া) অস্য (ইহার—এই জগতের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশ) যতঃ

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন স্বয়মেব বেদং উপলভতাম্। নেত্যাহ যদ্ যস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি। তস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽপি পরাধীনজ্ঞানত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণম্। অতএব সত্যঃ অসতঃ সত্তাপ্রদত্বাচ্চ পরমার্থসত্যঃ সর্ব্বজ্ঞত্বেন চ নিরস্তকুহকস্তং ধীমহীতি গায়ত্র্যা প্রারম্ভণে চ গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎপুরাণমিতি দর্শিতম। যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরাণদানপ্রস্তাবে। যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদম্। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥ পুরাণান্তরে চ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি। পদ্মপুরাণে চ অম্বরীষং প্রতি শ্রীগৌতমবচনম্। অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি॥ অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্। স্বামী। ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(যাঁহা হইতে) [ভবতি] (হয়), [যঃ] (যিনি) অভিজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ) স্বরাট্ (এবং স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞানবান্), যৎ (যাহাতে—যে বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হয়েন), [তৎ] (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদিকবয়ে (ব্রহ্মাতে) হৃদা (হৃদয়দ্বারা) [যঃ] (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন—সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকাশিত করিয়াছেন), যথা (যেরূপ) তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (তেজ, জল বা মৃত্তিকা-বিকার কাচের বিনিময়—তেজে, জলে বা কাচে ঐ সকল বস্তুর এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ) যত্র (যাঁহাতে—যাঁহার সত্যতায়) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব, রজঃ ওতমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদি) অমৃষা (সত্য—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে) [অথবা, মৃষা (মিথ্যা)—তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহাব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সমস্তই মিথ্যা—যাঁহার পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আপ্তত্বযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে], স্বেন (স্বীয়) ধাম্না (তেজপ্রভাবে) সদানিরস্তকুহকং (যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ সর্ব্বদা নিরস্ত হইয়াছে, সেই) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি)।

অনুবাদ। "যিনি সৃষ্টবস্তুমাত্রেই সৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐসকল বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না ; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং তেজ, জল, বা মৃত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তুসকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে [অথবা, তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহাব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টিসকলই মিথ্যা, (যাঁহার পরমার্থসত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আপ্তত্বযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে)], এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি॥"—শ্রীপাদ শ্যামলাল-গোস্বামী॥ ৫১

ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে এই শ্লোকটীদ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। সত্যং—সত্যস্বরূপ এবং পরং—পরমেশ্বরকে **ধীমহি**—ধ্যান করি। "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ শ্রীভা. ১০।২।২৬॥" —ইত্যাদি বাক্যে দেবগণ সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন। "সত্য"-শব্দের উপলক্ষণে, পরমেশ্বর যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তাহাও সূচিত হইতেছে। বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৫৭)-বচনানুসারে ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্ম পরমেশ্বর। পরং শব্দে এস্থলে পুরাণোক্ত "নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম"-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। গোপালতাপনীশ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করার কথাই বলিয়াছেন—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। পূ. ৫০।" এই শ্লোকে ধ্যেয় পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ দুইই বলা হইয়াছে। স্বরূপলক্ষণে তিনি সত্যং—সত্যস্বরূপ। তাঁহার সত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ এই যে—**যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা**—তাঁহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিত বলিয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে; এই প্রতীতির কারণই তাঁহার সত্যতা; সুতরাং তিনি সত্যস্বরূপ, নচেৎ মিথ্যা গুণসৃষ্টি তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীত হইত না। অধিষ্ঠানের সত্যতায় মিথ্যা বস্তুও যে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, একটা দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা দেখাইতেছেন—**যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ**—অধিষ্ঠানের সত্যতা বশতঃই তেজ, জল ও কাচে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রমও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কাচে—দর্পণে—সূর্য্যের তেজঃ পতিত হইলে তাহাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে; সেই প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হইলেও তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কারণ, তেজের অধিষ্ঠান সূর্য্য সত্যবস্তু; সূর্য্যের সত্যতাতেই দর্পণে সূর্য্যের মিথ্যা প্রতিবিম্বও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মরুভূমিতে তেজে—মরীচিকায়—জল আছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; বহু দূরে কোনও স্থানে বাস্তবিকই জল আছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি মরুভূমির বালুরাশিতে প্রতিফলিত হইয়া সত্য জলের ভ্রান্তি জন্মায়; জলের সত্যতাতেই মরীচিকার মিথ্যা জলকেও সত্য বলিয়া মনে হয়। তদ্রূপ, ব্রহ্মের সত্যতাতেই মিথ্যা মায়াসৃষ্টিকে সত্য বলিয়া মনে হয়। অথবা, যত্র ত্রিসর্গো মৃষা যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ—তেজে জলভ্রমাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা—তিনি নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ। প্রশ্ন হইতে পারে—"যত্র ত্রিসর্গো মৃষা"-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল, সেই সত্যস্বরূপেই মায়িক সৃষ্টি অবস্থিত; তাহাতে মায়িক উপাধির সঙ্গে সেই সত্য-স্বরূপের কোনও সম্বন্ধ জন্মে কি না? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, মায়িকসৃষ্টির অধিষ্ঠান বলিয়া সত্যস্বরূপের সহিত কোনওরূপ মায়িক-উপাধির সম্বন্ধ নাই; কারণ, সেই সত্যস্বরূপ **স্বেন ধাম্না**—স্বীয় তেজঃ প্রভাবে, স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে **নিরস্ত কুহকং** নিরস্ত (দূরীভূত) হইয়াছে কুহক (কপট বা মায়া) যাহা হইতে—মায়া তাঁহা হইতে বহুদূরে অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে। মায়ার অধিষ্ঠান হইয়াও তিনি মায়াতীত। এইরূপে স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-বাক্যে। **অস্য**—এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্মাদি—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় **যতঃ**—যাহা হইতে হয়; তাঁহা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়—তিনিই জগতের মূল কারণ—ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ (বা কার্য্য); তাঁহার ধ্যান করি—তং ধীমহি। আচ্ছা, তাঁহাকেই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ বলার হেতু কি? উত্তর—অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ অর্থেষু। **অর্থেষু**—কার্য্যেষু, বস্তুসমূহে, সৃষ্টবস্তুসমূহে তাঁহার **অন্বয়াৎ**—অন্বয় বা সংশ্রববশতঃ, সৎ-রূপে তাঁহার অবস্থানবশতঃ এবং **ইতরতশ্চ**—অকার্য্যেভ্যঃ খ-পুষ্পাদিভ্য-স্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ—অবস্তু অর্থাৎ আকাশকুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হয় না। সৎ-রূপে সৃষ্টবস্তুতে তিনি আছেন বলিয়া সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হয়; আর অবস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিয়া অবস্তুর সত্তার প্রতীতি হয় না—যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, সেখানে সত্তার প্রতীতি; আর যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ নাই, সেখানে সত্তার প্রতীতিও নাই—ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনিই সৃষ্টবস্তুর সত্তার কারণ, তিনিই জগতের কারণ। অথবা অন্বয়-শব্দে অনুবৃত্তি এবং ইতর-শব্দে ব্যাবৃত্তি বুঝায়; সৃষ্টবস্তুতে সৎ-রূপে তিনি অনুবৃত্ত বলিয়া ঘট-কুণ্ডলাদির সম্বন্ধে মৃৎসুবর্ণের ন্যায়—ব্রহ্মই জগতের কারণ; আবার ব্যাবৃত্তিবশতঃ—মৃৎসুবর্ণাদির সম্বন্ধে ঘট-কুণ্ডলাদির ন্যায়—ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশ্বই কার্য্য। এই অর্থেও ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেন। ব্রহ্ম হইতেই যে জগতের জন্মাদি হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। তৈত্তিরীয়। ৩।১।" প্রশ্ন হইতে পারে—সাংখ্য তো বলেন, প্রধানই জগতের কারণ; তবে ব্যাসদেব এই শ্লোকে কি প্রধান বা প্রকৃতিরই ধ্যান করিতেছেন? না, প্রকৃতির ধ্যান করেন নাই; প্রকৃতি জড়, অচেতন; ব্যাসদেব যাঁহার ধ্যান করিয়াছেন এবং যাঁহাকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, তিনি **অভিজ্ঞঃ**—সর্ব্বজ্ঞ; চেতনবস্তুব্যতীত কোনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অচেতন বস্তুই অভিজ্ঞ হইতে পারে না ; সুতরাং জগতের কারণ যিনি, তিনি চেতন ; সৃষ্টিকর্ত্তাসম্বন্ধে "স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাঁহার চেতনত্বেরই প্রমাণ দিতেছে ; অচেতনবস্তু দর্শন করিতে পারে না। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, অচেতনবস্তু অভিজ্ঞ বা সৃষ্টিকর্ত্তা না হইতে পারিলে, চেতন জীব তো হইতে পারে ? তবে কি জীবকে ধ্যান করার কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ? না, তাহা নহে ; এই শ্লোকে যাঁহার ধ্যান করার কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তাও বলা হইয়াছে, তিনি **স্বরাট্**—স্বেনৈব রাজতে যঃ, আপনাদ্বারাই যিনি বিরাজিত, যাঁহার সত্তাদি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না, যিনি স্বতন্ত্র, যিনি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান। জীব এরূপ স্বরাট্ নহে। তবে কি ব্রহ্মার কথাই বলা হইয়াছে ? "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও তো হইতে পারে ? না, তাহাও নয় ; ব্রহ্মা এই শ্লোকের ধ্যানের বিষয় নহেন। যিনি ধ্যানের বিষয়, তিনি আদিকবয়ে ব্রহ্ম তেনে—আদিকবয়ে—ব্রহ্মাতে, ব্রহ্ম—বেদ তেনে—প্রকাশিত করিয়াছিলেন—তিনিই ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন ; "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ ; সুতরাং এই শ্লোকে ব্রহ্মা ধ্যানের বিষয় নহেন। কিন্তু ব্রহ্মা যে অন্যের নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাতো জানা যায় না ? একথা সত্য ; ব্রহ্মা বেদ অধ্যয়ন করেন নাই এবং পরমেশ্বরও ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যাপন করান নাই ; পরমেশ্বর সেই বেদ **হৃদা তেনে**—সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফুরিত করাইয়াছিলেন, বেদবিষয়ে ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছিলেন। আচ্ছা, পূর্ব্বে তো ব্রহ্মা বেদ জানিতেন ? মহাপ্রলয়ে হয়তো তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার—সুপ্তব্যক্তি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেই যেমন তাহার পূর্ব্বস্মৃতিও জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার—ব্রহ্মারও তো বেদস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে পারে ? সুতরাং ব্রহ্মার চিত্তে বেদার্থের প্রকাশ যে পরমেশ্বরেরই কার্য্য, তাহার প্রমাণ কি ? তাহার উত্তর এই যে, বেদার্থ-স্মরণে ব্রহ্মার সামর্থ্য নাই ; কারণ, **যস্মিন্ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি**—এই বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হইয়া যান, জ্ঞানিগণও এই বেদবিষয়ে কিছু নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং ব্রহ্মার জ্ঞানও পরাধীন বলিয়া, অন্য-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-পরমেশ্বরই জগতের কারণ এবং পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয়। এই সমস্ত কারণে—তিনি সত্য বলিয়া, সদ্‌বস্তুর (অস্তিত্বযুক্ত বস্তুর) সত্তা দান করেন বলিয়া এবং অসদ্‌বস্তুর সত্তা দান করেন না বলিয়া তিনি পরমার্থ সত্য ; সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তিনি নিরস্তকুহক ; তিনিই ধ্যানের বিষয়। এই শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি"—এই বাক্য থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—গায়ত্রীদ্বারাই এই শ্লোকের এবং এই শ্লোকযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ। বস্তুতঃ এই শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থই নিহিত আছে (এই উক্তির বিবৃতি ২।২৫।১০১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ যে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ২১৮-৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকস্থ "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।"-বাক্য।

উপরে এই শ্লোকটীর যে অন্বয়, অনুবাদ ও অর্থ লিখিত হইল, তৎসমস্তই শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকানুযায়ী। এক্ষণে—এই শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অন্বয়, অনুবাদ ও অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। অন্বয়াৎ (ঘটে মৃত্তিকার ন্যায়, উপাদান-কারণরূপে এই বিশ্বে যাঁহার অন্বয় বা অনুপ্রবেশ আছে বলিয়া) ইতরতঃ (ব্যতিরেক আছে বলিয়াও, অর্থাৎ মৃত্তিকাতে যেমন ঘট নাই, তদ্রূপ যাঁহাতে এই বিশ্ব নাই বলিয়া—সুতরাং যিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়া) চ (এবং যিনি বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ বলিয়াও) অস্য (এই বিশ্বের—জগৎ প্রপঞ্চের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) যতঃ (যাঁহা হইতে) [ভবতি] (হয়), [যঃ] (যিনি) অর্থেষু (সৃজ্যাসৃজ্যবস্তু-বিষয়ে) অভিজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ), [যঃ] (যিনি) স্বরাট্ (অন্যনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ), যৎ (যাহাতে—যে বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মোহপ্রাপ্ত হন) [তৎ] (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদিকবয়ে (আদিকবি-ব্রহ্মাতে) হৃদা (হৃদয়দ্বারা, স্বীয় হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে) [যঃ] (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন), তেজোবারিমৃদাং (তেজ, জল এবং মৃত্তিকার) বিনিময়ঃ (বিপর্য্যয়—এক বস্তুকে অন্যবস্তু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিয়া মনে করা—তেজকে বারি বা বারিকে তেজ বলিয়া, মৃত্তিকার বিকার কাচকে জল বা জলকে কাচ বলিয়া মনে করা—এজাতীয় বিপর্য্যয়-বুদ্ধি) যথা (যেরূপ) [মৃষা] (মিথ্যা), [তথা] (তদ্রূপ) যত্র (যাঁহাতে—যে চিন্ময়াকার পরমেশ্বরের, পরমেশ্বরের দেহ বিষয়ে) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের বা গুণত্রয়ের সৃষ্টি—এইরূপ বুদ্ধিও) মৃষা (মিথ্যা),—অথবা, তেজোবারিমৃদাং (তেজ, বারি ও মৃত্তিকার) যথা (যথাযথ) বিনিময়ঃ (সম্মিলন) যত্র (যে স্থলে), [তত্র] (সে স্থলেই, তথাভূত) ত্রিসর্গঃ (ত্রিগুণসৃষ্টিই) মৃষা (মিথ্যা—সেই ত্রিগুণময় বস্তুর যে-সৃষ্টিকর্ত্তার দেহ মিথ্যা নয়)—স্বেন (স্বীয়) ধাম্না (স্বরূপশক্তিদ্বারা) সদা নিরস্তকুহকম্ (সর্ব্বদা নিরস্ত বা দূরে অপসারিত হইয়াছে মায়া যাঁহাকর্ত্তৃক) [তং] (সেই) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি)।

অনুবাদ। অন্বয়-ব্যতিরেক-ভাবে যিনি এই বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ যাঁহা হইতে হয়, সৃজ্যাসৃজ্য-বস্তু-বিষয়ে যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি অন্যনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র, যেই বেদে জ্ঞানিগণও মোহ প্রাপ্ত হন, সেই বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তেজ, জল ও মৃত্তিকা এই তিনটী বস্তুর একটীকে অপরটী বলিয়া মনে করা যেমন মিথ্যা বা মিথ্যা-জ্ঞানমাত্র, তদ্রূপ যাঁহাতে (যে পরমেশ্বরের দেহ-বিষয়ে) ত্রিগুণ-সৃষ্টি-বুদ্ধিও মিথ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানমাত্র—অথবা, যেস্থলে তেজ, জল ও মৃত্তিকার যথাযথ সম্মিলন হয় (এই বস্তুগুলির যথাযথ সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়), সেই স্থলেই (তথাভূত) ত্রিগুণ সৃষ্টিই মিথ্যা (বা অনিত্য), এই ত্রিগুণসৃষ্টির কর্ত্তা যিনি, তাঁহার দেহ মিথ্যা নয়—যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়াকে সর্ব্বদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন, সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করি। ৫১

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

সত্যং পরং ধীমহি—**পরং** অতিশয়েন **সত্যং** সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তিনং ধীমহি ধ্যায়েমঃ। সর্ব্বদেশে সকল সময়ে যিনি অতিশয় সত্য, যিনি সর্ব্বত্র (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদিতে) সর্ব্বদা (অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান, সুতরাং যিনি ত্রিকালসত্য, নিত্য পরম সত্য, তাঁহার ধ্যান করি। ইহাই হইল শ্লোকের মূল বাক্য। এক্ষণে সেই পরম-সত্যস্বরূপের পরমৈশ্বর্য্যের কথা বলিতেছেন—**জন্মাদ্যস্য যতঃ**—যাঁহা হইতে, যে পরম-সত্যরূপ হইতে (অস্য) এই জগদাদির জন্মাদি (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়) হইয়া থাকে। কালেই সৃষ্টি, কালেই স্থিতি এবং কালেই প্রলয়; তবে কি কালের (সময়ের) কথাই বলা হইতেছে? কালের ধ্যানের কথা বলা হইতেছে? এই আশঙ্কার নিরসনের জন্যই বলা হইতেছে—অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ। সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে সেই পরম-সত্যের অন্বয় এবং ইতরতা আছে বলিয়া কাল সৃষ্ট্যাদির হেতু হইতে পারে না। **অন্বয়াৎ**—সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে সেই পরম-সত্যস্বরূপের সম্বন্ধ আছে বলিয়া; ঘটে যেমন মাটীর সম্বন্ধ আছে, মাটীব্যতীত যেমন ঘট প্রস্তুত হইতে পারে না, তদ্রূপ এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মব্যতীত জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। **ইতরতঃ**—অন্যরূপে, ব্যতিরেকবশতঃ। ঘটে মাটি আছে, কিন্তু মাটিতে ঘট নাই; তদ্রূপ জগতে ব্রহ্ম আছেন (মাটীর ন্যায় উপাদানরূপে), কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ নাই। ঘটে মৃদন্বয় ইব; মৃদি ঘটব্যতিরেক ইব। এইরূপে দেখা গেল—পরম-সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। চ-শব্দে ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণত্বও সূচিত হইতেছে। জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ এই উভয় কারণই ব্রহ্ম, কিন্তু কাল নহে। কাল হইল ব্রহ্মের প্রভাব-স্বরূপ। কালস্য তৎপ্রভাবরূপত্বাৎ। অন্বয়াৎ এবং ইতরতঃ শব্দদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। অনু+অয়=অন্বয়; অনু-অর্থ ভিতরে; আর গমনার্থক ই-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অয়-শব্দের অর্থ—গমন বা প্রবেশ; তাহা হইলে অন্বয়-শব্দের অর্থ হয়—অনুপ্রবেশ বা ভিতরে গমন। এইরূপে, **অন্বয়াৎ**—মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের পরম সত্য-ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে অনুপ্রবেশবশতঃ। আর, **ইতরতঃ**—অন্যব্যাপারে, সৃষ্টিকালে জগৎ-প্রপঞ্চ পরমেশ্বর হইতে পৃথক হইয়া বাহিরে আসে বলিয়া। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে জগৎ-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কারণ, তাহাও সূচিত হইল। (এইরূপ অর্থে চ-শব্দে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ, তাহাই সূচিত হইতেছে)। অথবা, অন্বয়াৎ—অনুপ্রবেশবশতঃ—যিনি কারণরূপে কার্য্যস্বরূপ-বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, জন্ম ও কর্মফল দাতারূপে যিনি বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বের স্থিতি এবং সংহারক রুদ্ররূপে যিনি বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বের ধ্বংস সম্ভব হইয়াছে,—এইরূপে কারণরূপে, জন্ম-কর্ম্মফল-দাতারূপে এবং রুদ্ররূপে পরমেশ্বরই জগৎ-প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া। তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য এই বিশ্বই কি তাঁহার স্বরূপ? না, তা নয়। **ইতরতঃ**—তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা বলিয়া, সুতরাং বিশ্ব তাঁহাকর্ত্তৃক স্রজ্য, পাল্য এবং সংহার্য্য বলিয়া। (স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; বিশ্বে স্বরূপশক্তি নাই, তাঁহাতে আছে; সুতরাং) স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন—বিশ্ব তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না। **চ**—চ-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, স্বরূপ-শক্তিদ্বারা তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইলেও মায়াশক্তিদ্বারা কিন্তু অভিন্ন। এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে—পরমেশ্বরই যদি বিশ্বের উপাদান হন, তাহা হইলে তো তিনি বিকারী হইয়া পড়েন; তিনি তো কিন্তু নির্ব্বিকার। সুতরাং প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান, পরমেশ্বর নিমিত্ত-কারণমাত্র। উত্তর এই—না, অচেতন প্রকৃতি জগতের উপাদান হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রুতির "সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি স ঐক্ষত লোকানসৃজা ইতি তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"-ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, জগতের যিনি কারণ, তিনি চেতন। সুতরাং পরমেশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি হইল তাঁহার শক্তি; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহার উপাদানত্ব হইল প্রকৃতিদ্বারক—প্রকৃতিদ্বারাই তিনি উপাদান অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতেই প্রকৃতির উপাদানত্ব, তাহা হইলে তিনিই মুখ্য উপাদান, আর প্রকৃতি হইল গৌণ উপাদান। স্বরূপে তিনি প্রকৃতির অতীত বলিয়া (এবং তাঁহারই শক্তিতে প্রকৃতিই উপাদান হয় বলিয়া স্বরূপে) তিনি নির্ব্বিকারই থাকেন। (প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে; যেহেতু পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ ভাবে প্রকৃতির সত্তাই থাকিতে পারে না; প্রকৃতি তাঁহার শক্তি; যাহা অন্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, তাহারই উপাদানত্ব সম্ভব; পরমেশ্বর পরম-স্বতন্ত্র; সুতরাং তিনিই উপাদান; তবে তাঁহার এই উপাদানত্ব বিকশিত হয়, তাঁহারই শক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি–প্রকৃতিদ্বারা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তিনিই জগতের কারণ হইতে পারেন; প্রকৃতি জড়া, অচেতন; তাই প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ; তাই তিনিই জগতের কারণ। তিনি যে স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তাহাই বলা হইতেছে)। পরমেশ্বর যে স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বজ্ঞ, তাহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন, সেই পরম-সত্যস্বরূপ হইতেছেন—**স্বরাট্**—অন্য-নিরপেক্ষভাবে নিজে-নিজেই বিরাজিত; পরম-স্বতন্ত্র। আর তিনি **অর্থেষু**—স্রজ্যাস্রজ্যবস্তুমাত্রেষু; কোন্ বস্তু সৃজনীয়, কোন্ বস্তু তাহা নয়, ইত্যাদি বিষয়ে **অভিজ্ঞঃ**—জ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনিই সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর। সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে যে তাঁহার জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, জগৎ-কারণত্ব-প্রতিপাদক-শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—"স ঈক্ষত লোকানসৃজা ইতি তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—সৃষ্টিকাম হইয়া তিনি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহার সৃষ্টিকামনা পূর্ণ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বকই তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন—ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববেত্তা প্রমাণিত হইতেছে। এস্থলে আর একটী প্রশ্ন উঠিতেছে। বলা হইয়াছে, জগতের সৃষ্টিব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। কিন্তু "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদিত্যাদি"-শ্রুতিবাক্য এবং "স এব ধ্যেয়োঽস্তিত্যাত আহ তেন"-ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্যের এবং ঐশ্বর্য্যের কথা জানা যায়। তাহা হইলে, ব্রহ্মা কি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না? না, ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না; যেহেতু, ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না; ব্যষ্টি-সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার সামর্থ্যও পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখে; তাহা দেখাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—তেনে ব্রহ্ম হৃ আদিকবয়ে—য—যিনি, যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর **আদিকবয়ে** ব্রহ্মাতে (ব্রহ্মাই আদিকবি) **ব্রহ্ম**—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(বেদ বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের তত্ত্ব) তেনে—প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকটে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের কৃপা না হইলে ব্রহ্মা বেদ জানিতে পারিতেন না। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র নহেন, তিনি পরতন্ত্র—পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখেন। ব্রহ্মা যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ নহেন, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু ব্রহ্মা যে অন্য কাহারও নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা তো জানা যায় না? এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—হৃদা—ব্রহ্মা কাহারও নিকটে বেদ অধ্যয়ন করেন নাই সত্য; পরমেশ্বরের নিকটেও তিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই; পরমেশ্বর হৃদয়ের বা মনের দ্বারা (হৃদা) ব্রহ্মার নিকটে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার চিত্তে বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মা ব্যষ্টি-সৃষ্টির সামর্থ্যও লাভ করিয়াছেন; অধ্যাপনের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যত ইতি। কিম্বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈবেত্যাদি"—শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু লোক যখন নিদ্রিত থাকে, তখন অজ্ঞের মত থাকে, কিছুই জানে না; আবার যখন জাগ্রত হয়, তখন তাহার চিত্তে পূর্ব্ব জ্ঞান আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়, কাহারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না। এই "সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধন্যায়ে" এমনও তো হইতে পারে যে, ব্রহ্মা যে বেদের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বরের কৃপায় নয়, আপনা-আপনিই ব্রহ্মা তাহা লাভ করিয়াছেন। এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্তই বলা হইয়াছে—মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ—যৎ—যাহাতে, যে বেদে বা ভগবত্তত্ত্বে সূরয়ঃ—জ্ঞানিগণও, ব্রহ্মাদিদেবতাগণও মুহ্যন্তি—মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদ এতই দুরধিগম্য যে, মহা-মহা-জ্ঞানীও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং ব্রহ্মা যে নিজে নিজে বেদের জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা সম্ভব নয়। যাহা হউক, এতাদৃশ যে পরম-সত্যবস্তু পরমেশ্বর, যাঁহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, অন্বয়-ব্যতিরেকীভাবে যিনি জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদান-কারণ, নিমিত্ত-কারণ এবং অধিষ্ঠান-কারণ, স্বজ্ঞাস্বজ্ঞবস্তুমাত্র বিষয়ে যিনি পরম-স্বতন্ত্র এবং অভিজ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ), যে বেদে মহা-মহা-জ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পরম-দুরধিগম্য বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার চিত্তে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পরম-সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে—ধীমহি—ধ্যান করি। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি ধ্যানের বিষয়, তিনি তো সাকারই হইবেন: কিন্তু আকারসমূহ তো মায়িক ত্রিগুণ হইতে সৃষ্ট, সুতরাং অনিত্য। সেই সত্যস্বরূপ যদি সাকার হন, তাহা হইলে তো তাঁহার অনিত্যত্বের আশঙ্কা আসিয়া পড়ে? এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ বলা হইয়াছে—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা। যথা—যেরূপ তেজোবারিমৃদাং—তেজঃ, বারি (জল) এবং মৃত্তিকা-এসমস্তের বিনিময়ঃ—বিপর্য্যয়; এই তিনটী বস্তুর জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় বা একটীতে অপরটীর জ্ঞান জন্মে। মরুভূমিতে মরীচিকায় তেজে জল ভ্রম হয়; আবার কোনও কোনও স্থলে জল দেখিলে মৃত্তিকা বলিয়া ভ্রম হয়; মৃদ্‌বিকার কাচাদিতেও জল বলিয়া ভ্রম হয়; এইরূপে, তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—ইহাদের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান (বিনিময়—জল-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লক্ষ্য হইল জল; আর মৃৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লক্ষ্য হইল মৃত্তিকা; কিন্তু জল-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যদি মৃত্তিকায় প্রয়োজিত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকাকে যদি জল মনে করা হয়, তদ্রূপ আবার জলকে যদি মৃত্তিকা মনে করা হয়, তাহা হইলে জল ও মৃত্তিকার জ্ঞানের (বা নামের) বিনিময় বা বিপর্য্যয় করা হইবে। এইরূপে, তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—ইহাদের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান যেমন (যথা) অজ্ঞলোকের ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যাজ্ঞান, (তথা)—তদ্রূপ যত্র—যাঁহাতে, যে চিন্ময়াকারে, চিন্ময়াকার পরমেশ্বরে ত্রিসর্গ—ত্রিগুণ-সৃষ্টি, মায়ার ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি, এইরূপ বুদ্ধিও মৃষা—মিথ্যা। মৃদ্‌বিকার কাচ কখনও জল নয়; আবার জলও কখনও কাচ নয়; তথাপি কখনও কখনও কেহ কেহ কাচকে জল বলিয়া এবং জলকে কাচ বলিয়া মনে করে; এইরূপ যে কাচেতে জলবুদ্ধি এবং জলেতে কাচবুদ্ধি—এই বুদ্ধি যে মিথ্যা বা ভ্রমমাত্র তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরম-সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইলেন পূর্ণচিন্ময়াকার; তাঁহার আকার বা বিগ্রহ চিদানন্দময়, কিন্তু মায়িক নহে—মায়ার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ হইতে উদ্ভূত নহে (অর্থাৎ ত্রিসর্গ নহে)। আর, ত্রিসর্গ—এই জগৎ বা জগতিস্থ জীবের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আকার বা দেহ—হইল মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে উদ্ভূত—চিদানন্দময় নহে। সুতরাং কাচকে জল মনে করা যেমন ভ্রান্তিমাত্র, চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বরকে (তাঁহার বিগ্রহকে) ত্রিসর্গ (ত্রিগুণসৃষ্ট) মনে করাও তদ্রূপই ভ্রম মাত্র। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ। তথৈব যত্র পূর্ণ-চিন্ময়াকারে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসর্গোঽয়মিতি বুদ্ধিঃ মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। তাৎপর্য্য এই যে—পরমেশ্বরের আকার বা বিগ্রহ মায়িক নয় বলিয়া মায়িক বস্তুর ন্যায় অনিত্য নয়; এই বিগ্রহ চিদানন্দময় বলিয়া অনিত্য নয়—পরন্তু নিত্য। পরমেশ্বরের চিদানন্দময়ত্বের—সুতরাং নিত্যত্বের প্রমাণ এই। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ গোপালতাপনীশ্রুতিঃ॥ অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥ রামতাপনীশ্রুতিঃ॥ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহম্॥ নৃসিংহতাপনী॥ নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ॥ ইত্যাদি॥ উল্লিখিতরূপ অর্থে "তেজোবারিমৃদামিত্যাদি"-বাক্যের অন্বয় হইবে এইরূপঃ—যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (মৃষা, তথা) যত্র ত্রিসর্গঃ (অয়ম্ ইতি বুদ্ধিরপি) মৃষা। উক্ত বাক্যের অন্যরূপ অন্বয়ও হইতে পারে; তাহা এইঃ—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র, (তথাভূতঃ) ত্রিসর্গঃ মৃষা, (যেন তৎত্রিসর্গঃ সৃষ্টঃ, তস্য বিগ্রহঃ ন মৃষা)। অর্থ এইরূপ তেজোবারিমৃদাং—তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা এই তিনটী দৃশ্যভূত বস্তুর যথা—যথাবৎ, যথাযথভাবে বিনিময়ঃ—পরস্পর-মিলন হয় যত্র—যেস্থলে, যে বস্তুতে, তাদৃশ ত্রিসর্গঃ—ত্রিগুণসৃষ্ট দেহই মৃষা—মিথ্যা বা অনিত্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের বিকার-স্বরূপ তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—এই তিনটীর উপলক্ষণে ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (বারি), তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত যথাযথভাবে মিলিত হয় যেখানে (যত্র)—যে দেহে, অর্থাৎ যেই দেহ মায়ার তিনটী গুণের বিকারজাত পঞ্চভূতে গঠিত, সেই ত্রিসর্গরূপ দেহই অনিত্য। এই ত্রিসর্গ বা তদ্রূপ দেহ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার দেহ অনিত্য নয়। তেজো বারিমৃদাং ত্রয়াণাং দৃশ্যভূতানাং যথা যথাবৎ বিনিময়ঃ পরস্পরমিলনং যত্র, তথাভূতস্ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসৃষ্টঃ দেহঃ মৃষা মিথ্যৈব। যেন তস্ত্রিতয়ঃ সৃষ্টঃ তদ্বিগ্রহঃ ন মৃষৈবোচ্যতে ইত্যর্থঃ। ত্রিগুণসৃষ্ট দেহ মায়িক বলিয়া অনিত্য; পরমেশ্বরের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া নিত্য। ভগবদাকারের অপ্রাকৃতত্ব এবং নিত্যত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। শ্রুতি বলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া ভগবান্ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন; ইহার ফলে প্রকৃতি ক্ষুভিতা হয়, তাহার পরে মহত্তত্ত্বাদির উদ্ভব এবং তাহারও পরে দেহেন্দ্রিয়াদির উদ্ভব। সুতরাং প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির উদ্ভবের অনেক পূর্ব্বেই ভগবান্ সৃষ্টিকাম হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তখনই তিনি সৃষ্টির কামনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তখনই তাঁহার মন ছিল; আর তখন তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তখন তাঁহার চক্ষুও ছিল। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাঁহার মন ও নয়ন ছিল—এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ছিল—বলিয়া শ্রুতি হইতেই জানা যায়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয় এবং দেহও যে অপ্রাকৃত, তাহাই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দময়। "আনন্দমাত্র-মুখ-পাদ-সরোরুহাদিরিতি" ধ্যানবিন্দুপনিষদ্বাক্যও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। শাস্ত্রে যেস্থলে তাঁহাকে নিরাকার বা অনিন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, সেস্থলে—তাঁহার যে প্রাকৃত আকার বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, সে কথাই বলা হইয়াছে। "অনিন্দ্রিয়া ইত্যাদিভিঃ মায়িকাকারত্বনিষেধাৎ।" যাহাহউক, এসমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল—পরমেশ্বরের আকার যে অমায়িক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তথাপি কেহ কেহ কিন্তু বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। এই বিতর্ক নিরসনার্থই বলা হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব হইলেন—ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্। স্বেন ধাম্না—স্বীয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারা নিরস্তকুহকম্—নিরস্ত হইয়াছে কুহক বা মায়া যৎকর্ত্তৃক, তাঁহার ধ্যান করি। তাঁহার স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনীই হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার আকার বা দেহ যে মায়িক হইতেই পারে না, তাহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। এস্থলে ধাম-পদের অর্থ করা হইয়াছে—স্বরূপশক্তি। ধাম-শব্দের অর্থ প্রভাবও হইতে পারে, দেহও হইতে পারে (অমরকোষ)। কুহক-শব্দের অর্থ কুতর্কনিষ্ঠ লোকও হইতে পারে। এসকল অর্থে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বেন ধাম্না—স্বভক্তনিষ্ঠ স্বীয় অসাধারণ স্বানুভব-প্রভাবের দ্বারা, অথবা প্রতিপদে সমুচ্ছলিত স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিগ্রহদ্বারা কালত্রয়ে **নিরস্তকুহকম্**—নিরস্ত হইয়াছে তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ (কুহক) যদ্দ্বারা, তাঁহাকে ধ্যান করি। ভগবত্তত্ত্ব তর্ক-বিতর্কদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, ইহা কেবল অনুভববেদ্য। ভক্তগণ প্রেমভক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে যে অনুভব লাভ করেন, সেই অনুভবের দ্বারাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে—অথবা ভগবানের নিত্য-নব-নবায়মান-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহারই কৃপায় যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে—ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। তাঁহার তত্ত্বের অনুভব বা তাঁহার দর্শন একমাত্র তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ ভাগবতামৃতধৃত নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্॥ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তস্যৈষো লভ্য ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যম্।"

শ্লোকস্থ "ত্রিসর্গোমৃষা"-অংশটীর অর্থ স্বামিপাদ একভাবে এবং চক্রবর্ত্তিপাদ আর একভাবে করিয়াছেন। "ত্রিসর্গো মৃষা" হইতেছে সন্ধিবদ্ধ বাক্য। সন্ধির বিশ্লেষণ দুই রকমে হইতে পারে ; যথা—ত্রিসর্গঃ+মৃষা=ত্রিসর্গোমৃষা এবং ত্রিসর্গঃ+অমৃষা=ত্রিসর্গোমৃষা (এস্থলে একটী লুপ্ত-অকার স্বীকার করিয়া "ত্রিসর্গোঽমৃষা" করিলেই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়)। চক্রবর্ত্তিপাদ "ত্রিসর্গঃ+মৃষা" এবং স্বামিপাদ "ত্রিসর্গোঽমৃষা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

স্বামিপাদের ও চক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যার আর একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। তেজোবারিমৃদামিত্যাদি এবং যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা স্বামিপাদ যে ভাবে করিয়াছেন, তাহা মায়াবাদীদের মতের অনুবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতে পারে ; কারণ, মায়াবাদীরাই বলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মেতে এই জগৎ ভ্রম মাত্র। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের অর্থে তদ্রূপ মনে করার কোনও অবকাশ নাই। স্বামিপাদের উপসংহার কিন্তু মায়াবাদের অনুকূল নয়। মায়াবাদীরা ব্রহ্মকে চিৎ-সত্তা মাত্র—নির্ব্বিশেষ মনে করেন ; স্বামিপাদ কিন্তু শ্লোকস্থ পরম্-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পরমেশ্বরম্ ; ইহাদ্বারাই তিনি সবিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাই এই শ্লোকের টীকার উপক্রমে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—জন্মাদ্যস্য ইত্যত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণানাময়মভিপ্রায়ঃ পরং পরমেশ্বরমিতি ন পুনরভেদবাদিনামিব চিন্মাত্রং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।—সবিশেষত্বই স্বামিপাদের অভিপ্রেত।

শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের আরও কয়েক রকম অর্থ করিয়াছেন ; শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও কয়েক রকম অর্থ করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতি-ভয়ে সে সমস্ত এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

এই শ্লোকে যে সত্যস্বরূপ-পরতত্ত্ব-বস্তুর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কে, শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এই শ্লোকোক্ত "সত্যম্"-শব্দের উপলক্ষণে শ্রুতিপ্রোক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকেই" লক্ষ্য করা হইয়াছে। "বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যানুসারে এবং "বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" এই বিষ্ণুপুরাণবাক্যানুসারে ব্রহ্মের শক্তির কথা জানা যায়। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"-এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের শক্তির স্পষ্ট উল্লেখই দৃষ্ট হয়। শ্লোকের "জন্মাদ্যস্য যতঃ", "অভিজ্ঞঃ, স্বরাট্", "তেনে ব্রহ্ম হৃদা", "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-ইত্যাদি উক্তিও এই পরতত্ত্ব-বস্তুর শক্তির কথাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং শ্লোকোক্ত সত্যস্বরূপ-পরতত্ত্ব-বস্তু পরমেশ্বরই। এই পরমেশ্বরের ধ্যানের কথাই শ্লোকে বলা হইয়াছে। গোপালতাপনীশ্রুতিতে "কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ"-ইত্যাদি বাক্যে পরম-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ॥"—মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণনামের এই নিরুক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দই সত্য ; "সত্য" তাঁহার একটী নাম। ইহা হইতেই জানা গেল, শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে সত্যনামা শ্রীগোবিন্দের ধ্যানের

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২২০
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ ॥ ২২১
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥ ২২২
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥ ২২৩
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার ॥ ২২৪
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২২৫
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥ ২২৬
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইস্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥ ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কথাই বলা হইয়াছে। শ্লোকের শব্দগুলি সাক্ষাদ্ভাবেই যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, শ্রীজীবগোস্বামী এবং চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই অর্থ করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ২।২৫।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২০। রামরায়ের মুখ দিয়া সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া প্রভু এক্ষণে তাঁহার নিকটে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। রামানন্দ হঠাৎ দেখিলেন—প্রভুর সন্ন্যাসিরূপ আর নাই, তৎস্থলে শ্যামসুন্দর বংশীবদন-রূপ দণ্ডায়মান; আর তাঁহার সম্মুখে কাঞ্চন-প্রতিমাসদৃশী এক রমণীও দণ্ডায়মান; রমণীর গৌরকান্তিতে শ্যামসুন্দরের সমস্ত অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া রায়ের সন্দেহ হইল; তাই প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—তিনি কে। ২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। (টী. প. দ্র.)

২২১। **পহিলে**—প্রথমে। প্রথমে গোদাবরীতীরে যখন তোমার দর্শন পাই, তখন দেখিয়াছি, তুমি একজন সন্ন্যাসী। তাহার পরেও যে কয় দিন তোমার সঙ্গে সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেই কয় দিনও তোমার সন্ন্যাসি-রূপই দেখিয়াছি। আজ যখন আসিয়া তোমাকে দর্শন করিলাম, তখনও দেখিয়াছি—তোমার সন্ন্যাসীর বেশ। **দেখিলুঁ**—দেখিলাম। **তোমা**—তোমাকে। **শ্যামগোপ-রূপ**—শ্যামবর্ণ ও গোপবেশধারী।

২২২। **কাঞ্চন**—স্বর্ণ। **পঞ্চালিকা**—প্রতিমা, পুত্তলিকা। **তাঁর গৌরকান্ত্যে**—সেই স্বর্ণবর্ণ প্রতিমার উজ্জ্বল গৌরকান্তিদ্বারা তোমার অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। সেই কাঞ্চন-প্রতিমা-সদৃশা রমণীর দেহ হইতে প্রসারিত গৌরবর্ণ-জ্যোতিরাশিদ্বারা তোমার শ্যাম-অঙ্গ সম্যক্রূপে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।

২২৩। **সবংশী বদন**—তোমার বদনে বংশীও দেখিতেছি। নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে তোমার কমলসদৃশ নয়নদ্বয়ও বড়ই চঞ্চল দেখিতেছি।

২২৪। এসব দেখিয়া আমার মনে ঘোরতর সন্দেহের উদয় হইয়াছে; কৃপা করিয়া ইহার কারণ বলিয়া আমার সংশয় দূর কর।

২২৫-২৭। প্রভু আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"রামানন্দ! প্রথমে আমাকে তুমি যে সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলে, এখনও আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। কাঞ্চন-প্রতিমার গৌর-কান্তিতে আচ্ছাদিত বংশীবদন যে শ্যামগোপরূপ দেখিতেছ, তাহা আমার অপর রূপ নহে, তাহা তোমার ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি মাত্র। যাঁহারা মহাভাগবত, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয়। স্থাবর-জঙ্গমাদি যে কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হউক না কেন, তাঁহারা ঐসকল স্থাবর-জঙ্গমের রূপ আদৌ দেখেন না, সর্ব্বত্রই দেখেন কেবল স্বীয় ইষ্টদেবের মূর্ত্তি। তুমি পরম-ভাগবত, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তুমি তোমার ইষ্টদেবকেই দেখিতেছ, কিন্তু আমার রূপ দেখিতে পাইতেছ না।"

তথাহি (ভা. ১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্রোত্তরং তদনুভবদ্বারা গম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্ব্বভূতেষ্বিতি। এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ ইতি শ্রীকবিবাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিত্তদ্রবহাসরোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশাৎ খং বায়ুমগ্নিমিত্যাদি তদুক্ত-প্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবং আত্মাভীষ্টো যে ভগবদাবির্ভাবস্তমেব ইত্যর্থঃ। পশ্যেৎ অনুভবতি। অতস্তানি চ ভূতানি স্বচিত্তে। তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি। এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তম্। বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদি। যদ্বা, আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি। শেষং পূর্ব্ববৎ। অতএব ভক্তরূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি খং বায়ুমিত্যাদৌ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব। নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগা ইত্যাদি শ্রীপট্টমহিষীভিরপি কুররি বিলপসি ত্বমিত্যাদি। অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে। ভগবতি তজ্‌জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্‌বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ব-বিরোধাৎ। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ইত্যাদিকাত্যন্তিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ব বিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানম্। প্রণয়-রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইত্যুপসংহারগতলক্ষণ-পরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্। শ্রীজীব। ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তার মূর্ত্তি—স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি। স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। অন্তর্হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ধ্যেয় ইষ্টমূর্ত্তিই দেখিতে পায়। ভক্ত তাঁহার ইষ্টদেবকে ভিতরেও দেখেন, বাহিরেও দেখেন।

২২৮-২৭ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) আত্মনঃ (নিজের—নিজের উপাস্য) ভগবদ্ভাবং (ভগবানের বিদ্যমানতা) পশ্যেৎ (দেখেন—অনুভব করেন), আত্মনি (আত্মীয়-স্বরূপ—স্বীয় উপাস্য) ভগবতি (ভগবানে) ভূতানি (প্রাণীসকলকে) [পশ্যেৎ] (দর্শন করেন) এষঃ (তিনিই) ভাগবতোত্তমঃ (ভাগবতোত্তম)।

অথবা। যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ, আত্মনি (স্বীয় মনে স্ফুরিত হয়েন যে ভগবান্ ভগবতি (সেই ভগবানে—সেই ভগবদ্‌বিষয়ে প্রেমযুক্তরূপে) ভূতানি (প্রাণিসকলকে) পশ্যেৎ ইত্যাদি।

অনুবাদ। হবি কহিলেন—"হে রাজন্। যিনি সর্ব্বভূতে স্বীয় উপাস্য-ভগবানের বিদ্যমানতা দর্শন করেন এবং যিনি স্বীয়-উপাস্য ভগবানেও সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, [অথবা নিজের চিত্তে যে ভগবান্ স্ফুরিত হয়েন, যিনি সর্ব্বভূতকেই সেই ভগবানে প্রেমযুক্ত—স্বীয় প্রেমের অনুরূপ প্রেমযুক্ত-রূপে দর্শন করেন], তিনিই ভাগবতোত্তম।" ৫২

নিমি-মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে হবি-যোগীন্দ্র মহাভাগবতদিগের মানসিক ভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সমস্তপ্রাণীতেই **আত্মনঃ** নিজের **ভগবদ্ভাবং**—ভগবানের ভাব (অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা) দর্শন করেন (ভূ-ধাতু হইতে ভাব-শব্দ নিষ্পন্ন; অস্তিত্বার্থে ভূ-ধাতু; সুতরাং ভাব-অর্থ অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা); অথবা, ভাবঃ—আবির্ভাব। আত্মনং ভগবদ্ভাবঃ—নিজের অভীষ্ট (উপাস্য) যে ভগবদাবির্ভাব (বা ভগবৎ-স্বরূপ); তাঁহাকেই দর্শন করেন (শ্রীজীব)। অন্তর্য্যামি-পরমাত্মরূপে সর্ব্বভূতে ভগবানের বিদ্যমানতা অনুভব করা, কিম্বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা—উক্তবাক্যের অভিপ্রায় নহে; যেহেতু, এরূপ অনুভব যোগীর বা জ্ঞানীর লক্ষণ হইতে পারে; কিন্তু পরম-ভাগবতের লক্ষণ নহে। পরম-ভাগবত যিনি, তিনি আরও দেখেন—**আত্মনি**—নিজের পরমাত্মীয়, স্বীয় অভীষ্ট উপাস্যরূপে পরমপ্রিয় যে ভগবান্, সেই **ভগবতি**—ভগবানে, স্বীয়-

তথাহি তত্রৈব (ভা. ১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নদীনামনাদিসিদ্ধানামচেতনত্বেঽপি দেবতারূপাণাং কা বার্ত্তা। খঃ পরখোঽদৃষ্টজন্মনামতিনিকৃষ্টানামপি জড়ানাং রসিকতাং বেণুশ্রবণহেতুকাং পশ্যন্তেত্যাহ্যঃ আহুঃ। অনুচরৈর্গোপৈঃ। আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চলশ্রীঃ। তদপি বনচরঃ বন্যজীবেদনুরাগাদিতি ভাবঃ। তদা গৃহস্থবৈষ্ণবাঃ সস্ত্রীকা যথা সঙ্কীর্ত্তনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা প্রণমন্তি তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তৎপতয়ঃ। আত্মনি মনসি বিষ্ণুং স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশ্রুতুল্যা মধুনো মকরন্দস্য ধারাঃ সসৃজুর্মুমুচুঃ। ববৃষুরিতি পাঠে অশ্রূণামাধিক্যম্। পুষ্পফলাঢ্যাঃ পুষ্পেণ হর্ষসঞ্চারিণা ফলেন রতিস্থায়িনা চ বিরাজমানাঃ। প্রণতভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসামিত্যনুভাবঃ। প্রণামঃ প্রেম্ণা হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তাস্তনবো যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাবানুরূপ অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপে ভূতানি—সর্ব্বপ্রাণীকে তিনি দেখেন, অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্টদেবে তাঁহার যেরূপ প্রেম, তিনি মনে করেন, সমস্ত প্রাণীই তাঁহাকে (তাঁহার অভীষ্টদেবকে) সেরূপ প্রেম করেন।

শ্লোকে "পশ্যতি" না বলিয়া "পশ্যেৎ" বলার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা ভাগবতোত্তম, শ্লোকোক্তরূপ দর্শনের যোগ্যতা তাঁহাদের আছে; সর্ব্বদাই যে তাঁহারা সর্ব্বভূতে স্বীয় অভীষ্টদেবকে দর্শন করেন, কিম্বা তাঁহার অভীষ্টদেবকে সকলেই তাঁহার ন্যায় প্রীতি করেন বলিয়া যে মনে করেন, তাহা নহে; তদ্রূপ দর্শন বা অনুভব করার যোগ্যতামাত্র তাঁহাদের আছে। যখন তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখনই তাঁহাদের "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে", তখনই সকলকে নিজের ন্যায় মনে করিয়া সকলের মধ্যেই ভগবদ্দর্শনের পরম-ব্যাকুলতা অনুভব করেন। সকল-সময়ে এরূপ অবস্থা নারদ-ব্যাস-শুকাদিরও থাকে না (চক্রবর্ত্তী)।

২২৬-২৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধোক্তির প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

শ্লো। ৫৩। অন্বয়। পুষ্পফলাঢ্যাঃ (পুষ্পফলপরিপূর্ণ) (প্রণতভারবিটপাঃ) (ভারবশতঃ নম্রশাখ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (প্রেমপুলকিতদেহ) বনলতাঃ (বনলতাসকল) তরবঃ (এবং তরুসকল) আত্মনি (নিজেদের মধ্যে) বিষ্ণুং (ভগবান্ বিষ্ণুকে) ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (সূচনা করিয়াই) ইব (যেন) মধুধারাঃ (মধুধারা) ববৃষুঃ (বর্ষণ করিয়াছিল) স্ম (কি আশ্চর্য্য)।

অনুবাদ। ফল-পুষ্প-পরিপূর্ণ, অতএব নম্রশাখ এবং পুলকিত-দেহ বনলতা সকল আপনাতে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, যেন এই কথা প্রকাশ করিয়াই আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে এবং সেই লতাদিগের পতি তরুগণও লতাদের মতন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ৫৩

এই শ্লোকটী ব্রজসুন্দরীদিগের উক্তি; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রেমবতী; তাই তাঁহারা মনে করেন, বনের তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদেরই ন্যায় প্রেম পোষণ করে। শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহারা যেমন আনন্দে অশ্রুমোচন করেন, তাঁহারা মনে করেন, তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকে এবং সেই অনুভবের ফলে তরুলতাদিও অশ্রুমোচন করে; তরুলতা হইতে যে মধুধারা ক্ষরিত হয়, গোপসুন্দরীগণ মনে করেন—ইহা মধুধারা নহে, ইহা তরুলতাদির অশ্রুধারা। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তাঁহাদের দেহে রোমাঞ্চ হয়; তাঁহারা মনে করেন—তরুলতাদিতে যে পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর দেখা যায়, তাহা পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর নহে—তাহা বস্তুতঃ তরুলতাদির প্রেমজনিত রোমাঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তরুলতাগণ প্রেমহৃষ্টতনু—প্রেমপুলকিতদেহ—হইয়াছে। এই অঙ্কুররূপ রোমাঞ্চ দেখিয়া

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥ ২২৮
রায় কহে—তুমি প্রভু। ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥ ২২৯
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৩০
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহারা মনে করেন—এই তরুলতাগণও তো শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করে, তাহারাও তো শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে, নচেৎ তাহাদের দেহে এরূপ রোমাঞ্চ কেন, তাহাদের অশ্রুধারাই বা ঝরিবে কেন ?

আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্তঃ ইব—তরুলতাগণের নিজেদের মধ্যে যে বিষ্ণু স্ফুরিত হইয়াছেন, তাহাই যেন তাহারা প্রকাশ করিতেছে ; তাহাদের প্রেমহর্ষ, তাহাদের অশ্রু ইত্যাদি দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাহাদের চিত্তে বিষ্ণু স্ফুরিত হইয়াছেন। বিষ্ণু-শব্দে সর্ব্বব্যাপকতা সূচিত হয় ; এস্থলে পরম-প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণের চক্ষুতে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হইতেছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকতার-সূচনার উদ্দেশ্যই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী "বিষ্ণু"-শব্দে কৃষ্ণকে অভিহিত করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ বৃন্দাবনের তরুলতাদি চিন্ময় বস্তু। সুতরাং তাহাদের মধ্যেও প্রেম উচ্ছলিত হইতে পারে।

শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজসুন্দরীদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান স্ফুরিত হয়, ফলপুষ্পভারাবনত তরুলতাকে দর্শন করিয়া তিনি মনে করিবেন—শাখারূপ হস্তদ্বারা এই তরুলতাগণ ফলপুষ্পাদি পূজোপকরণ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণের জন্যই নত হইয়া আছে ; তরুগণকে লতাদির পতি মনে করিয়া তাঁহারা আরও বলিবেন—গৃহস্থ ভক্তগণ যেমন সস্ত্রীক সেবা-সম্ভার সংগ্রহ করেন, লতা এবং তরুগণও তদ্রূপ (সস্ত্রীক) ফলপুষ্পাদি পূজোপকরণ হস্তে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—মস্তক নত করিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছে।

এইরূপে, ভাগবতোত্তমগণ মনে করেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, অপর সকলেও—এমন কি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাদি পর্য্যন্ত সেই ভাবই পোষণ করিয়া থাকে।

২২৮। মহাপ্রভু বলিতেছেন—"আমি যে সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসীই আছি। তুমি যে শ্যামগোপরূপ ও তদগ্রে কাঞ্চনপঞ্চালিকা দেখিতেছ, তাহাতে আমা-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিও না ; উহা তোমাদের ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তিমাত্র। তুমি মহাভাগবত ও মহাপ্রেমিক ; প্রেমের স্বভাববশতঃই তোমার নয়নের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।"

গোপবেশ-বেণুকর-শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে রামানন্দ যে কাঞ্চন-পঞ্চালিকা দর্শন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীরাধা, এই পয়ারে প্রভুর মুখে তাহা ব্যক্ত হইল।

২২৯। **ভারিভুরি**—চাতুরালী, কপটতা। **না করিহ চুরি**—আত্মগোপন করিও না। **নিজরূপ**—নিজের স্বরূপ ; নিজের তত্ত্ব।

২৩০-৩১। প্রভুর কৃপায় রামরায়ের সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে মহাপ্রভুর তত্ত্ব স্ফুরিত হইয়াছে ; এবং কি জন্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুর কৃপায় তাহাও তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে। রামরায় এক্ষণে এসমস্ত খুলিয়া বলিতেছেন, এই দুই পয়ারে।

নিজরস- নিজবিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক) রস ; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি। **নিজ গূঢ়কার্য্য**—অবতারের নিজসম্বন্ধীয় গোপনীয় কারণ ; অবতারের মুখ্য এবং অন্তরঙ্গ কারণ। **প্রেম-আস্বাদন**—আশ্রয়রূপে প্রেমরসের আস্বাদন ; আশ্রয়জাতীয় রসের আস্বাদন। **আনুষঙ্গে**—আনুষঙ্গিকভাবে ; আশ্রয়জাতীয় রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে। **প্রেমময়-কৈলে**—নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করিলে।

রামানন্দরায় যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। প্রভু, আমি চিনিয়াছি, তুমি কে। তুমি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন ; ব্রজে তুমি স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদন করিতে পার নাই ; যেহেতু, তাহা আস্বাদনের একমাত্র উপায় যে

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার ?॥ ২৩২
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ—।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ ২৩৩
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা তখন তোমার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিল না, ছিল শ্রীরাধার মধ্যে। তুমি স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধার সেই মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া এবং শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আনুষঙ্গিক ভাবে জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছ।

কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌর-কান্তিদ্বারা শ্যামগোপরূপের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দেখিয়াই রামানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন— শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনিই কৃপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়াছেন। রামানন্দ হইতেছেন—ব্রজের বিশাখা সখী; ব্রজলীলার স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাময়ী লালসার কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। রায়-রামানন্দরূপে তাঁহার পূর্ব্ব-স্বরূপের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার পূর্ব্ব-অনুভূতি এক্ষণে জাগ্রত হইয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—"স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করার নিমিত্তই প্রভু তুমি শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ।"

২৩২। **কপট কর**—আত্মগোপন করিয়া কপটতা কর। উদ্দেশ্য ও কার্য্য এই দুইয়ের মিল না থাকিলেই কপটতা প্রকাশ পায়। রামরায় বলিলেন—"প্রভু তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হইতেছে আমাকে উদ্ধার করা; অর্থাৎ আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করা; কিন্তু তুমি সম্যক্ কৃপা তো প্রকাশ করিতেছ না? তুমি তোমার স্বরূপ-তত্ত্বতো আমার নিকটে গোপন করিতেছ?"

২৩৩-৩৪। **তবে হাসি**—রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। হাসিয়া প্রভু রামরায়কে নিজের **স্বরূপ**—গৌর অবতারে যাহা তাঁহার স্বরূপগত নিজস্ব রূপ, তাহাই দেখাইলেন। কি সেই স্বরূপ? **রসরাজ মহাভাব** দুই একরূপ—রসরাজ (অর্থাৎ অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ— অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ) এবং মহাভাব (অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা)– এই দুইয়ের মিলিত একটী অপূর্ব্ব রূপ। সর্ব্বরস-শিরোমণি শৃঙ্গার-রস এবং কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের চরমতম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব—এই দুইয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব্বরূপ। এই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া রায়-রামানন্দ **আনন্দে মূর্চ্ছিতে**—আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই আনন্দের উন্মাদনা এতই অধিক যে, রায়-রামানন্দ **ধরিতে না পারে দেহ**—আনন্দের আবেগে আর দেহকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতে, স্থির রাখিতে, পারিলেন না তিনি **পড়িলা ভূমিতে**—বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

প্রভু রামানন্দের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রেম-রসকে উচ্ছ্বাসিত করিবার জন্যই রসিক শেখর ভগবান্ প্রেমিক ভক্তের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাহেন; ইহা যেন তাঁহার এক লুকোচুরি খেলা। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করিতে চাহিলেও প্রেমিক ভক্ত স্বীয় প্রেমবলে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন। প্রেমিক ভক্ত রামানন্দও প্রভুকে চিনিয়া ফেলিলেন। ভগবান্ চতুর-চূড়ামণি; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত বোধ হয় সেই চতুর-চূড়ামণি অপেক্ষাও বেশী চতুর; প্রেমিক ভক্তের নিকটে তাঁহার কোনও চালাকীই টিকে না; সব ভারিভুরি চুরমার হইয়া যায়; এইরূপ ভক্তের নিকটে ভগবান্ হারিয়া যায়েন। ভক্তকে হারাইয়া তাঁহার বেশী আনন্দ নাই; প্রেমিক ভক্তের নিকটে হারিতে পারিলেই তাঁহার অত্যধিক আনন্দ; তাহাতেই যেন রসের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠে। রামানন্দের নিকট হারিয়া প্রভু যে আনন্দ পাইয়াছেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হাসিদ্বারা তাহাই তিনি প্রকাশ করিলেন। প্রভুর এই হাসি রামরায়ের নিকটে পরাজয়-জনিত আনন্দাধিক্যের পরিচায়ক। প্রভুর এই হাসির ব্যঞ্জনা বোধ হয় এইরূপ—"রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই প্রায় ঠিক।"

প্রভুর হাসির মধ্যে আরও একটী ব্যঞ্জনা বোধ হয় অন্তর্নিহিত আছে। তাহা এইরূপ। "রামানন্দ, আমার স্বরূপ তুমি প্রায় ঠিকমতই চিনিতে পারিয়াছ; তবে একটু ত্রুটী আছে; আমি যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, একথা ঠিকই; স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্যই যে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, এবং আনুষঙ্গিকভাবে জগতে প্রেমবিতরণও যে আমার এই অবতারের উদ্দেশ্য, তাহাও ঠিক। আর স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদনের জন্য আমি যে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাও ঠিক। তবে তুমি যে বলিয়াছ,—আমি শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা আমার শ্যাম-কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়াছি, একথা সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক নহে; আমি শ্রীরাধার কেবল কান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত নই। এস্থলেই তোমার একটু ত্রুটী আছে। আচ্ছা, আমার স্বরূপটী কিরূপ, তাহা তোমাকে দেখাইতেছি, তুমি তাহা দেখ।" প্রভু তাঁহার হাসিদ্বারা বোধ হয়, রামানন্দের এই সামান্য ত্রুটীটীই ব্যঞ্জিত করিলেন।

তাঁহার কৃপাব্যতীত কেহই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি পাইতে পারে না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈষ লভ্যঃ।" যেরূপ কৃপা উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব, প্রভুর চিত্তে যে সেইরূপ কৃপাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, হাসিদ্বারা তাহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাই রামরায়কে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রভু তাঁহাকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। কি সেই স্বরূপ? না—রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ; শৃঙ্গার-রস-রাজমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমঘন-বিগ্রহা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত একটী অপূর্ব্ব রূপ।

কিন্তু এই যে রসরাজ-মহাভাব রূপ—যাহা দেখিয়া রামানন্দ-রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহা কি রকম? পূর্ব্ববর্ত্তী ২২১-২৩ পয়ার হইতে জানা যায়, রায়-রামানন্দ প্রথমে প্রভুর সন্ন্যাসিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই। তারপর তিনি প্রভুকে শ্যামগোপ-রূপে দর্শন করিলেন, তাহাতেও তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই; তারপর আবার সেই বংশীবদন শ্যামগোপ-রূপের সম্মুখভাবে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাতুল্যা গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাকে দেখিলেন, তাঁহার হেম-গৌরকান্তিতে শ্যামগোপরূপের শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদিত হইতেও দেখিলেন; তখনও তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই; ইহারই পরে "হাসি প্রভু তাঁরে দেখান স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"-দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে রামানন্দ-রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বংশীবদন শ্যামগোপরূপ দেখিয়াও রামানন্দের অবশ্যই খুব আনন্দ হইয়াছিল; কারণ, শ্যামসুন্দর-রূপও আনন্দময় রূপ। শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যামগোপরূপ দেখিয়া তাঁহার সম্ভবতঃ অধিকতর আনন্দই হইয়াছিল; যেহেতু, এইরূপেতে আনন্দময় শ্যামসুন্দর-রূপ আনন্দ-দায়িনীশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধার আনন্দজ্যোতিঃদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছিল: কিন্তু এই দুইটী রূপের দর্শনে রামানন্দের দেহে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া থাকিলেও তাহা এত প্রবল হয় নাই, যদ্দ্বারা তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু রসরাজ-মহাভাব রূপটী দেখিয়া তাঁহার এত অধিক আনন্দ হইয়াছিল, তাঁহার দেহে এই আনন্দ-তরঙ্গের আলোড়ন এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি আর তাঁহার দেহকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা, দেহের প্রতি রন্ধ্র, প্রতি অণু-পরমাণু—সেই আনন্দ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে এমন ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িল—তাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়, তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি— সেই আনন্দরসে এমন ভাবে পরিসিষিক্ত হইল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে যে রূপটী দেখাইলেন, তাহাই প্রভুর স্বরূপ; তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু; রামানন্দ-রায় আর কখনও তাহা দেখেন নাই—বুঝি বা ধ্যানেও কখনও তাহা চিন্তা করেন নাই। যাহা দেখাইলেন, তাহা সন্ন্যাসীর রূপ নহে,—ভাব-তরঙ্গদ্বারা চঞ্চল-নয়ন মুরলীবদন শ্যামসুন্দর-রূপও নহে—সাক্ষাতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতা হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যামগোপ-রূপও নহে। ইহা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তদপেক্ষাও এক অতি অপূর্ব্ব, অতি আশ্চর্য্য রূপ। ইহা রসরাজ ও মহাভাব—এই দু'য়ের অপূর্ব্ব মিলনে—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা এই দু'য়ের মিলনে—এক অতি অনির্ব্বচনীয় রূপ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-শ্যামরূপ, শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কান্তিমাত্রদ্বারা প্রচ্ছন্ন নহে—শ্রীরাধার গৌর অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত—নবগোরচনাগৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমে গলিয়া, নন্দ-নন্দনের প্রতি শ্যাম-অঙ্গে, তাঁহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র, বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। অথচ মহাভাবময়ীর দেহরূপ গৌর-আবরণের ভিতর দিয়া রসরাজের শ্যামতনুও যেন লক্ষিত হইতেছে। স্নিগ্ধকান্তি নবজলধর যেন শারদ-জ্যোৎস্নার-ছানা সৌদামিনীদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অথচ ঐ সৌদামিনীর ভিতর দিয়া যেন নবজলধরের স্নিগ্ধ শ্যামকান্তির ছটাও অনুভূত হইতেছে—রসরাজ ও মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন, একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন—যেন যুগপৎই উপলব্ধি হইতেছে। এই অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় রূপটী শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহন রূপের—যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পরমস্বরূপের—চরম-পরিণতি। মহাভাবদ্বারা নিবিড়রূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গার-রসরাজের এই অনির্ব্বচনীয় রূপটী একমাত্র অনুভবেরই বিষয়—একমাত্র রসিকজন-বেদ্য।

রামানন্দ-রায় হইলেন ব্রজের বিশাখা-সখী; মদন-মোহন-রূপের মাধুর্য্য তাঁহার অপরিচিত নহে; সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-জনিত আনন্দের উন্মাদনাও তাঁহার অপরিচিত নহে; সেই উন্মাদনা সম্বরণ করিবার শক্তি তাঁহার আছে। তাই শ্রীরাধার গৌরকান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর-নটবর-রূপ দর্শন করিয়াও তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। কিন্তু এই "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ" দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, এই রূপের মাধুর্য্যের অনুভব-জনিত আনন্দের উন্মাদনা এত অধিক যে, রামানন্দ-রূপী বিশাখারও তাহা সম্বরণ করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং এই রূপের মাধুর্য্য যে মদন-মোহন-রূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অত্যধিক, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার হেতুও আছে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্বভাবতঃই আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর, শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। কিন্তু এই মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশায়িরূপে বিকশিত হয় একমাত্র শ্রীরাধার সান্নিধ্যের প্রভাবে; তখন সেই মাধুর্য্যদর্শনে মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত নিবিড় হয়, এই মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশী। কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই নিবিড় হউক না কেন, তাঁহাদের দেহের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এই "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপে" উভয়ের সান্নিধ্য এতই নিবিড় যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায়—তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্। এস্থলে উভয়ের সান্নিধ্য নিবিড়তম; তাই মাধুর্য্যের বিকাশও সর্ব্বাতিশায়ী। এই রূপেতে আছে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্ত-হর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, সেই শ্রীরাধার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর হুড়াহুড়ি করিয়া বর্দ্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ (মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥—শ্রীকৃষ্ণোক্তি)। তাই এই অপূর্ব্বরূপের মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়; বুঝিবা এই অপূর্ব্ব-রূপটী মদন-মোহনেরও মনোমোহন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যুগলিত রাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ। এই "রসরাজ-মহাভাব-দুইয়ে একরূপে" উভয়ের যুগলিতত্বেরও চরমতম বিকাশ। এজন্যই বোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর লিখিয়াছেন—ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ। এবং এজন্যই বোধ হয় শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে॥"

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—মাধুর্য্য ভগবত্তাসার। "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ"-গৌরস্বরূপেই যখন মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেই ভগবত্তার চরমতম বিকাশ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ংভগবান্ নহেন? "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—বাক্য কি বিচারসহ নয়?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর দুই পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহই গৌর। শ্রীকৃষ্ণই গৌর হইয়াছেন। উভয়েই স্বয়ংভগবান্। তবে কি স্বয়ংভগবান্ দুই জন? তাহা নয়। একই স্বয়ংভগবান্ রস-আস্বাদনের জন্য দুই রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন কখনও কখনও দিয়াশিনী, নাপিতানি, যোগী প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই দিয়াশিনী বা যোগী যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক কোনও তত্ত্ব নহেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণই রসবিশেষ আস্বাদনের জন্য গৌর-রূপ ধারণ করিয়াছেন; গৌররূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক তত্ত্ব নহেন। একই স্বয়ংভগবান্ দুই রূপে অভিব্যক্ত—শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়-প্রধান এবং শ্রীগৌররূপ আশ্রয়-প্রধান। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের বিষয়ত্বের প্রাধান্য, শ্রীগৌরে প্রেমের আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"—শ্লোকে বর্তমান কলির উপাস্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে; এই শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেই জানা যায়—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন শ্রীরাধাকর্তৃক সর্বাঙ্গে আলিঙ্গিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (১৩।১০-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ"-ইত্যাদি (১।১।৫) শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-অংশের ভাষ্যস্বরূপ। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রায়-রামানন্দকে যাহা দেখাইলেন, তাহা এই ভাষ্যেরই মূর্ত্ত অর্থ। প্রকট-লীলাতেই শাস্ত্রার্থের মূর্ত্ত রূপ দেখা যায়।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, স্বয়ংভগবানের দুই রূপের কথা কোনও শাস্ত্রে আছে কি? আছে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং গোপাল-তাপনী-শ্রুতি-আদিতে প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথাও শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-ইত্যাদি এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে এবং মুণ্ডকোপনিষদের "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি॥ ৩।১।৩॥"-বাক্যে দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোক্ত "রুক্মবর্ণ—গৌরবর্ণ"-পুরুষ যে স্বয়ংভগবান্, "ব্রহ্মযোনি"-শব্দই তাহার প্রমাণ। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, এক্ষণে আর এক প্রশ্ন দেখা দিতেছে। ২৩০-৩১ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা সত্ত্বেও রায়-রামানন্দ স্বীয় প্রেমের প্রভাবে প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন। যে কয়দিন প্রভুর সঙ্গে তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছে, সেই কয়দিন তিনি স্বীয় প্রেম-প্রভাবে প্রভুকে চিনিতে পারিলেন না কেন? ইহার উত্তর ২।৮।১০২-৩ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামীই দিয়াছেন। "যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন করে টলমল॥" প্রেম-প্রভাবে তখনও রামরায় প্রভুকে চিনিতে পারিতেন; কিন্তু চিনিলেই—প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইলেই—রামরায় আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। তাহা হইলে আর আলোচনা চলিত না। তাই প্রভুর বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল—রায় যেন তখনও তাঁহাকে চিনিতে না পারেন। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কিরূপে তাঁহাকে চেনা যাইবে? মহাপ্রেমী রায়-রামানন্দের বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল-চিত্তদর্পণের সাক্ষাতে প্রভুর তত্ত্ব মাঝে মাঝে চপলা-চমকের ন্যায় ভাসিয়া উঠিতে চাহিত; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তাহা তাঁহার চিত্ত হইতে অপসারিত হইত; তাই আলোচনাও বন্ধ হইত না। এক্ষণে সমস্ত আলোচনা শেষ হইয়াছে; বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; বিশেষতঃ স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়া রায়-রামানন্দকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছাও হইয়াছে। তাই এখন আর তিনি রায়ের প্রেম-প্রভাবজনিত উপলব্ধিকে অপসারিত করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন না; তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রায়-রামানন্দকে সাধ্যতত্ত্বের চরমতম বিকাশময় রূপটিই দেখাইলেন। সাধ্যতত্ত্বের অবধির যে তত্ত্ব রায়ের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, এই রূপেতেই তাহাকে প্রভু মূর্ত্ত করিয়া দেখাইলেন। (টী.প.দ্র)

প্রভু তারে হস্ত-স্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন॥ ২৩৫
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনজন॥ ২৩৬
মোর তত্ত্ব লীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥ ২৩৭
গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ ২৩৮
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজমাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥ ২৩৯
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমর্ম্ম॥ ২৪০
গুপ্তে রাখিহ, কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুলচেষ্টা—লোকে উপহাস॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩৫। **সন্ন্যাসীর বেশ**—প্রভুর সন্ন্যাসি-বেশ; রসরাজ-মহাভাব-রূপ এখন আর নাই।

২৩৮। **গৌর-অঙ্গ নহে মোর**—আমার অঙ্গ গৌরবর্ণ নহে। **রাধাঙ্গস্পর্শন**—গৌরাঙ্গী-শ্রীরাধা নিজ অঙ্গদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া, তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে আমার দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে।

গোপেন্দ্রসুতবিনা—শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।

মহাপ্রভু রামানন্দ-রায়কে বলিলেন, "আমাকে তুমি গৌরবর্ণ দেখিতেছ, আমার বর্ণ বাস্তবিক গৌর নহে। তবে আমাকে গৌরবর্ণ দেখায় কেন তাহা বলি শুন! গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অঙ্গদ্বারা আমার প্রতি অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া আছেন। তাই তাঁহার অঙ্গকান্তিতে আমাকে গৌরবর্ণ করিয়াছে। শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্র-নন্দনব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।" ব্যঞ্জনা এই যে—"আমাকে যখন তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝিতে পার, আমি স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অঙ্গের সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও ছিল না, যাহা গৌর নহে; সুতরাং শ্রীরাধা যে স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া—আলিঙ্গন করিয়া—আছেন, তাহাই রামানন্দকে প্রভু জানাইলেন। ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের "প্রতিঅঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে।" স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা প্রাণবল্লভের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রাখার জন্য ব্রজে শ্রীরাধার বাসনা হইয়াছিল; সেই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে—গৌর-লীলায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা পূরণের আনুকূল্য করিতে যাইয়া শ্রীরাধা নিজের বাসনাও পূর্ণ করিলেন। (ভূমিকায় "প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়", প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) প্রভু বলিলেন—তিনি কেবল শ্রীরাধার কান্তিদ্বারাই আচ্ছাদিত নহেন; পরন্তু শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত, শ্রীরাধার অঙ্গের কান্তিই বাহিরে দেখা যাইতেছে।

প্রভু ভঙ্গীতে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

২৩৯। **তাঁর ভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে। পূর্ব্ব পয়ারে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকর্তৃক প্রতি-অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া গৌর হইয়াছেন। এই পয়ারে বলিলেন—তিনি শ্রীরাধার ভাবও গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবগ্রহণ করার উদ্দেশ্যও বলিলেন—স্বমাধুর্য্য-আস্বাদন করা, শ্রীরাধার ভাবব্যতীত যাহা অসম্ভব।

১৪১। **বাতুল**—পাগল। যাহা দেখিলে বা যাহা শুনিলে, তাহা কাহারও নিকটে বলিও না; শুনিলে লোকে ঠাট্টা করিবে—কারণ, আমার আচরণ তো পাগলের আচরণের তুল্যই (ইহা আবার প্রভুর দৈন্যোক্তি)।

অথবা, **আমার বাতুলচেষ্টা** ইত্যাদি—প্রভু নিজেকে পাগল বলিয়া আবার আত্মগোপন করিতেছেন বা ভক্তভাবে দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু সরস্বতী প্রভুর দৈন্যোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, "বাতুলচেষ্টা"দির অন্য রূপ অর্থ করিতেছেন; তাহা এই—শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করায় প্রভু শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন; প্রেমোন্মত্ত-লোকের আচরণও অজ্ঞ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ পাগলের আচরণ বলিয়াই মনে হয়। তাই

আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ ২৪২
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৪৩
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল—তার না পাইল পার ॥ ২৪৪
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন-চিন্তামণি।
কেহো যেন পোঁতা কাহাঁ পায় এক খনি ॥ ২৪৫
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম-বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥ ২৪৬
আরদিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা—॥ ২৪৭
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহাঁ আসিব অল্পকালে ॥ ২৪৮
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ২৪৯
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥ ২৫০
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তাঁরে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ ॥ ২৫১
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভুদর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত ॥ ২৫২
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ২৫৩
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥ ২৫৪
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত তাতে খণ্ড প্রচুর ॥ ২৫৫
রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥ ২৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রামানন্দ-রায়কে বলিলেন—"কাহারও নিকটে এ সকল কথা বলিও না; কারণ, সাধারণ লোক এসব বিষয়ে অজ্ঞ—প্রেমের বা প্রেম-বিকারের মর্ম্ম জানে না, বুঝে না; তুমি এ সকল কথা বলিলে—পাগলের আচরণ বলিয়া তাহারা প্রভুকে ঠাট্টা করিবে, তাহাতে অপরাধী হইয়া পড়িবে।"

২৪৫-৪৬। তামা, কাঁসা ইত্যাদি বস্তুর যেমন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ, তদ্রূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব-পর্য্যন্ত সাধ্যবস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ।

পোঁতা—মাটীর নীচে রক্ষিত। **প্রভু রামরায়**—প্রভু এবং রামানন্দ-রায়।

২৪৮। **বিষয় ছাড়িয়া**—এই স্থানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া। রামানন্দ-রায় বিদ্যানগরে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন; রাজ-প্রতিনিধিত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রভু তাঁহাকে আদেশ করিলেন। **তাহাঁ**—নীলাচলে। **অল্পকালে**—অল্পকাল মধ্যে।

২৫১। **হনুমান**—শ্রীহনুমানের বিগ্রহ।

২৫২। **বিদ্যাপুরে**—বিদ্যানগরে। **নানামত লোক**—বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক। **বৈসে**—বাস করে।

২৫৩। **বিষয় ছাড়িয়া সকল**—সকল বৈষয়িক কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া।

২৫৪। **সহস্রবদন**—অনন্তদেব।

২৫৫-৫৬। **সহজে**—স্বভাবতঃ। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বা লীলা স্বভাবতঃই ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধের ন্যায় মধুর। তাতে রামানন্দ-রায়ের চরিত্র-রূপ উত্তম মিষ্টদ্রব্য মিশ্রিত হওয়াতে আরও মধুর হইয়াছে। তাহার উপর আবার ঐ সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ কর্পূর মিশ্রিত করাতে অতি সুগন্ধি এবং উন্মাদনাময় হইয়াছে।

খণ্ড—খাঁড়; রাঢ়দেশ-প্রসিদ্ধ গুড়বিশেষ।

যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে—ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ ২৫৭
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে ॥ ২৫৮
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥ ২৫৯
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর ॥ ২৬০
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব—তারে মিলে এই ধন ॥ ২৬১
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ ২৬২
দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে ॥ ২৬৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৬৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
রামানন্দরায়সঙ্গোৎসবো নাম
অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫৭। **পিয়ে**—পান করে; এস্থলে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামানন্দ-রায়ের চরিত্র-সম্বলিত শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করে। **লোভে**—লোভবশতঃ; এই লীলাশ্রবণের জন্য এতই লোভ জন্মে যে, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিলেও কেবল শুনিতেই ইচ্ছা করে—এমনই অপূর্ব্ব মধুরত্ব এই লীলার।

২৫৫-৬০ পয়ারে এই অষ্টম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যচরিতের কথাই বলা হইয়াছে।

২৫৮। **ইহার শ্রবণে**—শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত মিলন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে চরিত্র, তাহা শুনিলে।

২৫৯। **চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব**—শ্রীচৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ, তিনি যে রসরাজ-মহাভাব, এই তত্ত্ব।

২৬৩। এই পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, শ্রীলস্বরূপ-দামোদরের কড়চাই তাহার ভিত্তি।

মধ্য-লীলা

নবম পরিচ্ছেদ

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নানামতমেব গ্রহঃ কুম্ভীর স্তেন গ্রস্তান্ গিলিতান্ দাক্ষিণাত্যাঃ দক্ষিণদেশস্থাঃ জনা এব দ্বিপাঃ হস্তিন স্তান্ কৃপৈব অরিশ্চক্রং তেন। কৃপাধিনেতি পাঠে বন্ধনং ব্যসনং চেতঃপীড়াধিষ্ঠানমাধয় ইতি নানার্থাৎ কৃপায়া আধিনা আক্রমণেন অত্রাধিষ্ঠানমাক্রমণমিতি নানার্থ টীকা। ব্যসনং ব্যবসায়ঃ কৃপাধিনা কৃপাব্যবসায়েন বা। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মধ্যলীলার এই নবম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ, তদ্দেশবাসী নানা মতাবলম্বী লোকদিগকে বৈষ্ণব-করণ এবং নীলাচলে পুনরাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। সঃ গৌরঃ (সেই শ্রীগৌরচন্দ্র) নানামত-গ্রহগ্রস্তান্ (নানাবিধমতরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দক্ষিণদেশবাসি-জনসমূহ রূপ হস্তিগণকে) কৃপারিণা (কৃপারূপ চক্রদ্বারা) বিমুচ্য (বিমুক্ত করিয়া) এতান্ (তাহাদিগকে) বৈষ্ণবান্ (বৈষ্ণব) চক্রে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত দক্ষিণদেশীয়-জনসমূহরূপ হস্তিগণকে কৃপারূপ চক্রদ্বারা বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। ১

নানামতগ্রহগ্রস্তান্—সাঙ্খ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি নানাবিধ মত রূপ গ্রহ বা কুম্ভীর, তদ্দ্বারা গ্রস্ত বা কবলিত হইয়াছে যাহারা, তদ্রূপ **দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্**—দাক্ষিণাত্যবাসী জনসমূহরূপ দ্বিপ (বা হস্তি) সমূহকে। **কৃপারিণা**—কৃপারূপ অরি (বা অস্ত্র)-দ্বারা বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিলেন প্রভু। হস্তীর শুঁড়কে যদি কুম্ভীরে গ্রাস করে, তাহা হইলে হস্তীর আর সহজে নিস্তার নাই; তদ্রূপ, বিচারবুদ্ধিহীন সাধারণ লোক যদি বৌদ্ধ-জৈন-আদি নানাবিধ মতাবলম্বীদের কবলে পতিত হয়, তাহাদের সেই মোহ কাটানও সহজ নয়। তাই, এই শ্লোকে নানামতকে কুম্ভীরের সঙ্গে এবং দক্ষিণদেশবাসী জনসমূহকে হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু কৃপা করিয়া সেই সমস্ত লোকের মতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিলেন; চক্রদ্বারা কুম্ভীরের কবল ছাড়াইয়া যেমন হস্তীকে মুক্ত করা যায়, তদ্রূপ প্রভুও কৃপা করিয়া নানামতের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন; তাই কৃপাকে চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ই সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়াছে।

২। **দক্ষিণ গমন**—দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। **বিলক্ষণ**—অদ্ভুত; অসাধারণ।

সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সে-ই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৩
তীর্থ-যাত্রায় তীর্থ-ক্রম করিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৪
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৫
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যে-গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন ॥ ৬
সভেই বৈষ্ণব হয়—কহে 'কৃষ্ণহরি'।
অন্যগ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি ॥ ৭
দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহো জ্ঞানী, কেহো কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ ৮
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥ ৯
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী, কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ ১০
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল—লয় কৃষ্ণনামে ॥ ১১

তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্। ২

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গোতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাহাঁ স্নান ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। দাক্ষিণাত্যে যত তীর্থ ছিল, প্রভু প্রায় তৎসমস্তই দর্শন করিয়াছেন ; প্রভুর চরণস্পর্শে সে সমস্ত তীর্থ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। **সেই ছলে** ইত্যাদি—সে সমস্ত তীর্থ-দর্শনের ছলে প্রভু দক্ষিণদেশীয় লোকদিগেরই উদ্ধার সাধন করিলেন।

৪। **তীর্থক্রম** ইত্যাদি—প্রভু কোন্ তীর্থের পরে কোন্ তীর্থে গিয়াছেন, যথাক্রমে তাহা বলা সম্ভব নহে ; কারণ, **দক্ষিণ-বামে** ইত্যাদি—কোনও একটী তীর্থ দর্শন করিয়া তাহার ডাইনদিকের তীর্থে হয়তো গিয়াছেন, তাহা হইতে হয়তো আবার উক্ত তীর্থের বামদিকের কোনও এক তীর্থে গিয়াছেন ; এইরূপে ডাইনদিকের তীর্থ হইতে বামদিকের তীর্থে যাইতে মধ্যের তীর্থে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে ; বামদিকের তীর্থদর্শনের পরেও হয়তো আবার তৃতীয়বার সেই তীর্থে আসিতে হইয়াছে ; এইরূপে **ফেরাফেরি**—কোনও এক তীর্থে সময় সময় একাধিক বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে বলিয়া তীর্থযাত্রার বর্ণনায় ক্রম ঠিক রাখা সম্ভবপর হয় না।

৫। তাই তীর্থ-ভ্রমণের ক্রম না বলিয়া, প্রভু যে যে তীর্থে গিয়াছেন, কেবল তাহাদের নামগুলিমাত্র উল্লেখ করিব।

৬-৭। **পূর্ব্ববৎ**—মধ্যলীলার সপ্তম-পরিচ্ছেদের ৯৪-১০১ পয়ারোক্তির ন্যায়।

যে পায় দর্শন—যিনি প্রভুর দর্শন পায়েন। **সে বৈষ্ণব করি**—প্রভুর দর্শন পাইয়া যিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনিও আবার অন্য গ্রামবাসীকে বৈষ্ণব করিয়া উদ্ধার করেন।

৮। **জ্ঞানী**—জ্ঞানমার্গের সাধক ; জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী। **কর্ম্মী**—কর্ম্মকাণ্ডে রত। **পাষণ্ডী**—বেদবিরোধী। **অপার**—অসংখ্য।

১০। **তত্ত্ববাদী**—সকল বস্তুই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে—এই তত্ত্বকেই সত্য বলিয়া মনে করেন যাঁহারা ; মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তৎকালে তত্ত্ববাদী বলা হইত। ইঁহারা নারায়ণের উপাসক ছিলেন। **শ্রীবৈষ্ণব**—শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ রামানুজস্বামীর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে শ্রীবৈষ্ণব বলে। ইঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২। **প্রয়াণ**—গমন।

মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাহাঁ সবলোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৩
দাসরাম-মহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৪
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধিবট গেলা—যাহাঁ মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৫
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৬
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৭
সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ১৮
স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাহাঁ দেখি ত্রিবিক্রম ॥ ১৯
পুন সিদ্ধিবট আইলা সেই বিপ্রঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২০
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল—।
কহ বিপ্র! এই তোমার কোন্ দশা হৈল ?॥ ২১
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেনে নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম ?॥ ২২
বিপ্র কহে—এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ ২৩
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৪
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে— রামনাম দূরে গেল ॥ ২৫
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৬

তথাহি পদ্মপুরাণে, শ্রীরামচন্দ্রস্য
শতনামস্তোত্রে (৮)—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রমন্ত ইতি। অনন্তে অনন্তমহিম্নি সত্যানন্দে শুদ্ধ-সত্যানন্দ-স্বরূপে চিদাত্মনি আত্মান্তর্য্যামিনি ভগবতি যোগিনঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ রমন্তে ইতি রামপদেন অসৌ দশরথ-তনয়ঃ যঃ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে কথ্যতে। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭। **বাণী**—কথা।

১৮। **আগে চলিলা**—সম্মুখের দিকে, আরও দক্ষিণের দিকে, চলিলেন।

১৯। **স্কন্দ**—কার্ত্তিকেয়।

২৩। **আজন্ম স্বভাব**—জন্মাবধি যে স্বভাব (সর্ব্বদা রামনাম লওয়ার স্বভাব) চলিয়া আসিতেছে, তাহা।

২৫। **কৃষ্ণনাম স্ফুরে**—বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনিই জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি কেহই প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারে না; শ্রীনাম স্বপ্রকাশ বস্তু; যাঁহারা সেবাবিষয়ে উন্মুখ, যত্নশীল, শ্রীনাম আপনা-আপনিই তাঁহাদের জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ভ. র. সি. ১।১০২ ॥"

২৬। **নামের মহিমা-শাস্ত্র**—শাস্ত্রোক্ত যে শ্লোকে নামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা। **করিয়ে সঞ্চয়**—সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়া রাখি। তাঁহার সংগৃহীত শ্লোকগুলি হইতে নিম্নে নাম-মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। **অন্বয়।** যোগিনঃ (যোগিগণ—যোগমার্গাবলম্বী লোকগণ) অনন্তে (অনন্তমহিম) সত্যানন্দে (সত্যানন্দস্বরূপ) চিদাত্মনি (আত্মান্তর্য্যামীতে) রমন্তে (রমণ করেন) ইতি (এজন্য) রামপদেন (রাম এই শব্দদ্বারা) অসৌ (এই দশরথতনয়) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়েন)।

তথাহি মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বণি (৭১।৪)—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ৪

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুন আর-শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥ ২৭

তথাহি পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে বৃহদ্বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রে (৭২।৩৩৫)—

রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষীতি। কৃষির্ধাতু ভূর্বাচকঃ সত্তাবাচকঃ ণ শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ আনন্দবাচকঃ তয়োঃ কৃষিণকারার্থয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে কথ্যতে॥ ইতি শ্লোকমালা। ৪

রামেতি। হে বরাননে! হে সুন্দরবদনে দুর্গে! রাম রাম রাম ইতি রামনামত্রয়ং সহস্রনামভিঃ বিষ্ণুসহস্রনামভিস্তুল্যং সমানং ভবেৎ অতঃ মনোরমে রামে দাশরথৌ অহং শিবঃ রমে পরমানন্দামুভবং করোমীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। যাঁহার মহিমা অনন্ত, যিনি সত্যানন্দস্বরূপ, যিনি আত্মান্তর্যামী, যোগিগণ তাঁহাতে রমণ করেন বলিয়া সেই পরম-ব্রহ্মই রাম-নামে অভিহিত হয়েন। ৩

অনন্তে—অনন্ত-শব্দে যাঁহার মহিমা অনন্ত—অসীম, সেই পর-ব্রহ্মকেই বুঝায়; **সত্যানন্দে**—সত্যানন্দ-স্বরূপে; যিনি সত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম—তাঁহাতে। **চিদাত্মনি**—যিনি আত্মারও আত্মা, তাঁহাতে; পরমাত্মাতে বা পরব্রহ্মে। এইরূপে অনন্ত, সত্যানন্দ এবং চিদাত্ম—এই শব্দগুলির প্রত্যেকটাই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যোগিগণ যাঁহাতে রমণ করেন, তিনি হইলেন **রাম**। তাঁহারা অনন্ত, সত্যানন্দ এবং চিদাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মেই রমণ করেন, তাই পরব্রহ্মই রাম। শ্রীরামই পরব্রহ্ম—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৪। অন্বয়। কৃষিঃ-শব্দঃ (কৃষিধাতু) ভূবাচকঃ (সত্তাবাচক), ণঃ চ (এবং ণ ও) নির্বৃতিবাচকঃ (আনন্দবাচক); তয়োঃ (এই কৃষিধাতুর এবং ণ কারের) ঐক্যং (মিলনই) পরংব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ)।

অনুবাদ। কৃষি সত্তাবাচক-ধাতু; আর ণ আনন্দবাচক এই উভয়ের (সত্তার ও আনন্দের) ঐক্য পরব্রহ্মই কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হয়েন। ৪

কৃষ্ণ-শব্দে যে পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্মের লক্ষণ এই যে—তিনি সৎ স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। কৃষ্‌ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; কৃষ্‌-ধাতুর অর্থ সত্তা—সৎ; আর ণ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ; সুতরাং কৃষ্ণশব্দেও সৎ-স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপকে (অর্থাৎ পরব্রহ্মকেই) বুঝায়।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—রামই পরব্রহ্ম, এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; সুতরাং পরব্রহ্মত্ব হিসাবে রাম ও কৃষ্ণ—এই দুই নামই তুল্য।

২৭। **পরংব্রহ্ম** ইত্যাদি—"রমন্তে" ইত্যাদি এবং "কৃষি" ইত্যাদি এই দুই শ্লোক অনুসারে "রাম ও কৃষ্ণ" এই উভয় নামের বাচ্য একই "পরংব্রহ্ম" হওয়াতে উভয় নামই তুল্য বলিয়া জানিলাম। **পুন আর** ইত্যাদি—আবার অন্য প্রমাণ অনুসারে এক নাম হইতে আর এক নামের বিশেষত্ব জানিতে পারিলাম।

এই বিশেষত্ব-বাচক প্রমাণ নিম্নের দুই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে বরাননে (হে পার্ব্বতি)! সহস্রনামভিঃ (বিষ্ণুর সহস্রনামের) তুল্য (সমান) রামনাম (রামনাম); [অতঃ] (অতএব) রাম রাম ইতি রাম ইতি (রাম রাম রাম এইরূপে) [সঙ্কীর্ত্ত্য] (সঙ্কীর্ত্তন করিয়া) মনোরমে (মনোরম) রামে (রামচন্দ্রে) রমে (রমণ করি—পরমানন্দ অনুভব করি)।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৫৮),
লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৫৪)
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্।
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ৬

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥ ২৮

ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিন গাই॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎফলম্। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন—"হে বরাননে! রামনাম বিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য; (অর্থাৎ মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার রামনাম বলিলেও সেই ফল হয়); তাই আমি সর্ব্বদা "রাম রাম রাম" এইরূপে (রামনাম কীর্ত্তন করিয়া) মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি (পরমানন্দ অনুভব করি)। ৫

বরাননা—বর (সুন্দর, শ্রেষ্ঠ) আনন (বদন, মুখ) যাঁহার, সেই রমণীকে বরাননা বলে; তাহার সম্বোধনে বরাননে—সুন্দর-বদনে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। পুণ্যানাং (পবিত্র) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুসহস্রনামের) ত্রিঃ (তিনবার) আবৃত্ত্যাতু (আবৃত্তি-দ্বারা) যৎফলং (যে ফল হয়), একাবৃত্ত্যাতু (একবার মাত্র আবৃত্তিদ্বারাই) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) একং নাম (একটী নাম) তৎ (তাহা—সেই ফল) প্রযচ্ছতি (দান করে)।

অনুবাদ। পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম একবার পাঠ করিলেও সেই ফল হয়। ৬

কৃষ্ণস্য একং নাম—শ্রীকৃষ্ণের যে কোনও একটী নাম একবার পাঠ করিলেই বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করার ফল পাওয়া যায়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটী নাম বলিতে এই শ্লোকে কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি কোনও একটী নামকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—যথা গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনারি ইত্যাদি।

উক্ত দুই শ্লোক হইতে জানা গেল—এক রাম নাম বিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য ফল প্রদান করে; কিন্তু কৃষ্ণের একটী নাম একবার পাঠ করিলে বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করার ফল পাওয়া যায়—ইহাই পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারোক্ত বিশেষত্ব; রামনাম হইতে কৃষ্ণনামের বিশেষত্ব। সুতরাং রাম ও কৃষ্ণ এই দুই নামের বাচ্য স্বরূপতঃ এক হইলেও দুই নামের মাহাত্ম্য এক নহে—রাম নাম অপেক্ষা কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। ভূমিকায় নাম-মাহাত্ম্য-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৮। **এইবাক্যে**—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-বাক্যানুসারে। **মহিমা অপার**—অনন্ত মহিমা।

রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামের মহিমা অনেক বেশী—শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে তাহা আমি জানিয়াছি; তথাপি কিন্তু আমি কৃষ্ণনাম লইতে পারিতেছি না, রামনামই লইয়া থাকি—তাহার কারণ বলি শুন (পরবর্ত্তী পয়ারে কারণ বলা হইয়াছে)।

২৯। শ্রীরামচন্দ্র আমার ইষ্টদেব বলিয়া তাঁহার নাম লইতেই আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়; তাই দিনরাত্রি রামনামই গ্রহণ করি; কৃষ্ণনাম গ্রহণের আর সময় থাকে না—অথবা কৃষ্ণনামে রামনামের মতন আনন্দ পাই না বলিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি না—অথবা আনন্দ পাই বলিয়া সর্ব্বদা রামনাম গ্রহণ করি বলিয়াই কৃষ্ণনামের মহিমার কথা মনে জাগিতনা।

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥ ৩০
'সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ' ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩১
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আরদিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা শিব-দরশনে ॥ ৩২
তাহাঁ হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহাঁ করিলা বিশ্রাম ॥ ৩৩
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥ ৩৪
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ ॥ ৩৫
তার্কিক-মীমাংসক-মায়াবাদিগণ।
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥ ৩৬
নিজনিজ শাস্ত্রে সভে উদ্গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৩৭
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে ॥ ৩৮
হারি-হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ ॥ ৩৯
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪০
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু-আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥ ৪১
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪২
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩০। তোমার দর্শন মাত্রেই যখন কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরিত হইল, তখন হইতেই কৃষ্ণনামের মহিমার কথা হৃদয়ে জাগিল।

৩৬-৩৭। **তার্কিক**—ন্যায়শাস্ত্রানুগত। **মীমাংসক**—মীমাংসা-শাস্ত্রানুগত। **মায়াবাদী**—শঙ্করাচার্য্যের অনুগত অদ্বৈতবাদী। **সাঙ্খ্য**—সাঙ্খ্য-মতানুযায়ী। **পাতঞ্জল**—পতঞ্জলিকৃত দর্শনানুযায়ী। **পুরাণ**—শিবপুরাণাদি। **আগম**—তন্ত্র। **উদ্গ্রাহ**—তর্কনির্ব্বন্ধ। **উদ্গ্রাহে**—নিজ নিজ শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তর্ক করে। ২।২৫।৪২-৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯। **হারি হারি**—পরাস্ত হইয়া হইয়া।

৪০। **পাষণ্ডীর গণ**—বৌদ্ধগণ। বেদ মানে না বলিয়া বৌদ্ধকে পাষণ্ডী বলা হয়। **পাণ্ডিত্য শুনিয়া**—প্রভুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া। **গর্ব্ব**—অহঙ্কার।

৪১। **বৌদ্ধাচার্য্য**—বৌদ্ধদিগের আচার্য্য বা প্রধান পণ্ডিত। **নবমতে**—নূতন মতে; বৌদ্ধমতে; প্রাচীন বেদের বিরুদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধমতকে নবমত বলা হয়। **উদ্গ্রাহ**—বিচারার্থ তর্ক।

৪২। **অসম্ভাষ্য**—আলাপের অযোগ্য। **অযুক্ত দেখিতে**—দর্শনের অযোগ্য। বৌদ্ধগণ বেদ মানিতেন না বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করা, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করা, এমন কি তাঁহাদের দর্শন করাও এক সময়ে হিন্দুসমাজে অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইত। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে পাষণ্ড-শব্দের অর্থই লিখিত হইয়াছে—বৌদ্ধক্ষপণকাদি। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—এতাদৃশ পাষণ্ডদের সহিত আলাপ বা তাহাদের স্পর্শও বর্জ্জন করিবে। "তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপং স্পর্শনং ত্যজেৎ। ৩।১৮॥" **গর্ব্ব খণ্ডাইতে**—বৌদ্ধদের গর্ব্ব খণ্ডন করার নিমিত্ত (প্রভু তাহাদের সহিত কথা বলিলেন, নচেৎ তাহারা অসম্ভাষ্য বলিয়া প্রভু তাহাদের সহিত কথাই বলিতেন না)।

৪৩। **তর্কেই** ইত্যাদি—তর্কশাস্ত্রানুমোদিত নিয়মানুসারে কেবল যুক্তি-আদির ভ্রম-প্রমাদাদি দেখাইয়াই মহাপ্রভু বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ডখণ্ড কৈল ॥ ৪৪

দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা-ভয় ॥৪৫

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা ॥ ৪৬

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৪। নব প্রস্তাব—নূতন নূতন প্রস্তাব (বা প্রশ্ন)। বৌদ্ধাচার্য্য নিজ শাস্ত্র হইতে যত কিছু প্রশ্ন বা তর্ক উঠাইলেন, প্রভু যুক্তিদ্বারা তৎসমস্তেরই খণ্ডন করিলেন। আচার্য্য যতই নূতন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, অকাট্য যুক্তিতর্কদ্বারা প্রভু সমস্তেরই খণ্ডন করিলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "নবপ্রস্তাব"-স্থলে "নবপ্রস্থান"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। নব প্রস্থান—নূতন প্রস্থান। প্রস্থান—প্র+স্থা+অনট্ (অধি)। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) স্থিত আছে যাহাতে, তাহাই প্রস্থান। পরম-তত্ত্বসমূহ প্রকৃষ্টরূপে স্থিত বা বিরাজিত আছে যে গ্রন্থে, তাহার নাম প্রস্থান। প্রাচীন ঋষিদিগের মতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জীব ও ঈশ্বরের নিত্যসম্বন্ধ, অভিধেয় (মায়াবদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য) ও প্রয়োজন—এসমস্তই হইল পরম তত্ত্ব। এ সকল তত্ত্বসম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় প্রধানতঃ তিনটী প্রাচীনগ্রন্থে—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তাই এই তিন গ্রন্থকে প্রস্থানত্রয়—তিনটী প্রস্থান বা পরম-তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ—বলা হয়। ঋষিদিগের সাধনপূত চিত্তে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যে সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরিত করাইয়াছেন, তৎসমস্ত গুরুপরম্পরাক্রমে কথিত ও শিষ্যপরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া অবশেষে উপনিষদের আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে; এজন্য উপনিষদসমূহকে শ্রুতি-প্রস্থান বলে। ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন শ্রুতির সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত যুক্তিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক পর-মতের খণ্ডন এবং স্বমতের স্থাপন করা হইয়াছে; এজন্য ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়-প্রস্থান বলে। আর যে ভগবান্ উপনিষদুক্ত তত্ত্বসমূহ ঋষিদের চিত্তে স্ফুরিত করাইয়াছেন, স্বয়ং তিনিই স্বীয় শ্রীমুখে অর্জ্জুনের নিকটে যে সমস্ত তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সঙ্কলিত হইয়াছে; মহর্ষিদিগের স্মৃতিপথে বেদের যে অর্থ জাগ্রত ছিল, এই গ্রন্থেও তাহা দৃষ্ট হয় বলিয়াই বোধ হয় গীতাকে স্মৃতি-প্রস্থান বলে। যাহা হউক, এই প্রস্থানত্রয় বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং অতি প্রাচীন। এই প্রাচীন প্রস্থানত্রয়ের পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে সমস্ত তত্ত্বকথা গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়াছেন, তৎসমস্তকেও তাঁহাদের মতে প্রস্থান বলা চলে, এবং পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে বলিয়া এবং প্রাচীন প্রস্থানত্রয় হইতে বৌদ্ধাচার্য্যদিগের সঙ্কলিত তত্ত্বের অভিনবত্ব আছে বলিয়া তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থকে নব-প্রস্থান বলা হয়। বৌদ্ধাচার্য্যদের অভিমত বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়াই তাহাকে অভিনব বলা হইল। যাহা হউক, বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাঁহাদের নবপ্রস্থান অনুসারে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুও দৃঢ় যুক্তিদ্বারা তৎসমস্ত খণ্ডন করিলেন।

৪৫। দার্শনিক পণ্ডিত—দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রকে দর্শনশাস্ত্র বলে। এই পয়ারে বৌদ্ধদর্শন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথাই বলা হইয়াছে। **লজ্জা ভয়**—পরাজয়-জনিত লজ্জা এবং সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নষ্ট হইবে বলিয়া ভয়।

৪৬। কুমন্ত্রণা কৈলা—প্রভুকে জব্দ করার জন্য ষড়যন্ত্র করিল।

৪৭। বৌদ্ধগণ মনে করিয়াছিল, প্রভু যখন বৈষ্ণব, তখন বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া যাহা উপস্থিত করা হইবে, তাহাই তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবেন। **অপবিত্র অন্ন**—কবিকর্ণপূর বলেন—"শ্বভোজনযোগ্যমশুচিতরান্নং—কুকুরের ভোজনযোগ্য অপবিত্রতর অন্ন।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ॥ ৭।২৪ ॥

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালী লঞা গেল ॥ ৪৮
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হৈয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালী পড়িল বাজিয়া ॥ ৪৯
তেরছে পড়িল থালি — মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫০
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সভে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ ৫১
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ,—ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু,—করহ প্রসাদ ॥ ৫২
প্রভু কহে — সভে কহ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ॥ ৫৩
তোমা সভার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে—কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৪
গুরুকর্ণে কহে —কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে 'হরি' বলি ॥ ৫৫
'কৃষ্ণ' বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥ ৫৬
এইমতে কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহো না পায় দর্শন ॥ ৫৭
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে ॥ ৫৮
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥ ৫৯
স্বপ্রভাবে লোক সব করিঞা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬০
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬১
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥ ৬২
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৩
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি, লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥ ৬৪
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকালহস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৮। কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করার পূর্ব্বেই একটী বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া থালাখানি ঠোঁটে করিয়া লইয়া গেল। **মহাকায়**—বৃহদাকার। কবিকর্ণপূর বলেন—ভগবৎ-প্রসাদের নাম করিয়া বৌদ্ধগণ যে প্রভুর সাক্ষাতে অপবিত্র অন্ন উপস্থিত করিয়াছিল, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি, মহাপ্রসাদের মর্য্যাদারক্ষার্থ তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং প্রসাদসহ সেই হাতখানা উর্দ্ধে তুলিয়া চলিতে লাগিলেন; ঠিক এই সময়ে একটী বড় পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া প্রসাদসহ থালিখানা লইয়া উড়িয়া গেল। "সর্ব্বজ্ঞোঽপি ভগবৎ-প্রসাদনাম্না তত্ত্যাগমসহমান এব পাণৌ গৃহীত্বা তৎসহিতমেব পাণিমুচ্ছ্রায্য চলিতবান্। সমন্তরমেব মহতা কেনাপি বিহগেন চঞ্চুপুটে কৃত্বা তদন্নং ভগবৎ-করতলতঃ সমাদায় উড্ডীনম্। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়। ৭।২৫ ॥

৪৯। **অমেধ্য**—অপবিত্র। অপবিত্র অন্ন বৌদ্ধগণের মাথায় পড়িল এবং থালিখানা বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। **বাজিয়া**—শব্দ করিয়া; মাথার সঙ্গে আঘাত লাগিয়া শব্দ হইল।

৫০। **তেরছে**—তেরছা হইয়া বা বক্রভাবে।

৫২। **জীয়াহ**—বাঁচাও। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

৫৭। **অন্তর্দ্ধান কৈল**—সকলের মধ্য হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহাদ্বারাও প্রভু এক ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন।

৫৮। **বেঙ্কট-অচলে**—বেঙ্কট-পর্ব্বতে।

৬০। **পানা-নরসিংহ**—এখানকার শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহের ভোগে কেবলই পানা (অর্থাৎ সরবৎ) দেওয়া হয় বলিয়া তাঁহাকে পানা-নরসিংহ বলে।

পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিল গমন ॥ ৬৬
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৬৭
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৬৮
গোসমাজ-শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৬৯
অমৃতলিঙ্গ-শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' করিল ॥ ৭০
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭১
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭২
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন ॥ ৭৩
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥ ৭৪
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান-নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোকমন ॥ ৭৫
শ্রীবৈষ্ণব এক—বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৭৬
নিজঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥ ৭৭
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন—।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু! হৈল উপসন্ন ॥ ৭৮
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে ॥ ৭৯
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে ॥ ৮০
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮১
সৌন্দর্য্য-প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সভার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮২
লক্ষলক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সভে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥ ৮৩
কৃষ্ণনাম বিনা কেহো নাহি বোলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার ॥ ৮৪
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিনে সভে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥ ৮৬
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন ॥ ৮৭
অষ্টাদশাধ্যায় পঢ়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পঢ়েন, লোকে করে উপহাসে ॥ ৮৮
কেহো হাসে কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হৈয়া গীতা পঢ়ে আনন্দিত মনে ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭১। **শ্রীবৈষ্ণব**—শ্রীসম্প্রদায়ী (অর্থাৎ রামানুজ-সম্প্রদায়ী) বৈষ্ণব। **গোষ্ঠী**—ইষ্টগোষ্ঠী; ভগবৎ-কথার আলোচনা।

৭৮। **চাতুর্ম্মাস্য**—চাতুর্ম্মাস্য ব্রত; শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস কাল চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময়। **উপসন্ন**—উপস্থিত।

৮২। অন্বয়—প্রভুর সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া সমস্ত লোক প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কটভট্টের গৃহে আগমন করে এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের শোক-দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়।

৮৩। **সভে কৃষ্ণনাম** ইত্যাদি—প্রভুকে দেখিয়া সকলেই কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন।

৮৭। **সেই ক্ষেত্রে**—সেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে। **গীতা আবর্ত্তন**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবৃত্তি।

পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ-পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯০
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয় !।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥ ৯১
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ ৯২
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাথে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥ ৯৩
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ৯৪
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ্ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ ৯৫
প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ ৯৬
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন— ॥ ৯৭
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
'সেই কৃষ্ণ তুমি' হের মোর মনে লয় ॥ ৯৮
কৃষ্ণস্ফূর্ত্যে তার মন হৈয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ৯৯
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ—।
এই বাত কাহাঁ না করিবে প্রকাশন ॥ ১০০
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারিমাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০১
এইমতে ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথারঙ্গ ॥ ১০২
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ॥ ১০৩
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১০৪
প্রভু কহে—ভট্ট ! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১০৫
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ? ॥ ১০৬
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিলা অপার ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯০। **যাবৎ পঠন**—যতক্ষণ তিনি গীতা পাঠ করিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাঁহার দেহে অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব সকল বিদ্যমান থাকিত।

৯২। প্রভুর কথার উত্তরে বিপ্র বলিলেন—"আমি মূর্খ; গীতার শব্দগুলির অর্থও আমি জানি না; আমার পাঠ শুদ্ধ হইতেছে, কি অশুদ্ধ হইতেছে—তাহাও আমি জানি না। গুরু আদেশ করিয়াছেন—গীতা পাঠ করিতে; তাই গীতা পাঠ করি।"

৯৩-৯৫। "যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি গীতাপাঠ করি, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমার মনে হয় যেন, আমি সাক্ষাতে দেখিতেছি—অর্জ্জুনের রথে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন, আর অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। যতক্ষণ পড়ি, ততক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই; দর্শন পাইয়া আনন্দে আবিষ্ট হইয়া যাই। তাই আমি গীতাপাঠ ছাড়িতে পারিনা।" **রজ্জুধর**—যিনি ঘোড়ার মুখের রজ্জু (লাগাম) ধরিয়া আছেন। **তোত্র**—চাবুক।

৯৮। **দ্বিগুণ সুখ**—গীতা-পাঠকালে অর্জ্জুনের রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যে সুখ হয়, তাহার দুইগুণ সুখ।

১০০। **করাইল শিক্ষণ**—নিজের তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। **এই বাত**—এই কথা; প্রভুর তত্ত্বকথা।

১০২। **ভট্টগৃহে**—বেঙ্কটভট্টের গৃহে।

১০৩। বেঙ্কটভট্ট রমানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব; তিনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক।

১০৪। সর্ব্বদা বেঙ্কট-ভট্টের নিকটে থাকাতে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর খুব মাখামাখি সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বেশ হাস্য-পরিহাসাদি চলিত।

১০৫-৭। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাওয়ার নিমিত্ত লক্ষ্মীঠাকুরাণী বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা

তথাহি (ভা. ১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৭

ভট্ট কহে—কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥ ১০৮

তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১০৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৩২)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রসেন ইতি। সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রেমময়রসেনেত্যর্থঃ। উৎকৃষ্যতে অন্তর্ভূত-ণ্যর্থত্বাৎ উৎকৃষ্টতা প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। যতস্তস্য রসস্য এষৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ যৎকৃষ্ণরূপমেবোৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ। শ্রীজীব। রসেন কর্ত্রা কৃষ্ণরূপমুৎকৃষ্যতে উৎকৃষ্টং ক্রিয়তে। রসস্থিতিঃ রসস্বভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়াছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধ কথা; এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু একদিন পরিহাসপূর্ব্বক বেঙ্কট-ভট্টকে বলিলেন—"ভট্ট! তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী তো পতিব্রতা-শিরোমণি; নারায়ণেরও খুব আদরিণী—সর্ব্বদা নারায়ণের বক্ষেই অবস্থান করেন; কিন্তু এত সাধ্বী হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমই বা চাহিলেন কেন এবং তজ্জন্য কঠোর তপস্যাই বা করিলেন কেন?"

লক্ষ্মী যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৮-৯। একই স্বরূপ—স্বরূপতঃ এক (অভিন্ন)।

বৈদগ্ধ্য—কলাবিলাসাদিতে নৈপুণ্য।

প্রভুর কথা শুনিয়া বেঙ্কট-ভট্ট বলিলেন—"কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ একই; কিন্তু রসবিষয়ে কৃষ্ণের বিশেষত্ব আছে; সেই বিশেষত্ব এই যে, নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য, কলাবিলাসাদিতে নৈপুণ্য এবং রূপমাধুর্য্য বেশী; লক্ষ্মীদেবী কৌতুকবশতঃই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ কামনা করেন, তাহাতে তাঁহার পতিব্রত-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় না; যেহেতু, নারায়ণে ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই।"

নারায়ণ ও কৃষ্ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু রসবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে উৎকর্ষ আছে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। সিদ্ধান্ততঃতু (সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (শ্রীনারায়ণস্বরূপের এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের) অভেদে অপি (অভেদ থাকা সত্ত্বেও) রসেন (রসদ্বারা কৃষ্ণরূপং (শ্রীকৃষ্ণরূপ) উৎকৃষ্যতে (উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়); [যতঃ] (যেহেতু) এষা (ইহাই) রসস্থিতিঃ (রসের স্বভাব)।

অনুবাদ। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে সিদ্ধান্তানুসারে স্বরূপতঃ কোনও প্রভেদ নাই, তথাপি কেবল প্রেমময়রস-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে; প্রেমের এইরূপ স্বভাব যে, তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায়। ৮

প্রেমময়-রসের ধর্ম্মই এই যে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বর্দ্ধিত করিয়া ইহা রসের আশ্রয়কে—শ্রীকৃষ্ণরূপাদিকে—অত্যন্ত মনোরম করিয়া তোলে, তাঁহার চিত্তাকর্ষকত্ব বর্দ্ধিত করে; তাই—শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময়-রসের বিকাশ অধিক বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদি অধিকতর চিত্তাকর্ষক; এজন্যই শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। ১০৮-৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥ ১১০

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস? ॥ ১১১

প্রভু কহে—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী—ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥ ১১২

তথাহি (ভা. ১০।৪৭।৬০)—
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৯

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা, কি ইহার কারণ?
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতি গণ? ১১৩

তথাহি (ভা. ১০।৮৭।২৩)—
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্‌ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১০

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ?
ভট্ট কহে—ইহাঁ প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১১৪

আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি—সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি-সমুদ্র-গম্ভীর ॥ ১১৫

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—জান নিজকর্ম্ম।
যারে জানাহ, সেই জানে—তোমার লীলামর্ম্ম ॥ ১১৬

প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১০। নারায়ণে ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পাতিব্রত্য নষ্ট হয় না। তাহাতে পাতিব্রত্য তো অক্ষুণ্ণ থাকেই, অধিকন্তু রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিলাসাদিও লাভ হয়।

১১২। ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পাতিব্রত্য নষ্ট হয় না, তাহা আমি জানি; শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইলে লক্ষ্মী যে রাসাদিবিলাসও পাইতেন—যাহা বৈকুণ্ঠে পাওয়া যায় না, তাহাই বেশীর ভাগে পাইতেন—তাহাও জানি; কিন্তু—দুঃখের বিষয়—শাস্ত্র বলেন—লক্ষ্মী রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পায়েন নাই।"

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ—রাসলীলা—পায়েন নাই, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৩। মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রভুই ভঙ্গী করিয়া এক প্রশ্ন তুলিলেন। "শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ তো শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন; তবে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না কেন?"

শ্রুতিগণ যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২.৮.৫৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৬। **সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ**—লক্ষ্মী যাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছিলেন, তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ। **জান নিজকর্ম্ম**—কেন তুমি লক্ষ্মীকে তোমার সঙ্গ দাও নাই, তাহা তুমি জান।

১১৭। **স্বভাব বিলক্ষণ**—অদ্ভুত বা অসাধারণ স্বভাব; নারায়ণাদিতে যাহা নাই, এরূপ স্বভাব। **স্বমাধুর্য্যে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের এক অসাধারণ স্বভাব এই যে, তিনি স্বীয় মাধুর্য্যে সকলকেই—অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপকে, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণকে, ব্রজবাসিগণকে, এমন কি স্থাবর-জঙ্গমকে, নিজকেও—সর্ব্বদা আকর্ষণ করেন; তাই লক্ষ্মীর চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণের এই বিশেষত্ব নাই, তিনি গোপীদিগের চিত্তকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন না। **সর্ব্ব-আকর্ষণ**—সকলকে আকর্ষণ।

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে 'ঈশ্বর' করি নাহি জানে ব্রজজন॥ ১১৮
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ তাঁরে সখা-জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে॥ ১১৯
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' তাঁরে জানে ব্রজ-জন।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি,—নিজ সম্বন্ধ-মনন॥ ১২০
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৮। ব্রজলোকের ভাবে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ-পরিকর ব্রজবাসীদের ভাবের আনুগত্যে তাঁহার ভজন করিলেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। যেই ভাবের ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্য করিবেন, সেই ভাবের লীলায় বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সাধক পাইবেন। যিনি বাৎসল্যভাবের পরিকর নন্দযশোদাদির ভাবের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তিনি বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন; যিনি সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদির ভাবের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তিনি সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন; যিনি ব্রজসুন্দরীদের ভাবের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তিনি রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইবেন। সখ্যভাবের বা বাৎসল্য ভাবের আনুগত্যে গোপীভাবের সেবা পাওয়া যাইবে না।

তাঁরে ঈশ্বর ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও তাঁহার ব্রজপরিকরগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না, ঈশ্বর বলিয়া মনেও করেন না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়াই জানেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি কখনও সঙ্কুচিত হইয়া যায় না।

১১৯। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে কোনও রূপ সঙ্কোচ ব্রজবাসিগণের মনে স্থান পায় না। তাই, যশোদামাতা তাঁহাকে নিজের পুত্রমাত্র মনে করিয়া তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য শাসন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে উদূখলে পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছিলেন; সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সখামাত্র মনে করেন; তাই তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ খেলায় হারিয়া গেলে খেলার পণ অনুসারে তাঁহার কান্ধে পর্য্যন্ত চড়িয়াছেন। যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে যশোদামাতাও তাঁহাকে বাঁধিতে পারিতেন না, সখাগণও তাঁহার কাঁধে উঠিতে পারিতেন না।

জিনি—খেলায় জিতিয়া।

১২০। ব্রজেন্দ্র-নন্দন ইত্যাদি—ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন—নন্দ-মহারাজার ছেলে—বলিয়াই মনে করেন, ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি**—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাঁহাদের নাই; তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। **নিজ সম্বন্ধ-মনন**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের যাঁহার যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধানুসারেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যবহার করেন। নন্দ-যশোদার পুত্র তিনি; নন্দ-যশোদা তাঁহাকে পুত্রমাত্রই মনে করেন। সুবলাদির সখা তিনি; সুবলাদি তাঁহাকে সখামাত্রই মনে করেন। ব্রজগোপীদের কান্ত তিনি; ব্রজগোপীরা তাঁহাকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভমাত্রই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ মানুষমাত্র হইলে ব্রজবাসীরা নিজ নিজ সম্বন্ধানুসারে তাঁহাকে যাহা মনে করিতেন, কিম্বা তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ঠিক তাহাই মনে করেন এবং ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার করেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্—এই জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

১২১। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯ পয়ার হইতে জানা যায়—যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধেন; সুবলাদি সখাগণ তাঁহার কাঁধে চড়েন; এসমস্ত হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের প্রেমের অধীন, তাঁহাদেরও অধীন; তাই তাঁহারা কৃপা করিয়া যাঁহাকে কৃষ্ণসেবা দেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকেই অঙ্গীকার করেন, তিনিই কৃষ্ণসেবা পাইতে পারেন। এজন্যই বলা হইয়াছে, ব্রজপরিকরদের ভাবের আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইতে পারেন, অন্যের পক্ষে ইহা সুদুর্লভ।

তথাহি (ভা. ১০।৪৭।২১)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১১

শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ ১২২
ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১২৩
গোপজাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ ১২৪
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ ১২৫
অন্যদেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥ ১২৬
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান—।
শ্রীনারায়ণ হয়েন—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১২৭
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণব-ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥ ১২৮
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস-দ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২২। শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গোপীভাবে যশোদা-নন্দনের ভজন করিয়াছিলেন।

গোপীভাব লঞা—আমিও গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিলাষিণী একজন গোপী—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে এইরূপ ভাব পোষণ করিয়া।

১২৩। ব্যূহান্তরে—কায়ব্যূহে; শ্রুত্যভিমানিনী দেবীদেহ ব্যতীত অন্য এক গোপীদেহে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার পরে প্রত্যেক শ্রুত্যভিমানিনী দেবতার দুই দেহ হইল—একদেহে পূর্ব্ববৎ তিনি শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাই রহিলেন, অপর দেহে তিনি ব্রজগোপী হইয়া ব্রজে কৃষ্ণসেবা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের এই দুই দেহকে দুইটী ব্যূহ বলা হইয়াছে।

১২৪। ব্রজে রাস-লীলাদিতে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে গোপীভাবে ভজনের প্রয়োজন কেন, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোপ-অভিমান; নরলীলার আবেশে তিনি মনে করেন তিনি গোয়ালার ছেলে; তাই গোয়ালিনীই—গোপীই—তাঁহার স্বাভাবিক-প্রেয়সী; সমভাবাপন্না গোয়ালার মেয়ে তাঁহার চিত্তকে যত আকর্ষণ করিবে—দেবীই হউক, কি গোয়ালাব্যতীত অন্য জাতীয় রমণীই হউক, কেহই তাঁহার চিত্তকে তত আকর্ষণ করিতে পারিবে না; সকল বিষয়ে চিত্ত সমভাবাপন্ন না হইলে কেহ কাহারও চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীব্যতীত, দেবী বা অন্য জাতীয়া রমণীকে, অঙ্গীকার করেন না; কাজেই, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইতে হইলে গোপীভাবের ভজন প্রয়োজন—নচেৎ গোপীদেহ প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না, গোপীদেহ প্রাপ্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হওয়াও সম্ভব হইবে না।

১২৫। লক্ষ্মীদেবী স্বীয় লক্ষ্মীদেহেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি গোপীদেহ পাইতেও চাহেন নাই, গোপীদের আনুগত্যও স্বীকার করেন নাই; তাই তিনি কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। ১১৩ পয়ারের প্রশ্নের মীমাংসা এই পয়ারে হইল।

১২৬। অন্যদেহে—গোপীদেহ ব্যতীত অন্য দেহে। **অতএব** ইত্যাদি—গোপীদেহ ব্যতীত অন্য দেহে ব্রজে রাসবিলাস পাওয়া যায় না বলিয়াই, এবং লক্ষ্মীদেবীও গোপীদেহ প্রাপ্তির জন্য কামনা না করিয়া স্বীয় দেবীদেহেই রাসবিলাস পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ"-ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—অত্যন্ত প্রেমবতী হইয়াও লক্ষ্মীদেবী রাসবিলাসে কৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না।

১২৭-২৯। বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়া থাকিলেও ভট্টের উপাস্য দেবতা লক্ষ্মীদেবী-সম্বন্ধে

প্রভু কহে—ভট্ট !—তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্-কৃষ্ণের এই স্বভাব হয় ॥ ১৩০

কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এরূপ (১০৫-৭ পয়ারোক্তির অনুরূপ) একটী প্রশ্ন কেন প্রভু উত্থাপিত করিলেন, তাই বলিতেছেন। ভট্টের অভিমান দূর করার জন্যই প্রভুর এই ভঙ্গী। বেঙ্কটভট্ট ছিলেন শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব; লক্ষ্মী-নারায়ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য; এই সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণকেই পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করেন। তদনুসারে বেঙ্কটভট্টও মনে করিতেন—নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্ববিষয়ে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতে—এমন কি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতেও—শ্রেষ্ঠ এবং তিনি আরও মনে করিতেন যে, শ্রীসম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধারণাবশতঃ নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সম্বন্ধে ভট্টের মনে একটু গর্ব্ব ছিল; কিন্তু কোনও রূপ গর্ব্বই সাধকের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে; তাই প্রভু ভট্টের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খণ্ডনের জন্য ভঙ্গীক্রমে উক্ত প্রশ্ন তুলিলেন এবং প্রশ্নের সমাধান-প্রসঙ্গে—রসবিষয়ে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ দেখাইয়া ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন করিলেন।

একটী কথা এস্থলে বিবেচ্য। যিনি যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তিনি সেই ভগবৎ-স্বরূপকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করিবেন এবং তাঁহার শাস্ত্রসম্মত যে ভজনপ্রণালী, তাহাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবেন; নচেৎ উপাস্য স্বরূপেও নিষ্ঠা থাকিবে না, ভজনেও নিষ্ঠা থাকিবে না; কিন্তু তাঁহার উপাস্যই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভাবিয়া কোনওরূপ গর্ব্ব পোষণ করা সঙ্গত হইবে না; গর্ব্ব যাবতীয় অমঙ্গলের হেতু। ভগবৎ-কৃপায় উপাস্য স্বরূপে যাঁহার বাস্তবিক প্রীতি জন্মিয়া যায়, শাস্ত্রবিচারে তিনি যদি জানিতেও পারেন যে,—তাঁহার উপাস্য স্বরূপতঃ স্বয়ং ভগবান্ নহেন—তাহা হইলেও উপাস্যস্বরূপ হইতে তাঁহার নিষ্ঠা বা প্রীতি বিচলিত হয় না। যিনি বস্তুতঃই পতিব্রতা রমণী, স্বীয় পতিতে যাঁহার অবিচলা প্রীতি জন্মিয়াছে, তাঁহার স্বামী নিতান্ত দরিদ্র হইলেও—তিনি যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার পরিচিত কোনও রমণীর—এমন কি তাঁহার কোনও সখীরও—স্বামী রাজ-রাজেশ্বর, তাহা হইলেও তিনি তজ্জন্য নিজেকে ধিক্কার দেন না, স্বামীর প্রতি তাঁহার প্রীতি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। স্বামীর প্রীতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া থাকে, সেই হৃদয়ে অন্য কোনও সঙ্কীর্ণ ভাবের স্থান হইতে পারে না।

তাঁহার ভজন—নারায়ণের ভজন। **সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়**—অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভজন অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত।

শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। **শ্রীবৈষ্ণব-ভজন**—রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভজন বা ভজনপ্রণালী।

১৩০-৩১। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ এবং নারায়ণ যে তাঁহাকে বিলাসমূর্ত্তিমাত্র—প্রসঙ্গক্রমে প্রভু তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন।

প্রভু বলিলেন—"ভট্ট! নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া নারায়ণে লক্ষ্মীদেবীর নিষ্ঠা সম্বন্ধে তোমার কোনওরূপ সন্দেহ পোষণের হেতু নাই; লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত যে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে লক্ষ্মীর কোনও দোষ নাই—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মই ইহার কারণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কিনা, আর শ্রীনারায়ণ হইলেন তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি; তাই শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনেক বেশী; আবার 'কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল। ১।৪।১২৮॥' শ্রীকৃষ্ণের 'আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ ২।৮।১১৪॥' এরূপ অবস্থায় লক্ষ্মীদেবীর মন যে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? প্রবল স্রোতোবেগে নদীবক্ষস্থ লতিকার অগ্রভাগ যদি স্রোতের দিকেই ভাসিয়া যায়, তাহাতে লতিকার কোনও দোষই হইতে পারে না—স্রোতের তীব্র বেগ হইতে লতিকা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ; লক্ষ্মীর অবস্থাও তাই; শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য 'লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। ২।৮।১১২।' এবং যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মনকে পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করে, তাহা হইতে লক্ষ্মীদেবী

তথাহি (ভা. ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১২

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৩২

তুমি যে পঢ়িলে শ্লোক—সেই পরমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১৩৩

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (৩২)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৩

স্বয়ং ভগবত্তে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যখন স্বরূপতঃ একই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর নারায়ণে নিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।" **স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের** ইত্যাদি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, তাঁহার নিজের মাধুর্য্য দ্বারা তিনি স্থাবর-জঙ্গম-সকলের, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাদিগের, এমন কি কৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত প্রবল বেগে আকর্ষণ করেন। **বিলাসমূর্ত্তি**—১।১।৩৮-৩৯ পয়ারের টীকা এবং ১।১।৩৫ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই ১৩০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩২। শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিশেষত্ব দেখাইতেছেন।

একাধিক ব্যক্তিতে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বলে সাধারণ; যাহা একজনে মাত্র বর্ত্তমান থাকে, অপর কাহাতেও থাকে না, তাহাকে বলে **অসাধারণ**। কতকগুলি গুণ শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে; এইগুলি সাধারণ; এই সাধারণ গুণগুলির মধ্যে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব প্রভৃতি পাঁচটী গুণ শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিরাজিত। আবার লীলা, প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলের আধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের **অসাধারণ গুণ**; নারায়ণে বা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই এই চারিটী গুণ নাই॥ ভ. র. সি. ২।১।১৬-১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটী অসাধারণ গুণই "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" এই চারিটী গুণই লক্ষ্মীদেবীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করিয়াছে; তাই **লক্ষ্মীর কৃষ্ণে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গদ্বারা উক্ত গুণ সমূহের মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের নিমিত্ত) লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বদাই তীব্র লালসা।

উক্ত অসাধারণ গুণগুলিই শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদিত করিতেছে।

১৩৩। প্রভু ভট্টকে আরও বলিলেন—"ভট্ট! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে তুমি "সিদ্ধান্ততঃ"-ইত্যাদি যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিলে, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে "সিদ্ধান্ততঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী পুনরায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৯।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ"-বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে; এবং রসের উৎকর্ষই লীলামাধুর্য্যাদি চারিটী অসাধারণ গুণের হেতু; সুতরাং উক্ত শ্লোকের "রসেনোৎকৃষ্যতে" ইত্যাদি বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হইতেছে।

১৩৪। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন করিয়া এক্ষণে শ্রীনারায়ণের স্বয়ং ভগবত্তা খণ্ডন করিতেছেন। প্রভুর যুক্তি এই—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই লক্ষ্মীর মন হরণ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপিকাদের

নারায়ণের কা কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥ ১৩৫
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥ ১৩৬

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাংপশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয় কুঞ্চতি ॥ ১৪

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া— ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মন হরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যাদিতেই গোপিকাগণ নিমগ্ন হইয়া আছেন; তাহা ছাড়িয়া তাঁহারা শ্রীনারায়ণের সঙ্গ লোভনীয় মনে করেন নাই; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—মাধুর্য্যাদিতে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীনারায়ণের অপকর্ষ। সুতরাং শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ হইতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।" **স্বয়ং ভগবত্বে**—স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া; স্বয়ং ভগবত্বহেতু গুণাদির উৎকর্ষ আছে বলিয়া। মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (২।২১।৯২)। সুতরাং যে স্বরূপে মাধুর্য্যের বিকাশ যত বেশী, সে স্বরূপে ভগবত্তার বিকাশও তত বেশী। যে স্বরূপে মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, সে স্বরূপে ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ—সে স্বরূপই স্বয়ং ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের প্রভাবে "শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ (২।৮।১১২, ১১৪)। কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা-সভার বলে হরে মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ (২।২১।৮৮) ॥"

১৩৫-৩৬। গোপীদের চিত্ত হরণ বিষয়ে নারায়ণের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি গোপীদিগের সহিত পরিহাস করার নিমিত্ত চতুর্ভুজ হইয়া নারায়ণ সাজিয়া বসেন, তাহা হইলেও তৎপ্রতি গোপীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ১।১৭।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৭। বেঙ্কটভট্টের গর্ব্ব ছিল দুইটী বিষয়ে। প্রথমতঃ, তিনি মনে করিতেন, তাঁহার উপাস্য শ্রীনারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সপ্রমাণ করিয়া এবিষয়ে বেঙ্কটভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভট্ট মনে করিতেন, তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীসম্প্রদায়ের) ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভজনের মাহাত্ম্য জানা যায়—ভজনের প্রভাবে যে বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহার মাহাত্ম্যদ্বারা। শ্রীসম্প্রদায়ের ভজনের ফলে পাওয়া যায় শ্রীনারায়ণের সেবা। সুতরাং শ্রীনারায়ণের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য—ইহাই বেঙ্কটভট্টের ভজন-বিষয়ে গর্ব্বের তাৎপর্য্য। কিন্তু প্রভু বেঙ্কটভট্টের এই গর্ব্বও খর্ব্ব করিলেন। কি ভাবে তাহা করিলেন, বলা হইতেছে। শ্রীনারায়ণের অন্তরঙ্গসেবা লক্ষ্মীর মত আর কেহই পাইতে পারেন না। কিন্তু সেই লক্ষ্মীদেবীও বৈকুণ্ঠের সুখভোগ উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; ইহা দ্বারাই শ্রীনারায়ণের সেবা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকতর লোভনীয়তা এবং তদ্দ্বারা শ্রীসম্প্রদায়ের ভজন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টের **গর্ব্ব চূর্ণ** করিলেন। **তারে সুখ দিতে**—বেঙ্কটভট্টকে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত, তাঁহার মনে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত। গর্ব্ব চূর্ণ হওয়ার একটা দুঃখ আছে। ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ **করার জন্যই প্রভু ১০৫-৩৬ পয়ারোক্ত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।** তিনি জানিতেন—ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ

দুঃখ না মানিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন—যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥ ১৩৮

কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি,—হয় এক-রূপ ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইলে তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন। দুঃখের তীব্রতা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই প্রভু পরিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—পরিহাসের মাধুর্য্যে দুঃখের তীব্রতা প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এই ভরসায়। কিন্তু তথাপি ভট্টের মনে দুঃখ জন্মিয়াছে, যদিও তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। ভট্টের এই দুঃখ দূর করিয়া তাঁহার মনে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত প্রভু **কহে**—পরবর্ত্তী ১৪০-৪১ পয়ারোক্ত গূঢ় সিদ্ধান্ত বলিলেন। **সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া**—প্রভু পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধান্তকে ফিরাইয়া ১৩৯-৪১ পয়ারোক্ত গূঢ় সিদ্ধান্তের কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাহা ফিরাইলেনই বা কিরূপে? "ফিরাইয়া"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? প্রভু সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের লোভে কঠোর তপস্যা করিয়াও লক্ষ্মীদেবী তাঁহার লক্ষ্মীদেহে কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। পরবর্ত্তী ১৩৯-৪১ পয়ার হইতে জানা যায়, এই দুইটী সিদ্ধান্তের একটীরও প্রভু পরিবর্ত্তন করেন নাই; সুতরাং "ফিরান্"-শব্দের অর্থ যে "পরিবর্ত্তন" নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোনও লোক একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় একস্থানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় যদি প্রথম স্থানে আসে, তাহা হইলে বলা হয়, লোকটী প্রথম স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই ফিরিয়া আসাদ্বারা দ্বিতীয় স্থানটী লোপ পাইয়াছে—ইহা বুঝায় না, দ্বিতীয় স্থানে ঐ লোকটীর যাওয়ারূপ ঘটনাটাও বাতিল হইয়া যায় না; তাহার গতির দিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। ইহাই বুঝায় না যে, পূর্ব্বে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পুনরায় তাহার খণ্ডন করিয়াছেন—সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বরং ইহাই বুঝায় যে, যে-যুক্তিদ্বারা তিনি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যে গূঢ় সিদ্ধান্তের উপরে তাঁহার পূর্ব্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার যুক্তির গতি সেই গূঢ় সিদ্ধান্তের দিকে পরিবর্ত্তিত করিলেন; সেই গূঢ় সিদ্ধান্তটীকে বেঙ্কটভট্টের নিকটে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই গূঢ় সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হওয়াতেই বেঙ্কটভট্টের মনে সান্ত্বনা জন্মিয়াছে, তাঁহার দুঃখ দূর হইয়াছে।

১৩৮। প্রভু বলিলেন—"ভট্ট! মনে দুঃখ করিও না; পরিহাস করিয়াই আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে বাচালতা করিয়াছি। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস অনুরূপ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিতেছি, শুন।" **যাতে**—যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে। **বৈষ্ণব বিশ্বাস**—বৈষ্ণবদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা; যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তকে বৈষ্ণবেরা শ্রদ্ধা করেন।

পরবর্ত্তী তিন পয়ারে উক্ত সিদ্ধান্তের কথা বলা হইতেছে।

১৩৯। শ্রীনারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ—বিলাসরূপ, তাই শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি"-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ। তদ্রূপ গোপীতে (শ্রীরাধায়) এবং লক্ষ্মীতেও স্বরূপতঃ ভেদ নাই—স্বরূপতঃ তাঁহারা এক। শ্রীকৃষ্ণই যেমন বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণরূপে প্রকাশ পায়েন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মূলকান্তাশক্তি গোপী শ্রীরাধাও বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কান্তা লক্ষ্মীরূপে প্রকাশ পায়েন। শ্রীনারায়ণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, তদ্রূপ শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীরাধার বিলাসরূপ অংশ। "শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার। অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ। ১।৪।৬৫-৬৭ ॥" (১।৪।৬৫-৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ (এবং তদ্রূপ গোপী-শ্রীরাধা এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী) বিভিন্ন প্রকাশ হইয়াও কিরূপে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তাহা পরবর্ত্তী ১৪১ পয়ারে এবং "মণির্যথা" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৪০

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪০। প্রভু বলিলেন—"ভট্ট! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই; কিন্তু তিনি যে মোটেই কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই, তাহা নহে। লক্ষ্মীদেহে তিনি কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই বটে, কিন্তু গোপীদেহে পাইয়াছেন। গোপী-শ্রীরাধায় এবং শ্রীলক্ষ্মীতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই এবং গোপী-শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন, তাঁহাদ্বারা লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গ পাইতেছেন।" পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের আস্বাদন। **ঈশ্বরত্বে ভেদ** ইত্যাদি—ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ আছে বলিয়া মনে করিলে অপরাধ হয়। কারণ, তাহাতে ঈশ্বরের তত্ত্বের, তাঁহার বিভু-তত্ত্বের—ব্রহ্মতত্ত্বের—আপলাপ করা হয়। এজন্যই শ্রীশিব ও বিষ্ণুর নাম-রূপ-লীলাদিকে ভিন্ন মনে করা নামাপরাধের মধ্যে গণ্য হয়। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ. ভ. বি. ১১।২৮৩-৮৮॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পয়ার এবং এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীনারায়ণাদি তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপে ভেদ আছে বলিয়া মনে করিলে যেমন অপরাধ হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধায় এবং লক্ষ্মী-আদি শ্রীরাধার বিভিন্ন স্বরূপে ভেদ আছে বলিয়া মনে করিলেও অপরাধ হয়। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই বলিয়া, বিশেষতঃ শক্তির ক্রিয়াতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয় বলিয়া এবং শক্তিব্যতীত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সম্ভব হইতে পারেনা বলিয়াও কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি শ্রীরাধাকে এবং তাঁহার বিভিন্নস্বরূপকেও এই পয়ারে ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

১৪১। ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপে যে কোনওরূপ ভেদ নাই, তাহা দেখাইতেছেন—হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক।

এই পয়ারের মর্ম্ম—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; তাই তাহাদের অভীষ্ট ভিন্ন ভিন্ন, উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কৃষ্ণসেবা চাহেন, তাই কৃষ্ণের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের ধ্যান করেন; কেহ নারায়ণের সেবা চাহেন, তাই নারায়ণের উপাসনা করেন, নারায়ণের ধ্যান করেন; কেহ কেহবা রাম-নৃসিংহাদির সেবা চাহেন, তাই রাম-নৃসিংহাদির উপাসনা করেন, রাম-নৃসিংহাদির ধ্যান করেন। একই ঈশ্বর তাঁহার একই দেহে কৃষ্ণের উপাসককে কৃষ্ণরূপে, নারায়ণের উপাসককে নারায়ণরূপে, রাম-নৃসিংহাদির উপাসকদিগকে রাম-নৃসিংহাদিরূপে দর্শনাদি দিয়া সেবা গ্রহণ করিয়া বিভিন্নভাবের ভক্তকে কৃতার্থ করেন।

একই ঈশ্বর—ঈশ্বর একজনই; একাধিক ঈশ্বর নাই, থাকিতেও পারেন না; তিনি এক এবং অদ্বিতীয় অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। উপনিষদ্ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"—বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, "কৃষির্ভূবাচকশব্দোণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"-বলিয়া স্মৃতি, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" বলিয়া ব্রহ্মা—যাঁহার পরিচয় দিয়াছেন, তিনিই এই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, পরম-ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার বিগ্রহ বা দেহ স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন,—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেই যে তিনি অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু, প্রকটলীলাকালে দ্বারকায় তিনি একবার তাহা দেখাইয়াছিলেন। তিনি একসময়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণকে স্মরণ করিয়াছিলেন; সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার 'পরিচ্ছিন্নবৎ—সসীমরূপে—প্রতীয়মান দেহখানিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ছিল; (২।২১।৪৪-৬৫)। ব্রজে মৃদ্ভক্ষণলীলাতেও ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত ব্রজধামাদি দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহের অপরিচ্ছিন্নত্ব প্রতিপাদন করিলেন। যাহা হউক, এই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি; প্রত্যেক শক্তির এবং শক্তি-কার্য্যের অনন্ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৈচিত্রী ; এই শক্তির কার্য্য তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্য, অনন্ত রসবৈচিত্রী। এসমস্ত অনন্ত শক্তির, অনন্তশক্তি-কার্য্যের, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও রসের অনন্ত বৈচিত্রীর অনন্তরূপে সম্মিলনে আরও কত অনন্ত বৈচিত্রী। নারায়ণ, রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ—এসমস্ত অনন্ত বৈচিত্রীরই মূর্ত্তবিগ্রহ। শক্তিমানের মধ্যেই শক্তির অবস্থান। সুতরাং এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর যিনি, তাঁহার একই দেহেই—তাঁহার অনন্তশক্তি, অনন্তশক্তি-কার্য্যাদি এবং তাঁহাদের অনন্ত-বৈচিত্রী—এবং এসমস্ত বৈচিত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ অবস্থিত। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রংএর সমবায়ে ময়ূরকণ্ঠী রং বা বৈদূর্য্যমণির রং হয়। সমস্ত বর্ণের সমবায়ে যে বর্ণটী হয়, তাহারই নাম ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ ; বৈদূর্য্যমণির বর্ণও ঐরূপই ; কিন্তু লাল, নীল সবুজাদির প্রত্যেক বর্ণও ঐ ময়ূরকণ্ঠীবর্ণের এবং বৈদূর্য্যমণির বর্ণেরও অন্তর্ভুক্ত ; একখানা ময়ূরকণ্ঠী রংএর কাপড়ে যেখানে যেখানে ময়ূরকণ্ঠীবর্ণ আছে, সেখানে সেখানেই লাল-নীলাদি প্রত্যেক বর্ণই আছে. ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের বাহিরে ঐ কাপড়ে লাল-নীলাদি বর্ণ থাকে না। তদ্রূপ সমস্ত বৈচিত্রীর সমবায়ে যে ভগবৎ-স্বরূপ, তিনিই সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্রী বা ভিন্ন ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত ; তাঁহার বাহিরে কোনও বৈচিত্রী বা কোনও ভগবৎস্বরূপ নাই—থাকিতেও পারে না। **ভক্তের ধ্যান অনুরূপ**—ভক্তের উপাসনা অনুসারে। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে অনন্ত রস-বৈচিত্রী আছে ; সকল বৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, যে বৈচিত্রীতে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বৈচিত্রীর (সেই বৈচিত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপ ভগবৎ-স্বরূপের) উপাসনা করেন, চিন্তা করেন, তাঁহার সেবা পাইতে চাহেন। তাই কেহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, কেহ নারায়ণের উপাসনা করেন, কেহ কেহ বা রাম-নৃসিংহাদির উপাসনা করেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অনুসারে সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর **একই বিগ্রহে**—তাঁহার সমস্ত বৈচিত্রীর সমবায়রূপ একই দেহে (পৃথক্ কোনও দেহে নহে **ধরে নানাকার রূপ**—বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তের গোচরীভূত—তাঁহাদের অনুভূতির বিষয়ীভূত—করেন। যিনি নারায়ণের উপাসক, তাঁহাকে নারায়ণরূপের, যিনি রামের উপাসক, তাঁহাকে রামরূপের, যিনি নৃসিংহের উপাসক তাঁহাকে নৃসিংহ-রূপের যিনি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তাঁহাকে তাঁহার উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের রূপের দর্শনাদি দিয়া থাকেন, সেবাদি দিয়া কৃতার্থ করেন। এই নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি-রূপ তিনি তাঁহার স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহে দেখান না—অনন্ত-রস বৈচিত্রী সমবায়রূপ যে তাঁহার বিগ্রহ—দ্বিভুজ মুরলীধর বিগ্রহ—সেই বিগ্রহেই তিনি রাম-নৃসিংহাদি বিগ্রহ দেখান। যখন হইতেই ময়ূরকণ্ঠী রং আছে, তখন হইতেই যেমন তাহার মধ্যে লাল-নীল-সবুজাদি রং থাকে, তদ্রূপ অনাদিকাল হইতে অবস্থিত এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিত্য বিগ্রহে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি রূপও অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত। দর্শকের অবস্থান-ভেদে বা দৃষ্টিভঙ্গিভেদে ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের মধ্যেই যেমন দর্শক লাল-নীলাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপ দেখেন, তদ্রূপ ভক্তের উপাসনা অনুসারে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই ভক্ত তাঁহার উপাস্য স্বরূপকে দেখিতে পারেন।

এই পয়ার হইতে বুঝা গেল—এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহে নারায়ণ বা রাম বা নৃসিংহ বা অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত নহেন। ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের লাল-নীলাদি বর্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই তাঁহারা অবস্থিত! ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ হইতে লাল-নীলাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যেমন স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কোনও ভেদ নাই।

ময়ূরকণ্ঠী রংএর ন্যায় তাহার বিভিন্ন বৈচিত্রী লাল-নীলাদি বর্ণও যেমন ময়ূরকণ্ঠী রংএর সমগ্র কাপড়খানিকে ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বিগ্রহের ন্যায় তাঁহার অনন্ত রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকে সর্ব্বগ অনন্ত বিভু—সর্ব্বব্যাপক। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার অংশেও বিদ্যমান থাকে। বিভুত্ব শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্বরূপগত ধর্ম্ম ; তাঁহার বিভিন্ন বৈচিত্রীতেও তাহা বিদ্যমান থাকিবে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে,

নারদপঞ্চরাত্রবচনম্ (৩।৮৩)—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৫

ভট্ট কহে—কাহাঁ মুঞি জীব পামর।

কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ ১৪২

অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।

তুমি যে কহ, সেই সত্য করি মানি॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মণির্যথেতি। অচ্যুতো ভগবান্ তথা তেন প্রকারেণ ধ্যানভেদাৎ রূপভেদং নানারূপমবাপ্নোতি সন্দর্শনীয়ো ভবতীত্যর্থঃ। যথা যেন প্রকারেণ মণিঃ বৈদূর্য্যঃ বিভাগেন পৃথক্ পৃথক্ রূপেণ নীলপীতাদিভিঃ নানাবর্ণৈর্যুতো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯।১৪০ পয়ারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পয়ারের মর্ম্মের কথা চিন্তা করিলে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণই যেমন নারায়ণাদিরূপে নারায়ণাদির উপাসককে কৃতার্থ করেন, তদ্রূপ গোপী-শ্রীরাধাও লক্ষ্মী-আদিরূপে লক্ষ্মী-আদির উপাসককে কৃতার্থ করেন। নারায়ণাদির যেমন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহ নাই, তদ্রূপ লক্ষ্মী-আদি ভগবৎ-কান্তাগণেরও শ্রীরাধার বিগ্রহ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহ নাই। ইহাই মহাপ্রভুর মতে শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণব-বিশ্বাস।

দুইটী কারণে বেঙ্কটভট্টের মনে দুঃখ হইয়াছিল—তাঁহার উপাস্য নারায়ণের স্বয়ং-ভগবত্তা নিরসিত হওয়ায় এবং লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ায়। এক্ষণে মহাপ্রভুর মুখে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত শুনিয়া তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ একই—নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার উপাস্য এবং গোপী-শ্রীরাধা এবং লক্ষ্মীও একই। যিনি ময়ূরকণ্ঠিবর্ণের কাপড় গায়ে জড়াইয়া রাখেন, ময়ূরকণ্ঠিবর্ণের সঙ্গে লাল-নীলাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণও যেমন তাঁহার গাত্রস্পর্শ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পাইয়া থাকেন, তখন শ্রীরাধার যোগে লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গ পাইতেছেন—এই তত্ত্ব যখন বেঙ্কটভট্ট প্রভুর কৃপায় উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দুঃখের বা ক্ষোভের কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

(ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। যথা (যেমন) মণিঃ (বৈদূর্য্যমণি) বিভাগেন (বিভাগভেদে) নীলপীতাদিভিঃ (নীল-পীতাদি নানাবর্ণে) যুতঃ (যুক্ত হয়) তথা (তদ্রূপ) অচ্যুতঃ (অচ্যুত—শ্রীকৃষ্ণ) ধ্যানভেদাৎ (ধ্যানভেদে) রূপভেদং (রূপভেদ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ। বৈদূর্য্যমণি যেমন বিভাগভেদে নীল-পীতাদি বর্ণযুক্ত হয়; তদ্রূপ অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণও ধ্যানভেদে বিভিন্ন-রূপভেদ প্রাপ্ত হয়। ১৫

মণিঃ—এস্থলে মণি-অর্থ বৈদূর্য্যমণি। বৈদূর্য্যমণিকে বহুরূপী মণিও বলে; ইহাতে বিড়ালের চক্ষু-গোলকের ন্যায় নীল-পীতাদি নানাবর্ণের সমাবেশ আছে; স্থানভেদে বা অবস্থানভেদে ইহাতে নানা বর্ণ দেখা যায়; এক দিক্ হইতে দেখিলে নীলবর্ণ, আর এক দিক্ হইতে দেখিলে পীতবর্ণ, ইত্যাদি নানাভাবে নানারূপ বর্ণ দেখা যায়। **বিভাগেন**—বিভাগভেদে; স্থানের বা দিকের বা সময়ের বিভাগভেদে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে, ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৈদূর্য্যমণির প্রতি দৃষ্টি করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ইহাতে দেখা যায়; অথচ মণি সকল সময়ে একই থাকে। ঠিক তদ্রূপ বিভিন্ন সাধনা লইয়া, বিভিন্নরূপ ধ্যান লইয়া অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি করিলেও তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যাইবে। যাঁহার যেরূপ ধ্যান, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেই রূপই দেখিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪২। সেইকৃষ্ণ—যেই কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা তুমি প্রতিপন্ন করিলে।

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন ॥ ১৪৪
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা ॥ ১৪৫
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি ॥ ১৪৬
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১৪৭
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৪৮
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট—না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৪৯
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈল অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৫০
ঋষভ-পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি-নতি করি ॥ ১৫১
'পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।'
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোসাঞি-পাশ ॥ ১৫২
পুরীগোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৫৩
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্রঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥ ১৫৪
পুরীগোসাঞি কহে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥ ১৫৫
প্রভু কহে—তুমি পুন আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৫৬
'তোমার নিকটে রহি' হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ ১৫৭
এত বলি তার ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ১৫৮
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৫৯
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৬০
তিনদিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন ॥ ১৬১
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী ॥ ১৬২
দক্ষিণমথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈলা এক-ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥ ১৬৩
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥ ১৬৪
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক ?—বিপ্র পাক নাহি করে ॥ ১৬৫
মহাপ্রভু কহে তাঁরে—শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল, কেনে পাক নাহি হয় ? ॥ ১৬৬
বিপ্র কহে—প্রভু! মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ ১৬৭
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৫। **রূপগুণৈশ্বর্য্যের**—রূপের, গুণের এবং ঐশ্বর্য্যের।

১৪৬। **কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি**—ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। ভট্টের গর্ব্ব যে খর্ব্ব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই পয়ারে।

১৫২। **পরমানন্দপুরী**—ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই।

১৫৫। **পুরুষোত্তম**—শ্রীক্ষেত্র। **গৌড়**—বাঙ্গলাদেশ।

১৬৪। **বিরক্ত**—সংসারে আসক্তিশূন্য। **মহাজন**—মহান্ত। ১।১।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬৭-৬৮। এই দুই পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা রামভক্ত বিপ্রের ভজনাবেশের কথা। বুঝা যাইতেছে—প্রভু যখন তাঁহাকে পাকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি রামচন্দ্রের বনবাস-লীলার স্মরণ

তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৬৯
প্রভু ভিক্ষা কৈল—দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্বিন্ন সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৭০
প্রভু কহে—বিপ্র ! কাঁহে কর উপবাস ?।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ? ॥ ১৭১
বিপ্র কহে—জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৭২
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কর্ণে শুনি ॥ ১৭৩
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥ ১৭৪
প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ? ॥ ১৭৫
ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৭৬
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৭৭
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৭৮
'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর'।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৭৯
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতেছিলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এই তিনজন পঞ্চবটীবনে বাস করিতেছিলেন; রামভক্ত বিপ্রও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে তাঁহাদের দাস বা দাসীরূপে (সম্ভবতঃ দাসী-অভিমানই তিনি পোষণ করিতেন; দাস অভিমান থাকিলে লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে অথবা লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনিও হয়তো ফল-মূল-আহরণে বাহির হইয়া যাইতেন; যাহা হউক, সম্ভবতঃ দাসীরূপে) পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন—লক্ষ্মণ যেন বন্য ফল-মূল ও শাকাদি আনিতে গিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের আহারের যোগাড় করিবেন; লক্ষ্মণের ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় তাঁহারা সকলে বসিয়া আছেন। বিপ্র যখন এরূপ ভাবনায় নিমগ্ন, তখন প্রভু তাঁহাকে পাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার যেন একটু বাহ্য হইল—কিন্তু অন্তরের আবেশ তাঁহার তখনও ছুটে নাই; তাই তিনি সেই আবেশের বশে বলিলেন—"প্রভু, আমি বনে (পঞ্চবটীবনে ?) বাস করি; এখানে পাকের সামগ্রী দুর্ল্লভ; লক্ষ্মণ বন্য ফল-মূলাদি আনিতে গিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলেই সীতাঠাকুরাণী পাকের যোগাড় করিবেন।"

১৬৯। তাঁর উপাসনা—বিপ্রের উপাসনা-প্রণালী; অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাস্মরণ-প্রণালীর অনুসরণ। **আস্তে-ব্যস্তে**—ধীরে ধীরে; খুব তাড়াতাড়ি না করিয়া, লীলাস্মরণের আবেশ ছুটিয়া গেলে পর।

১৭০। তৃতীয় প্রহরে—এক প্রহর বেলা থাকিতে। **নির্বিন্ন**—খিন্ন; দুঃখিত। মনের দুঃখে বিপ্র আর আহার করিলেন না। দুঃখের কারণ পরবর্ত্তী ১৭২-৭৪ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৭২। অগ্নি জলে প্রবেশিয়া—আগুনে বা জলে পড়িয়া।

১৭৩। বিপ্রের দুঃখের কারণ বলিতেছেন। পঞ্চবটীবনের নির্জ্জন কুটীর হইতে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; রামভক্ত বিপ্র এই সীতাহরণ-লীলা স্মরণ করিয়া দুঃখে অধীর হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুঃখেই তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৭৫-৮০। প্রভু বিপ্রকে সান্ত্বনা দিতেছেন। প্রভু বলিলেন—"সীতাদেবী চিচ্ছক্তিরূপিণী, ঈশ্বর-প্রেয়সী। প্রাকৃত হস্ত তাঁহাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, প্রাকৃত নয়নও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং প্রাকৃত রাক্ষস রাবণ কিছুতেই সীতাদেবীকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। রাবণ কুটীরদ্বারে আসামাত্রই সীতাদেবী অন্তর্হিত হইলেন; অন্তর্হিত হইলে তাঁহারই ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা এক মায়ামূর্ত্তি তাঁহার স্থলে আসিল। এই মায়ামূর্ত্তি দেখিয়াই

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥ ১৮১
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন ॥ ১৮২
দুর্ব্বেশন-রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন। ১৮৩
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৮৪
বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ১৮৫
'মায়াসীতা নিল রাবণ'—শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥ ১৮৬
'পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগৃহিণী ॥ ১৮৭
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা-আবরণ ॥ ১৮৮
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ১৮৯
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ১৯০
তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥ ১৯১
শুনিঞা প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১৯২
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল ॥ ১৯৩
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥ ১৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাবণ মনে করিলেন—ইনিই শ্রীরামগৃহিণী সীতাদেবী। তাহাকেই তিনি লইয়া গেলেন। বিপ্র! তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর; কুভাবনা ভাবিও না।" **চিদানন্দমূর্ত্তি**—চিন্ময় ও আনন্দময়মূর্ত্তি; শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ। **প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে**—প্রাকৃত চক্ষু-আদি দ্বারা। **আকৃতি মায়া**—আকৃতিরূপা মায়া। মায়ানির্ম্মিতা আকৃতি; মায়াসীতা। **অপ্রাকৃত বস্তু** ইত্যাদি—কোনও অপ্রাকৃত বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না—প্রাকৃত চক্ষুতে দেখা যায় না, প্রাকৃত কানে অপ্রাকৃত বস্তুর শব্দ শুনা যায় না, প্রাকৃত নাসিকায় অপ্রাকৃত বস্তুর গন্ধ পাওয়া যায় না ইত্যাদিরূপে কোনও বস্তুই কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এজন্যই ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও প্রাকৃত জীব আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তাঁহার অঙ্গগন্ধাদি পাই না। **বেদপুরাণে** ইত্যাদি—অপ্রাকৃত বস্তু যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না, সমস্ত বেদ-পুরাণাদিই তাহা বলিতেছেন।

১৮৫-৮৬। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছিল; প্রভু সেই সভায় গিয়া পাঠ শুনিলেন; সেখানে প্রভু শুনিলেন—রাবণ প্রাকৃত-সীতাদেবীকে হরণ করেন নাই, হরণ করিয়াছেন মায়া-সীতাকে। শুনিয়া প্রভুর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল—কারণ, তিনি পূর্ব্বে রামভক্ত বিপ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, পুরাণও তাহাই বলিতেছেন।

১৮৭-৯১। রামেশ্বরের বিপ্রসভায় পুরাণপাঠ শুনিয়া প্রভু জানিতে পারিলেন—"পঞ্চবটীবনে রাবণকে দেখিয়া একাকিনী-সীতা অগ্নির শরণ লইলেন। অগ্নিদেব তাঁহাকে লইয়া পার্ব্বতীর নিকটে রাখিলেন এবং সীতার এক মায়ামূর্ত্তি আনিয়া রাবণের সম্মুখে রাখিলেন; রাবণ তাহাই লইয়া গেলেন। রাবণ-বধের পরে রামচন্দ্র যখন সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করিলেন, তখন মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্নি তাহাকে রাখিয়া প্রকৃত সীতাকে আনিয়া শ্রীরামের নিকট দিলেন।"

১৯২। রামদাস বিপ্র—১৬৩ পয়ারোক্ত দক্ষিণ-মথুরাস্থিত রামভক্ত বিপ্র।

১৯৩। সেই পত্র—কূর্ম্মপুরাণের যে পাতায় সীতাহরণের বিবরণ লিখিত আছে, সেই পাতা।

১৯৪। নূতন পত্র—নূতন একখণ্ড কাগজে সেই পাতার লেখা নকল করিয়া গ্রন্থের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

পত্র লঞা পুন দক্ষিণ-মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥ ১৯৫

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ ১৬
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ ১৭

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ ১৯৫

বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥ ১৯৭

মহা দুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥ ১৯৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সীতয়েতি। সীতয়া কর্ত্তৃভূতয়া বহ্নিরগ্ন্যধিষ্ঠাতা দেবঃ আরাধিতঃ সন্ ছায়াসীতাং মায়াসীতাং অজীজনৎ আবির্ভাবিতবান্ তাং ছায়াসীতাং দশগ্রীবো রাবণো জহার হৃতবান্ সীতা স্বয়ংরূপা জানকী বহ্নিপুরং অগ্নের্বাসং গতা প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১৬

পরীক্ষেতি। রাবণবধানন্তরং সীতায়াঃ বহ্নিপরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং অগ্নিকুণ্ডং বিবেশ প্রবেশিতবতীত্যর্থঃ। বহ্নিরগ্নিদেবঃ স্বপুরাৎ নিজনিবাসাৎ সীতাং স্বয়ংরূপাং জানকীং পুনঃ সমানীয় উদনীনয়ৎ রামায় দত্তবানিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতীতি লাগি—রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাসের নিমিত্ত পুরাতন পাতা প্রভু লইয়া আসিলেন। নূতন কাগজে নূতন লেখা দেখিলে উহা কৃত্রিম বলিয়া বিপ্রের সন্দেহ হইতে পারিত।

১৯৫। কূর্ম্মপুরাণের সেই পুরাতন পত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী লিখিত ছিল।

শ্লো। ১৬-১৭। অন্বয়। সীতয়া (সীতাকর্ত্তৃক) আরাধিতঃ (আরাধিত—প্রার্থিত—হইয়া) বহ্নিঃ (অগ্নি—অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ছায়াসীতাং (মায়াসীতা) অজীজনৎ (উৎপাদন করিয়াছিলেন)। দশগ্রীবঃ (দশানন রাবণ) তাং (তাহাকে—সেই মায়াসীতাকে) জহার (হরণ করিয়াছিল); সীতা (সীতা দেবী) বহ্নিপুরং (অগ্নিদেবের পুরীতে) গতা (গমন করিয়াছিলেন)। পরীক্ষা-সময়ে (রাবণ-বধের পরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা সময়ে) সা (সেই) ছায়াসীতা (মায়াসীতা) বহ্নিং বিবেশ (অগ্নিতে প্রবেশ করেন)। বহ্নিঃ (অগ্নিদেব) স্বপুরাৎ (নিজ পুরী হইতে) সীতাং (স্বয়ংরূপা জানকীকে) সমানীয় (আনিয়া) উদনীনয়ৎ (রামচন্দ্রকে দান করেন)।

অনুবাদ। সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নিদেব এক মায়াসীতার সৃষ্টি করিলেন; এই মায়াসীতাকেই দশানন রাবণ হরণ করিয়াছিল; আর সত্য সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে গমন করেন। রাবণ-বধের পরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা-সময়ে সেই মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন; আর অগ্নিদেব নিজ পুরী হইতে স্বয়ংরূপা সীতাদেবীকে আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে দান করেন। ১৬-১৭

যে সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ পঞ্চবটীবনে শ্রীরামচন্দ্রের কুটীরের অঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন কুটীরমধ্যে সীতাদেবী একাকিনী ছিলেন। দুষ্টমতি রাবণ কৌশলে পূর্ব্বেই শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণকে কুটীর হইতে দূরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তাহার পার্ষদ মারীচকে এক স্বর্ণমৃগ সাজাইয়া কুটীরের নিকটে পাঠাইয়াছিল; স্বর্ণমৃগ দেখিয়া সীতাদেবীর লোভ জন্মিল, ঐ মৃগ ধরিয়া দেওয়ার নিমিত্ত তিনি রামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন। প্রেমবতী ভার্য্যার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া রামচন্দ্র মৃগের অন্বেষণে বাহির হইলেন, লক্ষ্মণকে কুটীর রক্ষার ভার দিয়া গেলেন। মৃগরূপী কুচক্রী মারীচ দৌড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল, রামচন্দ্রও তাহার অনুসরণ করিলেন। অবশেষে তিনি মৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন; বাণাহত হইয়া মৃগরূপী মারীচ ভূপতিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্বর

মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেইদিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে ॥ ১৯৯
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২০০
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি ॥ ২০১
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে ॥ ২০২
চিয়ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥ ২০৩
গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি ॥ ২০৪
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥ ২০৫
মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন ॥ ২০৬
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা—যাহাঁ ভট্টমারি ॥ ২০৭
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানী।
রঘুনাথ দেখি তাহাঁ বঞ্চিলা রজনী ॥ ২০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুকরণ করিয়া—"ভাই লক্ষ্মণ! আমি রাক্ষসের হাতে বিপন্ন, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর"—ইত্যাদি বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। অরক্ষিত কুটীরে সীতাদেবী একাকিনী রহিলেন। সুযোগ বুঝিয়া রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া কুটীর দ্বারে উপনীত হইল। সীতাদেবী সঙ্কটে পড়িলেন। কুটীর হইতে একাকিনী বাহির হইতেও সাহস হয় না; বাহির না হইলেও ভিক্ষার্থী বিমুখ হইয়া যায়। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়াই বোধ হয় তিনি অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হয়েন; অগ্নিদেব দুষ্ট রাবণের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া জানকীকে রক্ষা করিয়া মায়াসীতাকে রাবণের নিকটে পাঠাইলেন। রাবণ এই মায়াসীতাকেই নিয়া লঙ্কায় অশোকবনে রাখিল। রাবণবধের পরে এই মায়াসীতাকেই রামচন্দ্র উদ্ধার করিয়া নিজের নিকটে আনিলেন। অবশ্য, ইনি যে মায়াসীতা—সত্যসীতা নহেন, সত্যসীতা যে অগ্নিদেবের পুরীতে—এসমস্ত রামচন্দ্র জানিতেন না; জানিলে লীলারসের পুষ্টি হইত না। লীলাশক্তিই লীলারসের পুষ্টির নিমিত্ত এ সমস্ত বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহাহউক, যদিও শ্রীরামচন্দ্র জানিতেন—সীতাদেবী কলঙ্কহীনা; তথাপি লোকতুষ্টির নিমিত্ত তিনি সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। তিনি সীতাদেবীকে বলিলেন—"তোমাকে দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে উদ্ধার করা আমার কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিয়াছি। তুমি এত দীর্ঘকাল (দশমাস) দুর্ব্বৃত্ত রাবণের অধীনে ছিলে; তোমার দেহ যে অপবিত্র হয় নাই, যদি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রমাণ দিতে পার, তাহা হইলেই আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি।" অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। অগ্নি-পরীক্ষার মর্ম্ম এই—একটী অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয়; পরীক্ষার্থীকে সেই কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যদি আগুন তাহাকে স্পর্শ না করে, অক্ষতদেহে যদি সেই ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে বাহির হইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ।

রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব পূর্ব্বেই নিজপুরী হইতে অদৃশ্যভাবে সীতাদেবীকে আনিয়া পরীক্ষাস্থলে রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে মায়াসীতা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, স্বয়ংরূপা-জনকনন্দিনী অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণতা হইলেন।

১১শ শ্লোকের শেষচরণে "স্বপুরাদুদনীনয়ৎ"-স্থলে "তৎপুরস্তদনীনয়ৎ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই।

২০২। **বুলে**—ভ্রমণ করেন।

২০৫। "চামতাপুরে"-স্থলে "চামড়াপুর" ও "রামভাহ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২০৭। **ভট্টমারি**—বামাচারী সন্ন্যাসিবিশেষ।

গোসাঞিঃর সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারিসহ তাঁর হৈল দরশন ॥ ২০৯
স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২১০
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২১১
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে—।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ? ॥ ২১২
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ন্যায় নাহি বাসি ॥ ২১৩
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা ॥ ২১৪
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাথে হৈতে।
খণ্ডখণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে ॥ ২১৫
ভট্টমারি ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন ॥ ২১৬
সেইদিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২১৭
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা ॥ ২১৮
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহা চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২১৯
মহাভক্তগণ-সহ তাহাঁ গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাহাঁই পাইল ॥ ২২০
পুঁথি পাইয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার ॥ ২২১
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১০। **স্ত্রী-ধন**—স্ত্রীলোক ও ধনসম্পত্তি।

২১৩। **ন্যায় নাহি বাসি**—সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

২১৪। **মারিবারে**—প্রভুকে মারিতে।

২১৫। **তার অস্ত্র** ইত্যাদি—ভট্টমারিদের অস্ত্র তাহাদেরই নিজেদেরই দেহে পড়িল; তাহাদের নিজেদের অস্ত্রে তাহারা নিজেরাই আহত হইল। ইহা প্রভুর ঐশ্বর্য্যশক্তিরই এক খেলা।

২১৬ **কেশে ধরি** ইত্যাদি—প্রভু কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণকে কেশে ধরিয়া সেস্থান হইতে লইয়া আসিলেন।

কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণের উপলক্ষ্যে প্রভু দেখাইলেন—যে সম্প্রদায়ে কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন আছে, তাহার সংশ্রবে যাওয়া সাধকের পক্ষে সঙ্গত নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ এরূপ কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলে প্রভু কৃপা করিয়া উদ্ধার না করিলে তাহার আর নিস্তার নাই।

কৃষ্ণদাস স্বয়ং-মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারই পার্ষদ; স্বয়ং প্রভুর সেবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, কামিনী-কাঞ্চন তো দূরের কথা, সালোক্যাদি মুক্তির লোভও তাঁহাদের মনকে বিচলিত করিতে পারে না। প্রভুর পার্ষদ কৃষ্ণদাসের মন ভট্টমারিদের কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ হওয়ার কোনও হেতু থাকিতে পারে না; যাহারা ভজনমার্গের অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত, কামিনী-কাঞ্চন হইতে তাঁহাদেরও যে ভয়ের কারণ আছে, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই লীলা।

২১৯। **প্রভুর পরম সৎকার**—প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন।

২২০। **মহাভক্তগণ**—পরম ভাগবতগণ। **গোষ্ঠী**—ইষ্টগোষ্ঠী; কৃষ্ণকথার আলাপন। **ব্রহ্ম সংহিতাধ্যায়**—ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়। **তাহাঁই**—পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে। ব্রহ্মসংহিতা একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ; ইহা স্বয়ং ব্রহ্মারই রচিত বলিয়া কথিত আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থে একশত অধ্যায় ছিল বলিয়া জানা যায়;

অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতিসার ॥ ২২৩
বহুযত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া।
অনন্তপদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা ॥ ২২৪
দিন-দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দ্দন ॥ ২২৫
দিন দুই তাহাঁ করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ ॥ ২২৬
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২২৭
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাহাঁ তত্ত্ববাদী।
উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখি তাহাঁ হৈলা প্রেমোন্মাদী ॥২২৮
নর্ত্তকগোপাল কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২২৯
গোপীচন্দন-ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোনমতে ॥ ২৩০
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৩১
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈল ॥ ২৩২
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে।
প্রথমদর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৩৩
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥ ২৩৪
তাঁ-সভার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সভা-সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ॥ ২৩৫
তত্ত্ববাদি-আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন— ॥ ২৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু পয়স্বিনীতীরে প্রভু কেবল পঞ্চম অধ্যায়টী মাত্র দেখিতে পায়েন; দেখিয়া প্রভু তাহা পড়িলেন, পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন; গ্রন্থখানি নকল করাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেন; আনিয়া গৌড়ের ভক্তদের দিলেন; এইরূপেই বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের প্রচলন হয়। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণধামের তত্ত্ব ও মহিমাদি বিবৃত আছে।

২২৮। **মধ্বাচার্য্য-স্থানে**—শ্রীপাদমধ্বাচার্য্যের শ্রীপাটে। **তত্ত্ববাদী**—শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদিগকে তত্ত্ববাদী বলে; ইঁহারা দ্বৈতবাদী এবং শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের ভয়ানক বিরোধী। **উড়ুপ**—চন্দ্র। **উড়ুপকৃষ্ণ**—চন্দ্রকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র।

২২৯। **নর্ত্তকগোপাল**—উড়ুপ-কৃষ্ণের বিগ্রহ নর্ত্তক-গোপালের (নৃত্যকারী বালগোপালের) বেশে গঠিত। **মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া**—কথিত আছে, কোনও বণিক্ নৌকাযোগে দ্বারকা হইতে আসিতেছিলেন; নৌকা যখন এই স্থানের (মধ্বাচার্য্যের শ্রীপাটের) নিকটে আসে, তখন ইহা জলমগ্ন হয়। সেই নৌকায় অনেক গোপীচন্দন ছিল; গোপীচন্দনের মধ্যে বালগোপালের মূর্ত্তি ছিলেন। গোপীচন্দনসহ তিনিও জলমগ্ন হইলেন; জলমগ্ন হইয়া তিনি স্বপ্নযোগে মধ্বাচার্য্যকে সমস্ত বিবরণ বলিয়া জলের ভিতর হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে মধ্বাচার্য্য তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার সেবা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

২৩৩। **মায়াবাদিজ্ঞানে**—সন্ন্যাসী দেখিলেই তৎকালে লোকে শঙ্করাচার্য্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিত। **না কৈল সম্ভাষণে**—প্রভুকে অদ্বৈতবাদী মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন নাই। কথিত আছে, তৎকালে তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদীর মুখ দেখিলেও সবস্ত্রে স্নান করিতেন।

২৩৪। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া তত্ত্ববাদীদের সন্দেহ ঘুচিয়া গেল; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—প্রভু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।

২৩৫। **গোষ্ঠী**—তত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় আলোচনা।

২৩৬। **পরম প্রবীণ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ। **তত্ত্ববাদি-আচার্য্য**—তত্ত্ববাদীদের আচার্য্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধনশ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥ ২৩৭

আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ ২৩৮

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ॥ ২৩৯

প্রভু কহে —শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলের পরমসাধন॥' ২৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩৭। তত্ত্ববাদীদের গর্ব্ব ছিল—তাঁহাদের সাধ্য এবং তাঁহাদের সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রভু এই গর্ব্ব দূর করার উদ্দেশ্যে সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে তাঁহাদের আচার্য্যকে প্রশ্ন করিলেন।

২৩৮-৩৯। প্রভুর প্রশ্ন শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেই শ্রেষ্ঠ সাধন অনুষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধনের অনুষ্ঠান—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ—করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে; তাহা হইতেই পঞ্চবিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। তাহা হইলে পঞ্চবিধা মুক্তিই হইল শ্রেষ্ঠ সাধ্য।" পরবর্ত্তী ২৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ। ইহাই **কৃষ্ণভক্তের সাধন**—কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়। ২.৮।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পঞ্চবিধ মুক্তি**—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পাঁচ রকমের মুক্তি। ১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন"—এই পয়ারার্দ্ধে একটী কথা বিবেচ্য। শ্রুতিস্মৃতি কথিত সাযুজ্য হইতেছে ব্রহ্মে প্রবেশ এবং সারূপ্য হইতেছে উপাস্যের অনুরূপ রূপপ্রাপ্তি; কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাযুজ্য এবং সারূপ্য তদ্রূপ নহে। তাঁহার মতে, বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যেক জীবেরই একটী নিত্য এবং চিন্ময় "স্বরূপদেহ" আছে; এই স্বরূপদেহসমূহ একরূপ নহে, খগ-তৃণ-নর-মৃগ প্রভৃতির আকারের ন্যায়। শ্রীনারায়ণের বিগ্রহের বাহিরেই এই স্বরূপদেহসমূহ থাকে। মাধ্বমতে মুক্তজীব যখন বৈকুণ্ঠস্থিত তাঁহার স্বরূপদেহকে প্রাপ্ত হয়েন, তখনই বলা হয়, তিনি সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার, নারায়ণের বহিঃস্থিত "স্বরূপদেহ"-সমূহের অনুরূপ দেহও নারায়ণের বিগ্রহমধ্যে অবস্থিত আছে। বহিঃস্থিত স্বরূপদেহসমূহ হইতেছে অন্তঃস্থিত দেহসমূহের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব; অন্তঃস্থিত দেহসমূহ হইতেছে বহিঃস্থিত স্বরূপদেহসমূহের বিম্ব। অন্তঃস্থিত বিম্ব দেহে প্রবেশই হইতেছে মাধ্বমতে সাযুজ্য। সুতরাং মাধ্বমতের সাযুজ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ নহে এবং সেই মতের সারূপ্যও উপাস্যের সমান-রূপপ্রাপ্তি নহে।

২৪০। তত্ত্ববাদী আচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"আচার্য্য! তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমর্পণই কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; শাস্ত্র বলেন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। আর তুমি বলিতেছ,—পঞ্চবিধা মুক্তিই কৃষ্ণভক্তির ফল; শাস্ত্র তাহাও বলেন না; শাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবাই কৃষ্ণভক্তির ফল। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই হইল সাধ্য, আর তার সাধন হইল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি।"

শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন। শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপলক্ষণে নববিধা ভক্তির কথাই এস্থলে বলা হইতেছে। **কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-ফল**—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ ফল; প্রেমের (প্রীতির) সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা, তাহাকেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনের ফল বলা হইয়াছে। **পরম-সাধন**—শ্রেষ্ঠ সাধন (বা উপায়)।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ৭।৫।২৩, ২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ১৮

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পাদসেবনং পরিচর্য্যা অর্চ্চনং পূজা দাস্যং কর্ম্মার্পণং সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণ-পালনাদি-চিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ। ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা অধীতেন চেদ্ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়েত সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত তদুত্তমমধীতং মন্যে নত্বদ্দগুরোরধীতং তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতিভাবঃ। স্বামী। ১৮-১৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৮-১৯। অন্বয়। বিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) শ্রবণং (শ্রবণ), কীর্ত্তনং (কীর্তন), স্মরণং (স্মরণ), পাদসেবনং (পাদসেবন), অর্চ্চনং (অর্চ্চন), বন্দনং (বন্দন), দাস্যং (দাস্য), সখ্যং (সখ্য), আত্মনিবেদনং (আত্মনিবেদন), ইতি (এই) নবলক্ষণা (নবলক্ষণা—নববিধা) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভগবতি বিষ্ণৌ (ভগবান্ বিষ্ণুতে) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অর্পিতা (অর্পিতা) [সতী] (হইয়া) চেৎ (যদি) পুংসা (কোনও ব্যক্তিকর্তৃক) ক্রিয়েত (কৃত—অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাহাকে) উত্তমং (উত্তম) অধীতং (অধ্যয়ন) মন্যে (মনে করি)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি (প্রথমতঃ) ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পিত হইয়া (তাহার পরে) কোনও ব্যক্তিকর্তৃক যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি।

প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজেকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিয়া উৎকট তপস্যায় রত হইয়াছিলেন (শ্রী. ভা. ৭।৩।১-২)। যখন তিনি এইভাবে তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে দেবতাগণ দৈত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন; ভয়ে দৈত্যগণ গৃহ-স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর রাজপুরী বিনষ্ট করিয়া দৈত্যরাজ-মহিষীকে লইয়া গেলেন; তিনি ছিলেন তখন অন্তঃস্বত্বা। পথিমধ্যে নারদের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে নারদ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন; তাহার ফলে দেবরাজ হিরণ্যকশিপুর মহিষীকে নারদের হস্তে অর্পণ করিলেন। নারদ তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে নিয়া কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নারদের কৃপায় গর্ভস্থ শিশুও সেই উপদেশ শ্রবণ এবং হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহারই নাম হইল প্রহ্লাদ। নারদের কৃপায় মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালে প্রহ্লাদ যে ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই; ভূমিষ্ঠ হইয়াও তিনি তদনুসারে নিজেকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন (শ্রী. ভা. ৭ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়)। নারদের কৃপাই প্রহ্লাদের ভক্তির মূল। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রপুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে পাঠাইলেন।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে প্রহ্লাদ যখন পিতার চরণে যাইয়া প্রণত হইলেন, তখন তাঁহার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহভরে আলিঙ্গনাদি করিয়া বলিলেন—"বৎস! এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিখিয়াছ, তাহার মধ্যে উত্তম যাহা, তাহার কিঞ্চিৎ শুনাও দেখি।" তখনই পিতার কথার উত্তরে প্রহ্লাদ এই শ্লোক দুইটী বলিয়াছিলেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম ষণ্ডামার্ক—ষণ্ড ও অমার্ক। হিরণ্যকশিপু তাঁহাদের হস্তেই প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে বিষ্ণু-বিদ্বেষই শিক্ষা দিতেন। হিরণ্যকশিপুর কথা শুনিয়া এক্ষণে প্রহ্লাদ মনে মনে বলিলেন—"বিপ্রাধম ষণ্ডামার্ক আমার গুরুই নহেন; শ্রীনারদই আমার প্রকৃত গুরু; তাঁহার মুখে ভক্তিসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তো প্রকৃত শিক্ষা। সেই শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই এক্ষণে পিতার কথার উত্তর দেওয়া যাউক (চক্রবর্ত্তী)।" মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন—"শ্রবণং কীর্ত্তন-মিত্যাদি।"—"বাবা! শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি আগে বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া পরে যদি কাহারও দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি, তাঁহার অধ্যয়নই সর্ব্বোত্তম হইয়াছে—তিনি যদি কিছু অধ্যয়ন না করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার তদ্রূপ অনুষ্ঠানই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন হইবে (অর্থাৎ তদ্দ্বারাই তিনি সর্ব্বোত্তম অধ্যয়নের ফল পাইবেন); কিন্তু বাবা! ষণ্ডামার্কের নিকটে আমি যে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা উত্তম অধ্যয়ন নয়।" (টী. প. দ্র.)

নবলক্ষণা—নয়টী লক্ষণ যাহার; শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নয়টী সাধনাঙ্গ হইল শুদ্ধা ভক্তির নয়টী লক্ষণ; এই নয়টী লক্ষণদ্বারা যে ভক্তিকে চিনিতে পারা যায়, তাহারই নাম নবলক্ষণা ভক্তি বা নববিধা ভক্তি। **নবলক্ষণা ভক্তিঃ**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ। এই নববিধা ভক্তি যদি প্রথমে **ভগবতি বিষ্ণৌ**—ভগবান্ বিষ্ণুতে **অর্পিতা**—সমর্পিতা হইয়া তাহার পরে **পুংসা**—পুরুষকর্ত্তৃক, কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক (এস্থলে পুংসা শব্দে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে; সুতরাং নববিধা ভক্তি যদি বিষ্ণুতে সমর্পিত হইয়া কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক) **ক্রিয়েত**—কৃত বা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহা শুদ্ধাভক্তি বলিয়া কথিত হয় এবং এইরূপ শুদ্ধাভক্তির যে অনুষ্ঠান, **তৎ**—তাহাই **উত্তমং অধীতং**—উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া আমি **মন্যে**—মনে করি। সর্ব্বোত্তম অধ্যয়নের যাহা ফল, এইরূপ শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান যিনি করেন, ঐ অনুষ্ঠানদ্বারাই তিনি সেই ফল পাইতে পারেন। নববিধা ভক্তিকে কিরূপে বিষ্ণুতে সমর্পণ করিতে হইবে? **অদ্ধা**—সাক্ষাৎরূপে, ফলরূপে বা পরম্পরারূপে নহে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল অর্পণ না করিয়া সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে—"এসমস্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভগবানেরই নিমিত্ত, ভগবানেরই প্রীতির নিমিত্ত, আমার ধর্ম্মার্থাদি লাভের নিমিত্ত নহে, আমার ইহকালের বা পরকালের কোনওরূপ সুখের নিমিত্ত নহে—" এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন—কিন্তু আগে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া পরে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলমাত্র ভগবানে অর্পণ করার কথা যদি তাঁহার মনেও না জাগে, তাহা হইলেই বলা যায় যে, তিনি আগে তৎসমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া পরে তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ভৃত্য গ্রীষ্মকালে পাখা কিনিয়া আনিয়া কর্ত্তাকে দিল; তাহা তখন কর্ত্তার পাখা হইল; সেই পাখা দিয়াই ভৃত্য কর্ত্তার দেহে বাতাস করিয়া তাঁহার সুখবিধান করে—ইহাতে ভৃত্যের লাভের আশা কিছু নাই। ইহা হইল—আগে অর্পণ, পরে অনুষ্ঠানের ন্যায়। আবার আর এক ভৃত্য নিজের পাখা দ্বারা কর্ত্তাকে বাতাস করিল; ইহা হইল—আগে অনুষ্ঠান, তারপরে ফল সমর্পণের ন্যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভগবানের জিনিস, যেহেতু তৎসমস্ত তাঁর প্রীতির সাধন; তাঁহারই জিনিসের দ্বারা তাঁহারই ভৃত্য আমি তাঁহার প্রীতি সাধনের চেষ্টা করিতেছি; এইভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেই সেই অনুষ্ঠান শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ হয়। আহার সকলেরই প্রয়োজন; আহারের আয়োজনও সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু ইহার মধ্যে দুই রকমের লোক আছে; এক যাহারা নিজেদের জন্য রান্নাদি করিয়া খাইতে বসিয়া ঠাকুরের নামে নিবেদন করে। আর—যাহারা রান্নাদিই করে ঠাকুরের জন্য; ঠাকুরের জন্য রাঁধিয়া সমস্তই ঠাকুরের ভোগে নিবেদন করিয়া পরে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের আগে অনুষ্ঠান, পরে ভগবানে অর্পণ। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের—আগে অর্পণ, পরে অনুষ্ঠান। ঠাকুরের জন্য রান্না করে ঠাকুরেরই জিনিস—সুতরাং সমস্ত জিনিস পূর্ব্বেই ঠাকুরে অর্পিত হইয়া গিয়াছে; রান্নাদির অনুষ্ঠান পরে। ভোগ-নিবেদন—বস্তুতঃ অর্পণ নহে—সর্ব্বপ্রথম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অর্পণ নহে ; "প্রভু, তোমারই জিনিস, তোমারই উদ্দেশ্যে তোমারই ভৃত্য রাঁধিয়া আনিয়াছে, কৃপা করিয়া আহার কর—" —ইহাই ভোগ-নিবেদনের তাৎপর্য্য ; সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রথম অর্পণ নহে—ইহা অর্পিত বস্তুর সংস্কারপূর্ব্বক সম্মুখে আনয়ন—ইহাও অনুষ্ঠানই—সমর্পণের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির সমস্ত অঙ্গই—নয়টী অঙ্গই যে সাধককে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও নয়; "তত্র নবলক্ষণে সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ ক্বচিদঙ্গানামিশ্রণস্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী।"—"এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ ২।২২।৭৬॥" যাঁহার যে অঙ্গে শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মে, তিনি সেই অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠানও শাস্ত্রসম্মত। এ সকল ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে একটী কথা সাধককে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যেন সাসঙ্গ হয় (১।৮।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তি থাকা দরকার—"এই আমি শ্রীহরির সাক্ষাতে উপস্থিত ; তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত আমি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছি"—এইরূপ অনুভূতি থাকা একান্ত দরকার ; নচেৎ "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫।" ইহাই হইতেছে শ্লোকস্থ "অদ্ধা"-শব্দের তাৎপর্য্য।

এক্ষণ, এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাই বিবেচনা করা যাউক।

শ্রবণং—নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ (ক্রমসন্দর্ভ); শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-সম্বন্ধিনী কথা ও লীলা-সম্বন্ধিনী কথার শ্রবণ বা কর্ণকুহরে প্রবেশ। মহদ্ব্যক্তিদিগের মুখ-নিঃসৃত নামরূপাদি কথা-শ্রবণেরই বিশেষ মাহাত্ম্য। শ্রবণের মধ্যে শ্রীভাগবত-শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত পরম-রসময় গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের শব্দ-সমূহেরও একটা বিশেষ শক্তি আছে। নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—ইহাদের যে কোনও একটীর শ্রবণে, অথবা যে কোনও ক্রমানুসারে দুইটী বা তিনটীর শ্রবণেও প্রেম লাভ হইতে পারে সত্য ; তথাপি কিন্তু নামের পর রূপ, রূপের পর গুণ, গুণের পর পরিকর এবং পরিকরের পর লীলার কথা শ্রবণের একটা বিশেষ সুবিধা ও উপকারিতা আছে। প্রথমতঃ, নাম-শ্রবণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইয়া থাকে ; শুদ্ধান্তঃকরণে রূপের কথা শুনিলেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপটী উদিত হইতে পারে ; চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপটী সম্যক্রূপে উদিত হইলে পরে যদি গুণের কথা শুনা যায়, তাহা হইলেই চিত্তে সে সমস্ত গুণ স্ফুরিত হইতে পারে ; গুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের কথা শ্রবণ করার সুবিধা ; কারণ, গুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানে গুণ-বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হয় ; এইরূপে নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হইলেই চিত্তে সম্যক্রূপে লীলার স্ফুরণ হইতে পারে।

কীর্ত্তনং—নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাকথার কীর্ত্তন। এস্থলেও শ্রবণের ন্যায় নাম-রূপাদির যথাক্রমে কীর্ত্তন বিশেষ উপকারী। নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব।" কিরূপে নামকীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে, তৃণাদপি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ৩।২০।১৬-২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কলিকালে নামকীর্ত্তনই বিশেষ প্রশস্ত। "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়। ৩।২০।৭ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। ৩।৪।৬৫-৬৬।" যেহেতু, "নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" নামকীর্ত্তন-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির নিয়মও নাই। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ৩।২০।১৪॥" নাম-কীর্ত্তনসম্বন্ধে কাল-দেশাদির নিয়ম না থাকিলেও কলিতে নামকীর্ত্তনের প্রশস্ততার হেতু এই যে—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যং কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যতে, ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎ-প্রশংসেতি স্থিতম্—সকল যুগেই কীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য; কলিতে শ্রীভগবান্ নিজেই কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করান, এই অপেক্ষাতেই কলিতে কীর্ত্তনের প্রশংসা (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব)।" ভগবান্ কলিযুগে দুইভাবে নাম প্রচার করেন। প্রথমতঃ, যুগাবতার-রূপে। কলিযুগের ধর্ম্মই হইল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ; সাধারণ কলিতে যুগাবতার-রূপেই ভগবান্ নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন, নাম বিতরণ করেন। এইরূপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীভগবান্ কর্তৃক নাম বিতরিত হয় বলিয়া কলিযুগে নামের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ কলিতে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁহার কৃপাশক্তিকে পূর্ণতম রূপে বিস্তারিত করিয়া এইরূপ বিশেষ কলিতেই আপামর-সাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া থাকেন, অন্য কোনও যুগে এইরূপ করেন না—ইহা এইরূপ বিশেষ কলিতে হরিনামের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। পরমকৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে এবং তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা আপামর সাধারণকে নামগ্রহণ করাইবার সময়ে নামের সঙ্গে নামগ্রহণকারীর মধ্যে স্বীয় কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, যাহার প্রভাবে নামগ্রহণকারী অবিলম্বেই নামের মুখ্য ফল অনুভব করিতে সমর্থ হয়—ইহা কলিতে হরিনামের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনও যুগে সম্ভব হয় না; কারণ, অন্য কোনও যুগে শ্রীচৈতন্য আত্মপ্রকট করেন না। মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই পূর্ণতম প্রেম-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী; নিজে সেই প্রেম-ভাণ্ডারের আস্বাদন করিয়া আপামর সাধারণকে তাহার আস্বাদন পাওয়াইবার সঙ্কল্প লইয়াই শ্রীরাধার নিকট হইতে ঐ প্রেম-ভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যরূপে বিশেষ কলিতে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন এবং এই প্রেম আস্বাদনের মুখ্য উপায়স্বরূপ নাম বিতরণ করিবার ও করাইবার সময়ে নামকে প্রেমমণ্ডিত করিয়া দিয়া থাকেন। প্রেমময়বপু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ নাম প্রেমামৃত-বিমণ্ডিত, পরমমধুর, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রচারিত তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত নাম পরম-শক্তিশালী—ইহা বিশেষ কলিতে নামের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে কলির যুগধর্ম্ম—সুতরাং অবশ্যকর্ত্তব্য; অন্য ভজনাঙ্গের সঙ্গেও কর্ত্তব্য। "অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্—এজন্যই কলিতে যদি অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেও হয়, তাহা হইলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সংযোগেই তাহা করিবে। শ্রীজীব।" কিন্তু সাধককে দশটী নামাপরাধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ নাম অভীষ্টফল—প্রেম—প্রদান করিবে না। (২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় নামাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। অপরাধ থাকিলে নাম-কীর্ত্তন করা সত্ত্বেও প্রেমের উদয় হয় না। "হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ (১।৮।২৫-২৬)" নামাপরাধ থাকিলে যাঁহার নিকটে অপরাধ, তিনি ক্ষমা করিলে, কিম্বা অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তন করিলেই সেই অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে। "মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তক স্তদনুগ্রহো বা—মহতের নিকটে অপরাধ হইলে ভোগের দ্বারা অথবা তাঁহার অনুগ্রহদ্বারাই তাহার ক্ষয় হইতে পারে। ক্রমসন্দর্ভ।" নিজের দৈন্য প্রকাশ, স্বীয় অভীষ্টের বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠাদিও এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত (শ্রীজীব)।

স্মরণম্—লীলাস্মরণ। নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ—নামসঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করিবে—শ্রীভগবানের লীলাদির চিন্তা করিবে। স্মরণের পাঁচটী স্তর—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। স্মরণ—শ্রীভগবল্লীলাদিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান। ধারণা—অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ভগবল্লীলাদিতে সামান্যাকারে মনোধারণ হইল ধারণা। ধ্যান—বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনকে ধ্যান বলে। ধ্রুবানুস্মৃতি—অমৃত-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে যে চিন্তন, তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। সমাধি—ধ্যেয়মাত্রের স্ফুরণকে বলে সমাধি। লীলাস্মরণে যদি কেবল লীলারই স্ফূর্ত্তি হয়, অন্য কিছুর স্ফূর্ত্তি লোপ পাইয়া যায়, তবে তাহাকেও সমাধি (বা গাঢ় আবেশ) বলে; দাস্যসখ্যাদি ভাবের ভক্তদেরই এই জাতীয় সমাধি হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয় মাত্রের (উপাস্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপাদির) স্ফুরণজনিত সমাধি প্রায়শঃ শান্তভক্তদেরই হইয়া থাকে। রাগানুগামার্গে লীলা-স্মরণেরই মুখ্যত্ব। স্মরণাঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, মনের যোগ না থাকিলে স্মরণাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব এবং মনের যোগই ভজনকে সাসঙ্গ দান করিয়া সফল করে। শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ লীলা। * * মনের স্মরণ প্রাণ। (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।" প্রাণহীন দেহ যেমন শৃগাল-কুকুরাদির আক্রমণের বিষয় হয়, তদ্রূপ ভগবৎ-স্মৃতিহীন মনও কাম-ক্রোধাদির ক্রীড়ানিকেতন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, স্মরণে মনঃসংযোগের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একান্ত প্রয়োজন; মন শুদ্ধ না হইলে মনঃসংযোগ সম্ভব হয় না; অন্যান্য অঙ্গ এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে স্মরণাঙ্গও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করিয়া স্মরণাঙ্গের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের সহায়তা করে।

পাদসেবনং—চরণ সেবা। কিন্তু সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানের চরণসেবা সম্ভব নহে বলিয়া পাদ-শব্দে এস্থলে চরণ না বুঝাইয়া অন্য অর্থ বুঝায়। এস্থলে পাদ-শব্দে ভক্তি-শ্রদ্ধাদি বুঝায়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দ্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াং সাদরত্বং বিধীয়তে।" পাদসেবা-শব্দে সেবায় সাদরত্ব—খুব প্রীতির সহিত সেবা—বুঝাইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দিরে বা গঙ্গা, পুরুষোত্তম (শ্রীক্ষেত্র), দ্বারকা, মথুরাদি তীর্থস্থানাদিতে গমন, মহোৎসব, বৈষ্ণবসেবা, তুলসীসেবা প্রভৃতিও পাদসেবার অন্তর্ভুক্ত (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব)।

অর্চ্চনং—পূজা। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির যে কোনও এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে এবং শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদিত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১।২। ১২৯) বচনে যখন তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়; তখন শ্রীভাগবতমতে—পঞ্চরাত্রাদিবিহিত অর্চ্চনমার্গের অত্যাবশ্যকতা নাই। তথাপি, যাঁহারা শ্রীনারদাদি কথিত পন্থার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গের আবশ্যকতা আছে; কারণ, শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছেন, শ্রীনারদবিহিত অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে।" অর্চ্চন দুই রকমের ; বাহ্য ও মানস; যথাশক্তি উপাচারাদি সংগ্রহ করিয়া দেবালয়াদিতে শ্রীমূর্ত্তি-আদির যথাবিহিত পূজাই বাহ্যপূজা। আর কেবল মনে মনে যে পূজা, তাহার নাম মানস পূজা; মানস-পূজার উপকরণাদি মনে মনেই সংগ্রহ করিতে হয়; মনে করিতে হয়—"সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত; তাঁহারই সাক্ষাতে আমিও উপস্থিত থাকিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছি, স্বর্ণথালাদিতে যথেচ্ছ ভাবে উপকরণাদি সজ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছি, তাঁহার আরতি-আদি করিতেছি, তাঁহাকে চামর-ব্যজন করিতেছি, দণ্ডবৎ-নতি পরিক্রমাদিও করিতেছি—ইত্যাদি।" বাহ্য পূজার পূর্ব্বে মানস-পূজার বিধি আছে; সুতরাং মানস-পূজা অর্চ্চনেরই একটি অঙ্গ—মানস-পূজাই অর্চ্চনাঙ্গের সাঙ্গত্ব দান করে। শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, বালুকাময়ী, মৃণ্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটাদি, মণিময়ী এবং মনোময়ী—এই আট রকমের শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিটী কোনও পরিদৃশ্যমান বস্তুদ্বারা গঠিত নহে; শাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণরূপের যে বর্ণনা আছে, তদনুযায়ী মনে চিন্তিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই এই মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তি—মানসীমূর্ত্তি। শ্রীমূর্ত্তি পূজার উপলক্ষে এই মনোময়ীমূর্ত্তি-পূজার বিধি থাকাতে বাহ্যপূজাব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কেবল মানস-পূজার বিধিও পাওয়া যাইতেছে; ক্রমসন্দর্ভে মানস-পূজা সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি। মনোময্যা মূর্ত্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ। অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈ রিত্যাবির্হোত্রবচনে বা শব্দাৎ।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বাহ্যপূজা না করিয়া কেবলমাত্র মানস-পূজার বিধিও পাওয়া যায়। মানস-পূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটী বিবরণ শ্রীজীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই। প্রতিষ্ঠানপুরে এক বিপ্র ছিলেন; অত্যন্ত দরিদ্র; স্বীয় কর্ম্মফল মনে করিয়া এই দারিদ্র্যকে তিনি শান্তচিত্তেই বহন করিতেন। এই সরলবুদ্ধি বিপ্র একদিন এক ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিবরণ শুনিলেন; প্রসঙ্গক্রমে তিনি শুনিলেন—"তে চ ধর্মা মনসাপি সিদ্ধ্যন্তি—সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মনের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া তিনিও মানস-পূজাদি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রত্যহ গোদাবরীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক মন স্থির করিয়া মনে মনে শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক মানস-পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন; তিনি মনে করিতেন—তিনি নিজেও যেন রেশমীবস্ত্র পরিয়াছেন, শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি করিতেছেন; তারপর স্বর্ণ-রৌপ্য কলসে সমস্ত তীর্থের জল আনিয়া তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া এবং অপর নানাবিধ পরিচর্য্যার দ্রব্য আনিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্নানাদি করাইয়া মণিরত্নাদি দ্বারা বেশভূষা করাইতেছেন; তারপর আরাত্রিকাদি করিয়া মহারাজোপচারে ভোগরাগাদি দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। দিনের পর দিন এই ভাবে বিপ্রের ভজন চলিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন তিনি মনে মনে ঘৃত-সমন্বিত

শ্রবণ-কীর্ত্তন-হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণথালায় তাহা ঢালিয়া (মনে মনে) শ্রীহরির ভোজনের নিমিত্ত থালাখানা হাতে ধরিয়া উঠাইতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরমান্ন অত্যন্ত গরম। যে পরিমাণ গরম হইলে ভোজনের উপযোগী হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক গরম কিনা—তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যেই মাত্র তিনি মনে মনে পরমান্নের মধ্যে আঙ্গুল দিলেন, তৎক্ষণাৎই তাঁহার আঙ্গুল পুড়িয়া গেল বলিয়া তাঁহার মনে হইল (এ সমস্তই কিন্তু মনে মনে হইতেছে)। আঙ্গুল পুড়িয়া যাওয়ায়, পোড়া আঙ্গুলের স্পর্শে পরমান্ন নষ্ট হইয়া গেল—ভাবিতেই তাঁহার আবেশে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পরে তিনি দেখিলেন—তাঁহার যথাবস্থিত দেহের আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়াছে, সেই আঙ্গুলে বেশ বেদনাও অনুভূত হইতেছে। এদিকে শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বসিয়া বিপ্রের এসমস্ত ব্যাপার জানিয়া একটু হাসিলেন; তাঁহার হাসি দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তবৎসল শ্রীনারায়ণ বিমান পাঠাইয়া সেই বিপ্রকে বৈকুণ্ঠে আনাইয়া লক্ষ্মী-আদিকে দেখাইলেন এবং তাঁহার ভজনে তুষ্ট হইয়া বিপ্রকে বৈকুণ্ঠেই স্থান দান করিলেন।

অর্চ্চনাঙ্গের সাধনে সেবাপরাধাদি বর্জ্জন করিতে হইবে। অর্চ্চনাঙ্গের বিধি এবং সেবাপরাধাদির বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে দ্রষ্টব্য। ২।২২।৭৩-পয়ারের টীকায় সেবাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বন্দনং—নমস্কার। বস্তুতঃ ইহা অর্চ্চনেরই অন্তর্ভুক্ত; তথাপি বন্দনাদির অত্যধিক মাহাত্ম্যবশতঃ বন্দনও একটী স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক হস্তে, বস্ত্রাবৃতদেহে, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে, পশ্চাতে বা বামভাগে নমস্কারাদি করিলে অপরাধ হয়। অর্চ্চনাঙ্গের ন্যায় বন্দনেও অপরাধ-বিচার আছে।

দাস্যং—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস—এইরূপ অভিমানের সহিত তাঁহার সেবা। এইরূপ অভিমান না থাকিলে ভজন সিদ্ধ হয় না। "অস্তু তাবত্তদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি—ক্রমসন্দর্ভ।" পরিচর্য্যাদিদ্বারাই দাস্য প্রকাশ পায়।

সখ্য—বন্ধুবৎ-জ্ঞান। শ্রীভগবান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও সাধক যদি তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুর ন্যায় মনে করেন, বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার (ভগবানের) মঙ্গলের বা সুখের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই ভগবানের প্রতি তাঁহার সখ্য প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে উপাস্য-দেবের খুব কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া সাধক যদি তাঁহাকে ব্যজন করিতে থাকেন, চন্দনাদি সুগন্ধি ও শীতল দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলেই বন্ধুর কাজ হইবে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যে প্রীতিমূলক বিশ্রম্ভ—বিশ্বাসময় ভাব আছে।

আত্মনিবেদনং—শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ করিলে নিজের জন্য আর কোনও চেষ্টাই থাকে না; দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীভগবানের কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি তাহার গরু বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে যেমন আর সেই গরুর ভরণ-পোষণাদির জন্য কোনওরূপ চেষ্টা করে না, তদ্রূপ যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিও আর নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাবে কোনও চেষ্টা করেন না।

২৪১। শ্রেষ্ঠ সাধনের কথা বলিয়া শ্রেষ্ঠ সাধ্যের কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু।

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে ইত্যাদি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। ২।২২।৫৭॥" **সেই পরম পুরুষার্থ**—সেই প্রেমই পরম (বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষার্থ (বা জীবের কাম্য বস্তু)। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীকে সাধারণতঃ চারি পুরুষার্থ বলে; এই চারিটী পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইল কৃষ্ণপ্রেম; এজন্য কৃষ্ণপ্রেমকে পরম-পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। কোনও গ্রন্থে "পরমপুরুষার্থ"-স্থলে "পঞ্চম পুরুষার্থ"-পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ এই—ধর্ম্ম-অর্থাদি চারিটী পুরুষার্থের পরে কৃষ্ণপ্রেম হইল পঞ্চম-পুরুষার্থ। **পুরুষার্থ-সীমা**—পুরুষার্থের

তথাহি (ভা. ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২০ ॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥ ২৪২

তথাহি (ভা. ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ২১

তথাহি ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শেষসীমা; যাহার পরে আর কোনও পুরুষার্থ (বা জীবের কাম্যবস্তু) থাকিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সেই পুরুষার্থ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং সমগ্র অপ্রাকৃত জগতের—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদিরও—আশ্রয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; প্রেমদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে পাওয়ার বাকী আর কিছুই থাকে না; তাই এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রেমই হইল পুরুষার্থ-সীমা। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রেম লাভ হয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে "এবং ব্রতঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তশ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তীশ্লোকে 'শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ করা হইয়াছে; এই শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে যাহা হয়, তাহাই, "এবং ব্রতঃ"-শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে; কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলে ভক্তের যে অবস্থা হয়, তাহাই "এবং ব্রত"-শ্লোকে বলা হইয়াছে; সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে যে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তাহাই "এবং ব্রত"-শ্লোকে বলা হইল।

২৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সাধনত্ব স্থাপন করিয়া এক্ষণে তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের (২৩৮ পয়ারোক্ত) মত খণ্ডন করিতেছেন। আচার্য্য বলিয়াছিলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কৃষ্ণে সমর্পণই (অর্থাৎ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই) শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রভু বলিতেছেন—"আচার্য্য! তুমি কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন বলিতেছ; কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন না; শাস্ত্রে বরং কর্ম্মের নিন্দা এবং কর্ম্মত্যাগের প্রশংসার কথাই শুনা যায়; কারণ, কর্ম্মদ্বারা কখনও প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না।"

কর্ম্মত্যাগ—কর্ম্মে (বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে) বন্ধন জন্মে বলিয়া এবং কর্ম্মে স্বসুখানুসন্ধান আছে বলিয়া—বিশেষতঃ ইহা ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া—শাস্ত্র কর্ম্মত্যাগ করার কথাই বলেন। পরবর্ত্তী ২১, ২২, ২৩ শ্লোক ইহার প্রমাণ। **কর্ম্মনিন্দা**—কর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া, অধিকন্তু ইহা স্বসুখানুসন্ধানমূলক বলিয়া শাস্ত্র কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। রায়-রামানন্দের সহিত সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মকে এবং কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকেও "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। ২।৮।৫৫-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মনিন্দার কথা বলেন কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন "কর্ম্ম হৈতে" ইত্যাদি বাক্য। **কর্ম্ম হৈতে** ইত্যাদি—কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না বলিয়াই শাস্ত্র কর্ম্মকে নিন্দা করেন এবং কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২১-২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৩-৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভা. ১১।২০।৯)—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২৩

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ ২৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সাবধিং কর্ম্মযোগমাহ তাবদিতি নবভিঃ। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি। যাবতা যাবৎ॥ স্বামী॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২৩। অন্বয়। যাবতা (যে পর্যান্ত) ন নির্ব্বিদ্যেত (নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে) বা (অথবা) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) মৎকথা-শ্রবণাদৌ (কৃষ্ণকথা-শ্রবণাদিতে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ন জায়তে (না জন্মে), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম —নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম) কুর্ব্বীত (করিবে)।

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত—আমার কথা —শ্রীকৃষ্ণকথা—শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ করিবে।" ২৩

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শ্লোকে দুই রকম অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ—নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মেতে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে বলিয়া যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা; জ্ঞানযোগই ইঁহাদের পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। "নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। শ্রীভা. ১১।২০।৭॥" দ্বিতীয়তঃ—কোনও মহাপুরুষের কৃপার ফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহার কথা; কর্ম্মবিষয়ে তিনি তখন আর অতি বিরক্তও নহেন, অতি আসক্তও নহেন। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান। ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ শ্রীভা. ১১।২০।৮॥"

জীব স্বভাবতঃই কর্ম্মে আসক্ত; সুতরাং কর্ম্মে অধিকার জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কত কাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্মাধিকার চলিবে—পূর্ব্বোক্ত দুই রকমের অধিকারীর মধ্যে জীব কখনই বা জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারে এবং কখনই বা ভক্তিযোগের অধিকারী হইতে পারে—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না জন্মিবে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মিবে—সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ সেই পর্য্যন্তই কর্ম্মে অধিকার—সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মে, যখন নির্ব্বেদ জন্মে, তখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবে—তখনই সাধক জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়। কিম্বা, মহৎ-কৃপাদির ফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে যখন শ্রদ্ধা জন্মে, তখনও কর্ম্মত্যাগ করিবে, করিয়া ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিবে—তখনই সাধক ভক্তিযোগের অধিকারী হইবেন। **যাবতা**—যে পর্য্যন্ত **ন নির্ব্বিদ্যেত**—নির্ব্বেদ না জন্মে; কর্ম্মবিষয়ে নির্ব্বেদ না জন্মে; নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না জন্মে। **নির্ব্বেদ**—ইহলোকের বা পরলোকের বিষয়াদিতে দুঃখবুদ্ধিজনিত বিরক্তি; কর্ম্মের ফলে বন্ধন জন্মে বলিয়া—ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ জন্মে বলিয়া—যাহা কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাও দুঃখমিশ্রিত এবং পরিণামে দুঃখময় বলিয়া—কর্ম্মে যে বিরক্তি জন্মে, অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই নির্ব্বেদ; নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই এইরূপ নির্ব্বেদ জন্মে; এইরূপ নির্ব্বেদ যে পর্য্যন্ত না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে যদি কোনও ভাগ্যবশতঃ মহৎ-কৃপা লাভ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বেদ না জন্মিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে; এইরূপ শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। **শ্রদ্ধা**—"শ্রদ্ধাশব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়। ২।২২।৩৭॥" শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রভাবে, শুদ্ধভক্তের কৃপাতেই এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।

২৪৩। তত্ত্ববাদী আচার্য্যের কথিত সাধনের খণ্ডন করিয়া এক্ষণে তাঁহার কথিত সাধ্যের খণ্ডন করিতেছেন। তত্ত্ববাদীদের মতে পঞ্চবিধ-মুক্তিই শ্রেষ্ঠসাধন (২।৯।২০৯); কিন্তু প্রভু বলিতেছেন—ভক্তগণ পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও

তথাহি (ভা. ৬।১৪।১৩)—

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৪

তত্রৈব (ভা. ৫।১৪।৪৪)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তস্যৈবং বিষয়ত্যাগো ন চিত্রমিত্যাহ য এবং ভূতোঽসৌ নৃপঃ স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদিতি যৎ তদুচিতং সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকো যস্যা ইতি পরিজনাবলোকঃ শ্রিয়ামপ্যর্থ্যতে যতো মধুদ্বিষঃ সেবায়ামনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং মহতাং অভবো মোক্ষোঽপি ফল্গু তুচ্ছ এব। স্বামী। ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুক্তিই আকাঙ্ক্ষা করেন না; তাঁহারা মুক্তিকে নরকতুল্য মনে করেন; কারণ, মুক্তিতে ভগবৎ-সেবা নাই। কাজেই পঞ্চবিধ-মুক্তি সাধ্যশ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

পঞ্চবিধ মুক্তি—সালোক্যাদি পাঁচ রকমের মুক্তি; পূর্ববর্তী ২৩৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ত্যাগ করে**—মুক্তিতে ভগবৎ-সেবা নাই বলিয়া ভক্তগণ তাহা ত্যাগ করেন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। সালোক্যাদি চারিপ্রকারের প্রত্যেক প্রকার মুক্তিই আবার দুই রকমের; এক রকমে সেবার সুযোগ আছে, আর এক রকমে সেবার সুযোগ নাই, তাহা কোনও ভক্তই গ্রহণ করেন না (১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান ভক্তের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনা সম্যক্ স্ফুরিত হইতে পারে না এবং মমত্ববুদ্ধি বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া প্রাণঢালা সেবার সুযোগ নাই। এজন্য শুদ্ধভক্তিমার্গের ভক্ত—যে সালোক্যাদিতে সেবার কিছু সুযোগ আছে তাহাও—গ্রহণ করিতে চাহেন না; যে হেতু, সালোক্যাদির সেবা সঙ্কোচাত্মিকা, ইহা প্রাণঢালা মমত্ববুদ্ধিমূলা সেবা নহে। আর সাযুজ্যমুক্তি তো ভক্তির বিরোধীই; সুতরাং কোনও ভক্তই সাযুজ্যমুক্তি কামনা করেন না। "সাযুজ্য না লয় ভক্ত তাহাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১।৩।১৬॥" **ফল্গু**—তুচ্ছ। মুক্তিতে ভগবৎ-সেবার সুযোগ নাই বলিয়া ভক্তগণ মুক্তিকে সাধ্যহিসাবে অতি তুচ্ছ মনে করেন। **নরকের সম**—নরক যেমন কষ্টকর, ভগবৎ-সেবাবিহীন সালোক্যাদি মুক্তিও ভক্তের পক্ষে তদ্রূপ কষ্টকর; তাই ভক্তগণ মুক্তি ও নরককে কষ্টকরত্বের এবং সেবাসুখ-বিহীনতার দিক্ দিয়া তুল্য মনে করেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ১।৩।১৬ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য। ভক্তগণ যে মুক্তি চাহেন না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। যঃ (যে) নৃপঃ (রাজা—মহারাজ ভরত) দুস্ত্যজান্ (দুস্ত্যজ্য) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (পৃথিবী বা পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ ও স্ত্রী এ সমস্তকে) সুরবরৈঃ (এবং অমরোত্তমগণকর্ত্তৃক) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়া) সদয়াবলোকাং (সদয়-দৃষ্টিযুক্তা) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীকেও) ন ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করেন নাই)—তৎ (তাহা—মহারাজ ভরতের এইরূপ আচরণ) উচিতং (উচিত কার্য্যই হইয়াছে; যেহেতু) মধুদ্বিট্-সেবানুরক্ত-মনসাং (মধুরিপু-শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে অনুরক্তচিত্ত) মহতাং (মহাপুরুষদিগের নিকটে) অভবঃ (মোক্ষ) অপি (ও) ফল্গুঃ (অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ)।

অনুবাদ। ভরত-মহারাজের প্রসঙ্গ-বর্ণনোপলক্ষে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"লোকের পক্ষে সাধারণতঃ যাহা দুস্ত্যজ্য—এরূপ পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ এবং পত্নী এসমস্তকে এবং অমরোত্তমদিগেরও প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টিসম্পন্না লক্ষ্মীকেও যে ভরত-মহারাজ ইচ্ছা করেন নাই, তাহা তাঁহার ন্যায় লোকের পক্ষে

তত্রৈব (ভা. ৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বর্গাদাবেব তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা। স্বামী। স্বর্গ ইতি ত্রয়াণামেব ভক্তিসুখ-রাহিত্যেনারোচকত্বাবিশেষাদিতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উচিত কার্য্যই হইয়াছে; কারণ, যে সমস্ত মহাপুরুষের চিত্ত মধুরিপু-শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকটে মোক্ষও অকিঞ্চিৎকর।" ২৫

রাজর্ষি ভরতের চিত্ত ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত; তাই ভগবৎ-সেবার অনুরোধে তিনি যৌবনেই রাজ্যৈশ্বর্য্য, পুত্র-কলত্রাদি সমস্তকে মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

ক্ষিতি-সুত স্বজনার্থ-দারান্—ক্ষিতি (পৃথিবী, এস্থলে পৃথিবীর রাজত্ব), সুত (পুত্র), স্বজন, অর্থ এবং দারা (বা পত্নী)—এ সমস্তকে। সংসারাসক্ত লোকের পক্ষে এই কয়টী বস্তুর প্রত্যেকটীই দুস্ত্যজ্য; সংসারে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি পৃথিবীর রাজত্ব তো দূরের কথা, নিজের ক্ষুদ্র বসত-বাড়ীটীও ত্যাগ করিতে পারে না; স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, কি টাকা পয়সা—ইহাদের যে কোনও একটীকে ছাড়িয়া যাইতেই তাহার যেন হৃদয় ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু ভরত-মহারাজ এই কয়টী **দুস্ত্যজান্**—দুস্ত্যজ্য বস্তুর সকলটীকেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কেবল ইহাই নহে; তাঁহার ত্যাগের আরও বিশেষত্ব আছে। **সুরবরৈঃ প্রার্থ্যাং**—সুরবরদিগের (অর্থাৎ দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদিগেরও) প্রার্থনীয়া যিনি এবং **সদয়াবলোকাং**—সদয়দৃষ্টিসম্পন্না, অর্থাৎ—"ভরত-মহারাজ বৈরাগ্যজনিত শারীর-কষ্ট সহ্য না করিয়া আমাকর্ত্তৃক লাল্যমান হইয়া নিজের গৃহেই অবস্থান করুক''-এইরূপ ইচ্ছার সহিত সকরুণ দৃষ্টিতে যিনি ভরতের প্রতি চাহিয়াছিলেন (চক্রবর্ত্তী)—যিনি মহারাজ-ভরতকে গৃহে রাখিয়াই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চাহিয়াছিলেন—সেই **শ্রিয়ং**—লক্ষ্মীকেও তিনি **ন ঐচ্ছৎ**—ইচ্ছা করেন নাই। ভরত-মহারাজ অমরোত্তমদিগেরও প্রার্থনীয় লক্ষ্মীর কৃপাকেও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। ভরত-মহারাজের এরূপ আচরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, তিনি তো ক্ষিতি-সুতাদি ইহলোকের সুখভোগ-সাধনমাত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় **মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসাং**—মধুরিপু-শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্তচিত্ত যাঁহারা, তাঁহাদের নিকটে ঐহিকসুখের কথা তো দূরে, **অভবঃ অপি**—মোক্ষ, মুক্তিও **ফল্গুঃ**—অতি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণসেবায় এতই আনন্দ তাঁহারা পাইয়া থাকেন যে, সেই আনন্দের তুলনায় ঐহিক সুখ তো দূরের কথা, মুক্তির আনন্দও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণভক্ত যে মুক্তিকে ফল্গু—অতি তুচ্ছ—বলিয়া মনে করেন—এই ২৪৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। নারায়ণপরাঃ (নারায়ণপর—নারায়ণের ভক্ত) সর্ব্বে (সকল) কুতশ্চন (কাহা হইতেও) ন বিভ্যতি (ভয় পায়েন না); [যতঃ] (যেহেতু) [তে] (তাঁহারা) স্বর্গাপবর্গ-নরকেষু (স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে) তুল্যার্থ-দর্শিনঃ (তুল্য প্রয়োজন দর্শন করেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারায়ণের ভক্তসকল কাহা হইতেও ভয় পায়েন না; যেহেতু, তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে সমান-প্রয়োজন দর্শন করেন। ২৬

মহারাজ চিত্রকেতু শ্রীঅনন্তদেবের কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিতে করিতে এক দিন দেখিলেন—মুনিদিগের সভায় মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া আছেন; দেখিয়া চিত্রকেতু [illegible] দাঁড়াইলেন এবং মহাদেবের প্রতি উপহাস-বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত মানুষও যে [illegible] বোধ করে, লোকগুরু এবং ধর্ম্মবক্তা স্বয়ং মহাদেব মুনিদিগের সভায় কিরূপে তাহা

কর্ম্ম-মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন ? ॥ ২৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতেছেন! শুনিয়া গম্ভীরচিত্ত মহাদেব এবং মুনিগণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; কিন্তু জগজ্জননী পার্ব্বতী বিদ্যাধর-চিত্রকেতুর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া অসুর-যোনি প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত চিত্রকেতুকে অভিসম্পাত দিলেন। চিত্রকেতু জানিতেন—পার্ব্বতীর অভিসম্পাত অব্যর্থ; তথাপি কিন্তু অভিসম্পাত শুনিয়া চিত্রকেতু কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ বিমান হইতে নামিয়া নতমস্তকে পার্ব্বতীকে বলিলেন—"মা, তোমার অভিসম্পাত আমি অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিতেছি, আমার কর্ম্মফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। এই সংসার মায়াময় গুণসমূহের প্রবাহস্বরূপ; ইহাতে শাপই বা কি, অনুগ্রহই বা কি, সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, স্বর্গই বা কি, আর নরকই বা কি—সবই সমান—গুণপ্রবাহ। মা, তুমি যে আমাকে অভিশাপ দিয়াছ, সেই শাপ-মোচনার্থ আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না; কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বস্তুতঃ সাধু হইলেও তুমি যে তাহাকে অসাধু বলিয়া মনে করিয়াছ, তুমি কৃপা করিয়া তাহাই ক্ষমা কর।" এই কথা বলিয়া চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর সমস্ত মুনিগণের সমক্ষেই সভাস্থলে পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া মহাদেব বলিলেন—"দেবি! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ হরির দাসানুদাসগণ কিরূপ নিস্পৃহ, তাহা একবার বিবেচনা কর; তাঁহাদের মাহাত্ম্য তো দেখিলে? প্রিয়তমে! যাঁহারা শ্রীনারায়ণের ভক্ত, তাঁহারা কাহা হইতেই ভয় পান না; স্বর্গ, নরক ও মুক্তি এই তিনটীকেই তাঁহারা সমান মনে করেন। তাই তোমার অভিসম্পাতেও পরমভক্ত চিত্রকেতু কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না।"

নারায়ণপরাঃ—নারায়ণনিষ্ঠ; নারায়ণেই একমাত্র নিষ্ঠা যাঁহাদের, তাদৃশ। **সর্ব্বে**—সকলেই; কেবল চিত্রকেতু নহে; পরন্তু চিত্রকেতুর ন্যায় শ্রীহরিনিষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদের সকলেই। **কুতশ্চন ন বিভ্যতি**—কিছুতেই ভীত হন না; অভিসম্পাতই দাও, কি নরকেই ফেল, কিম্বা প্রহ্লাদের ন্যায় সাপের মুখে, কি অগ্নিকুণ্ডে, কি করিপদ-তলেই নিক্ষেপ কর, কিছুতেই ভগবদ্‌ভক্তগণ বিচলিত হইবেন না। কারণ, তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক—এই তিনটীকেই সমান মনে করেন। যেহেতু—স্বর্গেও ভক্তিসুখ নাই, মুক্তিতেও ভক্তিসুখ নাই, নরকেও ভক্তিসুখ নাই; তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু হইল ভক্তিসুখ; স্বর্গ, মুক্তি ও নরক—এই তিনটীর কোনটীতেই ভক্তিসুখ নাই বলিয়া তিনটীই তাঁহাদের দৃষ্টিতে তুল্য। স্বাধীনতা-সুখ-প্রয়াসী যে সকল ব্যক্তি জেলখানার কয়েদী, তাঁহারা প্রথম-শ্রেণীর কয়েদীই হউন, কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীই হউন, কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীই হউন, কাহারই যেমন স্বাধীনতা-সুখ নাই, সুতরাং স্বাধীনতা-সুখের অভাবের দিক্ দিয়া সকল শ্রেণীই যেমন সমান—তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তিসুখ-প্রয়াসী, ভগবৎ-সেবাভিলাষী, তাঁহারা স্বর্গেই থাকুন, কি নরকেই থাকুন, কিম্বা মুক্তি লাভই করুন—কোন অবস্থাতেই তাঁহারা ভগবৎ-সেবাসুখ পাইতে পারেন না; সুতরাং ভগবৎ-সেবাসুখ-শূন্যতার দিক্ দিয়া স্বর্গ, নরক ও মুক্তি—তিনই সমান। তবে জেলখানার কয়েদীদের যেমন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে শারীরিক সুখ-দুঃখের কিছু পার্থক্য আছে,—তদ্রূপ স্বর্গ, নরক ও মুক্তিতেও শারীরিক সুখ-দুঃখের তারতম্য আছে সত্য; কিন্তু সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে; ভগবদ্‌-ভক্তগণের দেহাভিনিবেশ না থাকায়, এই সুখ-দুঃখের তারতম্য তাঁহাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বাধীনতা-প্রয়াসী কয়েদী জেলখানার প্রথম-শ্রেণীর সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পাইলেও স্বাধীনতা-সুখের অভাবে সর্ব্বদা যেমন দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ভক্তি-সুখপ্রয়াসী ভগবদ্‌ভক্ত স্বর্গাদির অতুল ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ভক্তিসুখের অভাব-জনিত দুঃখে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতে থাকেন।

ভক্তগণ যে মুক্তি ও নরককে সমান মনে করেন, এই ২৪৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বভাব-সুলভ দৈন্য প্রকাশ করিয়া তত্ত্ববাদী আচার্য্যের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"আচার্য্য! ভক্তগণ কর্ম্ম এবং মুক্তি এই দুইটী বস্তুকেই পরিত্যাগ করিয়া চলেন। তুমিও তাহা জান এবং তুমিও

এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন ॥ ২৪৫
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ২৪৬
আচার্য্য কহে—তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৪৭
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥ ২৪৮
প্রভু কহে—কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরিত্যাগ কর। তথাপি তুমি যে কর্ম ও মুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমার নিকটে বলিলে, তাহার হেতু বোধ হয় এই যে—আমার সন্ন্যাসের বেশ দেখিয়া তুমি আমাকে ভক্তিবিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছ; তাই আমার সঙ্গে ভক্তি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় সুখ হইবে না ভাবিয়াই বোধ হয় কর্ম ও মুক্তির কথা বলিয়া আমাকে কোনও রকমে বিদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছ।"

কর্ম্ম-মুক্তি ইত্যাদি—ভক্তগণ সাধন হিসাবে কর্মকে এবং সাধ্য হিসাবে মুক্তিকে পরিত্যাগ করেন। **সন্ন্যাসী দেখিয়া** ইত্যাদি—তৎকালে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সংখ্যা খুবই কম ছিল; প্রায় সন্ন্যাসী মাত্রই তখন মায়াবাদী ছিলেন; তাই সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিত। বিশেষতঃ, প্রভুর অঙ্গে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেশই ছিল। **করহ বঞ্চন**—প্রতারিত কর; প্রাণের কথা না বলিয়া বাজে কথাদ্বারা প্রবোধ দিতে চেষ্টা কর;

২৪৫। **এই ত**—কর্ম্ম ও মুক্তি; **নহে সাধ্য-সাধন**—বৈষ্ণবের সাধ্যও মুক্তি নহে, বৈষ্ণবের সাধনও কর্ম্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম) নহে। তত্ত্ববাদীরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত; তাই প্রভু বৈষ্ণবের সাধ্য ও সাধনের কথা বলিলেন। **সেই দুই**—কর্ম ও মুক্তি এই দুইটীকে যথাক্রমে সাধন ও সাধ্য বলিয়া তুমি (তত্ত্ববাদী আচার্য্য) সিদ্ধান্ত করিলে।

তত্ত্ববাদী কিরূপে প্রভুকে বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল। বৈষ্ণবগণ মুক্তি ও কর্মকে সাধ্য ও সাধন বলিয়া মনে করেন না; তথাপি বৈষ্ণব তত্ত্ববাদী-আচার্য্য মুক্তি ও কর্ম্মের সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব স্থাপন করিলেন; ইহাই বঞ্চনা।

২৪৬। **তত্ত্বাচার্য্য**—তত্ত্ববাদী আচার্য্য, মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। **লজ্জিত**—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কথা বলিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইলেন। **বৈষ্ণবতা**—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-বিনয়।

২৪৭। **এই সুনিশ্চয়**—ইহাই, প্রভু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রসম্মত নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

২৪৮। তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিলেন—"প্রভু, তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করিলে, তাহাই শাস্ত্রসম্মত; আমরাও তাহা জানি; জানিয়াও কিন্তু তদনুরূপ কাজ করিতেছিনা; কারণ, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকেই তাহার সাধন বলিয়া গিয়াছেন; আমরাও মাধ্বসম্প্রদায়ী বলিয়া সম্প্রদায়-অনুরোধে তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুরূপ আচরণই করিয়া থাকি।"

২৪৯। প্রভু তত্ত্ববাদীদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলিয়াছেন। ইহার হেতু বোধ হয় এই যে, তত্ত্ববাদিগণ কর্ম্মকেই সাধন বলিয়া গ্রহণ করেন; তাই প্রভু তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলিয়াছেন; আর তত্ত্ববাদিগণ পঞ্চবিধা মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়া মনে করেন; পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত যে সাযুজ্য মুক্তি, তাহা একমাত্র জ্ঞানীদেরই (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী জ্ঞানমার্গের সাধকদেরই) অভীষ্ট; তত্ত্ববাদীদেরও তাহা অন্যতম অভীষ্ট বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকেও জ্ঞানী বলিয়াছেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে মধ্বাচার্য্যের উপদিষ্ট ভজন-সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায় "ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্।—ভজন দশবিধ; সত্য, হিত ও প্রিয়কথন এবং শাস্ত্রানুশীলন—এই চারিটী বাচিক ভজন। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই তিনটী মানসিক ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ—এই তিনটী কায়িক ভজন। ইহার এক একটী সম্পাদনপূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে।" এস্থলে ভগবানে কর্ম্মার্পণরূপ ভজনের কথা পাওয়া যায়।

সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥ ২৫০
এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ ২৫১
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫২
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
শূর্পারক তীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥ ২৫৩
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাভগবতী ॥ ২৫৪
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥ ২৫৫
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সভার চমৎকার মন ॥ ২৫৬
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাহাঁ এক শুভ বার্ত্তা পাইল—॥ ২৫৭
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥ ২৫৮
শুনিঞা চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি আছেন দেখিল তাঁহারে ॥ ২৫৯
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৬০
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
'উঠ উঠ শ্রীপাদ !' বলি বলিল বচন—॥ ২৬১
শ্রীপাদ ! ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ ২৬২
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাধ্বাচার্য্যের মতে—"বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিয়া থাকেন। (বিশ্বকোষ)।" এস্থলে সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিই মধ্বাচার্য্যের মতে সাধ্য বলিয়া জানা যায়। সাযুজ্যমুক্তি মধ্বাচার্য্যের অনুমোদিত নহে; বরং সাযুজ্যমুক্তিকামী অদ্বৈতবাদিগণ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ প্রচারে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাতই পাইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও তত্ত্ববাদী আচার্য্য পঞ্চবিধা মুক্তিকে মধ্বাচারীদের সাধ্য কেন বলিলেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৮-৩৯ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে।

২৫০। **সত্যবিগ্রহ**—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। প্রভু তত্ত্ববাদীকে বলিলেন—"কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ভক্তিহীন; বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তোমরা কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর আচরণ গ্রহণ করিয়াছে; ইহা প্রশংসার বিষয় নহে। তবে তোমাদের সম্প্রদায়ে একটা প্রশংসার বিষয় এই যে—যদিও তোমরা জ্ঞানীদের অভীষ্ট মুক্তিকে তোমাদেরও অভীষ্ট বলিয়া মনে কর; তথাপি কিন্তু জ্ঞানীদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে কর না—সচ্চিদানন্দময় বলিয়াই মনে কর।" ভূমিকায় "শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-প্রবন্ধে "বিচার ও আলোচনা"-অংশ দ্রষ্টব্য।

২৫১। **এই মত**—এইরূপে; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪০-২৫০ পয়ারোক্তরূপে। **তাঁর ঘরে**—তত্ত্ববাদীর ঘরে বা সম্প্রদায়ে। তত্ত্ববাদীদের সম্প্রদায়ের যে গর্ব্ব ছিল, প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহা চূর্ণ করিলেন। তত্ত্ববাদীদের গর্ব্বের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৬০। **দণ্ডপরণাম**—দণ্ডবৎ প্রণাম। **ঘাম**—ঘর্ম্ম; স্বেদ-নামক সাত্ত্বিক বিকার।

২৬১। **শ্রীপাদ**—সম্মানসূচক সম্বোধন। ২.৩.২২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬২। **আমার গোসাঞির**—আমার গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর। শ্রীরঙ্গপুরী প্রভুর প্রেমবিকার দেখিয়া প্রভুকে বলিলেন—"আমার মনে হইতেছে, আমার গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ আছে; কারণ, শ্রীপাদপুরীগোস্বামীর সম্বন্ধ ব্যতীত এরূপ প্রেমবিকার অন্যত্র দুর্ল্লভ।"

২৬৩। **ক্রন্দন**—প্রেমের ক্রন্দন।

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥ ২৬৪
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচসাত দিনে ॥ ২৬৫
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ-নাম ॥ ২৬৬
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী ॥ ২৬৭
জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল ॥ ২৬৮
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা ॥ ২৬৯
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা-সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসি ভোজনে ॥ ২৭০
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প-বয়স ॥ ২৭১
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ ২৭২
প্রভু কহে—পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা ॥ ২৭৩
এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ২৭৪
দিন-চারি প্রভুকে তাহাঁ রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী-স্নান করে বিঠ্ঠলদর্শন ॥ ২৭৫
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানাতীর্থ দেখি তাহাঁ দেবতামন্দিরে ॥ ২৭৬
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ২৭৭
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়া নিল ॥ ২৭৮
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥ ২৭৯
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ ২৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৬৪। **আবেশ ছাড়ি**—প্রেমের আবেশ ছুটিয়া গেলে। **ঈশ্বর পুরীর** ইত্যাদি—প্রভু যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য, তাহা তিনি বলিলেন।

২৭১। প্রভু যখন বলিলেন যে, তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপে, তখন শ্রীরঙ্গপুরীও নবদ্বীপের কথা বলিতে লাগিলেন ২৬৭-৭১ পয়ারে; শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তিনি একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং শ্রীলজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীমাতার হস্তে ভিক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাই তিনি বলিলেন।

২৭১ পয়ারে বিশ্বরূপের কথা বলিতেছেন; সন্ন্যাসের পরে তাঁহার নাম হইয়াছিল শঙ্করারণ্য। **অলপ বয়স**—অল্প বয়স।

২৭২। **এই তীর্থে**—পাণ্ডুপুরে। **সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—দেহত্যাগ।

২৭৩। **তেঁহো মোর ভ্রাতা**—সেই শঙ্করারণ্য আমার ভাই।

২৭৫। **তাহাঁ**—পাণ্ডুপুরে। **ভীমরথী**—পাণ্ডুপুরের নিকটস্থ নদীর নাম।

২৭৭। **বৈষ্ণবচরিত**—বৈষ্ণবোচিত চরিত্র যাঁহাদের। সেখানকার ব্রাহ্মণদের সকলের চরিত্রই (অর্থাৎ আচরণই) বৈষ্ণবোচিত ছিল। সেখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজেই প্রভু সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ শুনিলেন। **কর্ণামৃত**—শ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুর প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থ। প্রভু কৃষ্ণবেণ্বাতীর হইতে নকল করাইয়া এই গ্রন্থখানি নীলাচলে লইয়া আসেন; তারপর গৌড়ের ভক্তদিগকে ইহার প্রতিলিপি দেন; এইরূপেই বাঙ্গালাদেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রচলন হয়।

২৭৯। **শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে**—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধ প্রেমের জ্ঞান।

২৮০। **সৌন্দর্য্য** ইত্যাদি—সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও কৃষ্ণলীলা—এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটীর সহিত

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥ ২৮১
তাপী-স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী-পুরে।
নানাতীর্থ দেখে তাহাঁ নর্ম্মদার তীরে॥ ২৮২
ধনুতীর্থ দেখি কৈলা নির্বিবন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমূখ-পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥ ২৮৩
সপ্ত তালবৃক্ষ তাহাঁ কানন ভিতর।
অতি-বৃদ্ধ অতি-স্থূল অতি উচ্চতর॥ ২৮৪
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥ ২৮৫
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোক কহে—এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥ ২৮৬
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥ ২৮৭
প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাহাঁ করিলা বিশ্রাম॥ ২৮৮
নাসিক-ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাহাঁ জন্মিলা গোদাবরী॥২৮৯
সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥ ২৯০
রামানন্দরায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥ ২৯১
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া॥ ২৯২
দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দু' জনার মন॥ ২৯৩
কথোক্ষণে দুই জন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া॥ ২৯৪
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥ ২৯৫
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥ ২৯৬
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু-সহ আস্বাদিল—রাখিল লিখিয়া॥ ২৯৭
'গোসাঞি আইলা' গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল॥ ২৯৮
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজ ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ ২৯৯
রাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥ ৩০০
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥ ৩০১
রামানন্দ কহে গোসাঞি! তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া॥ ৩০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"অবধি" শব্দের অন্বয়; শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের অবধি, মাধুর্য্যের অবধি এবং লীলার অবধি। **অবধি**—শেষ সীমা।

২৮১। ব্রহ্মসংহিতা—পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা পাওয়া গিয়াছিল (পূর্ব্ববর্ত্তী ২২০ পয়ার)।

২৮৫। প্রভু সাতটী তালগাছকে আলিঙ্গন করা মাত্রেই তালগাছগুলি অন্তর্হিত হইল, তাহারা সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। কবিকর্ণপূরও একথা বলিয়াছেন। মহাকাব্য। ১৩।১৭-১৮॥

২৮৭। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-উপলক্ষে যখন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বাণদ্বারা সাতটী তালগাছকে ভেদ করিয়াছিলেন। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড একাদশ-সর্গে ইহা বর্ণিত আছে।

২৮৯। কুশাবর্ত্ত—গোদাবরী-নদীর উৎপত্তিস্থান।

২৯৪। ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথার আলাপন।

২৯৯। ভিক্ষা—আহার।

রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ ৩০৩
প্রভু কহে—এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩০৪
রায় কহে—প্রভু! আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাথি-ঘোড়া-সৈন্যকোলাহল ॥ ৩০৫
দিন-দশে ইহাঁ সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ ৩০৬
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩০৭
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিলা গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥ ৩০৮
যাহাঁ যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥ ৩০৯
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ-আদি নিজ-গণে বোলাইলা ॥ ৩১০
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩১১
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩১২
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সভে পথে লাগ পাঞা ॥ ৩১৩
প্রভু প্রেমাবেশে সভা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ ৩১৪
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩১৫
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩১৬
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সভা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে ॥ ৩১৭
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল ॥ ৩১৮
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ মালা লৈয়া ॥ ৩১৯
মালা-প্রসাদ পাইয়া তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩০৩। **সজ্জা**—আয়োজন ; যোগাড়।

৩০৫। **মোর সঙ্গে** ইত্যাদি—রামানন্দ রায় ছিলেন রাজ-প্রতিনিধি ; কটক ছিল তাঁহার রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী ; রাজ-প্রতিনিধিকে রাজধানীতে যাইতে হইলে (অন্যত্র কোথাও যাইতে হইলেও) তাঁহার পদোচিত গৌরব-রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যাদিগকে সঙ্গে লইতে হইত। সৈন্যাদির কোলাহলে প্রভু সুখ পাইবেন না বলিয়া রামনন্দ রায় বলিলেন—"প্রভু, তুমি আগে যাও ; আমি পাছে আসিতেছি।"

৩১০। আলালনাথে আসিয়া প্রভু কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে পাঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ডাকাইলেন। কৃষ্ণদাস-নামক ব্রাহ্মণ নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গেই গিয়াছিলেন।

৩১১। **থেহ**—স্থিরতা ; স্থৈর্য্য। প্রেমে তিনি অস্থির হইয়া গিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রেমে থেহ নাহি পায়"-স্থলে "আনন্দ দেহে না আমায়"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **না আমায়**—আমায় না ; ধরে না ; স্থান হয় না।

৩১৩। **পথে লাগ পাঞা**—প্রভুও আলালনাথ হইতে নীলাচলে আসিতেছিলেন ; আর শ্রীনিত্যানন্দাদি নীলাচল হইতে আলালনাথে যাইতেছিলেন ; পথে প্রভুর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

৩১৭। **ঈশ্বর-দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে।

৩১৯। "বহুনৃত্য"-স্থলে "বহুনৃত্যগীত"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **পাণ্ডাপাল**—পাণ্ডাদের পাল বা দল ; পাণ্ডাগণ। "পাণ্ডাপাল"-স্থলে "পশুপালক"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। পশুপালক—পাণ্ডা। **প্রসাদমালা**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ এবং প্রসাদীমালা।

৩২০। **স্থির হৈলা**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ-মালা পাইয়া প্রভুর প্রেমাবেশ-জনিত অস্থিরতা প্রশমিত হইল।

কাশীমিশ্র আসি পড়িলা প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩২১
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা ॥ ৩২২
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা ॥ ৩২৩
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজ-গণ লৈয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া ॥ ৩২৪
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সংবাহন ॥ ৩২৫
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩২৬
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজ-গণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈলা জাগরণ ॥ ৩২৭
প্রভু কহে—এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন ॥ ৩২৮
এক রামানন্দরায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে—এই লাগি মিলিতে কহিল ॥ ৩২৯
তীর্থযাত্রা-কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ৩৩০
অনন্ত চৈতন্যকথা—কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৩১
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্য-চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৩২
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বোল 'হরি হরি' ॥ ৩৩৩
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥ ৩৩৪
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥ ৩৩৫
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৩৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-
দেশতীর্থভ্রমণং নাম নবমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩২৪। **মধ্যাহ্ন করিয়া**—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া। **নিজগণ**—শ্রীনিত্যানন্দাদিকে।

৩২৫। **পাদসংবাহন**—প্রভুর চরণসেবা।

৩২৮। **তোমা সম**—তোমার (সার্ব্বভৌমের) তুল্য।

৩২৯। **ভট্ট**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **এই লাগি**—এই নিমিত্ত; রামানন্দ-রায়ের সঙ্গে তুমি আনন্দ পাইবে বলিয়া।

৩৩০। এই পয়ার হইতে গ্রন্থকারের উক্তি আরম্ভ।

৩৩১। **লোভে**—শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা বর্ণন করার লোভবশতঃ। **লজ্জা খাঞা**—বর্ণন করিবার শক্তি নাই, তথাপি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি; এজন্য নিজের অসামর্থ্য-জনিত যে লজ্জা, সেই লজ্জার মাথা খাইয়া; নিজের অসামর্থ্যের জন্য লজ্জিত না হইয়া। **করি টানাটানি**—বর্ণনার শক্তি নাই, তথাপি বর্ণনার চেষ্টা করি।

৩৩৩। **শ্রদ্ধা**—দৃঢ়বিশ্বাস। **ভক্তি**—সম্মান। **মাৎসর্য্য**—পরশ্রী-কাতরতা; অন্যের মঙ্গলের প্রতি দ্বেষ। অমৎসর (পরশ্রী-কাতরতাশূন্য) হইয়া হরিনাম করিলেই নামের ফল পাওয়া যায়।

৩৩৪। **অন্যধর্ম্ম**—হরিনাম ব্যতীত অন্য ধর্ম।

৩৩৫। **অগাধ**—অতল। **গম্ভীর**—গভীর, সমুদ্রতুল্য। **স্পর্শি রহি তীর**—প্রভুর লীলারূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিবার (ডুব দিবার) শক্তি নাই; তীরে দাঁড়াইয়া তাহা স্পর্শ করিলাম মাত্র। অতি সামান্য একটু বর্ণনার আভাসমাত্র দিলাম।

৩৩৬। **যতেক বিচারে**—যতই বিচার করিবে।

মধ্য-লীলা

দশম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র-রাজা তবে বোলাইলা সার্ব্বভৌমে ॥ ২

বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে—॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তমিতি। তং গৌরজলদং গৌরমেঘং বন্দে যো গৌরমেঘঃ স্বস্য নিজস্য দর্শনামৃতৈঃ দর্শন-জলকরণৈঃ বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ বৃষ্টিব্যাঘাত স্তেন ম্লানাঃ শুষ্কপ্রায়া ভক্তা এব শস্যানি অজীবয়ৎ পুষ্টং কৃতবানিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তবৎসলায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। মধ্যলীলার এই দশম পরিচ্ছেদে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়ার নিমিত্ত সার্ব্বভৌমের নিকটে রাজা-প্রতাপরুদ্রের অনুনয়, প্রতাপরুদ্র-ব্যতীত পুরুষোত্তমবাসী অন্যান্য ভক্তের সহিত প্রভুর মিলন, কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণের নবদ্বীপ-গমন, শ্রীঅদ্বৈতাদি-গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের জন্য উদ্যোগ, প্রভুর সহিত স্বরূপ-দামোদরের মিলন, ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর চর্ম্মাম্বর-পরিত্যাগাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যানি (স্বীয় বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিবশতঃ শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্যসকলকে) স্বস্য (নিজের) দর্শনামৃতৈঃ (দর্শনরূপ-জলধারা) অজীবয়ৎ (পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন), তং গৌরজলদং (সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যিনি নিজবিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিবশতঃ শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্য সকলকে, নিজের দর্শনরূপ জলধারা, পরিপুষ্ট করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘকে বন্দনা করি।

অনাবৃষ্টির (বৃষ্টির অভাবের) ফলে শস্যসমূহ যেমন শুকাইয়া নির্জীব হইয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহেও সমস্ত ভক্তবৃন্দ তদ্রূপ দুঃখে যেন নির্জীব হইয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টি হইলে শুষ্কপ্রায় নির্জীব শস্যসমূহ যেমন পুনরায় সজীব ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া নির্জীবপ্রায় ভক্তবৃন্দও আবার যেন সজীব—প্রফুল্ল—হইয়া উঠিলেন—তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তাই এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

২। **প্রতাপরুদ্ররাজা**—রাজা প্রতাপরুদ্র; ইনি ছিলেন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি; শ্রীক্ষেত্রও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল কটক। **বোলাইলা**—নিজের নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন।

৩। **বার্ত্তা**—কথা; প্রসঙ্গ। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এই বার্ত্তা লিখিত হইয়াছে।

শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময় ॥ ৪

তোমারে বহুকৃপা কৈলা—কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥ ৫

ভট্ট কহে—যে শুনিলে, সে-ই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৬

বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে ॥ ৭

তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিল তেঁহো দক্ষিণ-গমন ॥ ৮

রাজা কহে—জগন্নাথ-ছাড়ি কেনে গেলা ?
ভট্ট কহে—মহান্তের এই এক লীলা ॥ ৯

তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই-ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক-জন ॥ ১০

তথাহি (ভা. ১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪-৫। এই দুই পয়ার সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রতাপরুদ্রের উক্তি। তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর দর্শন করাইবার নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে অনুরোধ করিলেন।

৬-৮। **ভট্ট**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **যে শুনিলে** ইত্যাদি—তিনি (প্রভু) যে মহাশয়, মহাকৃপাময় এবং আমাকেও যে তিনি বহু কৃপা করিয়াছেন—ইত্যাদি কথা তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহার সমস্তই সত্য। **তাঁহার দর্শন** ইত্যাদি—কিন্তু তোমার পক্ষে তাঁহার দর্শন পাওয়া সম্ভব নহে। (পরবর্ত্তী পয়ারে ইহার কারণ বলা হইয়াছে)। **বিরক্ত সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, বিষয়ীর সংস্পর্শ-ভয়ে তিনি সর্ব্বদা প্রায় নির্জ্জনেই থাকেন; স্বপ্নেও তিনি রাজ-দর্শন করিবেন না। (রাজা বিষয়ী বলিয়া তিনি রাজ-দর্শন করেন না)। **তথাপি**—তিনি রাজ-দর্শন না করিলেও। **প্রকারে**—কোনও প্রকারে; কৌশলে। **তোমায়** করাইতাম ইত্যাদি—কৌশলক্রমে, তোমাকে তিনি দেখিতে না পায়েন, অথচ তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও, এমন স্থানে তোমাকে রাখিয়া দেখাইতে পারিতাম—যদি তিনি এখানে থাকিতেন; কিন্তু তিনি এখন এখানে নাই; অল্প কিছুকাল হইল, তিনি দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে গিয়াছেন।

৯-১০। **মহান্তের**—নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষদিগের।

তীর্থ পবিত্র করিতে—বিষয়াসক্ত পাপীলোকদিগের স্পর্শে তীর্থস্থানগুলিও অপবিত্র হইয়া যায়; সময় সময় নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণ তীর্থস্থানে আসিলে তাঁহাদের চরণস্পর্শে তীর্থের সেই অপবিত্রতা দূরীভূত হয়, তীর্থস্থানগুলি আবার পবিত্র হইয়া উঠে। এইরূপে, মহাপুরুষগণ যে তীর্থদর্শনে আসেন, তাহাতে তাঁহাদের যত না উপকার হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার হয় তীর্থস্থলগুলির। তাই ইহা বলা যায়—বস্তুতঃ তীর্থস্থলগুলিকে পবিত্র করার জন্যই মহাপুরুষগণ তীর্থভ্রমণে আসেন। **সেই ছলে**—তীর্থ-ভ্রমণের ছলে। **নিস্তারয়ে** ইত্যাদি—তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তাঁহারা যখন তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন, তখন যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা যাতায়াত করেন, সেই সেই স্থানের সংসারাসক্ত লোকগণ তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির প্রভাবে—তাঁহাদের পদরজের প্রভাবে—কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাদের সাংসারাসক্তি মন্দীভূত হইয়া যায়; আর তীর্থ-স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াও তাঁহারা বহু তীর্থযাত্রীর উদ্ধারের কারণ হইয়া থাকেন। ১।১।৩১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে—মহাপ্রভু যে দক্ষিণদেশস্থ তীর্থগুলি দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য—তত্তৎতীর্থগুলিকে পবিত্র করা এবং যাতায়াত উপলক্ষে পথিপার্শ্বস্থ সংসারাসক্ত লোকদিগের উদ্ধার করা।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২।৮।৩ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১১
রাজা কহে—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে ? ॥ ১২
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো—নহে পরতন্ত্র ॥ ১৩
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, রাখিতে নারিল ॥ ১৪
রাজা কহে—ভট্ট ! তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ—তাতে সত্য মানি ॥ ১৫
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন ॥ ১৬
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ ১৭
ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে ॥ ১৮
রাজা কহে—ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন ॥ ১৯
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া ॥ ২০
কাশীমিশ্র কহে—আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান ॥ ২১
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২২
সবলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহি আইলা ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১। বৈষ্ণবেরাই যখন জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত তীর্থ-ভ্রমণের ছলে স্বস্থান হইতে বহির্গত হয়েন, তখন স্বতন্ত্র-ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য যে বহির্গত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তেঁহো জীব নহে—শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব নহেন ; জীব স্বতন্ত্র নহে, নিজের ইচ্ছামত সাধারণতঃ অনেক কাজই করিতে পারে না ; তথাপি জীব-তত্ত্ব বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছামত সাংসারিক জীবদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন। **স্বতন্ত্র ঈশ্বর**—কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, নিজের যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারেন ; বিশেষতঃ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫" ; সুতরাং তিনি যে জীব-নিস্তারের নিমিত্ত তীর্থ-ভ্রমণের ছলে বাহির হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

১৩। **নহে পরতন্ত্র**—পরাধীন নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বতন্ত্র পুরুষ ; তিনি কাহারও অধীন নহেন, কেহই তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না ; সুতরাং সামান্য জীব আমি (সার্ব্বভৌম) তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কিরূপে রাখিব ? **স্বতন্ত্র**—যিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

১৫। **বিজ্ঞশিরোমণি**—জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজা বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ! বিজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াই আমি তোমাকে মনে করি ; তাই তোমার কথা বিশ্বাস করি। তুমি যখন বলিতেছ, শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন আমিও তাহা বিশ্বাস করিতেছি।"

১৭। **বিরলে**—নির্জ্জনে। তাঁহার থাকিবার জন্য একটা নির্জ্জন স্থানের দরকার।

১৮। **ঠাকুরের নিকটে**—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। প্রভুর বাসস্থান শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে দর্শনাদির সুবিধা হইবে বলিয়াই নিকটবর্ত্তী স্থানের কথা বলা হইল।

১৯-২০। **সদন**—বাড়ী। **কহিল সব**—প্রভু যে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবেন, সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্রকে তাহা বলিলেন।

২২। **পুরুষোত্তমবাসী**—শ্রীক্ষেত্রবাসী।

২৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রবাসী সকলেরই উৎকণ্ঠা যখন অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইল, তখনই প্রভুও দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে প্রভু ইহাই দেখাইলেন যে—ভগবান্কে

শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার মন।
সভে মেলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন—॥ ২৪
প্রভু-সহ আমা সভার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ ॥ ২৫
ভট্টাচার্য্য কহে—কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাহাঁ মিলাইব সভারে ॥ ২৬
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৭
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহাঁ মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সভাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ২৮
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥ ২৯
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ৩০
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৩১
তবে মহাপ্রভু তাহাঁ বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ ৩২
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাইবার একমাত্র উপায় হইল উৎকণ্ঠা। "যস্য শ্রীভগবৎপ্রাপ্ত্যুৎকটেচ্ছা যতো ভবেৎ। স তত্রৈব লভেত্তামুং ন তু বাসোঽস্য লাভকৃৎ॥ বৃ. ভা. ১।৪।৩২॥—যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি-বিষয়ে উৎকট ইচ্ছা জন্মে, তিনি সেই স্থানেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। প্রভু অমুক স্থানে থাকেন, সুতরাং সেই স্থানেই তাঁর দর্শন মিলিবে—এরূপ কোনও নিয়ম নাই।" বিভু-তত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার দর্শনলাভের জন্য কোনও ভক্তের যদি বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহা হইলে ভগবান্ কৃপা করিয়া তৎক্ষণাৎই দর্শন দিয়া সেই ভক্তকে কৃতার্থ করেন—সেই ভক্ত যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইভাবে গলৎ-কুষ্ঠী বাসুদেবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন (মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভজনাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে প্রেমের উদয়েই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য বাসনা জন্মে; প্রেমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন বাসনাও ক্রমশঃ তীব্রতা লাভ করিয়া উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়; এই উৎকণ্ঠা যখন অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন ভগবান্ দর্শন না দিয়া আর থাকিতে পারেন না; তখনই দর্শন দিয়া তিনি ভক্তকে কৃতার্থ করেন। বস্তুতঃ, তীব্র ক্ষুধা না হইলে যেমন ভক্ষ্য দ্রব্যের সম্যক্ আস্বাদন পাওয়া যায় না, তদ্রূপ ভগবান্‌কে পাওয়ার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা না জন্মিলেও ভগবানের মাধুর্য্যাদির আস্বাদন পাওয়া যায় না।

তবহিঁ—তখনই। কোন কোন গ্রন্থে "ত্বরায়"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ত্বরায়—তাড়াতাড়ি; তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত ভক্তগণের উৎকণ্ঠা এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনিও তাঁহাদিগকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত সমভাবে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। শুদ্ধভক্তের মনের ভাব যে ভগবানের চিত্তেও প্রতিক্রিয়া জন্মাইয়া থাকে, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

২৭। **মহারঙ্গে**—মহা আনন্দে।

২৮। **সেবকগণ**—শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ।

৩১। কাশীমিশ্র সবংশে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলে প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দেখাইয়া আলিঙ্গনদ্বারা অঙ্গীকার করিলেন এবং সম্ভবতঃ এই অঙ্গীকারে কাশীমিশ্রের বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, একটু ঐশ্বর্য্য না দেখিলে সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস জন্মে না।

৩৩। **বাসার সংস্থান**—প্রভুর বাসের জন্য যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহা (শ্রীমন্দিরের নিকটে অথচ পরম নির্জ্জন স্থান) দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। **সর্ব্বসমাধান**—সকল কার্য্য নির্ব্বাহ।

সার্ব্বভৌম কহে—প্রভু ! তোমার যোগ্য বাসা।
'তুমি অঙ্গীকার কর'—এই মিশ্রের আশা ॥ ৩৪
প্রভু কহে—এই দেহ তোমা সভাকার।
যেই তুমি কহ—সেই সম্মত আমার ॥ ৩৫
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিল সব পুরুষোত্তমবাসী—॥ ৩৬
এই-সব লোক প্রভু ! বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হৈয়া আছে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৭
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে।
তৈছে এই সব ; সভা কর অঙ্গীকারে ॥ ৩৮

জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৩৯
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহিতী এই লিখন-অধিকারী ॥ ৪০
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব-প্রধান।
জগন্নাথ-মহাসোয়ার ইঁহো দাস নাম ॥ ৪১
মুরারিমাহিতী—শিখিমাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥ ৪২
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৫। ভগবান্ বাস্তবিক ভক্তেরই সম্পত্তি ; তাই ভগবানের একটী নামও "অকিঞ্চনবিত্ত—অকিঞ্চন ভক্তের বিত্ত বা সম্পত্তি।" ভক্ত যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও তাহাই পূর্ণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। ভক্ত যদি কাহারও জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে কৃপা করেন। ভক্তের প্রীতি-বিধানই ভগবানের ব্রততুল্য। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥—ইহাই ভগবদুক্তি।

৩৬। **দক্ষিণপার্শ্বে**—ডাইন দিকে। **মিলাইতে লাগিলা**—সকলের নাম-ধামাদি বলিয়া প্রভুর সহিত পরিচিত করিতে লাগিলেন।

৩৮। **তৃষিত**—পিপাসার্ত্ত। **হাঁকারে**—ডাকে। পিপাসার্ত্ত চাতক যেমন কেবল মেঘকেই ডাকিতে থাকে, তদ্রূপ প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নীলাচলবাসী ভক্তগণও কেবল প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চাতক—এক রকম পক্ষী ; ইহা মেঘের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না—পিপাসায় মরিয়া গেলেও না। ইহাতে মেঘের প্রতি চাতকের একনিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে ; এস্থলে চাতকের সহিত ভক্তবৃন্দের এবং মেঘের সহিত প্রভুর উপমা দেওয়ায় প্রভুর প্রতি ভক্তগণের একনিষ্ঠত্বই সূচিত হইতেছে।

সভা কর অঙ্গীকারে—সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিলেন "প্রভু, কৃপা করিয়া এ-সমস্ত ভক্তকে তোমার দাসরূপে অঙ্গীকার কর।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে নাম প্রকাশ করিয়া সার্ব্বভৌম একে একে সকলের পরিচয় দিতেছেন।

৩৯। **অনবসরে**—যে সময়ে সেবকব্যতীত অন্য কেহ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পায় না, সেই সময়কে অনবসর বলে।

৪০। **স্বর্ণবেত্রধারী**—সোনার বেত (বা ছড়ি) ধারণ করেন যিনি ; ইনি বোধ হয় তদ্রূপ বেত্রহস্তে শ্রীজগন্নাথের প্রহরীর কাজ করিতেন। **লিখন-অধিকারী**—লিখন-বিষয়ে অধিকার আছে যাঁহার ; শ্রীজগন্নাথের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখেন যিনি।

৪১। **জগন্নাথ-মহাসোয়ার**—শ্রীজগন্নাথদেবের মহাসোয়ার ; সোয়ার অর্থ পাচক (যিনি পাক করেন) ; মহাসোয়ার—প্রধান পাচক ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাককর্ত্তা। **ইঁহো দাসনাম**—ইঁহার (মহাসোয়ারের) নাম দাস (সম্ভবতঃ জগন্নাথদাস)।

৪৩। **ধ্যায়**—ধ্যান করে ; সর্ব্বদা চিন্তা করে।

প্রহরাজ মহাপাত্র ইঁহো মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৪
এই-সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্ত-ভাবে ভজে সভে তোমার চরণ ॥ ৪৫
তবে সভে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সভে আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৬
হেনকালে আইলা তাহাঁ ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৭
সার্ব্বভৌম কহে—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥ ৪৮
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ—॥ ৪৯
রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহনে না হয় ॥ ৫০
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ ৫১
রায় কহে—আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ' তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষন ॥ ৫২
নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥ ৫৩
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা করিবে সেবনে ॥ ৫৪
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে ॥ ৫৫
প্রভু কহে—কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৬
দিন-পাঁচ-সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥ ৫৭
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্রসব-শিরে ধরিল চরণ ॥ ৫৮
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ-পট্টনায়ক নিকটে রাখিল ॥ ৫৯
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬০
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! শুন ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইঁহো আমার সহিত ॥ ৬১
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইঁহায় আনিল উদ্ধারিয়া ॥ ৬২
এবে আমি ইঁহা আনি করিল বিদায়।
যাহাঁতাহাঁ যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥ ৬৩
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥ ৬৪
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর—॥ ৬৫
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৪। প্রহরাজ নাম; মহাপাত্র উপাধি।

৪৬। **পায়ে পড়ে**—প্রভুর চরণে পতিত হয়। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

৫৪। **বাণীনাথ**—ভবানন্দরায়ের এক পুত্র।

৫৮। **পুত্রসবশিরে**—ভবানন্দের পুত্রগণের মাথায়।

৫৯। বাণীনাথের উপাধি পট্টনায়ক।

৬০। **কালাকৃষ্ণদাস**—ইনি দক্ষিণভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং ইঁহাকেই প্রভু ভট্টমারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ২।৭।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া প্রভু "ভট্টাচার্য্য" বলিয়াছেন। ২।৯।২০৯-১৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৬। **আইকে**—শচীমাতাকে। **প্রভুর আগমন**—দক্ষিণ হইতে প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার কথা।

অদ্বৈত-শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ।
সভে আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥ ৬৭
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিল আশ্বাস করিয়া॥ ৬৮
আরদিন প্রভু-ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ, গৌড়দেশে পাঠাই একজন॥ ৬৯
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥ ৭০
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে—কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥ ৭১
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥ ৭২
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তেঁহো শচী-আই-পাশ॥ ৭৩
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
'দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু' কহে সমাচার॥ ৭৪
শুনি আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীনিবাস-আদি আর যত ভক্তগণ॥ ৭৫
শুনিঞা সভার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥ ৭৬
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥ ৭৭
শুনিঞা আচার্য্যগোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা॥ ৭৮
হরিদাসঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেবদত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥ ৭৯
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥ ৮০
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥ ৮১
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ ?॥ ৮২
শুনিঞা সভার হৈল পরম উল্লাস।
সভে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥ ৮৩
আচার্য্যের কৈল সভে চরণ-বন্দন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈল সভা আলিঙ্গন॥ ৮৪
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥ ৮৫
সভে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া॥ ৮৬
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী—।
সত্যরাজ পরমানন্দ মিলিলা তাহাঁ আসি॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৭। **সভে আসিবে**—প্রভুকে দর্শন করার নিমিত্ত সকলেই রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন।

৬৮। **আশ্বাস করিয়া**—ভরসা দিয়া; যাহাতে প্রভু আবার তাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা সকলে তদ্রূপ চেষ্টা করিবেন—এইরূপ ভরসা দিয়া।

৭২। লোক-শিক্ষার নিমিত্তই লীলাশক্তির প্রেরণায় প্রভুর নিত্যপার্ষদ কালা-কৃষ্ণদাসের ভট্টমারী-গৃহে গমন। ২।৯।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। লোক-শিক্ষার নিমিত্তই পুনরায় প্রভু কর্তৃক তাঁহার বর্জ্জন। কিন্তু এই বর্জ্জন কেবল বাহিরের বর্জ্জন বলিয়াই মনে হয়; তাহা না হইলে কৃষ্ণদাসের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দাদির কৃপা হইত না। অথবা, কৃষ্ণদাসের প্রতি প্রভুর কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নতা দেখিয়া পরম-করুণ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদির করুণা তাঁহার প্রতি উদ্বুদ্ধ হইল; নবদ্বীপস্থ গৌর-পার্ষদদিগের সেবায় তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। এই ব্যাপারে জগতের জীবের প্রতি শিক্ষা এই যে, কামিনী-কাঞ্চনাদির মোহে যদি কাহারও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, শ্রীনিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবের সেবায় মনকে নিয়োজিত করিলে তাঁহার চিত্ত স্থিরতা লাভ করিতে পারে।

৭৭। **সম্যক্ কহিল**—বিশেষরূপে বিবৃত করিল।

৮৭। **তাহাঁ**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে।

মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৮৮
সেইকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥ ৮৯
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৯০
প্রভু-আগমন তেঁহো তাহাঁই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯১
প্রভুর এক ভক্ত—দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তারে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ ॥ ৯২
সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে ॥ ৯৩
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥ ৯৪
প্রভু কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয় ॥ ৯৫
পুরী কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচলপুরী ॥ ৯৬
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ ॥ ৯৭
সভেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা-সভার বিলম্ব দেখি আইলাঙ্ ত্বরিতে ॥ ৯৮
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর ॥ ৯৯
আরদিনে আইলা স্বরূপদামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর ॥ ১০০
'পুরুষোত্তম-আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ১০১
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০২
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর, আজ্ঞা দিল তাঁরে—।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥ ১০৩
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত—।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৪
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব—এই ত কারণ।
উন্মাদে করিল তেঁহো সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ১০৫
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল—নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯১। **তাঁর ইচ্ছা**—পরমানন্দপুরীর ইচ্ছা।

৯২। কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দপুরী নীলাচলে যাত্রা করিলেন। "কমলাকান্ত"-স্থলে "কমলাকর"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৫। **মোরে কৃপা**—ইত্যাদি—আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি নীলাচলে বাস কর। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে শ্রীপরমানন্দপুরী ছিলেন দ্বাপর-লীলার উদ্ধব। "পুরী পরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা ॥ ১১৮॥"

৯৯। **সেবার কিঙ্কর**—পুরীগোস্বামীর সেবা করিবার নিমিত্ত এক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

১০০। **অত্যন্ত মর্ম**—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **রসের সাগর**—খুব রসজ্ঞ।

১০২। **উন্মত্ত হইয়া**—প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া দুঃখে পাগলের মত হইয়া পুরুষোত্তম আচার্য্যও কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

১০৪। **বিরক্ত**—অনাসক্ত। **তেঁহো**—পুরুষোত্তম-আচার্য্য (বা স্বরূপ-দামোদর)।

১০৬। **শিখাসূত্রত্যাগ**—শিখা (চুল) ও সূত্র (যজ্ঞোপবীত) পরিত্যাগ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মাথা মুড়াইতে হয় এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়। যজ্ঞোপবীত ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থাশ্রমের চিহ্ন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় তাহা ত্যাগ করিতে হয়।

যোগপট্ট—"পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞুস্তিষ্ঠেত্তৎ যোগপট্টকম্ ॥—পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়ের সমাযোগে বেষ্টন করিয়া যে বলয়াকার দৃঢ়বস্ত্র ঊর্দ্ধজানুতে অবস্থিতি করে, তাহাকে যোগপট্ট বলে।

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৭
পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহেন, সবলোক নাহি জানে ॥ ১০৮
কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১০৯
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু-আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে—পাছে প্রভু শুনে ॥ ১১০
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১১
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পদ্মপুরাণ, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য ২য় আধ্যায়।" যোগপট্ট হইল বলয়াকার বস্ত্রবিশেষ; যোগীরা ইহা দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বাঁধিয়া রাখেন। পুরুষোত্তম-আচার্য্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের উপযোগী যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইয়াছিল স্বরূপ বা স্বরূপদামোদর। কেহ কেহ বলেন, যোগপট্ট না লইয়া স্ব বা নিজরূপে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বরূপ হইয়াছে।

১০৮। **পাণ্ডিত্যের অবধি**—স্বরূপদামোদরে পাণ্ডিত্যের শেষ সীমা অবস্থিত ছিল; তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না, নির্জ্জনে থাকিতেন; তিনি আছেন কিনা, তাহাও সকলে জানিতে পারিত না।

১০৯। **কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা**—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভক্তিরস-সমূহের তত্ত্ব তিনি জানিতেন; তিনি পরম-রসতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। **দেহ প্রেমরূপ**—তাঁহার দেহ যেন প্রেমেরই মূর্ত্তি ছিল। **দ্বিতীয় স্বরূপ**—দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ব্রজলীলায় স্বরূপদামোদর ছিলেন বিশাখাসখী (১৬০)। কেহ কেহ বলেন, ব্রজলীলার ললিতাই নবদ্বীপ-লীলায় স্বরূপ-দামোদর। নবদ্বীপ-লীলায়ও তিনি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১১০-১১৫ পয়ারে স্বরূপ-দামোদরের গুণ বর্ণিত হইতেছে।

১১০। স্বরূপ-দামোদর খুব শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ এবং প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন; কিসে প্রভুর সুখ হইবে, কিসে প্রভুর চিত্তে দুঃখ হইবে, প্রভুর অন্তরঙ্গ বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারিতেন। তাই কেহ কোনও নূতন গ্রন্থ, নূতন শ্লোক বা নূতন গীত রচনা করিয়া যদি প্রভুকে দেখাইতে আনিত, তাহা হইলে স্বরূপ-দামোদরই সর্ব্বাগ্রে তাহা দেখিয়া পরীক্ষা করিতেন; পরীক্ষা করিয়া তিনি যদি অনুমোদন করিতেন—তিনি যদি বুঝিতেন যে, নূতন গ্রন্থে, শ্লোকে বা গীতে ভক্তিবিরুদ্ধ কোনও কথা নাই, কিম্বা কোনও রসাভাস নাই, সুতরাং তাহা পাঠ করিয়া প্রভু আনন্দ পাইবেন—তাহা হইলেই তিনি তাহা প্রভুর নিকটে দিতেন বা পড়িয়া প্রভুকে শুনাইতেন। প্রভুই এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন।

১১১। স্বরূপ-দামোদর কোন নূতন গ্রন্থাদি আগে পরীক্ষা করিতেন, তাহা বলিতেছেন। ভক্তিবিরুদ্ধ-কথা বা রসাভাস থাকিলে তাহা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ হইত না।

ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ—যাহা ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত সিদ্ধান্তের বিরোধী। **রসাভাস**—রসের যে সমস্ত লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণ না থাকিলে, আপাতঃ দৃষ্টিতে রসরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহাকে রসাভাস বলে। "পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ ॥ ভ. র. সি. ৪।৯।২ ॥" উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে রসাভাস তিন প্রকারের; এই তিন প্রকারের নাম—উপরস, অনুরস ও অপরস। বিশেষ বিবরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১১২। **শুদ্ধ**—ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল ও রসাভাসশূন্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন-গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ ১১৩

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥ ১১৪

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥ ১১৫

সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ১১৬

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।১৪)—

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদিত্যন্বয়ঃ। সা কিম্ভূতা মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া হেতুভূতয়া অমন্দোঽত্যন্ত উদয়ো যস্যাস্তথাভূতা। মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া কিম্ভূতয়া হেলয়া অনায়াসেন উদ্ধূনিতঃ ধূনঃকম্পনে দূরংগতঃ প্রণাশীকৃতঃ খেদো দুঃখং যয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া বিশদয়া নির্ম্মলয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া প্রোন্মীলদামোদয়া প্রোন্মীলন্নামোদো হর্ষো যয়া তয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া শাম্যন্ শান্তভূতঃ শাস্ত্রস্য বিবাদো যয়া তথাভূতয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া রসদয়া রসান্ ভক্তিরসান্ দদাতি যা তয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া চিত্তেঽর্পিত উন্মাদ স্বনামা সঞ্চারিভাবো যয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শশ্বন্নিরন্তরং ভক্তৌ বিনোদঃ পরমশ্লাঘা যয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া সমদয়া মদেন তদাখ্যভাবেন সহ বর্ত্তমানা যা তয়া। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৩। **এই তিন গীতে**—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গীতে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী গান এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ। **করে প্রভুর আনন্দ**—স্বরূপ-দামোদর চণ্ডীদাসাদির গান শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ-বিধান করেন।

১১৪। স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গীতের শক্তি ছিল গন্ধর্ব্বদের ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল বৃহস্পতির ন্যায়। **গন্ধর্ব্ব**—স্বর্গের গায়ক দেবযোনি-বিশেষ।

১১৬। **চরণে পড়িয়া**—মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া। **শ্লোক**—নিম্নলিখিত "হেলোদ্ধূনিত খেদয়া" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ৩। **অন্বয়**। শ্রীচৈতন্য (হে শ্রীচৈতন্য)! দয়ানিধে (হে দয়ানিধে)! হেলোদ্ধূনিতখেদয়া (যদ্দ্বারা অনায়াসে সমস্ত খেদ দূরীভূত হয়) বিশদয়া (যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল) প্রোন্মীলদামোদয়া (যদ্দ্বারা আনন্দ বৰ্দ্ধিত হয়) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (যদ্দ্বারা শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়) রসদয়া (যাহা ভক্তিরস প্রদান করে) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (যদ্দ্বারা চিত্তে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব অর্পিত হয়) শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদয়া (যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয়) সমদয়া (এবং যাহা মদ-নামক ভাবযুক্ত) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (তাদৃশ মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-হেতুক) অমন্দোদয়া (অধিক প্রকাশশীল) তব (তোমার) দয়া (দয়া) ভূয়াৎ (আমার প্রতি হউক)।

অনুবাদ। হে শ্রীচৈতন্য! হে দয়ানিধে! যদ্দ্বারা অনায়াসে সকল দুঃখ দূরীভূত হয়, যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল, যদ্দ্বারা আনন্দ প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, যাহা ভক্তিরস প্রদান করে, যদ্দ্বারা চিত্তে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব অর্পিত হয়, যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয় এবং যাহা মদ-নামক ভাবের সহিত বর্ত্তমান, সেই মাধুর্য্য-মর্য্যাদাবশতঃ সমধিক প্রকাশ-প্রাপ্তা তোমার দয়া (আমার প্রতি প্রকাশিত) হউক। ৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—"হে দয়ানিধে! হে শ্রীচৈতন্য! আমার প্রতি তোমার দয়া হউক।" কিরূপ দয়া? **অমন্দোদয়া**—অমন্দ (অত্যন্ত) উদয় (প্রকাশ) যাহার, যাহা অত্যধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশী দয়া আমার প্রতি প্রকাশিত হউক। কি হেতুদ্বারা সেই দয়া অত্যধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? **মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া**—মাধুর্য্য-মর্য্যাদারূপ হেতুদ্বারা; মাধুর্য্যের যে মর্য্যাদা বা চরমসীমা, তদ্দ্বারা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাধুর্য্য—মধুরতা ; সর্ব্ববিষয়ে চেষ্টার চারুতা। যে চেষ্টায় সর্ব্বদা মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, যাহাতে কোনও সময়েই ত্রাসের সঞ্চার হয় না, তাহাকে মাধুর্য্য বলে। মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য স্বতন্ত্রভাবে প্রায়ই আত্মপ্রকট করেনা, মাধুর্য্যের অনুগত হইয়া, মাধুর্য্যদ্বারা বিমণ্ডিত হইয়াই প্রকাশিত হয় ; তাই সেই ঐশ্বর্য্যও মধুর বলিয়া মনে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চেষ্টা প্রায়শঃই মাধুর্য্যপূর্ণ ছিল ; বস্তুতঃ মহাপ্রভুতে মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ (মাধুর্য্য-মর্য্যাদা) পরিদৃষ্ট হইত। তাই অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই অবতারে অসুর-সংহারের নিমিত্ত তাঁহাকে অস্ত্রাদি ধারণ করিতে হয় নাই ; তাঁহার অপরিসীম করুণার প্রভাবেই তিনি অসুরদের চিত্তের অসুরত্ব দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার মাধুর্য্যেরই—চেষ্টার চারুতারই—পরিচায়ক। অন্য অবতারে অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া অসুরদের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন ; ইহাতে তাহাদের অসুরত্ব চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়াছে সত্য এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি করুণাও প্রকাশ পাইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাদের প্রাণবিনাশও হইয়াছে ; এই প্রাণ বিনাশকে অসুর-সমাজ কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই ; ইহা অসুর-সমাজের হৃদয়ে মহা আতঙ্কেরই সঞ্চার করিয়াছে। এই জাতীয় অসুর-সংহারলীলা সকলের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হয় নাই বলিয়া তাহাতে মাধুর্য্য সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই ; কিন্তু গৌর-অবতারে কোনও অসুরেরই প্রাণ বধ করা হয় নাই বলিয়া কখনও কাহারও মধ্যেই কোনওরূপ আতঙ্কের উদয় হইয়া প্রভুর চেষ্টার চারুতা বা মাধুর্য্য নষ্ট করে নাই ; কৃপাদ্বারা, কেবলমাত্র দর্শনদ্বারা বা আলিঙ্গন-স্পর্শাদিদ্বারা প্রভু যাঁহাদের অসুরত্ব সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রভুর আচরণকে তাঁহাদের প্রতি অপরিসীম কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমজাতীয়—অসুর-ভাবাপন্ন অন্যান্য লোকেরাও তাহাকে কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে ; কেহই আতঙ্কিত হয় নাই, বরং প্রভুর হস্তে তদ্রূপ ব্যবহার পাইবার জন্য সকলে লালায়িতই হইয়াছিল। ইহাতেই প্রভুর মাধুর্য্যের চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার মাধুর্য্য এইরূপ চরম-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার দয়াও অত্যধিকরূপে—এমন কি অসুর-স্বভাব-লোকদের বিবেচনাতেও অপরিসীম দয়ারূপেই—প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই বলা হইয়াছে "মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া অমন্দোদয়া দয়া—মাধুর্য্য-বিকাশবশতঃ অত্যধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত দয়া।" ১৷১৷৪-শ্লোকের টীকায় "করুণয়াবতীর্ণঃ"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

যাহাহউক, এই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা কিরূপ ? "হেলোদ্ধূনিতখেদয়া" ইত্যাদি আটটী বিশেষণ-শব্দে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে ; এই আটটী বিশেষণে প্রভুর মাধুর্য্যের স্বরূপও প্রকাশ পাইয়াছে। **হেলোদ্ধূনিতখেদয়া**—হেলায় (অনায়াসে) উদ্ধূনিত (উৎকম্পিত—প্রণাশীকৃত—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত—হইয়াছে খেদ (বা দুঃখ) যদ্দ্বারা, সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদা। যাঁহারা গৌরের মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এমন কি তাঁহার মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তিটীও যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সকল রকমের দুঃখ অনায়াসেই সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়াছে। পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মফল এবং মায়ার গুণরাগই সকল দুঃখের হেতু ; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনমাত্র ভাগ্যবান্ জীবের চিত্ত হইতে পাপ-পুণ্য সম্যক্‌রূপে বিদূরিত হইয়া যায়, সেই ভাগ্যবান্ জীব সম্যক্‌রূপে মায়া-গুণরাগবর্জ্জিত হইয়া যায়, প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। "যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥" এইরূপই শ্রীশ্রীগৌরের কৃপার অসাধারণ মহিমা। **বিশদয়া**—নির্ম্মলয়া ; প্রভুর মাধুর্য্য অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, তাহাতে কপটতাদিরূপ কোনওরূপ মলিনতাই ছিল না। অথবা, এই মাধুর্য্যের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই চিত্তের শুদ্ধতা লাভ করিয়া নির্ম্মল হইয়াছেন। **প্রোন্মীলদামোদয়া**—প্রোন্মীলিত (সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত) হয় আমোদ বা হর্ষ যদ্দ্বারা তাদৃশ মাধুর্য্য। যাঁহারাই গৌরের মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই চিত্তে আমোদ বা হর্ষ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ; অথবা, গৌরে যে পূর্ণতম হর্ষের বা আনন্দের বিকাশ, গৌর যে পূর্ণানন্দবিগ্রহ, তাঁহার মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশেই তাহা বুঝা যায়। **শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া**—শাম্যন্ (শান্তভূত—প্রশমিত—হইয়াছে) শাস্ত্রের বিবাদ যদ্দ্বারা, তাদৃশ মাধুর্য্য। গৌরের মাধুর্য্যের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে ; বিভিন্ন শাস্ত্রের অনুগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে ; তাঁহারা স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্থাপনের জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অন্য সম্প্রদায়ীদের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ করিত; কিন্তু প্রভুর মাধুর্য্যের আকর্ষণে সকলেই স্ব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর পদানত হইয়াছে; তাহাদের শাস্ত্র-বিবাদ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়াছে। সকলেই যেন অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয়মূলক অর্থের মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। যে পর্য্যন্ত পূর্ণ বস্তুটী পাওয়া না যায়, অংশের বেশী যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, সে-পর্য্যন্তই বিবাদ। গৌর-মাধুর্য্যের পূর্ণানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদই ঘুচিয়া যায়। **রসদয়া**—রস (ভক্তিরস) দান করে যে, সেই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা। প্রভুর মাধুর্য্যময়ী কৃপার প্রভাবে লোকের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং সেই বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রেমভক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহা ভক্তিরসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বলীলায় অসুরাদির প্রতি প্রভুর কৃপা অস্ত্রাদির যোগে প্রকাশিত হইত; অস্ত্রাদির যোগে তাহাদের প্রাণের সহিত তাহাদের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া অসুরদিগকে তিনি মুক্তি দান করিতেন; কিন্তু প্রেমভক্তি দিতেন না। কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় তিনি অস্ত্রধারণ করেন নাই; মাধুর্য্যের প্রভাবে—মাধুর্য্যময়ী কৃপা প্রকাশ করিয়াই—অসুরদের অসুরত্ব নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও প্রাণ নষ্ট করেন নাই; এবং অসুরত্ব বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-লীলার ন্যায় মুক্তি দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, মুক্তি দেওয়ার কথা মনেও আনেন নাই; প্রেমভক্তি দিয়া তাহাদিগকে স্বচরণান্তিকে আনিয়া স্বীয় চরণ-সেবার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-আস্বাদনের অধিকারী করিয়াছেন—অন্য যুগের অসুরদিগের ন্যায় মুক্তিমাত্র পাইলে এইরূপ সেবামাধুর্য্য আস্বাদনের সর্ব্ববিধ সম্ভাবনাই তাহাদের পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট লোকদিগের প্রতিই যে ঐরূপ কৃপা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নয়। প্রভুর মাধুর্য্য-মণ্ডিতা এবং মাধুর্য্য-প্রসারিণী অসামান্যা কৃপা আপামর-সাধারণকে—এমন কি পশু-পক্ষি-তরুলতাদিকে পর্য্যন্ত—অপূর্ব্ব প্রেমরস-আস্বাদনের যোগ্যতা দান করিয়াছে। প্রভু এবার অখণ্ড-রসবল্লভা ভানু-নন্দিনীর অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই প্রেম প্রভুর দয়াকে, প্রভুর সমস্ত ক্রিয়াকে মাধুর্য্যমণ্ডিত—রস-পরিনিষিক্ত—করিয়া দিয়াছে; তাই যাঁহার প্রতিই প্রভুর কৃপা হইয়াছে, তিনিই সেই প্রেমরসের আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন—জগতের জীবকে ব্রজপ্রেম দান করিবার জন্য; এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার করুণাকেও পরম-স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন; তাই তাঁহার দয়া তাঁহার অনুসন্ধান-ব্যতীতও জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন। "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥ ২।১১।১৪॥" প্রভুর এতাদৃশী দয়াই আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছে।

চিত্তার্পিতোন্মাদময়া—চিত্তে অর্পিত হয় উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাব যদ্দ্বারা, তাদৃশী মাধুর্য্যমর্য্যাদা, (উন্মাদের লক্ষণ ২।২।৫২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা প্রভুর অপরূপ মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, প্রেমজনিত আনন্দাধিক্য-বশতঃ তাঁহাদেরই চিত্তবিভ্রমরূপ-উন্মাদ জন্মিয়াছে; এই প্রেমোন্মাদে তাঁহারা কখনও অট্টহাস্য করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও কীর্ত্তন করেন, কখনও প্রলাপ বলেন, কখনও চীৎকার করেন, কখনও বা আবার এদিকে-ওদিকে ধাবিত হয়েন।

শশ্বদ্ভক্তিবিনোদময়া—শশ্বৎ (নিরন্তর) ভক্তিতেই বিনোদ (পরম শ্লাঘা) যাহার, তাদৃশী মাধুর্য্য-মর্য্যাদা। সর্ব্বদা ভক্তিতেই এই মাধুর্য্যের পরম শ্লাঘা বা পরম বিকাশ; ভক্তির বিকাশ দেখিলেই প্রভুর মাধুর্য্যের বিকাশও যেন বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ব্রজগোপীদের প্রেমের বিকাশ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিকাশও যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ। **মদময়া**—মদ-নামক ভাবের সহিত বর্ত্তমান যে মাধুর্য্য-মর্য্যাদা। (মদ-নামক সঞ্চারিভাবের লক্ষণ ২.৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)। মদ-নামক সঞ্চারিভাবের উদয়ে গতির স্খলন, বাক্যের স্খলন, অঙ্গের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা ও নেত্রের রক্তিমাদি প্রকাশ পায়। আহ্লাদের আধিক্যই ইহার হেতু; মদ-নামক সঞ্চারিভাব প্রভুর অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যকে অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিত। এতাদৃশ মাধুর্য্যাতিশয়প্রভাবে অত্যধিকরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজন প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ ১১৭
কথোক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১১৮
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ ১১৯
স্বরূপ কহে—প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥ ১২০
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ ॥ ১২১
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু-গলে বান্ধি চরণে আনিলা ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর যে অনির্বচনীয়া দয়া, স্বরূপ-দামোদর তাহাই প্রভুর চরণে নিজের জন্য প্রার্থনা করিলেন। "যাহাতে তোমার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের সম্যক্ অনুভব হইতে পারে, তদ্রূপ অনুগ্রহই প্রভু তুমি আমার প্রতি কর"—ইহাই এই প্রার্থনার সার মর্ম।

১১৭। **উঠাইয়া**—স্বরূপ-দামোদরকে চরণ-তল হইতে উঠাইয়া। ২.৮।২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৯। **ভাল হৈল** ইত্যাদি—দুই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলে অন্ধের যেমন আনন্দ হয়, স্বরূপ-দামোদরকে পাইয়া প্রভুরও তদ্রূপ আনন্দ হইয়াছিল।

রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদর এই দুইজনই নীলাচলে প্রভুর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; যে সময়ের কথা এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত রায়-রামানন্দ বিদ্যানগর হইতে নীলাচলে আসেন নাই; সুতরাং তখন নীলাচলে এমন একজনও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন না, যাঁহার নিকটে প্রভু প্রাণ খুলিয়া মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেন। (স্মরণ রাখিতে হইবে—ভাবাবেশের সময় প্রভু সর্বদা রাধাভাবে আবিষ্ট থাকিতেন—নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিতেন; শ্রীনিত্যানন্দ অন্যবিষয়ে অন্তরঙ্গ হইলেও রাধাভাবে প্রভু তাঁহাকে সাধারণতঃ শ্রীবলদেব বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না; অন্তরঙ্গ সখীস্থানীয় কাহাকেও পাইলেই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেন; কিন্তু রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত নীলাচলে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর তত অন্তরঙ্গ অন্য কেহ ছিলেন না। রামরায় তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।) তাই স্বরূপ-দামোদরকে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন—অন্ধ যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলেন। অন্ধের হয়তো খাওয়া-পরার অভাব থাকে না; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে পাইলে, চন্দ্র-সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত জগৎ দেখিতে পাইলে, আনন্দ যেরূপ উল্লাসপ্রাপ্ত হয়, অন্ধ তাহা হইতে বঞ্চিত। স্বরূপ-দামোদর আসিবার পূর্বে রাধাভাবের আবেশ-জনিত আনন্দাদির অভাব প্রভুর হইত না সত্য; কিন্তু কান্তাবিরহিণী নায়িকা অন্তরঙ্গা সখীর সহিত স্বীয় কান্তসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা বলিয়া যে আনন্দবৈচিত্রী অনুভব করেন, স্বরূপ-দামোদর আসিবার পূর্বে প্রভু তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন; স্বরূপ-দামোদরের আগমনে এই আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা হইল জানিয়া প্রভু আনন্দের আবেগে বলিলেন—"ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।"

১২০। **ক্ষম অপরাধ**—প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিয়া প্রভুর সঙ্গে না আসিয়া কাশীতে গিয়াছিলেন বলিয়া স্বরূপ-দামোদর মনে করিলেন—প্রভুর চরণে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে; তাই, সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। **অন্যত্র**—কাশীতে। **প্রমাদ**—অনবধানতা; ভ্রম; ভুল।

১২১। **নাহি প্রেমালেশ**—প্রেমের বা প্রীতির লেশমাত্রও নাই; থাকিলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম না।

১২২। স্বরূপ-দামোদর মনে করিতেছেন—প্রভুর কৃপার আকর্ষণেই তিনি কাশী হইতে প্রভুর নিকটে আসিয়াছেন; প্রভু যে তাঁহাকে ভুলেন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ।

তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৩
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সভা সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন ॥ ১২৪
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৫
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর ॥ ১২৬
আরদিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১২৭
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন ॥ ১২৮
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥ ১২৯
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে ॥ ১৩০
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া ॥ ১৩১
গোসাঞি কহে—পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃপারজ্জু গলে বান্ধি—তোমার কৃপারূপ রজ্জু (রশি) আমার গলায় বাঁধিয়া, তদ্দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিয়া। স্বরূপদামোদর এস্থলে জানাইলেন—দৈবাৎ যদি কোনও ভক্ত প্রভুকে ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন, প্রভু কিন্তু তাঁহাকে ছাড়েন না, কৃপারজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুনরায় স্বচরণান্তিকে লইয়া আসেন। এইরূপই প্রভুর কৃপার মহিমা।

১২৩। **তবে**—প্রভুর চরণে স্বীয় দৈন্য নিবেদনের পরে। **বন্দন**—নমস্কার।

১২৬। **তাঁরে**—স্বরূপ-দামোদরকে। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে; **বাসাঘর**—থাকিবার স্থান। **জলাদিপরিচর্য্যা**—জল আনিয়া দেওয়া এবং অন্যরূপ পরিচর্য্যা বা সেবার নিমিত্ত। **কিঙ্কর**—ভৃত্য।

১৩০। **সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে**—দেহত্যাগ-সময়ে। **গোসাঞি**—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামী।

১২৯—৩১ পয়ার প্রভুর প্রতি শ্রীগোবিন্দের উক্তি।

১৩১। **প্রভু-আজ্ঞায়**—আমার প্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর আদেশে। **কাশীশ্বর**—পুরীগোস্বামীর অপর সেবক।

১৩২। **পুরীশ্বর**—পুরীগোস্বামী; শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী।

গোবিন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"আমার প্রতি পুরীগোস্বামীর যথেষ্ট কৃপা, যথেষ্ট স্নেহ। তাই, তিনি তোমাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।"

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষা-গুরু। ছোট হওয়ার জন্য প্রভুর আমার বড়ই সাধ। যে শুদ্ধভক্ত ভক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আপনা অপেক্ষা ছোট মনে করিতে পারেন, রসিক-শেখর প্রভু তাঁহারই প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকেন; তাই তিনি বলিয়াছেন; "আপনাকে বড় মানে—আমাকে সম হীন। সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ১।৪।২০ ॥" ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া এই ভাবে ছোট হওয়ার মধ্যে যে মাধুর্য্যটুকু আছে, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্তই ব্রহ্মাদি দেবগণের—এমন কি সমস্ত অবতারগণের বন্দনীয় হইয়াও সর্ব্বেশ্বর প্রভু আমার—লৌকিক-লীলায় তাঁহারই পরমভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন। শিষ্যরূপে পুরীগোস্বামীর বাৎসল্য আস্বাদন করিয়া প্রেমের কাঙ্গাল প্রভু আমার যেন কতই না আনন্দ—কতই না গৌরব অনুভব করিতেন। প্রভু বোধ হয় মনে করিলেন—"সন্তানের লালন-পালনের ভার, সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার স্নেহময়ী জননী তাঁহার বিশ্বস্ত লোকের উপরেই অর্পণ করিয়া থাকেন। গোবিন্দ পুরীগোস্বামীর সেবক, বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি জানেন, কত প্রীতির সহিত, কত সন্তর্পণে গোবিন্দ অঙ্গসেবা করিতে পারে। তাই তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সেবককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, পাঠাইয়া আমার প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও কৃপার পরিচয় দিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় প্রভু আমার

এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা—।
পুরীগোসাঞি শূদ্রসেবক কাঁহেতো রাখিলা ? ১৩৩
প্রভু কহে—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৪
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৫
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৬
মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম-আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আনন্দগর্ব্বে বলিলেন—"পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে। কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥" পুরী-গোসাঞির বাৎসল্য-প্রেম আস্বাদন করিয়া প্রভু নিজের সৌভাগ্যের কথাই ভাবিতেছেন। এ দিকে গোবিন্দের সৌভাগ্যেরও সীমা নাই। ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির পক্ষে যে সৌভাগ্য অপরিহার্য্য, গোবিন্দের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে—মহৎকৃপা। পুরীগোস্বামী কৃপা করিয়া গোবিন্দকে প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়াছেন। গোবিন্দ প্রভুর চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন।

১৩৩-৩৫। গোবিন্দ ছিলেন শূদ্র। তৎকালীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল এই যে, সাধারণতঃ তাঁহারা শূদ্রের সেবা অঙ্গীকার করিতেন না। এই প্রথাটী যে নিতান্তই বাহিরের, সামাজিক প্রথামাত্র, ভাগবত-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যে কোনও সম্বন্ধই নাই—প্রভুর মুখ হইতে তাহা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে ভঙ্গিক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"পুরীগোসাঞি শূদ্র সেবক কাহে তো রাখিলা ?" শুনিয়া স্বভাব-মধুর স্বরে প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! শূদ্রের সেবা গ্রহণ না করা সন্ন্যাসীদের একটা সামাজিক প্রথামাত্র; ইহা লোকধর্ম্ম। ঈশ্বর পরম-স্বতন্ত্র, তাঁহার কৃপাও পরম-স্বতন্ত্রা; ঈশ্বর বা ঈশ্বর-কৃপা লোকধর্ম্ম, এমন কি, বেদধর্ম্মদ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয় না। ঈশ্বর-কৃপা জাতি, কুল, বিদ্যা, ধন, মানাদির অপেক্ষা রাখে না—অপেক্ষা রাখে কেবল প্রীতির। যেখানে প্রীতি আছে, জাহ্নবী-ধারার ন্যায় ঈশ্বর-কৃপা সেখানেই অবাধ-গতিতে ধাবিত হয়। তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখ বিদুর; বিদুর দাসীপুত্র, তাতে আবার দরিদ্র; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; লৌকিক-লীলায় দ্বারকার অধিপতি; হস্তিনাধিপতির ঘনিষ্ট আত্মীয়। বিদুরের প্রীতির বশে হস্তিনা-নগরেই শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিলেন। বিদুরের তণ্ডুলকণায় শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পাইলেন, দুর্য্যোধনের রাজভোগেও তাহা পাইতেন কিনা সন্দেহ। আরও অদ্ভুত কথা। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন, বিদুর তখন গৃহে ছিলেন না; বিদুর-পত্নীগণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বসিবার আসন দিলেন। কিন্তু কি দিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করিবেন ? ঘরে যে কিছুই নাই; দেখিলেন কয়েকটী কলা আছে। শ্রীকৃষ্ণকে কলা দিতে লাগিলেন। প্রেমে তাঁরা আত্মহারা, বাহ্যানুসন্ধান নাই; কলার বাকল ছাড়াইয়া কৃষ্ণকে কলা দিবেন—কিন্তু প্রেম-বিহ্বলতায় করিয়া ফেলিলেন ঠিক বিপরীত, কলা ফেলিয়া বাকলই শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ প্রীতিরস-আস্বাদনে আত্মহারা—বাকল খাইতেছেন, কি কলা খাইতেছেন—তাহার অনুসন্ধানই তাঁহার নাই; প্রীতিরস-মিশ্রিত বাকলই তাঁহার নিকটে অমৃত অপেক্ষা মধুর বোধ হইল।

বেদ-পরতন্ত্র—বেদের অধীন; বেদবিহিত বিধি-নিষেধের অধীন।

১৩৬-৩৭। **স্নেহলেশাপেক্ষা**—একমাত্র প্রীতির অপেক্ষা, ঈশ্বরের কৃপা একমাত্র প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। **মর্য্যাদা**—গৌরববুদ্ধি-জনিত সম্মান। **কোটিসুখ**—কোটিগুণ অধিক সুখ। **স্নেহ-আচরণে**—প্রীতিময় ব্যবহারে। গৌরববুদ্ধিবশতঃ সম্মান প্রদর্শন করিলে যে সুখ পাওয়া যায়, প্রীতিময় ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সুখ পাওয়া যায়। কারণ, মমত্ব-ভাবই সুখের হেতু; প্রীতিময় ব্যবহারে যতটুকু মমত্ব-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, গৌরব-বুদ্ধিজনিত মর্য্যাদায় তাহা পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর কৃপা স্বতন্ত্রা হইলেও ঈশ্বর যেমন ভক্ত-পরাধীন, তাঁহার কৃপাও তেমনি প্রীতির অধীন। সেই ঈশ্বর-কৃপাই যখন অনুগ্রহা-শক্তিরূপে ভক্তের শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে আবির্ভূত হইয়া অপরের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের নিমিত্ত

এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন। গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তকে প্রণোদিত করে, তখনও ঐ কৃপা স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম—লোকধর্ম বেদধর্মাদির অপেক্ষাহীনতা এবং একমাত্র প্রীতির অপেক্ষা—ত্যাগ করে না, করিতে পারেও না। তাই মহদ্ব্যক্তির কৃপাও বেদধর্ম-লোকধর্মাদির অপেক্ষা রাখে না, জাতি-কুল-ধন-মানাদির অপেক্ষা রাখে না—অপেক্ষা রাখে একমাত্র প্রীতির (কারণ, মহৎ-কৃপাও মহতের ভিতর দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বর-কৃপাই। অথবা, মহতের অন্তঃকরণ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মকই এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্ত হইতে উদ্ভূতা কৃপাও শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা—অপ্রাকৃত। ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি সংজ্ঞা হইল প্রাকৃত দেহেরই, জীব-স্বরূপের নহে; কৃপা উদ্বুদ্ধ হয় দেহীর প্রতি—দেহের প্রতি নহে; তাই ঈশ্বর-কৃপা বা মহৎ-কৃপা জাতি-কুলাদির অপেক্ষা রাখে না—জাতি-কুলাদির সম্বন্ধ কেবল দেহের সঙ্গে; এই কৃপা অপেক্ষা রাখে কেবল প্রীতির। ঈশ্বরের বা মহতের প্রতি যে প্রীতি, তাহার মুখ্য সম্বন্ধ হইতেছে দেহীর সহিত। প্রীতিমান্ দেহীর সম্বন্ধেই সময় সময় ভক্তের দেহের সম্বন্ধেও ঈশ্বরের বা মহতের কৃপার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, গোবিন্দের প্রীতি দেখিয়া পুরীগোস্বামী তাহার শূদ্রত্বের বিচার করেন নাই, তাহাকে নিজের সেবা দিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—প্রীতি ও কৃপার গঙ্গা-যমুনার সম্মিলিত স্রোতে গোবিন্দের শূদ্রত্ব ভাসিয়া গেল।

এই পয়ারে পুরীগোস্বামীসম্বন্ধে ঈশ্বর-কৃপার অর্থ—পুরীগোস্বামীর ভিতর দিয়া প্রকাশিত এবং অনুগ্রহ-শক্তি বা মহৎ-কৃপারূপে পরিণত ঈশ্বর-কৃপা। পুরীগোস্বামী লৌকিক-লীলায় প্রভুর গুরু হইলেও পুরীগোস্বামীকেই ঈশ্বর বলা প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, গুরুতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন—ঈশ্বরের প্রিয়তম-ভক্ততত্ত্বমাত্র (ভূমিকায় গুরুতত্ত্ব প্রবন্ধ এবং ১।১।২৬-২৭, ২।১৮।১০৭ পয়ার এবং ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৩৮। প্রভু যাহা বলিলেন, কার্য্যতঃ নিজেও তাহাই দেখাইলেন; গোবিন্দের জাতি-কুলাদির বিচার না করিয়া প্রীতিভরে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

বস্তুতঃ জীব-স্বরূপের সঙ্গেই ভগবানের সম্বন্ধ। ভগবান্ প্রভু, জীব তাঁর দাস। জীব যে দেহকে আশ্রয় করিয়াই থাকুক না কেন—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা—মানুষের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ আদি—যে কোনও দেহকেই আশ্রয় করুক না কেন—জীব সর্ব্বাবস্থাতেই ভগবদ্দাস; জীবের সঙ্গেই ভগবানের এই সেবা-সেবক সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে নয়। এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার নিমিত্তই ভক্ত-ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ পদ্যাবলী। ৭২।—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থী নই, যতি নই; কিন্তু আমি নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতসমুদ্রস্বরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসদাসানুদাস।" তাই, একমাত্র জীব-স্বরূপের এই সম্বন্ধের এবং এই সম্বন্ধ-প্রকটীকরণের মূলীভূত হেতুস্বরূপ প্রীতির মহিমা প্রদর্শনের নিমিত্তই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ব্রাহ্মণ-বিগ্রহে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াও শূদ্রদেহাশ্রয়ী গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর প্রতি গোবিন্দের কত প্রীতি এবং গোবিন্দের প্রতিই বা প্রভুর কত কৃপা, প্রভুর এই আলিঙ্গনেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আলিঙ্গন দ্বারাই পরমদয়াল প্রভু গোবিন্দকে স্বরূপতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অঙ্গীকার না করিবেনই বা কেন? শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবা এবং সঙ্গদ্বারা যাঁহার চিত্তের সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে, শ্রীপাদের কৃপায় যাঁহার চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি—যাঁহার প্রীতির বশে ও যাঁহার বাৎসল্য-আস্বাদনের লোভে সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই ভাগ্যবান্ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী স্বয়ং যাঁহাকে প্রভুর সেবার জন্য পাঠাইয়াছেন, ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাকে অঙ্গীকার না করিয়া কি থাকিতে পারেন?

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥ ১৩৯
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়? ॥ ১৪০
ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু আজ্ঞা বলবান্।
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৯-৪০। আলিঙ্গনদ্বারা অন্তরে গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিলেও বাহ্য-অঙ্গীকার-বিষয়ে প্রভু একটা তর্ক উত্থাপিত করিলেন।

প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আমার দীক্ষাগুরু; গোবিন্দ তাঁহার সেবক, তাই আমার মান্য ব্যক্তি। এই গোবিন্দদ্বারা আমার নিজের সেবা করাইয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। অথচ, ইঁহার সেবা গ্রহণ করার নিমিত্ত শ্রীপাদও আদেশ করিয়াছেন। যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে গুরুর আজ্ঞা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য—সার্ব্বভৌম, বিচার করিয়া আমাকে উপদেশ দাও।"

প্রভুর এই এক রঙ্গ। যিনি অনন্ত জ্ঞানের আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সমস্ত সমস্যার সমাধান যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহার কৃপাভাসে জটিলতম সমস্যারও অনায়াসে সমাধান হইয়া যায়—তিনি সমস্যার সমাধান চাহিতেছেন, তাঁহারই কৃপাভিখারী সার্ব্বভৌমের নিকটে! স্বীয় ভক্তের মহিমা বাড়াইতেই রঙ্গিয়া-প্রভুর এত সব রঙ্গ।

১৪১। প্রভুর রঙ্গ-রস-লালসা দেখিয়া সুচতুর সার্ব্বভৌম বোধ হয় মনে মনে একটু হাসিলেন; বুঝিলেন—তাঁহার মুখ দিয়াই প্রভু এই সমস্যার সমাধান প্রকাশ করাইতে ইচ্ছুক। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া রায়-রামানন্দের ভাষায় সার্ব্বভৌম বোধ হয় মনে মনে বলিলেন—"প্রভু আমি নট, তুমি সূত্রধার। যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার॥ মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী। তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি॥ ২।৮।১০৪-৫।" কয়েক বৎসর পরে ভক্তিসন্দর্ভ-প্রণয়ন-কালে শ্রীজীব-গোস্বামীর চিত্তে গুরুর আচরণ ও আদেশ সম্বন্ধে প্রভু যে সিদ্ধান্ত স্ফুরিত করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌমের চিত্তে যে তাহা স্ফুরিত করেন নাই, তাহা মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সময়-বিশেষে গুরুর আদেশ—এমন কি আচরণও—শিষ্যের বিচারের বিষয় হইয়া পড়ে এবং হওয়া দরকারও। শ্রীজীবচরণ লিখিয়াছেন—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৮।—যে গুরু গর্হিত আচরণে রত, যে গুরু কোন্‌টী কার্য্য আর কোন্‌টী অকার্য্য তাহা জানে না এবং যে গুরু উৎপথগামী—সেই গুরুকে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।" এ স্থলে গুরুর আচরণের বিচার বিহিত হইয়াছে; বিচার না করিলে কিরূপে স্থির করা যাইবে—পরিত্যাগ সঙ্গত কিনা? আবার গুরুর আদেশ-সম্বন্ধে নারদ-পঞ্চরাত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব-চরণ লিখিয়াছেন, "যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৮।—যে গুরু অন্যায় কথা বলেন, (অসঙ্গত আদেশ করেন) এবং যে শিষ্য তাহা শুনেন (বা পালন করেন) তাঁহাদের উভয়কেই অনন্তকাল ঘোর-নরক ভোগ করিতে হয়।" এ স্থলেও গুরুর আদেশের বিচার বিহিত হইয়াছে; বিচার না করিলে আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে?

বলি-মহারাজের আচরণে ইহার দৃষ্টান্তও আমরা পাই। শ্রীভগবান্ বামনরূপে যখন বলিকে ছলনা করিতে আসেন, তখন বলি-মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন—বামনদেবের কোনও কথায় প্রতিশ্রুতি দিতে। বলি গুরুর আদেশ উপেক্ষা করিয়াও বামনদেবকে মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারাই শ্রীহরির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যের আদেশ ছিল ভক্তিবিরোধী, ভগবৎসেবার প্রতিষেধক—সুতরাং অন্যায়; তাই তাহার লঙ্ঘনে বলির অপরাধ হয় নাই, মঙ্গল হইয়াছে। অবিচারে—গুরুর আদেশ বলিয়াই যদি তিনি শুক্রাচার্য্যের আদেশ পালন করিতেন, তাহা হইলে ভগবৎকৃপা হইতেই বঞ্চিত হইতেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি এবং বলি-মহারাজের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, গুরুর আদেশও নির্ব্বিচারে পালনীয়

তথাহি রঘুবংশে (১৪।৪৬)—

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরূণাং হৃবিচারণীয়া ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স ইতি। পিতুর্নিয়োগাৎ শাসনাৎ ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন কর্ত্রা ন লোকেত্যাদিনা ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ মাতরি দ্বিষতীব দ্বিষদ্বৎ তত্র তস্যেবেতি বতিপ্রত্যয়ঃ। প্রহৃতং প্রহারং শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্ ভাষায়াং সদবসশ্রুব ইতি কস্থপ্রত্যয়ঃ। স লক্ষ্মণঃ তৎ অগ্রজশাসনং প্রত্যগ্রহীৎ হি যস্মাৎ গুরূণামাজ্ঞা অবিচারণীয়া। মল্লীনাথ। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নহে। শ্রীল-নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়ও তাঁহার প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়া গিয়াছেন—"সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে ॥—গুরুদেব যাহা আদেশ করিবেন, তাহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং স্ব-সম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত হয়, তবেই তাহা পালনীয়।" অশেষ-শাস্ত্রপারদর্শী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ-কৃপাভাজন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তাহা জানিতেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্র—সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত, তাহাও তিনি জানিতেন; আর প্রভু যে গোবিন্দকে আলিঙ্গন দ্বারা অন্তরে অঙ্গীকারই করিয়াছেন, বাহিরেও অঙ্গীকার করিতে একান্তই উৎসুক, তাহাও তিনি জানিতেন এবং শ্রীপাদ পুরীগোস্বামীর আদেশও যে একটু লোকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ভক্তিবিরোধী নহে, তাহাও তিনি জানিতেন। আরও জানিতেন—পরশুরাম-অবতারে ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়াই শ্রীভগবান্ পিতার আদেশে মাতার অঙ্গেও কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন—আর শ্রীরাম-অবতারেও ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণরূপে সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মনে করিলেন—উক্ত দুইবারেই যখন ভগবান্ নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়াছেন, তখন এইবারই বা আর বিচারের প্রয়োজন কি? তাই বোধ হয় প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং পূর্ব্ব-আচরণ স্মরণ করিয়াই সার্ব্বভৌম বলিলেন—"গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রপরমাণ॥" এবং এই উক্তির প্রমাণরূপে রঘুবংশ হইতে একটী শ্লোকও উচ্চারণ করিলেন। তিনি কোনও ভক্তিশাস্ত্রের শ্লোক বা কোনও ঋষিবাক্য উচ্চারণ করিলেন না। (পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, গুরু আজ্ঞা যে কোনও স্থানেই বলবতী হইবে না, তাহা নহে; গুরু-আজ্ঞা বলবতী হওয়ারও স্থান আছে। গুরুর আদেশ শাস্ত্রসম্মত হইলেও আমরা অনেক সময়ে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা, আমাদের লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া তাহা পালন করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকি। যাহা পালন করিতে গেলে আমাদের বিষয়-ব্যাপারে হয়তো কিছু ক্ষতি বা অসুবিধা জন্মিতে পারে, অথবা নিজের দৈহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতাদির কিছু ব্যাঘাত জন্মিতে পারে—শ্রীগুরুদেব যদি কোনও শাস্ত্রসম্মত আদেশও করেন, তাহা হইলে আমরা অনেক সময়ে—অন্ততঃ মনে মনে—বলিয়া থাকি—"এমন সময়ে এরূপ একটা আদেশ দেওয়া গুরুদেবের পক্ষে উচিত হয় নাই; ঐরূপ আদেশ না দিয়া এইরূপ আদেশ দিলেই ঠিক হইত; ইত্যাদি।"—নিজের সুবিধা অসুবিধার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া গুরুদেবের শাস্ত্রসম্মত আদেশ সম্বন্ধেও এই জাতীয় বিচারের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"গুরু আজ্ঞা বলবান্। গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে।" ইহার মর্ম্ম এই যে—গুরুদেব যাহা আদেশ করিবেন, তাহা যদি শাস্ত্রসম্মত এবং ভক্তির অনুকূল হয়, তাহা হইলে নিজের সুখ-সুবিধা বা লাভ-ক্ষতির বিষয়ে কোনওরূপ চিন্তা না করিয়াই তাহা পালন করিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে—ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তির, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় শ্রীলঠাকুরমহাশয়ের উক্তির, নারদপঞ্চরাত্রের উক্তির এবং বলি-মহারাজের দৃষ্টান্তের সহিত রঘুবংশের "আজ্ঞা গুরূণাং হৃবিচারণীয়া"-এই উক্তির এবং সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের-"গুরু-আজ্ঞা বলবান্। গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—" ইত্যাদি উক্তির সমন্বয় থাকে না; যে সিদ্ধান্তে সকল বিষয়ের সমন্বয় থাকে না, সে সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্লো। ৪। অন্বয়। পিতুঃ (পিতার) নিয়োগাৎ (আদেশে) ভার্গবেণ (পরশুরাম কর্তৃক) মাতরি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(মাতায়—পরশুরামের জননীতে) দ্বিষবৎ (শত্রুর ন্যায়) প্রহৃতং (প্রহার—প্রহারের কথা) শুশ্রুবান্ (শ্রবণকারী) সঃ (সেইব্যক্তি—লক্ষ্মণ) তৎ (সেই—সীতাদেবীর বনবাস-সম্বন্ধীয়) অগ্রজশাসনং (অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ) প্রত্যগ্রহীৎ (গ্রহণ করিয়াছিলেন—পালন করিয়াছিলেন) হি (যেহেতু) গুরূণাং (গুরুজনের) আজ্ঞা (আদেশ) অবিচারণীয়া (বিচারের বিষয়ীভূত নহে)।

অনুবাদ। পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে শত্রুর ন্যায় প্রহার (শিরশ্ছেদন) করিয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের (সীতাকে বনে লইয়া যাইয়া ত্যাগ করার) আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন ; যেহেতু, গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয়া (বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না)। ৪

পরশুরামের মাতা রেণুকা ব্যভিচারদোষে দুষ্টা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পরশুরামের পিতা জমদগ্নি পরশুরামকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে পরশুরাম—লোকে শত্রুকে যেভাবে হত্যা করে, তদ্রূপ নৃশংসভাবে —কুঠারের আঘাতে নিজের মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন ; তিনি মনে করিয়াছিলেন—পিতা গুরুজন, তাঁহার আদেশ কোনওরূপ বিচার না করিয়াই পালন করিতে হয়।

লঙ্কেশ্বর রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভরত শ্রীরামের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। একদিন এক গুপ্তচর আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইল যে, নগরমধ্যে কেহ কেহ—সীতাদেবী দীর্ঘকাল রাবণের অধীনে ছিলেন বলিয়া—সীতাদেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া রাজরাণী করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধেও কাণাঘুষা করিতেছে। শুনিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন—"যদিও আমি জানি, সীতাদেবীর চরিত্রে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও নাই, তথাপি লোকে কিন্তু তাহা বুঝিবে না ; সাধারণ লোক সীতাদেবীকে সন্দেহের চক্ষুতেই দেখিবে এবং আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, নগরের মধ্যে কোনও নারী দুশ্চরিত্রা হইলে, আমাকেই আদর্শস্থানীয় মনে করিয়া তাহার স্বামীও তাহাকে গ্রহণ করিবে ; ইহাদ্বারা নারীদের মধ্যে সংযম শিথিল হইয়া যাইবে, আমার রাজ্যমধ্যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে। তাই, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিরপরাধিনী সীতাকেই আমায় বর্জ্জন করিতে হইবে ; তাহাতে আমার হৃৎপঞ্জর ছিঁড়িয়া যাইবে সত্য ; কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা রাজার ধর্ম্ম নয় ; প্রজারঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম।" এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করিলেন এবং বাল্মীকির তপোবন দর্শন করাইবার ছলে সীতাকে লইয়া গিয়া সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসার জন্য আদেশ করিলেন। রামচন্দ্রের আদেশ লক্ষ্মণের মনঃপূত হইল না ; কিন্তু তিনি শুনিয়াছিলেন—পরশুরাম পিতার আদেশে স্বীয় জননীকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে করিলেন—"শ্রীরামচন্দ্র আমার গুরুজন—জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃতুল্য ; পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ; পিতৃতুল্য শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে আমাকেও মাতৃতুল্যা সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করিয়া আসিতে হইবে। কারণ, পরশুরামের আচরণ হইতেই জানা যাইতেছে—গুরুজনের আদেশ কাহারও বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না—এই আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত, গুরুজনের আদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করা সঙ্গত নহে।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালন করিলেন।

এই শ্লোকে গুরু সম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল শ্রীপরশুরাম এবং শ্রীলক্ষ্মণের আচরণ সম্বন্ধে। পরশুরামের মাতৃহত্যা—তাঁহার নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—নিতান্ত বিসদৃশ মনে হইলেও সমস্ত সমাজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সমাজ-সংস্কারকদের বা সমাজ-হিতৈষীদের দৃষ্টিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া হয়তো বিবেচিত হইবে না ; কোনও রমণী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার নিজের সন্তানও যে তাহাকে ক্ষমা করে না—পরশুরামের আচরণ হইতে সমাজ তাহা শিখিয়াছে। আর ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে সীতার বনবাসে রামের ও লক্ষ্মণের চরিত্রে প্রেমহীনতা ও নির্ম্মমতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু এস্থলে তাঁহাদের আচরণের বিচার করিতে হইবে—প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত, প্রজাদের মধ্যে সামাজিক ও চরিত্রগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য শ্রীরামের উৎকণ্ঠার দিকে লক্ষ্য

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪২
'প্রভুর প্রিয় ভৃত্য' করি সভে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৩
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৪
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৪৫
আরদিন মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে—।
ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥ ১৪৬
আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে—গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঁঞি ॥ ১৪৭
এত বলি মহাপ্রভু সব-ভক্ত সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥ ১৪৮
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগ-চর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হইল অন্তর ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাখিয়া। সীতার বনবাসে স্বামীর বা দেবরের কর্ত্তব্য হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; কিন্তু রাজার কর্ত্তব্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষিত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজোচিত গুণাবলী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই দুই স্থানেই গুরুজনের আজ্ঞার অবিচারণীয়তা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; এস্থলে যে দুইটী বিষয়ে গুরুজনের আদেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোনটীই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয় নহে; পরন্তু শ্রীজীবগোস্বামী-আদির যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা; সুতরাং সাধকদের পক্ষে তাহারই সমাদর বেশী হইবে।

১৪২-৪৫। সার্ব্বভৌমের উক্তি শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং গোবিন্দকে প্রকাশ্যেই অঙ্গীকার করিয়া নিজের শ্রীঅঙ্গ-সেবার অধিকার দিলেন।

প্রভুর কৃপা পাইয়া গোবিন্দ নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়া প্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। নিজের সুখ-দুঃখের বিচার নাই, নিজের মঙ্গলামঙ্গলের বিচার নাই, নিজের অপরাধের বিচার পর্য্যন্ত গোবিন্দের নাই; তাঁহার একমাত্র বিচার—কিসে প্রভুর সুখ হইবে। এই প্রভু-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা গোবিন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন; অপর সকলেও তাঁহাকে প্রভুর অত্যন্ত **প্রিয়ভক্ত** বলিয়া বিশেষ মান্য করিত।

গোবিন্দ প্রভুর সেবা করেন, আর প্রভুর দর্শনে যত বৈষ্ণব আসেন, সকলের সমস্ত **সমাধান**—সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের নির্ব্বাহ করেন। প্রভুর সেবক আরও ছিলেন—রামাই, নন্দাই প্রভৃতিও প্রভুর সেবক; কিন্তু গোবিন্দের আনুগত্যেই তাঁহারা প্রভুর সেবা করিতেন; ভাগ্যবান্ গোবিন্দই ছিলেন প্রভুর প্রধান সেবক।

ছোট বড় ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে হরিদাস-নামে দুইজন ভক্ত ছিলেন—কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস এবং প্রসিদ্ধ-নামকীর্ত্তনকারী বড় হরিদাস (হরিদাস ঠাকুর)। গোবিন্দ ইঁহাদের সর্ব্ব-সমাধান করিতেন। রামাই এবং নন্দাই গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। হরিদাসদ্বয় কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রভুর সেবা করিতেন। (টী. প. দ্র.)।

১৪৬। এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রতি কৃপার কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছিলেন বোধ হয় শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর সতীর্থ (গুরুভাই); তাই তিনি ছিলেন লৌকিক-লীলায় প্রভুর গুরুপর্য্যায়ভুক্ত। (টী. প. দ্র.)।

তোমার দর্শনে—তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত।

১৪৭। **গুরু তেঁহো**—তিনি আমার গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **যাব তাঁর ঠাঁঞি**—আমিই তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার দর্শন করিব; কারণ, আমি তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আসা সঙ্গত হয় না; আমি তাঁহার শিষ্যস্থানীয়।

১৪৯। **পরিয়াছে**—পরিধান করিয়াছেন। **মৃগচর্ম্মাম্বর**—মৃগচর্ম্মরূপ অম্বর বা কাপড়। ব্রহ্মানন্দ-ভারতী

দেখিয়াও ছদ্ম কৈল— যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে—কোথায় ভারতীগোসাঞি ? ১৫০
মুকুন্দ কহে— এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে—তেঁহো নহে, তুমি আগেয়ান॥ ১৫১
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ? ১৫২
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে—।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে॥ ১৫৩
ভাল কহে,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥ ১৫৪
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিঞা অন্তর॥ ১৫৫
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥ ১৫৬
ভারতীকহে—তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি, ভয় পাঙ্ চিতে॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কাপড় পরিতেন না, মৃগচর্ম্ম পরিতেন। **তাহা দেখি** ইত্যাদি—ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর পরিধানে মৃগচর্ম্ম দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল, ভারতীর গর্ব্ব জানিয়া (১৫৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১৫০। ছদ্ম—ছল। ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভুর গুরুস্থানীয়, তাঁহার চর্ম্মাম্বর দম্ভের পরিচায়ক বলিয়া প্রভু পছন্দ করিলেন না; অন্য কাহারও পরিধানে চর্ম্মাম্বর দেখিলে হয়তো প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিয়া চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতে বলিতেন; কিন্তু গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দকে তিরস্কারও করিতে পারেন না, আদেশও করিতে পারেন না; তাই প্রভু এক কৌশলময় ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভারতীকে দেখিয়াও এমন ভাব প্রকাশ করিলেন—যেন দেখেন নাই; তাই প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতী-গোস্বামী কোথায় আছেন ?" তাৎপর্য্য এই যে—চর্ম্মাম্বর-পরিহিত যিনি সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, তাঁহাকে তিনি ভারতী-গোস্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

১৫১-৫২। আগেয়ান—অজ্ঞান। **তেঁহো নহে**—ইনি তিনি (ভারতী গোঁসাই) নহেন। **ভারতী গোঁসাই কেনে** ইত্যাদি—চর্ম্মাম্বর দম্ভের পরিচায়ক—"আমি এত ত্যাগী যে, সামান্য বস্ত্রখানাও ব্যবহার করি না, পশুচর্ম্মেই লজ্জা নিবারণ করি"—এইরূপ দম্ভের পরিচায়ক; ভারতী-গোস্বামী কখনও এত বড় দাম্ভিক হইতে পারেন না। তিনি চর্ম্মাম্বর পরিতে পারেন না; তুমি কোনও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভারতীগোস্বামী বলিতেছ। **চাম**—চর্ম্ম, চামড়া।

১৫৩-৫৪। না ভায়—ভাল লাগে না; পছন্দ করেন না। **ভাল কহে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা বলিতেছেন, তাহা সঙ্গত কথাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি বলিতেছিলেন ? **চর্ম্মাম্বর** ইত্যাদি—ত্যাগের দম্ভ প্রকাশের জন্যই চর্ম্মাম্বর পরা হয়; ইহা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন, তাহা সত্য কথাই। **চর্ম্মাম্বর-পরিধানে** ইত্যাদি—চর্ম্মাম্বর পরিধান করিলেই কেহ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন না; ইহাতে বরং কেবল দম্ভই প্রকাশ পায়।

১৫৫-৫৬। উক্তরূপ চিন্তা করিয়া ভারতী স্থির করিলেন—তিনি আর চর্ম্মাম্বর পরিবেন না। অন্তর্য্যামী প্রভু ভারতীর মনের কথা জানিতে পারিলেন; জানিয়া একখানা কাপড়ের বহির্ব্বাস আনাইলেন, ভারতী তাহা গ্রহণ করিয়া চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিলেন এবং বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন; তখন প্রভু আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

যাহাতে দম্ভ প্রকাশ পায়, এরূপ কোনও আচরণ করা সঙ্গত নহে এবং দম্ভের নিকটে মস্তক অবনত করাও সঙ্গত নহে—এস্থলে প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন। যেখানে দম্ভ, ভগবান্ সেখানে নাই। "অভিমানী ভক্তিহীন।"

৫৭। প্রভু ভারতীকে প্রণাম করিলে ভারতী প্রভুকে বলিলেন—"গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই তুমি আমাকে নমস্কার করিলে; তাই আমিও তাহা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আমাকে তুমি নমস্কার করিও না; তোমার নমস্কার গ্রহণ করিলে আমার অপরাধ হইবে বলিয়া আমি ভয় করিতেছি।" **নতি**—নমস্কার। **চিতে**—চিত্তে, মনে।

সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহঁা চলাচল—।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম—তুমি ত সচল ॥ ১৫৮
তুমি গৌরবর্ণ—তেঁহো শ্যামল-বরণ।
দুইব্রহ্মে কৈল সব-জগত-তারণ ॥ ১৫৯
প্রভু কহে—সত্য কহ, তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬০
ব্রহ্মানন্দ-নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল ॥ ১৬১
ভারতী কহে—সার্ব্বভৌম ! মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া ॥ ১৬২
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ১৬৩
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৮-৫৯। প্রভুর কৃপায় ভারতীর দম্ভ দূরীভূত হইলে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইল ; সেই নির্ম্মল চিত্তে প্রভুর তত্ত্ব স্ফুরিত হইল ; তাই ভারতীগোস্বামী প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বর্ত্তমান সময়ে নীলাচলে সচল ও অচল এই দুই ব্রহ্ম প্রকট হইয়াছেন ; জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ আপনা হইতে কোথাও গমনাগমন করেন না বলিয়া তিনি অচলব্রহ্ম, শ্যামবর্ণ বলিয়া তাঁহাকে শ্যামব্রহ্মও বলা যায়। আর তুমি গৌরবর্ণ গৌরব্রহ্ম—জীবনিস্তারের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ ; সুতরাং তুমি সচল ব্রহ্ম।"

সম্প্রতিক—বর্ত্তমান সময়ে। **ইহঁা**—এই নীলাচলে। **চলাচল**—চল ও অচল ; যিনি চলা ফিরা করেন, তিনি এবং যিনি একস্থানেই আছেন, চলা ফিরা করেন না, তিনি। **অচল ব্রহ্ম**—জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ চলাফেরা করেন না বলিয়া অচল ব্রহ্ম। তিনি শ্যামবর্ণ। **দুই ব্রহ্মে** ইত্যাদি—দুই ব্রহ্মই জগদ্বাসী লোকের উদ্ধার সাধন করেন ; শ্রীজগন্নাথ দর্শনকামীদিগকে দর্শন দিয়া এবং শ্রীগৌর সকলকে নামপ্রেম দিয়া উদ্ধার করেন।

১৬০-৬১। চতুর-চূড়ামণি প্রভু ভারতীর কথা দিয়াই ভারতীর কথার উত্তর দিলেন। প্রভু বলিলেন—"ভারতী, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্যই ; পূর্ব্বে নীলাচলে এক ব্রহ্মই—শ্রীজগন্নাথের শ্রীবিগ্রহরূপ এক শ্যামব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন ; এক্ষণে তোমার আগমনে শ্যামব্রহ্ম ও গৌরব্রহ্ম—দুই ব্রহ্মই এস্থানে প্রকট হইলেন। শ্যামব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ তো আছেনই—আর ব্রহ্মানন্দ নামক তুমিও ব্রহ্ম ; তোমার বর্ণ গৌর বলিয়া তুমিই গৌরব্রহ্ম।"

ব্রহ্মানন্দ-নাম ইত্যাদি—তোমার নাম ব্রহ্মানন্দ বলিয়া তোমাকেও ব্রহ্ম বলা যায় ; আর বর্ণ গৌর বলিয়া তোমাকে গৌরব্রহ্মও বলা চলে ; ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতে পার বলিয়া তোমাকে সচল গৌরব্রহ্ম বলা যায়।

ব্রহ্মানন্দ প্রভুর তত্ত্বই বলিয়াছিলেন ; প্রভু তত্ত্বতঃই ব্রহ্ম ছিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ছিলেন না ; কিন্তু প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার যথাশ্রুত অর্থে—ভারতীগোস্বামীকে প্রভু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করেন নাই ; "ব্রহ্মানন্দ-নাম তোমার" ইত্যাদি প্রভুবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে—তোমার নাম ব্রহ্মানন্দ, সংক্ষেপে তোমাকে "ব্রহ্ম" বলা যায় ; প্রভুর কথিত "ব্রহ্ম" তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম নহে—ইহা ভারতীগোস্বামীর নামের সংক্ষেপমাত্র। প্রভুর কথিত দুই ব্রহ্মের এক ব্রহ্ম—স্বরূপতঃ ব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ, আর ব্রহ্ম ব্রহ্মনামক ব্রহ্মানন্দভারতী। নচেৎ সিদ্ধান্তে দোষ জন্মে ; কারণ, জীবকে ব্রহ্ম বা ভগবান্ বলিলে অপরাধ হয়—ইহা প্রভুরই বাক্য—"যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম। সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ২।১৮।১০৭ ॥ প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিয়। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয় ॥ ২।১৮।১০৪ ॥"

১৬২-৬৪। প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতীগোস্বামী সার্ব্বভৌমকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহাদের এই কোন্দল মিটাইয়া দিতে বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বাক্যের সমর্থনার্থ যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন—"ব্রহ্ম ব্যাপক—নিয়ন্তা, আর জীব ব্যাপ্য—ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়মিত ; ইহাই জীব ও ব্রহ্মে সম্বন্ধ। দম্ভনিবন্ধন-অজ্ঞতাবশতঃ আমি চর্ম্মাম্বর পরিয়া থাকিতাম ; ইনি (প্রভু) আমার অজ্ঞতা দূরীভূত করিয়া চর্ম্মাম্বর ঘুচাইয়াছেন, আমি তাঁহার এই শাসন মানিয়া লইয়াছি ; ইনি যে

মহাভারতে দানধর্মে, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে

(১২৭।৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫

এই সব নামের ইঁহো হয় নিজাস্পদ।

চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ ॥ ১৬৫

ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।

প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥ ১৬৬

গুরু-শিষ্য ন্যায়ে সত্য শিষ্য-পরাজয়।

ভারতী কহে এহো নহে অন্য হেতু হয় ॥ ১৬৭

ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।

আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৬৮

আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান।

তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥ ১৬৯

কৃষ্ণ-নাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।

তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ১৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার নিয়ন্তা বা ব্যাপক এবং আমি যে ইঁহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা ব্যাপ্য—এই চর্ম্মাম্বর-সম্বন্ধীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ ; সুতরাং আমি যে জীব এবং ইনি যে ব্রহ্ম—ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে ?”

ন্যায়—বিচার। **ব্যাপ্য**—যাহা অন্য বস্তু দ্বারা ব্যাপিত বা আচ্ছাদিত হয় ; অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু ; নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য বস্তু। **ব্যাপক**—যাহা অন্য বস্তুকে ব্যাপিয়া বা আচ্ছাদন করিয়া থাকে ; বৃহদ্ বস্তু ; নিয়ন্তা। প্রভু যে ব্যাপক, ব্রহ্ম, ভগবান্, মহাভারতের শ্লোকদ্বারা তাঁহার প্রমাণও দিতেছেন।

শ্লোক। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৬৫। এই সব নামের—সুবর্ণবর্ণো ইত্যাদি শ্লোকোক্ত নামসমূহের ; এই শ্লোকে আটটী নাম আছে ; এই আটটী নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য (১।৩.৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ইঁহো হয়** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যই এই আটটী নামের স্থান ; এই আটটী নাম তাঁহাতেই প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তরূপে ভারতীগোস্বামী কেবল একটী—চন্দনাঙ্গদী—নামের যাথার্থ্য দেখাইতেছেন ; **চন্দনাক্ত** ইত্যাদি—মহাপ্রভু জগন্নাথের চন্দনলিপ্ত প্রসাদী ডোর অঙ্গদের ন্যায় দুই ভুজে ব্যবহার করেন ; এই চন্দনলিপ্ত প্রসাদীডোরকেই চন্দনাঙ্গদ বলা যায় ; কাজেই প্রভু হইলেন চন্দনাঙ্গদী—চন্দনাঙ্গদ আছে যাঁহার, তাদৃশ ব্যক্তি। **চন্দনাক্ত**—চন্দনলিপ্ত ; চন্দন-মাখান। **প্রসাদ-ডোর**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী (ব্যবহৃত) ডোর। **শ্রীভুজে**—দুই বাহুতে। **অঙ্গদ**—অঙ্গদের আকারে পরিহিত।

১৬৬-৬৭। ভারতীগোস্বামীর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“ভারতী, বিচারে তোমারই জয় হইল দেখিতেছি। (অর্থাৎ প্রভু যে ব্রহ্ম, আর তুমি যে জীব—ইহাই সত্য।” মধ্যস্থ সার্ব্বভৌম তাঁহার মীমাংসা জানাইলেন ; শুনিয়া সার্ব্বভৌমের কথারই অন্যরূপ অর্থ করিয়া নিজের উক্তির যাথার্থ্য দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রভু বলিলেন—“সার্ব্বভৌম ! তুমি যে বলিলে—ন্যায়-বিষয়ে ভারতীরই জয় হইয়াছে এবং আমারই পরাজয় হইয়াছে, ইহা সত্যই। কারণ, ভারতীগোস্বামী হইলেন আমার গুরু—(গুরুপর্য্যায়ভুক্ত), আর আমি হইলাম তাঁহার শিষ্য—(শিষ্যস্থানীয়) ; গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তাহার বিচারে শিষ্যেরই পরাজয় হইয়া থাকে ; এই নীতি-অনুসারে ভারতীর জয় এবং আমার পরাজয় অস্বাভাবিক নহে।” প্রভু এস্থলে নিজেকে ভারতীর শিষ্য বলিয়া ভারতীকে বড় করিলেন।

১৬৮-৭০। প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতী আবার বলিলেন—“তুমি যে পরাজিত হইয়াছ, তাহা ঠিক ; তবে পরাজয়ের যে হেতু তুমি বলিলে, তাহা ঠিক নহে ; তুমি আমার শিষ্য বলিয়া তুমি পরাজিত হও নাই। তুমি ব্রহ্ম—ভগবান্ ; আমি তোমার আশ্রিত—সেবক ; আশ্রিত-বাৎসল্য তোমার স্বভাব—স্বরূপানুবন্ধি গুণ ; এই আশ্রিত-বাৎসল্যবশতঃ আশ্রিত-দাসের নিকটে পরাজয় স্বীকার করাও তোমার স্বভাব ; এই স্বভাববশতঃই তোমার দাস আমার নিকটে তুমি পরাজিত হইলে।” **ভক্ত-ঠাঁই**—তোমার ভক্তের—সেবকের নিকটে। **হার**—পরাজিত হও ; পরাজয় স্বীকার কর।

বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইঁহা দেখি সেই দশা হইল আমার ॥ ১৭১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০)

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অদ্বৈতেতি শান্দং জ্ঞানমুক্তং স্বানন্দেতি ব্রহ্মানুভবপর্য্যন্তং স্বানন্দ এব সিংহাসনং তত্র লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈরিত্যর্থঃ দীক্ষ-মৌণ্ড্যেজ্যাদি-ধাতুগণাৎ। ব্যাজস্তুতিরিয়ম্। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভারতী আরও বলিলেন—"তুমি যে ভগবান্, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তোমার প্রভাবেই তাহা বুঝা যাইতেছে। তোমার এই প্রভাবের কথা বলি শুন। জন্মাবধিই আমি নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া আসিতেছি; কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের—বা কোনও সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের কথা ভাবি নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমার দর্শনমাত্রেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার সাক্ষাতে উপনীত হইলেন বলিয়া আমার অনুভব হইতেছে; তদবধি আমার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইতেছে, মনে কৃষ্ণের রূপ স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর সাক্ষাতেও যেন কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে; আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—আমার মনে ও নয়নে যে কৃষ্ণরূপ স্ফুরিত হইতেছে, তোমাকেও যেন ঠিক সেই কৃষ্ণের মতনই মনে হইতেছে—তাই আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে তোমার সেই অপরূপ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত!"

তদ্রূপ—কৃষ্ণরূপ; আমার মনে ও নেত্রে যে কৃষ্ণরূপ স্ফুরিত হইতেছে, সেই কৃষ্ণের ন্যায়। **হৃদয় সতৃষ্ণ**—তোমার বা কৃষ্ণরূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে।

যিনি কখনও কৃষ্ণরূপের কথা চিন্তা করাও সঙ্গত মনে করিতেন না, সর্ব্বদা নিরাকার ব্রহ্মেরই ধ্যান করিতেন, প্রভুর প্রভাবে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আজ তাঁহার বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পরমব্রহ্ম—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই তাহার প্রমাণ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও ঈদৃশী শক্তি থাকিতে পারে না।

১৭১। ভারতী গোস্বামী বলিলেন—"বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর নিজের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে আমারও সেই অবস্থা হইল।"

বিল্বমঙ্গলের অবস্থার কথা তাঁহার নিজের ভাষাতেই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো ৬। অন্বয়। অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ (অদ্বৈতমার্গাবলম্বী সাধকগণ কর্ত্তৃক) উপাস্যাঃ (পূজ্য), স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ (নিজানন্দ-সিংহাসনে পূজা প্রাপ্ত) বয়ং (আমরা) কেন অপি (কোনও) গোপবধূবিটেন (গোপবধূ লম্পট) শঠেন (শঠকর্ত্তৃক) হঠেন (বলপূর্ব্বক) দাসীকৃতাঃ (দাসরূপে পরিণত হইলাম)।

অনুবাদ। আমরা অদ্বৈত-পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ-সিংহাসনে পূজা লাভ করিতাম; অহো! কোনও গোপবধূ-লম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার দাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ৬

অদ্বৈত-বীথীপথিকৈঃ—অদ্বৈতরূপ (নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ) বীথীর (পথের) পথিকগণ কর্ত্তৃক; যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক **উপাস্যাঃ**—আরাধ্য (যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে পূজা করিতেন; অর্থাৎ আমরা জ্ঞানমার্গের সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলাম)। **স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ**—স্বানন্দরূপ (ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দরূপ) সিংহাসনে লব্ধ (প্রাপ্ত) হইয়াছে দীক্ষা (বা পূজা) যাহাদিগকর্ত্তৃক, তদ্রূপ **বয়ম্**—আমরা। জ্ঞানমার্গের সাধনের প্রভাবে আমরা ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম বলিয়াই সকলে মনে করিত, ব্রহ্মানুভবই জ্ঞানমার্গের সাধকদের যথাবস্থিত দেহে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চরম কাম্যবস্তু ; আমরা তাহা লাভ করিয়াছি বলিয়া সকলে মনে করিত এবং তাই আমরা সকলের চক্ষুতে অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে রাজার ন্যায় অতি উচ্চ ও গৌরবের আসনে আধষ্ঠিত ছিলাম এবং তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজাও আমরা পাইতাম ; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা এবং কি আক্ষেপের কথা—এবম্বিধ আমরাও কোনও এক শঠ-চূড়ামণি **গোপবধূবিটেন**—গোপস্ত্রী-লম্পটকর্তৃক **হঠেন**—আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকর্তৃক বলপূর্ব্বক **দাসীকৃতাঃ**—দাসরূপে পরিণত হইলাম। ছিলাম আমরা একটী সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজার সম্মানে সম্মানিত ; কিন্তু হইয়া গেলাম এখন দাস ! তাহাও আবার একজন ধূর্ত্ত শঠলোকের দ্বারা। কেবল ইহাই নহে—সেই ধূর্ত্ত শঠ লোকটী হইতেছেন—গোপস্ত্রী-চৌর !! ইহা অপেক্ষা আমাদের আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে !!!

এই শ্লোকটী ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি—মাত্র। শ্লোকটীর যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—বক্তা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথাই যেন আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন, অদৃষ্টের **নিন্দা** করিতেছেন—"যার সমান আর দ্বিতীয় পন্থা নাই, এমন অদ্বৈত-মার্গের রাজা ছিলাম, ব্রহ্মানন্দ অনুভবের সম্মান লাভ করিতাম ; অদৃষ্টগুণে, নিজেদের অনিচ্ছায়—হইয়া গেলাম একজন শঠ-লম্পটের দাস !! ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে ?"—ইহাই যথাশ্রুত নিন্দাবাচক অর্থ। কিন্তু এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ হইতেছে বক্তার সৌভাগ্যের **স্তুতি**—"যাহাতে ক্ষুদ্র জীব নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া কেবলমাত্র অপরাধে লীন হয়, আমরা সেই অদ্বৈতমার্গে—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকিয়া, জীবের স্বরূপ-তত্ত্বকে উল্টাইয়া দিয়া, পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া কেবল অপরাধ-পঙ্কেই আমরা আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছিলাম ; সেখানে আমরা শ্রদ্ধা, সম্মান—পূজা পাইতাম বটে ; কিন্তু সেই শ্রদ্ধা-সম্মানাদি দেখাইত কাহারা ? যাহারা আমাদেরই ন্যায় জীবকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়া অপরাধে লীন হইতেছিল—তাহারা ; অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্নতাকেই আমাদের ন্যায় জ্ঞানিম্মন্য অজ্ঞলোকগণ না জানিয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিত ; আমরা যাহাদের সম্মান পাইতাম, আমাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা অপরাধ-পঙ্কে অধিকতর নিমগ্ন দেখিয়াই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিত—তাহাদের এই শ্রদ্ধা-সম্মান আমাদের দুর্দ্দশার—মন্দভাগ্যেরই পরিচায়ক ছিল। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—বৈচিত্রীহীন আনন্দ-সত্তামাত্র। সেই আনন্দ-সত্তাই আমাদের লক্ষ্য ছিল ; কিন্তু ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপের কৃপা ব্যতীত সেই আনন্দ-সত্তারূপ ব্রহ্মের অনুভবও সুদুর্ল্লভ ; সবিশেষ-স্বরূপকে মায়িক বিগ্রহ বলিয়া আমরা যে অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধই সবিশেষ-স্বরূপের কৃপালাভের পথে আমাদের পক্ষে পর্ব্বত-প্রমাণ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল ; প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের অনুভব আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু—নিজেদিগকেই প্রকৃত-সাধন-মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া, কেবলমাত্র বাক্‌পটুতার জোরে ভক্তির অনুকূল—জীবের স্বরূপ-তত্ত্বের অনুকূল—ভক্তিবাদ খণ্ডন করিয়া, ভগবদ্‌বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব খণ্ডন করিয়া, ভক্তিমার্গের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন করিয়া এবং নিজেদের অধঃপতনজনক এতাদৃশ আরও অনেক কাজ করিয়া নিজেদের দম্ভ ও অহঙ্কারের তৃপ্তিমূলক যে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতাম, সেই আত্মশ্লাঘাকেই—সেই আত্মপ্রবঞ্চনাকেই, স্বানুভবানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া আমরা ভাবিতাম—আমরা সাধনে সিদ্ধ হইয়াছি, সাধন-জগতের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছি ; কিন্তু ইহা যে আমাদের দুরদৃষ্টের চরম-বিকাশ—দম্ভ-মোহাচ্ছন্ন আমরা তাহাও বুঝিতে পারিতাম না। এরূপ যখন আমাদের অবস্থা, তখন সেই কোটি-মন্মথ-মদন রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ—স্বীয়-পতিত-পাবন-গুণে তাঁহার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য সম্ভারের পূত-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়া আমাদের সাক্ষাতে দয়া করিয়া উপস্থিত হইলেন ; তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাধুর্য্য-কিরণ-জালের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে আমাদের দম্ভ, অহঙ্কার—আমাদের পর্ব্বত-প্রমাণ অজ্ঞতারাশি—আমাদের সূচীভেদ্য মোহান্ধকার—চক্ষুর নিমিষে তিরোহিত হইয়া গেল ; তখনই আমরা বুঝিতে পারিলাম—তিনি কত মহান্, আর আমরা কত ক্ষুদ্র ! পর্ব্বত-প্রমাণ চুম্বক-স্তূপের সাক্ষাতে ক্ষুদ্র লৌহকণিকা যেমন কিছুতেই স্বস্থানে স্বীয় অবস্থিতি রক্ষা করিতে পারে না, তাঁহার মাধুর্য্য-সম্ভারের সাক্ষাতে আমরাও আর নির্ভেদ ব্রহ্মধ্যানে আমাদের মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—আমাদের দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া সেই মাধুর্য্যবিগ্রহের পদতলে

প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥ ১৭২

ভট্টাচার্য্য কহে—দোঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥ ১৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আত্মসমর্পণ করিল, তাঁহার চরণসেবার সৌভাগ্য লাভের জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরম-রসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখকোণের কিরণ-চ্ছটায় যে আনন্দের লহরী খেলিয়া যায়, তাহার তুলনায়ও ব্রহ্মানন্দ—মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের তুলনায় খদ্যোতক-তুল্য। আর গোপীজন-বল্লভের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ী লীলার কথা—যে লীলারসের আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য্য-পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন—সেই লীলার কথা আর কি বলিব? পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার দাসশ্রেণীভুক্ত করিয়া সেই লীলারস-আস্বাদনের সুযোগ দিয়াছেন। অদ্বৈতমার্গে সকলের পূজা পাইয়া যে সুখ অনুভব করিতাম, এখন দেখিতেছি—কৃষ্ণদাস্যের আনন্দের তুলনায়, তাহাতো মহাসমুদ্রের তুলনায় সূচ্যগ্রস্থিত জলবিন্দুবৎ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত নগণ্য। কৃষ্ণদাসের কি ভাগ্যের সীমা আছে? যিনি ত্রিভুবনে অজিত, যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, যিনি স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্, অদ্বৈত-মার্গাবলম্বীদের ধ্যেয় ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তিমাত্র, যাঁহার চরণ-সেবার সৌভাগ্য লাভের জন্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সর্ব্বদা লালায়িত—ভক্তবৎসল সেই কৃষ্ণচন্দ্র জিত হইতে পারেন—একমাত্র তাঁহার দাসের দ্বারা; স্বতন্ত্র হইয়াও তিনি অধীনতা স্বীকার করেন একমাত্র তাঁহার দাসের নিকটে। "কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥ আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে। ১।৬।৮৭-৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া অযাচিতভাবে আমাদিগকে তাঁহার এতাদৃশ ভক্তপদ দিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কি হইতে পারে?

এই শ্লোকের উল্লেখে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীরও অভিপ্রায় এই যে—"আমিও নিরাকারের ধ্যান করিতাম, নির্ভেদ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতাম, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা ভুলেও মনে করিতাম কিনা সন্দেহ; কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপায় আমার মনে-নেত্রে মাধুর্য্যবারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপ স্ফুরিত হইতেছে এবং সেই মাধুর্য্যসুধা পান করিবার নিমিত্ত চিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার দশাও তোমার কৃপায় বিল্বমঙ্গলের মতনই হইল।"

১৭২। ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর (১৬৯-৭১ পয়ারোক্ত) কথা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপনার্থ বলিলেন—"ভারতী, আমাকে দেখিয়া যে তোমার মনে-নেত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হইতেছেন এবং আমাকেও যে তুমি কৃষ্ণের তুল্যই দেখিতেছ, তাহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই—উহা আমার প্রভাব-বশতঃ নহে, ইহা তোমারই মহিমা। শ্রীকৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রীতি; তাই সর্ব্বত্রই তোমার শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ হইতেছে; যাঁহারা পরমভাগবত, ইষ্টদেবে যাঁহাদের গাঢ় অনুরাগ, তাঁহারা যে বস্তুর দিকেই নয়ন ফিরান না কেন, সেই বস্তুর স্বরূপ তাঁহারা দেখিতে পায়েন না, সর্ব্বত্রই তাঁহারা কেবল স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তিই দেখিয়া থাকেন। ভারতী, তোমার অবস্থাও তাহাই হইয়াছে।" ২।৮।২২৫-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৩। ভারতীর ও প্রভুর কথা শুনিয়া আবার মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ পূর্ব্বক সার্ব্বভৌম বলিলেন—তোমাদের উভয়ের কথাই সত্য। ভারতী যে বলিয়াছেন, 'তোমাকে তদ্রূপ দেখি—প্রভুর রূপ ও কৃষ্ণের রূপ একই রকম দেখিতেছি'—একথাও সত্য; আর প্রভু যে বলিতেছেন—গাঢ়প্রেমাবশতঃ "যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়।" একথাও সত্য—চক্ষুর অগ্রভাগে যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন দেন, তাহা হইলে "যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ" তো স্ফুরিত হইবেনই।

সার্ব্বভৌমের উক্তির মর্ম্ম এই যে—"প্রভু, শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি ভারতীর চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাকে দর্শন দিতেছ বলিয়াই ভারতীর কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতেছে; তুমিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—পরব্রহ্ম।"

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥ ১৭৪
প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥ ১৭৫
এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা।
ভারতী গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥ ১৭৬
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু-পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য॥ ১৭৭
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিঞা প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥ ১৭৮
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর-দর্শন।
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ॥ ১৭৯
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহাঁ তাহাঁ হয়॥ ১৮০
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভারে রাখিলা নিজস্থানে॥ ১৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৪। সার্ব্বভৌম আরও বলিলেন—"ভারতীর যে গাঢ় প্রেম আছে, তাহাও সত্য; কারণ, তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত তোমাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপেই দেখিতে পাইতেছেন; প্রেম না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিলেও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। "যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। ৩৩৮।১৬।"

সার্ব্বভৌমের এই উক্তির মর্ম্ম এই যে—প্রভুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, প্রভুর কৃপাতেই ভারতী প্রভুকে কৃষ্ণরূপে দেখিতে পাইতেছেন।

১৭৫। প্রভু আত্মগোপনার্থ ভক্তভাবে নিজেকে জীব বলিয়াই পরিচিত করিতে চাহেন; ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে জীবকে কৃষ্ণ বলা অপরাধ-জনক; সার্ব্বভৌম প্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাই প্রভু মনে করিলেন, ঐ কথা শুনাতেও প্রভুর অপরাধ হইয়াছে। তাই সেই অপরাধ খণ্ডনের জন্যই প্রভু যেন 'বিষ্ণু বিষ্ণু' উচ্চারণ করিলেন। বিষ্ণু স্মরণ করিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"ছি ছি! সার্ব্বভৌম, তুমি এ কি বলিতেছ? স্তুতির নিমিত্ত তুমি আমাকে কৃষ্ণ বলিতেছ; কিন্তু সার্ব্বভৌম, আমি তো ক্ষুদ্র জীব; আমাকে কৃষ্ণ বলা যে অতিস্তুতি হইয়া গেল; অতিস্তুতি যে নিন্দারই লক্ষণ।" **অতিস্তুতি** ইত্যাদি—যে যাহা নয়, তাহাকে বাড়াইয়া তাহা বলাই অতিস্তুতি এবং এরূপ অতিস্তুতি মিথ্যাস্তুতি বলিয়াই নিন্দার মধ্যে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে রাজা বলিলে ঠাট্টা করাই হয়; ইহা অতিস্তুতি বটে এবং তাই নিন্দাও বটে।

১৭৮। **কাশীশ্বর**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩১ পয়ারে গোবিন্দের উক্তি হইতে জানা যায়, ইনিও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিলেন। **সম্মান করিয়া**—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক বলিয়া প্রভু কাশীশ্বরকে সম্মান করিলেন। **নিজস্থানে**—প্রভুর নিজের নিকটে।

১৭৯। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, কাশীশ্বর প্রভুর আগে আগে যাইতেন; প্রভুর সম্মুখে লোকের ভিড় থাকিলে তিনি সেই ভিড় সরাইয়া প্রভুর চলার সুবিধা করিয়া দিতেন;—ইহাই ছিল কাশীশ্বরের প্রধান সেবা।

১৮০-৮১। সমস্ত নদ-নদীই যেমন সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়, তদ্রূপ যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ-সন্নিধানে একত্রিত হইলেন। প্রভুও কৃপা করিয়া সকলকে নিজের নিকটে রাখিয়া কৃতার্থ করিলেন।

নদ-নদীর সঙ্গে ভক্তের এবং সমুদ্রের সঙ্গে প্রভুর উপমা দেওয়ায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া তাহাই যেমন আবার বৃষ্টিরূপে নদীর কলেবর পুষ্ট করে এবং নদীর জলরাশি

এইত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইঁহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥ ১৮২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৮৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-
মিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমুদ্রের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করে—তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ হইতে হ্লাদিনীশক্তি ভগবান্ কর্তৃকই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তহৃদয়ে পতিত হয় এবং ভক্তহৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ভক্তের ভক্তিকে পুষ্ট করে; এবং এই প্রেমভক্তিই আবার ভক্তকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বৈচিত্রী বিধান করিয়া থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

আরদিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে—।
অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে তন্মন্দিরপরিক্রমে ইত্যর্থঃ ভক্তৈঃ সহ অত্যুদ্দণ্ডং উৎক্ষিপ্তদণ্ডবৎ তাণ্ডবং উদ্ধতং নৃত্যং কুর্ব্বন্ সন্ স্বধাম্না নিজমাধুর্য্যেণ বিশ্বং লোকসমূহং প্রেমবন্যায়াং নিমগ্নং চক্রে কথম্ভূতো গৌরচন্দ্রো নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ নানাবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভিঃ ভাবৈ রলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী। মধ্যলীলার এই একাদশ-পরিচ্ছেদে—রাজা-প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে সার্ব্বভৌমের অনুরোধ, প্রভুকর্ত্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, রায়-রামানন্দের নীলাচলে আগমন, অদ্বৈতাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণের রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে আগমন, ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দির বেড়িয়া প্রভুর কীর্ত্তন-ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ [নানাভাবরূপ অলঙ্কারভূষিত) গৌরচন্দ্রঃ (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর) ভক্তৈঃ (ভক্তগণের সহিত) শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে—মন্দির-পরিক্রমায়) অত্যুদ্দণ্ডং (অত্যন্ত উদ্দণ্ড) তাণ্ডবং (উদ্ধত নৃত্য) কুর্ব্বন্ (করিয়া) স্বধাম্না (স্বীয় মাধুর্য্য-প্রভাবে) বিশ্বং (বিশ্ববাসীকে) প্রেমবন্যা-নিমগ্নং (প্রেমবন্যায় নিমগ্ন) চক্রে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-পরিক্রমাকালে ভক্তগণের সহিত অত্যুদ্দণ্ড তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য-প্রভাবে সমগ্র-বিশ্বকে প্রেমবন্যানিমগ্ন করিয়াছিলেন।. ১

অত্যুদ্দণ্ডং—উৎক্ষিপ্ত দণ্ডের ন্যায়। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া এবং সমস্ত দেহকে দণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যে নৃত্য, তাহার নাম উদ্দণ্ড নৃত্য। **তাণ্ডবং**—উদ্দণ্ড নৃত্য। **শ্রীজগন্নাথগেহে**—শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গনে, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা-সময়ে। রথযাত্রাকালে গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দর যখন সঙ্কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীমন্দিরে পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন সাত্ত্বিকাদি-নানাবিধভাবের উদয়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, **নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ**—নানাবিধ ভাবদ্বারা অলঙ্কৃত (বিভূষিত) হইয়াছে শ্রীঅঙ্গ যাঁহার, তাদৃশ গৌরচন্দ্র **স্বধাম্না**—স্বীয় ধাম (মাধুর্য্য-জ্যোতি—মাধুর্য্যপ্রভাব) দ্বারা **বিশ্বং**—বিশ্ববাসী জনসমূহকে **প্রেমবন্যানিমগ্ন**—প্রেমরূপ বন্যায় নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। রথযাত্রা-উপলক্ষে নানাদিগ্‌দেশ হইতে, অসংখ্যলোক নীলাচলে সমবেত হইয়াছিল; ভাব-বিভূষিত প্রভুর শ্রীঅঙ্গের শোভা দর্শন করিয়া—প্রভুর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের প্রভাবে—তাহাদের সকলেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হইয়াছিল; উদ্দণ্ড-নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে যেন প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার স্পর্শে তত্রত্য সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন।

২। **আরদিন**—অন্য একদিন। **অভয়দান দেহ**—যদি অভয় দাও; যদি তুমি রুষ্ট না হও।

প্রভু কহে—কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥ ৩
সার্ব্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্ররায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায় ॥ ৪
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্ব্বভৌমে কহে—কহ অযোগ্য বচন ॥ ৫
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন—।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। **যোগ্য**—সঙ্গত। **অযোগ্য**—অসঙ্গত।

৪। **প্রতাপরুদ্ররায়**—রাজা প্রতাপরুদ্র। **উৎকণ্ঠিত**—ব্যগ্র। **মিলিবারে**—সাক্ষাৎ করিতে।

৫। **কর্ণে হস্ত দিয়া**—কানে হাত দিয়া। সার্ব্বভৌম যাহা বলিতেছেন, তাহা শুনাও যেন অন্যায়, মহা-অপরাধজনক, তদ্রূপ ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রভু নিজের কানে হাত দিলেন—আর যেন ঐরূপ কথা কানে প্রবেশ না করিতে পারে। **স্মরে নারায়ণ**—আর, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা শুনাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার খণ্ডনের নিমিত্তই যেন প্রভু "নারায়ণ"-নাম স্মরণ করিলেন। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ।"

কানে হাত দিয়া এবং নারায়ণ স্মরণ করিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ।"

৬। **বিরক্ত**—সংসারত্যাগী।

সার্ব্বভৌমের কথা কিরূপে অন্যায় হইল, তাহা বলিতেছেন। "সার্ব্বভৌম! প্রতাপরুদ্র-রাজাকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত তুমি আমাকে বলিতেছ; কিন্তু তুমি তো জান—আমি সংসারত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসী; বিষভক্ষণ যেমন দেহের পক্ষে অনিষ্টজনক, তদ্রূপ রাজার দর্শন এবং স্ত্রীলোকের দর্শন এই উভয়ই আমার সন্ন্যাসের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক।"

স্ত্রী-দরশন—মানুষের মন সাধারণতঃই কামিনী-কাঞ্চনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; কাঞ্চন অপেক্ষাও কামিনীর—স্ত্রীলোকের প্রতিই লোক সাধারণতঃ বেশী আকৃষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ শ্রীভা. ৯।১৯।১৭॥—বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে; তাই অন্য নারীর কথা তো দূরে, মাতা, ভগিনী, এমন কি স্বীয় কন্যার সঙ্গেও একত্র থাকিবে না।" বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের দর্শনে, স্পর্শনে, স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ-ব্যবহারে, এমন কি স্ত্রীলোকের কৃত্রিম প্রতিমা বা চিত্রপটাদি দেখিলেও—অনেক সময় স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত-বস্ত্রাদি দর্শন বা স্পর্শ করিলেও ভাব-সংক্রমণবশতঃ লোকের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে; তাই ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শনাদি সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; স্ত্রীলোকের সংস্রবে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে—বিষ-ভক্ষণে যেমন প্রাণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

রাজ-দরশন—যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদের চিত্তে বিষয়-বাসনা—প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়—সর্ব্বদাই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে; যাহারা তাহাদের সংস্রবে আসে, তাহাদের চিত্তেও সেই জ্বালা সংক্রমিত হয়। বিষয়-বাসনা তাহাদের চিত্তেও সংক্রমিত হয়। যে স্থানে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, সে-স্থানবাসীদের কেহই যেমন ঝড়ের ক্রিয়া হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না; তদ্রূপ যাহার চিত্তে বিষয়-বাসনার প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, তাহার সংস্রবে যাহারা আসে, তাহারাও সাধারণতঃ সেই তরঙ্গের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না; তাই, যাঁহারা সংসার হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ীর সংস্রব হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত। রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের বিষয়-ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণই হইল রাজার কার্য্য; তাই রাজার রাজকার্য্য হইল বিষয়-কার্য্য; রাজাকে সর্ব্বদাই বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়; তাহাতে, বিষয়-কালিমায় কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা—সাধারণ লোক অপেক্ষা—রাজারই বেশী। বিশেষতঃ, প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া, ভোগ-বিলাসে মত্ত হইবার সুযোগ

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৭)

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নিষ্কিঞ্চনস্যেতি। নিষ্কিঞ্চনস্য ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য তথা ভবসাগরস্য পরং পারং জিগমিষো র্গন্তুমিচ্ছোঃ তথা ভগবদ্ভজনে উন্মুখস্য প্রবর্ত্তমানস্য জনস্য বিষয়িণাং বিষয়াসক্তচিত্তানাং তথা যোষিতাং রমণীনাং সন্দর্শনং সঙ্গং হা হন্ত নিন্দায়াং হন্ত খেদে বিষভক্ষণতোঽপি অসাধু অমঙ্গলকরম্। শ্লোকমালা।২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এবং সম্ভাবনা রাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; আবার কাহারও কর্তৃত্বাধীনে থাকেন না বলিয়া কোনও বিষয়ে সংযমের সম্ভাবনাও রাজার সর্ব্বাপেক্ষা কম; তাই অধিকাংশস্থলেই রাজাদিগকে ভোগবিলাসে বা ব্যভিচারে মত্ত হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় কোনও রাজার চিত্তে যে সকল ভোগবাসনার উদ্দাম প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহার গতিমুখে পতিত হইলে কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। তাই ভগবদ্ভজনোন্মুখ সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজার দর্শন নিষিদ্ধ—বিষ যেমন প্রাণ বিনাশ করে, রাজার সংস্রবজনিত ভোগ-বাসনার সংক্রমণও তদ্রূপ সন্ন্যাসধর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে বলিয়া।

শ্লো। ২। অন্বয়। ভবসাগরস্য (সংসার-সমুদ্রের) পরং পারং (পরপারে) জিগমিষোঃ (যাইতে ইচ্ছুক) নিষ্কিঞ্চনস্য (নিষ্কিঞ্চন) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (ভগবদ্ভজনে উন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে) বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত জনগণের) অথ যোষিতাঞ্চ (এবং স্ত্রীলোকদিগের) সন্দর্শনং (সন্দর্শন) হা হন্ত হন্ত (হায় হায়) বিষভক্ষণতঃ অপি (বিষভক্ষণ হইতেও) অসাধু (অমঙ্গল-জনক)।

অথবা। ভবসাগরস্য পারং (পারে) জিগমিষোঃ নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য বিষয়িণাং অথ যোষিতাঞ্চ পরং সন্দর্শনং (পরম-সন্দর্শন—সম্মিলনপূর্ব্বক সংলাপাদি) হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু (চক্রবর্ত্তীর টীকার অনুরূপ)।

অনুবাদ। সংসার-সমুদ্রের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি বিষয়-ভোগ-পরিত্যাগ করিয়া (নিষ্কিঞ্চন হইয়া) ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, বিষয়াসক্ত জনগণের এবং স্ত্রীলোকের সন্দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গল-জনক।

অথবা। সংসার-সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছায় যিনি বিষয়-ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, বিষয়াসক্ত-জনগণের এবং স্ত্রীলোকের পরম-সন্দর্শন (অর্থাৎ সম্মিলনপূর্ব্বক সংলাপাদি) বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গল-জনক। ২

ভবসাগরস্য—সংসার-সমুদ্রের; সংসারকে সাগর বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাগর যেমন সহজে কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, এই সংসারও—সংসারাসক্তিও—সহজে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। **জিগমিষোঃ**—যাইতে ইচ্ছুক যিনি, তাঁহার। **নিষ্কিঞ্চনস্য**—যিনি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের কোনও উপকরণকেই যিনি অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাকে নিষ্কিঞ্চন বলে। **ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য**—ভগবানের ভজনের জন্য যিনি উন্মুখ বা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার। **বিষয়িণাং**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের। **যোষিতাং**—স্ত্রীলোকগণের। **সন্দর্শনং**—সন্দর্শন; দর্শনের উপলক্ষণে স্পর্শ ও আলাপাদিও সূচিত হইতেছে। অথবা পরং সন্দর্শনং—পরম-সন্দর্শন; সম্মিলন পূর্ব্বক আলাপাদি। **হা হন্ত হন্ত**—খেদসূচক বাক্য। **বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু**—বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গল-জনক। দেহের বিনাশ অপেক্ষা ভজনের বিনাশ অধিকতর অমঙ্গল-জনক; কারণ, তাহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের বিঘ্ন ঘটে। বিষপানে দেহমাত্র নষ্ট হয়; কিন্তু বিষয়াসক্ত লোকের ও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে ভজন নষ্ট হয়; তাই, ইহা বিষপান অপেক্ষাও অধিকতর অমঙ্গল-জনক। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সার্ব্বভৌম কহে—সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥ ৭
প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ ৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৮)
আকারদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আকারাদপীতি। স্ত্রীণাং তথা বিষয়িণাং বিষয়াসক্তচিত্তানাং আকারাৎ মৃত্তিকাদিনির্ম্মিতমূর্ত্তেরপি ভেতব্যং ভয়ং অবেদিতার্থঃ। যথা অহেঃ কালসর্পাৎ মনসঃ ক্ষোভঃ মহাভয়ং স্যাৎ তথা তস্য তৎসর্পস্য কৃত্রিমমূর্ত্তিদর্শনাদ্ভয়ং অবেদিতি। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭। প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"প্রভু, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; বিষয়াসক্ত লোকের এবং স্ত্রীলোকের সন্দর্শন যে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টজনক—তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা বলিয়া বাহিরে তাঁহার বিষয়ীর লক্ষণ থাকিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বিষয়াসক্ত নহেন; তিনি জগন্নাথের সেবক—উত্তম ভক্ত; সুতরাং তাঁহার দর্শন ভক্তদর্শনের তুল্যই হইবে, বিষয়াসক্ত লোকের দর্শনের ন্যায় অনিষ্টজনক হইবে না।"

অন্বয়:—সার্ব্বভৌম বলিলেন—তোমার বচন সত্য; (প্রতাপরুদ্র) রাজা (বটেন) কিন্তু ভক্তোত্তম—জগন্নাথ-সেবক।

শ্রীজগন্নাথদেবের বিপুল সম্পত্তি; পুরীর রাজাই এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; তাই তিনিই হইলেন শ্রীজগন্নাথের সেবায়েত বা সেবক। এজন্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে জগন্নাথ-সেবক বলা হইয়াছে।

৮। **তথাপি**—প্রতাপরুদ্র বিষয়াসক্ত না হইলেও এবং ভক্তোত্তম হইয়া থাকিলেও। **রাজা কাল-সর্পাকার**—রাজা-নামই কালসর্পের আকারের তুল্য; কাষ্ঠ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত কালসর্পের আকারে (মূর্ত্তিতে) বিষ নাই, তথাপি তাহা দেখিলেই ভয় হয়; তদ্রূপ রাজা প্রতাপরুদ্রে বিষয়াসক্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার রাজ-বেশ, রাজোচিত আচার-ব্যবহারাদি দেখিলেই ভয় হয়—তাঁহাতে বিষয়াসক্তির চিহ্ন আছে বলিয়া তাঁহার সংস্রবে যাইতে ভয় জন্মে। **কাষ্ঠনারী**—কাষ্ঠনির্ম্মিত-নারীমূর্ত্তি। **উপজে**—জন্মে। **বিকার**—চিত্ত-চাঞ্চল্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত নারীমূর্ত্তিতে নারীত্বের কিছুই নাই; তথাপি তাহাকে স্পর্শ করিলে জীবন্ত-স্ত্রীলোক-স্পর্শের ন্যায়ই প্রায় চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তদ্রূপ, যদিও রাজা প্রতাপরুদ্রে বিষয়াসক্তি নাই, তথাপি তাঁহার রাজবেশাদি দেখিলে তাঁহাতে বিষয়াসক্তি আছে বলিয়া মনে হয় এবং তজ্জন্যই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেও ভয় হয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র যে পরম-ভাগবত এবং বিষয়ে আসক্তিশূন্য—প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত—তাহা প্রভুও জানেন; বস্তুতঃ প্রতাপরুদ্রের প্রীতির আকর্ষণে তাঁহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত প্রভুও বিশেষ উৎকণ্ঠিত; তথাপি, প্রভু যে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার বিরুদ্ধে এত কথা বলিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল—লোকশিক্ষা (সন্ন্যাসের আচরণ শিক্ষা) এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি এবং উৎকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া প্রতাপরুদ্রের মাহাত্ম্য-খ্যাপন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। স্ত্রীণাং (স্ত্রীলোকদিগের) বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের) আকারাৎ (মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতে) অপি (ও) ভেতব্যং (ভয় জন্মে)। যথা (যেরূপ) অহেঃ (সর্প হইতে) মনসঃ (মনের) ক্ষোভঃ (ক্ষোভ জন্মে) তথা (সেইরূপ) তস্য (তাহার—সর্পের) আকৃতেঃ (আকৃতি হইতে) অপি (ও)।

অনুবাদ। স্ত্রীলোক ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতেও (ভজনোন্মুখ ব্যক্তির) ভয় জন্মে। যেমন সর্প হইতে মনের ক্ষোভ (ভয়) জন্মে, তদ্রূপ সর্পের আকৃতি হইতেও ভয় জন্মে। ৩

প্রকৃত সাপ দেখিলে তো লোকের ভয় জন্মেই; সাপের কোনও প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেও প্রকৃত সর্পের স্মৃতিতে লোকের মনে ভয় জন্মে। তদ্রূপ, যাঁহারা ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, চিত্তকে যাঁহারা ভোগ-সুখাদি হইতে দূ

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুন যদি কহ, আমা এথা না দেখিবে॥ ৯
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥ ১০
রামানন্দরায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥ ১১
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥ ১২
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ-ব্যবহার।
সবভক্তগণ-মনে হৈল চমৎকার॥ ১৩
রায় কহে—তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥১৪
আমি কহিল—আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ—যদি আজ্ঞা হয়॥ ১৫
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥ ১৬
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে।
মোর হাথে ধরি কহে পীরিতি-বিশেষে॥ ১৭
তোমার যে বর্ত্তন—তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥ ১৮
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে—তার সফল জীবনে॥ ১৯
পরমকৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছুক—স্ত্রীলোক এবং বিষয়াসক্ত লোকের সংস্রবে যাইতে তাঁহারা তো ভীত হইয়াই থাকেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), পরন্তু স্ত্রীলোকের বা বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কোনওরূপ প্রতিকৃতি আদি দেখিলেও—প্রকৃত স্ত্রীলোক ও বিষয়াসক্ত লোকের সংস্পর্শজনিত অনিষ্টের স্মৃতিতে—তাঁহারা ভীত হইয়া থাকেন।

"কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে"-ইত্যাদি ৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৯। প্রভু সার্ব্বভৌমকে একেবারে শেষ কথা বলিয়া দিলেন। "এরূপ কথা—রাজাকে দর্শন দেওয়ার কথা—আর কখনও আমার সাক্ষাতে মুখে আনিবে না। যদি পুনরায় এইরূপ কথা মুখে আন, তাহা হইলে আর আমাকে এই নীলাচলে দেখিবে না—আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।" **বাত**—কথা।

১০। **হেনকালে**—প্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমের উক্তরূপ-কথাবার্ত্তার অব্যবহিত পরেই। **পুরুষোত্তমে**—পুরীতে। প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আসিলেন।

১১। **গজপতি-সঙ্গে**—রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে। রাজা প্রতাপরুদ্রের উপাধি গজপতি। **প্রথমেই** ইত্যাদি—রামানন্দরায় পুরীতে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে প্রভুকে আসিয়া দর্শন করিলেন।

১৩। **স্নেহব্যবহার**—প্রীতিমূলক আচরণ। **চমৎকার**—বিস্ময়। রায়-রামানন্দ উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী—সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে বিষয়ী; তাই প্রভু যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, ইহাও অনেকে আশা করিতে পারেন নাই। আবার, রামরায় ছিলেন শূদ্র—তাহাতেও সন্ন্যাসী-প্রভুর অস্পৃশ্য। এরূপ অবস্থায় প্রভু যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহা দেখিয়া সকলের বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক।

১৪। **তোমার আজ্ঞায়** ইত্যাদি—নীলাচলে আসিয়া তোমার চরণপ্রান্তে থাকিবার জন্য তুমি যে আদেশ করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি নীলাচলে থাকিবার নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি চাহিয়াছিলাম। **তোমার ইচ্ছায়** ইত্যাদি—"আমি নীলাচলে থাকি, ইহাই তোমার ইচ্ছা"—রাজা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার কার্য্য হইতে আমাকে অবসর দিয়াছেন।

১৫। আমি (রায়-রামানন্দ) রাজাকে বলিলাম—"বিষয়কর্ম্ম আমার আর ভাল লাগিতেছে না; মহারাজের অনুমতি হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণসমীপে অবস্থান করিতে পারি।"

১৬-২০। প্রভু! আমার (রামরায়ের) মুখে তোমার নাম শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার দেহে প্রেমাবেশ দেখা দিল; তিনি আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া

যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥ ২১
প্রভু কহেন—তুমি কৃষ্ণ-ভকত-প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে, সে-ই ভাগ্যবান্ ॥ ২২

তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥ ২৩

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৬)
আদিপুরাণবচনম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যে ইতি। হে পার্থ! যে জনাঃ মদ্ভক্তাঃ কেবলং মাং ভজন্তি কিন্তু মদ্ভক্তেষু প্রীতিং ন কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। তে মদ্ভক্তাঃ ন, মম শ্রেষ্ঠভক্তাঃ ন মতাঃ। যে চ মদ্ভক্তভক্তাঃ মদ্ভক্তেষু প্রীতিমন্ত স্তে মে ভক্ততমাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টভক্তাঃ মতা ইত্যর্থঃ। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার হাতে ধরিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিলেন—"রামানন্দ। এ পর্য্যন্ত তুমি যে বেতন পাইতে, এখনও তাহাই পাইবে; তোমাকে আর কোনও বিষয়কর্ম্ম করিতে হইবে না; তুমি নিশ্চিন্তমনে প্রভুর চরণ-সেবা কর। আমি নিজে নিতান্ত হতভাগ্য, তাঁর চরণ-সেবার অযোগ্য; যিনি তাঁহার চরণ-সেবা করিতে পারেন, তাঁর জীবনই সফল; রামানন্দ! প্রভুর চরণ-সেবা করিয়া ধন্য হও। প্রভু স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন; তিনি পরম কৃপালু; তাই আমার ভরসা আছে—এজন্মে তাঁর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেও কোনও না কোনও এক জন্মে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন, কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই আমাকে দর্শন দিবেন।

পীরিতি-বিশেষে—বিশেষ প্রীতির সহিত। **বর্ত্তন**—বেতন; মাসিক মাহিনা।

২১। **প্রেম-আর্ত্তি**—প্রেমজনিত আর্ত্তি। তোমাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠা এবং দর্শন করিতে না পারিয়া তজ্জন্য খেদ। **এক লেশ**—কিঞ্চিন্মাত্রও।

প্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের যে কত প্রীতি এবং প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য প্রতাপরুদ্রের যে কত উৎকণ্ঠা—রামানন্দ-রায় কৌশলে প্রভুকে তাহা জানাইলেন।

২২-২৩। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়! তুমি কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তি। তোমার প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তিনিও ভাগ্যবান্—কৃষ্ণ পাওয়ার যোগ্য। তোমার প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশেষ প্রীতির কথা তোমার কথাতেই বুঝা যাইতেছে; এই প্রীতির গুণেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিবেন।"

ভক্তের প্রতি যাঁহার প্রীতি, ভগবান্‌ও যে তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েন, ইহার প্রমাণ রূপে নিম্নে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। হে পার্থ (হে অর্জ্জুন)! যে (যাঁহারা) মে (আমার) ভক্তজনাঃ (ভক্তজন), তে চ জনাঃ (সে সকল ব্যক্তি) মে (আমার) ভক্তাঃ (ভক্ত) ন (নহেন)। মে (আমার) ভক্তস্য (ভক্তের) যে (যাঁহারা) ভক্তাঃ (ভক্ত), তে (তাঁহারা) মে (আমার) ভক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ ভক্ত) মতাঃ (পরিগণিত)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত (অথচ আমার ভক্তের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি নাই), তাঁহারা আমার (শ্রেষ্ঠ) ভক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত (যাঁহারা আমার ভক্তকে প্রীতি করেন), তাঁহারাই—ভক্ততম—আমার শ্রেষ্ঠভক্ত। ৪

ভক্ততমাঃ—সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তথাহি (ভা. ১১।১৯।২১, ২২)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৫
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্। ৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪)
পদ্মপুরাণবচনম্—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অভ্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষং জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোঽপি ইত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা দন্তধাবনাদিদৈহিকী ক্রিয়াপি মদর্থে মৎ..ার্থং বচসা অপভ্রংশবাক্যেনাপি গীতবন্ধেন মদ্গুণকথনম্। চক্রবর্ত্তী। ৫-৬

হে দেবি! সর্ব্বেষাং দেবদেবীনামারাধনানাং মধ্যে বিষ্ণোরারাধনং পরং সর্ব্বোত্তমং তস্মাৎ ভগবতো বিষ্ণোরারাধনাৎ পরতরং সর্ব্বোত্তমোত্তমং তদীয়ানাং বিষ্ণুভক্তানাং সমর্চ্চন আরাধনম্। শ্লোকমালা। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫। ৬। অন্বয়। পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্য্যায়) আদরঃ (আদর—প্রীতি), সর্ব্বাঙ্গৈঃ (সর্ব্বাঙ্গদ্বারা) অভিবন্দনং (আমার অভিবন্দন), অভ্যধিকা (আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা) মদ্ভক্তপূজা (আমার ভক্তের পূজা), সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) মন্মতিঃ (আমার অস্তিত্বের মনন), মদর্থেষু (আমার নিমিত্ত) অঙ্গচেষ্টা (কায়িক চেষ্টা) বচসা চ (এবং বাক্যদ্বারা) মদ্গুণেরণম্ (আমার গুণকথন)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—আমার পরিচর্য্যাতে আদর (প্রীতি), সর্ব্বাঙ্গদ্বারা আমার অভিবন্দন (প্রণাম), আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিতা আমার ভক্তের পূজা, সমস্ত প্রাণীতে আমার অস্তিত্ব-মনন, আমার নিমিত্ত কায়িকী চেষ্টা এবং বাক্যদ্বারা আমার গুণ-কথন—(এ সমস্তই আমাতে ভক্তির কারণ)। ৫।৬

পরিচর্য্যায়াং—২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকায় পরিচর্য্যা-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **আদরঃ**—প্রীতি। **অভ্যধিকা মদ্ভক্তপূজা**—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা আমার ভক্তের পূজা। ভক্তের প্রতি কাহারও প্রীতি দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যত প্রীত হয়েন, ভক্তের প্রতি প্রীতি না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণ তত প্রীত হয়েন না। শ্রীকৃষ্ণের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজাতেই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। **মন্মতিঃ**—সমস্ত প্রাণীতেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বর্ত্তমান আছি, এইরূপ জ্ঞান।

মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা যাহা কিছু করিবে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করিবে। অঙ্গচালনা দ্বারা—শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা—অর্থোপার্জ্জন করিবে কৃষ্ণসেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সেবার জন্য; উপকরণাদি আহরণ করিবে—কৃষ্ণসেবার জন্য; মল-মূত্রাদিত্যাগদ্বারা দেহকেও নিরুদ্বেগ করিবে কৃষ্ণসেবার জন্য; ইত্যাদি।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সর্ব্বেষাং (সমস্ত দেব-দেবীর) আরাধনানাং (আরাধনার মধ্যে) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) আরাধনং (আরাধনা) পরং (শ্রেষ্ঠ)। হে দেবি! তস্মাৎ (তাহা হইতে—বিষ্ণুর আরাধনা হইতে) তদীয়ানাং (বিষ্ণুর ভক্তদের) সমর্চ্চনং (আরাধনা) পরতরং (অধিকতর শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন—"হে দেবি! সমস্ত দেবদেবীর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; তাহা (বিষ্ণুর আরাধনা) হইতে তদীয় ভক্তের (বিষ্ণুভক্তের) আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।" ৭

সমস্ত দেবদেবীর মূল হইলেন শ্রীবিষ্ণু; বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা-প্রশাখাদি সকলেই যেমন তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ এক বিষ্ণুর আরাধনাতেই সমস্ত দেব-দেবী পরিতুষ্ট হইতে পারেন; তাই সমস্ত দেব-দেবীর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। ইহার আরও হেতু আছে; বিষ্ণু যাহা দিতে পারেন, অন্য দেবদেবীগণ সাক্ষাদ্ভাবে তাহা দিতে পারেন না; শ্রীনারায়ণ সারূপ্যাদি মুক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠবাস দিতে পারেন; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি দিয়া সপরিকর স্বীয় সেবা দিতে পারেন; কিন্তু দেব-দেবীগণ তাহা দিতে পারেন না। আবার ভক্তের প্রতি কাহারও প্রীতি দেখিলে

তথাহি (ভা. ৩।৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৮

পুরী ভারতীগোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারিগোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ ॥ ২৪

জগদানন্দ-মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সবভক্তে করিলা মিলন ॥ ২৫

প্রভু কহে—রায় ! দেখিলে কমললোচন ?।
রায় কহে—এবে যাই পাব দরশন ॥ ২৬

সংস্কৃত শ্লোকের টীকা

অহো দুর্লভং প্রাপ্তং ময়া ইত্যাহ দুরাপা দুর্লভা বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোস্তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু। যত্র যেষু মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং ততো হরৌ প্রেম তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্তত ইতি তাৎপর্য্যম্। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবান্ যত সন্তুষ্ট হয়েন, কেবলমাত্র নিজের পূজায় তিনি তত সন্তুষ্ট হয়েন না ; ইহাতেও ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ। ভক্ত প্রীত হইলে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, কৃষ্ণসেবা দিতে পারেন ; বিশেষতঃ কৃষ্ণ-কৃপাও ভক্তকৃপার অপেক্ষা রাখে ; তাই ভক্তপূজাই অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

শ্লো। ৮। অন্বয়। বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (ভগবৎ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ ভক্তদিগের) সেবা (সেবা) অল্পতপসঃ (অল্পপুণ্য-ব্যক্তির পক্ষে) হি দুরাপা (দুর্লভ)। যত্র (যে স্থলে—যে পথস্বরূপ ভক্তগণের মুখে) দেবদেবঃ (দেবাদিদেব) জনার্দ্দনঃ (জনার্দ্দন) নিত্যং (সর্ব্বদা) উপগীয়তে (উপগীত হয়েন)।

অনুবাদ। মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুর বলিলেন—যাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণ গান করেন, ভগবৎ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ সেই ভক্তদিগের সেবা অল্পপুণ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুর্লভ। ৮

বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু—বৈকুণ্ঠের (বিষ্ণুর অথবা বৈকুণ্ঠ-লোকের) বর্ত্ম (রাস্তা) স্বরূপ মহৎলোকদিগে। বৈকুণ্ঠ অর্থ বৈকুণ্ঠলোকও হয়, বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণুও হয়। মহৎ-লোকগণই সেই বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির রাস্তাস্বরূপ ; কারণ, **যত্রোপগীয়তে** ইত্যাদি—এই মহৎ-লোকগণ সর্ব্বদাই ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; তাই তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিতে পারিলে নিজের কোনও চেষ্টা ব্যতীতও ভগবৎ-কথা শুনা যায় ; ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের কৃপায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় ; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমরূপে পরিণত হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতুভূত হয়। কৃষ্ণ-প্রীতির একমাত্র হেতু হইল প্রেমভক্তি ; প্রেমভক্তির মূল হইল মহৎ-কৃপা। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি হয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥" এসমস্ত কারণে মহৎ-লোকদিগকে—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদিগকে—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির রাস্তাস্বরূপ বলা হইয়াছে। এরূপ মহৎ-লোকদিগের সেবা অল্পভাগ্যে মিলিতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তের প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহার প্রতি যে কৃষ্ণের কৃপা হয়, উক্ত কয় শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইল। এই কয় শ্লোক ২৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২৪। পুরী—শ্রীপরমানন্দপুরী। **ভারতী**—শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী। **স্বরূপ**—শ্রীস্বরূপ-দামোদর। **চরণাভিবন্দ**—চরণ বন্দনা ; নমস্কার।

২৬। কমললোচন—শ্রীজগন্নাথ। রামরায় পুরীতে আসিয়াই শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়াই—প্রভুর দর্শনে আসিয়াছেন। **এবে**—এখন ; তোমার চরণ দর্শন করিয়াছি, এখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি। **পাব দরশন**—দর্শন পাইব। রায়ের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—তোমার চরণ-দর্শনের নিমিত্তই আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ছিল ; তাই সর্ব্বাগ্রে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি ; এখানে আগে না আসিয়া যদি ঐ উৎকণ্ঠা লইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতাম, তাহা হইলে হয়তো শ্রীজগন্নাথের স্বরূপ দর্শনই পাইতাম না—কারণ, দর্শনে মনোনিবেশ আমার পক্ষে

প্রভু কহে—রায়! তুমি কি কর্ম্ম করিলা?
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা? ॥ ২৭
রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয় সারথি।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী ॥ ২৮
আমি কি করিব, মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥ ২৯
প্রভু কহে—যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন ॥ ৩০
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে? ॥ ৩১
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা।
সর্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা—॥ ৩২
মোর লাগি প্রভু-পাদে কৈলে নিবেদন?।
সার্ব্বভৌম কহে—কৈল অনেক যতন ॥ ৩৩
তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে—পুন যদি করি নিবেদন ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্ভব হইত না। এখন তোমার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার কৃপায় এখন শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্বরূপ দর্শনও পাইব।

২৭। **ঈশ্বর না দেখি**—শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করিয়া।

২৮-২৯। প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"প্রভু, শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করার আগে যে এখানে আসিলাম, তাহাতে আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। সারথিই রথ চালাইয়া নেয়; সারথি যদি নিজের ইচ্ছামত কোনও দিকে রথ চালাইয়া লইয়া যায়, রথের আরোহী তাহাতে কি করিতে পারে? আমার অবস্থাও তাই। আমার চরণ (পদদ্বয়ই) আমার রথ; এই রথের সারথি (বা চালক) হইতেছে আমার হৃদয় (মন); এই সারথি—আমার মন—আগে জগন্নাথ-দর্শন করা উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই আমার রথকে (পদদ্বয়কে) চালাইয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে, আমি (জীবরথী—আমার জীবাত্মারূপ রথারোহী) আর কি করিব? বাধ্য হইয়া আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে।" তাৎপর্য্য এই যে—"এখানে আসার পূর্ব্বে জগন্নাথ-দর্শনের কথা আমার (রামরায়ের) মনেই উদিত হয় নাই; বলবতী উৎকণ্ঠার তাড়নায় বরাবর আমি এখানেই আসিয়া পড়িয়াছি; তোমার চরণ-দর্শনের ভাবনা ব্যতীত অন্য কোনও কথাই তখন আমার মনে উদিত হয় নাই।" ইহাতে শ্রীগৌরের প্রতি রামরায়ের মনের একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে।

৩০। **ঐছে**—ঐরূপ; যেমন তাড়াতাড়ি শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইবে, তেমনি তাড়াতাড়িই নিজগৃহে যাইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হইবে। প্রভুর নিকটে থাকিবার নিমিত্ত রায়ের উৎকণ্ঠা দেখিয়া হয়তো প্রভু আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে—রামরায় জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকটেই ফিরিয়া আসিবেন, গৃহে যাইবেন না; তাই বোধ হয় প্রভু গৃহে যাওয়ার কথা বলিলেন। **কুটুম্ব**—পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণ।

৩১। **দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথদর্শনে। **প্রেমভক্তি-রীতি**—প্রেমভক্তির তাৎপর্য্য। যে প্রেমভক্তির প্রভাবে প্রভুর নিকটে আসার উৎকণ্ঠায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের কথাই রায়ের মনে উদিত হয় নাই, তাহার মর্ম্ম কেই বা বুঝিতে পারে? অর্থাৎ কেহই বুঝিতে পারে না।

৩২। **ক্ষেত্রে আসি**—স্বীয় রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আসিয়া। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ পয়ারে বলা হইয়াছে—রাজা প্রতাপরুদ্র পুরীতে আসিয়াছিলেন; সেই সঙ্গে রামানন্দরায়ও আসিয়াছিলেন; ১১-৩১ পয়ারে রামরায়ের কথা বলিয়া এক্ষণে প্রতাপরুদ্রের কথা বলিতেছেন। **বোলাইলা**—ডাকাইয়া আনিলেন।

৩৩-৩৪। রাজা সার্ব্বভৌমকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে (২।১০।১৬)। প্রভুর চরণে আমার জন্য কিছু নিবেদন করিতেও তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তুমি তাহার কিছু কি করিয়াছ?" রাজার কথা শুনিয়া

শুনিঞা রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল— ॥ ৩৫
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই-মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার ॥ ৩৬
"প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত-উদ্ধার"।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥ ৩৭

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৩৪)
অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অদর্শনীয়ান্ দর্শনাযোগ্যানপি নীচজাতীন্ ম্লেচ্ছাদীন্ বীক্ষতে পশ্যতি। মদেকবর্জ্জং একং মাং বর্জ্জয়িত্বা। অবততার অবতারং কৃতবান্। চক্রবর্ত্তী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সার্ব্বভৌম বলিলেন—"আমি তোমার কথা প্রভুর চরণে জ্ঞাপন করিয়াছি, তোমাকে দর্শন দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছি; কিন্তু আমি প্রভুকে সম্মত করাইতে পারি নাই; তিনি কিছুতেই রাজার দর্শন করিতে সম্মত হয়েন না। তিনি স্পষ্ট কথায় বলিয়া দিলেন—পুনরায় যদি ঐরূপ অনুরোধ করি, তাহা হইলে তিনি শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়াই চলিয়া যাইবেন।"

৩৩-৩৪ পয়ারদ্বয়স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—"মোর লাগি প্রভুপাদে কৈলে নিবেদন। সার্ব্বভৌম কহে অনেক করিয়া যতন॥ তোমার লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন। তথাপি না করে তেঁহো রাজদরশন॥ ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন। কিরূপে কহিয়ে আর তোমার বচন॥"—তাৎপর্য্য একই।

৩৫-৩৭। **নীচ**—পতিত। সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন—"শুনিয়াছি, প্রভু নাকি পাপী, তাপী, অধম, পতিত—সকলকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি নাকি জগাই-মাধাইকে পর্য্যন্তও উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু কেবল আমি হতভাগাই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম। তবে—প্রতাপরুদ্র ব্যতীত জগতের অন্য সকলকে উদ্ধার করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই কি প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন? প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার না করাই কি তাঁর প্রতিজ্ঞা?"

শ্লো। ৯। অন্বয়। সঃ (তিনি—শ্রীচৈতন্য) অদর্শনীয়ান্ (দর্শনের অযোগ্য) নীচজাতীন্ (নীচ জাতীয় লোকসমূহকে) অপি (ও) বীক্ষতে (দর্শন দেন); হন্ত (হায়)! তথাপি (তথাপি) মাং (আমাকে) নো (দর্শন দেন না)। মদেকবর্জ্জং (একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া অপর সকলকে) কৃপয়িষ্যতি (কৃপা করিবেন) ইতি (ইহা) নির্ণীয় (নির্ণয়—নিশ্চয়—করিয়াই) কিং (কি) সঃ (সেই) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) অবততার (অবতীর্ণ হইয়াছেন)?

অনুবাদ। সেই শ্রীচৈতন্যদেব দর্শনের অযোগ্য কত নীচ-জাতীয় লোককেও দর্শন দিয়া থাকেন; হায়! তথাপি আমাকে দর্শন দেন না। একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া অপর সকলকে কৃপা করিবেন—ইহা নিশ্চয় করিয়াই কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? ৯

এই শ্লোক রাজা প্রতাপরুদ্রের উক্তি; ইহা ৩৭ পয়ারোক্তির পোষক। **দেবঃ**—দিব্ ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহা দ্বারা ক্রীড়া বা লীলা বুঝায়; এই দেব-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—সমস্ত জগদ্বাসীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াও শ্রীচৈতন্যদেব যে আমাকে (প্রতাপরুদ্রকে) দর্শন পর্য্যন্ত দিতেছেন না, ইহা স্বতন্ত্র-পুরুষ সেই লীলাময়ের এক লীলামাত্র—ইহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ-দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ ৩৮
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ—সব অকারণ ॥ ৩৯
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ৪০
ভট্টাচার্য্য কহে—দেব ! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ ॥ ৪১
তেঁহো প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৪২
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর,—প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৪৩
রথযাত্রাদিনে প্রভু সবভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৪৪
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥ ৪৫
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একালে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৮-৩৯। রাজা প্রতাপরুদ্র মনের খেদে আরও বলিলেন—"প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি আমাকে দর্শন দিবেন না; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম—তাঁহার দর্শন না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব। যদি তাঁর কৃপা হইতেই বঞ্চিত হই, তাহা হইলে এই রাজত্বেই বা আমার কি প্রয়োজন? আর এই দেহ-রক্ষারই বা কি প্রয়োজন? সমস্তই বৃথা।"

তাঁর প্রতিজ্ঞা—প্রভুর প্রতিজ্ঞা। প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই যে প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। দর্শনদানে তাঁহার অসম্মতি জানিয়া রাজা মনে করিয়াছিলেন—প্রভু বুঝি তদ্রূপ প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন। রাজা কিন্তু সত্যসত্যই প্রতিজ্ঞা করিলেন—প্রভুর দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন। ইহা প্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের গাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। "প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে॥ গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ ৩।৪।৫৯-৬০॥"

৪০। **চিন্তিত**—রাজা পাছে সত্যই দেহত্যাগের চেষ্টা করেন, উহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম চিন্তিত হইলেন। **বিস্মিত**—প্রভুর প্রতি রাজার অনুরাগ যে এত অধিক, তাহা সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে জানিতেন না; এখন তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

৪১। **দেব**—রাজা প্রতাপরুদ্রকে সম্বোধন করিয়া 'দেব' বলা হইয়াছে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

৪৩। **প্রভু দেখিবে যাহায়**—যে উপায় অবলম্বন করিলে প্রভুর দর্শন পাইতে পার। এই উপায়ের কথা ৪৪-৪৭ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৪-৪৬। **প্রেমাবেশে** ইত্যাদি—রথ বলগণ্ডিস্থানে আসিলে শ্রীজগন্নাথের ভোগের জন্য সেস্থানে রথ একটু অধিক কাল থামিয়া থাকে। এই অবসরে প্রভুও প্রেমাবেশে নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে ভক্তগণের সহিত বিশ্রাম করিতে যায়েন। **সেইকালে**—ভক্তগণের সহিত প্রভু যখন পুষ্পোদ্যানে থাকেন, সেই সময়ে। **ছাড়ি রাজবেশ**—রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া। **কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী** ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের-রাসলীলাসম্বন্ধীয় পাঁচটী অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে একাকী গিয়া প্রভুর চরণ ধারণ করিবে।

রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্তঃকরণ ভক্তিপূর্ণই ছিল; তাঁহার রাজবেশই বিষয়াসক্তির দ্যোতক ছিল বলিয়া প্রভু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হয়েন নাই; তাই রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবের বেশ ধারণ (২।১৪।৪) করিয়া বৈষ্ণবেরই ন্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভুর চরণ-সমীপে উপনীত হওয়ার নিমিত্ত সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে পরামর্শ দিলেন। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিলে প্রতাপরুদ্রের বেশ মনোবৃত্তির অনুকূলই হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৪-৪৬ পয়ারোক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। পরবর্ত্তী ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে জানা যায়—ভক্তগণের সঙ্গে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং রথ যখন বলগণ্ডিস্থানে আসিয়াছিল, তখনই প্রভু প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রা-কালেই প্রভু সম্ভবতঃ এইরূপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ৪৪-৪৫-পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়—রথযাত্রা-কালে প্রভু যে উল্লিখিত রূপ আচরণ করেন, তাহা সার্ব্বভৌম জানিতেন এবং ইহাও মনে হয় যে, সার্ব্বভৌম যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট; সুতরাং সার্ব্বভৌম যখন এ সকল কথা রাজা-প্রতাপরুদ্রের নিকট বলিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই যেন তিনি প্রভুকে রথাগ্রে নৃত্যাদি করিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু কখন দেখিয়াছেন? যে সময় এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বের কোনও রথযাত্রায় যদি প্রভু উপস্থিত থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাহা সম্ভব। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও রথযাত্রায় কি প্রভু নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন? তাহাই বিবেচ্য।

১৪৩১ শকের মাঘ-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ফাল্গুনে নীলাচলে আসেন এবং পরবর্ত্তী (১৪৩২ শকের) বৈশাখেই—সুতরাং ১৪৩২ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই—তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্য নীলাচল ত্যাগ করেন এবং ফিরিয়া আসেন—দুই বৎসর পরে, ১৪৩৪ শকের আরম্ভে, ১৪৩৪-শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে। সুতরাং ১৪৩৪-শকের পূর্ব্বে কোনও সময়ে যে প্রভু রথযাত্রা দর্শন করেন নাই, সহজেই বুঝা যায়; ১৪৩৪-শকেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রথযাত্রা-দর্শন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—সার্ব্বভৌম আলোচ্য পয়ার-দ্বয়ের কথাগুলি রাজা প্রতাপরুদ্রকে কখন বলিয়াছিলেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ১১শ পয়ার হইতে জানা যায়, রামানন্দ-রায়ের সঙ্গেই প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়াছিলেন। রামানন্দরায়ও প্রভুর আদেশ অনুসারে এবং গোদাবরী-তীরে প্রভুর নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন (২।৮।৩০৪-৬), তদনুসারে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রও তখনই নীলাচলে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম উল্লিখিত কথাগুলি প্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন; তখন পর্য্যন্ত প্রভু একবারও রথযাত্রা দেখেন নাই; সুতরাং সার্ব্বভৌমের উক্তির সঙ্গতিতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, পরবর্ত্তী ১৩শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রথযাত্রাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃষ্ট সর্ব্বপ্রথম রথযাত্রা। এই রথযাত্রা বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু যখন ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছিলেন, তখন "সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।" তখন "ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" বলিয়া প্রভু যখন আত্ম-ধিক্কার প্রকাশ করিলেন, তখন "রাজার মনে হৈল ভয়।" তখনই রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন—"তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন। তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥ অবসর জানি আমি করিব নিবেদন। সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥ ২।১৩।১৭৮-৮০।" ইহার পরে সার্ব্বভৌম রাজাকে যেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই আলোচ্য পয়ার-দ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছে। তখন প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য এবং প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশও সার্ব্বভৌম দেখিয়াছিলেন; তাই তখন এইরূপ উপদেশ দেওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেই রথযাত্রার পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ, প্রতাপরুদ্রের প্রাণ-ত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্পের (২।১১।৩৮) কথা শুনিয়া তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করার উৎকণ্ঠায় সার্ব্বভৌম কোনও উপায়ে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই আশ্বাসের কথা বর্ণন করিতে যাইয়া লীলাবর্ণনে আবেশ-জনিত অনবধানতা-বশতঃই কবিরাজ-গোস্বামী পরবর্ত্তী ২।১৩।১৭৮ পয়ারের আনুষঙ্গিক উপদেশের কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি কেহ বলেন—১৪৩৪-শকের পরবর্ত্তী কোনও রথযাত্রার পূর্ব্বক্ষণেই হয়তো সার্ব্বভৌম রাজাকে ৪৪-৪৫-পয়ারোক্তির অনুরূপ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তাহা কিন্তু বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ,

বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন—তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥ ৪৭
রামানন্দরায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহি প্রভুর ফিরাইয়াছে মন ॥ ৪৮
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৪৯
স্নানযাত্রা কবে হবে ?—পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে—তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৫০
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুখ ॥ ৫১
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সভারে ছাড়িয়া ॥ ৫২
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
'গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে' কৈলা নিবেদনে ॥৫৩
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
'প্রভু আইলা'—রাজার ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহা হইলে রায়-রামানন্দের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের নীলাচলে আগমন-সম্বন্ধীয় উল্লেখের সহিত বিরোধ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ১৪৩৪-শকে রথযাত্রা উপলক্ষে যে প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসেন নাই, তাহা মনে করা যায় না; যেহেতু, রথযাত্রার সময়ে তাঁহার একটী নির্দ্ধারিত সেবা আছে—স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী দ্বারা পথ-সম্মার্জন এবং চন্দন-জলে পথ-নিষিঞ্চন (২।১৩।১৪-১৫); এই সেবার জন্য তাঁহাকে রথযাত্রা-কালে উপস্থিত থাকিতেই হয়। তৃতীয়তঃ, প্রভুর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান-সময়েই প্রভুর সহিত মিলনের জন্য রাজার যেরূপ উৎকণ্ঠা দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে প্রভু-দর্শনের প্রথম সুযোগটীকে উপেক্ষা করিবেন, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এসমস্ত কারণে মনে হয়, ১৪৩৪-শকের রথযাত্রার পূর্ব্বক্ষণেই সার্ব্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে উল্লিখিত আলাপ হইয়াছিল।

৪৭। পূর্ব্ব হইতেই প্রভু প্রেমাবেশে নিমগ্ন থাকিবেন; তোমার মুখে রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক শুনিলে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে; তখন তোমার বৈষ্ণব-বেশ দেখিয়া তোমাকে বৈষ্ণব মনে করিয়া আনন্দের আবেগে প্রভু তোমাকে আলিঙ্গন করিবেন—তুমি ধন্য হইয়া যাইবে।

৪৮। **প্রেম-গুণ**—প্রভুর প্রতি তোমার প্রেমের (প্রীতির) এবং তোমার অন্যান্য গুণের কথা। **ফিরাইয়াছে মন**—রামানন্দ রায় প্রভুর মনের গতি তোমার দিকে ফিরাইয়াছেন।

৪৯। **গজপতি মনে**—রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে। **প্রভুরে মিলিতে**—প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পক্ষে।

৫০। **স্নানযাত্রা**—শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায়। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিলেন। **ভট্টেরে**—সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে। **যাত্রারে**—স্নানযাত্রার বাকী। "তিন দিন"-স্থলে "দশদিন"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৫১। **অনবসরে**—যে সময়ে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের সুবিধা হয় না। স্নানযাত্রার পরে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথের অঙ্গরাগ হয় বলিয়া এই সময়ে অপর কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। এই সময়কে অনবসর বলে। **মহাদুখ**—দর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া দুঃখ।

৫২। **গোপীভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন; স্নানযাত্রার পরে অনবসর-সময়ে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া শ্রীরাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল—তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেছেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া সকলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রভু আলালনাথে চলিয়া গেলেন।

৫৩-৫৪। মহাপ্রভু আলালনাথে যাওয়ার পরে নীলাচলে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়দেশীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিতেছেন; সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ তখন আলালনাথে যাইয়া প্রভুকে এই সংবাদ দিলেন। সার্ব্বভৌম তখন প্রভুকে লইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজা-প্রতাপরুদ্রের নিকটে যাইয়া প্রভুর নীলাচলে আগমনের কথা জানাইলেন।

হেনকালে আইলা তাহাঁ গোপীনাথাচার্য্য।
রাজারে আশীর্ব্বাদ করি কহে—শুন ভট্টাচার্য্য॥ ৫৫
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুইশত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥ ৫৬
নরেন্দ্রে আসিয়া সভে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সভার চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান॥ ৫৭
রাজা কহে—পড়িছাকে আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে—পড়িছা সব দিব॥ ৫৮
মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য! একে-একে দেখাহ আমাতে॥ ৫৯
ভট্ট কহে—অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সভাকে করাবে দর্শন॥ ৬০
আমি কাহো নাহি চিনি, চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সভাকে করাবে পরিচয়॥ ৬১
এত কহি তিনজন অট্টালি চড়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা॥ ৬২
দামোদরস্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাহাঁ বৈষ্ণবগণ॥ ৬৩
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে—এই কোন্, চিনাহ আমারে॥ ৬৪
ভট্টাচার্য্য কহে—এই স্বরূপদামোদর।
মহাপ্রভুর ইঁহ হয় দ্বিতীয়-কলেবর॥ ৬৫
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া॥ ৬৬
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল॥ ৬৭
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে॥ ৬৮
দামোদর কহেন—ইঁহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্॥ ৬৯
প্রভুর সেবা করিতে ইঁহারে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিল॥ ৭০
রাজা কহে—যাঁরে মালা দিলা দুইজন।
আশ্চর্য্য-তেজ এই বড় মহান্ত কোন্?॥ ৭১
আচার্য্য কহে—ইঁহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৫। **হেনকালে**—যে সময়ে সার্ব্বভৌম গিয়া রাজাকে প্রভুর আগমনের কথা বলিলেন, ঠিক সেই সময়ে, সার্ব্বভৌম সেস্থানে থাকিতে থাকিতে। **তাহাঁ**—রাজার নিকটে।

৫৭। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে। **বাসা-প্রসাদ-সমাধান**—থাকিবার জন্য বাসস্থানের এবং আহারের জন্য মহাপ্রসাদের যোগাড়।

৫৮-৫৯। রাজা প্রতাপরুদ্রের উক্তি এই দুই পয়ার।

৬০। **অট্টালিকা**—রাজ-প্রাসাদের (দালানের) ছাদের উপরে।

৬১। **আমি কাহো** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমি গৌড়ীয় ভক্তদের কাহাকেও চিনি না; কিন্তু চিনিতে ইচ্ছা হয়; গোপীনাথাচার্য্যই চিনাইয়া দিবেন।"

৬২। **তিনজন**—সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ও রাজা।

৬৩। **মালা-প্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীমালা ও মহাপ্রসাদ। **যাহাঁ**—যেস্থানে।

৬৫। **দ্বিতীয় কলেবর**—দ্বিতীয় দেহ; অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

৬৬। প্রথম ব্যক্তি হইলেন স্বরূপ-দামোদর; তদ্ব্যতীত যে আর একজন আছেন, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন প্রভুর ভৃত্য (অঙ্গ-সেবক) গোবিন্দ। **গৌরব করিয়া**—সমাগত বৈষ্ণবদের প্রতি গৌরব (শ্রদ্ধা বা মর্য্যাদা) প্রদর্শন করার নিমিত্ত।

৬৭। **আদৌ**—আদিতে; প্রথমে। **পাছে**—স্বরূপ-দামোদরের পরে। **তাঁরে**—শ্রীঅদ্বৈতেরে।

৭২। **আচার্য্য কহে**—গোপীনাথ-আচার্য্য বলিলেন। **সর্ব্বশিরোধার্য্য**—সকলের পূজনীয়।

শ্রীবাসপণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইঁহো পণ্ডিত গদাধর ॥ ৭৩
আচার্য্যরত্ন ইঁহো আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৭৪
এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাসঠাকুর এই ভুবন-পাবন ॥ ৭৫
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেবদত্ত এই শিবানন্দ ॥ ৭৬
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন-ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ ॥ ৭৭
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥ ৭৮
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় ॥ ৭৯
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজখান।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥ ৮০
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ৮১
কতেক কহিব এই দেখ যতজন।
শ্রীচৈতন্য-গণ সব চৈতন্য জীবন ॥ ৮২
রাজা কহে—দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ ৮৩
কোটি সূর্য্য সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৮৪
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ৮৫
ভট্টাচার্য্য কহে—তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৬
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৭
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন ॥ ৮৮

তথাহি (ভা. ১০।১৪।২৯)—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০

রাজা কহে—শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হয় 'কৃষ্ণ'।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ? ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮২। **শ্রীচৈতন্যগণ**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ। **চৈতন্য-জীবন**—শ্রীচৈতন্যই জীবন (বা প্রাণ) যাঁহাদের; তাঁহারা সকলেই প্রভু-গত-প্রাণ।

৮৪। **কভু নাহি** ইত্যাদি—গৌড়ীয় ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছিলেন; সেই কীর্ত্তন শুনিয়া রাজা বলিলেন—"এমন মধুর কীর্ত্তন আমি আর কোনও দিন শুনি নাই।"

৮৬। **চৈতন্যের সৃষ্টি** ইত্যাদি—এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যেরই সৃষ্ট; শ্রীচৈতন্যই ইহার প্রবর্ত্তক; তাহাতেই প্রভুকে সঙ্কীর্ত্তন-পিতা বলা হয়। **প্রেমসঙ্কীর্ত্তন**—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমূলক কীর্ত্তন।

৮৭। কলিযুগের ধর্ম্মই হইল কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন; শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া এই নামসঙ্কীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ২।৯।১৮-১৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৮। **সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে**—সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারে। **সুমেধা**—সুবুদ্ধি। **কলিহত**—কলির কবলগত। ১।৩।৬২-৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৮৯। সার্ব্বভৌমের মুখে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোক শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বলিলেন—"আপনার উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-অনুসারে বুঝা যায় **শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ**; পণ্ডিতগণ সকলেই তো শাস্ত্র জানেন—

ভট্ট কহে—তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে
সেই সে তাঁহরে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে ॥ ৯০
তাঁর কৃপা নাহি যাঁরে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥ ৯১

তথাহি (ভা. ১০.১৪.২৯)—
তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১১

রাজা কহে—সভে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসার আগে চলিলা ধাইয়া ॥ ৯২
ভট্ট কহে—এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ৯৩
আগে তাঁরে মিলি সভে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবে আসিয়া ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শ্রীচৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও জানেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভজন করেন না কেন?

বিতৃষ্ণ—ভজনে পরাঙ্মুখ।

৯০-৯১। প্রতাপরুদ্রের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"যাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা হয়, তিনিই তাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন; যাঁহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই, তিনি পণ্ডিত হইলেও এবং শাস্ত্রাদিতে শ্রীচৈতন্যের স্বয়ংভগবত্তার প্রমাণ নিজের চক্ষুতে দেখিলেও—কি অন্য প্রামাণিক ব্যক্তির মুখে তাহা শুনিলেও—শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন না। ভগবান্‌কে ভগবান বলিয়া অনুভব করা—ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। ভগবানের কৃপা না হইলে, ভগবান্‌কে সাক্ষাতে দেখিলেও কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারে না।"

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯২। মহাপ্রভু থাকিতেন কাশীমিশ্রের বাড়ীতে; শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়া কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যাইতে হয়। অট্টালিকার উপর হইতে রাজা প্রতাপরুদ্র দেখিলেন—গৌড়ীয় ভক্তগণ সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়াও জগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না, সকলেই কাশীমিশ্রের বাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া রাজা সার্ব্বভৌমকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯৩-৯৪। রাজার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"ইহাই প্রেমের স্বাভাবিকী রীতি; যাঁহার প্রতি প্রীতি—প্রাণের অত্যন্ত টান—আছে, মন সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দিকেই ধাবিত হয়, তখন আর অন্য কোনও কথাই মনে উদিত হয় না, অন্য কোনও অনুসন্ধানও থাকে না। শ্রীচৈতন্যের প্রতি গৌড়ীয় ভক্তদের অত্যন্ত প্রীতি—অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহার দর্শনও পায়েন নাই; তাহাতে দর্শনোৎকণ্ঠা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে; এই উৎকণ্ঠার বশেই তাঁহারা চালিত হইতেছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি শ্রীচৈতন্যেই সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; তাই শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলেও শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ দর্শনের কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে উদিত হইতেছে না; শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার প্রেরণায় তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের বাসার দিকেই ধাবিত হইতেছেন। তাঁহারা আগে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিবেন—নচেৎ তাঁহাদের উৎকণ্ঠার শান্তি হইবে না; পরে শ্রীচৈতন্যকে অগ্রভাগে রাখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শনে আসিবেন।"

রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন-পাঁচ-সাত ॥ ৯৫
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি-কারণ ? ॥ ৯৬
ভট্ট কহে—ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহাঁ লঞা ॥ ৯৭
রাজা কহে—উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন পান ? ॥ ৯৮
ভট্ট কহে—তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৫-৯৬। আজ রাজা প্রতাপরুদ্র কেবল প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমই দেখিতেছেন; আবার প্রচলিত রীতির এই ব্যতিক্রমও করিতেছেন—মহাভাগবত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ। তাই প্রতাপরুদ্রের আর বিস্ময়ের অবধি নাই; এক একটা নিয়ম-ব্যতিক্রম দেখেন, আর বিস্মিত হইয়া এক একবার সার্ব্বভৌমকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সাধারণ লোকও পুরীতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথ-দর্শন করে; কিন্তু মহাভাগবত হইয়াও গৌড়ীয় ভক্তগণ জগন্নাথ-দর্শন না করিয়া বরাবর শ্রীচৈতন্যের বাসার দিকে চলিয়া গেলেন—শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগ দিয়া! বিস্মিত হইয়া সার্ব্বভৌমকে রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন (৯২ পয়ার), সার্ব্বভৌম উত্তরও দিলেন (৯৩—৯৪ পয়ার)। এখন আবার দেখিলেন—ভবানন্দ-রায়ের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ-সাত-জন-লোকের মাথায় বহাইয়া অনেকগুলি মহাপ্রসাদ লইয়া প্রভুর বাসার দিকে যাইতেছেন। কারণ বুঝিতে না পারিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভুর বাসায় আজ এত মহাপ্রসাদের কি প্রয়োজন?

৯৭। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সার্ব্বভৌম বলিলেন—"গৌড়দেশ হইতে বহু বৈষ্ণব আসিয়াছেন; প্রভুর ইঙ্গিতে বাণীনাথ তাঁহাদের জন্যই মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।"

প্রভুর ইঙ্গিতে—প্রভু প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলেন নাই; বাণীনাথ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রসাদ আনিয়াছেন।

৯৮। সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া রাজা আবার বিস্মিত হইলেন। তাই তিনি সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে দিন তীর্থস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, সেইদিন ক্ষৌরী হওয়া—মস্তক মুণ্ডন করা এবং উপবাস করাই তো বিধি; কিন্তু ইঁহারা উপবাস না করিয়া অন্নাহার করিবেন কেন?"

উপবাস ক্ষৌর—"তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ শিরসোমুণ্ডনং তথা।—শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাশীখণ্ডবচন।" ক্ষুরশব্দ-হইতে ক্ষৌর-শব্দ নিষ্পন্ন; ক্ষুর-সম্বন্ধীয় কাজ; মস্তকমুণ্ডনাদি। **তীর্থের বিধান**—তীর্থস্থান-সম্বন্ধীয় বিধি। **অন্ন-পান**—অন্ন ও পানীয় (জল)।

৯৯। বিধিধর্ম্ম—কিসে পাপ হইবে, কিসে পুণ্য হইবে, তৎসম্বন্ধে বেদে বা স্মৃতিতে যে সমস্ত আছে, সে সমস্ত বিধিমূলক ধর্ম্ম। বিধিধর্ম্মের লক্ষ্য থাকে নিজের দিকে, নিজের ইহকালের কি পরকালের সুখসাধন বা দুঃখনিবারণের দিকে। তীর্থে উপবাস ও মস্তকমুণ্ডন করিতে হইবে—ইহা বিধি-ধর্ম্মের বিধান; এই বিধানের পালন করিলে পুণ্য হইবে, লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে—ইহাই এই বিধানের তাৎপর্য্য।

রাগমার্গ—ভগবানের প্রতি অত্যধিক প্রীতিই হইল রাগ; এতাদৃশ রাগমূলক যে ধর্ম্মপন্থা, তাহাই রাগমার্গ; রাগমার্গের লক্ষ্য থাকে—একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির দিকে; নিজের সুখদুঃখ, বা পাপ-পুণ্যের দিকে কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্যও থাকে না; যাহা কিছু ভগবানের প্রীতিজনক, ভক্ত তাহাই করেন—তাহাতে যদি নিজের পাপ হয়, অপরাধ হয়, নরক-গমন হয়—তাহা হইলেও ভক্ত ভগবানের প্রীতিজনক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন না, নিজের পাপ-পুণ্য বা সুখ-দুঃখের চিন্তা তাঁহার মনেও উদিত হয় না। ইহাই রাগ-মার্গের মর্ম্ম। **সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-মর্ম্ম**—ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গূঢ় অভিপ্রায়; একমাত্র ভগবানের বা ইষ্টদেবের প্রীতিই হইল এই সূক্ষ্ম মর্ম্ম।

ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা—ক্ষৌর-উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ ভক্ষণ॥ ১০০

তাহাঁ উপবাস—যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা-প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাজার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—হাঁ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাও ঠিক; কিন্তু যাঁহারা বিধিধর্ম্মের আচরণ করেন, নিজের পাপ-পুণ্যের, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানের পালন করেন, তাঁহাদের জন্যই তীর্থে উপবাস ও মস্তকমুণ্ডনের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা রাগমার্গের ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের একটা গূঢ় অভিপ্রায় আছে; সেই অভিপ্রায়ের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা কাজ করেন; তাহাতে বিবিধ-ধর্ম্মের লঙ্ঘন করিতে হইলেও তাঁহারা ভীত হয়েন না। এই গূঢ় অভিপ্রায়টী হইতেছে—একমাত্র ইষ্টদেবের প্রীতিসাধন।

১০০। **পরোক্ষ**—অসাক্ষাদ্ভাবে। **পরোক্ষ-আজ্ঞা**—নিজে যে আজ্ঞা করেন নাই; অন্যের যোগে যে আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। **ক্ষৌর**—মস্তকমুণ্ডন। **উপোষণ**—উপবাস।

ঈশ্বরের ইত্যাদি—তীর্থে উপবাস করা ও মস্তকমুণ্ডন করার বিধি হইল বেদের বা স্মৃতির আদেশ; বেদ বা স্মৃতিরূপেই ঈশ্বর এই আদেশ করিয়াছেন, নিজে নিজমুখে এই আদেশ করেন নাই। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়—ক্ষৌর-উপোষণ অনাত্ম-ধর্ম্মমাত্র (ভূমিকায় ধর্ম্ম-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। **প্রভুর সাক্ষাৎ** ইত্যাদি—আর মহাপ্রসাদ-ভোজনের কথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে নিজমুখে আদেশ করিয়াছেন। পরোক্ষ আদেশ অপেক্ষা সাক্ষাৎ-আদেশ বলবান। বিশেষতঃ, প্রভুর আদেশ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে প্রভু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিবেন; তাই রাগমার্গের ভক্তদের পক্ষে এই আদেশ পালন আবশ্যকর্ত্তব্য।

১০১। **তাহাঁ উপবাস**—সেই স্থানে; প্রকরণ অনুসারে এস্থলে তাহা অর্থ—সেই তীর্থে। **যাহাঁ**—যেই তীর্থে। তীর্থস্থলে উপস্থিত হইলে যে উপবাস করার বিধি আছে, তাহা সকল তীর্থসম্বন্ধে নহে; যে তীর্থে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় না, সেই তীর্থে আগমনের দিনেই উপবাসের ব্যবস্থা; যে তীর্থে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়, সেই তীর্থে উপবাসের প্রয়োজন নাই। এই উক্তির হেতু বোধ হয় এই যে—তীর্থে আসিয়া উপবাস করিলে যে পুণ্য হইতে পারে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপবাস-জনিত পুণ্যে ইহকালের কি পরকালের সুখ-ভোগাদি লাভ হইতে পারে; কিন্তু মহাপ্রসাদ-ভোজনে—বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হইতে পারে, ভক্তি লাভ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতরূপ মহাপ্রসাদসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ইহা "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং—লোকের অন্য বিষয়ে আসক্তির বিস্মারক।"

["তাহাঁ উপবাস—যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ"—এইটী সাধারণ বিধি নহে; "তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে তীর্থে উপস্থিত হওয়ার দিনে যে উপবাসের বিধি দেওয়া হইয়াছে, সেই উপবাস সম্বন্ধেই "তাহাঁ উপবাস যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ"-বাক্য বলা হইয়াছে; প্রকরণ-বলে অন্যরূপ অর্থ অসঙ্গত হইবে। শ্রীহরিবাসরাদি ব্রত-উপলক্ষে যে উপবাসের কথা বলা হইয়াছে, সেই উপবাস-সম্বন্ধে "তাহাঁ উপবাস" ইত্যাদি বাক্য প্রযোজ্য হইবে না; কারণ, হরিবাসরে বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদ-ত্যাগেরই স্পষ্ট বিধি গোস্বামিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। হরিবাসরে আহার-পরিত্যাগ-সম্বন্ধে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদ-পরিত্যাগ এব। তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য জিনিস ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিত্যই নিষিদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবের নিরাহারত্ব বলিলে মহাপ্রসাদায় ত্যাগই বুঝায়। ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৯৯।"]

প্রভু-আজ্ঞা ইত্যাদি—প্রভুর আজ্ঞা ত্যাগ এবং প্রসাদত্যাগ করিলে—প্রসাদগ্রহণ করার নিমিত্ত প্রভু যে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিলে—অপরাধ হইবে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে

বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ ?॥ ১০২
পূর্ব্বে প্রভু প্রাসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥ ১০৩
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইবে। ইহার হেতু এই যে—মহাপ্রসাদ-গ্রহণের নিমিত্ত এক্ষণে প্রভুর যে আদেশ, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ, স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ; এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায়েরই সম্ভাবনা।

১০২। প্রভুর আদেশ; লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিলে অপরাধ হইবে—কেবল এই ভয়েই যে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন, তাহা নহে; প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের বিশেষ একটা প্রলোভনও আছে। তাহা এই—প্রভু নিজে মহাপ্রসাদ পরিবেষণ করিবেন; প্রভুর নিজের হাতের দেওয়া প্রসাদ-গ্রহণের লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারেন না। **এত লাভ**—প্রভুর নিজের হাতের দেওয়া প্রসাদ-গ্রহণজনিত লাভ। যে কৃপার ভাবে প্রণোদিত হইয়া প্রভু স্বয়ং প্রসাদ পরিবেষণ করিবেন, প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি সেই কৃপাও বিতরিত হইবে; এই কৃপালাভের লোভ কোনও ভক্তই সম্বরণ করিতে পারেন না। অধিকন্তু ইহাতে প্রভুর প্রীতি-বিধানের প্রশ্নও আছে। **উপোষণ**—উপবাস।

১০৩। মহাপ্রভুর নিজ হাতের দেওয়া মহাপ্রসাদের লোভ যে দুর্ল্লঙ্ঘনীয়, নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া সার্ব্বভৌম তাহা দেখাইতেছেন। তিনি বলিলেন—"একদিন প্রাতঃকালে আমি সবে মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় মহাপ্রসাদান্ন আনিয়া প্রভু আমার হাতে দিলেন। আমি তখন প্রাতঃসন্ধ্যা করি নাই, স্নান করি নাই, এমন কি বাসিমুখও ধুই নাই; তথাপি আমি প্রভুর শ্রীহস্তে দেওয়া প্রসাদের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, হাত-মুখ ধোওয়ার অপেক্ষাও আমার সহ্য হইল না; প্রসাদ পাওয়া মাত্রেই—বাসিমুখেই—আমি সেই প্রসাদান্ন ভোজন করিয়াছিলাম।"

১০৪। সার্ব্বভৌম ছিলেন বয়সে প্রাচীন, সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, মহাপণ্ডিত, অনেক সন্ন্যাসীরও গুরুস্থানীয় প্রামাণিক ব্যক্তি; প্রাতঃকৃত্য না করিয়া, এমনকি বাসিমুখপর্য্যন্ত না ধুইয়া—এক কথায় বলিতে গেলে, বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া—তিনি কিরূপে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন? সার্ব্বভৌম নিজেই তাহার কারণ বলিতেছেন। "ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধীয় প্রেরণা জাগাইয়া দেন—ভগবৎ-কৃপায় যাঁহার প্রতি শুদ্ধাভক্তির কৃপা হয়, শ্রীকৃষ্ণের চরন আশ্রয় করিয়া শুদ্ধাভক্তির অনুরোধে তিনি বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

তাৎপর্য্য এই যে—প্রাতঃকৃত্যাদি না করিয়া, বাসিমুখ না ধুইয়া অন্ন গ্রহণ করা বেদধর্ম্মের ও লোকধর্ম্মের নিষিদ্ধ; কিন্তু শুদ্ধাভক্তির অনুকূল শাস্ত্র বলেন—প্রাপ্তিমাত্রেই মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে, এসম্বন্ধে কোনওরূপ কালবিচার করিবে না। ভগবৎ-কৃপায়—শুদ্ধাভক্তির প্রতি সার্ব্বভৌমের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, শুদ্ধাভক্তির তুলনায় বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতা তাঁহার চিত্তে উপলব্ধ হইয়াছে; তাই তিনি বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াও শুদ্ধাভক্তির অনুকূল শাস্ত্রাদেশ অনুসারে বাসিমুখেই প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন। **করে হৃদয়ে প্রেরণ**—চিত্তে প্রেরণা জন্মায়; বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতার এবং শুদ্ধাভক্তির শ্রেষ্ঠতার জ্ঞান যাঁহার চিত্তে ভগবান্ কৃপা করিয়া স্ফুরিত করেন। **কৃষ্ণাশ্রয়ে**—কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া; শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া। **ছাড়ে**—ত্যাগ করে। **বেদলোক-ধর্ম্ম**—বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম। বেদবিহিত কর্ম্মাদি ও আচারাদি হইল বেদধর্ম্ম এবং লোক-সমাজে প্রচলিত আচারাদি হইল লোকধর্ম্ম। বেদধর্ম্ম পালনে স্বর্গাদি সুখভোগ এবং লোকধর্ম্মের পালনে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠাদি লাভ হইতে পারে; ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার কিছুই নাই বলিয়া ইহা শুদ্ধাভক্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ। বেদধর্ম্মের লঙ্ঘনে নরকাদি ভোগ এবং লোকধর্ম্মের লঙ্ঘনে লোক-সমাজে নিন্দাদি ঘটিতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবৎ-কৃপায় যাঁহাদের চিত্তে লোভ জন্মিয়াছে, সেবাপ্রাপ্তির চেষ্টায়—লোকনিন্দা বা নরকভোগাদিকেও

তথাহি (ভা. ৪।২৯।৪৬)—

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তর্হ্যঃ কো নাম কর্ম্মাদ্যাগ্রহং হিত্বা পরমেশ্বরমেব ভজেদত আহ যদা যমনুগৃহ্ণাতি অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি ভাবিতঃ সন্ স তদা লোকে লোকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে চ পরিনিষ্ঠিতাং মতিং ত্যজতি। স্বামী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহারা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আশায় শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া যদি দেশশুদ্ধ লোকের নিন্দাভাজনও হইতে হয়, কিম্বা যদি বহুকাল যাবৎ নরকযন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কাও থাকে, তথাপি তাহাতে ভক্ত বিচলিত হয়েন না।

যতদিন পর্য্যন্ত দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্তি থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই দেহ-দৈহিকের সুখ-সাধন বেদধর্ম্মে ও লোকধর্ম্মে লোকের অনুরাগ থাকে ; ভগবৎ-কৃপায় দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্তি তিরোহিত হইলে বেদধর্ম্মাদির প্রতি অনুরাগও শিথিল হইয়া যায়। লক্ষ্যের প্রতি লোভ না থাকিলে কেই বা উপায়কে অবলম্বন করিয়া থাকে ?

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। আত্মভাবিতঃ (মনে চিন্তিত) [সন্] (হইয়া) ভগবান্ (ভগবান্) যদা (যখন) যং (যাঁহাকে) অনুগৃহ্ণাতি (অনুগ্রহ করেন), স (তিনি তখন) লোকে (লোকধর্ম্মে) বেদে চ (এবং বেদধর্ম্মে) পরিনিষ্ঠিতাং (নিষ্ঠাপ্রাপ্তা) মতিং (বুদ্ধিকে) জহাতি (ত্যাগ করেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হি-রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! (মহদ্ব্যক্তিদের মুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধ) চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভগবান্ যখন যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোকধর্ম্মে ও বেদধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করেন। ১২

আত্মভাবিতঃ—আত্মায় (বা মনে) ভাবিত (বা চিন্তিত) হইয়া। এই শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন —"মহদ্দ্বারা কথাশ্রবণেন শুদ্ধে চিত্তে ভাবিতঃ সন্—মহদ্ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে নির্গত ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারা যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার সেই শুদ্ধ চিত্তে চিন্তিত হইয়া।" তাৎপর্য্য এই যে—মহদ্ব্যক্তিদিগের মুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের ফলে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তিনি যদি তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানকে চিন্তা করেন, তাহা হইলেই ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করেন (তাহা হইলেই তাঁহার চিত্তে ভগবৎ-কৃপা স্ফুরিত হইতে পারে)। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"আত্মনি মনসি ভাবিতঃ অর্থাদ্ ভক্তেরেব —হে ভগবন্নিমং জনং সংসারাৎ উদ্ধরন্নঙ্গীকুর্ব্বিতি স্বভক্তৈর্মনসি নিবেদিতঃ—ভগবানের কোনও ভক্ত যদি কোনও লোকের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়া বলেন যে—হে ভগবান্! কৃপা করিয়া এই লোকটিকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া অঙ্গীকার কর—তাহা হইলে সেই ভক্তের মনে এইরূপে চিন্তিত হইয়া" ভগবান্ সেই লোকটীকে কৃপা করিতে পারেন। তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহার প্রতি কৃপা করার নিমিত্ত কোনও ভক্ত ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন, ভগবান্ও তাঁহার প্রতিই কৃপা করেন। যাহা হউক, কোনও লোকের—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ নিজের চিত্তে ভাবিত হইয়া, অথবা কোনও লোকের প্রতি কৃপা করার নিমিত্ত কোনও ভক্ত কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ যখন তাঁহাকে (সেই লোককে) অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি (সেই লোক) **লোকে**—লোকধর্ম্মে, লৌকিক ব্যবহারে **বেদে চ**—এবং বেদধর্ম্মে, বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডে **পরিনিষ্ঠিতাং**—বিশেষরূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত **মতিং**—বুদ্ধিকেও **জহাতি**—ত্যাগ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। "যমনুগৃহ্ণাতি"-স্থলে "যস্যাহনুগৃহ্ণাতি" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহা বোলাইলা ॥ ১০৫
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুইজনে—।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে ॥ ১০৬
সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ, যেন নহে বাদ ॥ ১০৭
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে—তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥ ১০৮
এত বলি বিদায় দিল সেই দুইজনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১০৯
গোপীনাথচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১১০
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিল গমন ॥ ১১১
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে ॥ ১১২
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণবন্দন।
আচার্য্যেরে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১১৩
প্রেমানন্দে হৈল দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১১৪
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৫১
একে একে সবভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সভা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১১৬
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহাঁ হৈল পরিমাণ ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৫। **তবে**—সার্ব্বভৌমের সহিত উক্তরূপ আলোচনার পরে। **অট্টালিকা হৈতে**—অট্টালিকার উপর হইতে। **তলে**—নীচে। **কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র**—কাশীমিশ্র ও পড়িছা-পাত্র এই উভয়কে।

১০৭। **স্বচ্ছন্দ**—তাঁহাদের নিজ ইচ্ছামত; তাঁহারা যেরূপ চাহেন, সেইরূপ। **বাসা**—বাসস্থান। **বাদ**—অন্যথা।

১০৮। **ধরিহ**—পালন করিও। "ধরিহ"-স্থলে "কর" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **আজ্ঞা নহে**—আজ্ঞা না করিলেও; প্রভু প্রকাশ্যে কোনও আদেশ না দিলেও। **ইঙ্গিত**—অভিপ্রায়।

১০৯। অন্বয়:—(রাজা প্রতাপরুদ্র) এত (পূর্ব্বোক্তরূপ কথা) বলিয়া সেই দুইজনকে (কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে) বিদায় দিলেন। (তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে) দেখিয়া সার্ব্বভৌম বৈষ্ণব-মিলনে আসিলেন (অর্থাৎ সেই দুইজন চলিয়া যাওয়ার পরে, গৌড় হইতে সমাগত বৈষ্ণবদের সহিত প্রভুর মিলন দেখিবার অভিপ্রায়ে সার্ব্বভৌমও প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন)।

১১০। **প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন**—গৌড় হইতে সমাগত বৈষ্ণবদের সহিত প্রভুর মিলন।

১১১। **সিংহদ্বার**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বার। **ডাহিনে**—ডাইনদিকে। **ছাড়ি**—ত্যাগ করিয়া; সিংহদ্বারের দিকে না গিয়া। **কাশীমিশ্র-গৃহপথে**—যেইপথে কাশীমিশ্রের গৃহে যাওয়া যায়, সেই পথে।

১১২। **হেনকালে**—সিংহদ্বার ছাড়িয়া কাশীমিশ্রের গৃহের দিকে সকলে যখন দক্ষিণ মুখে চলিয়াছেন, সেই সময়ে। **নিজগণ-সঙ্গে**—স্বীয় পার্ষদগণকে সঙ্গে লইয়া; নিজের সঙ্গীয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া। **বৈষ্ণব মিলিলা**—বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন। **পথে**—কাশীমিশ্রের গৃহে যাওয়ার পথে। **মহারঙ্গে**—অত্যন্ত আনন্দের সহিত।

১১৩। **আচার্য্যেরে**—অদ্বৈত আচার্য্যকে।

১১৫। **প্রত্যেকে**—প্রত্যেককে।

১১৬-১৭। **কৈল সম্ভাষণ**—আলিঙ্গনাদি করিলেন, কি কথাবার্ত্তা বলিলেন। **অভ্যন্তরে**—কাশীমিশ্রের বাড়ীর ভিতরে যেখানে প্রভু থাকেন। **মিশ্রের আবাস ইত্যাদি**—কাশীমিশ্রের বাড়ীতে স্থান অতি অল্প; গৌড়

আপন নিকটে প্রভু সভারে বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সভায় মালা-চন্দন দিল ॥ ১১৮
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভাসনে ॥ ১১৯
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়-বচনে—।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ তোমার আগমনে ॥ ১২০
অদ্বৈত কহে—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ॥ ১২১
তথাপি ভক্ত-সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥ ১২২
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তাঁরে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া— ॥ ১২৩
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু-হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে ॥ ১২৪
বাসু কহে—মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ!
তোমার চরণ প্রাপ্তি সেই পুনর্জ্জন্ম ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইতে যত বৈষ্ণব আসিয়াছেন, কাশীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভু যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানে তাঁহাদের সকলের সমাবেশ হইতে পারে না। **অসংখ্য বৈষ্ণব** ইত্যাদি—তথাপি: কিন্তু সেই অল্পস্থানের মধ্যেই তাঁহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হইল। তাহার কারণ এই:—প্রকট-লীলাকালে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের যে যে স্থানে প্রকট হয়েন, সেই সেই স্থানেই, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও প্রকটিত হয়। সুতরাং তিনি যেস্থানেই যায়েন না কেন, সেই স্থানেই তাঁহার চিন্ময় ধাম বর্ত্তমান; এই ধামও—"সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—কৃষ্ণতনুসম। ১।৫।১৫॥" তাহা প্রাকৃত লোকের চক্ষুতে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সীমাবদ্ধ নহে—বিভু। (১।৫।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই, কাশীমিশ্রের গৃহে যেস্থানে প্রভু থাকিতেন, তাহাও বিভু—আপাতঃ দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা—বিভু, অপরিচ্ছিন্ন ছিল; এজন্যই তাহাতে অসংখ্য লোকের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ভগবদ্ধামের এক অচিন্ত্যশক্তি। এই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই দ্বাপরে ব্রহ্মমোহন-লীলায় গোবর্দ্ধনের সানুদেশস্থিত—লোকদৃষ্টিতে স্বল্প পরিসর স্থানেও অনন্ত নারায়ণের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল।

১১৮। **মালা-চন্দন**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীমালা ও প্রসাদী চন্দন।

১১৯। **ভট্টাচার্য্য আচার্য্য**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ-আচার্য্য।

১২০। **পূর্ণ হৈলাঙ**—আমার সকল বাসনা নিঃশেষে পূর্ণ হইল।

১২৫। **আদৌ**—আগে; আমার পূর্ব্বে। **পুনর্জ্জন্ম**—পুনরায় জন্ম; ভাগবত-জন্ম। মাতৃগর্ভে যে জন্ম, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাকে বিষয়াসক্তিময় জন্ম বলা যায়; ইহাই তাহার প্রথম জন্ম; কোনও ভাগ্যে বিষয়াসক্তি ছুটিয়া গেলে বিষয়াসক্তির দিক্ দিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলা যায়। ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি ঘটিলে নূতন ভাবে তাহার জীবন আরম্ভ হয়; ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিষয়াসক্তিময় জীবন কাটিয়া থাকে কেবল বিষয়ের সেবায়; আর ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি ঘটিলে যে জীবন আরম্ভ হয়, তাহা কেবল ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই পূর্ণ। এইরূপ জীবনকে ভাগবত-জীবন বলা যায় এবং এইরূপ জীবনের আরম্ভকে ভাগবত-জন্ম বলা যায়। ভাগবত-জন্মকে ভাগ্যবান্ জীবের পুনর্জ্জন্ম—বৈষয়িক জীবনের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভগবৎ-সেবাময় জীবনের আরম্ভমূলক পুনর্জ্জন্মও বলা যায়। বাসুদেব-মুকুন্দ প্রভৃতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ; প্রাকৃত জীবের ন্যায় পিতামাতার শুক্র-শোণিতে তাঁহাদের জন্ম হয় নাই, নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহাদের জন্মলীলার অভিনয়; তথাপি লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহারা নিজেদিগকে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন এবং সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই সাংসারিক জীববৎ আচরণরূপ লীলার অভিনয় করিয়া যখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-প্রাপ্তিরূপ লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা মনে করিলেন যেন তাঁহাদের ভাগবত-জন্ম—পুনর্জ্জন্ম—হইয়াছে। এইরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুরূপ সিদ্ধান্ত।

পাইল তোমার সঙ্গ—তোমার (মহাপ্রভুর) সঙ্গ লাভ করিয়া ভাগবত-জন্ম লাভ করিল।

ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ ॥ ১২৬
পুন প্রভু কহে—আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ ১২৭
স্বরূপের ঠাঞি আছে—লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥ ১২৮
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥ ১২৯
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমা-চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥ ১৩০
শ্রীবাস কহেন—কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত ॥ ১৩১
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে—।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ ১৩২
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ১৩৩
দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥ ১৩৪
শিবানন্দে কহে প্রভু—তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয়—জানি আগে হৈতে ॥ ১৩৫
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৩৬

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৫৭)

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নিমজ্জত ইতি। হে অনন্ত ভবার্ণবান্তঃ সংসার-সমুদ্র-মধ্যে চিরায় বহুকালং ব্যাপ্য নিমজ্জতঃ পতিতস্য মে মম কর্তৃভূতস্য কূলমিব ভবার্ণবস্য তটমিব অসি ত্বং লব্ধঃ প্রাপ্তঃ। হে ভগবন্ ত্বয়াপি ইদানীং দয়ায়াঃ অনুত্তমং অতীবনীচং ইদং মল্লক্ষণং পাত্রং লব্ধম্। দীন এব দয়াং কর্তুং যুজ্যতে অতঃ অতিদীনে ময়ি দয়াং কুরু ইতিভাবঃ। শ্লোকমালা। ১৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৬। ছোট হৈয়া ইত্যাদি—মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম অনুসারে মুকুন্দ আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট বটে; কিন্তু আমার পূর্ব্বে তোমার চরণপ্রাপ্তিরূপ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়া (ভাগবত জন্মহিসাবে) আমার জ্যেষ্ঠ—আমা অপেক্ষা বড়—হইল।

১২৭। দুই পুস্তক—কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুই পুস্তক। **দক্ষিণ**—দাক্ষিণাত্য।

১২৯। প্রত্যেকে ইত্যাদি—বৈষ্ণব সকলের প্রত্যেকেই উক্ত দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন।

১৩২-১৩৩। শঙ্কর—ইনি দামোদরের ছোট ভাই; গম্ভীরায় রাত্রিতে প্রভুর পাদসংবাহন করিতেন; কখনও কখনও প্রভুর পাদতলে ইনি ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং তখন ইঁহার দেহের উপরেই প্রভু পাদ-প্রসারণ করিতেন; এজন্য ইঁহার আর এক নাম হইয়াছিল "প্রভু পাদোপধান—প্রভুর পাদোপধান—প্রভুর পায়ের বালিশ।" **সগৌরব**—গৌরব (বা সম্মান) মিশ্রিত, সুতরাং সঙ্কোচময়। **শুদ্ধ কেবল**—গৌরব-বুদ্ধিহীন; সম্যক্‌রূপে সঙ্কোচশূন্য। ৩।১৯।৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

দামোদরকে প্রভু বলিলেন—"দামোদর! তোমার উপরেও আমার প্রীতি আছে, তোমার ছোটভাই শঙ্করের উপরেও প্রীতি আছে; কিন্তু তোমার উপরে যে প্রীতি, তাহাতে গৌরববুদ্ধি-জনিত সঙ্কোচের ভাব মিশ্রিত আছে; শঙ্করের সম্বন্ধে আমার কোনওরূপ সঙ্কোচই নাই; তাই বলি শঙ্করকে আমার নিকটে রাখিয়া যাও।"

১৩৪। এবে আমার ইত্যাদি—আমা অপেক্ষাও অধিক কৃপা পাওয়ায় আমার বড় ভাইয়ের তুল্য হইল।

১৩৬। দণ্ডবৎ—দণ্ডের ন্যায় লম্বা হইয়া চরণতলে পতিত হইলেন। **শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত "নিমজ্জতোঽনন্ত" ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোকটিকে পরে শিবানন্দ-সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। হে অনন্ত (হে অনন্ত)। চিরায় (বহুকালযাবৎ) ভবার্ণবান্তঃ (সংসার-সমুদ্রের

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ১৩৭
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ ১৩৮
তৃণ দুই-গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেল দৈন্যহীন হঞা ॥ ১৩৯
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে—॥১৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

মধ্যে) নিমজ্জতঃ (পতিত) মে (আমার) কূলং ইব (কূলতুল্য—তটসদৃশ) [ত্বং] (তুমি) লব্ধঃ (আমাকর্ত্তৃক প্রাপ্ত) অসি (হইয়াছ)। হে ভগবন্! ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) অপি (ও) ইদানীং (এক্ষণে) দয়ায়াঃ (দয়ার) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তম) ইদং (এই) পাত্রং (পাত্র) লব্ধং (প্রাপ্ত)।

অনুবাদ। হে অনন্ত! বহুকাল যাবৎ আমি এই সংসাররূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত আছি; এক্ষণে তাহার (সংসার-সমুদ্রের) তটসদৃশ তোমাকে আমি পাইয়াছি; হে ভগবন্! তুমিও এক্ষণে দয়ার সর্ব্বোত্তম পাত্র এই আমাকে পাইয়াছ। ১৩

প্রভু, অনাদিকাল হইতেই আমি অতি বিস্তীর্ণ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছি; কখনও ইহার তটদেশ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; এক্ষণে তুমি কৃপা করিয়া তোমার চরণে স্থান দেওয়ায় আমি যেন সেই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তটদেশে উপস্থিত হইয়াছি। প্রভু, যে যত পতিত, যে যত অধম, সে ততই তোমার দয়ার পাত্র; কারণ, তুমি পরম-দয়াল; পতিত জনের প্রতি দয়া করাই পতিত-পাবন তোমার স্বভাব; কিন্তু প্রভু আমার ন্যায় পতিত, আমার ন্যায় ভক্তিহীন দীন, জগতে আর কেহই নাই; সুতরাং আমি তোমার দয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। **অনুত্তম**—ন (নাই) যাহা অপেক্ষা উত্তম (অতি নীচ, অত্যন্ত পতিত বলিয়া দয়ার উপযুক্ত), তিনি অনুত্তম।

১৩৭। প্রভুর সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণের মিলনের পরে সকলে যখন কাশীমিশ্রের বাড়ীর ভিতরে প্রভুর বাসায় আসিলেন, মুরারিগুপ্ত তখন ভিতরে আসেন নাই; তিনি দৈন্যবশতঃ বাহিরেই দণ্ডবৎ পড়িয়া ছিলেন। **দণ্ডবৎ হৈয়া**—দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া।

১৩৮। মুরারিগুপ্তকে ভিতরে না দেখিয়া প্রভু যখন তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিলেন, তখন ভিতর হইতে কয়েকজন ভক্ত তাঁহার খোঁজ করার জন্য বাহিরে আসিলেন। **অন্বেষণ**—খোঁজ।

১৩৯। **তৃণ দুই-গুচ্ছ**—দুই গুচ্ছ তৃণ; দুই গোছা ঘাস। **দশনে**—দন্তে। **দৈন্যদীন**—নিজের দৈন্যবশতঃ অত্যন্ত কাতর "অভিমানী ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন। শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর।" আমি অত্যন্ত অভিমানী এবং ভক্তিহীন—এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই দৈন্য; এইরূপ অভিমান ও ভক্তিহীনতার অনুভব করিয়া, নিজেকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করিয়া যিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহাকেই দৈন্যদীন বলা যায়। মুরারিগুপ্ত এইরূপ দৈন্যদীন হইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন—মুখে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া। পশুরাই তৃণ ভক্ষণ করে; দৈন্যবশতঃ যিনি দন্তে তৃণ ধারণ করেন, তাঁহার মনের ভাব এই যে,—"মানুষের আকার আমার থাকিলেও আমি প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ নহি, আমি পশু; কারণ, পশু যেমন সর্ব্বদা কেবল নিজের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়াই ব্যস্ত থাকে, জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা পশু যেমন কখনও চিন্তা করে না, আমিও তদ্রূপ সর্ব্বদা নিজের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখ নিয়াই ব্যস্ত, কখনও ভগবদ্-ভজনের কথা চিন্তা করি না। মানুষ মনুষ্যদেহ পাইয়াছে ভজনের জন্য; মনুষ্য-জন্ম পাইয়া ভজনই যদি না করিল, পশুর ন্যায় কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই যদি ব্যস্ত রহিল, তাহা হইলে সেই মানুষে আর পশুতে পার্থক্য কি?" মুরারিগুপ্ত দৈন্যবশতঃ এইরূপ ভাবিয়া, নিজের স্বভাব যে পশুর স্বভাবের ন্যায়, তাহা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে দন্তে তৃণ ধারণ-করিয়াছিলেন।

১৪০। প্রভু মুরারিকে আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন; কিন্তু মুরারি পেছনের দিকে সরিয়া গেলেন; প্রভু যতই অগ্রসর হয়েন, মুরারি ততই পেছনের দিকে সরিয়া যায়েন, প্রভুর হাতে ধরা দেন না।

মোরে না ছুঁইহ, মুই অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥ ১৪১
প্রভু কহে—মুরারি! কর' দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥ ১৪২
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ-সম্মার্জ্জন॥ ১৪৩
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর॥ ১৪৪
প্রত্যেকে সভার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥ ১৪৫
সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে—কাহাঁ হরিদাস?॥১৪৬
দূরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১৪৭
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥ ১৪৮
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে॥ ১৪৯
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥ ১৫০
নিভৃতে টোটা-মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ্।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ্॥ ১৫১
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ—মোর এই বাঞ্ছা হয়॥ ১৫২
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪১। **কলেবর**—দেহ। **পাপ কলেবর**—পাপে লিপ্ত দেহ।

১৪২। **দৈন্য**—নিজের সম্বন্ধে হেয়তার জ্ঞান।

১৪৩। **অঙ্গ সম্মার্জ্জন**—রাস্তায় দণ্ডবৎ পড়িয়া ছিলেন বলিয়া মুরারির গায়ে ধূলাবালি লাগিয়াছিল; প্রভু নিজ হাতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

১৪৬। **সম্মানি**—আলিঙ্গনাদি দ্বারা সম্মান করিয়া।

১৪৭। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরও দৈন্যবশতঃ ভিতরে প্রবেশ করেন নাই; দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া তিনি রাস্তার পাশে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রভু যখন বাহিরে ছিলেন, তখনও তিনি প্রভুর নিকটে আসেন নাই; দূর হইতেই তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। যবনের গৃহে জন্ম ছিল বলিয়া হরিদাস ঠাকুর নিজেকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন; তাই তিনি সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি ১৪শ অঃ)-মতে যবন-কুলেই তাঁহার জন্ম।

১৫০। **নীচজাতি**—মুসলমান; জন্ম হিসাবে মুসলমান। **মন্দির-নিকটে**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের নিকটে। কাশীমিশ্রের বাড়ী শ্রীমন্দিরের নিকটে ছিল বলিয়া হরিদাস ঠাকুর এইরূপ বলিতেছেন।

১৫১। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **টোটা**—বাগান। **স্থান খানিক**—অল্প একটু স্থান। **গোয়াঙ**—যাপন করি।

১৫২। অন্বয়:—যে স্থানে থাকিলে জগন্নাথের সেবকের সহিত আমার স্পর্শ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ কোনও একস্থানে পড়িয়া থাকি—ইহাই আমার বাসনা।

জগন্নাথের সেবক তাঁহাকে স্পর্শ করিলে সেবক অপবিত্র হইবেন, জগন্নাথের সেবার কাজকর্ম করিতে অযোগ্য হইবেন—ইহাই হরিদাস-ঠাকুরের মনের ভাব।

১৫৩। **সুখ বড় পাইল**—হরিদাসের দৈন্যসূচক-বাক্যে প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই অকপট দৈন্য প্রকাশ করিতে পারেন; হরিদাসের মুখে অকপট দৈন্যের কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তিরাণীর যথেষ্ট কৃপা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া প্রভু সুখী হইলেন।

"সুখ"-স্থলে "দুঃখ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ এইরূপ—দৈন্যের প্রকৃত কোনও কারণ না থাকিলেও দৈন্য অনুভব করিয়া হরিদাস যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া প্রভুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। অথবা, যবনের গৃহে

হেনকালে কাশীমিশ্র-পড়িছা দুইজন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥ ১৫৪
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সভার সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৫৫
প্রভুপদে দুইজন কৈল নিবেদন—।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥ ১৫৬
সভার করিয়াছি বাসাগৃহ-সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সভার করি সমাধান ॥ ১৫৭
প্রভু কহে—গোপীনাথ! যাহ সভা লৈয়া।
যাহাঁ-যাহাঁ কহে তাহাঁ বাসা দেহ যাঞা ॥ ১৫৮
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে।
সর্ব্ববৈষ্ণবের এহোঁ করিবে সমাধানে ॥ ১৫৯
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে ॥ ১৬০
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জন্ম হইয়াছে বলিয়াই হরিদাস নিজেকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখেন; কারণ, হিন্দুসমাজ যবন বলিয়া তাঁহাকে অস্পৃশ্য মনে করিবে—ইহাই তাঁহার মনের ভাব। বস্তুতঃ, হিন্দুসমাজের তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে বোধ হয়—মুষ্টিমেয়—কতিপয় পরম-ভাগবত ব্যতীত আর সমস্ত হিন্দুই যে হরিদাসের ভক্তি অপেক্ষা জন্মের উপরেই প্রাধান্য স্থাপন করিত এবং তজ্জন্য অপর যবনের ন্যায় তাঁহাকেও অস্পৃশ্য বলিয়াই মনে করিত—বিশেষতঃ হরিদাস নিজেকে হিন্দুর অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক হিন্দু প্রত্যেক কার্য্যেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, কথায় কথায়—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"—বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; সেই হিন্দুই আবার ভক্ত-কুলমুকুট-মণি হরিদাসকে যবনকুলজাত বলিয়া অস্পৃশ্য মনে করেন! ভগবানের শাস্ত্র অপেক্ষা মানুষের গড়া লোকাচারেরই সমাজে প্রাধান্য!! এইরূপ বিসদৃশ কথা মনে করিয়াই, সমাজে ভক্তি অপেক্ষা লোকাচারের প্রাধান্য দেখিয়াই প্রভু দুঃখিত হইয়াছিলেন।

১৫৪। **কাশীমিশ্র পড়িছা** দুইজন—কাশীমিশ্র ও পড়িছা এই দুইজন।

১৫৬। **দুইজন**—কাশীমিশ্র ও পড়িছা এই দুইজন। **করি সমাধান**—যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা যোগাড় করিয়া দেই।

১৫৮। যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় এই পয়ারের অর্থ এইরূপ:—"গোপীনাথ! এই সকলকে (এই সকল বৈষ্ণবকে) লইয়া যাও; যিনি যেখানে থাকিতে বলেন, তাঁহাকে সেখানে বাসা দিবে।" কিন্তু পরবর্ত্তী ১৬৬।৬৭ পয়ার হইতে জানা যায়, গোপীনাথ-আচার্য্য আগে যাইয়া বাসা সংস্কার করিয়া আসিয়াছেন; বাসা-সংস্কারের সংবাদ জানিয়া প্রভু বৈষ্ণবগণকে নিজ নিজ বাসায় যাইতে বলিলেন। সুতরাং ১৫৮ পয়ারের পূর্ব্বোক্তরূপ যথাশ্রুত অর্থ এস্থলে সঙ্গত হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে এরূপ অর্থই সঙ্গত হইবে:—গোপীনাথ! (কাশীমিশ্র ও পড়িছা বলিতেছেন, বৈষ্ণবদের জন্য বাসার সংস্থান করা হইয়াছে); তুমি সভাকে (এই দুইজনকে তোমার সঙ্গে) লইয়া যাও; যাইয়া—যেখানে যেখানে (বাসার সংস্থান হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা) বলেন, সেখানে সেখানে (বৈষ্ণবদের) বাসা (বাসের উপযোগী সংস্কারাদি) করাইয়া দাও।

১৫৯। গোপীনাথকে প্রভু আরও বলিলেন—"বাণীনাথের নিকটেই মহাপ্রসাদ দিবে; বাণীনাথই বৈষ্ণবদের আহারের কার্য্য সমাধান করিবেন।" **এহোঁ**—ইনি; বাণীনাথ।

কোনও কোনও গ্রন্থে "এহোঁ"-স্থলে "ইহোঁ" পাঠ আছে। অর্থ একই।

১৬০-৬১। হরিদাস-ঠাকুর বাগানের মধ্যে একটু নিভৃত স্থান চাহিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫১ পয়ার); প্রভু তাঁহার জন্য পুষ্পোদ্যানের নিভৃত ঘরখানি চাহিতেছেন।

পুষ্পের উদ্যান—ফুলের বাগান। এই বাগানটী ছিল কাশীমিশ্রের বাড়ীর (যেখানে প্রভু থাকিতেন, তাহার) সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। **স্মরণ**—শ্রীকৃষ্ণস্মরণ বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণ।

মিশ্র কহে—সব তোমার, মাগ কি-কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ—চাহ যেই স্থান ॥ ১৬২
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি, সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥ ১৬৩
এত কহি দুইজন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা ॥ ১৬৪
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৬৫
বাণীনাথ আইল অন্ন-পিঠা-পানা লৈয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিয়া ॥ ১৬৬
মহাপ্রভু কহে—শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সভে করহ গমন ॥ ১৬৭
সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥ ১৬৮
প্রভু নমস্করি সভে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সভায় বাসাস্থান দিলা ॥ ১৬৯
তবে প্রভু আইলা হরিদাস-মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ত্তনে ॥ ১৭০
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া ॥ ১৭১
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে ॥ ১৭২
হরিদাস কহে—প্রভু! না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ ১৭৩
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে।
তোমার পবিত্র-ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৭৪
ক্ষণেক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণেক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ দান ॥ ১৭৫
নিরন্তর কর চারি-বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬৩। **আমি দুই**—আমরা দুইজন; কাশীমিশ্র ও পড়িছা। **আজ্ঞাকারী**—আজ্ঞাপালনকারী। **যেই চাহি**—তুমি যাহা চাহ; যাহা তোমার প্রয়োজন।

১৬৪। **এত কহি**—এইরূপ বলিয়া; ১৬১ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

১৬৫। **দেখাইল**—কাশীমিশ্র গোপীনাথকে সমস্ত বাসাঘর দেখাইলেন। **দিল**—কাশীমিশ্র (বা পড়িছা) দিলেন। **বিস্তর**—অনেক।

১৬৬। **অন্ন-পিঠা-পানা**—প্রসাদান্ন, পিঠা (পিষ্টক) এবং পানা (পানীয় দ্রব্য—সরবৎ আদি)। **বাসার সংস্কার** করিয়া—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নাদি করাইয়া।

১৬৮। **চূড়া**—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া। তখন আর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের সুবিধা হইবে না বলিয়াই বোধ হয় চূড়া দর্শনের কথা বলা হইয়াছে।

১৭০। **তবে**—বৈষ্ণবেরা সকলে চলিয়া গেলে পর। **হরিদাস-মিলনে**—বাহিরে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত হরিদাস-ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত।

১৭২। **বিকল**—আত্মহারা। **প্রভুগুণে** ইত্যাদি—প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া হরিদাসঠাকুর আত্মহারা এবং হরিদাস-ঠাকুরের গুণ স্মরণ করিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আত্মহারা। প্রভুগুণে—প্রভুর ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে; অথবা, প্রভুর দয়াগুণে। **ভৃত্যগুণে**—ভক্তের প্রীতিরূপ (বা দৈন্যরূপ) গুণে।

১৭৪। **তোমা স্পর্শি** ইত্যাদি—আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। **পবিত্রধর্ম্ম**—যে ধর্ম্ম (অথবা ধর্ম্মের যেরূপ অনুষ্ঠান) সকলকে পবিত্র করে।

"পবিত্র ধর্ম্ম"-স্থলে "যে পবিত্রতা" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—তুমি বলিতেছ, তুমি নীচ, অস্পৃশ্য; কিন্তু তোমার মত পবিত্রতা তো আমার মধ্যে নাই।

১৭৫-৭৬। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিক্ষণে; সর্ব্বদা। **সর্ব্বতীর্থে স্নান**—সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে যে ফল

তথাহি (ভা. ৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৪

সংস্কৃত শ্লোকের টীকা

তদুপপাদয়তি অহো বত ইত্যাশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ ত এব তপস্তেপুঃ কৃতবন্তঃ। জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ। সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ। আর্য্যাস্ত এব সদাচারাঃ ব্রহ্ম বেদং অনূচুঃ অধীতবন্তঃ। তন্নামকীর্ত্তনে তপ আদ্যন্তর্ভূতং অতস্তে পূজ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরে তৈস্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি তন্নামকীর্ত্তন-মহাভাগ্যাদেবাবগম্যত ইত্যর্থঃ। স্বামী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(পবিত্রতা) লাভ করা যায়, এক নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই তুমি তাহা পাইতেছ। তীর্থস্নান, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতির ফলে পাপ-বিনাশ, কি ভুক্তি-মুক্তি-আদি হইতে পারে। এসব কিন্তু শ্রীহরি-নামের আভাসেই পাওয়া যায়; নামাভাসে অজামিলের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। যে নামের আভাসেই এসব ফল পাওয়া যায়, শ্রীহরিদাসঠাকুর অনবরত সেই নামই অত্যন্ত অনুরাগের সহিত জপ করিতেছেন। নামের ফল পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেম প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক ভাবে সংসার ক্ষয় হয়, দেহ চিন্ময়ত্ব লাভ করে। সুতরাং শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের দেহ যে পরম পবিত্র, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; এজন্যই কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু—ভজনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা যাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য তিনি—বলিয়াছেন, "হরিদাস! নামের বলে তোমার দেহ পরম পবিত্র, তীর্থস্নান-যজ্ঞ-তপাদিতে যাহা হয়, তুমি তাহা হইতেও অনেক অধিক ফল লাভ করিয়াছ, আমি নিজে পবিত্র হওয়ার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করি। চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি কেহ ভগবৎ-কৃপায় বেদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে তিনি দেখিতে পান যে, শ্রীকৃষ্ণভজনই ঐ বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়; হরিদাস, তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই করিতেছ, সুতরাং নিরন্তর তুমি বেদ পাঠই করিতেছ।"

দ্বিজ—দ্বিজাতি; ব্রাহ্মণ। **ন্যাসী**—সন্ন্যাসী। **পরম-পাবন**—পরম পবিত্র, অন্যকে পবিত্র করার শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, নীচ কুলে তাঁহার জন্ম হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী হইতেও তিনি পরম পবিত্র; তাঁহার স্পর্শে যে কোনও জীব নিষ্পাপ ও পবিত্র হইতে পারে।

এই দুই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অহো বত (অহো কি আশ্চর্য্য)! যৎ (যস্য—যাঁহার) জিহ্বাগ্রে (জিহ্বার অগ্রভাগে) তুভ্যং (তব—তোমার) নাম (নাম) বর্ত্ততে (বর্ত্তমান থাকে) অতঃ (সেই হেতু—জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্তমান থাকাবশতঃ) [সঃ] (সেই) শ্বপচঃ (শ্বপচ) গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ—পূজ্য)। যে (যাঁহারা) তে (তোমার) নাম (নাম) গৃণন্তি (কীর্ত্তন করেন) তে (তাঁহারা) আর্য্যাঃ (সদাচারসম্পন্ন) [তে] (তাঁহারা) তপঃ তেপুঃ (তপস্যা করিয়াছেন), জুহুবুঃ (হোম করিয়াছেন), সস্নুঃ (তীর্থস্নান করিয়াছেন) ব্রহ্ম (বেদ) অনূচুঃ (অধ্যয়ন করিয়াছেন)।

অনুবাদ। দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছিলেন—যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকে, সেই ব্যক্তি শ্বপচ হইলেও, এই কারণে (তাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্তমান থাকে বলিয়া) পূজ্য হয়েন। যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।" ১৪

শ্বপচঃ—শ্ব-(কুক্কুর)-মাংসভোজী নীচ জাতিবিশেষ। **জিহ্বাগ্রে**—জিহ্বার অগ্রভাগে; ধ্বনি এই যে—সমগ্র জিহ্বাদ্বারা হরিনাম উচ্চারণের কথা তো দূরে, কেবলমাত্র জিহ্বার অগ্রভাগেই যদি নাম বর্ত্তমান থাকে। **নাম**—

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥ ১৭৭
এই স্থানে রহ—কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥ ১৭৮
মন্দিরের চক্র দেখি করহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥ ১৭৯
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সভে পাইল আনন্দ॥ ১৮০
সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইল নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥ ১৮১
আসি জগন্নাথের কৈলা চূড়া-দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥ ১৮২
সভারে বসাইল প্রভু যোগ্য ক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥ ১৮৩
অল্প-অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাথে।
দুইতিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক-পাতে॥ ১৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীভগবানের নাম। একবচনান্ত নাম-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের বহু নামের কথা তো দূরে, যদি মাত্র একটি নামও জিহ্বার অগ্রভাগে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যাঁহার জিহ্বাগ্রে এই একটী নাম বর্ত্তমান থাকিবে—তিনি কুক্কুর-মাংসভোজী নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তি হইলেও এবং তজ্জন্য সামাজিক হিসাবে তিনি নিতান্ত হেয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও—তাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই তিনি—**গরীয়ান্**—অতিশয়েন গুরুর্ভবতি, অন্য সকলের পক্ষে অত্যধিকরূপে গুরুস্থানীয়, সুতরাং তিনি নাম-মন্ত্র উপদেশ করিবার যোগ্য (চক্রবর্ত্তী); যাঁহারা জপ-হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ক্রমসন্দর্ভ)। প্রশ্ন হইতে পারে, যাঁহার জিহ্বাগ্রে ভগবন্নাম বর্ত্তমান থাকে, তিনি শ্বপচ হইয়াও যজ্ঞ-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি কি করিতে পারেন? উত্তর—লোকাচার বা সামাজিক আচার অনুসারে বেদাধ্যয়নাদিতে শ্বপচের অধিকার না থাকিলেও, ভগবন্নামের কৃপায় স্বরূপতঃ তাঁহার সেই অধিকার জন্মিয়া থাকে; সমাজ প্রকাশ্যে তাঁকে সেই অধিকার না দিলেও, প্রকাশ্যে তিনি বেদাধ্যয়নাদি না করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি করিতেছেন; যেহেতু "ত্বন্নাম-কীর্ত্তনে তপ আদ্যন্তর্ভূতং—হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভূত (স্বামী ও শ্রীজীব)।" তাৎপর্য্য এই যে, ভগবন্নামকীর্ত্তনের যে ফল, তপস্যাদির ফলও তাহারই অন্তর্ভূত, ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা তপস্যাদির ফলও পাওয়া যায়; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তপস্যাদি করা নামকীর্ত্তন-কারীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ, যাঁহারাই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই **আর্য্যাঃ**—সদাচার-সম্পন্ন; সমস্ত সদাচারের মূল হইল ভগবৎ-স্মৃতি বা ভগবন্নামের স্মৃতি (সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভ. র. সি. ১।২।৫); অন্যান্য সদাচার হইল ভগবৎ-স্মৃতিমূলক অচারের আনুষঙ্গিক আচার মাত্র; সুতরাং যাঁহারা ভগবন্নাম করেন, তাঁহারা প্রকৃত সদাচারই পালন করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, তাঁহারাই তপস্যা করিয়া থাকেন, হোম করিয়া থাকেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন এবং **ব্রহ্ম**—বেদ **অনূচুঃ**—পাঠ করিয়া থাকেন। নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি হইয়া যায়—ইহাই তেপুঃ-আদি ক্রিয়ার অতীতকাল প্রয়োগদ্বারা সূচিত হইতেছে। "তেপুরিত্যাদিষু ভূতনির্দ্দেশাৎ গৃণন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ ত্বন্নামানি গৃহ্ণাণ এব তপোযজ্ঞাদয়ঃ সর্ব্বে কৃতা এব ভবন্তি। চক্রবর্ত্তী।"

১৭৭। **তাঁরে**—শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে।

১৭৯। **মন্দিরের চক্র**—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের শীর্ষস্থ সুদর্শনচক্র। ১৭৮-৭৯ পয়ার হরিদাসের প্রতি প্রভুর উক্তি।

১৮১। **সিন্ধু**—সমুদ্রে।

১৮৩। **যোগ্যক্রম করি**—যাঁহাকে যেস্থানে বসান সঙ্গত, তাঁহাকে সেস্থানে বসাইলেন।

প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ ॥ ১৮৫
স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন—।
তুমি না বসিলে কেহো না করে ভোজন ॥ ১৮৬
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ১৮৭
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া ॥ ১৮৮
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ১৮৯
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাথে দিল।
যত্ন করি হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইল ॥ ১৯০
আপনে বসিল সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥ ১৯১
স্বরূপগোসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন ॥ ১৯২
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া ॥ ১৯৩
ভোজন-সমাপ্তি হৈল—কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ১৯৪
বিশ্রাম করিতে সভে নিজবাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুন প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৯৫
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইলা তারে সব-বৈষ্ণব-সনে ॥ ১৯৬
সভা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাহাঁ কৈলা মহাশয় ॥ ১৯৭
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সভারে মাল্য-চন্দন ॥ ১৯৮
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ১৯৯
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে 'ভাল ভাল' ॥ ২০০
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২০১
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৫। **ঊর্দ্ধহস্তে**—হাত তুলিয়া।

১৮৬। **না বসিলে** –ভোজনে না বসিলে।

১৮৭। **তারে**—সেই সমস্ত সন্ন্যাসীকে।

১৮৮। **আচার্য্য**—গোপীনাথ-আচার্য্য। **ভিক্ষার**—সন্ন্যাসীদের আহারের। **পুরী**—পরমানন্দ পুরী। **ভারতী**—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। **অপেক্ষা করিয়া**–প্রভুর জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, আহার করিতেছেন না। ১৮৬-৮৯ পয়ার প্রভুর প্রতি স্বরূপ-দামোদরের উক্তি।

১৯০। প্রভু আহারে বসিবার পূর্ব্বে গোবিন্দের দ্বারা হরিদাস-ঠাকুরের জন্ত মহাপ্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিলেন।

১৯১। **আচার্য্য**—গোপীনাথ আচার্য্য।

১৯২। "পরিবেশন করে তিনজন"-স্থলে "পরিবেশে হইয়া আনন্দ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৯৩। **আকণ্ঠ**—কণ্ঠ পর্য্যন্ত। **পূরিয়া**—পূর্ণ করিয়া।

১৯৭। **জগন্নাথালয়**—শ্রীজগন্নাথের আলয়ে (শ্রীমন্দিরে)। **তাহাঁ**—শ্রীমন্দিরে।

১৯৮। **সন্ধ্যাধূপ**—সন্ধ্যাকালের ধূপের আরতি।

১৯৯। **চারি সম্প্রদায়**—কীর্ত্তনের চারিটী দল।

২০২। **পুরুষোত্তমবাসী**—শ্রীক্ষেত্রবাসী। **উড়িয়া লোক**—উড়িষ্যাবাসী লোকসকল। **চমৎকারে**—বিস্মিত।

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেঢ়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া ॥ ২০৩
আগে পাছে গান করে চারিসম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দরায় ॥ ২০৪
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥ ২০৫
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২০৬
বেঢ়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥ ২০৭
চারিদিগে চারিসম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২০৮
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ২০৯
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২১০
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২১১
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥ ২১২
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যতজন।
সভে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥ ২১৩
চারিজনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ২১৪
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমতে চৌদিগে দেখে, ইহা নাহি জানে ॥ ২১৫
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিগের সখা কহে—চাহে আমাপানে ॥ ২১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৩। মন্দির বেঢ়িয়া—মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া। **প্রদক্ষিণ**—দক্ষিণ বা ডাইন দিকে রাখিয়া গমন। **বুলে**—ভ্রমণ করেন।

২০৪। আছাড়ের কালে—প্রেমাবেশে আছাড় খাইতে পড়ার সময়ে।

২০৫। প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইল। **প্রেমের বিকার** ইত্যাদি—অশ্রু-কম্পাদি এত অধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছিল যে, লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; কারণ, সাত্ত্বিক-বিকারের এত অধিক প্রাকট্য তাহারা আর কখনও দেখে নাই।

২০৬। প্রভুর সাত্ত্বিক বিকারের অদ্ভুত প্রবলতার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। **পিচকারীর** ইত্যাদি—প্রভুর নয়নযুগল হইতে এত অধিক পরিমাণে এবং এত প্রবলবেগে অশ্রু নির্গত হইতেছিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন পিচকারীর ধারা বহিতেছে; প্রেমাবেশে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, আর তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে পিচকারীর ধারার ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল; তাহাতে প্রভুর চারিদিকের লোকগণ সেই অশ্রুধারার জলে এত অধিক পরিমাণে ভিজিয়া গিয়াছিলেন যে, দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। **সিনানে**—স্নান।

২০৭। বেঢ়া নৃত্য—মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য। **পাছে**—পশ্চাদ্ভাগে।

২০৯। মহান্ত—১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চারি মহান্ত**—অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস (২১০-১১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২১৩-১৬। প্রভুর কি ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইল, তাহাই এই কয় পয়ারে বলিতেছেন।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর ও শ্রীবাস এই চারি মহান্ত চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা, তাঁহাদের সকলের নৃত্যই তিনি একসঙ্গে দর্শন করেন। তিনি পূর্ণতম ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্য তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্য্যশক্তি

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২১৭
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন ॥ ২১৮
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্বে।
অট্টালী চঢ়িয়া দেখে স্বগণ-সহিতে ॥ ২১৯
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার ॥ ২২০
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ববৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি ॥ ২২১
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সভারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২২২
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২২৩
যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২২৪
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে—হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২২৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৬

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেঢ়াকীর্ত্তন-বিলাসবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইল ; এই ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবেই তিনি একই সময়ে চারি স্থানে চারি-জনের নৃত্য দেখিতে সমর্থ হইলেন। যাঁহারা নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন, প্রভু তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহারই নৃত্য দেখিতেছেন। প্রভু সকলের নৃত্যই দেখিতেছেন, কিন্তু কিরূপে, কি শক্তিতে এক সময়ে প্রত্যেকের দিকে ফিরিয়া প্রত্যেকের নৃত্য দেখিতেছেন, তাহা প্রভু জানেন না। যে স্থলে মাধুর্য্যের বিকাশ, সে স্থলেই এই অবস্থা। সর্ব্বত্রই ভগবানের ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু যে স্থলে তিনি মাধুর্য্যময়, সে স্থলে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত থাকিয়া, ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত মাত্রেই ভগবানের অজ্ঞাতসারে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বলিয়া তাঁহাতে যে ঐশ্বর্য্য নাই, এমন নহে, ঐশ্বর্য্য না থাকিলে তিনি স্বয়ং ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্ হইলেন কিরূপে? ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য মাধুর্য্যের, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া থাকে, লুকাইয়া সেবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। যখনই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পায়, তখনই, শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা করিয়া যায়। ব্রজে পুলিনভোজনে এরূপ হইয়াছিল। গোপবালকগণ মণ্ডলী করিয়া চারিদিকে বসিয়া গিয়াছেন, তাঁদের সখা শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার প্রত্যেক সখার প্রতিই তিনি চাহেন। এই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি এমন খেলা খেলিল, যাহাতে একা শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট সহস্র সহস্র সখার প্রত্যেকের দিকে চাহিতে পারিলেন, প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপাদি করিতে পারিলেন ; প্রত্যেক সখাও মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন। কিন্তু কি শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ইহা করিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন না ; কারণ, সেখানে তিনি মাধুর্য্যময়, ঐশ্বর্য্যকে তিনি সেখানে আমল দেন না। ঐশ্বর্য্য অবশ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে না ; না পারিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া থাকে, সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁর সেবা করে।

২১৯। **গজপতি রাজা**—রাজা প্রতাপরুদ্র। **অট্টালী**—অট্টালিকা।

২২১। **পুষ্পাঞ্জলি**—শ্রীজগন্নাথের পুষ্পময়-বেশ-রচনার পরে তাঁহার চরণে যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, তাহা।

২২২। **বাঁটিয়া**—বন্টন করিয়া ; ভাগ করিয়া। **ঈশ্বর**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

২২৪। **যাবৎ**—যতদিন।

মধ্য-লীলা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার। ১॥

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১
জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ—করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীগুণ্ডিচেতি। স গৌর আত্মবৃন্দৈঃ নিজভক্তগণৈঃ সহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং শ্রীজগন্নাথবিহারমন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ ধৌতেন করণেন স্বচিত্তবৎ নিজমনোবৎ শীতলং উজ্জ্বলং নির্মলঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীজগন্নাথস্য উপবেশে ঔপয়িকং যোগ্যং চকার শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর উদ্যান-ভোজন প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো।১। অন্বয়। সঃ (সেই) গৌরঃ (গৌরচন্দ্র) আত্মবৃন্দৈঃ (স্বীয় ভক্তগণের সহিত) গুণ্ডিচামন্দিরং (শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির) সম্মার্জ্জয়ন্ (সম্মার্জ্জিত করিয়া) ক্ষালনতঃ (এবং প্রক্ষালিত করিয়া) স্বচিত্তবৎ (নিজের চিত্তের ন্যায়) শীতলং (শীতল) উজ্জ্বলং চ (এবং উজ্জ্বল) [কৃত্বা] (করিয়া) কৃষ্ণোপবেশোপয়িকং (শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীজগন্নাথদেবের—উপবেশনের উপযুক্ত) চকার (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। সেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বীয়ভক্তগণের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া স্বীয় চিত্তের ন্যায় শীতল ও উজ্জ্বল করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। ১

গুণ্ডিচা—রথযাত্রার সময়ে রথ হইতে নামিয়া পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত কয়দিন শ্রীজগন্নাথ যে মন্দিরে অবস্থান করেন, তাহাকে গুণ্ডিচামন্দির বলে। ঐ কয়দিন ব্যতীত বাকী সমস্ত বৎসরই এই মন্দির খালি পড়িয়া থাকে; তাই তাহা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রথযাত্রার পূর্ব্বে তাহা পরিষ্কার করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদভক্তগণকে লইয়া নিজেই এই বৎসর গুণ্ডিচামন্দির মার্জিত ও ধৌত করিয়া শ্রীজগন্নাথের বাসের উপযোগী করিলেন; তখন তাহা শীতল ও উজ্জ্বল হইল। গ্রীষ্মকালেই রথযাত্রা; সুতরাং শ্রীমন্দির শীতল হওয়াতে বেশ আরামপ্রদ হইয়াছিল। প্রভু যতকাল শ্রীক্ষেত্রে ছিলেন, প্রত্যেক বৎসরেই এই ভাবে তিনি শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সংস্কার করিতেন। ২।১।৪৩-৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

১-২। এই দুই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥"

চৈতন্যবর্ণন—শ্রীচৈতন্যের লীলাবর্ণন।

পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৩
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি—।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি—দেখিবারে যাই ॥ ৪
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল—॥ ৫
প্রভুর নিকটে যত আছেন ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁসভারে করিহ নিবেদন ॥ ৬
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয় ॥ ৭
তাঁ-সভার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা-বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৮
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী ॥ ৯
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণপাশ গেলা সে পত্রী লইয়া ॥ ১০
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন ॥ ১১
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিস্ময়—।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥ ১২
সভে কহে—প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যবে—দুঃখ সে মানিবে ॥ ১৩
সার্ব্বভৌম কহে—সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥ ১৪
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভু স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সভে—না কহে বচনে ॥ ১৫
প্রভু কহে—কি কহিতে সভার আগমন ?।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ ? ॥ ১৬
নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিতে ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনই কটকে থাকিয়া প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৪। কটক হইতে তিনি পত্র লিখিয়া প্রভুর চরণ দর্শনের অভিপ্রায় সার্ব্বভৌমের নিকটে জানাইলেন; রাজা লিখিলেন "যদি প্রভুর আদেশ হয়, তাহা হইলে তাঁহার চরণ-দর্শনের নিমিত্ত আমি শ্রীক্ষেত্রে যাইব।"

৫-৯। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৮। **প্রসাদে**—অনুগ্রহে। **মিলোঁ**—মিলিব। **পায়**—চরণে। **নাহি ভায়**—ভাল লাগেনা।

৯। প্রভু যদি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন না দেন, তাহা হইলে আমি রাজত্ব ছাড়িয়া ভিখারী হইব। পূর্ব্বে রাজা ছিলাম বলিয়া ভিখারী হইলেও যদি প্রভুর কৃপা না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব—প্রভুর চরণদর্শনের অন্তরায় এই রাজদেহ ত্যাগ করিব।

১১। আগে রাজার মনোভাবের কথা সকলকে বলিয়া পরে তাঁহাদিগকে রাজার পত্র দেখাইলেন।

১২। প্রভুর প্রতি রাজা-প্রতাপরুদ্রের এত প্রীতি যে, প্রভুর দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে, অথবা রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইতে প্রস্তুত—ইহা জানিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ, প্রভুর প্রতি রাজার যে এত প্রীতি আছে, তাহা পূর্ব্বে কেহ মনে করিতে পারেন নাই।

১৩। **আমি সব**—আমরা সকলে।

১৪। **মিলিতে**—দর্শন দিতে; সাক্ষাৎ করিতে। **রাজ-ব্যবহার**—রাজার আচরণ; রাজার মনের ভাব।

যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥ ১৮
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন—॥ ১৯
তোমাসভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইঁহো কটক যাইয়া॥ ২০
পরমার্থ যাউ, লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥ ২১
তোমাসভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি—তবে মিলি তাঁরে॥ ২২
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥ ২৩
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব?।
আপনে মিলিবে তাঁরে, তাহা যে দেখিব॥ ২৪
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ॥ ২৫
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮। যোগ্যাযোগ্য—যোগ্য এবং অযোগ্য; ভালমন্দ সমস্ত। **না মিলিলে**—সাক্ষাৎ না পাইলে। **যোগী হৈতে**—রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, যাহা তোমার নিকটে বলা যোগ্য, তাহাও তোমার চরণে নিবেদন করিতে চাহি; যাহা অযোগ্য, তাহাও নিবেদন করিতে চাহি। আমাদের কথা রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা। রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার চরণ দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; তোমার চরণ দর্শন না পাইলে রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেও প্রস্তুত।" ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"রাজার অবস্থা তোমাকে জানাইলাম; যাহা তুমি সঙ্গত মনে কর, তাহাই কর।"

১৯। ভগবান্‌কে পাওয়ার নিমিত্ত যখন ভক্তের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, তখন ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না; রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, প্রভুর দর্শন না পাইলে তিনি রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত; এইরূপ উৎকণ্ঠার কথা জানিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আর যেন স্থির থাকিতে পারিলেন না; তথাপি, সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এবং কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতাপরুদ্রের মহিমা খ্যাপনের উদ্দেশ্যে—রাজার প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও—বাহিরে তিনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না; বরং শ্রীনিত্যানন্দাদির কথার প্রতিবাদস্বরূপে যাহা বলিলেন, তাহাতে রাজার প্রতি প্রভুর যেন নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইল।

২১। পরমার্থ যাউ—পরমার্থের কথা থাকুক। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ; সন্ন্যাসী প্রভু যদি রাজাকে দর্শন দেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। **লোকে** ইত্যাদি—আমি স্বার্থের লোভে রাজাকে দর্শন দিয়াছি, ইহা বলিয়া লোকে আমার নিন্দা করিবে।

দামোদর করিবে ভর্ৎসন—দামোদর ছিলেন স্পষ্টবক্তা; অন্যের কথা তো দূরে, প্রভুকেও তিনি উচিত কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। তাই প্রভু বলিলেন—"আমি যদি রাজাকে দর্শন দেই, তাহা হইলে—অন্যের কথা তো দূরে,—আমার সঙ্গী দামোদরই আমাকে তিরস্কার করিবে।"

২২। দামোদর কাহারও অপেক্ষা করিয়া কোনও কথা বলেন না বলিয়া, যাহা সঙ্গত মনে করেন, নিঃসঙ্কোচে তাহাই বলিয়া ফেলেন বলিয়া—রাজাকে প্রভুর দর্শন দেওয়া সঙ্গত কিনা, তাহার মীমাংসার ভার প্রভু দামোদরের উপরেই দিলেন।

২৩-২৬। প্রভুর কথা শুনিয়া দামোদর বলিলেন—"প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্; আর আমি ক্ষুদ্রজীব; কি কর্ত্তব্য, আর কি অকর্ত্তব্য—তাহা তুমিই জান; ক্ষুদ্রজীব আমি তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব? কিরূপেই বা কর্ত্তব্য-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমাকে বিধি দিব ? উপদেশ দিব ? তুমি ব্যাপক, আমি ব্যাপ্য ; আমার পক্ষে তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্ভব হইতে পারে না। তবে আমার মনে হয়—প্রভু তুমি নিজেই রাজাকে দর্শন দিবে, শীঘ্রই আমরা তাহা দেখিব। কারণ, তুমি পরম-স্বতন্ত্র—স্বয়ং ভগবান—হইলেও কিন্তু প্রীতির বশীভূত ; তোমার প্রতি রাজারও অত্যন্ত প্রীতি ; রাজার এই প্রীতির আকর্ষণেই তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।" এস্থলে কেহ কেহ বলেন—"অত্রেদমপি জ্ঞেয়ং রাজ্ঞঃ তৎস্নেহাভাবাদেব প্রভোর্ত্তম্মিলনং সাক্ষান্নাভূৎ—এস্থলে ইহাও জানিতে হইবে যে, প্রভুর প্রতি রাজার সেই স্নেহ (প্রভু যেই স্নেহের বশ, সেই স্নেহ) ছিলনা বলিয়াই সাক্ষাৎ মিলন হয় নাই।" এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রভুর দর্শন না পাইলে রাজা দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত, রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিখারী হইতে প্রস্তুত—ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ার হইতে জানা যায় ; যদি প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতিই না থাকিবে, তাহা হইলে প্রভুর অদর্শনে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে চাহিবেন কেন ? আর, প্রীতির যতটুকু আধিক্য হইলে অনুরাগী ব্যক্তি প্রিয়বিরহে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, ততটুকু আধিক্যও যদি ভগবান্‌কে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণেরও সার্থকতা কিছু থাকে না এবং জীবের পক্ষে ভগবৎ-কৃপালাভের সম্ভাবনাও কিছু থাকে না। রাজার নিজের বলিতে যাহা কিছু—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত—সমস্তই তিনি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ; আজন্ম রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যিনি অভ্যস্ত, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতেও প্রস্তুত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রভুর চরণ দর্শন—রাজৈশ্বর্য্যাদি হইতে, এমন কি স্বীয় প্রাণ হইতেও—রাজার নিকট অধিকতর লোভনীয় মনে হইতেছিল। প্রভুর চরণদর্শন না পাইলে এই সমস্তই তাঁহার নিকটে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছিল। এরূপ যাঁহার অবস্থা, তাঁহারও যদি প্রভুতে প্রীতি নাই বলা যায়, অথবা এরূপ প্রীতিও যদি ভগবদাকর্ষণে অসমর্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা নৈরাশ্যের কথা জীবের পক্ষে আর কি হইতে পারে ? ভক্তের এই অবস্থা দর্শনেও যদি ভগবান্ অবিচলিত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে ভগবান্‌কেই বা কিরূপে ভক্তবৎসল বা করুণ বলা যাইতে পারে ?

বস্তুতঃ প্রতাপরুদ্রের অবস্থার কথা শুনিয়া "প্রভুর কোমল হৈল মন। ২।১২।১৯।"; তথাপি তিনি যে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রভুর প্রাণের কথা নহে, ইহা বাহিরের কথা—"তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন। ২।১২।১৯।" ইহা তাঁহার প্রাণের কথা হইলে দর্শনদান-সম্বন্ধে দামোদরের পরামর্শই তিনি চাহিতেন না। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শন উচিত নহে—বস্তুতঃ এই নীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই প্রভু রাজাকে দর্শন দিতে অসম্মত হইতেছেন। প্রতাপরুদ্রের স্নেহাভাববশতঃ অসম্মত হয়েন নাই। প্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের যে প্রীতির বা স্নেহের অভাব ছিল না এবং যে প্রীতি বা স্নেহ ছিল, তাহা যে প্রভুর চিত্তাকর্ষণে সমর্থ, তাহা ২৪।২৫।২৮ পয়ার হইতে, অবিসংবাদিতরূপেই বুঝা যায়।

স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র—স্বরূপতঃ পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ প্রেম-পরতন্ত্র, প্রেমের বশীভূত। প্রেম হইল ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; প্রেমের বশীভূত হওয়ায়—তিনি স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিরই (অর্থাৎ নিজেরই) বশীভূত হইলেন ; সুতরাং প্রেম-পরতন্ত্রতায় স্বরূপতঃ তাঁহার পরম-স্বতন্ত্রতার হানি হয় না। যে স্থলে তিনি ভক্তের বশীভূত, সে স্থলেও ভক্তের হৃদয়স্থিত প্রেমেরই—স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষেরই, যাহা ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহারই—বশীভূত ; সুতরাং ভক্ত-বশ্যতাতেও তাঁহার স্বরূপতঃ পরম-স্বতন্ত্রতার হানি হয় না।

প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়া সঙ্গত কিনা, সেই সম্বন্ধে প্রভু দামোদরের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন (২২ পয়ারে)। ২৩-২৭ পয়ারে দামোদর যাহা বলিলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার অনুকূলেই দামোদর পরামর্শ দিলেন। ২৬ পয়ারের "পরম স্বতন্ত্র"-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"প্রভু, তুমি পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান্ ; লৌকিক বিধি-নিষেধের অধীন তুমি নও ; সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শনের নিষেধমূলক যে বিধি, তাহা পরম-

নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে—'কর রাজারে মিলন' ?॥ ২৭
কিন্তু অনুরাগি-লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ২৮
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বতন্ত্র পুরুষ তোমাদের জন্য নহে; তুমি এ জাতীয় বিধি-নিষেধের অতীত।"—ইহাদ্বারা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার প্রতিকূলে প্রভুর যে যুক্তি, তাহা খণ্ডিত হইল। এতদ্ব্যতীত দর্শন-দানের অনুকূল যুক্তিও দামোদরের কথায় পাওয়া যায়। ২৫ পয়ারে তিনি প্রভুকে "স্নেহবশ" এবং ২৬ পয়ারে "প্রেম-পরতন্ত্র" বলিয়াছেন। এই দুইটী শব্দের ধ্বনি এই যে—"প্রভু তুমি লৌকিক বিধি-নিষেধের অধীন নও সত্য। কিন্তু তোমার সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী যে হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপ-শক্তি, তাহার অধীন তুমি; তোমার রসিক-শেখরত্ববশতঃই তুমি এই হ্লাদিনী-শক্তির এবং হ্লাদিনীর বৃত্তিভূত প্রেমের অধীনতা তুমি স্বীকার করিয়াছ; এইরূপে তুমি 'প্রেমপরতন্ত্র' এবং 'স্নেহবশ' বলিয়া এবং রাজা-প্রতাপরুদ্রও 'তোমায় স্নেহ করেন' বলিয়া—'তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ'।" তাৎপর্য্য এই যে—"প্রেম-বশ্যতাই তোমার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম; প্রতাপরুদ্রও তোমাতে অত্যন্ত প্রেমবান্; সুতরাং স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রেমবান্ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়াই তোমার উচিত। যাহা তোমার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম নহে, এরূপ সন্ন্যাস-বিধির অনুরোধে স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না—করিতে তুমি পারিবেও না।" সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজার দর্শন নিষেধ; এই নিষেধের পশ্চাতে একটা যুক্তি অবশ্যই আছে; কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা-স্বরূপে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন নাই এবং প্রভুর সন্ন্যাসিত্বেও প্রতাপরুদ্রের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই; শ্রীক্ষেত্রে অনেক সন্ন্যাসী আসিয়া থাকেন; প্রতাপরুদ্রও অনেক সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছেন, হয়তো অনেক সন্ন্যাসীর দর্শনও পাইয়াছেন; কিন্তু কাহারও সহিত মিলন না ঘটিলে তিনি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প কখনও পোষণ করেন নাই। রাজার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল সার্ব্বভৌমের মুখে এবং রায়-রামানন্দের মুখে প্রভুর ভগবত্তার কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রেমবত্তার কথা শুনিয়া। রাজা প্রতাপরুদ্র সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত মিলিতে চাহেন নাই; ভক্ত প্রতাপরুদ্র প্রেম-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করিয়াছেন; সুতরাং রাজ-দর্শনের নিষেধ-মূলক সন্ন্যাস-বিধি এস্থলে অন্তরায়রূপে দাঁড়াইতে পারে না। যিনি ভগবান্, তিনি রাজারও ভগবান্, প্রজারও ভগবান্। যিনি ভক্তবৎসল, দীন গৃহস্থ ভক্ত যেমন তাঁহার কৃপার পাত্র, প্রজারক্ষার অনুরোধে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রাজদণ্ডধারী ভক্তও তাঁহার তদ্রূপ কৃপার পাত্র।

২৫ পয়ারে "তারে তোমার পরশ"-স্থলে "তোমায় তার পরবশ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; পরবশ—অধীন।

২৭-২৮। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম না হইলেও সন্ন্যাসের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু সন্ন্যাসের বিধি-নিষেধের প্রতিই অধিকতর অনুরক্তি দেখাইতেছিলেন; দামোদরের উক্তির গূঢ় মর্ম্মে সেই অনুরক্তিতে একটু আঘাত লাগিয়াছে; তাহাতে বোধ হয় একটু উৎসাহিত হইয়াই গৌর-প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম কোমলের ভঙ্গীতে সেই অনুরক্তিতে আরও একটু আঘাত দিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী; রাজার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য কে তোমাকে অনুরোধ করিবে? আমরা সেই অনুরোধ করি না; তবে সত্য কথাও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি না। অনুরাগের ধর্ম্মই এই যে, অনুরাগী ব্যক্তি অভীষ্ট ব্যক্তিকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।"—ধ্বনি এই যে, "তোমার প্রতি প্রতাপরুদ্রের এতই অনুরাগ যে, তোমার চরণ দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এখন তুমি সন্ন্যাসের মর্য্যাদাই রাখিবে, না কি তোমার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম ভক্তবাৎসল্যের মর্য্যাদাই রাখিবে, তাহা ভাবিয়া দেখ।"

২৯। অনুরাগী ব্যক্তি ইষ্ট না পাইলে যে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীর দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান। তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীর আখ্যায়িকাটী এই :—বস্ত্র-হরণের দিন ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে স্ব-স্ব বস্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ-পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বনশোভা দর্শন করিতে করিতে যমুনার তীরে যাইয়া উপনীত হইলেন এবং গাভীসকলকে জলপান করাইলেন। যমুনার উপবনে গোচারণ করিতে করিতে রাখালগণও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের ক্ষুধার কথা বলিলে তিনি বলিলেন—"অদূরে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ আঙ্গিরস-নামক যজ্ঞ করিতেছেন; যজ্ঞস্থলে যাইয়া দাদা বলভদ্রের ও আমার নাম করিয়া তোমরা অন্ন চাহিয়া আন।" রাখালগণ তদনুসারে যজ্ঞ-সভায় যাইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে অন্ন যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাতও করিল না, উত্তরে একটী কথাও কেহ বলিল না। গোপ-বালকগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং রাম-কৃষ্ণের নিকট সমস্ত বলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগের নিকটে যাইয়া আমার নামে অন্ন যাচ্ঞা কর; তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন; প্রচুর অন্ন দিবেন।" তদনুসারে ব্রজবালকগণ ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগের নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াই বিপ্র-পত্নীদিগের চিত্ত বিচলিত হইল; শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অনেক দিন যাবতই উৎসুক হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তাঁহাদের এত নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে তাঁহারা বহু বহু পাত্রে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্রাদির নিষেধেও তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইয়া অন্নাদি সমর্পণ করিলেন। কিন্তু একজন রমণীকে তাঁহার স্বামী আসিতে দিলেন না, ধরিয়া গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী সেই রমণী গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুবন্ধী দেহ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীভা. ১০।২৩ অধ্যায়।

অনুরাগবতী বিপ্রপত্নী অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া যে প্রাণত্যাগ করিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত আখ্যায়িকাই তাহার প্রমাণ।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী—স্বর্গপ্রাপক-আঙ্গিরস-নামক যজ্ঞে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের পত্নী। **পতি-আগে**—পতির সম্মুখে।

৩০। প্রেম-কোন্দলের ভঙ্গীতে উক্তরূপ কথা বলিয়াও শ্রীনিত্যানন্দ ভাবিলেন—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থই প্রভুর অবতার; লৌকিক-লীলায় তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতার কথা শুনিয়াই যদি তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে অজ্ঞ সাধারণ লোক প্রভুর কার্য্যের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া প্রভুর নিন্দা করিবে; সেই নিন্দাও আমাদের পক্ষে অসহ্য হইবে। আবার, কোনও সাধারণ সন্ন্যাসীও হয়তো কোনওরূপ বিচার না করিয়াই প্রভুর আচরণের অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাসের বিধি-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে; তাহাতে সন্ন্যাসাশ্রমের অমঙ্গল হইবে। প্রভুর কোনও কার্য্যে সন্ন্যাস-আশ্রমের অমর্য্যাদা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে।" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীনিত্যানন্দ একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, এক যুক্তি আছে, যাহাতে তোমাকেও রাজ-দর্শন করিতে হইবে না, রাজারও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। তুমি যদি তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, শুনিয়া যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তবে সেই যুক্তির কথা বলিতে পারি।"

অবধান—মনোযোগ।

এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥৩১
প্রভু কহে—তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয়—সেই কর সমাধান ॥ ৩২
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৩
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ॥ ৩৪
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৫
রামানন্দরায় যবে দক্ষিণ-হৈতে আইলা।
প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা ॥ ৩৬
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা—॥ ৩৭
মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥ ৩৮
একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩১। শ্রীনিত্যানন্দ কি যুক্তি ঠিক করিলেন, তাহা বলিতেছেন। "প্রভু, কৃপা করিয়া তুমি যদি তোমার একখানা বহির্ব্বাস রাজাকে দাও, তাহা হইলে, তোমার কৃপার এই নিদর্শন পাইয়া ভবিষ্যতে কোনও সময়ে হয়তো তোমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইতে পারে—এই ভরসায় রাজা প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেও পারেন।"

বার বার প্রার্থনা সত্ত্বেও প্রভু যখন কিছুতেই রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হইতেছিলেন না, তখন রাজা মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপালেশও নাই। তাই দুঃখে তিনি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বহির্ব্বাস পাইলে মনে করিবেন—তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা আছে; নচেৎ, তিনি তাঁহার ব্যবহৃত বহির্ব্বাস তাঁহাকে দিতেন না। "আমার প্রতি প্রভুর কৃপা আছে"—এই বুদ্ধিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দের যুক্তির তাৎপর্য্য।

তোমার আশা ধরি—ভবিষ্যতে কখনও তোমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভের আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া।

৩২। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের যুক্তির অনুমোদন করিলেন। **পরম বিদ্বান্**—পরম জ্ঞানবান্; সদ্যুক্তিদানে সমর্থ। **সমাধান**—মীমাংসা।

৩৩। **পাশ**—নিকটে।

৩৪। রাজা কটক হইতেই সার্ব্বভৌমকে পত্র দিয়াছিলেন (২।১২।৪); প্রভুর প্রসাদী বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম কটকেই পাঠাইয়া দিলেন। পরবর্ত্তী ৩৬-পয়ার হইতে মনে হয়, রায়-রামানন্দ তখনও বিদ্যানগর হইতে আসিয়া পৌঁছেন নাই।

৩৫। **প্রভুরূপ করি**—সেই বহির্ব্বাসকেই প্রভুর স্বরূপ মনে করিয়া। প্রভুকে সর্ব্বদা নিকটে পাইলে যে ভাবে তাঁহার পূজা করিতেন, প্রভুর বহির্ব্বাসকেও রাজা ঠিক তদ্রূপ পূজা করিতে লাগিলেন। **বস্ত্রের পূজন**—প্রভুর বহির্ব্বাসের পূজা।

৩৬। এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে—দক্ষিণ দেশ হইতে প্রভুর ফিরিয়া আসার পরে এবং নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে বাসের উদ্দেশ্যে রায়-রামানন্দের বিদ্যানগর ত্যাগের পূর্ব্বে রাজা প্রভুর বহির্ব্বাস পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ হইতে—দক্ষিণস্থ বিদ্যানগর হইতে।

৩৭। **আপন-মিলন লাগি**—প্রভুর সহিত রাজার নিজের মিলনের নিমিত্ত। **সাধিতে**—অনুরোধ করিতে।

৩৮। রায় রামানন্দের প্রতি প্রতাপরুদ্রের উক্তি এই পয়ার।

৩৯। **একসঙ্গে**—একত্র। **দুইজন**—রাজা ও রামানন্দ। **ক্ষেত্রে**—শ্রীক্ষেত্রে। ২।১১।১৪-১৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।

প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার ॥ ৪০
রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন ॥ ৪১
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥ ৪২
রামানন্দ প্রভু-পদে কৈল নিবেদন—।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ ৪৩
প্রভু কহে—রামানন্দ! কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ? ॥ ৪৪
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইলোক নাশ।
পরলোক রহু লোকে করে উপহাস ॥ ৪৫
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ? ৪৬
প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৪৭
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ ৪৮
রায় কহে—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪০। রামানন্দ-রায় প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতির কথা প্রভুর নিকটে বলিলেন; যখনই প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তায় রাজার প্রসঙ্গ উঠিত, তখনই রামানন্দ রাজার প্রীতির উল্লেখ করিতেন।

৪১। রামানন্দ ছিলেন রাজমন্ত্রী; সুতরাং ব্যবহারিক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; তিনি প্রভুর নিকটে কৌশলক্রমে প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতির কথাই উল্লেখ করিতেন; কিন্তু রাজাকে দর্শন দেওয়ার কথা বলিতেন না; সুতরাং রাজার কথা উঠিলে প্রভুর বিরক্তির হেতুও থাকিত না। রামানন্দের মুখে এইরূপে পুনঃ পুনঃ রাজার প্রীতি ও ভক্তির কথা শুনিয়া রাজার সম্বন্ধে প্রভুর চিত্ত গলিয়া গেল।

দ্রবায়—গলায়।

৪২। **উৎকণ্ঠাতে**—প্রভুর চরণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়। **রামানন্দে সাধিলেন**—রামানন্দকে অনুরোধ করিলেন। **প্রভু মিলিবারে**—প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত।

৪৪। **জুয়ায়**—সঙ্গত হয়? **রাজারে মিলিতে** ইত্যাদি—আমি সন্ন্যাসী; রাজার সঙ্গে সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা কি উচিত?

৪৫। **ভিক্ষুর**—সন্ন্যাসীর। **দুইলোক**—ইহলোক ও পরলোক। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। **পরতন্ত্র**—পরাধীন।

৪৭। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লৌকিক-লীলায় ভক্তভাবে দৈন্যবশতঃ প্রভু নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতেছেন।

আশ্রমে সন্ন্যাসী—সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি। **ব্যবহারে**—আচরণ-বিষয়ে। **ভয় বাসি**—ভয় বোধ হয়; আমার আচরণ সম্বন্ধে লোকের প্রতিকূল সমালোচনাকে আমি ভয় করি।

৪৮। কেন প্রভু ব্যবহারে ভয় পায়েন, তাহার হেতু বলিতেছেন। পরিষ্কৃত ধৌত শুক্লবস্ত্রে বিন্দুপরিমিত কালিও যেমন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসীর সামান্য মাত্র দোষও লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না; সামান্য মাত্র দোষও লোকের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। **ছিদ্র**—দোষ, ত্রুটী। **অল্প ছিদ্র**—সামান্যমাত্র দোষও। **সর্ব্বলোকে গায়**—সকলেই সর্ব্বত্র আলোচনা করে। **শুক্লবস্ত্রে**—শুভ্র ধৌত বস্ত্রে। **মসী**—কালি। **মসীবিন্দু**—বিন্দুপরিমাণ কালিও। **না লুকায়**—লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

৪৯। **অব্যাহতি**—উদ্ধার। **ঈশ্বর-সেবক**—ঈশ্বর শ্রীজগন্নাথের সেবক।

প্রভু, তুমি বহু পাপীকে কৃপা করিয়াছ; রাজা প্রতাপরুদ্র পাপী নহেন; তিনি শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং তোমার একজন প্রীতিমান্ ভক্ত; তাঁহার প্রতি কৃপা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ ৫০
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম ॥ ৫১
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥ ৫২
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ ৫৩
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লইয়া আইলা ॥ ৫৪
সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামল-বরণ।
কৈশোর-বয়স—দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ ৫৫
পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫০-৫১। দুগ্ধ পরম পবিত্র; কিন্তু এই দুগ্ধপূর্ণ কলসেও যদি এক বিন্দু সুরা (মদ) পতিত হয়, তবে ঐ কলস অপবিত্র হয়, তখন কেহ ঐ কলস স্পর্শ করে না। সেইরূপ রাজা প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণবান্ পরমভাগবত, ইহা সত্য ; কিন্তু এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজা বলিয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে তাঁহার দর্শন অযোগ্য।

তাৎপর্য্য এই যে, রাজা-প্রতাপরুদ্র পরম-ভাগবত ; সুতরাং তাঁহার দর্শন প্রভুর পক্ষে স্বরূপতঃ অসঙ্গত নহে—ইহা সত্য ; কিন্তু রাজা পরম-ভাগবত বলিয়াই যে সন্ন্যাসী হইয়াও প্রভু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কোনও কোনও সন্ন্যাসী হয়তো তাহা বুঝিতে পারিবে না, বুঝিতে না পারিয়া প্রভুর আচরণকে আদর্শ ধরিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়াসক্ত কোনও রাজার সহিতও সাক্ষাৎ করিবে, সাক্ষাৎ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে কলঙ্ক-লিপ্ত করিবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই প্রভু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন।

ভক্তভাবাপন্ন প্রভুর স্বভাবসুলভ দৈন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনা করিলে ৫০-৫১ পয়ারের তাৎপর্য্য এইরূপও হইতে পারে :—"রাজা প্রতাপরুদ্র পরম-ভাগবত সত্য ; কিন্তু তথাপি তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজা ; আর আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ; তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রীতিও করেন। এরূপ অবস্থায় যদি আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে তাঁহার প্রীতির ভরসায় যদি আমার লোভ জাগ্রত হইয়া উঠে এবং লোভের বশীভূত হইয়া যদি আমি তাঁহার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিয়া বসি, তাহা হইলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইবে ; সুতরাং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৫২-৫৩। রায়-রামানন্দের কৌশলপূর্ণ আবেদন ফলপ্রসূ হইল ; রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্বন্ধে প্রভুর চিত্ত বিগলিত হইল ; তথাপি কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের মর্য্যাদার অনুরোধে প্রভু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না, রাজার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। রায়-রামানন্দের সঙ্গে রাজা এবং রাজপুত্রও নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

আত্মাবৈ—জীব নিজেই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। সুতরাং পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ ভেদ নাই। এজন্যই মহাপ্রভু বলিলেন, "রাজার দর্শন আমি করিতে পারি না, তবে রাজপুত্রকে আমার নিকট আনিতে পার, তিনি রাজা নহেন, তাঁহার দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। আর রাজপুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে রাজাও মনে করিতে পারিবেন, যেন তাঁহার সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে ; কারণ, পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই।"

৫৫। **দীর্ঘ-চপল নয়ন**—রাজপুত্রের নয়ন (চক্ষু) দীর্ঘ (আকর্ণবিস্তৃত) ও চপল (চঞ্চল, অস্থির) ছিল। কোনও কোনও গ্রন্থে "দীর্ঘ-কমল-নয়ন" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৫৬। **রত্ন-আভারণ**—রত্নময় অলঙ্কার ; বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কার।

তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭
এই মহাভাগবত,—যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৫৮
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৫৯
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রুস্তম্ভ যতেক বিশেষ ॥ ৬০
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬১
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল ॥ ৬২
বিদায় লঞা রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৩
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৪
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৫
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৬৬
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ-তাহাঁ ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৬৭
এই মত নানা রঙ্গে দিনকথো গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল ॥ ৬৮
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছাপাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া ॥ ৬৯
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি নিল ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণস্মরণের ইত্যাদি—রাজপুত্রের শ্যামবর্ণ, কৈশোর বয়স, আকর্ণ বিস্তৃত চঞ্চল নয়ন, পীত বসন, এবং মণিময় অলঙ্কারাদি দেখিলে সহজেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণেরও শ্যামবর্ণ, কৈশোর বয়স, দীর্ঘ-চপল নয়ন, পীতবসন এবং মণিময় আভরণ। কোনও বস্তুতে অপর কোনও বস্তুর একটু সাদৃশ্য দেখিলেও সেই বস্তুর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

উদ্দীপন—যাহা কোন বস্তুর স্মৃতিকে জাগাইয়া দেয়, তাহাকেই উদ্দীপন বলে।

৫৭। রাজপুত্রকে দেখিয়া প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত হইল এবং তাহার ফলে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইলেন; প্রেমাবেশে রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

৫৮। প্রভু বলিলেন—"এই রাজপুত্র মহাভাগবত; কারণ, ইঁহাকে দর্শন করিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্মৃতি মনে জাগ্রত হয়।"

৬০। শ্রীমন্মহাপ্রভু আলিঙ্গনচ্ছলে রাজপুত্রের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত করিলেন। অমনি রাজপুত্রের দেহে অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল।

৬১। **শ্লাঘা**—প্রশংসা।

৬৩। **চেষ্টা**—ব্যবহার, প্রেমের বিকারাদি।

৬৪। প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে প্রেমসঞ্চার করিয়াছিলেন—রাজা এবং রাজপুত্র উভয়েরই জন্য। রাজপুত্রের যোগেই যেন প্রভু রাজার জন্য প্রেম পাঠাইলেন। প্রেম-পরিপ্লুত-দেহ রাজপুত্রকে যখন রাজা আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই প্রেম রাজার মধ্যেও সঞ্চারিত হইল; তৎক্ষণাৎ রাজার মনে হইল—রাজপুত্রের স্পর্শে তিনি যেন প্রভুর স্পর্শই লাভ করিলেন।

৬৭। **আচার্য্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি। **তাঁহা তাঁহা**—যাঁহারা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের গৃহে।

৭০। **তিনজনার**—কাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম এই তিনজনের। **গুণ্ডিচামন্দির** ইত্যাদি—রথযাত্রার পূর্ব্বে গুণ্ডিচামন্দির মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়; মহাপ্রভু এই মাজা-ধোয়ার কাজ চাহিয়া লইলেন।

পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭১
বিশেষ রাজার আজ্ঞা হয়েছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭২
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৩। তোমার যোগ্য নহে—রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে যান, ফিরা-রথের দিন চলিয়া আসেন; সারা বৎসরের মধ্যে এবং ৮।৯ দিন মাত্র তিনি গুণ্ডিচায় থাকেন, আর পৌনে বার মাসই ঐ মন্দির খালি থাকে; সুতরাং রথের পূর্ব্বে গুণ্ডিচামার্জ্জন-অর্থ সম্বৎসরের ধূলাময়লা দূর করা। ইহা একটী সহজ ব্যাপার নহে, ইহাতে গায়ে ময়লা লাগে, কাপড়ে ময়লা লাগে, আর পরিশ্রমতো আছেই; সুতরাং সাংসারিক-হিসাবে যাঁহারা পদস্থ লোক বা ভদ্রলোক, এ কাজ নিশ্চয়ই তাঁদের পক্ষে খাটেনা; ইহা তাঁদের দাস-দাসীদের কাজ; ইহা হীন কাজ। আর মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; কত কত ব্রহ্মা, কত কত রুদ্র, তাঁহার চরণ-সেবার জন্য লালায়িত—আজ তিনি কি করিতেছেন? না গুণ্ডিচা-মন্দিরে এক বৎসরে যে ধূলাবালি একত্রিত হইয়া জমাট বান্ধিয়া আছে, তাহা পরিষ্কার করিবার ভার তিনি যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। ইহা নিশ্চয়ই তাঁর যোগ্য কাজ নহে। কিন্তু মহাপ্রভুর দুই ভাব—এক ভগবদ্ভাব, আর ভক্তভাব। ভক্তভাবে তিনি নিজে ভজন করিয়া জীবগণকে ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি না শিখাইলে কেইবা শিখাইবেন? তিনি জীবশিক্ষার জন্য ভক্তভাবে গুণ্ডিচা মার্জ্জনের কাজ নিলেন। মন্দির মার্জ্জন করিবেন—তাঁর জন্য নয়, কোনও বড় লোকের জন্য নয়, শ্রীজগন্নাথের জন্য; সুতরাং ইহা একটী ভজনাঙ্গ; যেহেতু, ইহাতে প্রীতির আধিক্য আছে। যাঁর প্রতি যাঁর যত বেশী প্রীতি, তাঁর জন্য তিনি তত হীন কাজ করিতে পারেন। ছেলে যখন সমস্ত শরীরে ময়লা মাখিয়া রাখে, তখন কে তাহাকে ধোয়াইতে যায়? দাস-দাসী নয়, তখন অগ্রসর হন, মা—মা-ই তাকে পরিষ্কার করিয়া কোলে নেন। কাজটী কিন্তু মেথরের—অতি হীন, তথাপি মা ইহা করেন, ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই। কেন? না তাঁর ছেলে তাঁর নিজ জন, তাহার প্রতি তাঁর যত প্রীতি, অপরের তাহা নাই। এই গুণ্ডিচায় এক বৎসরের ধূলা-ময়লা জমাট বাঁধিয়া আছে, এখানে শ্রীজগন্নাথ কিরূপে থাকিবেন? ইহা ভাবিয়া প্রেমিক ভক্তের হৃদয় বিকল হইয়া যায়। তাই উহা মার্জ্জনা করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হন। উহা মার্জ্জনা করিতে তাঁহার যত আনন্দ, তত আনন্দ আর কাহারও নাই। এই ভাবেই শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের ভার লইলেন। লৌকিক-হিসাবে যাহা হীন কাজ, ভজনাঙ্গ হইলে তাহাই বোধ হয় শ্রীভগবানের কৃপালাভের একটী প্রধান উপায় হয়। রাজা-প্রতাপরুদ্রকে যখন প্রভু ঝাড়ু দেওয়ারূপ হীনসেবায় নিযুক্ত দেখিলেন (২।১৩।২৪), তখন প্রভুর হৃদয় গলিয়া গেল,—ইহার ফলেই বোধ হয় তিনি প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন (২।১৪।১২-১৩)। যাঁহার দর্শন করেন নাই, তাঁকে আলিঙ্গন !! না-ই বা হইবে কেন? প্রতাপরুদ্র কে? তিনি তখনকার দক্ষিণাঞ্চলের স্বাধীন নরপতি। লৌকিক-হিসাবে তাঁর উপরে আর কেহ নাই; তাঁর আদেশ অন্যথা করে, এমন কেহও নাই। তিনি করিতেছেন কি? না, জগন্নাথের সম্মুখে ঝাড়ু দিতেছেন; হাড়ির কাজ করিতেছেন !! এমন কাজ করিতেছেন—যাহা অপেক্ষা হীন কাজ লোক-সমাজে আর নাই। ইহা করিতেছেন কে? না, যাঁহা অপেক্ষা বড় লোকও সেখানে আর কেহ নাই। ইহা দেখিয়াও যদি প্রভুর কৃপা না হইবে, তবে তাঁকে কে প্রভু বলিবে?

বোধ হয় আরও একটী রহস্য আছে। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের কাজ প্রভু কেবল কি ভক্তভাবেই নিয়াছেন? বোধ হয় না। ইহার মধ্যে ভগবদ্ভাবও আছে। তাহা এই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রীতির আধিক্য না হইলে এইরূপ হীনসেবা কেহ করিতে পারে না। যে কাজে প্রীতি আধিক্য, সেই কাজে সুখেরও আধিক্য। শ্রীভগবান্‌তো কেবল সেবা পাওয়ার সুখ কি তাহাই জানেন, সেবা করার সুখ কি তত জানেন না। সেবা পাওয়া অপেক্ষা সেবা করার সুখ যে অনেক বেশী, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তাই ঐ সুখের লোভে ঐরূপ হীনসেবা যাচ্ঞা করিয়া

কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জন বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥ ৭৪
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥ ৭৫
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সভার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥ ৭৬
শ্রীহস্তে সভারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সব গণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি॥ ৭৭
গুণ্ডিচামন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥ ৭৮
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারি ভিত সে শোধিল॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিলেন। কৃষ্ণলীলায়ও তিনি ইহা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পাদ-প্রক্ষালনের ভার নিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই শ্রীকৃষ্ণই আবার কিছুক্ষণ পরে রাজসূয়-যজ্ঞে বরণ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেন। বরণ পায়েন—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি। তাহা হইলে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি নিলেন ব্রাহ্মণদের পাদ-প্রক্ষালনের ভার। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের দেহ ব্রাহ্মণ—তাঁর পাদসেবায় যে আনন্দ, তাহার লোভ কি চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিতে পারেন? যাহা হউক, এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ জীবশিক্ষার জন্য ইহা দেখাইলেন যে, যিনি বড়, তিনিই হীন সেবা করিতে পারেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে তাঁহাকে তত কৃপালু বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণসেবায় যে আনন্দ, তাহার অংশ তিনি অপরকে দেন নাই, নিজেই সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন। আর দেখুন আমাদের দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা। গুণ্ডিচামার্জ্জনের আনন্দ তিনি একা ভোগ করিলেন না—এত আনন্দ একা কত ভোগ করিবেন! প্রভু আমার দাতার শিরোমণি; তাই প্রিয়পার্ষদ সকলকেই ঐ আনন্দের ভাগ দিলেন। —কেমন ভাগ দিলেন? না অল্প স্বল্প ভাগ নহে—প্রভু বলিলেন,—"কে কত করিয়াছ মার্জ্জন। তৃণ ধূলা পরিমাণে জানিব 'পরিশ্রম। ২।১২।৮১।" "কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব। যার অল্প তাঁর ঠাঞি পিঠা পানা লব। ২।১২।১২৯॥" যে যত পরিশ্রম করিতে পারিবে, সেবার কাজ তারই তত বেশী হইবে, তারই আনন্দ তত বেশী হইবে; সুতরাং পরম দয়াল প্রভু প্রকারান্তরে ইহাই বলিলেন—"যে যত পার, এ আনন্দের ভাগ লও, এখানে কৃপণতা নাই।"

গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলার আরও একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে এবং ইহাই নদীয়া-লীলার বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন—রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই তিনি গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়াছেন। রথযাত্রার ছলে শ্রীজগন্নাথদেব বৃন্দাবন-লীলারস আস্বাদন করিতেই বাহির হইয়া থাকেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু মনে করিতেছেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ বহুকাল পরে দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজে আসিতেছেন। দীর্ঘ প্রবাসের পরে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিতেছেন শুনিয়া প্রিয়বিরহ-খিন্না শ্রীরাধার আর আনন্দের সীমা নাই; সেই আনন্দের প্রেরণায় প্রাণবল্লভকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সখীবৃন্দের সহিত তিনি বহুকাল-পরিত্যক্ত নিকুঞ্জ-মন্দিরের সংস্কারে ও সজ্জায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই ভাবের আবেশেই প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহার মনে গুণ্ডিচাই নিকুঞ্জমন্দির এবং ভক্তবৃন্দই তাঁহার সখীবৃন্দ, আর তিনি শ্রীরাধা।

৭৪। **ঘট-সম্মার্জ্জন**—জল তোলার জন্য ঘট এবং ঝাড়ু দেওয়ার জন্য সম্মার্জ্জন (ঝাঁটা, পিছা)। **ইহাঁ**—এস্থানে।

৭৫। একশত নূতন ঘট ও একশত নূতন সম্মার্জ্জনী (পিছা) আনিয়া পড়িছা মহাপ্রভুর সাক্ষাতে দিলেন।

৭৮। **মার্জ্জনী**—সম্মার্জ্জনী; পিছা। **করিলা শোধন**—ঝাড়ু দিয়া গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করিলেন।

৭৯। **ভিতরমন্দির উপর**—মন্দিরের ভিতরের দিকে উপরের অংশ অর্থাৎ ছাদ ও দেওয়াল প্রভৃতি। **চারিভিত**—চারিদিকের দেওয়াল।

ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥ ৮০
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধয় প্রভু শিখায়ে সভারে ॥ ৮১
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে—লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে—করে নিজকাম ॥ ৮২
ধূলিধূসর-তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥ ৮৩
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৪
তৃণ ধূলি ঝিকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া ॥ ৮৫
এইমত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলে পরম হরিষে ॥ ৮৬
প্রভু কহে—কে কত করিয়াছে মার্জ্জন।
তৃণধূলি-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥ ৮৭
সভার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সভা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৮৮
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুন সভাকারে দিল করিয়া বণ্টন— ॥ ৮৯
সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর ॥ ৯০
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল!
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯১
আর শতজন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥ ৯২
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শতঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮০। **পাছে**—ভিতর মন্দির মার্জ্জনের পরে। **শ্রীজগমোহন**—ভিতর মন্দিরের বাহিরের অংশ; নাটমন্দির। **শোধিলেন**—পরিষ্কার করিলেন।

৮১। **সম্মার্জ্জনী করে**—ঝাঁটা হাতে করিয়া দণ্ডায়মান।

৮২। **নিজকাম**—মন্দির মার্জ্জনরূপ নিজের কার্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণকাম" পাঠও দৃষ্ট হয়; অর্থ—কৃষ্ণের কার্য্য; কৃষ্ণের প্রীতিজনক কার্য্য, মন্দিরমার্জ্জন।

৮৩। **ধূলিধুসর তনু**—ঝাঁট্ দিতে যে ধূলা উড়ে, সেই ধূলায় প্রভুর দেহ ধূসরবর্ণ হইয়া গিয়াছে। **ধুসর**—ধূলার বর্ণ। **শোভন**—সুন্দর; মনোহর। **কাঁহো কাঁহো**—কোথাও কোথাও; কোনও কোনও স্থানে। **অশ্রুজলে**—প্রেমাবেশজনিত অশ্রু। প্রভু মন্দিরে ঝাঁট্ দিতেছেন, আর প্রেমাবেশে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। অশ্রুনামক সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল।

৮৪। **প্রাঙ্গণ**—মন্দিরের বাহিরের উঠান। **আবাস**—গৃহ।

৮৫। **ঝিকর**—মাটীর পাত্রভাঙ্গা খোলা। প্রভু তৃণ ধূলি-ঝিকরাদি একত্র করিয়া নিজের বহির্ব্বাসে লইয়া বাহিরে নিয়া ফেলিয়া দিলেন।

৮৬। **এইমত**—প্রভুর ন্যায়; প্রভুর অনুকরণে। **নিজবাসে**—নিজ নিজ কাপড়ে লইয়া।

৮৭। **তৃণধুলি-পরিমাণে** ইত্যাদি—ঝাঁট্ দিয়া যিনি যত বেশী তৃণ-ধূলি একত্রিত করিতে পারেন, তাঁহারই তত বেশী পরিশ্রম করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিব—মন্দির-মার্জ্জনের কাজ তিনিই তত বেশী করিয়াছেন বলিয়া মনে করিব।

৮৮। **ঝাটিনা বোঝা**—ঝাঁট্ দিয়া যেসমস্ত ধূলি-কঙ্করাদি একত্রিত করা হইয়াছে, তাহার বোঝা।

৮৯। **অভ্যন্তর**—মন্দিরের ভিতর অংশ। **করিয়া বণ্টন**—স্থান ভাগ করিয়া দিলেন।

৯২। **কালাপেক্ষা করিয়া**—মন্দির ধোয়ার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া।

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ-অধ-ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন ॥ ৯৪
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে শোধি ভিত প্রক্ষালিল ॥ ৯৫
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ॥ ৯৬
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥ ৯৭
কেহো জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহো ছলে জল দেয় চরণ-উপরে ॥ ৯৮
কেহো লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহো মাগি লয়, কেহো অন্যে করে দান ॥ ৯৯
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০০
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন ॥ ১০১
শতঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥ ১০২
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৩
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি, কেহো কূপে জল ভরে ॥ ১০৪
পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্যঘট লঞা যায় আর শতজন ॥ ১০৫
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইঁহা বিনু আর সব আনে জল ভরি ॥ ১০৬
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শতশত ঘট তাহাঁ লোকে লঞা আইল ॥ ১০৭
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ-হরি-ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥ ১০৮
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥ ১০৯
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সর্ব্ব-কামে ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৪। **ঊর্দ্ধ-অধ-ভিত্তি** -মন্দিরের উপর, নীচ এবং দেওয়াল।

৯৫। **খাপরা**—ভাঙ্গাঘটের খোলা। অথবা, যুক্তকরের অঞ্জলি। **ঊর্দ্ধে চালাইল**—উপরের দিকে ছিটাইয়া দিল। **ভিত**—দেওয়াল; অথবা মেজে। **প্রক্ষালিল**—ধুইল।

১০০। **প্রণালিকা**—নর্দ্দমা; জল বাহির হইয়া যাওয়ার রাস্তা।

১০২। **যেন নিজ মন**—নিজের মনের ন্যায় নির্ম্মল, শীতল ও স্নিগ্ধ।

১০৩। **আপন হৃদয় যেন** ইত্যাদি—মন্দিরের নির্ম্মলতা, শীতলতা ও স্নিগ্ধতা দেখিয়া মনে হয়, প্রভু যেন নিজের হৃদয়কেই বাহির করিয়া শ্রীমন্দিররূপে বাহিরে ধরিয়া রাখিয়াছেন—শ্রীজগন্নাথের বিশ্রামের নিমিত্ত।

১০৪। **ঘাটে স্থল নাহি**—লোকের ভিড়ে সরোবরের (পুকুরের) ঘাটে যায়গা হয় না বলিয়া। **কূপে**—কূয়ায়।

১০৫। **পূর্ণকুম্ভ**—জলপূর্ণ কলস। **আইসে**—ঘাট হইতে গুণ্ডিচামন্দিরে জলপূর্ণ কলস লইয়া আইসে। **শূন্যঘট**—ধোয়ার পরে জল শেষ হইয়া যাওয়ায় শূন্যঘট। **লঞা যায়**—জল আনিবার নিমিত্ত ঘাটে যায়।

১০৬। **নিত্যানন্দাদ্বৈত**—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। **স্বরূপ**—স্বরূপদামোদর। **ভারতী**—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। **পুরী**—পরমানন্দপুরী। **ইঁহা বিনু**—উক্ত পাঁচজন ব্যতীত।

১০৯-১০। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পরস্পরের মধ্যে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ", "হরে কৃষ্ণ" "জয় গৌর", "জয় নিতাই" ইত্যাদি ভগবন্নামের উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এই ভাবে যাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, কি জন্য তাঁহাকে ডাকা হইতেছে, তাহা হইতেই যদি তিনি তাহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আর কিছু বলা হয় না; নচেৎ তাহা বলা হয়। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকালে

প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ'-নাম।
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥ ১১১

শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজনপাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥ ১১২

ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন—॥ ১১৩

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভালকর্ম্ম সেহো যেন করে ॥ ১১৪

এ কথা শুনিঞা সভে সঙ্কোচিত হঞা।
ভালমতে করে কর্ম্ম সভে মন দিয়া ॥ ১১৫

তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৬

নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৭

মন্দিরের চতুর্দ্দিগ্ প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১১৮

হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল ॥ ১১৯

সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ-রোষ হৈল ॥ ১২০

যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা-লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ ॥ ১২১

স্বরূপগোসাঞিরে আনি কহিল তাহারে—।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥ ১২২

ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল ॥ ১২৩

এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি ॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাঁহার ঘটের জল ফুরাইয়া যাইত, তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া শূন্য ঘট দেখাইতেন; তাহাতে বুঝা যাইত, তিনি জল চাহিতেছেন—অমনি অপর কোনও ভক্ত ঘট লইয়া জল আনিতে যাইতেন; যিনি জল লইয়া আসিতেন, তিনিও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যাঁহার জলের দরকার, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা যাহা কিছু বলিতেন, কৃষ্ণনামের সঙ্কেতেই তাহা প্রকাশ করিতেন।

১১২। **করায় শিক্ষণ**—পরিপাটীর সহিত কিরূপে মার্জ্জনাদি করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেন।

১১৩। **মন না মানিলে**—মনের মত না হইলে। **পবিত্র ভর্ৎসন**—মিষ্টকথায় বা প্রশংসার ছলে তিরস্কার। পবিত্র ভর্ৎসনের উদাহরণ পরবর্ত্তী পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

১১৪। **তুমি ভাল** ইত্যাদি—পবিত্র ভর্ৎসনার নমুনা এই পয়ারে।

১১৭। **নাটশালা**—নাটমন্দির। **চত্বর-প্রাঙ্গণ**—উঠান।

১১৯। **সুবুদ্ধি সরল**—বুদ্ধিমান্ অথচ সরল-প্রকৃতি। **গৌড়িয়া**—বঙ্গদেশবাসী।

১২০। **দুঃখ-রোষ**—দুঃখ ও ক্রোধ।

১২১। **শিক্ষা লাগি**—জীবশিক্ষার নিমিত্ত; ভগবন্মন্দিরে অপরের পাদোদক গ্রহণাদি, অথবা যিনি পাদোদকাদি দিতে অসম্মত তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার পাদোদকাদি গ্রহণ করা সঙ্গত নহে—ইহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত।

১২২। **তোমার গৌড়িয়ার** ইত্যাদি—যিনি প্রভুর চরণে জল দিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় স্বরূপ দামোদরের অনুগত ছিলেন; অথবা, স্বরূপদামোদর প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন বলিয়া প্রেমকোপে তাঁহার উপরেই প্রভু দোষারোপ করিলেন—যেন উক্ত গৌড়িয়াকে আচরণ শিক্ষা দেওয়া স্বরূপদামোদরেরই কর্ত্তব্য ছিল।

১২৪। **ফৈজতি**—গোলমাল।

তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাথ দিয়া।
ঢেকা মারি পুরীর বাহিরে কৈল লৈয়া॥ ১২৫
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়—।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥ ১২৬
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুইপাশে সভারে বসাইলা॥ ১২৭
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাথে।
তৃণ-কাঁটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে॥ ১২৮
'কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা পানা লব॥' ১২৯
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥ ১৩০
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥ ১৩১
এইমত পুর-দ্বার অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত?॥ ১৩২
নৃসিংহমন্দির ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥ ১৩৩
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম॥ ১৩৪
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥ ১৩৫
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥১৩৬
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥ ১৩৭
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করে গৌররায়॥ ১৩৮
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥ ১৩৯
আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান্॥ ১৪০
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহো হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৫। **ঢেকা মারি**—ধাক্কা দিয়া। গৌড়িয়ার ভক্তি দেখিয়া প্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; তথাপি জীব-শিক্ষার জন্য ভক্তভাবে তিনি কপট রোষ প্রকাশ করিলেন। জ্ঞাতসারে কাহাকেও পাদোদক দেওয়া—বিশেষতঃ শ্রীমন্দিরের মধ্যে—ভক্তের পক্ষে সঙ্গত নহে, ইহাই প্রভু শিক্ষা দিলেন।

১২৬। **অজ্ঞ-অপরাধ**—অজ্ঞের অপরাধ। **জুয়ায়**—সঙ্গত হয়। এই গৌড়িয়া অজ্ঞ, ব্যবহার জানে না; তাহার অপরাধ ক্ষমা করাই সঙ্গত।

১২৯। **পিঠা-পানা লব**—শাস্তিস্বরূপে আমাদের সকলকে তাঁহার পিঠা-পানা খাওয়াইতে হইবে।

১৩২। **পুর-দ্বার**—মন্দিরের ভিতর ও দরজা। **অগ্রে পথ**—সম্মুখস্থ রাস্তা।

১৩৩। **নৃসিংহ-মন্দির**—গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটেই শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির।

১৩৫-৩৬। **নিজ অঙ্গ** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রু এতই প্রবলবেগে ঝরিতে লাগিল যে, তাহাতে প্রভুর নিজের অঙ্গ তো ধৌত হইলই, অধিকন্তু চারিদিকে অবস্থিত ভক্তদের অঙ্গও ধৌত হইল।

১৩৭। **প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে** ইত্যাদি—ভূমিকম্পের সময়ে মাটী যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, উদ্দণ্ড-নৃত্যের বেগেও সেস্থানের মাটী যেন সেইরূপ কাঁপিতে লাগিল।

১৩৮। **উচ্চ গান**—উচ্চস্বরে গান। **ভায়**—ভাল লাগে।

১৪০। **আচার্য্য গোসাঞির**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের। **ভগবান্**—মহাপ্রভু।

১৪১। **তিঁহো**—শ্রীগোপাল।

আস্তেব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞি তারে লৈল কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে ॥ ১৪২
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥ ১৪৩
অনেক করিল, তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৪
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাথ দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বর কৈল ॥ ১৪৫
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৬
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥ ১৪৭
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥ ১৪৮
তীরে উঠি পরি সভে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন ॥ ১৪৯
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া ॥ ১৫০
কাশীমিশ্র তুলসী-পড়িছা দুইজন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥ ১৫১
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥ ১৫২
পুরীগোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৫৩
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন ॥ ১৫৫
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৬
'হরিদাস!' বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন— ॥ ১৫৭
ভক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥ ১৫৮
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুন না বলিলা তারে ॥ ১৫৯
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥ ১৬০
পরিবেশন করে তাহাঁ এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪২। **আস্তেব্যস্তে**—সম্ভ্রস্ত হইয়া, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। **শ্বাসরহিত**—গোপালের নাসায় শ্বাস ছিলনা। **বিকলে**—বিহ্বল।

১৪৩। বাৎসল্যের আবেশে আচার্য্য-গোসাঞি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র গোপালের দেহে অপদেবতার ভর হইয়াছে; তাই তিনি নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া গোপালের গায়ে জল ছিটাইতে লাগিলেন। নৃসিংহের মন্ত্রপূত জল ছিটাইলে অপদেবতার আবেশ দূর হয় বলিয়া কথিত আছে। **হুহুঙ্কার শব্দে**—আচার্য্যের হুঙ্কারে।

১৫১। **তুলসী-পড়িছা**—তুলসী-নামক পড়িছা। **পঞ্চশতলোক**- পাঁচশত লোক; ইহা হইতে বুঝা যায়, পাঁচশত লোক গুণ্ডিচামার্জ্জনের কাজে যোগ দিয়াছিলেন।

১৫৯। **মন জানি**—হরিদাসের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া। দৈন্যবশতঃ হরিদাস-ঠাকুর অপর ভক্তদের সঙ্গে বসিবার অযোগ্য বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন; বিশেষতঃ প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্তির জন্যও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি সেই সময়ে প্রভুর সঙ্গে ভোজনে বসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

১৬০-৬১। সাতজন পরিবেশকের মধ্যে বাণীনাথ ছিলেন রামানন্দরায়ের ভাই; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না; অথচ তিনিও মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতেছিলেন; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই।

পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬২
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির ॥ ১৬৩
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥ ১৬৪
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন—যারে যেই ভায়।
তারে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপদ্বারায় ॥ ১৬৫
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৬
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৬৭
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৬৮
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তার আগে কিছু খায়, মনে এই ত্রাস ॥ ১৬৯
স্বরূপগোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥ ১৭০
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥ ১৭১
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭২
এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥ ১৭৩
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছেন নিজ পাশে।
দুইভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥ ১৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬২। **পুলিন**—নদীর বালুকাময়তীর। **পুলিন-ভোজনলীলা**—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাখালগণের সঙ্গে এক সময়ে যমুনাতীরে পুলিন-ভোজন-লীলা করিয়াছিলেন। রাখালগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে যে খাওয়ার আনিয়াছিলেন, সকলে একত্রে বসিয়া কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া তাহা খাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু উদ্যানে বসিয়া ভক্তগণের সঙ্গে যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পুলিন-ভোজন-লীলার কথা স্মরণ হইয়াছিল; সঙ্গীয় ভক্তগণকে বোধ হয় তাঁহার ব্রজরাখাল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তাঁহাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া তিনি নিজে পুলিন-ভোজনরত শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজরাখালদের প্রতি তাঁহার যে প্রেম, সেই প্রেমে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অথবা, অন্যরূপ ভাবের আবেশও হইতে পারে। ব্রজের পুলিন-ভোজনের সময়ে শ্রীরাধা উপস্থিত ছিলেন না; পরে অবশ্যই তিনি স্বীয় প্রাণবল্লভের সেই লীলার কথা শুনিয়াছেন, শুনিয়া প্রাণবল্লভের সেই লীলার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রেমাবিষ্টও হইয়াছিলেন। শ্রীরাধার সেই প্রেমাবেশের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও সেই ভাবেই পুলিন-ভোজন-লীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন।

১৬৩। **প্রেমাবেশে**—পুলিন-ভোজনের স্মৃতিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। **সময় বুঝিয়া**—ভোজনের সময়ে প্রেমাবেশ বাড়িতে থাকিলে সকলের ভোজনে বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া।

১৬৫। **যারে যেই ভায়**—যাহার যাহা ভাল লাগে।

১৬৭। **সন্তোষ**—জগদানন্দের সন্তোষ।

১৬৮। **তার ভয়ে**—জগদানন্দের ভয়ে; না খাইলে জগদানন্দ রাগ করিয়া হয়তো উপবাসই করিবেন, এই ভয়ে। **করে নিরীক্ষণ**—প্রভু খাইলেন কিনা দেখেন।

১৬৯। **তার আগে**—জগদানন্দের সাক্ষাতে। **ত্রাস**—ভয়; জগদানন্দ উপবাস করিবেন বলিয়া ভয়। অন্ত্য-লীলা-দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৭৩। **দুইজন**—জগদানন্দ ও স্বরূপদামোদর। **চিত্র**—বিচিত্র; অদ্ভুত। **স্নেহ-ব্যবহার**—প্রীতিমূলক আচরণ।

১৭৪। **স্নেহ**—প্রভুর প্রতি প্রীতি।

সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বারবার করান ভোজন॥ ১৭৫
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী—॥ ১৭৬
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ, করহ বিচার॥ ১৭৭
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্‌সিদ্ধি॥ ১৭৮
মহাপ্রভু বিনা কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়?॥ ১৭৯
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ-হরি'॥ ১৮০
কাহাঁ বহির্ম্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাহাঁ এক সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥ ১৮১
প্রভু কহে—পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমাসভার হৈল কৃষ্ণে মতি॥ ১৮২
ভক্তমহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে॥ ১৮৩
তবে প্রভু প্রত্যেকে সবভক্ত-নাম লঞা।
পিঠাপানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া॥ ১৮৪
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥ ১৮৫
অদ্বৈত কহে—অবধূত-সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোন্ গতি?॥ ১৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮০। **তার্কিক-শৃগাল**—তার্কিকরূপ শৃগাল; **তার্কিক**—কুতর্ক-পরায়ণ।

১৮১। **পূর্ব্বসিদ্ধ**—তোমার কৃষ্ণপ্রীতি পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ, অথবা অনাদিসিদ্ধ।

১৮৪-৮৫। **প্রসাদ করিয়া**—অনুগ্রহ করিয়া। **ক্রীড়া-কলহ**—ক্রীড়ার (খেলার) নিমিত্ত কলহ; অথবা, ক্রীড়ারূপ কলহ; প্রেম-কোন্দল।
এই ক্রীড়াকলহের নমুনা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬। **অবধূত**—সন্ন্যাসীবিশেষ। (২।৩।৮২-৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) **এক পংক্তি**—এক সারিতে একত্রে বসিয়া।
তুরীয় অবধূত কোনও আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করেন না বলিয়া এবং স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দকে তুরীয়-অবধূতের শ্রেণীতে ফেলিয়া পরিহাস করিয়াছেন।

১৮৬-৯২ পয়ার-সমূহের প্রত্যেকটীরই দুই রকম অর্থ—নিন্দাপক্ষে ও স্তুতিপক্ষে। যথাশ্রুত অর্থ নিন্দাবাচক—এবং প্রকৃত অর্থ স্তুতিবাচক।

এই ১৮৬ পয়ারের যথাশ্রুত নিন্দাবাচক অর্থ:—শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"নিত্যানন্দ তো অবধূত; যেহেতু, ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণের চিহ্নও তাঁহাতে নাই, সন্ন্যাসের চিহ্নও নাই; লোকাচার, বেদাচার, সামাজিক আচার—কিছুই তিনি পালন করেন না; যেহেতু তিনি স্বেচ্ছাচারী অবধূত। আমি সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ। এরূপ আচারভ্রষ্ট অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিলে সামাজিক প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত হইতে হয়; আমি কিন্তু আচারভ্রষ্ট নিত্যানন্দের সহিতই আহার করিতেছি; জানি না আমার অদৃষ্টে কি আছে; হয়তো সমাজচ্যুতই হইতে হইবে এবং পরকালেও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে (এ সমস্ত পরিহাসোক্তি)।

স্তুতিবাচক অর্থ—"যাহারা মায়াবদ্ধ সাংসারিক জীব, তাহারাই বর্ণ ও আশ্রমের চিহ্নাদি ধারণ করিয়া থাকে; যিনি ঈশ্বর, বর্ণাশ্রম-চিহ্ন ধারণের প্রথা তাঁহার জন্য নয়। শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর—লোকাচার, বেদাচারাদির অতীত, তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন পরম-সৌভাগ্যের বিষয়; শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া আমাকে এই সৌভাগ্য দান করিয়াছেন; ইহার ফলে যে কোন্ অনির্ব্বচনীয় পরমা গতি লাভ হইতে পারে জানি না (কেন না, তৎসম্বন্ধে কোনও ধারণাই আমার নাই। তাৎপর্য্য এই যে—ইহার ফলে পরমানন্দজনক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি লাভ হইয়া থাকে)।"

প্রভু ত সন্ন্যাসী ; উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৮৭

"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৭-৮৮। **সন্ন্যাসী**—(স্তুতি অর্থে) সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত এবং সর্ব্ববিধ আসক্তিশূন্য আত্মারাম। **অপচয়**—ক্ষতি। **অন্নদোষ**—সামাজিক হিসাবে যাহারা অস্পৃশ্য বা আপাংক্তেয়, তাহাদের স্পৃষ্ট বা পাচিত অন্ন সামাজিক দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের পক্ষে দূষিত—সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য ; এই অন্ন গ্রহণ করিলে সমাজচ্যুতিজনক দোষ ঘটে। কিন্তু এইরূপ দূষিত অন্ন গ্রহণ করিলেও সন্ন্যাসীর কোনওরূপ দোষ হয় না। সন্ন্যাসীর আহার্য্য-সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলেন—"বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্। দেশংকালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥—ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা শ্বপচের অন্ন হউক, যে কোনও ব্যক্তির অন্ন যে কোনও দেশ হইতে সমাগত হউক, দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া (সন্ন্যাসী) তাহা ভোজন করিবেন। ৮।২৮২ ॥" এই সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও আছে—"নান্নদোষেণ মস্করী। সন্ন্যাসোপনিষৎ। ৭২ ॥" **নান্নদোষেণ**—ন অন্নদোষেণ নান্নদোষেণ, অন্নদোষের দ্বারা (দূষিত হয় না)। **মাস্করী**—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। "মা কর্ত্তুং কর্ম নিষেদ্ধুং শীলমস্য (মস্কর-মস্করিণৌ বেণু-পরিব্রাজকয়োঃ। পা। ৬।১।১৫৪ ॥) ইতি নিপাত্যতে। বিশ্বকোষ। কর্ম করিতে নিষেধ করেন বলিয়াই সন্ন্যাসীকে মস্করী বলে।" **নান্নদোষেণ মস্করী**—অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ হয় না। "নান্নদোষেণ মস্করী" বাক্যটী একটী শ্রুতিবাক্যের অংশ ; সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—"ন বায়ুঃ স্পর্শদোষেণ নাগ্নির্দহনকর্ম্মণা। নাপোমূত্রপুরীষাভ্যাং নান্নোদোষেণ মস্করী ॥—স্পর্শদোষে (অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও) বায়ু দূষিত (অস্পৃশ্য) হয় না, দহনকার্য্যে (অপবিত্র অস্পৃশ্য বস্তুকে দগ্ধ করিলেও) অগ্নি দূষিত (অপবিত্র) হয় না, মল-মূত্রদ্বারা (মলের স্পর্শে বা মলমূত্রের সহিত মিশ্রিত হইলেও বৃহৎ জলরাশির) জল দূষিত (অপবিত্র) হয় না এবং অন্নদোষে (সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় জাতির অন্ন গ্রহণ করিলেও, সন্ন্যাসীর দোষ হয় না—সন্ন্যাসোপনিষৎ ।৭২।" উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে আছে—"চরেন্মাধুকরং ভৈক্ষং যতি র্ম্লেচ্ছকুলাদপি। একান্নং নতু ভুঞ্জীত বৃহস্পতিসমাদপি ॥—(সঙ্কল্পরহিত হইয়া তিন, পাঁচ বা সাত বাড়ী হইতে মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্প অল্প করিয়া সংগৃহীত ভিক্ষান্নকে মাধুকর বলে ; এক বাড়ী হইতে অধিক-পরিমাণে—নিজের প্রয়োজনানুরূপ—গৃহীত ভিক্ষান্নকে একান্ন বলে)। প্রয়োজন হইলে ম্লেচ্ছকুল হইতেও সংগ্রহ করিয়া মাধুকর-বৃত্তির আচরণ করিতে পারেন, কিন্তু বৃহস্পতিতুল্য ব্যক্তির নিকট হইতেও কখনও একান্ন (একজনের নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত আহার্য্য সংগ্রহ করিবে না। সন্ন্যাসোপনিষৎ। ৭১।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ম্লেচ্ছান্ন-গ্রহণেও সন্ন্যাসীর দোষ হয় না। পরবর্ত্তী এক শ্লোকে দেখা যায়—"অভিশপ্তং চ পতিতং পাষণ্ডং দেবপূজকম্। বর্জ্জয়িত্বা চরেদ্ ভৈক্ষং সর্ব্ববর্ণেষু চাপদি ॥—আপৎকালে অভিশপ্ত, পতিত, পাষণ্ড এবং দেবপূজককে বর্জ্জন করিয়া সকল বর্ণের অন্নই সন্ন্যাসী গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসোপনিষৎ। ৭৪।" ইহা হইতেও বুঝা যায়—অন্নবিষয়ে সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতি-বিচারের প্রয়োজন নাই, ব্যক্তিগত দোষাদির বিচার মাত্র প্রয়োজনীয় ; পতিত পাষণ্ড ব্রাহ্মণের অন্নও গ্রহণীয় নয় ; শুদ্ধচিত্ত শ্বপচের অন্নও গ্রহণীয় হইতে পারে। পূর্ব্বোদ্ধৃত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ৮।২৮২ শ্লোকেও এইরূপ উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়।

পয়ারার্থ। পূর্ব্বপয়ারের যথাশ্রুত অর্থ ধরিয়া কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—"অদ্বৈত! তুমি এত ভীত হইয়াছ কেন? স্বয়ং প্রভুও তো অবধূতের সহিত এক পংক্তিতে ভোজনে বসিয়াছেন।" তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন (যথাশ্রুত অর্থ)—"না, প্রভুর অবস্থা ও আমার অবস্থা একরূপ নহে। প্রভু গৃহস্থ নহেন ; তিনি সন্ন্যাসী ; গৃহস্থের বিধি-নিষেধ প্রভুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে ; অপাংক্তেয় লোকের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া খাইলে গৃহস্থের সমাজচ্যুতি ঘটে ; কিন্তু সন্ন্যাসীর তাহাতে দোষ নাই ; সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্নদোষের বিচার নাই ; অপাংক্তেয় লোকের

জন্মকুল শীলাচার না জানি যাহার। তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি—বড় অনাচার ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্পৃষ্ট অন্নও সন্ন্যাসী গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাহা পারে না, আমি গৃহস্থ এবং ব্রাহ্মণ ; গৃহস্থের এবং ব্রাহ্মণের বিধি-নিষেধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না ; তাই আমার চিন্তার কারণ হইয়াছে ; এ-সম্বন্ধে প্রভুর কোনও চিন্তার কারণ নাই।"

স্তুতিবাচক অর্থ—"শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর ; আর মহাপ্রভুও সন্ন্যাসী অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধ-আসক্তিশূন্য আত্মারাম ভগবান্ ; তিনি পূর্ণস্বরূপ ; সুতরাং কোনও কিছুতেই তাঁহার কোনওরূপ অপচয় বা পূর্ণতার হানি হইতে পারে না। পূর্ণতম ভগবান্ হইলেও, আত্মারাম হইলেও, কোনরূপ আসক্তি বা বাসনা তাঁহার না থাকিলেও তাঁহার ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তদত্তদ্রব্যাদি—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্তের পাচিত অন্নাদিও—ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সামাজিক প্রথানুসারে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের অন্ন গ্রহণ সাংসারিক লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ধর্ম্ম বটে ; কিন্তু ভগবানের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে ; কারণ, জাতিবর্ণবিভাগ এবং তদনুকূল বিধিনিষেধ সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার নিমিত্তই সৃষ্ট ; লোক-সমাজের সহিত শ্রীভগবানের কোনও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সামাজিক বিধি-নিষেধের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। অধিকন্তু, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার চক্ষে সমান—সকলেই তাঁহার নিত্যদাস ; সকলের সেবাই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কৃপা করিয়া আমার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া থাকিলেও তাঁহাতে ও আমাতে অনেক পার্থক্য। তিনি মায়াতীত, সর্ব্ববিধ-বিধিনিষেধের অতীত, সর্ব্ববিধ আসক্তিবিবর্জ্জিত ; আমি কিন্তু গৃহস্থ—গৃহাসক্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রমেই পড়িয়া আছি, সাংসারিক সুখভোগের মোহে মত্ত হইয়া। আবার, সামাজিক প্রথানুসারে শ্রেষ্ঠবর্ণে অবস্থিত বলিয়া তদুচিত অভিমানও—ব্রাহ্মণ বলিয়া অহঙ্কারও—আমার আছে ; পরমদয়াল ভগবানের চক্ষুতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই সমান ; কিন্তু অভিমানী আমার চক্ষুতে ইতর প্রাণীর কথা তো দূরে—ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মানুষ "নরতনু ভজনের মূল" বলিয়া দেবতারাও যে মানুষের দেহ প্রার্থনা করেন, সেই মানুষের মধ্যেও যাহারা আমার স্যায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে আমি আমা অপেক্ষ হেয় মনে করি, অনেককে আমি আমার স্পর্শের অযোগ্যও মনে করিয়া থাকি! এতাদৃশ সংসারাসক্ত, এতাদৃশ দাম্ভিক, এতাদৃশ দোষবহুল আমার সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহারই অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপালুতার, তাঁহাদের পতিতপাবন-গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

১৮৯। **জন্মকুলশীলাচার** ইত্যাদি—কোথায় কোন্ সময়ে জন্ম হইয়াছে, কোন্ কুলে (বংশে) জন্ম হইয়াছে, শীল (বা প্রকৃতি, স্বভাব, দোষ-গুণাদি) আচার (ব্যবহার) কিরূপ—যাঁহার সম্বন্ধে এ-সমস্ত কিছুই জানা নাই (যথাশ্রুত অর্থ)। অনাদি এবং অজ বলিয়া যাঁহার জন্মাদি নাই) সুতরাং যাঁহার জন্মসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না,) এবং প্রাকৃতজীবের স্যায় কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম নাই বলিয়া যাঁহার কুল ও (বা বংশও) নাই (সুতরাং যাঁহার বংশসম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না), যাঁহার শীল (প্রকৃতি, স্বভাব, স্বরূপগত গুণাদি) অনন্ত এবং অনির্ব্বাচ্য বলিয়া তৎসম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই, যাঁহার আচার (বা আচরণ, লীলা) অনন্ত বৈচিত্রীপূর্ণ বলিয়া সম্যক্‌রূপে জানা যায় না—এতাদৃশ যে শ্রীভগবান্ (স্তুতিমূলক অর্থ)। **অনাচার**—কুৎসিত আচার, সদাচারবিরুদ্ধ (যথাশ্রুত অর্থ)। ন (নাই যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ) আচার, তাহাই অনাচার ; সর্ব্বোত্তম সদাচার (স্তুতিমূলক অর্থ)।

পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ :—যাহার জন্ম, কুল, স্বভাব, চরিত্রাদিসম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, তাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্তই সদাচারবিরুদ্ধ।

স্তুতিমূলক অর্থ :—যিনি অনাদি বলিয়া জন্মাদি-রহিত, প্রাকৃত জীবের স্যায় কর্ম্মবন্ধনাদি জনিত জন্ম নাই বলিয়া কোনও কুলের উল্লেখে যাঁহার পরিচয় হইতে পারে না, অনন্ত-কল্যাণ-গুণসমূহের আকর বলিয়া কেহই যাঁহার

নিত্যানন্দ কহে—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য।
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য ॥ ১৯০

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ ১৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গুণের সীমানির্দ্দেশ করিতে পারে না এবং অনন্তবৈচিত্রীপূর্ণ বলিয়া যাঁহার লীলারও সীমা কেহ পাইতে পারে না, সেই শ্রীভগবানের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করার সৌভাগ্য যিনি পাইয়া থাকেন, সমস্ত সদাচারের পরাকাষ্ঠাই তাঁহাতে বিরাজিত।

১৮৬-৮৯ পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি শ্রীনিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া। আর ১৯০-৯২ পয়ার শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি, শ্রীঅদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া।

১৯০। অদ্বৈত-আচার্য্য—অদ্বৈতবাদের আচার্য্য বা গুরু; ভক্তিবিরোধী জ্ঞানমার্গের প্রচারক (যথাশ্রুত নিন্দার্থ)। শ্রীহরির সহিত দ্বৈত (ভেদ) শূন্য বলিয়া, শ্রীহরি ও তোমাতে কোনও ভেদ নাই বলিয়া তুমি অদ্বৈত এবং ভক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দাও বলিয়া তুমি আচার্য্য। অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ১।১।১৩॥ (স্তুতি অর্থে)। **অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে**—অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তে; জ্ঞানমার্গের অনুকূল সিদ্ধান্তে (যথাশ্রুত নিন্দার্থ)। শ্রীহরির সহিত তোমার যে অভেদ—এই সিদ্ধান্তে (স্তুতি-অর্থ)। **বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য**—শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বিঘ্ন জন্মে, সেব্য-সেবক ভাব নাই (বলিয়া যথাশ্রুত নিন্দার্থ)। শুদ্ধভক্তিকার্য্য বাধা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধভক্তি কার্য্য সঙ্গত হয় না, তুমি নিজেও ঈশ্বর বলিয়া নিজের প্রতি নিজের ভক্তি সঙ্গত হয় না (স্তুতি-অর্থ)।

পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ :—তোমার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য; তুমি অদ্বৈতবাদের আচার্য্য বা গুরু; অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তে সেব্য-সেবকভাব থাকে না বলিয়া তাহাতে শুদ্ধভক্তি-কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে।

স্তুতি-অর্থ ঃ—শ্রীহরির সহিত তোমার দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া তুমি অদ্বৈত; আর ভক্তিতত্ত্বের প্রচার কর বলিয়া তুমি আচার্য্য। তাই তোমার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য। কিন্তু শ্রীহরির সহিত তুমি অভিন্ন বলিয়া তুমিও ঈশ্বর; ঈশ্বরের পক্ষে নিজের ভজন বা নিজের স্তুতি অনাবশ্যক; সুতরাং তুমি যে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা তোমার জন্য নহে, পরন্তু লোক-শিক্ষার নিমিত্ত; কিন্তু তুমি যে আমার স্তুতি করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে; কারণ, ঈশ্বরের স্তুতি শুদ্ধাভক্তির অন্তর্ভুক্ত হইলেও—তুমি ও আমি অভিন্ন বলিয়া এবং উভয়েই ঈশ্বর বলিয়া—তোমার পক্ষে আমার স্তুতি তোমার নিজের স্তুতিই হইল; ভক্তির আদর্শরূপে ইহা জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক হইলেও তোমার নিজের পক্ষে এইরূপ আত্মস্তুতি সঙ্গত নহে।

অথবা, শ্রীহরির সহিত তোমার দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া তুমি অদ্বৈত; আর ভক্তিতত্ত্বের প্রচার বলিয়া তুমি আচার্য্য; অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হয় বলিয়া তাহা শুদ্ধ ভক্তিকার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়; কিন্তু আচার্য্যরূপে তুমি যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছ, তাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূল বলিয়া জীবের পক্ষে পরম-মঙ্গলজনক।

১৯১। যথাশ্রুত নিন্দার্থ :—তোমার অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তের অনুসরণ যাঁহারা করেন, তাঁহারা এক ব্রহ্ম-ব্যতীত আর কিছুই মানেন না—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মব্যতীত আর সকলকেই মিথ্যা মনে করেন, এমন কি শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদিকেও মায়িক বলিয়া মনে করেন।

স্তুতি-অর্থ ঃ—তুমি যে শুদ্ধ-ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার করিতেছ, যাঁহারা সে সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন, এক শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য দেব-দেবীর স্বতন্ত্র উপাস্যত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না; তাঁহারা মনে করেন—এক শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনা হইয়া যায়—গাছের গোড়ায় জল দিলেই যেমন শাখা-পল্লবাদি

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ? ॥ ১৯২
এইমত দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি ॥ ১৯৩
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেওয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৪
ভোজন করি উঠে সভে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৯৫
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সভাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥ ১৯৬
তবে পারিবেশক স্বরূপাদি সাতজন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদভোজন ॥ ১৯
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা ॥ ১৯৮
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল ॥ ১৯৯
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়াপাখালা' নাম কৈলা এই এক লীলা ॥ ২০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তৃপ্ত হয়, স্বতন্ত্রভাবে শাখা-পল্লবাদিতে যেমন আর জল দিতে হয় না, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতেই সমস্ত দেব-দেবী—সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তৃপ্ত হয়েন, স্বতন্ত্রভাবে আর তাঁহাদের উপাসনা করিতে হয় না।

১৯২। যথাশ্রুত নিন্দার্থ :—যে অদ্বৈতবাদ শুদ্ধভক্তিমার্গের বিরোধী, যিনি সেই অদ্বৈতবাদের আচার্য্য ; যাঁহার অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মব্যতীত অপর সকলকেই মিথ্যা বলিয়া লোক মনে করে, এমন কি শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্বও স্বীকার করে না—সেই তোমার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছি, তোমার সান্নিধ্য-প্রভাবে না জানি আমার মনের কি অবস্থাই হয় ! আমার মনেও না জানি তোমার অদ্বৈতবাদমূলক ভাব সংক্রামিত হয় !

স্তুতি-অর্থ :—শ্রীহরির সহিত যাঁহার ভেদ নাই, ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া যিনি শুদ্ধভক্তি-বিরোধী অদ্বৈতবাদ-মূলক সিদ্ধান্তের অসারতা খ্যাপন করিয়াছেন, যাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যত্ব লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—এতাদৃশ তোমার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতেছি, ইহা আমার পরম-সৌভাগ্য ; তোমার সান্নিধ্য-প্রভাবে তোমার ভক্তিসিদ্ধান্ত আমার মনে সংক্রামিত হইবে কি ?

১৯৩। **দুইজনে**—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিতাই, এই দুইজনে। **বোলাবুলি**—একে অন্যের প্রতি বলে। **ব্যাজস্তুতি**—নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৬-১৯২ পয়ারে নিন্দার ছলে স্তুতি করা হইয়াছে ; সুতরাং উহা ব্যাজস্তুতি। **যৈছে গালাগালি**—নিন্দার ছলে যেস্থলে স্তুতি করা হয়, সেস্থলে কথাগুলির যথাশ্রুতি অর্থে মনে হয় যেন গালাগালি করা হইতেছে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা গালাগালি বা নিন্দা নহে ; তাহার গূঢ় অর্থ স্তুতি। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারসমূহের যথাশ্রুত অর্থও গালাগালি বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু গূঢ় অর্থ স্তুতি।

১৯৪। **কৃপা-অমৃত**—কৃপারূপ অমৃত। **সিঞ্চিয়া**—সেচন করিয়া ; বর্ষণ করিয়া।

১৯৬। **শ্রীহস্তে**—প্রভু নিজের হাতে।

১৯৭। **পরিবেশক**—যাঁহারা পরিবেশন করিয়াছিলেন। **সাতজন**—স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর এই সাতজন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬০-৬১)। ইঁহারা মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন।

১৯৮। **অবশেষ**—ভুক্তাবশেষ ; উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।

১৯৯। **কিছু**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ হইতে কিছু কিছু। **সেই প্রসাদান্ন**—হরিদাস ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তকে দিয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ যাহা বাকী রহিল, তাহা।

আরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥ ২০১
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২০২
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সবভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৩
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জলকরঙ্গ লঞা ॥ ২০৪
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুইপার্শ্বে দুই জন ॥ ২০৫
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ॥ ২০৬
দরশন-লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন ॥ ২০৭
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর-যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল ॥ ২০৮
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণিদর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২০৯
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ-হসিতকান্তি অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১০
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটিকোটি-ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০১। **আর দিন**—রথযাত্রার পূর্ব্বের দিন। **নেত্রোৎসব**—স্নানযাত্রার পর হইতে কয়দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন পাওয়া যায় না; এই কয়দিন ধরিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ করা (নূতন রং দেওয়া) হয়; রথযাত্রার পূর্ব্বের দিন শ্রীবিগ্রহের নেত্র বা চক্ষু দান করা হয়; তাই এই দিনকে নেত্রোৎসব বলে। এই দিন হইতেই আবার শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে এইদিন শ্রীজগন্নাথের দর্শনে ভক্তদিগের নেত্রের (চক্ষুর) উৎসব (অত্যন্ত আনন্দ) হয় বলিয়াও এই দিনকে নেত্রোৎসব বলা যাইতে পারে।

২০২। **পক্ষ দিন**—এক পক্ষকাল; পনর দিন ধরিয়া। নেত্রোৎসবের পূর্ব্বে পনর দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন মিলে না। **প্রভু-অদর্শনে**—শ্রীজগন্নাথকে দেখিতে না পাইয়া।

২০৪। **লোক নিবারিয়া**—প্রভুর সমুখভাগ হইতে লোকদিগকে সরাইয়া। প্রভুর আগে আগে যায়েন কাশীশ্বর এবং পাছে পাছে যায়েন গোবিন্দ। **জলকরঙ্গ**—শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করার পূর্ব্বে প্রভু পা ধুইতেন, পায়ের ধূলা যেন মন্দির-প্রাঙ্গণে না লাগে এই উদ্দেশ্যে। তাই প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদর্শনে যাইতেন, তখন গোবিন্দ করঙ্গে করিয়া জল লইয়া যাইতেন, প্রভুর পা ধোয়ার জন্য।

২০৫-৬। পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী যাইতেন প্রভুর আগে আগে; প্রভুর এক পার্শ্বে থাকিতেন শ্রীঅদ্বৈত এবং অপর পার্শ্বে থাকিতেন স্বরূপ-দামোদর; অন্যান্য ভক্তদের কেহ প্রভুর পার্শ্বে, কেহ প্রভুর পশ্চাতে থাকিতেন। এইভাবে প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। **উৎকণ্ঠায়**—পনর দিন পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথকে না দেখায় দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ।

২০৭। **মর্য্যাদালঙ্ঘন**—ভোগমণ্ডপে যাইয়া দর্শন করার অধিকার কাহারও নাই; কিন্তু উৎকণ্ঠার আতিশয্যে প্রভু সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন-লোভে ভোগমণ্ডপে যাইয়াই দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রভু ভোগমণ্ডপের মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

২০৮। **তৃষ্ণার্ত্ত**—তৃষ্ণায় আর্ত্ত বা পীড়িত; তৃষ্ণায় কাতর। **নেত্র-ভ্রমর-যুগল**—চক্ষুরূপ ভ্রমরদ্বয়। **গাঢ়াসক্ত্যে**—গাঢ় আসক্তিবশতঃ; অত্যন্ত অনুরাগের সহিত। **পিয়ে**—পান করে। **কৃষ্ণের**—শ্রীজগন্নাথের; রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া মনে করিতেন। **বদনকমল**—মুখপদ্ম: মুখপদ্মের মধু; শ্রীমুখমাধুর্য্য।

২০৯-১১। এই কয় পয়ারে শ্রীজগন্নাথের মুখসৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥ ২১২
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন ॥ ২১৩
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সংবরণ ॥ ২১৪
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৫
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা ॥ ২১৬
'প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক' জানিয়া।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২১৭
গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি-শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ২১৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-মন্দিরমার্জ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রফুল্লকমল ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের নয়নদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্ম অপেক্ষাও সুন্দর। **নীলমণি** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের গণ্ডদ্বয় (গাল) ঝলমল করিতেছে; গণ্ডদ্বয়ের কান্তি নীলমণির দর্পণের কান্তির ন্যায় ঝলমল করিতেছে। **দর্পণ**—আয়না। **বান্ধুলি**—লাল রং-এর ফুলবিশেষ। **সুরঙ্গ**—সুন্দর। **বান্ধুলির ফুল জিনি** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের অধর (নিম্নোষ্ঠ) বান্ধুলি-ফুল অপেক্ষাও লাল এবং সুন্দর। **ঈষৎ-হসিতকান্তি** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের অধরে যে মন্দহাসি, তাহার কান্তি অমৃতের তরঙ্গের ন্যায় মধুর। মন্দহাসির কান্তি দেখিলে মনে হয় যেন মুখ হইতে অমৃতের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে।

শ্রীমুখসৌন্দর্য্য ইত্যাদি—প্রতিক্ষণেই যেন শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইতেছে। **ভক্তনেত্রভৃঙ্গ**—ভক্তের নেত্র (নয়ন)-রূপ ভৃঙ্গ (ভ্রমর)। **করে পানে**—পান করে।

২১২। শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্যরূপ মধু যতই পান করে, ততই যেন পানের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তাই ভক্তদের নেত্র সর্ব্বদা শ্রীজগন্নাথের মুখপদ্মেই সংলগ্ন থাকে।

২১৪। অশ্রুজল অনবরত প্রবাহিত হইয়া দর্শনের বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া প্রভু চেষ্টা করিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

২১৫। ভোগের সময় কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া দর্শন হয় না; সেই সময়ে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

২১৬। সব পাসরিলা—মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদির কথা সমস্ত-ভুলিয়া গেলেন। **প্রভু লঞা গেলা**—প্রভুকে লইয়া গেলেন।

২১৭। প্রাতঃকালে—পরদিন প্রাতঃকালে। **দ্বিগুণ করিয়া**—অন্যান্য দিন যে পরিমাণ অন্নাদি ভোগে দেওয়া হয়, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ভোগে দিলেন।

— ० —

মধ্য-লীলা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ। ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স জীয়াৎ। স প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্। যশ্চৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে শ্রীযুক্তস্য শ্রীজগন্নাথাধিষ্ঠিতস্য রথস্য অগ্রে ননর্ত্ত নর্ত্তিতবান্। যেন নর্ত্তনেন জগতাং তদ্গত-লোকানাং চিত্রং আশ্চর্য্যং আসীৎ। জগতাং কা বার্ত্তা জগতাং নাথোঽপি সর্ব্বাশ্চর্য্যকর্ত্তাপি বিস্মিত আসীদিতি। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জয় শ্রীগৌরচন্দ্র। মধ্যলীলার এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য, কীর্ত্তন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার ভাবে শ্লোকপঠন এবং প্রেমাবেশে উদ্যানমধ্যে বিশ্রামাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়**। যঃ (যিনি) শ্রীরথাগ্রে (শ্রীজগন্নাথের পরমসুন্দর রথের সম্মুখভাগে) ননর্ত্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন), যেন (যদ্দ্বারা—যে নৃত্যদ্বারা) জগতাং (জগতের—জগদ্বাসী লোকসকলের) চিত্রং (আশ্চর্য্য) [আসীৎ] (হইয়াছিল), [যেন] (যদ্দ্বারা) জগন্নাথঃ অপি (শ্রীজগন্নাথও) বিস্মিতঃ (বিস্মিত) আসীৎ (হইয়াছিলেন), সঃ (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। যিনি শ্রীজগন্নাথের পরমসুন্দর রথের অগ্রভাগে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নর্ত্তনে জগদ্বাসী লোকসকল এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন। ১

রথযাত্রাকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া রথের অগ্রভাগে এক অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। সেই লীলাবর্ণনের প্রারম্ভে সেই লীলার উল্লেখপূর্ব্বক গ্রন্থকার মহাপ্রভুর জয় কীর্ত্তন করিতেছেন—এই শ্লোকে।

"রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে ব্রজের মদনমোহন-রূপ অপেক্ষাও মাধুর্য্যের সমধিক বিকাশ (২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রাধাভাবের আবেশে রথের অগ্রভাগে নৃত্যকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেই অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছিল এবং এই মাধুর্য্যের দর্শনেই শ্রীজগন্নাথের বিস্ময় এবং সমধিক আনন্দ জন্মিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দর্শনের লোভেই শ্রীজগন্নাথ কখনও বা রথ থামাইয়া রাখিয়াছেন (২।১৩।১৭১), কখনও বা আস্তে আস্তে চালাইয়াছেন (২।১৩।১৭০), আবার কখনও বা গৌরকে সাক্ষাতে না দেখিয়া শত শত লোকের এবং মত্ত হস্তিগণের আকর্ষণ সত্ত্বেও রথ চালিত করেন নাই (২।১৪।৪৯)। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধে গৌরের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য অংশ দ্রষ্টব্য)।

২। **রথযাত্রায়**—রথযাত্রাকালে। **পরম-মোহন**—পরম (অত্যন্ত) সুন্দর।

আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান ॥ ৩
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥ ৪
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥ ৫
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥ ৬
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাথী।
জগন্নাথ-বিজয় করায় করি হাথাহাথি ॥ ৭
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ ॥ ৮
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ॥ ৯
উচ্চ দৃঢ় তুলী-সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে আর তুলী করায় গমনে ॥ ১০
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১১
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার ?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। **আর দিন**—রথযাত্রার দিন। **রাত্রে উঠি**—রাত্রি থাকিতেই শয্যা হইতে উঠিয়া। **গণ-সঙ্গে**—পার্ষদগণের সঙ্গে। **কৃত্য-স্নান**—কৃত্য (প্রাতঃকৃত্যাদি) ও স্নান (প্রাতঃস্নান)।

৪। **পাণ্ডু**—হাতে বা কোমরে ধরিয়া ছোট শিশুকে যেরূপ হাঁটা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ হাঁটাকে (গমনকে) উড়িষ্যাদেশে পহাণ্ডি বলে ; পহাণ্ডির অপভ্রংশই পাণ্ডু। **বিজয়**—গমন। **পাণ্ডুবিজয়**—ধরাধরি করিয়া শ্রীজগন্নাথকে শ্রীমন্দির হইতে রথের উপরে লইয়া যাওয়াকে বলে পাণ্ডুবিজয়। রথে নেওয়ার সময় শ্রীজগন্নাথকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। শ্রীমন্দির হইতে রথ পর্য্যন্ত পথে তুলার বালিশ পাতা হয় ; বিগ্রহকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ বিগ্রহের স্কন্ধ, কেহ চরণ, কেহ পট্টডুরি ধরিয়া বিগ্রহকে তুলিয়া ধরিয়া বালিশের উপরে দাঁড় করান ; এইরূপে ধরাধরি করিয়া বিগ্রহকে এক বালিশ হইতে অপর বালিশে নেওয়া হয় ; পাণ্ডাদের সহায়তায় শ্রীজগন্নাথ যেন নিজেই হাঁটিয়া যাইতেছেন—এইরূপই মনে হয়। শ্রীজগন্নাথের এই ভাবের গমনকেই পাণ্ডুবিজয় বলে। **যাত্রা কৈল**—রথে উঠিবার জন্য সিংহাসন ছাড়িয়া রওনা হইলেন।

৫। **পাত্রগণ**—রাজপাত্রগণ ; রাজা প্রতাপরুদ্রের পার্ষদগণ। **মহাপ্রভুর গণে**—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণকে। **বিজয়-দর্শন**—পাণ্ডুবিজয় দর্শন।

৬। **ঈশ্বর-গমন**—শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় বা রথে গমন।

কোনও কোনও গ্রন্থে ৪-৬ পয়ার স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় :—"পাণ্ডুবিজয় দেখিতে করিলা বিজয়। গণ সহিত আইলা প্রভু জগন্নাথালয় ॥ জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন। আপনে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ ॥ মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন। অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ॥ সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন। দেখিয়া সানন্দ হৈল প্রভু ভক্তগণ ॥"

৭। **দয়িতাগণ**—শ্রীজগন্নাথের রক্ষক পাণ্ডাগণ। **বিজয়**—গমন। **হাথাহাথি**—হাত ধরাধরি করিয়া।

৮। **স্কন্ধ-আলম্বন**—শ্রীজগন্নাথের স্কন্ধ ধারণ।

৯। **কটিতটে**—শ্রীজগন্নাথের কটিদেশে। **পট্টডোরি**—পট্টনির্ম্মিত দড়ি।

১০। **তুলী**—তুলার গদী বা বালিশ। **পাতি**—পাতিয়া ; স্থাপন করিয়া।

১১। **প্রভু-পদাঘাতে**—শ্রীজগন্নাথের পায়ের চাপে। **শব্দ হয় প্রচণ্ড**—বালিশ ফাটার শব্দ।

১২। **বিশ্বম্ভর**—আশ্রয়-তত্ত্বরূপে সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর। সমগ্র বিশ্বকে

মহাপ্রভু 'মণিমা' বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্যকোলাহল—কিছুই না শুনি॥ ১৩
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন॥ ১৪
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে॥ ১৫
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥ ১৬
মহাপ্রভু পাইল সুখ সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥ ১৭
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার॥ ১৮
শতশত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥ ১৯
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥ ২০
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥ ২১
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যিনি স্বীয়দেহে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে চালাইতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই; বস্তুতঃ এতাদৃশ শ্রীজগন্নাথ নিজ ইচ্ছাতেই তুলির উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, দয়িতাগণ উপলক্ষ্য মাত্র।

১৩। **মণিমা**—ইহা উড়িয়া ভাষার শব্দ; অর্থ—সর্ব্বেশ্বর; ইহা খুব সম্মানসূচক-শব্দ; কেবল মাত্র শ্রীজগন্নাথে ও রাজাতেই প্রযুজ্য। এস্থলে মহাপ্রভু "মণিমা"-শব্দে শ্রীজগন্নাথকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

১৪। **সেবন**—শ্রীজগন্নাথের পথে ঝাড়ু দেওয়া রূপ সেবা। **সুবর্ণমার্জ্জনী**—স্বর্ণমণ্ডিত ঝাড়ু। সাধারণ ঝাড়ুদ্বারা সাধারণ লোকের চলার পথ পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর শ্রীজগন্নাথের চলার পথ পরিষ্কার করা চলে না; তাহা হইলে শ্রীজগন্নাথের মর্য্যাদা থাকে না; তাই শ্রীজগন্নাথের পথে ঝাড়ু দেওয়ার নিমিত্ত স্বর্ণমণ্ডিত ঝাড়ু ব্যবহৃত হয়। রাজা স্বয়ং ব্যবহার করিবেন বলিয়াই যে ঝাড়ুটীকে স্বর্ণমণ্ডিত করা হইয়াছিল, তাহা নহে; কারণ, পথ-সম্মার্জ্জনের কার্য্যে প্রতাপরুদ্রের রাজোচিত অভিমান ছিল না; থাকিলে তিনি প্রভুর কৃপা পাইতেন কিনা সন্দেহ। **পথ-সম্মার্জ্জন**—সম্মার্জ্জনী দ্বারা (ঝাড়ুদ্বারা) পথ পরিষ্কার করা।

১৫। **চন্দন-জলতে**—চন্দন-মিশ্রিত জলদ্বারা। **করে-পথ-নিষিঞ্চনে**—পথ ভিজাইলেন। **তুচ্ছ সেবা**—পথ-মার্জ্জনরূপ হীন সেবা। যিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী, তিনি পথে ঝাড়ু-দেওয়ারূপ হীন সেবায় প্রবৃত্ত।

১৭। **সে সেবা**—সেই ঝাড়ু দেওয়া রূপ তুচ্ছ সেবা। রাজা সর্ব্বোত্তম হইয়াও অত্যন্ত হীন কাজ করাতে তাঁহার চিত্তে যে কোনওরূপ অভিমান নাই, তাহাই সূচিত হইতেছে। এই অভিমানহীনতার জন্যই তিনি মহাপ্রভুর এবং জগন্নাথের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮। **সাজনি**—সাজ-সজ্জা। **নব**—নূতন (রথ)। **হেমময়**—হেম (স্বর্ণ)-মণ্ডিত। **সুমেরু-আকার**—সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় (অর্থাৎ অত্যন্ত) উচ্চ।

১৯। রথের মধ্যে শত শত সাদা চামর, শত শত উজ্জ্বল দর্পণ (আয়না), সুনির্ম্মল চান্দোয়া এবং রথের উপরে শত শত পতাকা রথের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল।

২০। রথের মধ্যে ঘাগর বাজিতেছিল, কিঙ্কিণী বাজিতেছিল এবং ঘণ্টা বাজিতেছিল; নানাবিধ চিত্র এবং সুশোভন পট্টবস্ত্রদ্বারাও রথকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

২১। **ঈশ্বর**—শ্রীজগন্নাথ। **হলধর**—বলরাম। তিন জনের জন্য তিনখানা রথ।

২২। কথিত আছে, অদর্শনের পনর দিন শ্রীজগন্নাথ মহালক্ষ্মীর সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সম্মতি লইয়াই তিনি ভক্তগণের আনন্দের নিমিত্ত রথে চড়িয়া বিহার করিতে বাহির হয়েন। **বিহার**

তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে॥ ২৩
সূক্ষ্ম-শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।
দুইদিগে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥ ২৪
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥ ২৫
গৌড়সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে চলে ক্ষণে চলে মন্দ॥ ২৬
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে—টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে॥ ২৭
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজ-গণ।
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্য-চন্দন॥ ২৮
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাঢ়িল আনন্দ॥ ২৯
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ॥ ৩০
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্য-চন্দন।
স্বরূপ-শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন॥ ৩১
চারি সম্প্রদায় হৈল চবিবশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দ্দঙ্গিক—হৈল অষ্টজন॥ ৩২
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া॥ ৩৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে—বৃন্দাবনে বিহার করিবার নিমিত্ত। রথযাত্রার গূঢ় অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রীজগন্নাথের বৃন্দাবন-বিহার (২।১৪।১১৫-১৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২৪। **সূক্ষ্মশ্বেতবালু-পথ**—পথের উপরে অতি সূক্ষ্ম সাদা বালুকা বিস্তীর্ণ ছিল। তাহাতে উহা দেখিতে নদীর ধারের চড়া ভূমির (পুলিনের) মত হইয়াছিল। **টোটা**—বাগান।

২৫। পথের দুই পার্শ্বের বন দেখিয়া শ্রীজগন্নাথের মনে হইতেছিল—তিনি যেন বৃন্দাবন দেখিতেছেন এবং তাহাতেই বৃন্দাবন-বিহার-লোলুপ শ্রীজগন্নাথের আনন্দ।

২৬। **গৌড়**—উড়িষ্যাবাসী একজাতীয় লোক। **মন্দ**—অল্প, ধীরে।

২৭। **ঈশ্বরেচ্ছায়**—শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছায়। **চলে রথ**—রথ নিজে চলে—শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা-অনুসারে। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথের রথ প্রকৃতপ্রস্তাবে জড়বস্তু নহে; জড় প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত চিদ্বস্তুর বাহন হইতে পারে না। রথও স্বরূপতঃ চিন্ময় বস্তু, সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস-বিশেষ; তাই চেতন; চিন্ময় চেতন বস্তু বলিয়াই শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা বুঝিয়া কখনও চলে কখনও বা চলে না; কখনও আস্তে চলে, আবার কখনও বা দ্রুত চলে (টী. প. দ্র.)

না চলে কারো বলে—শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা না হইলে কাহারও শক্তিতে (বলে), এমন কি শত শত লোকের এবং মত্ত হস্তিগণের আকর্ষণেও রথ চলে না (২।১৪।৪৫-৫১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৩১। **স্বরূপ-শ্রীবাস**—কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীবাসই ছিলেন মুখ্য বা প্রধান। স্বহস্তে মাল্য-চন্দন দিয়া প্রভু কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে কীর্ত্তনোপযোগী প্রেম ও শক্তিই যেন সঞ্চারিত করিলেন।

৩২। কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় (বা দল) করা হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছয়জন করিয়া চারি সম্প্রদায়ে চব্বিশজন গায়ক হইলেন; প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন করিয়া মার্দ্দঙ্গিক ছিলেন; তাহাতে মোট আটজন মার্দ্দঙ্গিক হইলেন। **সম্প্রদায়**—কীর্ত্তনের দল। **গায়ন**—গায়ক। **মার্দ্দঙ্গিক**—মৃদঙ্গ-বাদক।

৩৩-৩৪। **বাঁটিয়া**—বণ্টন করিয়া; ভাগ করিয়া। শ্রীনিত্যানন্দাদি চারি জনের এক এক জনকে এক এক সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবার জন্য প্রভু আদেশ করিলেন।

প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপপ্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান ॥ ৩৫
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘবপণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৬
অদ্বৈত-আচার্য্য তাহাঁ নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাসপ্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৭
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাহাঁ নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৮
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারী যাহাঁ গায়।
মুকুন্দপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৩৯
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাসঠাকুর তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥ ৪০
গোবিন্দঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাহাঁ গায় ॥ ৪১
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ৪২
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাহাঁ নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ ৪৩
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ আর সব গায় ॥ ৪৪
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহাঁ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৫-৩৬। কীর্ত্তনের প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন স্বরূপদামোদর ; আর দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দদত্ত, রাঘবপণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছিলেন।

৩৭-৩৮। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন শ্রীবাস ; আর গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার ; এই সম্প্রদায়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন।

৩৯-৪০ তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন মুকুন্দ ; আর বাসুদেব, গোপীনাথ মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছিলেন।

৪১-৪২। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন গোবিন্দঘোষ ; আর হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার। এই সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বরপণ্ডিত নৃত্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে ও চতুর্থ সম্প্রদায়ে দুইজন বিভিন্ন হরিদাস ; তৃতীয় ও চতুর্থ সম্প্রদায়ে দুইজন বিভিন্ন বাসুদেব —বাসুদেবঘোষ ও বাসুদেবদত্ত। (টী. প. দ্র.)।

৪৩-৪৫। পূর্ব্বোক্ত চারিটী সম্প্রদায়ব্যতীতও কুলীন-গ্রামের এক সম্প্রদায়, শান্তিপুরের এক সম্প্রদায় এবং শ্রীখণ্ডের (খণ্ডের) এক সম্প্রদায়—এই তিনটী সম্প্রদায়ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই তিন সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিলেন ; মহাপ্রভুকে তাহা ঠিক করিয়া দিতে হয় নাই ; তাই এস্থলে এই তিন সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়াদের নাম নাই।

অন্যত্র কীর্ত্তন—প্রভুর গঠিত চারিটী সম্প্রদায় এবং কুলীন-গ্রামের ও শান্তিপুরের সম্প্রদায় যে স্থানে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় সেই স্থানে কীর্ত্তন না করিয়া অন্য একস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাত সম্প্রদায় একই সময়ে একই স্থানে অবশ্যই কীর্ত্তন করিতে পারেন না ; পৃথক্ পৃথক্ স্থানেই তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথাপি কেবল শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় সম্বন্ধেই "অন্যত্র কীর্ত্তনের" কথা কেন বলা হইল? অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের ভাবের পার্থক্যই ইহার হেতু কিনা বলা যায় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইলেন রাধাভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" ; শ্রীলমুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় বহুস্থানে এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন (ভূমিকায় "ভজনাদর্শ —গৌড়ে ও বৃন্দাবনে"-প্রবন্ধের ক-চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণানুগত গোস্বামিপাদগণও এ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এই তত্ত্বানুসারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে—বিশেষতঃ রথযাত্রাকালে—রাধাভাবেরই আবেশ, তিনি

জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুইপাশে দুই—পাছে এক সম্প্রদায়॥ ৪৬
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥ ৪৭
শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিতেন এবং স্বরূপদামোদরাদি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও প্রভুর সেই ভাবের পুষ্টিসাধন এবং সেই ভাবের আনুগত্যেই তাঁহার সেবা করিতেন। কিন্তু শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে অন্যভাবে দেখিতেন। সরকার-ঠাকুর ছিলেন ব্রজলীলায় মধুমতী সখী; ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজে তাঁহার যে নাগর-ভাব ছিল, নবদ্বীপ-লীলাতেও তাঁহার সেই নাগর-ভাবই ছিল; তাই তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে নাগর-বুদ্ধি পোষণ করিতেন; তাঁহার দৃষ্টিতে প্রভু ছিলেন—গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, রসরাজ কৃষ্ণ, গৌরবর্ণ বলিয়া রসরাজ-গৌরাঙ্গ; রাধাভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ নহেন। অপরাপর গৌর-পার্ষদদের দৃষ্টিতে প্রভু ছিলেন—রাধাভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"; রসাস্বাদন-সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রভু ছিলেন শ্রীরাধা, প্রভু নিজেও তাহাই মনে করিতেন। ইঁহাদের ভাবই মহাপ্রভুর স্বরূপের অনুকূল; যেহেতু, শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয়রূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্তই গৌর হইয়াছেন। ইহাই—এই প্রেমের আশ্রয়ত্বই—গৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য। সরকার-ঠাকুর গৌরকে প্রেমের বিষয়রূপেই দেখিতেন—ব্রজলীলার ন্যায়। সুতরাং তাঁহার ভাবে গৌরলীলার বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি নাই। অবশ্য স্বয়ংভগবান্ প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই, তথাপি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপেই তাঁহার বিষয়ত্বের প্রাধান্য এবং শচীনন্দন-রূপে তাঁহার আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য। সরকার-ঠাকুর আশ্রয়ত্ব-প্রধান গৌরসুন্দরেও বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য দিতেন, আর অপরাপর গৌরপার্ষদগণ আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য দিতেন। ইহাই অপরাপর ভক্ত অপেক্ষা গৌর-পার্ষদ শ্রীলসরকার-ঠাকুরের ভাবের পার্থক্য। রথের অগ্রভাগে শ্রীরাধার ভাবেই প্রভু শ্রীজগন্নাথের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, সরকার-ঠাকুরের ভাব প্রভুর এই ভাবের অনুকূল নহে, সুতরাং প্রভুর ভাবের পুষ্টিসাধকও নহে ভাবিয়াই বোধ হয় সরকার-ঠাকুর তাঁহার শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়কে লইয়া "অন্যত্র কীর্ত্তন" করিয়াছিলেন—যেন প্রভুর অভীষ্ট রসাস্বাদনের পক্ষে এবং তাঁহার নিজের রসাস্বাদনের পক্ষেও বিঘ্ন না জন্মে, ইহা ভাবিয়া (২।১৬।১৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তাঁহার ভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তাহা নহে; প্রভু অন্য ছয় সম্প্রদায়ে যেমন বিলাস করিয়াছেন, শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়েও বিলাস তেমনই করিয়াছেন (২।১৩।৫১)। তবে পার্থক্য এই যে—শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ে তিনি কীর্ত্তন-রস আস্বাদন করিয়াছেন প্রেমের বিষয়রূপে, রসরাজ-গৌরাঙ্গরূপে বা গৌরবর্ণ কৃষ্ণরূপে; আর অন্য সম্প্রদায়ে আস্বাদন করিয়াছেন প্রেমের আশ্রয় রূপে, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপে," শ্রীরাধারূপে, স্বীয় স্বরূপ-রূপে, তত্ত্বতঃ গৌররূপে। শ্রীলসরকার-ঠাকুরের ভাবও কান্তাভাবই, কিন্তু রায়-রামানন্দের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কান্তাভাবের আনুগত্যে যে ভজনের কথা প্রকাশ করাইয়াছেন এবং প্রভু নিজেও শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে কান্তাভাবের অনুগত্যে যে ভজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীরূপাদি-গোস্বামিপাদগণও তাঁহাদের গ্রন্থে কান্তাভাবের অনুগত্যে যে ভজনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, শ্রীলসরকার-ঠাকুরের কান্তাভাবের অনুগত্যে ভজন অপেক্ষা তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে ভাবের পার্থক্যই বা দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই এই বৈশিষ্ট্যের হেতু।

৪৬। মোট সাতটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর গঠিত চারি সম্প্রদায় রথের সম্মুখে, দুই সম্প্রদায় রথের দুই পার্শ্বে এবং এক সম্প্রদায় রথের পশ্চাতে কীর্ত্তন করিয়াছিল।

৪৮। এস্থলে বৈষ্ণব-সমূহকে মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, মেঘ যেমন বাদল বা বৃষ্টি বর্ষণ করে, এই সমস্ত বৈষ্ণবগণও সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃত এবং তাঁদের প্রেমাশ্রুধারার জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রেমে তাঁদের নয়ন হইতে এত প্রবলবেগে এবং এত প্রচুর পরিমাণে অশ্রুবর্ষণ হইয়াছিল যে, তাহাতে মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে বলিয়া

ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্যবাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥ ৪৯
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরিহরি' বলি।
'জয়জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি॥ ৫০
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥ ৫১
সভে কহে—প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥ ৫২
কেহো লখিতে নারে, অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে—যার শুদ্ধভক্তি॥ ৫৩
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥ ৫৪
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥ ৫৫
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥ ৫৬
সার্ব্বভৌমসহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥ ৫৭
যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা-বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥ ৫৮
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনে হইল। কিন্তু বৃষ্টির জলে যেমন লোকের অসুবিধা বা কষ্ট হয়, বৈষ্ণবদের নেত্রজলে তেমন হয় নাই; অমৃত পানে যেমন আনন্দ হয়, তাঁদের প্রেমের তরঙ্গে এবং সঙ্কীর্ত্তনের মাধুর্য্যে তদ্রূপই আনন্দ হইয়াছিল।

৫১। **এককালে**—এক সময়ে; যুগপৎ। **সাতঠাঞি**—সাত সম্প্রদায়েই। **বিলাস**—বিহার।

৫২-৫৩। **আমার দয়ায়**—আমার প্রতি দয়াবশতঃ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এস্থলেও এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, থাকিয়া হরি হরি বলিয়া "জয় জগন্নাথ" বলিয়া হাত তুলিয়া শব্দ করিতেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেই মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় দয়া, এজন্য অন্য সম্প্রদায়ে না যাইয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য-শক্তি কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; তবে যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহার চরণে যাঁদের অকপট শুদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবগত আছেন। ২।১১।২১৩-১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

লখিতে নারে—লক্ষ্য করিতে পারে না। **প্রভুর শক্তি**—প্রভুর লীলাশক্তি বা ঐশ্বর্য্য-শক্তি।

৫৫-৫৬। **পরমবিস্ময়**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে একা এক সময়ে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কৃপায় দেখিতে পাইলেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য-শক্তি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; প্রেমে তাঁহার দেহ অবশ হইয়া গেল। রাজা প্রভুর এই অচিন্ত্যশক্তির মহিমার কথা কাশীমিশ্রকে বলিলেন; কাশীমিশ্র বলিলেন—"তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, তাই তুমি প্রভুর এই মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে।"

৫৭। **ঠারাঠারি**—ঈসারা। প্রভু একাই যে, একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র ইসারায় সার্ব্বভৌমকে তাহা জানাইলেন। সার্ব্বভৌমও প্রভুর এই লীলা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

চৈতন্যের চুরি—শ্রীচৈতন্য এক সময়ে যে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, এই অচিন্ত্য-শক্তিকে সকলের নিকট হইতে গোপন রাখার চেষ্টাই এস্থলে তাঁহার চুরি।

৫৮-৫৯। রাজাপ্রতাপরুদ্র সম্মার্জ্জনীদ্বারা শ্রীজগন্নাথের রথের রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছিলেন; শ্রীজগন্নাথের সেবার নিমিত্ত রাজা হইয়াও প্রতাপরুদ্র এত তুচ্ছ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এই তুষ্টিবশতঃ প্রভু তাঁহার প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই প্রতাপরুদ্র প্রভুর এই অচিন্ত্যশক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার কৃপাব্যতীত ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রভুর মহিমা জানিতে পারেন না।

সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥ ৬০
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইল বিস্ময় ॥ ৬১
এইমত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজভক্তগণ ॥ ৬২
কভু এক মূর্ত্তি হয়—কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৩
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥ ৬৪
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণেক্ষণে ॥ ৬৫
ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৬
এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সবলোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৭
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ ॥ ৬৮
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ৬৯
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭০
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭১
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬০। **সাক্ষাতে** ইত্যাদি—প্রভু নিজে সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরোধে রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেন নাই; প্রভু স্বয়ংভগবান্ হইলেও এবং তজ্জন্য তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের বিধি-নিষেধের অতীত হইলেও, তিনি প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিলে—সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারিলে দর্শন দানের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া প্রভুর আচরণকে আদর্শ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে; তাই তিনি প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেন নাই; কিন্তু সাক্ষাতে দর্শন না দিলেও তাঁহার প্রতি প্রভুর যথেষ্ট কৃপা ছিল; সেই কৃপার বশেই প্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির—লীলা-দর্শনের—সৌভাগ্য রাজাকে দান করিয়াছিলেন। **মায়া**—কৃপা।

৬১। **রাজারে প্রসাদ**—রাজার প্রতি প্রভুর কৃপা।

৬৩-৬৫। প্রভু কখনও এক মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতেছেন, প্রয়োজনানুসারে কখনও বা একই সময়ে বহু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বহু স্থানে নৃত্য করিতেছেন। কিরূপে তিনি ইহা করিতেছেন, তাহা তিনি নিজে জানেন না; তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া লীলাশক্তিই বহুমূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন। ব্রজের রাসলীলায়ও এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান ছিলেন। ২।৮।৮২-৮৩ এবং ২।১১।২১৩-১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৬। **অনুভবে**—অনুভব করেন। প্রভুর এই লীলারহস্য একমাত্র ভক্তগণই অনুভব করিতে পারেন; অন্যের পক্ষে ইহার অনুভব অসম্ভব। **শ্রীভাগবত-শাস্ত্র** ইত্যাদি—প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া লীলাশক্তি যে একই সময়ে বহুস্থানে প্রভুর বহুমূর্ত্তিও প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতের "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" ইত্যাদি ১০।৩৩।৩ শ্লোকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; রাসলীলায় দুই দুই গোপীর মধ্যস্থানেই যে শ্রীকৃষ্ণের এক একমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন, সুতরাং একই সময়েই যে শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি লীলাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়। ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং লীলাশক্তি যে শ্রীচৈতন্যরূপেরও বহুমূর্ত্তি প্রকটিত করিতে সমর্থ, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

৬৮। **কৃষ্ণের রথ আরোহণ**—শ্রীজগন্নাথরূপী কৃষ্ণের রথ-আরোহণ। **তার আগে**—রথের সম্মুখে।

উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥ ৭৩

এই দশজন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিগে রহি গায় ॥ ৭৪

দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ।
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥ ৭৫

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—
মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি (৪৭।৯৪)—
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

তথাহি মুকুন্দমালায়াম্ (৩)—
পদ্যাবল্যাং (১০৮)—
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম ইতি। ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মণ্যানাং বেদজ্ঞানাং দেবায় পূজ্যায় অথবা ব্রহ্মরূপদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় গোভ্যো যজ্ঞঘৃতদোগ্ধ্রীভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যো বেদজ্ঞেভ্যো হিতং যস্মাত্তস্মৈ গোব্রাহ্মণানাং হিতসাধনেন যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাৎ ধর্মস্থাপকায় ইত্যর্থঃ অতঃ জগদ্ধিতায় জগল্লোকানাং সুখকরায় কৃষ্ণায় যশোদানন্দনায় গোবিন্দায় গোপালকায় নমো নমো নম ইতি অত্যাদরেণ ত্রিরুক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। নম ইতি প্রাণাধিকং সর্ব্বং সমর্পিতবানহমিতি ব্যঞ্জকমিতি। শ্লোকমালা। ২

অসৌ দেব জয়তি জয়তি মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। অত্র মহাহর্ষেণ বীপ্সা এবং পরত্র। অসাবিতি তৎসাক্ষাৎকারহেতুনৈবোক্তম্। কথম্ভূতো দেবঃ দেবকীনন্দনঃ। বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ বৃষ্ণয়ঃ যাদবাঃ এতেষাং যাদবানাং গোপানাঞ্চ বংশং কুলং প্রদীপয়তি প্রকাশয়তীতি তথা গোপানাং যাদবত্বং স্কান্দমথুরামাহাত্ম্যে ব্যক্তম্। রক্ষিতা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৩। **নবজন**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত শ্রীবাসাদি নয়জন।

৭৪। **দশজন**—৭২ পয়ারোক্ত নয়জন ও স্বরূপ-দামোদর এই দশজন। **আর সম্প্রদায়**—উক্ত দশজন-ব্যতীত সাত সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলে।

৭৫। **দেখি জগন্নাথ**—জগন্নাথের দিকে চাহিয়া।

শ্লো। ২। অন্বয়। ব্রহ্মণ্যদেবায় (বেদজ্ঞদিগের পূজ্য) গোব্রাহ্মণহিতায় (গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকারী) জগদ্ধিতায় (জগতের হিতকারী) গোবিন্দায় (গোপালনকারী) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণকে) নমঃ নমঃ (নমস্কার নমস্কার)।

অনুবাদ। যিনি বেদজ্ঞদিগের পূজনীয়, যিনি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী এবং যিনি গোপালক, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার। ২

ব্রহ্মণ্যদেবায়—ব্রহ্মণ্য অর্থ বেদজ্ঞ। দেব অর্থ পূজনীয়; যিনি বেদজ্ঞদিগের পূজনীয় তাঁহাকে ব্রহ্মণ্যদেব বলে। **গোব্রাহ্মণ-হিতায়**—গোসকল হইতে যজ্ঞের সাধন ঘৃতদুগ্ধাদি পাওয়া যায়; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসমূহদ্বারা যজ্ঞাদি সাধিত হয়; যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানার্থ শ্রীকৃষ্ণ গো ও ব্রাহ্মণগকে রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে "গো-ব্রাহ্মণহিত—গো ও ব্রাহ্মণের হিত হয় যাঁহা হইতে, তাদৃশ গোব্রাহ্মণহিতকারী" বলা হয়। **জগদ্ধিতায়**—সমস্ত জগতের মঙ্গলকারী। **গোবিন্দায়**—গোপালক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া শ্রীজগন্নাথের স্তুতি করিয়াছেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অসৌ (এই) দেবকীনন্দনঃ (দেবকীনন্দন) দেবঃ (দেব) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন)। বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (যদুবংশপ্রদীপ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত

তথাহি (ভা. ১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাদিতি। তথা যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণেত্যাদিনা। তথাভূতঃ কৃষ্ণঃ শ্রীযশোদানন্দনঃ। মেঘশ্যামলঃ মেঘবৎ শ্যামলঃ শীতল-শ্যামবর্ণঃ ইত্যর্থঃ অতঃ কোমলাঙ্গঃ। পৃথ্বীভারনাশঃ তথা মুকুন্দঃ পৃথিবীভারনাশচ্ছলেন অসুরেভ্যো মুক্তিং দদাতীত্যর্থঃ। এতেন তস্য মহাদয়ালুত্বং ধ্বনিতম্॥ ইতি শ্লোকমালা। ৩

যত এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ততঃ স এব সর্ব্বোত্তম ইত্যাহ জয়তীতি। জনানাং জীবানাং নিবাসঃ আশ্রয়ঃ তেষু বা নিবসতি অন্তর্য্যামিতয়া তথা স শ্রীকৃষ্ণো জয়তি। দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ যদুবরা পরিষৎ সভা-সেবকরূপা যস্য সঃ ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিরধর্ম্মং অস্যন্ ক্ষিপন্ স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষমেব বৃন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যমপেক্ষং ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেন কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সাংসারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হউন)। মেঘশ্যামলঃ (মেঘবৎ শীতল ও শ্যামবর্ণ) কোমলাঙ্গঃ (এবং কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি জয়তি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন)। পৃথ্বীভারনাশঃ (পৃথিবীর ভারনাশকারী) মুকুন্দঃ (মুকুন্দ) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন। যদুকুলোজ্জ্বলকারী এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। মেঘবৎ শীতল-শ্যামবর্ণ কোমলাঙ্গ এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। ভূ-ভারনাশকারী এই মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন। ৩

পৃথ্বীভারনাশঃ—অসুর-সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছেন যিনি, সেই **মুকুন্দঃ**—পৃথিবীর ভারনাশচ্ছলে অসুরদিগের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ। **দেবকীনন্দনঃ**—দেবকীর পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেবের পত্নীর নাম দেবকী; আবার নন্দগেহিনী যশোদারও এক নাম দেবকী। **বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ**—বৃষ্ণিশব্দে সাধারণতঃ দ্বারকার যদুবংশীয়দিগকে বুঝায়। আবার "রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাদিত্যাদি"-বাক্যে স্কন্দপুরাণের মথুরামাহাত্ম্যে ব্রজের গোপদিগকেও যাদব বলা হইয়াছে। সুতরাং বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ—গোপকুলোজ্জ্বলকারী এবং যদুকুলোজ্জ্বলকারী—এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ উভয়বংশেরই প্রদীপতুল্য ছিলেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। জননিবাসঃ (জনগণের আশ্রয়স্বরূপ যিনি, অথবা অন্তর্য্যামিরূপে যিনি জনগণের মধ্যে অবস্থিত) দেবকীজন্মবাদঃ (শ্রীদেবকী-দেবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথা প্রচলিত আছে), যদুবরপরিষৎ (যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাসৎ), স্বৈঃ (স্বীয়) দোর্ভিঃ (বাহুদ্বারা) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) অস্যন্ (দূরীভূত করিয়া) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (যিনি স্থাবর-জঙ্গমাদির দুঃখহরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ) সুস্মিত শ্রীমুখেন (মধুরহাস্যসমন্বিত শ্রীমুখকমলদ্বারা) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজবনিতা ও মথুরাদ্বারকাস্থ-বনিতাদিগের) কামদেবং (পরমপ্রেম) বর্দ্ধয়ন্ (উদ্দীপিত করিয়া) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন)।

অনুবাদ। যিনি জীবগণের আশ্রয় (অথবা যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত), শ্রীদেবকী-দেবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাসৎ, যিনি স্বীয় বাহুদ্বারা অধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদির দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ মধুরহাস্যসমন্বিত সুশোভন মুখকমলদ্বারা (অর্থাৎ শ্রীমুখের মধুরহাস্যদ্বারা) শ্রীব্রজবনিতা ও শ্রীদ্বারকামথুরাস্থ-বনিতা-দিগের পরমপ্রেম উদ্দীপিত করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন। ৪

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৭২)—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কোঽসি ত্বমিতি পৃষ্টস্য কস্যচিদ্ভক্তবরস্য বচনমনুবদতি নাহমিতি। অহং ন বিপ্রঃ ন ব্রাহ্মণজাতিঃ ন চ নরপতিঃ ন ক্ষত্রিয়জাতিঃ নাপি বৈশ্যঃ ন বৈশ্যজাতিঃ ন শূদ্রঃ ন শূদ্রজাতিশ্চ চতুর্বর্ণমধ্যে কোঽপি নাহমিত্যর্থঃ। তথা চতুরাশ্রম-মধ্যে কোঽপি নাহমিত্যাহ; নাহং বর্ণী ব্রহ্মচারী ন, ন চ গৃহপতিঃ গৃহস্থঃ ন, ন বনস্থঃ বানপ্রস্থঃ ন, যতি র্বা সন্ন্যাসী ন। কিন্তু প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্যন্ উদয়মাবিষ্কুর্ব্বন্ যো নিখিল-পরমানন্দঃ তস্য পূর্ণামৃতাব্ধিঃ সর্ব্বেষামানন্দানামাকর ইত্যর্থঃ তস্য, গোপীনাং ব্রজাঙ্গনানাং ভর্ত্তুঃ স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ অতিহীনদাসোঽস্মীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জননিবাসঃ—জনগণের নিবাস বা আশ্রয় যিনি; অথবা, জনগণই যাঁহার নিবাস বা আশ্রয় (অন্তর্য্যামিরূপে যিনি জীবগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন)। **দেবকীজন্মবাদঃ**—দেবকীতে—বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে, অথবা যশোদার গর্ভে, (যশোদার অপর নাম দেবকী) জন্ম হইয়াছে—এইরূপ বাদ বা প্রবাদ প্রচলিত আছে যাঁহার সম্বন্ধে। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে—ইহা প্রসিদ্ধি মাত্র; প্রকৃত কথা নহে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অনাদি তত্ত্ব বলিয়া জন্মাদি-রহিত; শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল হইতেই যশোদা ও দেবকীরূপে বিরাজিত; লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন—দেবকী-যশোদা তাঁহার মাতা; দেবকী-যশোদাও মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলাকালেও দেবকী-যশোদা হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন—এইরূপ লীলার অভিনয় মাত্র করা হয়; বস্তুতঃ মানুষের ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় না। অনাদি বস্তুর জন্ম হইতেও পারে না। **যদুবরপরিষৎ**—যাদবদিগের (যাদব-শব্দে ব্রজের গোপগণ এবং দ্বারকামথুরার যদুবংশীয়-গণ—এই উভয়কেই বুঝায় বলিয়া ব্রজের গোপগণের এবং দ্বারকামথুরার যদুবংশীয়গণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারা যাঁহার পার্ষদ—স্বৈঃ দোর্ভিঃ—স্বীয় বাহুদ্বারা; অথবা স্বীয় পার্ষদ যাদবগণরূপ বাহুর সাহায্যে **অধর্ম্মং অস্যন্**—অসুর-শরীররূপ অধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া; অথবা, স্বীয় পার্ষদ গোপবালকরূপ বাহুর সাহায্যে **অস্যন্ ন ধর্ম্মং**—ধর্ম্মং ন অস্যন্—ধর্ম্মস্থাপন করিয়া (শ্রীজীব) **স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ**—বৃন্দাবনস্থ তরুলতাগোবর্দ্ধনাদি স্থাবরবস্তুসমূহের এবং তত্রত্য মৃগপক্ষী-আদি জঙ্গমবস্তু-সমূহের—তথা দ্বারকাস্থ রৈবতকাদি স্থাবর-বস্তুসমূহের এবং তত্রত্য মৃগপক্ষী-আদির দুঃখহরণ করিয়া আনন্দ দান করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ **সুস্মিতশ্রীমুখেন**—মধুরহাসিযুক্ত শ্রী (শোভন) মুখদ্বারা; মনোহর মুখের মধুর মন্দহাসিদ্বারা **ব্রজপুরবনিতানাং**—ব্রজবনিতাদিগের এবং পুর (দ্বারকা-মথুরাস্থিত) বনিতাদিগের **কামদেবং**—অপ্রাকৃত কাম, পরমপ্রেম (ব্রজগোপীদের প্রেমকেই কাম বলা হয়) **বর্দ্ধয়ন্**—উদ্দীপিত করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের মধুরহাস্য দেখিয়া তাঁহাদের কাম—প্রেম—উদ্দীপিত হয়) **জয়তি**—সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজিত। এস্থলে বর্ত্তমানকাল-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় নিত্য বিরাজিত।

উক্ত তিনটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তভাবে শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্তুতি করিয়াছেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অহং (আমি) ন বিপ্রঃ (বিপ্র বা ব্রাহ্মণ নহি) ন চ নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়ও নহি) ন অপি বৈশ্যঃ (বৈশ্যও নহি) ন শূদ্রঃ (শূদ্রও নহি)। অহং (আমি) ন বর্ণী (ব্রহ্মচারী নহি) ন চ গৃহপতিঃ (গৃহস্থও নহি) নো বনস্থঃ (বানপ্রস্থও নহি) ন যতিঃ বা (যতি বা সন্ন্যাসীও নহি)। কিন্তু (কিন্তু) প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ (প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য) গোপীভর্ত্তুঃ (গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণের) পদকমলয়োঃ (চরণপদ্মের) দাসদাসানুদাসঃ (দাসদাসানুদাস হই)।

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাথে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥ ৭৬
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার॥ ৭৭

নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥ ৭৮
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য। ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি; আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু আমি প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত-নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুল্য গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের দাসদাসানুদাসমাত্র। ৫

লৌকিক জগতে চারিটী বর্ণ এবং চারিটী আশ্রম আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ; প্রাচীন কালে গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ হইত; ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত না; ব্রাহ্মণের পুত্রও শূদ্রোচিত গুণের অধিকারী হইলে শূদ্রপর্য্যায়ভুক্ত হইত। আবার ক্ষত্রিয়াদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেহ যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণপর্য্যায়ভুক্ত হইতেন। কালক্রমে গুণকর্ম্মগত বর্ণবিভাগের স্থলে জন্মগত বর্ণবিভাগ আসিয়া পড়িল, তখন হইতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইতে থাকেন; অন্যান্য বর্ণসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। আর ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটী আশ্রম; একই ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারীরূপে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তার পরে গৃহস্থরূপে সংসারধর্ম্ম করেন, তারপরে পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন এবং পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। বর্ণ ও আশ্রম লৌকিক বিভাগমাত্র—সামাজিক প্রথামাত্র; দেহের সহিতই বর্ণাশ্রমের সম্বন্ধ, জীবস্বরূপের সহিত ইহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। জীবস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ কেবল শ্রীকৃষ্ণের—জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। এই শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তভাবে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তভাবে যুক্তকরে শ্রীজগন্নাথের স্তুতি করিয়া এই শ্লোক বলার অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ:—"প্রভু, স্বরূপতঃ আমি তোমার দাস; লৌকিক বর্ণাশ্রমবিভাগের অভিমান আমার চিত্ত হইতে দয়া করিয়া দূর করিয়া দাও; তোমার দাস-অভিমান হৃদয়ে জাগাইয়া দাও; তোমার গোপীজনবল্লভরূপের সেবা দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর প্রভু।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু এস্থলে মঞ্জরীভাবে আবিষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে।

প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ—প্রকৃষ্টরূপে (উদ্যন্) আবির্ভূত যে নিখিলপরমানন্দ, তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। নিখিল পরমানন্দ প্রকৃষ্টরূপে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। এই পরমানন্দ সমুদ্রের ন্যায় অসীম ও অগাধ এবং অমৃতের ন্যায় চমৎকৃতিজনক; তাই কৃষ্ণকে অমৃততুল্য নিখিল-পরমানন্দের সমুদ্র বলা হইয়াছে। **গোপীভর্ত্তুঃ**—গোপিকাদিগের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের, গোপীজনবল্লভের, কান্তা-ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের। **দাসদাসানুদাসঃ**—দাসের যে দাস, তাহারও অনুদাস; অতি হীনদাস।

৭৬। **এত পড়ি**—পূর্ব্বোক্ত শ্লোক চারটী পড়িয়া।

৭৭। **উদ্দণ্ড নৃত্য**—দণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য। **চক্র**—চাকা। **ভ্রমি**—ভ্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া। **চক্রভ্রমি**—চাকার ন্যায় ঘুরিয়া। **ভ্রমে**—ঘুরেন। **অলাত**—জ্বলন্ত কাষ্ঠ। একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠকে দ্রুতবেগে ঘুরাইলে তাহাকে যেমন একটী অগ্নিময় জ্বলন্ত বৃত্ত বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুও অতি দ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও যেন একটী স্বর্ণবর্ণ বৃত্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল।

৭৮। **সসাগর**—সাগরের সহিত। **শৈল**—পর্ব্বত। **মহী**—পৃথিবী। সাগর ও পর্ব্বতাদির সহিত সমস্ত পৃথিবী যেন টলমল করিতে লাগিল।

৭৯। প্রভুর দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব (২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য) এবং হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব (২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) প্রকটিত হইল। তাহাতে প্রভু প্রেম-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি পড়ি যায়।
সুবর্ণপর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥ ৮০
নিত্যানন্দপ্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা ॥ ৮১
প্রভুপাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরি বোল' বোলে বারবার ॥ ৮২
লোক নিবারিতে হইল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৩
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাথাহাথি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ ॥ ৮৪
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোকনিবারণ ॥ ৮৫
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥ ৮৬
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ৮৭
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে—হও একপাশ ॥ ৮৮
নৃত্যালোকাবেশে শ্রীবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে, আর ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৮৯
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন ॥ ৯০
ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে—॥ ৯১
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ॥ ৯২
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৩
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ৯৪
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয় উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুইজনার শ্রীমুখে হৈল হাস ॥ ৯৫
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮২। আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।

৮৩-৮৫। মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক উৎকণ্ঠিত; অনেকেই মহাপ্রভুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। তাই লোকের ভিড় দূরে রাখিবার জন্য পর পর তিন মণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণ দাঁড়াইলেন। প্রথমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন; তার পরে দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি হাতাহাতি করিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার বাহিরে তৃতীয় মণ্ডলে রাজা-প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণ লইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

৮৬। হরিচন্দন—রাজা প্রতাপরুদ্রের জনৈক পার্ষদ। **হস্তাবলম্বিয়া**—হাত রাখিয়া।

৮৮। রাজার আগে—রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে। শ্রীনিবাস—শ্রীবাস পণ্ডিত। **হও এক পাশ**—রাজার সম্মুখভাগ হইতে এক পাশে সরিয়া যাও।

৮৯। নৃত্যালোকাবেশে—নৃত্য+আলোক (দর্শন)+আবেশে; মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে আবিষ্ট হওয়ায়। **কিছুই না জানে**—তিনি যে রাজার সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া রাজার দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন, বাহ্যস্মৃতি না থাকায় শ্রীবাসের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিল না। **বারবার ঠেলে**—হরিচন্দন শ্রীবাসকে বারবার ঠেলিতে লাগিলেন। **তার ক্রোধ**—শ্রীবাসের ক্রোধ।

৯২। এই পয়ার হরিচন্দনের প্রতি প্রতাপরুদ্রের উক্তি। **ইঁহার হস্তস্পর্শ**—শ্রীবাসের হস্তস্পর্শ।

৯৪। অনিমিষ নেত্রে—পলকহীন চক্ষুতে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৬। "উদ্দণ্ডনৃত্যে" স্থলে "উদ্ভটনৃত্যে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **উদ্ভট**—উৎকট; অদ্ভুত। **অষ্টসাত্ত্বিক**—

মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ ৯৭
একেক-দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ৯৮
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ জজ গগ'—গদ্গদবচন ॥ ৯৯
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০০
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ॥ ১০১
কভু স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয় ॥ ১০২
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥ ১০৩
কভু নেত্র-নাসা-জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **সমকাল**—একই সময়ে। সকল সাত্ত্বিকভাব এক কালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলে। এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবই মহাভাবে মোহনে সুদ্দীপ্ত হয়; পরবর্ত্তী পয়ার সমূহ হইতে বুঝা যায়, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভুর দেহে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ৯৭-১০৪ পয়ারে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের অভিব্যক্তি দেখান হইয়াছে।

৯৭। ক্রমে ক্রমে অষ্ট-সাত্ত্বিকের পূর্ণতম অভিব্যক্তি দেখাইতেছেন। এই পয়ারে "রোমাঞ্চের" লক্ষণ দেখাইয়াছেন। রোম এমন ভাবে পুলকিত হইয়াছিল যে, তাহার গোড়ার মাংস স্ফোটকের মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে, প্রভুর দেহ দেখিতে কণ্টকবেষ্টিত শিমূল বৃক্ষের মত হইয়াছিল। **মাংসব্রণ**—মাংসের ব্রণ বা স্ফোটক।

৯৮। এই পয়ারে "কম্প" দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক দন্ত এত বেগে কাঁপিতেছিল, যেন সমস্ত দন্তই খসিয়া পড়িতেছে, এরূপ মনে হইল।

৯৯। প্রথম পংক্তিতে "স্বেদ" ও দ্বিতীয় পংক্তিতে "স্বরভেদ" দেখান হইয়াছে। সমস্ত শরীরে এত ঘর্ম্ম হইয়াছিল যে, এবং ঐ ঘর্ম্ম এত তীব্রবেগে বাহির হইতেছিল যে, ঐ ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইতেছিল। **প্রস্বেদ**—প্রচুর ঘর্ম্ম। **রক্তোদ্গম**—রক্ত বাহির হওয়া। "**জজ গগ জজ গগ**" আদি দ্বারা স্বরভেদ দেখান হইয়াছে। "জগন্নাথ" বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু প্রেমে স্বরভেদ হওয়ায় "জগন্নাথ" বলিতে পারিতেছেন না, কেবল "জজ গগ জজ গগ" বলিতেছেন। গদ্গদ্-বাক্যাদিই স্বরভেদের লক্ষণ।

১০০। এই পয়ারে অশ্রু দেখান হইয়াছে। চক্ষু হইতে এত প্রবল ভাবে জল বাহির হইতেছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন পিচকারী বা ফোয়ারা হইতে জল আসিতেছে; সেই নয়নজলে চারিদিকের সকল লোক ভিজিয়া গেল। **জলযন্ত্র**—পিচকারী বা ফোয়ারা।

১০১। এই পয়ারে "বৈবর্ণ্য" দেখান হইয়াছে। **বৈবর্ণ্য**—অর্থ দেহের স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্ত্তে অন্য বর্ণ হওয়া। প্রভুর দেহের স্বাভাবিক বর্ণ গৌর; কিন্তু এই প্রেমের বিকারের সময়ে প্রভুর বর্ণ কখনও লাল, কখনও বা মল্লিকা পুষ্পের মত একেবারে সাদা হইয়া যাইত। **অরুণ**—রক্ত, লাল। **কান্তি**—বর্ণ।

১০২। এই পয়ারে "স্তম্ভ" দেখান হইয়াছে। স্তম্ভে বাক্রোধ হয়, দেহ নিশ্চল বা নিস্পন্দ হইয়া যায়, চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হইয়া-যায়। প্রভু কখনও ভূমিতে পড়িয়া এরূপ নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন যে, হাত পা মোটেই নড়ে না, দেখিলে মনে হয় যেন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে।

১০৩। এস্থলে "প্রলয়" দেখান হইয়াছে। প্রলয়ে আলম্বনে মন সম্পূর্ণরূপ লীন হয় বলিয়া সর্ব্ববিধ চেষ্টার ও জ্ঞানের লোপ পায়। মূর্চ্ছিতের মত মাটীতে পড়িয়া যাওয়া, নাসিকায় শ্বাস না থাকা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

১০৪। এস্থলে প্রভুর বদনকে চন্দ্রের সঙ্গে এবং নাসিকা ও নেত্রের জল ও মুখের ফেনকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্র হইতে যেমন অমৃত ক্ষরিত হয়, সেইরূপ মহাপ্রভুর বদনস্থিত নাসা ও নেত্র হইতে জল এবং

সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥ ১০৫
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কথোক্ষণ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥ ১০৬
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিঞা স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥ ১০৭

তথাহি পদম্—

"সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥ ধ্রু॥" ১০৮

এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥ ১০৯
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥ ১১০
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সভে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥ ১১১
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥ ১১২
গৌর যদি আগে না যায়,—শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে,—শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুখগহ্বর হইতে ফেন নির্গত হইতেছে। ইহা অপস্মার-নামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ। দুঃখ হইতে উৎপন্ন ধাতুবৈষম্যাদি-জনিত চিত্তের বিপ্লবকে অপস্মার বলে; ভূমিতে পতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপণ, উচ্চ-শব্দাদি, ইহার লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখই এস্থলে প্রভুর চিত্তবিপ্লবের হেতু; যাহার ফলে মুখ হইতে ফেন ক্ষরিত হইতেছে।

১০৬-১০৭। **ভাব বিশেষে**—শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধার যে ভাব হইয়াছিল, প্রভুর মনে সেই ভাবের উদয় হইল। **আজ্ঞা দিল**—গান গাহিতে আদেশ করিলেন। **হৃদয় জানিয়া**—প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিয়া তদনুকূল পদ গাহিলেন।

১০৮। **পাইলুঁ**—পাইলাম। **মদন-দহনে**—কামাগ্নিতে। **ঝুরি গেলুঁ**—দগ্ধ হইলাম। "যেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্রাণবল্লভকে এখন পাইলাম।" রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ-গোস্বামী এই পদ গান করিলেন। এই পদটী শ্রীরাধিকার উক্তি; ইহার মর্ম্ম এই :— কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে শ্রীমতী ভাবিতেছেন, 'আমার এই বধুঁয়ার বিরহেই বৃন্দাবনে আমি কামানলে দগ্ধ হইতেছিলাম; সৌভাগ্যবশতঃ এখন তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলাম, এখন আমার প্রাণ, মন ও দেহ শীতল হইল।" ইহা বিরহান্তে মিলনজনিত আনন্দের জ্ঞাপক। রথের সাক্ষাতে জগন্নাথের চন্দ্রবদনে নয়ন রাখিয়া প্রভু এই গীত শুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—"তিনি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বৃন্দাবনে অতি দুঃসহ দুঃখে অনেক কাল যাপন করিয়াছেন; দুঃখে প্রাণ যায় নাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আশায়।" আর রথে জগন্নাথকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ভাবিতেছেন—"আজ অনেক সৌভাগ্য, বহুদিনের পরে, বহু দুঃখের পরে এই কুরুক্ষেত্রে বধুঁয়াকে পাইলাম, পাইয়া আমার হৃদয়, মন ও প্রাণ শীতল হইল।" এই মিলনের আনন্দে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু রথের অগ্রে মধুর নৃত্য করিতেছেন।

১১১। **পাছে পাছে**—পেছনের দিকে। জগন্নাথের দিকে মুখ রাখিয়া পিছু হাটিয়া যাইতেছেন।

১১২। **শ্রীহস্তযুগে ইত্যাদি**—হস্তাদির ভঙ্গীদ্বারা গানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

১১৩। **গৌর**—গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্য। **শ্যাম**—শ্যামবর্ণ শ্রীজগন্নাথ।

মহাপ্রভু যদি রথের সম্মুখে না থাকেন—যদি রথের পেছনে থাকেন—তাহা হইলে জগন্নাথের রথ আর চলে না; আর মহাপ্রভু যদি রথের সম্মুখভাগে থাকিয়া পেছনের দিকে চলিতে থাকেন, তাহা হইলে রথও ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১১৪
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥ ১১৫

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪),—
সাহিত্যদর্পণে (১।১০),—পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানীলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৬ ॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনা কেহো অর্থ না জানে ইহার ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গৌর সম্মুখে না থাকিলে রথ চলে না কেন? পূর্বে বলা হইয়াছে—"ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে (২।১৩।২১)।" জগন্নাথ যখন রথ চালাইতে ইচ্ছা করেন, তখনই রথ চলে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, শতসহস্র লোক—এমন কি মত্ত হস্তিগণ টানিলেও রথ চলে না। বুঝা যাইতেছে—প্রভু যখন সম্মুখে—অর্থাৎ জগন্নাথের দৃষ্টিপথে না থাকেন, তখন রথ চালাইবার জন্য জগন্নাথের ইচ্ছাই হয় না। কেন? নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীবিগ্রহ হইতে এমন এক অদ্ভুত মাধুর্য্য বিচ্ছুরিত হইত, যাহা দ্বারকাবিহারী শ্রীজগন্নাথেরও অপরিচিত (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই মাধুর্য্য একবার দেখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা দেখিবার জন্য জগন্নাথের এতই বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল যে, প্রভুকে সাক্ষাতে না দেখিলে হতাশায় তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন; এই ব্যাকুলতাতেই বোধ হয় তাঁহার রথ চালাইবার ইচ্ছা স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, কাজেই রথ আর চলিত না। আবার প্রভু যখন তাঁহার মাধুর্য্যময় বিগ্রহ লইয়া জগন্নাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তখন জগন্নাথের যেন উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত, রথ চালাইবার ইচ্ছা আবার জাগ্রত হইত, মাধুর্য্যের ফোয়ারা ছড়াইয়া গৌর ধীরে ধীরে পেছনে চলিতে থাকেন, শ্যামও সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে রথ চালাইয়া চলিতে থাকেন। গৌরকে অধিক সময় সাক্ষাতে রাখার ইচ্ছাতেই বোধ হয় শ্যাম আস্তে আস্তে চলিতেন।

১১৪। **সরথ**—রথের সহিত। মহাপ্রভু যদি রথের পশ্চাতে থাকেন, তাহা হইলে রথ আর চলে না—যেন আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না; মহাপ্রভুই যেন রথসহ জগন্নাথকে পেছনের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছেন; (ইহাতে গৌরের অপূর্ব্বশক্তির—মহাবলের—পরিচয় পাওয়া যাইতেছে)। **মহাবলী**—অত্যন্ত শক্তিশালী। ইহা গৌরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের শক্তি।

১১৫। **ভাবান্তর**—অন্যভাব। এ পর্য্যন্ত ভাব ছিল এই যে—"প্রভু শ্রীরাধা; অনেক দুঃখের পরে তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন, পাইয়া মিলনের আনন্দভোগ করিতেছেন।" এখন ভাব হইল—"এই যে মিলনের আনন্দ, ইহাতে মনের তত তৃপ্তি হয় না; শ্রীবৃন্দাবনে যদি বঁধুয়াকে পাইতেন, তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইতেন।" এখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে মিলনের বাসনা হইতেছে।

হস্ত তুলি—হাত তুলিয়া। **শ্লোক পড়ে**—পরবর্ত্তী "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৬। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথের অগ্রে বার বার কেন এই শ্লোক পড়িতেছেন, তাহা স্বরূপ-গোস্বামীব্যতীত অপর কেহ জানেন না। মহাপ্রভু যে ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক পড়িতেছেন, তাহা এই:—তিনি মনে ভাবিতেছেন, তিনি শ্রীরাধা; অনেক দিনের বিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন; মিলনে আনন্দও হইতেছে; কিন্তু এই আনন্দ, বৃন্দাবনে মিলনের আনন্দের মত তৃপ্তিদায়ক হইতেছে না। বৃন্দাবনে যে-শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তিনি সুখে আত্মহারা হইতেন, এখানেও তাঁহার সেই প্রাণবঁধু শ্রীকৃষ্ণই; তিনিও সেই

এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান—॥ ১১৭
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন ॥ ১১৮
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥ ১১৯
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন—।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম ॥ ১২০
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাই আপন চরণ ॥ ১২১
ইহাঁ লোকারণ্য হাথি ঘোড়া রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ১২২
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ ১২৩
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই-সুখ-আস্বাদন।
সে-সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ ॥ ১২৪
আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপকিশোরী শ্রীরাধাই ; আর সেই দুজনেরই এই কুরুক্ষেত্রে মিলন, দীর্ঘ বিরহের পরের মিলন বলিয়া নবসঙ্গমের মতই সুখদায়ক হইতেছে ; কিন্তু তথাপি এই সঙ্গমসুখ যেন বৃন্দাবনের সঙ্গমের মত তত মধুর, তত তৃপ্তিজনক হইতেছে না। শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনের মালতীমল্লিকাশোভিত, পিক-কুহরিত, ভ্রমর-গুঞ্জিত মাধবীকুঞ্জের মিলনসুখের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইতেছে। এই উৎকণ্ঠার সহিতই শ্রীরাধা-ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক বার বার পাঠ করিতেছেন। স্বরূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ; এজন্য কি ভাবে প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন ; অপর কেহ জানিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ব্রজলীলায় স্বরূপ-গোস্বামী ছিলেন শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়-সখী ললিতা ; শ্রীরাধার মনের কোনও কথাই ললিতার অবিদিত নহে ; সুতরাং রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনের ভাবও ললিতাভাবাবিষ্ট স্বরূপগোস্বামীর অবিদিত থাকিতে পারে না।

১১৭। **পূর্ব্বে**—মধ্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে। **আখ্যান**—বর্ণন।

১১৮। **পূর্ব্বে**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরলীলায়। **যেন**—যেরূপ।

১১৯। **ধুয়া**—"সেই ত পরাণনাথ"-ইত্যাদি-১০৮ পয়ারোক্ত পদ।

১২০-২১। **অবশেষে**—"সেই ত পরাণনাথ"-ইত্যাদি ধুয়াগানের পরে। এই ধুয়া শুনার পরে প্রভুর মনে ভাবান্তরের উদয় হইল (১১৫ পয়ার); এই ভাবান্তরটী কি, তাহা বলিতেছেন ১২০-২৫ পয়ারে। এই ভাবটী হইতেছে—কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব।

রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন (বলিলেন); যাহা বলিলেন, ১২০-২৫ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। **নবসঙ্গম**—নূতন মিলন ; সর্ব্বপ্রথম মিলন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যে মিলন হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম-নূতন মিলন না হইলেও দীর্ঘ-বিরহের পরে তাঁহাদের এই মিলন নবসঙ্গমের ন্যায়ই সুখপ্রদ হইয়াছিল। **আমার মন হরে বৃন্দাবন**—বৃন্দাবন আমার মনকে হরণ করিতেছে। বৃন্দাবনে মিলনের জন্যই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। **উদয় করাহ আপন চরণ**—নিজে বৃন্দাবনে গমন কর। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"বঁধু, বৃন্দাবনে তোমার সহিত মিলনে যে আনন্দ পাইয়াছি, এইস্থানে সে আনন্দ পাইতেছি না ; অথচ তুমিও সেই, আমিও সেই ; আবার দীর্ঘকাল বিরহের পরে আমাদের এই মিলন নবসঙ্গমের মতই হইয়াছে ; তথাপি যেন তেমন তৃপ্তি পাইতেছি না। বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্যই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তুমি দয়া করিয়া যদি বৃন্দাবনে যাও, তাহা হইলেই অমি কৃতার্থ হইতে পারি।"

১২২-২৫। কুরুক্ষেত্রের সঙ্গমে কেন আনন্দ হইতেছে না, বৃন্দাবনের দিকেই বা মন কেন ধাবিত হইতেছে, তাহার কারণও শ্রীরাধা বলিতেছেন। তাহা এই :—এখানে লোকে লোকারণ্য ; এই লোকারণ্যের মধ্যেই তুমি

ভাগবতে আছে এই রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা-সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১২৬
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ—কেহো নাহি জানে লোক ॥ ১২৭
স্বরূপগোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সে-অর্থ প্রচার ॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিরাজিত; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে লোকারণ্য নাই, পুষ্পারণ্য আছে; যমুনা-পুলিনে চারিদিকে নানাবিধ সুগন্ধি ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; যমুনাগর্ভেও নানাবিধ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া যেন হাস্যমুখেই তোমার অভিনন্দন করিত; এসব প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির মধ্যে তুমি শোভা পাইতে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে বহুসংখ্যক হাতী, ঘোড়া, রথ; আবার এসব হাতী, ঘোড়া ও রথের শব্দ; কিন্তু আমার শ্রীবৃন্দাবনে হাতী-ঘোড়া-রথের ধ্বনি নাই, আছে কেবল ভ্রমর ও কোকিলের কল-মধুরধ্বনি। ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, আর কোকিলের মধুর কুহুরবে বৃন্দাবন সঙ্গীতময় হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, এখানে তোমার সঙ্গে কত কত ক্ষত্রিয়; সকলেরই যোদ্ধার বেশ; কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গী কেবল তোমার প্রিয় সখা—সরল গোপবালকগণ; বালকোচিত খেলাই তাদের একমাত্র কর্ম্ম; আর, বন্যফুল ও বন্যলতা-পাতায়ই তাদের বেশ-ভূষার চূড়ান্ত হইয়া থাকে। এখানে তোমার সঙ্গীদের হাতে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্র, শস্ত্র; কিন্তু সেখানে রাখালদের হাতে কেবল শিঙ্গা, বেণু, আর হয়ত একটা পাঁচনি। চতুর্থতঃ, এখানে তোমার রাজবেশ; কত মণিমুক্তা, কত হীরা-মাণিক; মাথায় আবার বহুমূল্য রাজমুকুট। কত মণিমুক্তা এই রাজমুকুট হইতে ঝুলিয়া আসিয়া তোমার ভালদেশের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে; কর্ণের মণিময় কুণ্ডল গণ্ডস্থলের শোভা বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে তোমার এবেশ ছিল না; বনফুলের মালা, বনফুলের কেয়ূর কঙ্কণ, রাখাল-রাজার শিরে বনফুলের মুকুট, তাতে ময়ূরপাখা; চম্পককলিকার কুণ্ডল; ভালে ও কপোলে অলকা-তিলকা; এ সমস্ত স্বাভাবিক ভূষণে তোমার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণরূপে বিকাশ পাইত। আবার বৃন্দাবনের শোভা—সে মাধুর্য্য, সে সৌন্দর্য্য—অনন্তগুণে বাড়াইয়া দিত; কিন্তু এখানে তোমার মণিমুক্তার অন্তরালে তোমার স্বাভাবিক মাধুর্য্য যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে তুমি মুরলী বাজাইতে, বাজাইয়া ত্রিভুবনের নরনারীকে উন্মাদিত করিতে; নরনারী কেন, স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তোমার বেণুধ্বনিতে উন্মত্ত হইত; কিন্তু বঁধু, এখানে হাতী, ঘোড়া ও রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দে কান ঝালা পালা হইতেছে। তাই বঁধু মিনতি করিতেছি, একবার কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পদার্পণ কর, করিয়া, এ দুঃখিনীর মনোবাসনা পূর্ণ কর। স্থূলকথা এই—বৃন্দাবনে পূর্ণ মাধুর্য্যের বিকাশ, সেখানে মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত হইয়া যেন লুক্কায়িত ভাবে আছে; আর এই কুরুক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যেরই প্রাধান্য; এজন্য মাধুর্য্য পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না; আর এজন্যই শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার এখানে আনন্দ হইতেছে না। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **পিক**—কোকিল। **নাদ**—শব্দ।

১২৬। শ্রীরাধিকা যে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে "আহুশ্চ তে নলিননাভ—" ইত্যাদি (১০।৮২।৪৮) শ্লোকে আছে; ইহা পূর্ব্বে মধ্য-লীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

১২৭। **সেই ভাবাবেশে**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১-২০ পয়ার-বর্ণিত শ্রীরাধার ভাবাবেশে। **এই শ্লোক**—"যঃ কৌমারহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোক। **শ্লোকের যে অর্থ ইত্যাদি**—মনের কোন্ ভাব ব্যক্ত করার নিমিত্ত প্রভু এই শ্লোক পড়িয়াছেন, তাহা অন্য কেহই জানিত না।

১২৮। স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রভুর মনোগত ভাব—কি ভাবের আবেশে প্রভু ঐ শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা—জানিতেন; কিন্তু জানিলেও তিনি তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরূপগোস্বামীর চিত্তে তাহা স্ফুরিত হওয়ায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া এক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন; মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ"-ইত্যাদি (সপ্তম)-শ্লোকই শ্রীরূপগোস্বামীর এই শ্লোকটী। যে ভাবের

স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১২৯

তথাহি (ভা. ১০।৮২।৪৮)—

আহশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৭

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।—

অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন',
মনে বনে এক করি জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবেশে প্রভু "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং যাহা স্বরূপদামোদর ব্যতীত অপর কেহই জানিত না, শ্রীরূপের উক্ত শ্লোকে তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে।

১৪৩১ শকে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ; ১৪৩৮ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাঘমাসে প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর মিলন হয়। প্রয়াগ হইতে শ্রীরূপ বৃন্দাবন যান, প্রভু কাশীতে আসেন। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে গিয়া, কাশী হইতে শ্রীসনাতনের বৃন্দাবনে উপস্থিতির পূর্ব্বেই, বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে আসেন এবং ১৪৩৮ শকের রথযাত্রা দর্শন করেন ; এই রথযাত্রার সময়েই প্রভুর মুখে "যঃ কৌমারহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোক শুনিয়া তিনি এই শ্লোকের অর্থপ্রকাশক "প্রিয় সোঽয়ং সহচরি"-ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রতি রথযাত্রাতেই "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রভুর উপস্থিতিতে প্রথম রথযাত্রাকালেও (১৪৩৪ শকে) প্রভু সেই শ্লোকটির আবৃত্তি করিয়াছিলেন ; প্রসঙ্গক্রমে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপকৃত শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৯। **স্বরূপ-সঙ্গে**—স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে। **যার অর্থ**—যে শ্লোকের অর্থ। **সেই শ্লোক**—নিম্নবর্ত্তী "আহশ্চ তে"-ইত্যাদি শ্লোক। কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার মনোভাব—যাহার মর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১-২৫ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা—এই শ্লোকেই পাওয়া যায়।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের মর্ম্ম গ্রন্থকার স্বয়ং মহাপ্রভুর কথায়—নিম্নবর্ত্তী ১৩০-৪০ ত্রিপদীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি ; নিম্নবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি, কুরুক্ষেত্রমিলনে।

১৩০। **হৃদয়**—বক্ষঃস্থল। "যতো নির্য্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্।" ইতি শব্দসার। বাসনা যাহা হইতে উঠে এবং যাহাতে লীন হয়, তাহাকে হৃদয় বলে। ঐ হৃদয়ই মনের স্থিতিকারণ। **অন্যের হৃদয় মন**—অপরের পক্ষে, হৃদয় ও মন একই, যেহেতু মন সর্ব্বদা বাসনা নিয়াই ব্যস্ত। সেই বাসনার উৎপত্তি ও লয়ের স্থান আবার হৃদয় ; সুতরাং সর্ব্বদা বাসনার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া হৃদয় হইল মনের প্রধান অবলম্বন ; এজন্য হৃদয় হইতে মনকে পৃথক করিতে না পারায় হৃদয় ও মন একই হইল। **আমার মন বৃন্দাবন**—শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন, অপরের পক্ষে হৃদয়ই মন ; কারণ, তাহারা মনকে হৃদয় হইতে পৃথক করিতে পারে না ; কিন্তু আমার পক্ষে বৃন্দাবনই আমার মন ; কারণ, আমি বৃন্দাবন হইতে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। যে বৃন্দাবন আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়াস্থল, যে বৃন্দাবনে রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ আমার সহিত কত রসকেলি করিয়াছেন, সেই বৃন্দাবনেই আমার মন একান্ত ভাবে নিবিষ্ট।

প্রাণনাথ ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ ১৩১

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না জুয়ায় ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহা—সেই বৃন্দাবনে। তুমি যদি ব্রজে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হও, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমাদের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ কৃপা আছে। **তোমার পদদ্বয় ইত্যাদি**—যদি তুমি (বৃন্দাবনে) যাও।

১৩১। **সদন**—গৃহ। **তাঁহা**—ব্রজে।

এ পর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "তে পদারবিন্দং মনসি উদিয়াৎ সদা" অংশের অর্থ গেল। মূল শ্লোকে মনেই (মনসি) চরণদ্বয়ের উদয়ের কথা আছে ; ১৩০ ত্রিপদীতে বৃন্দাবনকেই শ্রীরাধার মন বলিয়া প্রমাণিত করায়, ত্রিপদীতে বৃন্দাবনেই (বৃন্দাবনরূপ শ্রীরাধার মনে) চরণদ্বয়ের উদয়ের কথা বলা হইল। "ব্রজ আমার সদন"-বাক্যে শ্লোকোক্ত "গেহং জুষাং"-পদের অর্থও করা হইল।

১৩২। "পূর্ব্বে উদ্ধবের দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি এবং এক্ষণেও আমি নিজে যে উপদেশ দিতেছি, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমার সহিত তোমাদের বিরহ হয় নাই ; ইহা বুঝিতে পারিলেই ব্রজে আমার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইবে ; সুতরাং সেই উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেই চেষ্টা কর"—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—"বঁধু, আমার প্রতি ঐরূপ উপদেশ দেওয়া তোমার পক্ষে উচিত হয় না।"

পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে—তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন আমাদের বিরহযন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া তাঁহাদ্বারা "ভবতীনাং বিয়োগো মে"-ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।৪৭।২৯)-বাক্যে অনেক জ্ঞানোপদেশ দেওয়াইয়াছিলে। **এবে সাক্ষাৎ**—এক্ষণে তুমি নিজেই "অহং হি সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি-(শ্রীভা. ১০।৮২।৪৬)-বাক্যে জ্ঞানোপদেশ দিতেছ ; **যোগজ্ঞানের ইত্যাদি**—উদ্ধবের দ্বারা যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"সকলের উপাদান-কারণস্বরূপ আমার সহিত, অথবা সকল প্রকারে আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী—এই পঞ্চমহাভূত যেরূপ চরাচরভূতে কারণরূপে সমন্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমকারণ-স্বরূপ আমিও তোমাদিগের মনঃ, প্রাণ, ভূতেন্দ্রিয় এবং গুণের আশ্রয় অর্থাৎ সেই সেই বস্তুতে অনুগত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি। শ্রীভা. ১০।৪৭।২৯। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামিকৃত অনুবাদ।" (এই বাক্যে বলা হইল—গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ বিয়োগ নাই)। আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"হে পরমসুন্দরীগণ! আকাশ, জল, ক্ষিতি, বায়ু ও জ্যোতিঃ যেরূপ ভৌতিক পদার্থের আদি, অন্ত, মধ্য ও বহিঃস্বরূপ, সেইরূপ আমিই (আমার মায়াদি নহে) সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত, মধ্য ও বহিঃস্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি। শ্রীভা. ১০।৮২।৪৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থকৃত অনুবাদ।" (এস্থলেও বলা হইল—গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ বিয়োগ নাই)।

উক্ত দুই স্থলে যে উপদেশের কথা বলা হইল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ; একমাত্র যোগবলেই এই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে। পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তিনি পরম-কারণ এবং পরম-আশ্রয় বলিয়া কোনও বস্তুর সহিতই—সুতরাং ব্রজগোপীদের সহিতও—যে তাঁহার তত্ত্বতঃ বিয়োগ হইতে পারে না, পরম-যোগিগণই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কাজেই উক্তরূপ উপদেশ যোগজ্ঞানেরই উপদেশ—উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধির নিমিত্ত যোগচর্চ্চারই উপদেশ।

চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে। তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিদগ্ধ—রসিক; নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি বিদ্যায় নিপুণ।

"বঁধু, স্বীকারও যদি করি যে—যোগেশ্বরগণ ধ্যানযোগে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, পরম-কারণরূপে, পরম-আশ্রয়রূপে তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছ—আমাদেরও ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছ—সুতরাং তত্ত্বতঃ তোমার সহিত কাহারও বিরহ হইতে পারে না। তথাপি বন্ধু, তোমার এইরূপ বিদ্যমানতার কথা জানিয়া আমাদের কি লাভ? তুমি সর্ব্বত্র আছ সত্য, কিন্তু তোমার এই সর্ব্বচিত্তহর-রূপেতো তুমি সর্ব্বত্র নাই বন্ধু। আছ হয়তো কারণরূপে, আছ হয়তো আশ্রয়রূপে; কিন্তু তাতে তো কোনও রূপ নাই, বিলাস নাই, সেবার অবকাশ নাই, আনন্দ-বৈচিত্রী নাই বঁধু! তুমি নিজে রসিক, রস আস্বাদন করাইতেও লোলুপ। কিন্তু বন্ধু, যেখানে লীলা নাই, লীলা-পরিকর নাই, সেখানে তুমি কিরূপে রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিবে? কাহাকেই বা রস আস্বাদন করাইবে? আর আমাদের হৃদয়ও তো তুমি জান বঁধু! আমরা কি তোমার সেই বিলাস-বৈচিত্রীহীন পরম-কারণরূপ পরম-আশ্রয়রূপ তত্ত্বটীকে চাই? তাহা আমরা চাই না। আমরা চাই তোমার এই ভুবন-ভুলানো বিলাস-বৈদগ্ধীময় রূপ, আমরা চাই তোমার এই রূপের সেবা—আমরা চাই, আমাদের বলিতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তোমার সেবা করিয়া তোমাকে সুখী করিতে, তোমার রসনির্য্যাসাস্বাদাত্মিকা লীলায় তোমার সঙ্গিনী হইতে। বঁধু, পরম-কারণ ও পরম-আশ্রয়রূপে তুমি আমাদের সঙ্গে হয়তো থাকিতে পার; কিন্তু পরম-কারণ বা পরম-আশ্রয়রূপ তত্ত্বকে তো এইভাবে সেবা করা যায় না বঁধু। তাই বলি বঁধু, আমাদের প্রতি যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া কি তোমার সঙ্গত হইয়াছে? যে যাহা চায় না, যাহা পাওয়ার সামর্থ্যও যাহার নাই, তাহাকে তাহা পাওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বলা করুণার পারচায়ক নহে বঁধু। জলপিপাসায় যার প্রাণ যায়, তাকে কূপ খননের জায়গা খরিদ করিতে বলা বিড়ম্বনামাত্র।"

১৩৩। গোপীদিগকে যোগজ্ঞানোপদেশ দেওয়া যে অসঙ্গত, তাহার অন্য হেতু বলিতেছেন। যোগের প্রধান অঙ্গ হইল ধ্যান—ধ্যেয়-বস্তুতে মনের অটল সংযোগ; কিন্তু মন যাহার আয়ত্তে নাই, তাহার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব, যোগের অনুষ্ঠানও অসম্ভব; সুতরাং তাহাকে যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াও অনর্থক। গোপীদের চিত্ত তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া তাঁহাদের প্রতি যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না। **চিত্ত কাঢ়ি** ইত্যাদি—শ্রীরাধা বলিতেছেন, "বঁধু, আমার প্রতি যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া কেন উচিত হয় না, তাহার আরও এক কারণ বলি শুন। যাহাদের চিত্ত নিজ বশে থাকে, তাহারাই জ্ঞানযোগের উপযুক্ত; কারণ, তাহারা ইচ্ছামত ধ্যেয় বস্তুতে মনঃসংযোগ করিতে পারে; কিন্তু আমার চিত্ত আমার বশে নহে; আমার চিত্তকে আমি ইচ্ছানুরূপ নিয়োজিত করিতে পারি না। তার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার চিত্ত তোমাতে এত নিবিড়ভাবেই নিবিষ্ট যে, আমার নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্তও তাহাকে তোমা হইতে শত চেষ্টা করিয়াও সরাইয়া আনিতে পারি না—রসবৈচিত্রীহীন তোমার পরম-কারণরূপ ও পরম-আশ্রয়রূপ তত্ত্বের চিন্তায় নিয়োজিত করা তো দূরের কথা। এইরূপ অবস্থায় আমাকে যে তুমি যোগজ্ঞানের উপদেশ দিতেছ—তোমার পরম-কারণরূপ তত্ত্বাদির ধ্যান অভ্যাস করিতে বলিতেছ, ইহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ ব্যাপার। **কাঢ়ি**—জোর করিয়া ছুটাইয়া আনিয়া। **তারে**—যে ব্যক্তি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়কর্ম্মেই নিজের মনকে নিয়োজিত করিতে পারে না, তাহাকে। **স্থানাস্থান না কর বিচারে**—পাত্রাপাত্র বিচার কর না। যথাশ্রুত অর্থে বুঝা গেল, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহার চিত্তের উপর তাঁহার কোনও আধিপত্যই নাই; সুতরাং তিনি যোগ-জ্ঞানের যোগ্য পাত্র নহেন। বাস্তব অর্থ এই;—শ্রীমতী রাধিকার মন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পরিপূর্ণ; প্রেমের সম্বন্ধব্যতীত অন্য সম্বন্ধের কথা ভাবিতেও তাঁহার

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥ ১৩৪

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কষ্ট হয়, তাই তিনি যোগজ্ঞানের কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না; কারণ, তাহাতে পরস্পরের প্রেমের সম্বন্ধের শিথিলতার কথাই শুনিতে হয়; তাই প্রাণে আঘাত লাগে। এজন্যই শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়, হে আমার প্রাণবল্লভ! তুমি পরম-করুণ, তুমি বিদগ্ধ-শিরোমণি; তুমি সম্যক্‌রূপেই আমার হৃদয়ের ভাব অবগত আছ; তথাপি যে যোগ ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে।"

১৩৪। **যোগেশ্বর**—যোগমার্গে সিদ্ধ। "বঁধু, যাঁহারা যোগেশ্বর, তাঁহারাই তোমার চরণ চিন্তা করিয়া প্রীতি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু আমরা তো যোগেশ্বর নহি; আমরা সাধারণ গোয়ালার মেয়ে; তোমার চরণ-চিন্তার শক্তি আমাদের নাই; তোমার চরণ-চিন্তায় আমাদের সুখের আশাও নাই; (বরং তোমার চরণ-চিন্তার সূত্রপাতেই তোমার বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া আমাদিগকে উৎকট দুঃখ দান করিয়া থাকে)।"

বাক্য-পরিপাটী—কথার সৌষ্ঠব। **কুটী-নাটী**—কুটিলতার নাট্য, কুটিলতা। হৃদয়ের ভাব সম্যক্‌রূপে জানা থাকা সত্ত্বেও যাহাতে হৃদয়ে দুঃখ হয়, তদ্রূপ বাক্য বলা হইয়াছে বলিয়া কুটিলতা প্রকাশ পাইতেছে। **বাঢ়ে আর রোষ**—আরও ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। "হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমার নিকটে আসিলাম; কিসে আমাদের জ্বালা জুড়াইবে, তাহাও তুমি জান; তথাপি তুমি এমন কথা বলিতেছ, যাতে আমাদের জ্বালা জুড়ানতো দূরের কথা, বরং জ্বালা বাড়িয়া যায়; কাজেই তোমার কথা শুনিয়া আমাদের ক্রোধেরই উদ্রেক হইতেছে।"

এস্থলে শ্লোকোক্ত "যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যং অগাধবোধৈঃ"-অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

১৩৫। শ্লোকোক্ত "সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং"-অংশের অর্থ করা হইতেছে।

দেহস্মৃতি ইত্যাদি। "তুমি বলিতেছ, যাহারা সংসারকূপে পতিত, তোমার চরণ-চিন্তাদ্বারা তাহারা ঐ কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। তাই তুমি আমাদিগকে তোমার চরণ-চিন্তার উপদেশ দিতেছ। কিন্তু বন্ধু! আমরা সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার চাই না; কারণ, আমরা সংসারকূপে পতিত হই নাই। নিজের দেহের প্রতি যাহাদের আসক্তি, দেহের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যই যাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারাই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া সংসাররূপ কূপে পতিত হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? আমাদের নিজ দেহের স্মৃতি পর্য্যন্তও নাই, দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার কথা আমরা আর কিরূপে ভাবিব? সুতরাং সংসারকূপেই বা আমরা কিরূপে পতিত হইব? (এস্থলে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে এতই আত্মহারা হইয়াছেন যে, তাঁহাদের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার কথা স্বপ্নেও তাঁদের মনে উদিত হয় না, কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই নিজ দেহাদির মার্জ্জনভূষণাদি করেন। তাঁহাদের প্রেমে কামগন্ধের ক্ষীণ ছায়ামাত্রও নাই)।

বিরহ-সমুদ্রজলে ইত্যাদি। "বন্ধু, তোমার চরণচিন্তা করিলে কূপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু সমুদ্র হইতে ত উদ্ধার পাওয়া যায় না। আমরা কূপে পতিত হই নাই, আমরা সমুদ্রে পড়িয়াছি—তোমার বিরহরূপ সমুদ্রে পড়িয়াছি; সেই সমুদ্রে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, তাতে আবার ভীষণ তিমিঙ্গিল আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বন্ধু, কৃপা করিয়া এই ভীষণ সমুদ্র হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।" **তিমিঙ্গিল**—সমুদ্রে অতি বৃহৎ এক প্রকার জীব থাকে, তাহাকে তিমি বলে। এই বৃহৎ তিমিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে পারে, এমন অতি ভীষণকায় এক প্রকার জীবও সমুদ্রে আছে, তাকে বলে তিমিঙ্গিল। **কাম**—শ্রীকৃষ্ণের

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন,　যমুনা-পুলিন-বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন,　মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা ?॥ ১৩৬
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ,　সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন,　নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥ ১৩৭
না গণি আপন দুখ,　দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী,　কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ?॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঙ্গে মিলনের বাসনা। **কামতিমিঙ্গিল**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের বাসনারূপ তিমিঙ্গিল। মিলনের জন্য প্রবল অদম্য বাসনা।

১৩৬। বৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে উৎসুক করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা বলিতেছেন, ১৩৫-৪০ পয়ারোক্তি।

যমুনা-পুলিনবন—যমুনা-পুলিনস্থিত বন; যমুনার তীরবর্ত্তী বন। **সেই কুঞ্জে**—যমুনা-তীরবর্ত্তী বনমধ্যস্থ কুঞ্জে। **বড় চিত্র**—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। **পাশরিলা**—ভুলিয়া গেলে।

"বঁধু! সেই বৃন্দাবনের কথা, সেই গোবর্দ্ধনের কথা, সেই যমুনার কথা, সেই যমুনাপুলিনের কথা, যমুনাপুলিনস্থ বনের কথা, রাসাদিলীলার কথা কিরূপে তুমি ভুলিয়া গেলে ? সেই ব্রজবাসীদিগকে তুমি কিরূপে ভুলিলে ? তোমার পিতা-মাতাকে, সুবলাদি তোমার সখাগণকেই বা কিরূপে ভুলিয়া গেলে ? বঁধু! তোমার এই অদ্ভুত বিস্মৃতি বড়ই আশ্চর্য্য।"

পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া বৃন্দাবনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মনকে আকৃষ্ট করার কৌশলময় এই বাক্য।

১৩৭। উক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে—সুতরাং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীরাধা আবার বলিতেছেন—"বিদগ্ধ" ইত্যাদি।

বিদগ্ধ—রসিক। বঁধু, তুমি রসিক; সুতরাং বৃন্দাবনস্থ রাসাদিলীলার কথা তুমি ভুল নাই, ভুলিতে পারিবেও না। **মৃদু**—কোমল-স্বভাব। তুমি অত্যন্ত কোমল-স্বভাব। সুতরাং পিতামাতাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। **সদ্‌গুণ** ইত্যাদি—তুমি সদ্‌গুণশালী, সুশীল (সচ্চরিত্র), স্নিগ্ধ (স্নেহময়) এবং করুণ; সুতরাং তোমার ব্রজের বন্ধুবান্ধবগণকে ভুলিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নহে।

দোষাভাস—দোষের আভাস। যাহা বাস্তবিক দোষ নহে, অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে দোষ বলিয়া মনে হয়, তাকে বলে দোষাভাস; অথবা দোষের ছায়াকে দোষাভাস বলা যায়। **তোমায় নাহি দোষাভাস**—শ্রীকৃষ্ণ, তোমাতে কোনও দোষত নাইই, দোষের আভাসও নাই—দোষের ছায়া পর্য্যন্তও নাই।

দুর্দ্দৈববিলাস—দুর্ভাগ্যের খেলা। তুমি মৃদু—কঠোর নহ; তুমি করুণ—নিষ্ঠুর নহ। তোমাতে কোনও দোষের আভাসও নাই; সুতরাং তুমি যে ইচ্ছা করিয়া—কিংবা অন্য কোনও প্রলোভনের বস্তু পাইয়া—তোমার ব্রজজনকে ভুলিয়া যাইবে, ইহা মনে করিতে পারি না। তবে তোমার ব্রজজনকে যে তুমি স্মরণ করিতেছ না, ইহাও মিথ্যা নহে; যদি স্মরণ করিতে, তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল তুমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতে না। বঁধু, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃই তুমি তোমার ব্রজজনকে ভুলিয়া রহিয়াছ—তোমার কোনও দোষবশতঃ নহে।

১৩৮। **না গণি** ইত্যাদি—তোমার অদর্শনে আমাদের যে দুঃখ হইয়াছে, তার কথাও তত ভাবি না। কিন্তু ব্রজেশ্বরীর দুঃখ দেখিলে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কিবা মার ইত্যাদি—হয় ব্রজবাসীকে প্রাণে মারিয়া ফেল, আর না হয় ব্রজে আসিয়া তোমার চাঁদমুখ

তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বাঁচাও। কিন্তু তোমার দর্শন না দিয়া কেবলমাত্র তোমার বিরহদুঃখ ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেছ কেন ?

১৩৯। **অন্য বেশ**—ব্রজের ধড়া, চূড়া, মোহনবাঁশী, বনমালা প্রভৃতি ব্যতীত অন্য পোষাক ; রাজবেশ। **অন্যসঙ্গ**—ব্রজজনের সঙ্গব্যতীত অন্য লোকের সঙ্গ। **অন্য দেশ**—ব্রজব্যতীত তোমার অন্য দেশে বাস। **কভু নাহি ভায়**—কখনও ভাল লাগে না। ধড়া, চূড়া, মোহনবাঁশী, বেত্র, বনমালায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য যত বিকশিত হয়, তত অন্য কিছুতেই নহে ; এজন্য শুদ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ-ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্য বেশভূষা পছন্দ করেন না। ব্রজবাসী মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের মরম জানেন ; এইজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মন বুঝিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন, অপর কেহ তদ্রূপ পারে না বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস ; তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অপর কাহারও সঙ্গ তাঁহারা পছন্দ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আপন জনের মধ্যে যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, অন্য কোনও স্থানে তেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন না ; কারণ অন্য কোনও স্থানে তাঁহার মরম জানে এমন কেহ নাই, এজন্য তাঁহার অন্য দেশে বাস করা ব্রজবাসীদের নিকটে ভাল লাগে না।

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে—ব্রজভূমি ছাড়িয়া তোমার নিকট যাইতে পারে না। কেন ব্রজভূমি ছাড়িতে পারে না ? প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল ব্রজভূমির প্রতি ব্রজবাসীদিগের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাই ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ক্রীড়াস্থলাদি দর্শন করিয়াই তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—তিনি শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। সত্যবাক্য শ্রীকৃষ্ণের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই তাঁহারা ব্রজে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের অন্যদেশে বাস, অন্যসঙ্গ, অন্যবেশ, এসব কিছুই ব্রজবাসীদের ভাল লাগে না ; এবং এসব যে শ্রীকৃষ্ণও ভালবাসেন না, এবং কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব ব্যবহার করিতেছেন ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। এমতাবস্থায় তাঁহারা যদি ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যান, তথাপি তাঁহার অন্যবেশ, অন্যসঙ্গ ছাড়াইতে পারিবেন না, তাঁদের ইচ্ছানুরূপ সেবা বা লালন-পালন বা প্রীতি-ব্যবহারদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতেও পারিবেন না ; তাতে তাঁদের দুঃখ বাড়িবেই, তাঁদের দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের দুঃখও অনেক বাড়াইয়া দিবে—একথা ভাবিয়াও ব্রজবাসিগণ তাঁহার নিকটে যাওয়ার সঙ্কল্প করিতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নন্দমহারাজ মথুরায় গিয়াছিলেন ; কংস-বধের পরে রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে জানাইলেন যে, মথুরাবাসী সকলে তাঁহাদিগকে বসুদেবের পুত্র বলিয়া মনে করেন, নন্দমহারাজকে তাঁহাদের পালক-পিতামাত্র মনে করেন ; মথুরাবাসী কেহই, এমন কি নন্দমহারাজের পরম সুহৃদ্ বসুদেব পর্য্যন্তও নন্দমহারাজকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাঁহাদের কেহই তখন পর্য্যন্ত নন্দমহারাজের সঙ্গে দেখা করিতেও আসেন নাই, তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণাদি ত করেনই নাই। এ সমস্ত উল্লেখ করিয়া রাম-কৃষ্ণ উভয়েই নন্দমহারাজকে সত্বর ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন ("এবং সান্ত্বয্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ"—ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৪৫।২৪-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য)। নন্দমহারাজও মনে করিলেন, "বসুদেব কৃষ্ণকে আত্মজ মনে করিয়া সুখী হইতেছেন, তাই তাহাকে রাখিতে চাহেন ; আমি এখানে থাকিলে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া আমার প্রতি হয়ত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, যাতে প্রাণ-গোপালের অনিষ্ট বা দুঃখ হইতে পারে ; সুতরাং গোপালের অদর্শনে আমার প্রাণান্তক কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার অনুরোধ মত—তাহার

তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ-পদ ॥ ১৪০

পুনর্যথারাগঃ।—

শুনিঞা রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন—॥ ১৪১
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্যবচন।
তোমাসভার স্মরণে, ঝুরেঁ। মুঞি রাত্রি-দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোনজন ॥ ধ্রু ১৪২
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সভে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ১৪৩
তোমাসভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমাসভা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দুঃখের ও অনিষ্টের সম্ভাবনা পরিহার করার নিমিত্ত—আমার পক্ষে ব্রজে ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত।" এইরূপ বিচার করিয়া নন্দমহারাজ মথুরা হইতে ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন; এবং এইরূপ বিবেচনা বশতঃই তাহার পরেও নন্দমহারাজ বা অন্য কোনও ব্রজবাসী ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে চেষ্টা করেন নাই।

১৪০। ব্রজে যাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীরাধিকা স্বীয় বাক্যের উপসংহার করিতেছেন।

১৪১। শ্রীরাধিকার কথা শুনিয়া ব্রজপ্রেমের কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িল; তাহাতে ব্রজের ভাবে তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রতি ব্রজবাসীদিগের প্রেমের কথা শ্রীরাধার মুখে শুনিয়া, ব্রজবাসীদিগের নিকটে তিনি যে কত ঋণী, তাহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। তারপর, তাঁহার বিরহে তাঁহাতে প্রেমবতী শ্রীরাধার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতে আরম্ভ করিলেন।

১৪২। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৬-৩৭ ত্রিপদীতে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ও ব্রজবাসীদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"প্রিয়তমে! রাধে! আমার কথা বিশ্বাস কর; আমি সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাদিগকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারিবও না। তোমাদের কথা সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে; দিবারাত্রই আমি তোমাদের কথা চিন্তা করি; তোমাদের বিরহে আমি যে কি দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা অন্যে বুঝিতে পারে না।"

ঝুরেঁ।—ঝুরি; চিন্তা করিতে করিতে ম্রিয়মাণ হইয়া যাই।

১৪৩। ব্রজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ কেন ভুলিতে পারেন না, তাহার হেতু বলিতেছেন। "আমার মাতা, পিতা, সখা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ আমার প্রাণের তুল্য প্রিয়; এই ব্রজবাসীদের মধ্যে আবার আমার প্রেয়সী গোপীগণই যেন আমার সাক্ষাৎ প্রাণ; প্রাণ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া কেহ যেমন বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ, আমার প্রেয়সীগোপী-গণের স্মৃতি হারাইয়াও আমি বাঁচিতে পারি না। আর এই গোপীদের মধ্যে আবার তুমি আমার প্রাণেরও প্রাণতুল্যা, তোমার স্মৃতি ত্যাগ করিলে আমার প্রাণই বাঁচিবে না, তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। আমি যে জীবিত আছি, তাহাতেই বুঝিতে পার, আমি তোমাদিগকে ভুলিতে পারি নাই; ভুলিলে আর জীবিত থাকিতাম না; তোমাদের স্মৃতিই আমার জীবনী-শক্তি।"

১৪৪। "তোমাদের প্রেমরসের আস্বাদনে, তোমাদের প্রেমের প্রভাবে, আমি তোমাদের বশীভূত হইয়া আছি। আমি কেবল তোমারই (বা তোমাদেরই) প্রেমের অধীন, অন্য কেহই আমাকে এরূপ অধীন করিতে পারে

প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ-বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৪৫
সে-ই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সে-ই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৪৬
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমাসনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান 'আমা-স্ফূর্ত্তি' ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই। এইরূপ ভাবে তোমাদের প্রেমের বশীভূত হইয়াও যে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দূরদেশে অবস্থান করিতেছি, প্রেয়সী! তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে; আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসি নাই, আসার ইচ্ছাও আমার ছিল না, এখনও তোমাদের নিকট হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা আমার নাই; তথাপি যে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং আমাকে এখনও যে তোমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইতেছে; তাহা আমার দুর্দ্দৈবব্যতীত আর কিছুই নহে; প্রবল দুর্দ্দৈবই জোর করিয়া আমাকে দূরদেশে আনিয়াছে।"

১৪৫। প্রেমিক ও প্রেমিকা পরস্পরের বিরহে যে জীবিত থাকিতে পারে না, ইহা সত্য কথা; তথাপি যে তাহারা পরস্পরের বিরহেও জীবিত থাকে, তাহার কারণ এই। নায়ক মনে করেন—"আমি যদি প্রাণত্যাগ করি, তবে আমার মৃত্যুর কথা শুনিয়া মদ্গতপ্রাণা আমার প্রেয়সী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; আমি মরি, তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রেয়সীর মৃত্যু হইলে, মরণেও আমার জ্বালা জুড়াইবে না।" ইহা ভাবিয়া নায়ক প্রাণত্যাগ করে না। নায়কের সম্বন্ধে ঐরূপ চিন্তাবশতঃ নায়িকাও প্রাণত্যাগ করে না।

উক্ত বাক্যের ধ্বনি এইরূপ:—প্রিয়তমে! তোমাদের বিরহ-যন্ত্রণায় আমার প্রাণত্যাগ করিতেই ইচ্ছা হয়; কিন্তু আমার প্রাণত্যাগ হইলে তাহা শুনিয়া তোমরাও প্রাণত্যাগ করিবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই অতি কষ্টে আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি।

১৪৬। **সেই সতী** ইত্যাদি—প্রিয় ছাড়িয়া গেলেও যে প্রেয়সী প্রিয়ের মঙ্গল-কামনাই করেন, সে-ই প্রেমবতী সতী; আর প্রিয়া ছাড়িয়া গেলেও যে প্রিয় নায়ক সেই প্রিয়ার মঙ্গলকামনাই করে, সেই নায়কই প্রকৃত প্রেমবান্।

না গণে ইত্যাদি—এই ভাবে যাঁহারা নিজের দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্বদা প্রিয়ের সুখেরই কামনা করেন, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবে সেই নায়ক-নায়িকার বিরহ-যন্ত্রণা অবিলম্বেই তিরোহিত হয়, শীঘ্রই তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারেন। **অচিরাতে**—শীঘ্র; অবিলম্বে।

উক্ত বাক্যের ধ্বনি এই:—"রাধে! আমাদের পরস্পরের প্রেমের আকর্ষণেই আমরা অবিলম্বে মিলিত হইব।"

১৪৭। **রাখিতে তোমার জীবন** ইত্যাদি—আমার বিরহ-জনিত দুঃখে পাছে তোমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া, আমি নারায়ণের সেবা করি; এবং তাঁহার নিকট তোমর জীবন ভিক্ষা করি। নারায়ণের কৃপাশক্তিতে আমি নিত্যই আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হই।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনাহীনতা এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদন-পরায়ণতা সূচিত হইতেছে। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥—ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্॥ পদ্মপুরাণ॥"

নরলীলার আবেশবশতঃই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নারায়ণের সেবার কথা বলিতেছেন এবং নারায়ণের শক্তিতেই মথুরা হইতে নিত্যই বৃন্দাবনে আসার কথা বলিতেছেন। **নিতি নিতি**—নিত্য নিত্য; প্রত্যহ।

মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ-করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৪৮
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুইচারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ্ জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৪৯
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্র ধন, করি বাহ্য-আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫০
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ-তোমা-সনে,
বিলসিব রাত্রিদিবসে ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমা সনে ইত্যাদি—নারায়ণের শক্তিতে প্রত্যহ ব্রজে আসিয়া আমি তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকি এবং ক্রীড়ান্তে প্রত্যহই আবার যদুপুরীতে গমন করিয়া থাকি। আমি যে নিত্যই তোমার সঙ্গে মিলিত হই, তাহা তুমিও বুঝিতে পার; কিন্তু আমিই যে স্বয়ং আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হই, ইহা তুমি মনে কর না; তুমি মনে কর, তোমার সাক্ষাতে আমার যেন স্ফূর্তি হইয়াছে—যেন আলেখ্যর মত—যেন স্বপ্নে বা জাগ্রতস্বপ্নেই তুমি আমাকে দেখিতেছ।

১৪৮। **মোর ভাগ্যে**—আমার সৌভাগ্যবশতঃ। **মো-বিষয়ে**—আমার বিষয়ে; আমার প্রতি।

লুকাইয়া ইত্যাদি—আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহার আকর্ষণেই অন্যের অলক্ষিতে আমি নিত্য তোমার নিকটে আসি, তোমার সঙ্গ করি। **প্রকটেহ**—প্রকাশ্য ভাবেও; সকলে দেখিতে পায়, এরূপভাবেও।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে—নারায়ণের শক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ ব্রজে আসেন; এই ত্রিপদীতে বলা হইল—শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই তিনি আসিতে পারেন। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ:—শ্রীরাধার প্রেমের কৃষ্ণাকর্ষী প্রভাববশতঃই নারায়ণের শক্তি কার্য্যকরী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসেন; নারায়ণের পূজা বা নারায়ণের শক্তি উপলক্ষ্যমাত্র, নর-লীলাসিদ্ধির উপকরণমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের "দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ১০।৮২।৪৪॥"—এই বাক্যই তাহার প্রমাণ।

১৪৯। শ্রীরাধার বিরহদুঃখ দূর করার নিমিত্ত তিনি যদি এতই উদ্গ্রীব, তবে তিনি প্রকাশ্যে ব্রজে যাইতেছেন না কেন এবং কতদিন পরেই বা যাইবেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ; শত্রুপক্ষ। **ক্ষয়**—ধ্বংস। **মারি**—মারিয়া; বিনাশ করিয়া। **আইলাঙ**—আসিলাম অর্থাৎ অতি শীঘ্রই বৃন্দাবনে যাইব।

১৫০। **সেই শত্রুগণ**—কংসপক্ষীয় শত্রুগণ। **রাখিতে**—রক্ষা করিতে। **উদাসীন**—অনাসক্ত।

যে বা স্ত্রী ইত্যাদি—এখানে আমার যে স্ত্রী-পুত্রাদি আছে, তাহাদিগের প্রতি আমার কোনওরূপ আসক্তি নাই; কেবলমাত্র যদুগণের সন্তোষ-বিধানের জন্যই তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছি; সহজেই আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব।

১৫১। **প্রেমগুণে**—প্রেমরূপ গুণ (বা রজ্জু)।

এখানে আমার স্ত্রী-পুত্রাদি থাকিলেও তোমার প্রেমের আকর্ষণের তুলনায় তাহাদের আকর্ষণ অতি তুচ্ছ।

দিন দশ-বিশে—দশ-বিশ দিনের মধ্যে; অতি অল্পকালের মধ্যে। **বিলসিব রাত্রিদিবসে**—সর্ব্বদা বিলাস করিব। (এস্থলে দাম্পত্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। দাম্পত্যব্যতীত নিরন্তর বিলাস সম্ভব হয় না)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এস্থলে একটী প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। ১৩১-৪০ ত্রিপদী হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের, বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের, প্রীতি অত্যন্ত গাঢ়। মথুরায় যাওয়ার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন ; তাঁহার এই বাক্যে দৃঢ়-প্রতীতি স্থাপন করিয়া ব্রজবাসিগণ আশাবদ্ধ-হৃদয়ে কাল যাপন করিয়াছেন। মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠাসত্ত্বেও তাঁহারা যাইতে পারেন নাই (২।১৩।১৩৯)। কুরুক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহার দর্শন-লাভের সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্রেই তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রগাঢ়-কৃষ্ণপ্রীতি যে কপটতাহীন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

আবার, ১৪১-৫১ ত্রিপদী হইতে জানা যায়, ব্রজবাসীদের প্রতি, বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদের প্রতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিও অত্যন্ত গাঢ়। তিনি নিজেই বলিতেছেন—"তোমা সভার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে, মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ২।১৩।১৪২ ॥" এইরূপ অবস্থাসত্ত্বেও তিনি একবারও ব্রজে আসিতেছেন না কেন? আসিয়া "শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি"—এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যই বা পালন করিতেছেন না কেন? শ্রীবলদেবও একবার ব্রজে আসিয়া দুই মাস ছিলেন (শ্রী. ভা. ১০।৬৫ অধ্যায়) ; শ্রীকৃষ্ণ কেন একবারও আসিলেন না? অবশ্য দন্তবক্র-বধের পরে তিনি ব্রজে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্যও কেন একবার অসিলেন না? অবশ্য ইহার হেতুরূপে ১৪৯ ত্রিপদীতে তিনি বলিয়াছেন—যাদব শত্রুদিগকে সম্যক্‌রূপে বিনাশ করার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। ইহাদ্বারা কি ব্রজবাসীদের অপেক্ষা যাদবদিগের প্রতিই তাঁহার প্রীতির আধিক্য সূচিত হইতেছে না? যাদবদিগের প্রতিই যদি তাঁহার প্রীতির আধিক্য হয়, তাহা হইলে ১৪১-৫১ ত্রিপদীতে তাঁহার যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা কি কপটতাময় নহে?

উত্তর এইরূপ বলিয়া মনে হয়। সত্যস্বরূপ সত্যবাক্য সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কখনও মিথ্যা বা কপটতাময় হইতে পারে না। ১৪১-৫১ ত্রিপদীতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকপট চিত্তেরই সত্যভাষণ। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ—যাদবদিগের প্রতি যে আকর্ষণ, তদপেক্ষাও বহু বহু গুণে অধিক আকর্ষণ—থাকাসত্ত্বেও যে তিনি দন্তবক্র-বধের পূর্ব্বে একবারও ব্রজে আসেন নাই, লীলাশক্তি যোগমায়ার খেলাই তাহার হেতু। কিন্তু রসপুষ্টি-বিধানই তো লীলাশক্তি যোগমায়ার কার্য্য ; শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে না দিয়া, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের মিলনে বাধা জন্মাইয়া বিরহ-তাপে তাঁহাদের চিত্তকে জর্জ্জরিত করাইয়া যোগমায়া কোন্ রসের পুষ্টিবিধান করিলেন? উত্তরে বলা যায়—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভ বা বিরহব্যতীত মিলন-রসের পুষ্টি সাধিত হয় না ; সেই বিরহ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যত তীব্র হয়, তদনন্তর মিলনও তত সুখদায়ক হয়। বিরহের দীর্ঘতা এবং বিরহ-দুঃখের তীব্রতা সম্পাদনের জন্যই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল ব্রজের বাহিরে রাখিয়া মহাপ্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভের সূচনা করিয়াছেন ; দন্তবক্র-বধের পরে এই মহাপ্রবাসের অবসান ঘটাইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের এবং ব্রজসুন্দরীদিগের মিলন ঘটাইয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়াত্বের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের দাম্পত্য সংঘটিত করাইয়া অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন (ভূমিকায় "অপ্রকট-লীলায় কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পুষ্টিবিধানই হইতেছে যোগমায়াকৃত মহাপ্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক ভাবে দ্বারকা-মথুরার প্রেমপরিকরদের মধ্যে মুখ্যতম পরম-অভিজ্ঞ উদ্ধব-মহাশয়কে ব্রজসুন্দরীদিগের অসমোর্দ্ধ প্রেক-মহিমা প্রদর্শন, দ্বারকা-মথুরা-লীলা প্রকটন, পৃথিবীর ভারভূত কংস-জরাসন্ধাদি অসুরগণের বিনাশ-সাধনাদি অনেক লীলাও যোগমায়া সাধিত করাইয়াছেন। ("এবং সান্ত্ব্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ"-ইত্যাদি শ্রী. ভা. ১০।৪৫।২৪-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)।

এত তারে কহি কৃষ্ণ,　　ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
　　এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা,　　খণ্ডিল সকল বাধা,
　　কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥ ১৫২

তথাহি (ভা. ১০।৮২।৪৪)—
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৮

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥ ১৫৩

নৃত্যকালে এইভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-বদন চাঞা ॥ ১৫৪
স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন ॥ ১৫৫
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান-আস্বাদন ॥ ১৫৬
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া ॥ ১৫৭
অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে—জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫২। **সতৃষ্ণ**—উৎকণ্ঠিত ; ব্যগ্র।

এক শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "ময়ি ভক্তির্হি"-শ্লোক। **বাধা**—সন্দেহ ; শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমনসম্বন্ধে সন্দেহ। **কৃষ্ণপ্রাপ্তি** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীরাধার বিশ্বাস জন্মিল।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫৩। **এই সব অর্থ**—১৩০-৫২ ত্রিপদীর অনুরূপ অর্থ। প্রভু ঘরে বসিয়া স্বরূপদামোদরের সঙ্গে এসকল অর্থের আস্বাদ করিতেন।

১৫৪। **নৃত্যকালে**—রথের সম্মুখে নৃত্যসময়ে। **এইভাবে**—১৩০-৫২ ত্রিপদীতে কথিতভাবে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে মিলন হইলে পর শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবে। **শ্লোক পড়ি**—"যঃ কৌমারহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া।

১৫৫। **প্রভুতে আবিষ্ট** ইত্যাদি—স্বরূপ-দামোদরের দেহ, বাক্য ও মন সমস্তই প্রভুতে আবিষ্ট ; প্রভুতে তাঁহার মন আবিষ্ট বলিয়া প্রভুর মনের ভাব তিনি জানিতে পারেন, জানিয়া তদনুরূপ গান করেন বা কথা বলেন (ইহাতে বাক্যের আবেশ বুঝাইতেছে) এবং তদনুরূপভাবে অঙ্গাদি চালনা করেন (ইহাতে দেহের আবেশ বুঝাইতেছে)।

১৫৬। স্বরূপ-দামোদরের ইন্দ্রিয়ে (চক্ষুকর্ণাদিতে) নিজ ইন্দ্রিয়গণকে আবিষ্ট করিয়া মহাপ্রভু স্বরূপ-দামোদরের গান আস্বাদন করেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বরূপ-দামোদরের অভিন্নহৃদয়তা আছে বলিয়াই পরস্পরের মনের সহিত তাঁহাদের আবেশ সম্ভব হয় ; অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও মনের অনুগত ; তাই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আবেশও সম্ভব হইয়া থাকে।

১৫৭। **ভাবাবেশে**—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **ভূমিতে**—মাটিতে। **তর্জ্জনী**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলি। **অধোমুখ হৈয়া**—নীচের দিকে মুখ রাখিয়া।

চিন্তাবিশেষের উদয়ে অঙ্গুলিদ্বারা মাটীতে আঁক দেওয়া স্বাভাবিক রীতি।

১৫৮। **ভয়ে**—প্রভুর অঙ্গুলিতে ক্ষত হইবে এই ভয়ে। **নিজ করে**—স্বরূপ-দামোদর নিজ হাতে। **প্রভুকর**—প্রভুর হাত।

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥ ১৫৯
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥ ১৬০
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥ ১৬১
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ ১৬২
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥ ১৬৩
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী—সভার প্রাবল্য॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৯। প্রভুর মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, স্বরূপ-দামোদরও সেই ভাবের অনুরূপ গানই গাইয়া থাকেন। স্বরূপের গান করার শক্তিও এতই সুন্দর যে, তাঁহার গানে তিনি যেন প্রভুর মনোগত ভাবের অনুকূল রসটীকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলেন।

১৬১। **পরিমল**—সুগন্ধ।

১৬২-৬৩। **উন্মাদঝঞ্ঝাবায়ু**—উন্মাদরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু (বা তুফান)। **আনন্দ-উন্মাদ**—আনন্দ-জনিত উন্মত্ততা। **নানাভাব-সৈন্য**—সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী আদি নানাবিধ ভাবরূপ সৈন্য। **উপজিল**—জন্মিল ; উঠিল। **যুদ্ধরঙ্গ**—যুদ্ধরূপ কৌতুক।

শ্রীজগন্নাথের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। ঝঞ্ঝাবাত (ঝড় বা তুফান) উপস্থিত হইলে সমুদ্রে যেমন উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে যেন একটা যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আনন্দাধিক্যজনিত উন্মত্ততায় প্রভুর চিত্তের আনন্দও নানাবিধ বৈচিত্র্য ধারণ করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী ভাবও প্রভুর দেহে উদিত হইয়া পরস্পরকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষভাগে বন্ধনীর অন্তর্ভূত অংশে "ভাবের তরঙ্গ" ও "নানাভাব-সৈন্য" শব্দদ্বয়ের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬৪। ভাবসমূহের মধ্যে কিরূপ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা বলিতেছেন।

ভাবোদয়—সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয়। **ভাবশান্তি**—অত্যধিকরূপে প্রকটিত ভাবের বিলয়কে ভাবশান্তি বলে। "অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে। ভ. র. সি. দক্ষিণ। ৪।১১৫॥" **সন্ধি শাবল্য**—২।২।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সঞ্চারী—সঞ্চারিভাব ; বিশেষ বিবরণ ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিক ভাব ; বিশেষ বিবরণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। **স্থায়ী**—স্থায়িভাব। হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব-সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই স্থায়ীভাব। "অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥ স্থায়ী-ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। ভ. র. সি. ২।৫।১-২।" ভূমিকায় ভক্তিরসপ্রবন্ধের অন্তর্গত স্থায়িভাব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **সভার প্রাবল্য**—সঞ্চারীভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং স্থায়ীভাব ইহাদের সকলেই প্রভুর দেহে প্রবলতা ধারণ করিল—অত্যধিকরূপে প্রকটিত হইল।

যুদ্ধের সময়ে প্রবলবেগে আক্রমণকারী কোনও সৈন্য যেমন হঠাৎ নিধন প্রাপ্ত হয়, কোনও স্থলে যুদ্ধার্থ দুইজন সৈন্য যেমন পরস্পর মিলিত হয়, অথবা কোনও স্থানে বহুসৈন্য যেমন পরস্পরকে বিদলিত করিতে থাকে—তদ্রূপ, প্রভুর দেহেও কখনও বা অত্যধিকরূপে প্রকটিত কোনও ভাব বিলয় প্রাপ্ত (ভাবশান্তি) হইতে লাগিল ; কখনও ব

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধহেমাচল।
ভাবপুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল ॥ ১৬৫
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন ॥ ১৬৬
জগন্নাথসেবক, যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যতজন ॥ ১৬৭
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সভার ॥ ১৬৮
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৬৯
অন্যের কা কথা,—জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর ॥ ১৭০
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল, সে-ই তার সাক্ষী ॥ ১৭১
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমানরূপ বা বিভিন্নরূপ দুইটীভাব পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল, আবার কখনওবা বহুবিধভাব পরস্পরকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

[ঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্রের মধ্যে যখন তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, তখন কখনও বা কোনও একটী সমুচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে বিলীন হইয়া যায় (ভাবশান্তির ন্যায়), কখনও বা দুইটী তরঙ্গ পরস্পর মিলিত হইয়া যায় (ভাবসন্ধির অনুরূপ), আবার কখনও বা কয়েকটী তরঙ্গ পরস্পরকে আঘাতদ্বারা সম্মর্দ্দিত করিতে থাকে (ভাবশাবল্যের অনুরূপ)। তরঙ্গসমূহের এইরূপ আচরণ যুদ্ধকালে সৈন্যসমূহের আচরণের তুল্য এবং ভাবসমূহের শান্তি, সন্ধি ও শাবল্যের তুল্যও; তাই পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬৩ পয়ারে ভাবসমূহকে তরঙ্গ ও সৈন্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।]

১৬৫। **শুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; খাদশূন্য। **হেম**—স্বর্ণ। **অচল**—পর্ব্বত। **শুদ্ধহেমাচল**—বিশুদ্ধ স্বর্ণের পর্ব্বত। প্রভুর দেহ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিয়া এবং সমধিক উচ্চ বলিয়া দেখিতে ঠিক যেন বিশুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। **ভাবপুষ্পদ্রুম**—সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী আদি নানাবিধ ভাবরূপ পুষ্পবৃক্ষ। প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত পুষ্পবৃক্ষদ্বারা আবৃত হইলে স্বর্ণপর্ব্বতের যেরূপ রমণীয় শোভা হয়, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহ প্রভুর দেহে প্রকটিত হওয়াতেও প্রভুর দেহের তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। **পুষ্পিত সকল**—ভাবরূপ পুষ্পবৃক্ষসমূহের প্রত্যেকেই পুষ্পিত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেকটী ভাবই প্রভুর দেহে সম্যক্রূপে বিকশিত হইয়াছিল।

১৬৬। **দেখিয়া**—ভাবসমূহদ্বারা শোভিত প্রভুর দেহের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া। **আকর্ষয়ে**—আকৃষ্ট হয়। **প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে**—প্রেমরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া। প্রভু সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দান করিলেন (১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬৭-৬৮। **রাজপাত্র**—রাজকর্ম্মচারী। **যাত্রিকলোক**—যাহারা ভিন্নদেশ হইতে রথযাত্রা দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়াছে, তাহারা। **নৃত্য-প্রেম**—নৃত্য ও প্রেম। **চমৎকার**—বিস্মিত। এরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য ও এরূপ প্রেমবিকার কেহ আর কখনও দেখে নাই বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

১৭০-৭১। **হলধর**—বলরাম। রথ কখনও বা আস্তে আস্তে (মন্থর) চলিতেছিল, আবার কখনও বা স্থগিত থাকিত; গ্রন্থকার বলিতেছেন—মহাপ্রভুর নৃত্যরঙ্গ দেখিবার জন্যই শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব মাঝে মাঝে রথ থামাইয়া রাখিতেন; আবার নৃত্যদর্শনজনিত সুখে বিহ্বল হইয়া কখনও বা আস্তে আস্তেই রথ চালাইতেন। **মন্থর**—ধীরে ধীরে; আস্তে আস্তে। প্রথম শ্লোকের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭২। **প্রতাপরুদ্রের আগে**—প্রতাপরুদ্রের সম্মুখভাগে। **লাগিলা পড়িতে**—প্রেমবিবশ অবস্থায় আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিলেন।

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥ ১৭৩
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার—।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥ ১৭৪
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্যস্থানে॥ ১৭৫
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈয়াছে তারে মিলিবারে মন॥ ১৭৬
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৩। **সম্ভ্রমে**—ব্যস্ত সমস্ত হইয়া; তাড়াতাড়ি। **ধরিল**—আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলে প্রভুর অঙ্গে আঘাত লাগিবে মনে করিয়া প্রভুর পড়িয়া যাওয়ার উপক্রমেই রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, যেন পড়িতে না পারেন। **তাঁহারে** ইত্যাদি—প্রতাপরুদ্রকর্তৃক ধৃত হইয়া প্রতাপরুদ্রকে দেখিয়াই প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল, বাহ্যস্ফূর্তি হইল।

১৭৪। রাজাকে দেখিয়া এবং রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছেন জানিয়া বিষয়ীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভু নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ১৭৬-৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিষয়িস্পর্শ**—বিষয়ী রাজার স্পর্শ (২।১১।৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৭৫। প্রভু পড়িয়া যাওয়ার সময় রাজাই কেন তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, প্রভুর সঙ্গীরা ধরিলেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। প্রভুর সঙ্গীরা কেহ তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন না।

আবেশে ইত্যাদি—প্রভুর নৃত্য দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, প্রভুর দিকে তাঁহার তখন খেয়াল ছিল না। কাশীশ্বর এবং গোবিন্দও তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন না, অন্যত্র ছিলেন; নিকটে ছিলেন কেবল প্রতাপরুদ্র; তাই ভূপতিত হওয়ার সময়েই রাজা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

১৭৬-৭৭। **হাড়ির সেবন**—নীচজনোচিত কার্য্য; সম্মার্জ্জনীদ্বারা রথের অগ্রে পথে ঝাড়ু দেওয়া। **আপনগণ**—নিজের সঙ্গিগণকে। **করিতে সাবধান**—সন্ন্যাসী হইয়া বিষয়ীর সঙ্গ করিবে না, এই শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **বাহ্যে কিছু** ইত্যাদি—প্রভু প্রকাশ্যে যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হয়, প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া প্রভু যেন তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন; বস্তুতঃ মনে মনে তিনি রুষ্ট হয়েন নাই, রাজার প্রতি প্রভুর মন প্রসন্নই ছিল।

পূর্ব্বেই ঝাড়ু দেওয়ার কাজ দেখিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪।১৫ পয়ার) রাজার প্রতি প্রভু প্রসন্ন হইয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭ পয়ার); এই প্রসন্নতার ফলে রাজাকে প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্যের এক অপূর্ব্ব খেলাও দেখাইয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫১-৬০ পয়ার)। এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমাবিষ্ট করাইয়া এবং কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে অন্যত্র যাইতে দিয়া রাজা-প্রতাপরুদ্রের সম্মুখভাগেই যে প্রভু ভূপতিত হইতে গেলেন, তাহাও প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর অশেষ কৃপারই পরিচায়ক—ইহাদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রভুই প্রতাপরুদ্রকে দিলেন। এ সমস্তই রাজার প্রতি প্রভুর আন্তরিক প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছে। তবে বাহিরে যে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বিষয়ীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলেন, তাহা প্রভুর আন্তরিক ব্যবহার নহে; বিষয়ীর নিকট হইতে দূরে থাকার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গীদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই বাহ্যিক আত্মধিক্কার—বিপদের সময়েও বিষয়ীর নিকটে যাইবে না, বিষয়ীর নিকট হইতে কোনওরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবে না, ইহাই প্রভুর শিক্ষা। প্রভুর এরূপ ব্যবহারের বোধ হয় আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরীক্ষা করা, রাজার চিত্তে অভিমানের ক্ষীণ রেখাও আছে কিনা, তাহা দেখা। রাজা যে পথে ঝাড় দিতেছিলেন, তাহা তাঁহার অভিমানশূন্যতার সন্তোষজনক প্রমাণ নহে। হইতে পারে—চিরাচরিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ঝাড় দিতেছিলেন; চিরাচরিত

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয়॥ ১৭৮
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ॥ ১৭৯
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥ ১৮০
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈয়া।
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥ ১৮১
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি "হরিহরি"॥ ১৮২
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে॥ ১৮৩
তাহাঁ নৃত্য করি জগন্নাথ-আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥ ১৮৪
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডিস্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাইন-বামে॥ ১৮৫
বামে বিপ্রশাসন নারিকেলবন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥ ১৮৬
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥ ১৮৭
সেই স্থানে ভোগ লাগে—আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥ ১৮৮
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজনিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রথার অনুসরণে লোকের চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। এক্ষণে, রথের সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত, রাজপাত্রগণও উপস্থিত, রাজার অনেক প্রজাও উপস্থিত; যদি রাজার চিত্তে বিন্দুমাত্রও রাজোচিত অভিমান থাকে, তাহা হইলে এসমস্ত লোকের সাক্ষাতে কোনরূপে অবমানিত হইলেই তাঁহার সেই অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিবে; সুতরাং ইহাই রাজার অভিমান পরীক্ষা করার প্রকৃষ্ট সুযোগ। এই সুযোগে প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন; রাজাও বোধ হয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া প্রভু প্রতাপরুদ্রের মহিমাই খ্যাপন করিলেন।

১৭৮। **প্রভুর বচনে**—"ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" এই বাক্য শুনিয়া। প্রভুর কথা শুনিয়া রাজার অভিমান হয় নাই, তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করেন নাই; বরং প্রভুকে স্পর্শ করিয়া প্রভুর চরণে অপরাধী হইলেন বলিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের আশ্বাস-বাক্যে তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

১৭৯। **তোমা লক্ষ্য করি**—তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া।

২৮০। **অবসর জানি**—সুযোগ বুঝিয়া। **করিব নিবেদন**—তোমাকে জানাইব ২।১১।৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮১। কৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইতেছেন—এই ভাবের আবেশে আনন্দের আধিক্যবশতঃ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু যেন আত্মহারা হইয়াই কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও জগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আবার কখনও বা রথে মাথা দিয়া ঠেলিতেছেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসই নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। শীঘ্র বৃন্দাবনে পৌঁছিবার অত্যাগ্রহেই যেন দ্রুতগতিতে রথকে চালাইবার নিমিত্ত প্রভু নিজের মাথা দিয়া রথ ঠেলিতেছিলেন।

১৮২। শ্রীজগন্নাথও তো বৃন্দাবন-বিহারের জন্যই রথযাত্রাচ্ছলে বাহির হইয়াছেন; বৃন্দাবন-বিহারিণী তাঁহাকে সত্বর যেন ব্রজে নেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিতা হইয়া মাথা দিয়া ঠেলিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া শ্রীজগন্নাথও আনন্দের আতিশয্যে দ্রুতবেগে রথ চালাইতে লাগিলেন।

১৮৩। **বলদেব-সুভদ্রাগ্রে**—বলদেবের রথের ও সুভদ্রার রথের সম্মুখে। তিন জনেরই পৃথক্ পৃথক্ রথ।

১৮৫। **বলগণ্ডি**—একটী স্থানের নাম।

১৮৬। **বিপ্রশাসন**—একটী নারিকেল-বাগানের নাম।

রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥ ১৯০

নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজনিজ ভোগ তাহা কৈল সমর্পণ॥ ১৯১

আগে-পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাহা পায় লাগায়, নাহিক নিয়মে॥ ১৯২

ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥ ১৯৩

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া॥ ১৯৪

নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥ ১৯৫

যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতিবৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে॥ ১৯৬

এই ত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন॥ ১৯৭

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥ ১৯৮

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তব-
মালায়াম্ (১।৭)—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রথারূঢ়স্যেতি। স চৈতন্যঃ পুনরপি পুনর্ব্বারং মে মম দৃশোর্নেত্রয়োঃ পদং গোচরং কিমিত্যতিভাগ্যেন যাস্যতি আগমিষ্যতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ স রথারূঢ়স্য রথারোহণং কৃতবতঃ নীলাচলপতে র্জগন্নাথস্য আরাৎ নিকটে অধিপদবি পদব্যাং অদভ্রেণ অনল্পেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেম্ণঃ কল্লোলেন স্ফুরিতং যৎ নটনং তস্মিন্ য উল্লাসস্তেন বিবশঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ সহর্ষং যথাস্যাত্তথা গায়দ্ভি র্বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃতা চতুর্দ্দিক্ষু বেষ্টিতা তনু শরীরং যস্য সঃ। ইতি শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯২। রথের সম্মুখে, পশ্চাতে, দুইপার্শ্বে, এমন কি ডাইন দিকের পুষ্পোদ্যানেও যিনি যেখানে স্থান পাইলেন, তিনি সেই স্থানেই স্বীয় অভীষ্ট দ্রব্য শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিয়া ভোগ দিলেন। **যাহাঁ**—যে স্থানে। **লাগায়**—ভোগ লাগায়।

১৯৪। **উপবনে**—পুষ্পোদ্যানে। **গৃহপিণ্ডায়**—ঘরের দাওয়ায়।

১৯৫। **নৃত্যপরিশ্রমে**—রথের অগ্রভাগে নৃত্য করার দরুণ পরিশ্রমে। **ঘন ঘর্ম্ম**—অত্যধিক ঘর্ম্ম।

১৯৬। **আরামে**—বাগানে; পুষ্পোদ্যানে; যে উদ্যানে প্রভু বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই উদ্যানে।

১৯৮। **চৈতন্যাষ্টকে**—শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিত মহাপ্রভুর একটী স্তব। এই স্তবে আটটী শ্লোক আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টক বলে। নিম্নে এই অষ্টক হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। রথারূঢ়স্য (রথস্থিত) নীলাচলপতেঃ (নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের) আরাৎ (নিকটে) অধিপদবি (পথিমধ্যে) অদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ (অত্যধিক প্রেম-তরঙ্গোদ্রেকজনিত-নর্ত্তনানন্দ-বিবশ) সহর্ষং (আনন্দের সহিত) গায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তনকারী) বৈষ্ণবজনৈঃ (বৈষ্ণব-সকলদ্বারা) পরিবৃততনুঃ (পরিবৃতদেহ) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) পুনরপি (পুনরায়) কিং (কি) মে (আমার) দৃশোঃ (নয়নদ্বয়ের) পদং (গোচরে) যাস্যতি (আসিবেন)।

অনুবাদ। রথস্থিত-শ্রীজগন্নাথদেবের নিকটবর্ত্তী পথিমধ্যে অত্যধিক-প্রেম-তরঙ্গোদ্রেকজনিত নর্ত্তনানন্দে

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়॥ ১৯৯

শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২০০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ॥

—০—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যিনি বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইবেন (আমি কি আর তাঁহার দর্শন পাইব)? ৯

অদভ্রপ্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ—অদভ্র (অনল্প—অত্যধিক) প্রেমোর্ম্মি (প্রেমতরঙ্গ—প্রেমবৈচিত্রী)-দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছে যে নটন (নৃত্য), সেই নৃত্যজনিত উল্লাসে (আনন্দাধিক্যে) বিবশ। শ্রীজগন্নাথের চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া যাঁহার চিত্তে আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই আনন্দের প্রেরণায় উদ্দণ্ড-নৃত্যাদি করিয়া যিনি ক্লান্ত ও বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাদৃশ শ্রীচৈতন্য।

শ্রীজগন্নাথের নিকটে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া প্রভু কিরূপে নৃত্যাদি করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন। ১৯৭-৯৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

মধ্য-লীলা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ॥ ১
জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গৌর ইতি। সঃ প্রসিদ্ধঃ গৌর আত্মবৃন্দৈ র্ভক্তগণৈঃ সহ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্ সন্ গোপীরসোল্লাসং গোপীপ্রেমমাধুর্য্যং শ্রুত্বা হৃষ্টঃ হর্ষযুক্তঃ সন্ প্রেম্না কৃষ্ণপ্রেমাবেশেন ননর্ত্ত নৃত্যং কৃতবান্। ইতি শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। মধ্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব, লক্ষ্মীদেবীর মান অপেক্ষা ব্রজদেবীদের মানের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্মীদেবীর আচরণ-প্রসঙ্গে শ্রীবাস ও স্বরূপ-দামোদরের প্রেমকোন্দলাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। সঃ (সেই) গৌরঃ (গৌরচন্দ্র) আত্মবৃন্দৈঃ (নিজজন-সমভিব্যাহারে) শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসবং (শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়-উৎসব) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) গোপীরসোল্লাসং (এবং ব্রজগোপীদের রসোল্লাসের কথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) হৃষ্টঃ (আনন্দিত) [সন্] (হইয়া) প্রেম্না (প্রমাবেশে) ননর্ত্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তগণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিয়া এবং ব্রজগোপীদের রসল্লোসের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। ১

আত্মবৃন্দৈঃ—স্বীয় ভক্তগণের সহিত। **শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্**—পরম-শোভাসম্পন্না লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীদেবীর সহিতই বিহার করেন। রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ যখন বাহিরে যায়েন, তখন লক্ষ্মীদেবী রোষভরে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া স্বীয় দাসীগণদ্বারা শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া তাড়নাদি করেন। লক্ষ্মীদেবীর এই লীলাকেই এস্থলে বিজয়োৎসব বলা হইয়াছে; বিজয়—(শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে) গমন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদগণের সহিত এই লীলা দর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না লওয়ায় লক্ষ্মীর মান হইয়াছিল। কিন্তু যে যে আচরণে তাঁহার এই মান অভিব্যক্ত হইল, মহাপ্রভুর নিকটে তাহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হওয়ায় স্বরূপদামোদরকে তিনি তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন; এই প্রসঙ্গেই গোপীদিগের মানের কথা এবং গোপীদের প্রেমবৈশিষ্ট্যের কথা স্বরূপদামোদর বর্ণন করেন। মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরের মুখে

এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥ ৩
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেইদেশ ॥ ৪
সবভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাথ হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৫
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সংবাহন ॥ ৬
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করয়ে পঠন ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপীরসোল্লাসং—গোপীদের রসের (প্রেমরসের) উল্লাস (বৈচিত্রীময় উচ্ছ্বাস), গোপীদের প্রেমের মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং গোপীভাবেও আবিষ্ট হইয়াছিলেন; তখন তিনি **প্রেম্না**—গোপীপ্রেমের আবেশে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত **ননর্ত্ত**—নৃত্য করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—বলগণ্ডী-স্থানে রথ যখন অপেক্ষা করিতেছিল, ভক্তগণসহ প্রভু তখন নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বিশ্রাম করিতে গেলেন। ভক্তগণ গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; প্রভু উদ্যানস্থ গৃহের দাওয়ায় প্রেমাবেশে পড়িয়া রহিলেন।

এইমত ইত্যাদি—প্রভু যখন এইভাবে প্রেমাবেশে উদ্যানস্থ গৃহের দাওয়ায় পড়িয়াছিলেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

৪। **সার্ব্বভৌম-উপদেশে** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন, কখন প্রভুর সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাতের সুবিধা হইবে, তাহা তিনি রাজাকে জানাইবেন (২।১৩।১৮০ পয়ার); এক্ষণে প্রভু যখন উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখনই দর্শনের উত্তম সুযোগ মনে করিয়া—রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে একাকী যাইয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভুর চরণসেবা করার নিমিত্ত প্রতাপরুদ্রকে সার্ব্বভৌম উপদেশ দিলেন। রাজাও তদনুসারে বৈষ্ণব সাজিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। **একলা**—একাকী। **বৈষ্ণববেশে**—বৈষ্ণবের পোষাকে; যদ্দ্বারা বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারা যায়, তদুপযোগী বেশে। গলায় তুলসীমালা, কপালাদিতে **ঊর্দ্ধপুণ্ড্র** তিলক, বাহুমূলে হয়তো শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন, পরিধানে সাধারণ বস্ত্র ইত্যাদিই বৈষ্ণবের পোষাক। "যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালাঃ যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি। হ. ভ. বি. ৪।১২৩ ॥" **সেইদেশ**—যে স্থানে প্রভু শয়ন করিয়া আছেন, সেই স্থানে।

৫। রাজা হাত জোড় করিয়া উদ্যানস্থ সমস্ত ভক্তের আদেশ লইয়া সাহসে ভর করিয়া প্রভুর চরণে হাত দিলেন। পার্ষদ-ভক্তদের কৃপা হইলেই ভগবৎ-কৃপা সুলভ হয়।

৬। **আঁখি বুজি**—চক্ষু মুদিয়া। **প্রেমে ভূমিতে** শয়ন—প্রেমাবেশে মাটীর উপর শুইয়া আছেন। **নৃপতি**—রাজা। প্রেমে প্রভুর চিত্ত আবিষ্ট; তিনি চক্ষু বুজিয়া মাটীতে শুইয়া আছেন। আর রাজা প্রতাপরুদ্র অতি নিপুণতার সহিত প্রভুর পাদ-সংবাহন করিতেছেন। **নৈপুণ্যে**—নিপুণতা বা দক্ষতার সহিত। **পাদ-সংবাহন**—পা চাপা, পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

৭। **"জয়তি তেঽধিকং"**-অধ্যায়—"জয়তি তেঽধিকং"-ইত্যাদি শ্লোক যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে, সেই অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের (রাসপঞ্চাধ্যায়ীর) ৩১শ অধ্যায়। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে গোপীগণ বনমধ্যে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও যখন পাইলেন না, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল গান করিয়াছিলেন, সে সমস্তই "জয়তি তেঽধিকং"-ইত্যাদি একত্রিংশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উনিশটী শ্লোক আছে।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বোল-বোল' বুলি উচ্চ বোলে বারবার। ৮

"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পঢ়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥ ৯

'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন'॥ ১০

এত বলি সেই শ্লোক পঢ়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার॥ ১১

তথাহি (ভা. ১০।৩১।৯)—
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং, কিন্তু, ত্বৎকথামৃতং পায়য়ন্তিঃ সুকৃতিভির্ব্বঞ্চিতমিত্যাহুঃ— তবেতি। কথৈবামৃতম্ অত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ—কবিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ অপি ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং তু অমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ কল্মষাপহং কামকর্ম্মনিরসনং তত্তু অমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষম্। কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকং এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতমাততং যথা ভবতি তথা, যে ভুবি গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদাতীত্যর্থঃ। যদ্বা এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিনঃ ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি 'যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুনর্যে ত্বাং পশ্যন্ত্যতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাজা-প্রতাপরুদ্র প্রভুর পাদ-সংবাহন করিতে করিতে "জয়তি তেঽধিকং"-অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন।

৮। "জয়তি তেঽধিকং"-অধ্যায়ের শ্লোক শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল; "বোল বোল" বলিয়া আরও শ্লোক পাঠ করার নিমিত্ত তিনি উচ্চস্বরে বৈষ্ণববেশী রাজাকে আদেশ করিতে লাগিলেন।

৯। **তব কথামৃতং শ্লোক**—ইহা "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায়ের নবম শ্লোক (১১শ পয়ারের পরে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে)। রাজা এই শ্লোকটী উচ্চারণ করা মাত্রেই প্রভু শয়ন হইতে উঠিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন।

১০। **বহু দিলে অমূল্য রতন**—অনেক অমূল্য রত্ন দিলে। প্রতাপরুদ্রের মুখে 'তব কথামৃতং' শ্লোক শুনিয়া প্রভু যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই এই স্থলে অমূল্য রতন বলা হইল।

মোর কিছু ইত্যাদি—তুমি আমাকে যাহা দিলে, তাহার পরিবর্ত্তে দেওয়ার মতন আমার কিছুই নাই; থাকার মধ্যে আছে আমার এই দেহটি; তাই আমি এই দেহদ্বারা তোমাকে একটী আলিঙ্গন মাত্র দিলাম। আলিঙ্গনচ্ছলে প্রভু প্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিলেন।

১১। এই কথা বলিয়া প্রভু নিজেই বার বার "তব কথামৃতং"-শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন; প্রেমে প্রভুর দেহেও অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল, রাজার দেহেও হইল।

শ্লো। ২। অন্বয়। তপ্তজীবনং (তাপিতজনের জীবনপ্রদ) কবিভিঃ (ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম কবিগণকর্ত্তৃক) ঈড়িতং (সংস্তুত—প্রশংসিত) কল্মষাপহং (সর্ব্ববিধ কল্মষনাশক) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ) শ্রীমৎ (সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত এবং) আততং (সর্ব্বব্যাপক) তব (তোমার) কথামৃতং (কথামৃত) [যে জনাঃ] (যাঁহারা) ভুবি (জগতে) গৃণন্তি (কীর্ত্তন করেন) তে (তাঁহারা) ভূরিদাঃ (সর্ব্বার্থপ্রদ)।

অনুবাদ। গোপীগণ বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার যে কথামৃত তাপিত-জনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম-কবিগণেরও প্রশংসিত, যাহা কল্মষাপহ (সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক) ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং যাহা

'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে—'এহো হয় কোন্ জন ?'॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত ও সর্ব্বব্যাপক (অর্থাৎ পুরাণবক্তাদের মুখে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র বিরাজিত). সেই কথামৃত যাঁহারা জগতে কীর্ত্তন (বা নিরূপণ) করেন, তাঁহারা ভূরিদ (অর্থাৎ সকলের সর্ব্বার্থপ্রদাতা) । ২

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকথার অদ্ভুত মহিমার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। গোপীগণ বলিতেছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার **কথামৃতং**—তোমার কথাই অমৃত। কৃষ্ণকথাকে অমৃত বলা হইল কেন? অমৃতের ধর্ম্ম ইহাতে আছে বলিয়া; অমৃত তাপিত জনের তাপ নিবারণ করে, মৃত ব্যক্তির প্রাণ সঞ্চার করে; শ্রীকৃষ্ণকথাও তদ্রূপ করিয়া থাকে; যেহেতু এই কথামৃত হইতেছে **তপ্তজীবনং**—তপ্ত (তাপিত, সংসারতাপে তাপিত বা শ্রীকৃষ্ণবিরহ-তাপে তাপিত) লোকদিগের জীবন-স্বরূপ, ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত দশা হইতে তাদৃশ তাপিত লোকদিগকে রক্ষা করে। শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিলে সংসারজ্বালা দূরীভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজ্বালাও প্রশমিত হয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে যাহাদের প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হয়, কৃষ্ণকথা শুনিলে তাহারাও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যাহা হউক, তাপিতজন সম্বন্ধে, অমৃতের সহিত কৃষ্ণকথার সমান ধর্ম্ম থাকিলেও সর্ব্ববিষয়েই কৃষ্ণকথা অমৃতের তুল্য নহে; কৃষ্ণকথা অমৃত অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; কারণ কৃষ্ণকথারূপ অমৃত **কবিভিরীড়িতং**—ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি বা ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি কবিগণকর্ত্তৃকও এই কথামৃত ঈড়িত বা প্রশংসিত। শ্রীকৃষ্ণকথা জীবগণের সর্ব্ববিধ অশুভ সমূলে বিনষ্ট করিয়া জীবগণকে প্রেম ও কৃষ্ণসেবা দান করিয়া পরমানন্দের অধিকারী করিতে পারে; কিন্তু অমৃত—স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃত—তাহা পারে না; স্বর্গামৃত বরং কামাদি বর্দ্ধিত করিয়া প্রভূত অনর্থের হেতু হইয়া থাকে; মোক্ষামৃতও প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল অবস্থা আনয়ন করে; "মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ১।১।৫১ ॥" এ-সমস্ত কারণে ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি কবিগণ স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃতকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন, কখনও তাহার প্রশংসা করেন না; কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথামৃতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন; ইহা হইতে বুঝা যায়—স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃত হইতে কৃষ্ণকথামৃত অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণকথামৃত আবার **কল্মষাপহং**—সংসারের হেতুভূত পাপপুণ্যরূপ যাবতীয় কল্মষ বা সর্ববিধ দুঃখকষ্টের বিনাশক; সাধারণ অমৃতের এই গুণ নাই; সুতরাং এই বিষয়েও কৃষ্ণকথামৃত অমৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকথামৃত আবার **শ্রবণমঙ্গলং**—এই কথামৃত শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলস্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থ বিচার তো দূরের কথা। **শ্রীমৎ**—এই কথামৃত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত এবং **আততং**—সর্ব্বব্যাপক, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে পুরাণবক্তাদিগকে সংস্থাপিত করিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। এতাদৃশ কথামৃত যাঁহারা **ভুবি গৃণন্তি**—সংসারে কীর্ত্তন করেন বা নিরূপণ করেন, তাঁহারাই **ভূরিদা**—বহুদানকর্ত্তা, সকলের সর্ব্বার্থপ্রদাতা, তাঁহাদের মত দাতা আর কেহ হইতে পারে না।

১২। মহাপ্রভু "তব কথামৃতং" শ্লোকটী পাঠ করিয়া এতই আনন্দিত হইলেন যে, তিনি আনন্দাতিশয্যে উক্ত শ্লোকস্থ "ভূরিদা"-শব্দটী বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে বৈষ্ণববেশী প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা যায়—যাঁহারা কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভূরিদা; প্রতাপরুদ্রও "জয়তি তেঽধিকং"-অধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছেন; তাই প্রভু তাঁহাকেই "ভূরিদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন।

ইহা নাহি ইত্যাদি—যাঁহাকে প্রভু আলিঙ্গন করিতেছেন, তিনি স্বরূপতঃ যে কে, তাহা প্রভু তখন জানেন না (অর্থাৎ জানিবার জন্য বাহিরে কোনও চেষ্টাই করেন নাই; সুতরাং প্রভুর বাহ্য আচরণের কথা বিচার করিলে মনে করিতে হয়—বৈষ্ণববেশধারী ব্যক্তিটী কে তাহা প্রভু জানিতেন না; বস্তুতঃ অন্তরে তিনি সমস্তই জানিতেন বলিয়া পরবর্ত্তী ১৮শ পয়ার হইতে জানিতে পারা যায়।

পূর্ব্ব সেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান-বিনা কৃপা প্রসাদ করিল ॥ ১৩
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥ ১৪
প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥ ১৫
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ ॥ ১৬
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
'কাহাঁ না কহিও ইহা'—নিষেধ করিল ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩। **পূর্ব্ব সেবা**—প্রতাপরুদ্র রথের অগ্রভাগে রাস্তায় যে ঝাড়ু দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা হইয়াছিল। এস্থলে ঐ ঝাড়ু দেওয়া রূপ সেবার কথাই বলা হইতেছে। **অনুসন্ধান বিনা**—ইনি কে, এই বিষয় কোনরূপ খোঁজ খবর না লইয়াই তাঁহাকে কৃপা করিলেন। ইহা তাঁহার স্বরূপভূতা কৃপাশক্তির ক্রিয়া।

১৪। **তার অনুসন্ধান**—কৃপাকারী শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধান ব্যতীত। **সফল**—আলিঙ্গনাদি কার্য্যে কৃপার অভিব্যক্তি। "করয়ে" ক্রিয়ার কর্ত্তা—কৃপা।

অনুসন্ধান ব্যতীত কিরূপে কৃপা করিলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি; হীন সেবায় রাজা-প্রতাপরুদ্রের অভিমানশূন্যতা দেখিয়াই এই স্বরূপভূতা কৃপাশক্তি রাজার প্রতি উন্মুখী হইয়া রহিয়াছিলেন। কৃপাশক্তি সর্ব্বদাই ভক্তের বা ভগবানের প্রসন্নতাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন; এস্থলে, রাজার মুখে "তব কথামৃতং"-শ্লোক শুনিয়া প্রভুর চিত্তে রাজার প্রতি যে প্রসন্নতা জন্মিয়াছিল, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই, পূর্ব্ব হইতেই উন্মুখী কৃপাশক্তি—প্রভুর অনুসন্ধান ব্যতীতই—রাজাকে কৃতার্থ করিলেন, প্রভুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন দেওয়াইয়া রাজার জন্ম সার্থক করিলেন। এই কৃপাশক্তির প্রেরণাতেই কোনওরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই প্রভু রাজাকে আলিঙ্গন দিয়াছেন। এস্থলে আলিঙ্গনের নিয়ন্ত্রী হইলেন কৃপাশক্তি—প্রভু হইলেন অনেকটা যন্ত্রস্বরূপ; তাই প্রভুর দিক্ দিয়া অনুসন্ধানের কোনও অপেক্ষা ছিল না। এই কৃপাশক্তির এতই প্রভাব যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু পর্য্যন্ত তাহার হাতে ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন; তাই বলা হইয়াছে "চৈতন্যের কৃপা মহাবল"। এই লীলায় প্রভুর কৃপা যেন স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছেন—১।১।৩-শ্লোকের টীকায় করুণা-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

১৫। **পিয়াও**—পান করাও। **কৃষ্ণলীলামৃত**—কৃষ্ণলীলার কথারূপ অমৃত।

১৭। **ঐশ্বর্য্য দেখাইল**—প্রতাপরুদ্রকে প্রভু কি ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, এস্থলে উল্লেখ নাই। মুরারিগুপ্তের কড়চার (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ নামক গ্রন্থের) চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শসর্গ হইতে জানা যায়, রাজা প্রতাপরুদ্র ক্রমাগত তিনবার মহাপ্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সাক্ষাতে তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত এতই অধীর হইলেন যে, তৃতীয় বার স্বপ্নদর্শনের পরেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর প্রভুর সমীপে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর চরণকমল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ষড়্‌ভুজ রূপ দেখাইলেন। "এবং স্তুবন্তং নৃপতিং জগৎপতিঃ শৃঙ্গারপোষং নিজ বৈভবং প্রভুঃ। শ্রীবিগ্রহং ষড়্‌ভুজমদ্ভুতং মহৎ প্রদর্শয়ামাস মহাবিভূতিঃ ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্। ৪।১৬।১৩ ॥" এই ষড়্‌ভুজ রূপের ঊর্দ্ধ দুই বাহুতে ধনুর্ব্বাণ, মধ্যের দুই বাহু বক্ষঃস্থলে বংশীবাদনে নিযুক্ত এবং শেষ বাহুদ্বয় নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল। "ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং বংশীবক্ষঃস্থল-বিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ। শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যাবেশং স বিভ্রৎ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্। ৪।১৬।১৫ ॥" কবিরাজ গোস্বামী যে ঐশ্বর্য্য-দর্শনের কথা বলিয়াছেন, তাহা রথযাত্রার সময়ে বলগণ্ডীস্থানের নিকটবর্ত্তী

'রাজা' হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস ॥ ১৮
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সভে আনন্দিত মন ॥ ১৯
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাথ করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২০
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥ ২১
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২২
বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল—যার নাহি অন্ত ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উদ্যানে; কবিরাজ গোস্বামীর মতে এই উদ্যানে এই সময়েই প্রতাপরুদ্র সর্ব্বপ্রথমে প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। মুরারিগুপ্তের কড়চা অনুসারে জানা যায়—তিনবার স্বপ্নদর্শনের পরে প্রতাপরুদ্র যাইয়া প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন; ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ দর্শন; এই দর্শনোপলক্ষ্যেই তিনি ষড়্ভুজরূপের দর্শন পায়েন; কিন্তু এই সাক্ষাৎ-দর্শন যে প্রতাপরুদ্র রথযাত্রাকালে বলগণ্ডীস্থলের নিকটবর্ত্তী উদ্যানেই পাইয়াছিলেন, মুরারিগুপ্ত তাহা বলেন নাই। যাহা হউক, স্থানকালের পার্থক্য থাকিলেও—কবিরাজ গোস্বামী এবং মুরারিগুপ্ত এই উভয়েই প্রথম সাক্ষাতের কথাই বলিয়াছেন; কবিরাজ গোস্বামী বলেন—প্রথম সাক্ষাতে প্রতাপরুদ্রকে প্রভু একটা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু কি ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, তাহা তিনি বলেন নাই। মুরারিগুপ্ত বলেন—প্রথম সাক্ষাতে প্রভু প্রতাপরুদ্রকে স্বীয় ষড়্ভুজরূপ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং যদি মনে করা যায় যে, কবিরাজ গোস্বামীও ষড়্ভুজরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনের কথাই বলিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। এই ষড়্ভুজ-রূপ যে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, মুরারিগুপ্ত তাহা বলেন না। কেহ কেহ বলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ষড়্ভুজ-রূপের দর্শনই পাইয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত-আদিকর্ত্তৃক তাহা উল্লিখিত না হইলেও, ইহা ভিত্তিহীন না হইতেও পারে। রাজা প্রতাপরুদ্র যদি একাধিকবার প্রভুর ষড়্ভুজ রূপ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও এক বারে হয়তো দণ্ড-কমণ্ডলুধারী রূপও দেখিয়া থাকিবেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু একাধিক ভক্তের নিকটে একাধিক ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছেন; কিন্তু সকল ষড়্ভুজ-রূপ যে এক রকম নহে, তাহা ভূমিকায় "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-রূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। এই অবস্থায় যদি প্রতাপরুদ্র অন্ততঃ দুইবার ষড়্ভুজ-রূপ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক বারে মুরারিগুপ্ত-কথিত রূপ এবং আর একবারে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী রূপও দেখিয়া থাকিবেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র; যেহেতু, কোনও প্রাচীনগ্রন্থে এই দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ষড়্ভুজ-রূপের নির্ভরযোগ্য উল্লেখ আছে কিনা, জানা যায় না। এজন্যই ভূমিকায় "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-রূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে —"আধুনিক চিত্রকরগণ ষড়্ভুজ-রূপের যে চিত্র বাজারে বিক্রয় করেন, তাহা উপরোক্ত সন্দেহমূলক উক্তিরই অনুরূপ; সুতরাং এই চিত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত কিনা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।"

১৮। **রাজা হেন** ইত্যাদি—যে বৈষ্ণববেশী লোককে প্রভু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, প্রভু যে তাঁহাকে রাজা-প্রতাপরুদ্র বলিয়া চিনিতে পরিয়াছেন, এরূপ কোনও কথা বা লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০। **বন্দিলা**—বন্দনা করিলেন; নমস্কার করিলেন।

২১। উদ্যানমধ্যেই প্রভু ভক্তগণসহ মধ্যাহ্নকৃত্য এবং মধ্যাহ্নভোজন করিলেন।

২৩। **বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ**—বলগণ্ডিস্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ লাগিয়াছে, সেই ভোগের প্রসাদ। **নিসকড়ি**—ডাল, ভাত, রুটী, তরকারী আদি ব্যতীত অন্য ঘৃতপক্কদ্রব্যাদি ও ফলমূল মিষ্টান্নাদি। পয়ারবর্ত্তী

ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল॥ ২৪
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥ ২৫
মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার॥ ২৬
অমৃতমণ্ডা ছানা-বড়া আর কর্পূরকুলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলি॥ ২৭
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি॥ ২৮
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার॥ ২৯
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত-খণ্ডের বিকার॥ ৩০
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ-মুদগাঙ্কুর, আদা খানিখানি॥ ৩১
নেবু-কোলি আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥ ৩২
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥ ৩৩
'এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন'।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥ ৩৪
কেয়াপত্রদ্রোণী আইল বোঝা পাঁচসাত।
একেক-জনে দশদোনা দিল একেক-পাত॥ ৩৫
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা-সভাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥ ৩৬
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥ ৩৭
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন—॥ ৩৮
আপনে বৈসহ প্রভু! ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহো না পারে খাইতে॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪-৩২ পয়ারে কতকগুলি নিসকড়ি-প্রসাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা যে প্রসাদ পাঠাইয়াছেন (২২পয়ার), তাহা নিসকড়ি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

২৪-২৫। **ছেনা**—ছানা। **পানা**—সরবৎ। **পৈড়**—পেঁড়া। **কদলক**—কলা। **বীজতাল**—কচি তালের বীজ বা শাঁস। **নারঙ্গ**, ছোলঙ্গ, টাবা কমলা ও বীজপূর—এই পাঁচটী পাঁচজাতীয় লেবু। **দ্রাক্ষা**—আঙ্গুর।

২৬-২৯। এই কয় পয়ারে নানাবিধ মিষ্টান্নের নাম করা হইয়াছে। "অমৃতমণ্ডা" ইত্যাদি স্থলে "অমৃতমণ্ডা সেবতী আর কর্পূরকূপী (বা কর্পূরপূপী)" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। "সরপুলি"-স্থানে "সরপূপী" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৩০। চিনি বা গুড়দ্বারা প্রস্তুত ফল, ফুল ও পত্রযুক্ত নারঙ্গবৃক্ষ, ছোলঙ্গ বৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ। **খণ্ড**—খাঁড় বা গুড়।

৩১। **তক্র**—ঘোল। **রসালা**—ঘনদুগ্ধের সহিত চিনি ও কর্পূরাদিযোগে রসালা প্রস্তুত হয়; পরবর্ত্তী ১৭৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। **শিখরিণী**—ঘন দধির সহিত চিনি ও কর্পূরাদিযোগে শিখরিণী প্রস্তুত হয়। **সলবণ**—লবণযুক্ত। **মুদ্গাঙ্কুর**—অঙ্কুরযুক্ত ভিজামুগ।

৩২। **কোলি**—কুল, বদরি।

৩৩। **অর্দ্ধ উপবন**—উদ্যানের অর্দ্ধেক।

৩৪। শ্রীজগন্নাথ উপরি উক্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি ভোজন করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে।

৩৫। **কেয়াপত্রদ্রোণী**—কেয়াপাতার দোনা (বা ঠোঙ্গা)। **একেক জনে** ইত্যাদি—এক এক জনকে দশটী দোনা এবং একখানি পাতা দেওয়া হইল।

৩৭। **পাঁতি**—পংক্তি, সারি।

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈয়া।
ভোজন করাইল সভারে আকণ্ঠ-পূরিয়া ॥ ৪০
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল,—খায় সহস্রেক জন ॥ ৪১
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ ৪২
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি ॥ ৪৩
'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৪
ইহাঁ জগন্নাথের রথ চলন-সময়।
গৌড়সব রথ টানে—আগে না চলয় ॥ ৪৫
টানিতে না পারি গৌড়সব ছাড়ি দিলা।
পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥ ৪৬
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে ॥ ৪৭
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্ত-হস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন ॥ ৪৮
মত্ত-হস্তিগণ টানে—যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল ॥ ৪৯
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজ-গণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে—দেখে দাণ্ডাইয়া ॥ ৫০
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥ ৫১
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছী টানিবারে দিল ॥ ৫২
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৩
ভক্তগণ কাছীতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ—টানিতে না পায় ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪১। **উবরিল**—বেশী হইল। **খায় সহস্রেকজন**—যাহা খাইলে এক হাজার লোকের পেট ভরিতে পারে।

৪৩। **হরিবোল** ইত্যাদি—"হরিবোল" বলিয়া হরিনাম করার জন্য প্রভু কাঙ্গালদিগকে উপদেশ করিলেন।

৪৫। **ইহাঁ**—বলগণ্ডীস্থানে। **রথ-চলনসময়**—পুনরায় রথ চালাইবার সময় হইল; **গৌড়**—উড়িষ্যাবাসী জাতিবিশেষ; গৌড়জাতীয় লোকেরাই রথ টানে। **আগে না চলয়**—রথ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় না, গৌড়দের টানাসত্ত্বেও। পরবর্ত্তী ৫৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। **ছাড়ি দিলা**—রথের কাছি ছাড়িয়া দিয়া।

৫২। **ঘুচাইল**—ছাড়াইয়া দিলেন।

৫৪। **টানিতে না পায়**—ভক্তগণ রথ টানিবার অবকাশ পায় না, কেবল কাছি ধরিয়াই তাঁহাদিগকে দৌড়াইতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ার হইতে বুঝা যায়—প্রথমে যখন গৌড়গণ রথ টানিতেছিল, তারপরে যখন পাত্রমিত্রসহ রাজা-প্রতাপরুদ্র রথ টানিতেছিলেন এবং তাহারও পরে যখন মত্তহস্তিগণ রথ টানিতেছিল, তখনও মহাপ্রভু ছিলেন পুষ্পোদ্যানে। পূর্ব্বে বলগণ্ডিস্থানে রথ আসাপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রথের অগ্রভাগে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, সেই সময়ে গৌরের পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ প্রথমে বিস্মিত, তার পরে মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিলেন (২।১৩।১ শ্লোকের টীকা-দ্রষ্টব্য)। শ্রীজগন্নাথ বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন—বলগণ্ডিস্থান হইতে গুণ্ডিচামন্দির যাওয়ার সময়েও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রথের অগ্রভাগে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ মাধুর্য্য বিস্তার করিবেন। কিন্তু গৌড়গণ যখন রথ টানিতে আরম্ভ করিল, তখন গৌরকে সেখানে না দেখিয়া বোধ হয় শ্রীজগন্নাথের মন একটু অপ্রসন্ন হইল, পূর্ব্বদৃষ্ট গৌর-মাধুর্য্যের স্মৃতিতেই তিনি বোধ হয় তন্ময় হইয়া রহিলেন, রথ চালাইবার ইচ্ছা যেন তাঁহার মনে জাগিবার অবকাশই পাইল না; তাই সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল—রথ চলিল না; কারণ, রথ চলে জগন্নাথের ইচ্ছায়, কাহারও বলে চলে না (২।১৩।২৭)। রথ কিছুতেই

মহানন্দে লোক করে 'জয়জয়'-ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি ॥ ৫৫

নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ৫৬

'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
এইমত কোলাহল লোকে 'ধন্য ধন্য' ॥ ৫৭

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৫৮

পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ-সিংহাসনে ॥ ৫৯

সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥ ৬০

অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ৬১

আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি সবলোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল ॥ ৬২

নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৩

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্যমুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চলিতেছে না শুনিয়া প্রভু যখন উদ্যান হইতে রথের নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে জগন্নাথের মন প্রসন্ন হইল বটে ; কিন্তু তখনও মত্তহস্তিগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, রথ নড়িল না। ইহার হেতু বোধ হয় এইরূপ। প্রভুর দর্শনে তাঁহার আনন্দ হইল বটে ; কিন্তু একটু কৌতুক-রঙ্গের জন্যই যেন সুরসিক জগন্নাথদেবের ইচ্ছা হইল। তিনি তো বৃন্দাবনে যাইতেছেন ? বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যদি তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যান, তাহা হইলে তিনি যাইবেন, নতুবা যাইবেন না। কৌতুকবশতঃ এই ভঙ্গীটী প্রকাশ করার জন্যই যেন তিনি আর রথ চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না, যেন হট করিয়াই রথ স্থির করিয়া রাখিলেন। লীলাশক্তি তাঁহার এই হঠরঙ্গ বুঝিতে পারিয়াই যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যে প্রেরণা জাগাইয়া মত্তহস্তিগণকে ছাড়াইয়া দেওয়াইলেন এবং গৌরের দ্বারা তাঁহার পার্ষদ-ভক্তদের হাতে রথের কাছি ধরাইলেন। ইহাতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথের বৃন্দাবনে যাওয়ার অনুকূলে শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা এবং চেষ্টা প্রকাশ পাইল ; দেখিয়া জগন্নাথদেবের মনেও কৌতুক-হর্ষের উদয় হইল। কিন্তু তখনও রথ নড়ে নাই। রসিক-শেখর জগন্নাথদেব বোধ হয় ইহাদ্বারা এই ভাব দেখাইতে চাহিলেন যে—শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নিজে জোর করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া না যান, তাহা হইলে তিনি যাইবেন না। এই নূতন হঠরঙ্গের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া লীলাশক্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেরণা দিয়া রথের পশ্চাতে নিয়া গেলেন এবং লীলাশক্তিরই প্রেরণায় রসিকা-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজের মাথার সাহায্যে রথ ঠেলিতে লাগিলেন ; ভাব বোধ হয় এই যে—"দেখি, কিরূপে তুমি বৃন্দাবনে না যাইয়া হঠ করিয়া থাকিতে পার।" শ্রীরাধার প্রেমের শক্তির নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বরাবরই হার মানিয়াছেন। এখানেও হার মানিলেন—হড় হড় করিয়া রথ চলিয়া নিমিষের মধ্যেই বৃন্দাবনের নিভৃত কেলিকুঞ্জস্বরূপ গুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকটে আনিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে হাজির করিল। বিদগ্ধ-শিরোমণি শ্রীশ্রীজগন্নাথের চিত্তেও বোধ হয় আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল।

৫৫। **বহি**—বই, ব্যতীত।

৫৬। **নিমিষেকে**—এক নিমিষের মধ্যে ; অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

৫৯। **পাণ্ডুবিজয়**—শ্রীজগন্নাথদেবকে রথ হইতে গুণ্ডিচা-মন্দিরে লইয়া যাওয়া। ২।১৩।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৩। **আইটোটা**—আইনামক উদ্যান। ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। **নবদিন**—রথযাত্রার পরে নয়দিন, দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত। এই নয়দিন শ্রীঅদ্বৈতাদি নয়জন প্রধান ভক্ত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যতদিন।
এক একদিন করি পড়িল বণ্টন ॥ ৬৫
চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৬
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিন মেলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৭
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করে ভক্তগণসাথ ॥ ৬৮
কভু অদ্বৈত নাচে—কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে—কভু অচ্যুতানন্দ ॥ ৬৯
কভু বক্রেশ্বর—কভু আর ভক্তগণে।
সন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥ ৭০
'বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ' এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ ৭১
'রাধাসঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা' এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭২
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৩
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া ॥ ৭৪
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডুক-বাদ্য বাজায় সভে করতলে ॥ ৭৫
দুই-দুইজন মেলি করে জল-রণ।
কেহো হারে জিনে, প্রভু করে দরশন ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৫। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস সময়কে চাতুর্ম্মাস্য বলে। এই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে অন্য ভক্তগণের এক এক জনে একদিন করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

৬৬। **চারিমাসের দিন**—চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত দিন সকল। মুখ্য মুখ্য ভক্তগণের নিমন্ত্রণেই চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস ফুরাইয়া গেল; অন্য ভক্তগণ আর প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পাইলেন না।

৬৭। **দুই-তিন মেলি**—দুই তিনজন ভক্ত একত্রে মিলিত হইয়া একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ৬৪-৬৭ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে রথযাত্রার পরবর্ত্তী চাতুর্ম্মাস্য-কালের কথা বলা হইয়াছে।

৬৮। **প্রাতঃকালে**—রথযাত্রার পরের দিন প্রাতঃকাল।

৬৯। "কভু হরিদাস নাচে—কভু অচ্যুতানন্দ।" এই পয়ারার্দ্ধ সকল গ্রন্থে নাই।

৭০। "সন্ধ্যাকীর্ত্তন করে গুণ্ডিচাপ্রাঙ্গণে"-স্থলে "দ্বিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে ভক্তগণসনে"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। "দ্বিসন্ধ্যা"-স্থলে "ত্রিসন্ধ্যা"-পাঠও দৃষ্ট হয়।

৭১। গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন।" ইহা মনে করিয়া তাঁহার কৃষ্ণবিরহব্যথা তিরোহিত হইল। "অবসান"-স্থলে "সমাধান"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৭২। **রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা**—শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাস (বৃন্দাবনে)।

"এইরসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে"-এই পয়ারার্দ্ধ সকল পুস্তকে নাই।

৭৩। **নানোদ্যানে**—নানাবিধ উদ্যানে। **বৃন্দাবনলীলা**—বৃন্দাবনলীলা কীর্ত্তন করেন, অথবা বৃন্দাবনলীলার আবেশে সেই লীলার অভিনয় করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু বোধ হয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জল-কেলি করিয়াছিলেন।

৭৫। **জলমণ্ডুক বাদ্য**—জলের উপরে হাতের দ্বারা আঘাত করিয়া এক রকম বাদ্য করা। **করতলে**—হাতের তালুর আঘাতে।

৭৬। **জল-রণ**—জলযুদ্ধ; পরস্পরের গায়ে জল ফেনাফেলি।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৭
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুইজনে ॥ ৭৮
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত-সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৭৯
সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দরায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার—হৈলা শিশুপ্রায় ॥ ৮০
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া—॥ ৮১
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক-জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন ॥ ৮২
গোপীনাথ কহে—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে, তার একবিন্দু ॥ ৮৩
মেরু-মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথাতথা।
এই দুই গণ্ডশৈল—ইহার কা কথা ? ॥ ৮৪
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার ॥ ৮৫
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল ॥ ৮৬
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৭
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৭। **আচার্য্য**—অদ্বৈত-আচার্য্য।

৭৮। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। **গুপ্ত-দত্ত**—গুপ্ত ও দত্ত ; মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব দত্ত।

৮০। **শিশুপ্রায়**—শিশুর মত চঞ্চল।

৮২। **পণ্ডিত গম্ভীর**—পণ্ডিত ও গম্ভীর (গাঢ়)। **দোঁহে**—রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম। **প্রামাণিক**—প্রমাণস্থানীয় ; পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্য আছে বলিয়া যাঁহাদের কথা সকলেই মানিয়া লয়। **বাল্যচাঞ্চল্য**—বালকের ন্যায় চপলতা। **করহ বর্জ্জন**—নিষেধ কর, যেন চাঞ্চল্য না করে।

৮৩-৮৪। "তোমার কৃপাসিন্ধুর একবিন্দুমাত্রও যখন উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তখন মেরু ও মন্দরের ন্যায় সমুচ্চ পর্ব্বতসমূহও ডুবিয়া যাইতে পারে—সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের ন্যায় দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত যে তাহাতে ভাসিয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?" অর্থাৎ "প্রভু, তোমার কৃপাতেই ইঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্যের অভিমান—এমনি কি স্মৃতি পর্য্যন্ত—দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, ইঁহারা উভয়েই বালকের ন্যায় সরল হইয়া পড়িয়াছেন।"

মেরু-মন্দর—মেরুপর্ব্বত ও মন্দর পর্ব্বত। **গণ্ডশৈল**—ক্ষুদ্র পাহাড়।

৮৫। বিশেষরূপে সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া এই পয়ার বলা হইয়াছে।

শুষ্কতর্ক—ভক্তিবিরুদ্ধ নীরস তর্ক। **খলি**—খইল। প্রভু, যে সার্ব্বভৌম ভক্তিবিরুদ্ধ নীরস তর্ক করিয়া কাল কাটাইতেন, তোমার কৃপায় তিনি কৃষ্ণলীলামৃত পান করিতেছেন। তোমার কৃপার কি অপূর্ব্ব মহিমা !

"খলি"—গরুর খাদ্য ; "শুষ্কতর্করূপ খলি খাইত" বলিয়া এস্থলে গোপীনাথ আচার্য্য বোধ হয় তাঁহার শ্যালক সার্ব্বভৌমকে একটু পরিহাসও করিলেন।

৮৬-৮৭। **শেষ শয্যা**—অনন্ত শয্যা। অনন্তদেব যেভাবে জলের উপর শুইয়া নারায়ণকে ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতও সেইভাবে জলের উপর শুইয়া ভাসিয়া রহিলেন, স্বয়ং প্রভু তাঁহার উপরে শয়ন করিয়া শেষ শায়ী নারায়ণের লীলা প্রকটিত করিলেন।

৮৮। **নিজশক্তি প্রকটিয়া**—স্বীয় শক্তি প্রকটিত করিয়া ; কিন্তু কি সেই শক্তি ? ৮৬-৮৭ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, শেষ বা অনন্তরূপে (১।৫।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) যে শক্তি প্রকাশিত হয় এবং যে শক্তির প্রভাবে অনন্তদেব শয্যারূপে ভগবানের সেবা করেন, সেই শক্তিই এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু এই শক্তিকে

এইমত জলক্রীড়া করি কথোক্ষণ।
আইটোটা আইলা, প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ ৮৯
পুরী-ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥ ৯০
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥ ৯১
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥ ৯২
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কথোক্ষণ॥ ৯৩
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবনবিহার করে ভক্তগণ লৈয়া॥ ৯৪
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল পবনে॥ ৯৫
প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥ ৯৬
এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥ ৯৭
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে॥ ৯৮
প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিগ্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥ ৯৯
এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥ ১০০
জলক্রীড়া করি পুন আইলা উদ্যানে।
ভোজন-লীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥ ১০১
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তনাথ। ১০২
'জগন্নাথবল্লভ' নাম বড় পুষ্পারাম।
নবদিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীঅদ্বৈতের নিজশক্তি বলা হইল কেন? তাহার উত্তর এই—শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী; কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলেন শেষ বা অনন্ত (১।৫।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শেষ বা অনন্ত হইলেন মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের অংশ-কলা; মহাবিষ্ণু শক্তিতেই শেষের শক্তি; শেষ বা অনন্তদেবে যে শক্তির বিকাশ, তাহা তাঁহার অংশী মহাবিষ্ণু অদ্বৈতেও আছে। সুতরাং অনন্তদেব শয্যারূপে যে শক্তি প্রকাশ করেন, তাহা স্বরূপতঃ মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতেরই নিজশক্তি। অংশীর মধ্যেই অংশের অবস্থান; ৮৬-৮৮ পয়ারে বর্ণিত লীলায় শ্রীঅদ্বৈতে তাঁহার অংশ শ্রীঅনন্তদেবের শক্তিই প্রকটিত হইয়াছে। **বুলে**—ভ্রমণ করেন।

৯০। **পুরী ভারতী**—পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দভারতী। **আচার্য্যের**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের।

৯২। **দর্শন-নর্ত্তন**—শ্রীজগন্নাথের দর্শন এবং তৎসাক্ষাতে কীর্ত্তনে নর্ত্তন (করিলেন মহাপ্রভু)।

৯৪। **বৃন্দাবনবিহার**—বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপনে তদনুরূপ লীলা।

৯৫। **বৃক্ষবল্লী**—বৃক্ষ ও লতা। **প্রফুল্লিত**—পুষ্পিত। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **পিক**—কোকিল।

৯৭। **এক এক গায়**—এক একটি গান গাহেন (বাসুদেব দত্ত)।

১০২। **নবদিন**—রথদ্বিতীয়া হইতে নয় দিন—দশমী পর্য্যন্ত।

১০৩। **পুষ্পারাম**—পুষ্পের বাগান। এই পয়ারে বলা হইল, নয়দিনই প্রভু "জগন্নাথবল্লভ"-নামক বাগানে বিশ্রাম করিতেন; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩ ও ৮৯ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু আইটোটাতেই বিশ্রাম করিতেন। ইহা হইতে মনে হয়—জগন্নাথবল্লভ-নামক বাগানই আইটোটা নামে খ্যাত।

[উৎকল-মতে একাদশী তিথিতেই শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা; সুতরাং দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত নয় দিন তিনি গুণ্ডিচাতে বিশ্রাম করেন, একাদশীদিনে নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভুও রথদ্বিতীয়া হইতে দশমী

হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া— ॥ ১০৪
কালী হোরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর, যৈছে কভু নাহি হয় ॥ ১০৫
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১০৬
ঠাকুরের ভাণ্ডারে, আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে ॥ ১০৭
ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনী।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী ॥ ১০৮
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥ ১০৯
সেই ত করিহ—প্রভু লঞা নিজ-গণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন ॥ ১১০
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজ-গণ লঞা।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা ॥ ১১১
নীলাচল আইলা পুন ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১২
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
গণসহ ভালস্থানে বসাইল লৈয়া ॥ ১১৩
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল— ॥ ১১৪
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকাবিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পর্য্যন্ত নয় দিন পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করেন, একাদশীর দিন রথের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া রাত্রিতে গম্ভীরাতেই বিশ্রাম করিয়াছেন।

১০৪। **হোরাপঞ্চমী**—রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথি। হোরা-অর্থ গমন করা। এই পঞ্চমীতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে গমন করেন বলিয়া ইহাকে হোরা পঞ্চমী বলে; এই অধ্যায়ে প্রথমশ্লোকের টীকায় "শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্"-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে "হোরাপঞ্চমী"-স্থলে "হেরাপঞ্চমী"-পাঠ দৃষ্ট হয়। হেরা অর্থ দেখা। শ্রীলক্ষ্মীদেবী এই পঞ্চমীতে শ্রীজগন্নাথকে দেখিবার জন্য বাহির হয়েন বলিয়া ইহাকে হেরাপঞ্চমী বলে। কবি কর্ণপূরও কিন্তু "হোরা"-পাঠ লিখিয়াছেন।

১০৫। **শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়**—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাহিরে গমন।

১০৬। **সম্ভার**—আয়োজন।

১০৮। **মণ্ডনী**—সজ্জা।

১০৯। **দ্বিগুণ**—অন্যান্য বৎসর যাহা হয়, তাহার দ্বিগুণ।

১১১। **সুন্দরাচল**—যে স্থানে গুণ্ডিচামন্দির অবস্থিত, তাহাকে সুন্দরাচল বলে।

১১২। **নীলাচল**—যে স্থানে শ্রীজগন্নাথের মন্দির অবস্থিত, তাহাকে নীলাচল বলে। **রঙ্গে**—লীলা, তামাসা।

১১৩। **ভালস্থানে**—যে স্থানে বসিলে সমস্ত বিষয় ভালরূপে দেখা যায়। **গণসহ**—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণের সহিত। পরবর্ত্তী ১৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৪। **রসবিশেষ**—ব্রজরস, যাহাতে লক্ষ্মীদেবী হইতে ব্রজগোপীদের প্রাধান্য খ্যাপিত হয়।

১১৫। **দ্বারকাবিহার**—শ্রীজগন্নাথের নীলাচল-লীলা দ্বারকালীলা বলিয়া খ্যাত; এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার ভাব। **সহজ**—স্বাভাবিক। **উদার**—পরের ইচ্ছানুবর্ত্তী। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দ্বারকালীলার স্বাভাবিকী পরেচ্ছানুবর্ত্তিতাই প্রকটিত করেন; এস্থানে তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বশবর্ত্তী হইয়াই থাকেন।

তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥ ১১৬
বৃন্দাবনসম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥ ১১৭
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥ ১১৮
নানাপুষ্পোদ্যানে তাহাঁ খেলে রাত্রি দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে ?॥ ১১৯
স্বরূপ কহে—শুন প্রভু ! কারণ ইহার।
বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥ ১২০
বৃন্দবনক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥ ১২১
প্রভু কহে—যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন॥ ১২২
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহো নাহি জানে॥ ১২৩
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ?॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৮। রথযাত্রার ছলে নীলাচল ছাড়িয়া বৎসরে একবার সুন্দরাচলে যায়েন এবং বৃন্দাবনতুল্য উপবনাদি দর্শন করিয়া বৃন্দাবন-দর্শনের বাসনা পূর্ণ করেন।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা-লীলাটী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন-গমন-লীলা—ইহাই এই পয়ারে সূচিত হইল।

১১৯। সুন্দরাচল যাওয়ার সময়ে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নেন না কেন ?—ইহাই স্বরূপ-দামোদরের প্রতি প্রভুর প্রশ্ন। স্বরূপ-দামোদর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ১২০-২১ পয়ারে।

১২০-২১। স্বরূপদামোদর বলিলেন—"শ্রীজগন্নাথের সুন্দরাচল গমন হইল বৃন্দাবন-গমন; সুন্দরাচলে তিনি বৃন্দাবন-লীলাই করিয়া থাকেন; বৃন্দাবন-লীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই বলিয়াই তিনি লক্ষ্মীকে সঙ্গে লয়েন না; বৃন্দাবন-লীলায় একমাত্র গোপীদেরই অধিকার।"

বৃন্দাবন হইল ঐশ্বর্য্য-গন্ধলেশ-শূন্য শুদ্ধমাধুর্য্যময় ধাম; শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজগোপীদেরই বৃন্দাবনলীলায় অধিকার, অপরের সাহচর্য্যে সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইতে পারে না। শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে ঐশ্বর্য্যের ভাব মিশ্রিত আছে বলিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার অধিকার নাই; কারণ, বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই; এস্থানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত; লক্ষ্মীদেবী কিন্তু কাহারও অনুগত্যে অভ্যস্তা নহেন। ২।৮।১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাহি অধিকার—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী হইলেন দেবী। বৃন্দাবনলীলায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিকর, তাঁহাদের সকলেরই নর-অভিমান, দেবদেবীর অভিমান তাঁহাদের কাহারও নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও নর অভিমান; তাই যাঁহাদের নর-অভিমান নাই, বৃন্দাবন-লীলায় তাঁহাদের অধিকার নাই; যেহেতু, তাঁহারা নরলীল-শ্রীকৃষ্ণের লীলার রসপুষ্টি বিধান করিতে পারেন না। **হরিতে নারে মন**—বৃন্দাবনের কান্তাভাবের লীলায় একমাত্র মহাভাববতী গোপীগণই রসপুষ্টি বিধান করিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না; যেহেতু, বৃন্দাবনের লীলা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা; পূর্ণতম-বিকাশময়-প্রেম-মহাভাবের প্রভাবেই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনার অপ্রতিহত বিকাশ সম্ভব—যাহা ব্যতীত ব্রজের কান্তাভাবময়ী লীলা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও সেবাগ্রহণ-বাসনা এবং ভক্ত-চিত্তবিনোদন-বাসনা অপ্রতিহত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজগোপীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রেম আছে বলিয়াই রাসাদি-লীলারসের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জাগ্রত করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সঙ্গও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবীতে এতাদৃশ প্রেমের বিকাশ নাই বলিয়া বৃন্দাবনের লীলায় তাঁহার সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে লোভনীয় নয়, বৃন্দাবন-লীলাতেও তাঁহার অধিকার নাই।

১২২-২৪। **যাত্রাছলে**—রথযাত্রার ছলে।

স্বরূপ কহে—প্রেমবতীর এই ত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব॥ ১২৫
হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করি আরোহণ॥ ১২৬
ছত্র-চামর-ধ্বজ পতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ॥ ১২৭
তাম্বূলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
হাথে যার দাসীশত দিব্যভূষাম্বর॥ ১২৮
অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সকলেই জানে, লক্ষ্মীও জানেন—শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রায়ই বাহির হইয়াছেন; তিনি যে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, তাহা লক্ষ্মীদেবী জানেন না; বিশেষতঃ সঙ্গে ভগিনী সুভদ্রা এবং বড়ভাই বলদেব আছেন; তাঁহাদের সাক্ষাতে গোপীদের লইয়া বিহার করাও সম্ভব নয়—ইহাও লক্ষ্মীদেবী জানেন। তিনি সেস্থানে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেন বটে; কিন্তু তাহা করেন অতি সংগোপনে উপবনে—সুন্দরাচলেও নহে; আর উপবনে যে তিনি বিহার করেন, তাহার কথা তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশও করেন না; সুতরাং লক্ষ্মীদেবী বা অন্য কাহারও পক্ষে তাহা জানাও সম্ভব নহে। **অতএব কৃষ্ণের প্রকট** ইত্যাদি—সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ হওয়ার মতন কোনও দোষইতো কৃষ্ণ প্রকাশ্যে করেন নাই, তদ্রূপ কোনও কথাও লক্ষ্মী জানিতে পারেন নাই; তথাপি লক্ষ্মীদেবী এত রুষ্ট হইলেন কেন?

[পরবর্ত্তী ১২৬ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু যখন স্বরূপদামোদরকে প্রশ্ন করিলেন, যখন শ্রীজগন্নাথের প্রতি লক্ষ্মীদেবীর রোষের কথা বলিলেন, তখনও লক্ষ্মীদেবী মন্দির হইতে বাহির হয়েন নাই, সুতরাং তখনও লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রভু পায়েন নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, লক্ষ্মীদেবী মন্দির হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথের সেবকগণকে যে প্রহারাদি করান, তাহা প্রভু পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; তাই তিনি লক্ষ্মীদেবীর রোষের কথা উল্লেখ করিলেন।]

১২৫। ঔদাস্যলেশে—সামান্য উদাসীনতাতেই, সামান্য উপেক্ষাতেই। শ্রীজগন্নাথ যে রথযাত্রায় লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া যায়েন নাই, তাতেই তাঁহার প্রতি জগন্নাথের কিছু ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; এই ঔদাসীন্যবশতঃই প্রেমবতী লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে; ইহা স্বাভাবিক।

১২৬-২৯। হেনকালে—লক্ষ্মীদেবীর রোষসম্বন্ধে যখন স্বরূপ-দামোদরের সহিত প্রভুর কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তখন। **খচিত যাহে** ইত্যাদি—বিবিধ রত্নখচিত সুবর্ণনির্ম্মিত চতুর্দ্দোলা আরোহণ করিয়া। **চৌদোলা**—চতুর্দ্দোলা। "পতাকার গণ" স্থলে "পতাকাতোরণ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **তাম্বূল-সম্পুট**—পানের কৌটা। **ঝারি**—জলপাত্র-বিশেষ। **ব্যজন**—পাখা। ১২৮ পয়ারে "হাথে যার" স্থলে "সাথে যায়" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সাথে যায়—সঙ্গে যায়। **দাসীশত দিব্যভূষাম্বর**—সুন্দর বসনভূষণে ভূষিত শত শত দাসী। **বহুপরিবার**—বহুলোকজন। **সিংহদ্বার**—জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বার।

যখন মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন বিবিধ-রত্নখচিত চতুর্দ্দোলে চড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছত্র, চামর, ধ্বজা, পতাকায় চতুর্দ্দোল সুশোভিত; সঙ্গে দিব্যবসনভূষণে ভূষিতা শতশত দাসী; তাহাদের কাহারও হাতে তাম্বূলকৌটা, কাহারও হাতে ঝারি, কাহারও হাতে ব্যজন, কাহারও হাতে বা চামর; নানাবিধ বাদ্য বাজিতেছে; দেবদাসীগণ চতুর্দ্দোলার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে; লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বহুসংখ্যক পরিজন; অলৌকিক ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া তিনি সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তাঁরে করেন বন্ধন ॥ ১৩০
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানা ধনে ॥ ১৩১
অচেতন রথ—তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচনে ॥ ১৩২
লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজ গণ লঞা ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩০-৩১। শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর পদতলে ফেলিয়া দিলেন—যেন চোর ধরিয়া আনা হইয়াছে। **চোরে**—চোরকে। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩২। শ্রীজগন্নাথের রথ অচেতন-জড়বৎ পদার্থ, কথাবার্ত্তাদি বলিতে পারে না, নিজে নড়িয়া চড়িয়াও কোনও কাজ করিতে পারে না; কিন্তু লক্ষ্মীর দাসীগণ সেই রথকেও তাড়না—প্রহার—করিতেছে, অশ্লীল কথায় গালাগালি দিতেছে; যেন রথ কোনও এক মহা অপরাধ করিয়াছে। রথ জগন্নাথকে নীলাচল হইতে—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে—সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছে, ইহাই রথের অপরাধ, যেন রথ নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই কাজ করিয়াছে।

অচেতন রথ—অচেতনবৎ আচরণশীল রথ। শ্রীজগন্নাথের রথ স্বরূপতঃ অচেতন নহে; কারণ, ইহা চিদ্বস্তু (২।১৩।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তবে দেখিতে অচেতনের মত মনে হয়; নতুবা লীলারস পুষ্ট হয় না।

এস্থলে একটু আলোচনার প্রয়োজন। রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথের রথ সুন্দরাচলেই গিয়া থাকে এবং পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত সুন্দরাচলেই থাকে। তাহা হইলে লক্ষ্মীদাসীগণকর্তৃক রথের উপরে প্রহার যে সুন্দরাচলেই ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। যদিও লক্ষ্মীদেবীর সুন্দরাচল পর্য্যন্ত যাওয়ার কথা কবিরাজ-গোস্বামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তথাপি ১৩২-পয়ারোক্তি হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবী সুন্দরাচল পর্য্যন্ত গিয়া থাকেন এবং সুন্দরাচলেই ১৩০-৩২-পয়ারোক্ত ব্যবহার প্রকটিত করেন; ইহা প্রাচীন রীতির অনুসরণ ব্যতীত আর কিছু নহে। প্রশ্ন হইতে পারে—লক্ষ্মীদেবী যদি সুন্দরাচল পর্য্যন্তই গিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে প্রভু সুন্দরাচলে জগন্নাথ দর্শন করিয়া (২।১৪।১১১) পুনরায় নীলাচলেই বা আসিলেন কেন (২।১৪।১১২) এবং কাশীমিশ্রই বা আদর করিয়া তাঁহাকে ভাল স্থানে বসাইলেন কেন (২।১৪।১১৩)? হোরা পঞ্চমীর রঙ্গ দেখিবার জন্য প্রভুর যখন উৎকণ্ঠা (২।১৪।১২২) এবং সুন্দরাচলেই যখন এই রঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন প্রভুই বা কেন নীলাচলে ভাল স্থানে বসিতে গেলেন? উত্তর এইরূপ হইতে পারে। রথযাত্রার সময়ে প্রভু যেমন শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে নীলাচল হইতে সুন্দরাচল গিয়াছিলেন, হোরাপঞ্চমীতেও তেমনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাওয়ার অভিপ্রায়েই প্রভু সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন কাশীমিশ্র দেখিলেন যে, লক্ষ্মীদেবীর বাহির হওয়ার কিছু বিলম্ব আছে। লক্ষ্মীদেবী বাহির হওয়া পর্য্যন্ত প্রভু এস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন—ইহা কাশীমিশ্রের মনঃপূত হইল না; তাই তিনি প্রভুর বসিবার বন্দোবস্ত করিলেন, প্রভুও ভক্তবৃন্দের সহিত সেস্থানে বসিলেন। সেই স্থানে বসিয়া বসিয়াই প্রভু স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ১১৪-২৫ পয়ারোক্ত আলোচনা করিয়াছেন। ১২৫-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলা হইয়া গিয়াছে, ঠিক্ এই সময়েই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, লক্ষ্মীদেবী মন্দির হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারে আসিয়াছেন এবং সুন্দরাচলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন প্রভুও ভক্তগণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া সুন্দরাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন, আসিয়া সুন্দরাচলেই ১৩০-৩২ পয়ারোক্ত ব্যবহার দেখিতে পাইলেন। ১৩৩-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া যে আলোচনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সুন্দরাচলেই সেই আলোচনা হইয়াছিল।

১৩৩। **লক্ষ্মীসঙ্গে**—লক্ষ্মীর সঙ্গিনী। **প্রাগল্‌ভ্য**—প্রগল্‌ভতা; ঔদ্ধত্য।

দামোদর কহে—ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাহাঁ নাহি দেখি শুনি আর ॥ ১৩৪
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন বসন ॥ ১৩৫
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৪। মান—পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যদি এমন কোনও ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা তাহাদের অভীষ্ট আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদির বাধা জন্মে, তবে সেই ভাবকে মান বলে। "দম্পত্যো র্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ উ. নী. মান। ৩১।" এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ), চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি ও চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব দৃষ্ট হয়।

ঐছে—এইরূপ; লক্ষ্মী যেরূপ মান প্রকট করিতেছেন, এইরূপ। লক্ষ্মীর দাসীগণের ব্যবহার দেখিয়া প্রভু যখন হাসিতে লাগিলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর বলিলেন, "প্রভো, হাসিবার কথাই বটে; এইরূপ মান ত্রিজগতে কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই।" বাস্তবিক ইহা মান নহে, ইহা প্রচণ্ড রৌদ্ররস। "নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈ র্নিজোচিতৈঃ। হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ ॥" ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। উত্তর। ৫। ১॥ ক্রোধ-রতি নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে রৌদ্রভক্তিরস হয়। শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় লক্ষ্মীর অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে; তাই তিনি ক্রোধে জগন্নাথের সেবকগণকে দণ্ড দিতেছেন, জগন্নাথের রথকে প্রহার করিতেছেন; এসব ক্রোধোচিত বিভাব; তাই এস্থলে রৌদ্ররস প্রকাশ পাইতেছে।

১৩৫। এই পয়ারে প্রকৃত মানিনী-নায়িকার লক্ষণ বলিতেছেন। কান্তের ঔদাস্যে মানিনী বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করেন, মনের দুঃখে মলিন বসন পরিধান করেন, আর বসিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে নখে ভূমিতে কত কিছু লিখিতে থাকেন। লক্ষ্মীর কিন্তু সব বিপরীত, তিনি বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া মলিন বসন পরিধান তো করেনই নাই; বরং বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ছত্র-চামর-আদি মূল্যবান্ ও গৌরবসূচক সাজসজ্জায় নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন; আবার ঘরে বসিয়া বিষণ্ণ মনে নখে ভূমিতে লিখার পরিবর্ত্তে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যেন স্বীয় কান্ত শ্রীজগন্নাথকে ধরিয়া নেওয়ার জন্যই দাসীবৃন্দ লইয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

১৩৬। পূর্ব্বে—দ্বাপরে দ্বারকালীলায়। দ্বারকায় সত্যভামার মানের কথা শুনা যায়। তাহা লক্ষ্মীর মানের মত নহে; সত্যভামা যখন মানিনী হইতেন, তখন তিনি ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া মলিন বসনে অধোবদনে নখে ভূমিতে লিখিতেন। হরিবংশে সত্যভামার মানের কথা এইরূপ লিখিত আছে:—এক সময়ে নারদ স্বর্গ হইতে একটী পারিজাত পুষ্প আনিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীকে দিলেন। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতটি তাঁহাকে না দিয়া রুক্মিণীকে দেওয়াতে তাঁহার ঈর্ষ্যা হইল; ঈর্ষ্যাভরে সত্যভামা মান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সত্যভামার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি মানিনী সত্যভামাকে রোষবতীর ন্যায় দেখিয়া অতিশয় ভীত হয়েন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইহাতে বুঝা যায়, স্নেহশীল নায়কের কোনও অপরাধের (বা অপরাধাভাসের) ফলে নায়িকা যদি মান করেন, তবে ঐ নায়িকাকে নায়ক ভয় করেন, এবং প্রেমবতী নায়িকারও ঐরূপ কৃতাপরাধ নায়কের উপর ঈর্ষ্যা-জনিত মান হয়। এরূপস্থলে নায়িকাকে রোষবতীর ন্যায়ই মনে হয়। হরিবংশে সত্যভামাকে "রোষবতী" বলা হয় নাই, "রোষবতীর ন্যায়—রুষিতামিব" বলা হইয়াছে:—"রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব। ভীতভীতোঽতি শনৈর্ব্বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥ রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশংগতা ॥ উ. নী. মান। ৩৫। শ্লোকে ধৃত হরিবংশ-বচন।"

ইহোঁ সর্ব্বসম্পত্তি নিজ প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া ॥ ১৩৭

প্রভু কহে—কহ ব্রজমানের প্রকার।
স্বরূপ কহে—গোপীমান নদী শতধার ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রোষ ও মানে অনেক পার্থক্য; রোষ কটু ও সন্তাপজনক; মান মধুর স্নিগ্ধতাসম্পাদক। এই বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও বাহ্যদৃষ্টিতে একরূপ দেখায় বলিয়া মানকে সময় সময় রোষ বলে; বস্তুতঃ মান রোষ নহে, বরং রোষাভাস মাত্র।

এইরূপ মানের নাম ঈর্ষ্যামান। এই মান সহেতুক; নায়কের কোনও অপরাধ বা অপরাধাভাসই এই মানের হেতু; সত্যভামাদি-মহিষীবর্গে এবং চন্দ্রাবলী-আদি গোপীবর্গে এইরূপ মান দেখা যায়। ইহা ছাড়া আরও একরূপ মান আছে, তাহার নাম প্রণয়মান, এই প্রণয়মান অহেতুক। ইহা কোনও অপরাধ বা অপরাধাভাসের অপেক্ষা করে না; প্রণয়াধিক্যবশতঃ আপনা-আপনিই ইহার উদয় হয়; ইহা প্রণয়েরই একটা ভঙ্গী; এই মান শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ব্রজদেবীর মধ্যে সহেতুক মানও অবশ্য দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাদের সহেতুক মানও অন্যত্র দুর্লভ; মহিষীবর্গের সহেতুক মান অপেক্ষা ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানের বৈশিষ্ট্য আছে। মহিষীগণের মানের হেতু—অপরের সৌভাগ্য-সহনে অসামর্থ্য; আর ব্রজদেবীদের মানের হেতু—কান্তের দুঃখের আশঙ্কা। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে আদর করিয়া পারিজাত দিলেন। রুক্মিণীর এই সৌভাগ্য সত্যভামার সহ্য হইল না; এই সৌভাগ্যটী সত্যভামার নিজেরই প্রাপ্য ছিল মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন ভাবিয়া সত্যভামা ঈর্ষ্যাবশতঃ মান করিলেন। আর ব্রজে হয়ত শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কুঞ্জে বসিয়া আছেন; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু শ্রীরাধার কুঞ্জে না আসিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলেন; শ্রীরাধা ইহা শুনিয়া মানিনী হইলেন। এস্থলে চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ শ্রীরাধিকা মান করেন নাই; তাঁহার মানের হেতু এই—চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের মরম ভালরূপে জানেন না; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিবেন না; বরং নিজের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হয়ত এমন ব্যবহার করিবেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণের দুঃখও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের এই সুখের অভাব এবং দুঃখের আশঙ্কাই শ্রীরাধিকার মানের হেতু। সুতরাং মহিষীগণের এবং ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানেরও অনেক পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণের সুখই ব্রজদেবীগণের একমাত্র লক্ষ্য; ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের হেতু। এজন্যই তাঁহাদের মান অত্যন্ত আস্বাদ্য এবং আস্বাদ্য বলিয়াই গোপীদের মানকে রসের নিধান বলা হয়।

রসের নিধান—মধুর রসের আধার, রসের পুষ্টিকারক, নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রকাশক। "স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্ষ্যাচ প্রণয়ং বিনা। তস্মান্মানপ্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ। **উজ্জ্বলনীলমণি** ॥ মান। ৩৪ ॥ নায়িকার প্রতি স্নেহ না থাকিলে নায়কের ভয় হয় না; আর নায়কের প্রতি প্রণয় না থাকিলে নায়িকার ঈর্ষ্যা হয় না। এজন্য মান নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রকাশক।

১৩৭। **ইঁহো**—লক্ষ্মী। **সর্ব্বসম্পত্তি**—প্রণয়িনী মানিনী নিজ বেশ-ভূষাদি পরিত্যাগ করিয়া দীনাহীনার ন্যায় মলিনবসন পরিধান করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া অধোবদনে নখে ভূমিতে লিখেন; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী—নিজের বেশভূষা ত্যাগ করা ত দূরের কথা, বরং সহজ অবস্থা হইতে আরও অনেক বেশী বেশভূষা করিয়া তাঁহার যাবতীয় মূল্যবান্ আসবাব-পত্র বাহির করিয়া দাসদাসীরূপ সৈন্যসামন্ত সহ মহা-সমারোহে প্রিয়-নায়ককে যেন আক্রমণ করিতেই যাইতেছেন।

১৩৮। **ব্রজমানের**—ব্রজগোপীদের মানের। **গোপীমান নদী শতধার**—গোপীদিগের মান শতধারাবিশিষ্টা নদীর মতন; একই নদী যেমন শতধারায় প্রবাহিত হইয়া ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই মান গোপীদের ভাবাদিভেদে শতশত ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥ ১৩৯
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন ॥ ১৪০
মানে কেহো হয় 'ধীরা' কেহো ত 'অধীরা'।
এই তিন ভেদ—কেহো হয় 'ধীরাধীরা' ॥ ১৪১
'ধীরা' কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান ॥ ১৪২
হৃদি কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৩
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিংবা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয় নিরসন ॥ ১৪৪
'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৫
'ধীরাধীরা' বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৯। একই মান ব্রজগোপীদের সংশ্রবে কিরূপে বহুবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছেন।

স্বভাব—প্রকৃতি। **প্রেম**—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, যুবক-যুবতীর মধ্যে এরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ উ. নী. স্থা. ৪৬॥" প্রেম তিন প্রকার—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। যে প্রেমে বিরহ অসহ্য হয়, তাহাকে বলে প্রৌঢ় প্রেম; যে প্রেমে অতিকষ্টে বিরহ সহ্য করা যায়, তাহাকে বলে মধ্যম প্রেম; আর যে প্রেমে কখনও কখনও বিস্মৃতি আসে, তাহাকে বলে মন্দ প্রেম। মন্দ প্রেম ব্রজে নাই। **প্রেমবৃত্তি**—প্রেমের গতিভেদ।

ভিন্ন ভিন্ন গোপীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; প্রকৃতির এইরূপ বিভিন্নতাহেতু তাঁহাদের প্রেমের গতিও ভিন্ন ভিন্ন; প্রেমের গতির এইরূপ বিভিন্নতা হেতু তাঁহাদের মানেরও অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাদের মানও নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৪০। **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপ। গোপীদের মানের অনেক ভেদ থাকায়, তাহার সম্যক্ বর্ণন অসম্ভব; এস্থলে সংক্ষেপে দু' একটি ভেদের কথা বলা হইতেছে।

১৪১-৪৪। ব্রজের মানবতীদের তিনটী অবস্থা—কেহ ধীরা, কেহ অধীরা এবং কেহ বা ধীরাধীরা। "ধীরা কান্ত দূরে দেখি" হইতে "কিম্বা সোল্লুণ্ঠবাক্যে করে প্রিয়-নিরসন" পর্য্যন্ত এই কয় পয়ারে ধীরা-নায়িকার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **প্রত্যুত্থান**—উঠিয়া অভ্যর্থনা করে। **আলিঙ্গিতে**—আলিঙ্গন করিতে। **সোল্লুণ্ঠবাক্য**—পরিহাসযুক্ত বাক্য। **প্রিয়-নিরসন**—প্রিয়ের প্রত্যাখ্যান। ধীরা নায়িকা মানের অবস্থায় কান্তকে দূরে আসিতে দেখিলে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন; কান্ত নিকটে আসিলে বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দেন; মুখে মিষ্টবাক্য বলেন, কিন্তু হৃদয়ে মান পোষণ করেন; প্রিয় যদি আলিঙ্গন করিতে আসেন, তবে তাঁহাকে আলিঙ্গনও করেন। বাহিরে সরল ভাবে ব্যবহার করেন; ভিতরে মান পোষণ করেন; অথবা পরিহাসযুক্ত বাক্যাদি প্রয়োগ করিয়া কান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৪৫। এই পয়ারে অধীরা নায়িকার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **করয়ে ভর্ৎসন**—তিরস্কার করে। **কর্ণোৎপলে**—যে পদ্মকলিকা ভূষণরূপে কর্ণে ধারণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা। **তাড়ে**—তাড়না করে। অধীরা-নায়িকা মানাবস্থায় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কান্তকে তিরস্কার করেন, কর্ণভূষণদ্বারা তাহাকে তাড়না করেন এবং মালাদ্বারা তাহাকে বন্ধন করেন।

১৪৬। এই পয়ারে "ধীরাধীরার" লক্ষণ বলিতেছেন। ধীরাধীরা নায়িকা বক্রোক্তিদ্বারা কান্তকে উপহাস করেন, কান্তকে কখনও স্তুতি, কখনও বা নিন্দা করেন; আবার কখনও তাঁহার প্রতি ঔদাস্যও প্রকাশ করেন।

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা,—তিন নায়িকার ভেদ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ॥ ১৪৭
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়-বাক্যে হয় পরসন্ন॥ ১৪৮
'মধ্যা' 'প্রগল্‌ভা' ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন-ভেদ—॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৭। অন্যভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, নায়িকা আবার তিন রকমের—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। **মুগ্ধা**—"মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা। রতিচেষ্টাস্বতিব্রীড়াচারুগূঢ়প্রযত্নভাক্॥ কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা। প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌচাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥ উ. নী. নায়িকা। ১১॥" মুগ্ধা নায়িকা, নবীনযৌবনা, ঈষৎকামবতী, রতিবিষয়ে বামা, সখীগণের অধীনা, রতিবিষয়ে লজ্জাশীলা অথচ তদ্বিষয়ে গোপনে যত্নবতী, সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সলজ্জদৃষ্টিসঞ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্তা, এবং মানবিষয়ে সর্বদা পরাঙ্মুখী। **মধ্যা**—"সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা। মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥ উ. নী. নায়িকা। ১৭॥" যাঁহার কাম ও লজ্জা সমান, যিনি নবযৌবনা, যিনি কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা, যিনি মোহপর্য্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখনও কোমলা কখনও বা কর্কশা, তিনিই মধ্যানায়িকা। **প্রগল্‌ভা**—"প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভূরি ভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা। অতি প্রৌঢ়োক্তচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥ উ. নী. নায়িকা। ২৪॥" যিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, অত্যন্ত-সম্ভোগেচ্ছা-শালিনী, প্রচুর-ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রসদ্বারা কান্তকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থা, যাঁহার বচন ও চেষ্টা অতি প্রৌঢ়ভাবাপন্ন এবং যিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা, তাঁহাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।

বৈদগ্ধ্য—চতুরতা বা পাণ্ডিত্য।

১৪৮। মুগ্ধানায়িকা মানবিষয়ে বিশেষ চতুরা নহে। মানবতী হইলে মুগ্ধা মুখ ঢাকিয়া কেবল রোদন করে; কিন্তু কান্ত কিছু বিনয়বাক্য বলিলেই তাহার মান দূরীভূত হয়।

১৪৯। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা আবার ধীরাদি-ভেদে এই কয় রকম:—ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা। ধীরমধ্যা-নায়িকা সাপরাধ-প্রিয়কে বক্রোক্তিদ্বারা উপহাসপূর্ণ বচন বলেন। "ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং। উ. নী. নায়িকা। ২০।" অধীরমধ্যা-নায়িকা রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কান্তকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। "অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেৎ বল্লভং রুষা।" উ. নী. নায়িকা। ২১।" ধীরাধীরমধ্যা-নায়িকা অশ্রুবিমোচনপূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন। "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং। উ. নী. নায়িকা। ২২।" ধীরপ্রগল্‌ভা দুই প্রকার; এক—মানিনী-অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা। দ্বিতীয়—অবহিত্থা-(আকার-সঙ্গোপন) যুক্তা ও আদরান্বিতা। "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা। উ. নী. নায়িকা। ৩১।" অধীরাপ্রগল্‌ভা-নায়িকা ক্রোধবশতঃ নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করে। "সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্॥ উ. নী. নায়িকা। ৩৩॥" ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকার গুণ ধীরা-নায়িকার গুণের অনুরূপ।

তারমধ্যে—পূর্ব্বোক্ত নায়িকাগণের মধ্যে। **সভার স্বভাব তিনভেদ**—নায়কের প্রেমাদরাদি লাভের আধিক্য, সমতা ও লঘুতা অনুসারে গোকুল-নায়িকা তিন রকমের—অধিকা, সমা ও লঘ্বী। "সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যা-দধিকা সাম্যতঃ সমা। লঘুত্বাল্লঘুরিত্যুক্তা স্ত্রিধা গোকুলসুভ্রুবঃ॥ উ. নী. যূথে.। ২॥"

পূর্ব্বোক্ত ধীর-মধ্যাদি ছয় প্রকার নায়িকাগণের প্রত্যেকে আবার অধিকা, সমা ও লঘ্বী ভেদে তিন প্রকার।

কেহো মুখরা, কেহো মৃদু, কেহো হয় সমা।
স্ব-স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় রসসীমা ॥ ১৫০
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ১৫১
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
'কহ কহ দামোদর।'—কহে বারবার। ১৫২
দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর ॥ ১৫৩
প্রেমময়—বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫০। উক্ত নায়িকাগণের প্রত্যেকের আবার প্রখরা, সমা (মধ্যা) ও মৃদ্বী (মৃদু) এই তিন প্রকার ভেদ। যথা, অধিক-প্রখরা, অধিকমধ্যা, অধিকমৃদ্বী ; সমপ্রখরা, সমমধ্যা, সমমৃদ্বী ; লঘুপ্রখরা, লঘুমধ্যা, লঘুমৃদ্বী।

"প্রত্যেকং প্রখরা মধ্যা মৃদ্বীচেতি পুনস্ত্রিধা। প্রগল্ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা। তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা ॥ উ. নী. যূথে.। ৩॥" যিনি সদম্ভবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তাঁহাকে প্রখরা কহে। ইহার ন্যূন হইলে মৃদ্বী, সমতা হইলে সমা বা মধ্যা। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে উজ্জ্বলনীলমণির যূথেশ্বরী ভেদ দ্রষ্টব্য।

উক্ত নায়িকাগণ নিজ নিজ ভাবদ্বারা রসের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। **রসসীমা**—রসের সীমা ; রসের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করেন।

১৫১। **নির্দ্দোষ**—নিজ-সুখাভিসন্ধানরূপদোষশূন্য। **প্রাখর্য্য**—প্রখরতা ; প্রখরা নায়িকার ভাব। **মার্দ্দব**—মৃদুতা ; মৃদ্বী নায়িকার ভাব। **সাম্য**—সমতা ; সমা বা মধ্যা নায়িকার ভাব। প্রখরতা, মৃদুতা ও সমতা—এই তিনটী গুণে যদি নায়িকার নিজের সুখাভিলাষরূপ কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে নায়কের তাহাতে সন্তোষ হয় না। কিন্তু ব্রজনাগরীদিগের ভাবে কোনও দোষ নাই ; নিজসুখাভিসন্ধানের ক্ষীণ-ছায়ামাত্রও তাদের ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এজন্য ঐ প্রখরতা, মৃদুতা ও সমতা শ্রীকৃষ্ণের বিরক্তির কারণ না হইয়া বরং বৈচিত্রীদ্বারা রসপুষ্টি করিয়া তাঁহার সন্তোষের কারণ হইয়া থাকে।

ব্রজসুন্দরীদিগের সকলেই মহাভাববতী ; মহাভাব পরম-মধুর, পরম-আস্বাদ্য—বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ। আবার ইহার একটী ধর্ম্ম এই যে, মহাভাববতীদিগের মনকে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে এই মহাভাব নিজের স্বরূপতা প্রাপ্ত করায়, তাঁহাদের মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই মহাভাবাত্মক (উ. নী. স্থা. ১১২)। এজন্যই তাঁহাদের যে কোনও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায়, এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ অনুভব করেন। তাঁহার নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥" চিনিদ্বারা নির্ম্মিত সর্পের আকারই যেমন ভীতিপ্রদ, তাহার স্বাদ যেমন লোভনীয়, স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে যেমন আকারের ভীতিপ্রদত্বের কথাও মনে থাকে না ; তদ্রূপ মহাভাববতীদিগের তিরস্কারাদিও বাহ্যিক আকারেই তিক্ততার অনুরূপ, কিন্তু মহাভাবাত্মক ইন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া তাহারাও বরামৃত-স্বরূপশ্রী—পরম-আস্বাদ্য, আস্বাদন আরম্ভ হইলে আকারের তিক্ততার কথা মনেও জাগে না।

১৫২। **দামোদর**—স্বরূপ-দামোদর। **কহ কহ**—ব্রজগোপীদের ভাবে কৃষ্ণ সন্তোষলাভ করেন কেন, বল। ১৫৩-৫৬ পয়ারে স্বরূপদামোদর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

১৫৩। **রস-আস্বাদক রসময় কলেবর**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে রসস্বরূপ এবং রস আস্বাদনও তিনি করেন। রসো বৈ সঃ।

১৫৪। **প্রেমময় বপু**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রেমময়—প্রেমদ্বারা গঠিত বা প্রেম-পরিপূর্ণ। **ভক্ত-প্রেমাধীন**—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমের অধীন। **শুদ্ধপ্রেমরসগুণে**—শুদ্ধ অর্থ কামগন্ধহীন, স্বসুখ-বাসনাশূন্য। গোপীদের প্রেম

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৫

তথাহি (ভা. ১০।৩৩।২৫)—
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রাসক্রীড়াং নিগময়তি—এবমিতি। স কৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পোঽনুরাগিস্ত্রীকদম্বস্য এব সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্, শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যদ্বা নিশা ইতি দ্বিতীয়াত্যন্তসংযোগে শৃঙ্গাররসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি এবমপ্যাত্মন্যেবাবরুদ্ধঃ সৌরতশ্চরমধাতুর্ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ। স্বামী।

শরদি যে কাব্যকথারসাঃ সম্ভবন্তি তেষামাশ্রয়ো যাসু শ্রীভগবৎকৃতানন্তলীলাসু তাদৃশীঃ নিশা ব্যাপ্যেতি পক্ষে সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথাঃ সর্ব্বদেশকালকবিভির্যাবত্যো বর্ণয়িতুং শক্যন্তে তাবতীস্তাঃ সিষেব কিন্তু রসাশ্রয়াঃ রস এব আশ্রয়ো যাসাং তা এব নতু কৈশ্চিদ্বিরসতয়া যা গ্রথিতা তা অপীত্যর্থঃ। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্। কীদৃশঃ সন্ সিষেব তত্রাহ—আত্মন্যন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধঃ সন্তুতঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্ ইতি ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। শ্রীজীব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বসুখ-বাসনাশূন্য। **প্রবীণা**—প্রধানা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসিকশেখর—যিনি বিচারপূর্ব্বক উত্তম রস আস্বাদন করিতে পটু, তাঁহাকে রসিক বলে। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর-চূড়ামণি; তিনি প্রেমময়; স্বতন্ত্র হইয়াও তিনি ভক্তের প্রেমাধীন। আর গোপীগণের প্রেমও কামগন্ধহীন, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল। তাঁহারা প্রেমিকার শিরোমণি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে এই গোপীদিগের ভাব আস্বাদন করিয়া পরম-সন্তোষ লাভ করিবেন, তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ?

১৫৫। **রসাভাস**—"অনৌচিত্য-প্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ। সাহিত্যদর্পণ। ৩।" রস অনুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে রসাভাস বলা যায়। যে রসের যে ভাবে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে, সেই রস যদি সেই ভাবে প্রবৃত্ত হয়, তবেই রসাভাস হয়। শৃঙ্গার-রসের স্থায়িভাব রতি যদি উপপতি-বিষয়িণী, মুনিপত্নী-বিষয়িণী ও গুরুপত্নী-বিষয়িণী হয়, অথবা যদি নায়ক ও নায়িকার সমান অনুরাগ না থাকে, কিংবা ঐ রতি যদি বহু নায়কনিষ্ঠ বা নীচগত হয়, তবে ঐ রস রসাভাস বলিয়া গণ্য হয়। ব্রজগোপীগণের প্রেমে এ সকল দোষ নাই; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, তাঁহাদের কেবল-কৃষ্ণনিষ্ঠ-প্রেম স্বাভাবিক; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ উভয়ের প্রতি উভয়ের তুল্য অনুরাগ। এজন্য গোপীদের প্রেম রসভাস-দোষবর্জ্জিত। এ স্থলে যে বলা হইল, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, তাহাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণে গোপীদিগের পতিভাবই বুঝা যাইতেছে; কারণ উপপতি-ভাবে রসাভাস দোষ আছে। প্রকৃত কথা এই—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিত্যকান্ত, গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; কিন্তু প্রকটলীলাতে যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে অন্যগোপদের সহিত গোপীদের বিবাহের একটা প্রতীতি জন্মাইয়াছেন। এই বিবাহ অবাস্তব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য এবং গোপীদের পরকীয়াত্বও অবাস্তব। এজন্য ইহা রসাভাসের কারণ না হইয়া বরং রসপুষ্টির কারণ হইয়াছে। "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ১।৪।৪২।" এ সমস্ত কারণেই গোপীদের ভাব আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। ভূমিকায় "ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। সত্যকামঃ (যিনি সত্যকাম) অনুরতাবলাগণঃ (অবলাগণ যাঁহার প্রতি নিরন্তর অনুরক্ত) আত্মনি (নিজের অন্তর্মনে) অবরুদ্ধসৌরতঃ (সৌরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদি যিনি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঃ (সেই—সেই শ্রীকৃষ্ণ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (চন্দ্রকিরণশোভিতা) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরৎকালভব-কাব্যে কথ্যমান রসসমূহের আশ্রয়-ভূতা) সর্ব্বাঃ (যাবতীয়—সমস্ত) নিশাঃ (রাত্রিসমূহকে) এবং (এইভাবে—পূর্ব্বোক্তরূপে) সিষেব (সেবা করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যিনি সত্যকাম, অবলাগণ নিরন্তর যাঁহার প্রতি অনুরক্ত, যিনি স্বীয় মনের মধ্যে সৌরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ—শরৎকালে যে সমস্ত কাব্যকথারস সম্ভব হয়, সে সমস্ত কাব্যকথারসের আশ্রয়ভূতা চন্দ্রকিরণশোভিতা যাবতীয় নিশাকে এইরূপে সেবা করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ তাদৃশী নিশার সুখ সমস্ত উপভোগ করিয়াছিলেন। ৩

রাস-নৃত্যকালে কোনও গোপী পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্বীয় স্তনযুগলে ধারণ করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণও বাহুযুগলদ্বারা গোপীদিগের কণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, হাস্য ও স্নিগ্ধ ঈক্ষণাদি সহকারে তাঁহাদের সহিত উদ্দাম-বিলাসে নিমগ্ন হইলেন ; তিনি এক এক গোপীর পার্শ্বে স্বীয় এক এক মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন, রতিশ্রমে ক্লান্তা-প্রেয়সীদিগের বদন হইতে স্বেদবিন্দু স্বহস্তে অপসারিত করিয়া দিলেন ; অবশেষে তাঁহাদের সহিত যমুনাগর্ভে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছভাবে জলকেলি করিতে লাগিলেন ; পরে যমুনা হইতে উত্থিত হইয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত যমুনার উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; এইরূপ রাসকেলি-বৈচিত্রীর কথা বর্ণন করিয়া রাসক্রীড়ার উপসংহারে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ **এবং**—এইভাবে ; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ; প্রেয়সীদিগের কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে হস্তস্থাপন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন, চুম্বন, তাঁহাদের বদনমণ্ডল হইতে স্বেদাপসারণ, তাঁহাদের সহিত নৃত্য, জলকেলি, বনবিহার প্রভৃতিদ্বারা **সিষেব**—সেবা করিয়াছিলেন। সেব্যের প্রীতিবিধানই সেবার তাৎপর্য্য। নিজের প্রীতিবিধান হইল উপভোগের তাৎপর্য্য, সেবার তাৎপর্য্য নহে। এস্থলে সেব্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সিষেব-ক্রিয়াপদের তাৎপর্য্য এই—এই লীলাতে ব্রজসুন্দরীদিগের যেমন স্বসুখ-বাসনা ছিল না, শ্রীকৃষ্ণেরও তেমনি স্বসুখ-বাসনা ছিল না ; ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র কাম্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, শ্রীকৃষ্ণেরও একমাত্র কাম্য ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতি। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্ত-বিনোদনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রততুল্য, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সমস্ত লীলা। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতি পারস্পরিকী, পরস্পরের প্রীতি-বিধানার্থই তাঁহাদের মিলন। স্বসুখ-বাসনা-মূলা কামক্রীড়া যে ব্রজে নাই, "সিষেব"-শব্দে তাহাই সূচিত হইল। এই জন্যই এই শ্লোকের টীকায় সিষেব-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়াঃ—ভক্ত যেভাবে মহাপ্রসাদ সেবা করেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবেই কামবিলাস সেবা করিয়াছিলেন ; যেহেতু, এ সমস্ত কাম-বিলাস প্রাকৃত কাম-বিলাস নহে।" বস্তুতঃ "স্বসুখ-বাসনা"-জিনিসটীরই ব্রজে অভাব, ব্রজ-পরিকরদের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও স্বসুখ-বাসনার সহিত পরিচয় নাই। তাই, রাগানুগমার্গের ভজনেও যাঁহাদের চিত্তে সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়, ব্রজে তাঁহাদের প্রাপ্তি হয় না (প্রমাণাদি ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, ব্রজের সেবা হইল আনুগত্যময়ী ; ব্রজে যখন কোনও পরিকরের মধ্যেই স্বসুখ-বাসনা নাই, তখন স্বসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছু সাধক সিদ্ধাবস্থায় কাহার আনুগত্য করিবেন ? যাহা হউক, পরস্পরের সুখবিধান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকরগণ যে আনন্দ অনুভব করেন, ব্যবহারিকভাবে তাহাকেই উপভোগ বলা হয় ; এইভাবে সিষেব-শব্দের অর্থকে বলা যায়—উপভোগ করিয়াছিলেন। কি উপভোগ করিয়াছিলেন ? **নিশাঃ**—রাত্রি-সমূহকে (বহুবচন)। প্রশ্ন হইতে পারে—শারদীয় মহারাস হইয়াছিল শরৎ-পূর্ণিমাতে, এক রাত্রিতে মাত্র ; কিন্তু এস্থলে বহু রাত্রির কথা বলা হইল কেন ? আবার "নিশাঃ"-শব্দের বিশেষণরূপে **সর্ব্বাঃ**—সমস্ত, যাবতীয়—শব্দই বা ব্যবহৃত হইল কেন ? এক শারদীয় পূর্ণিমার রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে "যাবতীয় রজনীকে"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপভোগ করিলেন ? উত্তর—এস্থলে এক শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি শারদীয় পূর্ণিমারাত্রির কথাই বলা হইয়াছে ; শ্রীমদ্-ভাগবতে শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিতে যে মহারাস-লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর প্রতি শারদীয়-পূর্ণিমা রাত্রিতেই ঐরূপ মহারাস-লীলা হইত ; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিতেই রাসলীলার আস্বাদন করিয়াছিলেন। অথবা, এস্থলে শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রির উপলক্ষণে বৎসরের বারমাসের অন্তর্গত অন্যান্য জ্যোৎস্নাময়ী ও তামসী রাত্রিসমূহের কথাই বলা হইয়াছে ; যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার আনুকূল্যার্থ বারমাসের অন্তর্গত সমস্ত রজনীই—লীলাস্থলে—পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিত রজনী বলিয়া প্রতীত হইত ; সাধারণ নিয়মে যাহা তামসী রজনী, যোগমায়ার প্রভাবে সেই রজনীতেও রাসলীলাস্থলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত ; এইরূপে প্রত্যেক রজনীতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত শারদীয়-মহারাসের নৃত্যবিলাস-সুখ উপভোগ করিতেন। যাহা হউক, এ সকল উপভোগযোগ্যা রজনীসমূহ কিরূপ ছিল ? **শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ**—শশাঙ্কের (পূর্ণচন্দ্রের) অংশুসমূহ (কিরণসমূহ)-দ্বারা বিরাজিতা (শোভিতা) ; রাত্রিগুলি পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুদ্ভাসিত ছিল। রাত্রিগুলি আর কিরূপ ছিল ? **শরৎ-কাব্যকথারসাশ্রয়াঃ**—শরৎকালে যে সমস্ত কাব্যকথারসের উদ্ভব, তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ। অথবা, শরৎ অর্থ বৎসরও হয় (অমরকোষ) শরতে (অর্থাৎ বৎসরে বা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে) যে সমস্ত কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, তাহাদের আশ্রয়ভূতা ; ব্যাস-পরাশর-জয়দেব-শ্রীরূপাদি সৎকবিগণ স্ব-স্ব-কাব্যগ্রন্থে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যে সকল শৃঙ্গাররস-প্রধান রসের কথা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত রসের আশ্রয়ভূতা রজনী-সমূহ ; কাব্যাদিতে যে সমস্ত শৃঙ্গার-রসকেলির কথা বর্ণিত আছে, এই সকল রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ তৎসমস্তই আস্বাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ হইয়া এ সমস্ত রজনীর বিলাসসুখ আস্বাদন করিয়াছিলেন ? **সত্যকামঃ**—সত্য (দোষশূন্য) কাম (অভিলাষ) যাঁহার, তাদৃশ হইয়া। ব্রজসুন্দরীদের সহিত রাসলীলাদি-করণে শ্রীকৃষ্ণের যে অভিলাষ ছিল, সেই অভিলাষ সম্যক্‌রূপে নির্দ্দোষ ছিল ; প্রাকৃত কামবিলাসের অভিলাষ তাঁহার ছিল না ; অথবা, সত্যকামঃ-সত্যসঙ্কল্প। বস্ত্রহরণ-লীলার দিন ব্রজসুন্দরীগণের অভিপ্রায় জানিয়া "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমারংস্যথ ক্ষপা" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ শারদীয়-পূর্ণিমারাত্রিতে ব্রজগোপীদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সত্যকাম বলা হইয়াছে। আর কিরূপ হইয়া ? **অনুরতাবলাগণঃ**—অনুরত (নিরন্তর অনুরক্ত, নিরন্তর প্রেমবতী) হইয়াছে অবলাগণ (ব্রজসুন্দরীগণ) যাঁহাতে, তাদৃশ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সহিত রাসকেলি করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ সর্ব্বদাই তাঁহাতে অনুরক্ত—অনুরাগবতী ছিলেন ; তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরাগই এই রাসকেলির প্রকৃত কারণ—ব্রজসুন্দরীদের প্রাকৃত রমণেচ্ছা ইহার হেতু ছিল না। (রাসকেলিতে শ্রীকৃষ্ণেরও পশুবৎ শৃঙ্গারেচ্ছা ছিল না, ব্রজসুন্দরীদেরও ছিল না—ইহাই সূচিত হইতেছে)। আর কিরূপ হইয়া ? **আত্মনি**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মধ্যে, নিজের অন্তর্মনে। **অবরুদ্ধসৌরতঃ**—অবরুদ্ধ (অবরোধ পূর্ব্বক স্থাপিত) সৌরত (ব্রজসুন্দরীদিগের সুরতসম্বন্ধীয়-হাবভাবাদি) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বাসনার উদ্রেকের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ যে সমস্ত হাব-ভাবাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমস্তের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, পরন্তু তৎসমস্তকে অঙ্গীকার করিয়া—তৎসমস্তকে স্বীয় অন্তর্মনে স্থাপিত করিয়া—তৎসমস্তদ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পরম-আসক্তি-সহকারে তাঁহাদের সহিত কেলিবিলাসাদি করিয়াছিলেন। এইরূপে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তি থাকাতে, কেলি-বিলাসে উভয়েরই বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকাতে, বিলাস-সুখ উভয়েই (শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণ এই উভয়েই) পূর্ণতম রূপে আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামী বলেন—আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ অর্থ—আত্মনি (নিজের মধ্যে) অবরুদ্ধ (রক্ষিত) সৌরত (চরম ধাতু) যাঁহার, তাদৃশ অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত রাসকেলী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের চরমধাতু স্খলিত হইয়াছিল না ; সুতরাং ইহাদ্বারা কামজয়

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন॥ ১৫৬
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি॥ ১৫৭
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো—স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা'॥ ১৫৮
বাম্যস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর।
উহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর॥ ১৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সূচিত হইতেছে। গোস্বামিপাদগণ বলেন—"এরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি নাই; শ্রীকৃষ্ণ যে প্রাকৃত-কামপরবশ নহেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীধরস্বামী ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।"

ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁহাদের প্রেমে যে রসাভাস দোষ নাই, শ্লোকোক্ত "রসাশ্রয়া" শব্দে তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৫৬। শুদ্ধ প্রেমরস-প্রবীণা গোপীগণ আবার "বামা" ও "দক্ষিণা" ভেদে দুই শ্রেণীর। "মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. সখী। ১৩॥" যে নায়িকা মানগ্রহণার্থ সর্ব্বদা উদ্যোগিনী এবং সেই মানের শৈথিল্যে যিনি কোপনা হন, নায়ক যাঁহার মান প্রসাদন করিতে অসমর্থ এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা হন, তাঁহাকে **বামা** বলে। বামা-নায়িকাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় মধুস্নেহ। মধু যেমন অন্য বস্তুর সংযোগব্যতীতও স্বীয় গুণেই মধুর ও আস্বাদ্য; তদ্রূপ যে স্নেহ আপনা-আপনিই মধুর, যাহার মাধুর্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত অন্য ভাবের সংযোগ দরকার হয় না, তাহাকে মধুস্নেহ বলে। মধুস্নেহে সূক্ষ্মভাবে নানা রসের অবস্থিতি আছে; এজন্য ইহা স্বতঃই মধুর। ইহা মদীয়তাময়; অর্থাৎ এই স্নেহ যে নায়িকার আছে, তাঁহার মধ্যে "নায়ক আমারই, অপর কাহারও নহে" এই ভাব অতি প্রবল। "অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥ উ. নী. সখী। ১৪॥" যে নায়িকা মানগ্রহণে অসমর্থা, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যিনি নায়কের স্তববাক্যে শীঘ্রই প্রসন্না হন, তাঁহাকে **দক্ষিণা**-নায়িকা বলে। দক্ষিণা-নায়িকাগণের নায়কে তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহ। ঘৃত যেমন লবণাদি অন্য বস্তুর সংযোগ ব্যতীত স্বাদু হয় না, তেমনি যে স্নেহ অন্য ভাবের সহিত যুক্ত না হইলে মধুর হয় না. তাহাকে বলে ঘৃতস্নেহ। ইহা তদীয়তাময়; "আমি তাহারই" এই ভাবকে তদীয়তাময় বলে। শ্রীরাধিকাদি বামা, শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি দক্ষিণা। **নানাভাবে**—বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি বহুবিধ ভাবে।

১৫৭। যাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ পরম-সন্তোষ লাভ করেন, সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; কারণ, প্রেমে, স্বভাবে, রসবৈচিত্রী-উৎপাদনের সামর্থ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই; তাঁহার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ যত সন্তুষ্ট হয়েন, আর কাহারও প্রেমে—এমন কি অন্য সমস্ত গোপীদের সমবেত প্রেমেও—শ্রীকৃষ্ণ তত সন্তুষ্ট নহেন; তাই গোপীগণের মধ্যে তিনিই ঠাকুরাণী।

নির্ম্মল—বিশুদ্ধ; স্বসুখ-বাসনাদিশূন্য; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়। **উজ্জ্বলরস**—শৃঙ্গাররস; ১।১।৪ শ্লোকের টীকায় উজ্জ্বলরস-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **প্রেমরত্ন**—প্রেমরূপ রত্ন। **খনি**—আকর; জন্মস্থান। স্বসুখবাসনা-লেশশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় মধুর-রসের উৎসস্বরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ রত্নের আকর বা জন্মস্থান হইলেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী এবং মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া কান্তাপ্রেমের মূল আশ্রয়ই হইলেন তিনি।

১৫৮। **বয়সে মধ্যমা**—কৈশোর-মধ্যমা। **তেঁহো**—শ্রীরাধা। **সমা**—প্রখরা ও মৃদ্বীর সাম্যপ্রাপ্তা। **গাঢ়প্রেমভাবে** ইত্যাদি—স্বভাবে সমা হইলেও তাঁহার প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ তিনি সর্ব্বদাই বাম্যভাবাপন্না।

১৫৯। **বাম্য স্বভাবে** ইত্যাদি—বাম্যভাবাপন্না বলিয়া শ্রীরাধা সহজেই—এবং প্রায় সর্ব্বদাই—মানবতী হইয়া পড়েন।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-
প্রকরণে (৪৩)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মানউদঞ্চতি ॥ ৪

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ কহ' বোলে প্রভু, কহে দামোদর—॥ ১৬০
'অধিরূঢ়-মহাভাব' সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম ॥ ১৬১
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬২
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার—॥ ১৬৩
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ্য, চকিত ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁর বাম্যে—বাম্য, প্রাখর্য্য প্রভৃতি ভাব প্রেমেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া তাহাতে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ হয়। কামার্ত্ত লোকের কিন্তু বাম্য-প্রাখর্য্যাদিতে আনন্দ না হইয়া ক্ষোভ বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।২৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫৮-৫৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক; গাঢ়প্রেমের ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে মানের উদয় হইতে পারে, তাহার প্রমাণ।

১৬০। ১৫৭-৫৯ পয়ারে শ্রীরাধার প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল; শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার নিমিত্ত তিনি স্বরূপ-দামোদরকে আদেশ করিলেন।

১৬১। অধিরূঢ়-মহাভাব—১।৪।১৩৯ এবং ২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নির্ম্মল**—বিশুদ্ধ, কামগন্ধহীন। **হেম**—সোনা। **দশবাণ-হেম**—দশবার আগুনে পোড়ান হইয়াছে যেই সোনা, সেই সোনা যেমন অতি নির্ম্মল, তাহাতে যেমন কোনওরূপ খাদ বা মলিনতা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীরাধার অধিরূঢ়-মহাভাবাখ্য প্রেমও অতি বিশুদ্ধ, তাহাতে স্বসুখ-বাসনারূপ মলিনতার লেশমাত্রও নাই।

১৬২। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ১৮৯ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার ভাব-বৈশিষ্ট্যকে—অধিরূঢ় মহাভাবকে—কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছেন।

আচম্বিতে—হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে। **নানাভাব**—বিবিধ ভাব; পরবর্ত্তী ১৬৩-৬৪ পয়ারে এই বিবিধ ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। **বিভূষণে**—অলঙ্কারে।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলে শ্রীরাধার দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক, হর্ষাদি সঞ্চারী, কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাবের আবির্ভাব হয় এবং এই সকল ভাবরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীরাধা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকেন।

১৬৩-৬৪। অষ্টসাত্ত্বিক—অশ্রুকম্পাদি আটটী সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **হর্ষাদি-ব্যভিচারী**—তেত্রিশটী ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব। ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সহজপ্রেম**—স্বাভাবিক (বা স্বরূপসিদ্ধ) প্রেম। **বিংশতিভাব অলঙ্কার**—কুড়িটী ভাবরূপ অলঙ্কার। ২।৮।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত, বিব্বোক, মোট্টায়িত এই কয়টী স্বভাবজাত দশটী ভাবের অন্তর্ভুক্ত; ২।৮।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মৌগ্ধ্য**—প্রিয়তমের অগ্রভাগে জ্ঞাত-বস্তুসম্বন্ধেও অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসাকে মৌগ্ধ্য বলে। "জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্ ॥ উ. নী. অনু। ৭১। উদাহরণ :—সত্যভামা একসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণ! আমার কঙ্কণস্থ মুক্তাফলের ন্যায় যাহাদের ফল দেখিতেছি, সেই সকল লতার নাম কি? কোথায় এই লতা পাওয়া যায়? কে ইহা রোপণ করিয়াছে?" **চকিত** প্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অস্থানেও যে গুরুতর ভয়, তাহাকে চকিত বলে। "প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ॥ উ. নী. অনু। ৭১ ॥" উদাহরণ :—শ্রীরাধার কানের নিকটে একটী ভ্রমর আসিতেছে দেখিয়া তিনি কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া

এত ভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ।
দেখিলে উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৫
'কিলকিঞ্চিত'ভাব-ভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৬৬
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটিপথে যবে বর্জ্জেন গমন। ১৬৭
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥ ১৬৮
এই সব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত' উদগম।
প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উঠিলেন—"সখি, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর; এই ভয়ঙ্কর মধুকর আমার কর্ণস্থ চম্পকের প্রতি ধাবমান হইয়া আসিতেছে"—একথা বলিয়াই শ্রীরাধা মধুকরের ভয়ে ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী হরিকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

অত্যন্ত চমৎকৃতিপ্রদ বলিয়া ১৬৪ পয়ারে কিলকিঞ্চিতাদি ছয়টী ভাব এবং মৌগ্ধ্য ও চকিত এই আটটী ভাবরূপ অলঙ্কারের বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৬৫। **এত**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৩-৬৪ পয়ারোক্ত।

ভাব-ভূষা—ভাবরূপ ভূষা বা অলঙ্কার। অলঙ্কার-ধারণে রমণীদিগের সৌন্দর্য্য যেমন পরিস্ফুট হয়, এই সকল ভাবের উদয়েও তদ্রূপ বা তদধিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়; এইজন্য এই সকল ভাবকে ভূষা বা অলঙ্কার বলা হইয়াছে।

সুখাব্ধিতরঙ্গ—সুখরূপ সাগরের তরঙ্গ।

১৬৬। উক্ত কয়টী ভাবের মধ্যে কিলকিঞ্চিত ভাবই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ বলিয়া এইভাবের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতেছেন, ১৬৭-৭৪ পয়ারে।

১৬৭-৬৯। কোন্ কোন্ স্থলে সাধারণতঃ শ্রীরাধার মধ্যে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হয়, প্রথমে তাহা বলিতেছেন। (১) শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে ছুঁইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করেন, (২) দানঘাটিপথে (বা তদুপলক্ষণে অন্য স্থলে বা অন্যসময়ে) যদি শ্রীরাধার গমনে বাধা দেন, (৩) শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে পুষ্প চয়ন করিতে নিষেধ করেন, কিম্বা (৪) যদি সখীদের সাক্ষাতে তিনি শ্রীরাধার অঙ্গে হাত দিতে চাহেন, তাহা হইলেই শ্রীরাধার মধ্যে কিলকিঞ্চিত-ভাবের উদয় হয়।

এইসবস্থানে—উল্লিখিত চারিটী স্থলে।

দানঘাটিপথে—শ্রীরাধার নিকট হইতে দান (কর) আদায়ের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁহার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পথে। একদিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মণগণ গোকুলে আসিয়া শ্রীরাধার শাশুড়ী জরতীর নিকটে বলিলেন—"গোবর্দ্ধনপাশে, আমরা হরিষে, করিব যজ্ঞের কাম। যে গোপযুবতী, ঘৃত দিবে তথি, ইষ্টবর পাবে দান॥ —যদুনন্দনদাসের পদ ॥" ইহা শুনিয়া জরতী তাঁহার বধূ শ্রীরাধাকে ঘৃত লইয়া উক্ত যজ্ঞে যাইতে আদেশ করিলেন; শ্রীরাধা স্বীয় অন্তরঙ্গা সখীগণের সঙ্গে স্বর্ণপাত্রে গব্যঘৃত লইয়া গোবর্দ্ধনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া সুবলাদি অন্তরঙ্গ সখাগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধার সহিত রঙ্গ করার অভিপ্রায়ে—গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী রাস্তায় দানঘাট (কর আদায়ের স্থান) সাজাইয়া নিজে দানী (কর আদায়কারী) সাজিয়া দাঁড়াইলেন। সখীগণের সহিত শ্রীরাধা সেস্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীরাধার বসনভূষণাদির জন্য দান (কর) চাহিলেন। যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে দানঘাটিপথ বলে। **বর্জ্জেন গমন**—শ্রীরাধার গমন নিষেধ করেন; দান (কর) না দিলে যাইতে পারিবে না—এরূপ বলিয়া পথ রোধ করেন। এক্ষণে কিলকিঞ্চিতের মূল কারণের কথা বলিতেছেন। **প্রথমেই হর্ষ** ইত্যাদি—হর্ষনামক সঞ্চারী ভাব, কিলকিঞ্চিতের মূল কারণ। হর্ষজনিত গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করোদন, ক্রোধ, অসূয়া ও মন্দহাস্য—এই সকলের একত্র উদয় হইলে কিলকিঞ্চিত ভাব হয়।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭১)—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ৫

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥ ১৭০

গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত।
ক্রোধ-অসূয়া-সহ আর মন্দস্মিত ॥ ১৭১

নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭২

দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর।
এলাচি-মিলনে যৈছে 'রসালা' মধুর ॥ ১৭৩

এইভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥ ১৭৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং সঙ্করীকরণং মিশ্রণং যুগপৎ প্রাকট্যমিত্যর্থঃ। হর্ষদিতি তত্র হর্ষ এব হেতুরিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫। অন্বয়। হর্ষাৎ (হর্ষবশতঃ) গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষদ্ধাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটীর) সঙ্করীকরণং (একত্রীকরণ—একই সময়ে উদয়) কিলকিঞ্চিতং (কিলকিঞ্চিত নামে) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। হর্ষবশতঃ গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষদ্ধাস্য, অসূয়া (দ্বেষ), ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটীর একই সময়ে উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে। ৫

হর্ষ—২৷২৷৬৫ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **গর্ব্ব ও অসূয়া**—২৷৮৷১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কিলকিঞ্চিতে, হর্ষ হইতেই যে গর্ব্বাদি-সাতটী ভাবের উদয় হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল; সুতরাং এই শ্লোক ১৬৯ পয়ারোক্ত "প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূলকারণ"—এই উক্তির প্রমাণ।

১৭০। **আর সাত ভাব** গর্ব্ব, অভিলাষাদি সাতটী ভাব। **মহাভাব**—এস্থলে কিলকিঞ্চিত। **অষ্টভাব**—হর্ষ এবং গর্ব্বাদি সাত, এই আটভাব।

১৭১। **শুষ্ক-রুদিত**—কপট ক্রন্দন। প্রকৃত ক্রন্দন দুঃখব্যতীত জন্মিতে পারে না; কিলকিঞ্চিতের ক্রন্দন হর্ষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহা প্রকৃত ক্রন্দন নহে। **মন্দস্মিত**—ঈষৎ হাস্য।

১৭২। **নানাস্বাদু**—বিবিধ স্বাদযুক্ত। হর্ষ-গর্ব্বাদি আটটী ভাবের প্রত্যেকটীরই স্বাদের বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকটীর স্বাদই পৃথক্। এই আট রকমের স্বাদযুক্ত আটটী ভাবের মিলনে যে ভাবটীর উদ্ভব হয়, তাহাতে এই আট রকমের স্বাদই মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহার স্বাদ অতি চমৎকার হয় এবং ইহা আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন।

১৭৩। উক্ত আটটী ভাবের মিলনে কিরূপ মধুরতার সৃষ্টি হয়, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইতেছেন।

খণ্ড—খাঁড়, মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। **রসালা**—অতি সুস্বাদু দ্রব্যবিশেষ; দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ, কর্পূর ও এলাচি মিলিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। দধি, খণ্ড প্রভৃতি সাতটী দ্রব্যেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বাদ আছে; তাহাদের মিলনে যে রসালা জন্মে, তাহার স্বাদ অতি চমৎকার। তদ্রূপ, হর্ষ-গর্ব্বাদি বিভিন্ন স্বাদযুক্ত ভাবগুলির মিলনে যে কিলকিঞ্চিতের উদ্ভব হয়, তাহার স্বাদও অপূর্ব্ব মধুর।

১৭৪। **এই ভাবযুক্ত**—এই কিলকিঞ্চিত-ভাব-বিশিষ্ট; কিলকিঞ্চিত ভাবের দ্যোতক। **রাধাস্য-নয়ন**—রাধার আস্য (মুখ) ও নয়ন (চক্ষু); শ্রীরাধার মুখে ও চক্ষুতে কিলকিঞ্চিতের লক্ষণ প্রকটিত দেখিলে। **সঙ্গম**—রতিবিলাসাদি। **সুখ পায় ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ কোটিগুণ সুখ পাইয়া থাকেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাব প্রকরণে (৭৩)—
অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী ॥
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রসিকতোৎসক্তেতি গর্ব্বঃ। উৎসেকোহত্র চিত্তৌন্নত্যম্। মধুরেত্যভিলাষঃ। ব্যাভুগ্নেত্যসূয়া। স্মিতরুদিতে স্পষ্টে। পুরোমীলিতেতিভয়ম্। কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলেতি ক্রুৎ। কিলকিঞ্চিতরূপো যঃ স্তবকঃ গাম্ভীর্য্যময়ত্বাদ গুটো ভাববিশেষস্তদ্বতী। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৬। অন্বয়। পথি (পথিমধ্যে) মাধবেন (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) রুদ্ধায়াঃ (অবরুদ্ধা) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) অন্তঃস্মেরতয়া (অন্তরে আনন্দজনিত ঈষৎ-হাস্যবশতঃ) উজ্জ্বলা (যাহা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল), জলকণব্যাকীর্ণ-পক্ষ্মাঙ্কুরা (অশ্রুজল-কণাদ্বারা যাহার পক্ষ্মসকল ব্যাপ্ত হইয়াছিল), কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (যাহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ অরুণবর্ণ হইয়াছিল) রসিকতোৎসিক্তা (যাহা রসিকতায় উৎসিক্ত হইয়াছিল) পুরঃকুঞ্চতী (যাহা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল) মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা (যাহার তারকা মধুরভাবে বক্র হইয়া উত্তমতা ধারণ করিয়াছিল) কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলকিঞ্চিতভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছযুক্তা) দৃষ্টিঃ (সেই দৃষ্টি) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ং (মঙ্গল) ক্রিয়াৎ (বিধান করুক)।

অনুবাদ। দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি তাঁহার অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎ-হাস্যে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) পক্ষ্মসকল অশ্রুকণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) প্রান্তভাগ অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, রসিকতায় যে দৃষ্টি উৎসিক্তা হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে যে দৃষ্টি (নয়ন) কুঞ্চিত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্র হইয়া অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল, কিলকিঞ্চিত-ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছে পরিশোভিতা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। ৬

দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণ যখন দানগ্রহণের ছলে শ্রীরাধার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শ্রীরাধার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এইশ্লোকে বলা হইয়াছে। হর্ষ-গর্ব্বাদি আটটি ভাবের উদয়ে শ্রীরাধিকার কিলকিঞ্চিত ভাবের উদয় হইয়াছিল; শ্রীরাধার কেবল চক্ষুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই যে উক্ত আটটী ভাবের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। **দৃষ্টিঃ**—দর্শন করা যায় যদ্দারা; নয়ন, চক্ষু। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে পথরোধ করিতে দেখিয়া শ্রীরাধার চক্ষু কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন। **অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা**—আন্তরিক মন্দহাস্যদ্বারা উজ্জ্বলা। চক্ষুদ্বারাও হাসা যায়, মুখেও হাসা যায়। যে হাসি প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত নহে, তাহার অস্তিত্ব কেবল মুখে—চক্ষুতে তাহার অভিব্যক্তি থাকে না। যাহা প্রাণের হাসি, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যাহা উত্থিত হয়, তাহার মুখ্য অভিব্যক্তি চক্ষুতে, মুখেও তাহা প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু চক্ষুতে তাহার প্রকাশ থাকিবেই; এই হাসিতে চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। হৃদয়ে আনন্দ অনুভূত হইলেই এই হাসির উদয় হয়, অন্যথা এরূপ প্রাণের হাসি অসম্ভব। সুতরাং যখনই কাহারও চক্ষুতে হাসি দেখা যায়, নিঃশব্দ হাসিতে যখনই কাহারও চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে—তাহার চিত্তে আনন্দের লহরী খেলিয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন গূঢ়হাস্যে শ্রীরাধারও চক্ষু উজ্জ্বল হইয়াছিল; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের আচরণে শ্রীরাধার অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ—হর্ষ—জন্মিয়াছিল; এই হর্ষের অভিব্যক্তিতেই চক্ষুর উজ্জ্বলতা—দৃষ্টি অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা। চক্ষুর এই উজ্জ্বলতাদ্বারা কিলকিঞ্চিতের মূলকারণ (১) হর্ষ এবং তজ্জনিত (২) মন্দহাসি প্রকাশ পাইতেছে। **জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা**—জলকণ (অশ্রুবিন্দু)-দ্বারা ব্যাকীর্ণ (ব্যাপ্ত) হইয়াছে পক্ষ্ম (চক্ষুরোম—

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃকিলকিঞ্চিতঞ্চিতমসৌবীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন
গীর্গোচরঃ ॥ ৭ ॥

শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা

কান্তায়া নিরোধজন্য-কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমাননং বীক্ষ্য অসৌ কৃষ্ণঃ সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তমানন্দমবাপ য আনন্দঃ গিরাং গোচরো নাভূৎ। কিলকিঞ্চিতমাহ। বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রমিত্যত্র। বাষ্পব্যাকুলিতমিতি রুদিতম্। ১। অরুণাঞ্চলমিতি ক্রোধঃ। ২। চলন্নেত্রমিতি ভয়ম্। ৩। রসোল্লাসিতমিতি গর্ব্বঃ। ৪। হেলোল্লাসচলাধরমিত্যভিলাষঃ। ৫। কুটিলিত-ভ্রূযুগ্মমিত্যসূয়া। ৬। উদ্যৎস্মিতমিতি স্মিতম্। ৭। উজ্জ্বলনীলমণৌ যথা। গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥ সদানন্দবিধায়িনী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চক্ষুর পাতা) রূপ অঙ্কুর যাহার, তাদৃশী দৃষ্টি। শ্রীরাধার চক্ষু-রোমগুলি অশ্রু-কণায় ভিজিয়া গিয়াছে; ইহাদ্বারা (৩) রোদন প্রকাশ পাইতেছে। **কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা**—কিঞ্চিৎ (ঈষৎ) পাটলিত (অরুণবর্ণ) হইয়াছে অঞ্চল (প্রান্তভাগ) যাহার, তাদৃশী দৃষ্টি। শ্রীরাধার নয়নের প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে; ইহাদ্বারা (৪) ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে। **রসিকতোৎসিক্তা**—রসিকতাদ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত হইয়াছে যাহা, তাদৃশী দৃষ্টি। শ্রীরাধার নয়ন রসাস্বাদন-বাসনায় যেন আপ্লুত হইয়া গিয়াছে; ইহাদ্বারা (৫) অভিলাষ প্রকাশ পাইতেছে। **পুরঃকুঞ্চতী**—পুর (শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে—সম্মুখে অবস্থিতি হেতু) সঙ্কুচিতা হইয়াছে যে দৃষ্টি। এই চক্ষুঃ-সঙ্কোচনদ্বারা (৬) ভয় প্রকাশ পাইতেছে। **মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা**—মধুর রূপে ব্যাভুগ্ন (বক্র) যে তারা (চক্ষুর তারকা), তদ্দ্বারা উত্তরা (অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী) হইয়াছে যে দৃষ্টি। শ্রীরাধার নয়ন-তারকা মধুর-বক্রতা ধারণ করিয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। চক্ষুর মধুর-বক্র-তারকাদ্বারা (৭) গর্ব্ব ও (৮) অসূয়া সূচিত হইয়াছে। এই আটটী ভাবের অভিব্যক্তিতে কিলকিঞ্চিত ভাব সূচিত হইতেছে। শ্রীরাধার দৃষ্টিও **কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী**—কিলকিঞ্চিতভাব-রূপ পুষ্পগুচ্ছদ্বারা পরিশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী হইয়াছে।

কিলকিঞ্চিত ভাবের উদাহরণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অসৌ (সেই—শ্রীকৃষ্ণ) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং (যাহা বাষ্প—অশ্রু—পরিপূরিত, যাহার প্রান্তভগে অরুণবর্ণ এবং যাহা চঞ্চল—এরূপ নেত্র বিরাজিত যে মুখে) রসোল্লাসিতং (যে মুখ রসে উল্লসিত) হেলোল্লাসচলাধরং (যাহার অধর হেলানামক ভাবের উল্লাসে চপল), কুটিলিতভ্রূযুগ্মং (যাহাতে কুটিল ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে), উদ্যৎস্মিতং (যাহাতে ঈষৎ হাস্যের উদয় হইয়াছে), কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (কিলকিঞ্চিতভাবভূষিত) আননং (সেই আনন—মুখ) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) সঙ্গমাৎ (সঙ্গম হইতে) কোটিগুণিতং (কোটিগুণ) তং (সেই) আনন্দং (আনন্দ) অবাপ (পাইয়াছিলেন) যঃ (যেই—যেই আনন্দ) গীর্গোচরঃ (বাক্যের বিষয়ীভূত) ন অভূৎ (হয় নাই)।

অনুবাদ। যে মুখে অশ্রুপরিব্যাপ্ত, অরুণপ্রান্ত এবং চঞ্চল নেত্রদ্বয় বিরাজিত যাহা রসে উল্লসিত, যাহা হেলানামক ভাববিশেষের উল্লাসে চপলাধরবিশিষ্ট, যাহাতে কুটিল-ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে এবং যাহাতে ঈষৎ হাস্যের উদয় হইয়াছে—শ্রীরাধার তাদৃশ কিলকিঞ্চিত-ভাব-ভূষিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা সঙ্গম হইতে কোটিগুণ অধিক এবং তাহা বাক্যের অগোচর। ৭

মধ্যাহ্নলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া পরিহাস বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন যদিও স্পর্শ দান করিতে শ্রীরাধা উৎসুকা, তথাপি লজ্জা, ভয় ও বামতাবশতঃ যেন পুষ্পচয়ন নিমিত্তই তিনি এক দিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল এবং সেই অবস্থা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই অবস্থা

এত শুনি প্রভুর হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন—॥ ১৭৫
বিলাসাদি-ভাবভূষার কহ ত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥ ১৭৬
তবে ত স্বরূপগোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥ ১৭৭
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাহাঁ যদি আচম্বিতে কৃষ্ণদর্শন পায়॥ ১৭৮
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস' ভূষণ॥ ১৭৯

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাব-
প্রকরণে (৬৭)—
গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তাৎকালিকমিত্যনেন প্রিয়সঙ্গারম্ভকাল এবং লক্ষ্যতে। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীরাধার **আননং**—মুখ কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। **বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং**—বাষ্প (অশ্রু) দ্বারা ব্যাকুলিত এবং অরুণ (রক্তবর্ণ) অঞ্চল (প্রান্ত)-বিশিষ্ট এবং চঞ্চল নেত্র (নয়ন) যাহাতে, তাদৃশ আনন। শ্রীরাধার মুখে যে নয়নদ্বয় ছিল, সেই নয়নদ্বয় অশ্রুদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের প্রান্তদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারা তখন বেশ চঞ্চল (অস্থির) হইয়া উঠিয়াছিল। [বাষ্পাকুলিত লোচনদ্বারা (১) রোদন, রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বারা (২) ক্রোধ এবং চঞ্চল নেত্রদ্বারা (৩) ভয় সূচিত হইতেছে।]। **রসোল্লাসিতং**—রসে উল্লসিত হইয়াছিল যাহা, তাদৃশ মুখ ; শ্রীরাধার মুখ গর্ব্বরসে উল্লাসিত হইয়াছিল। [ইহাদ্বারা (৪) গর্ব্ব সূচিত হইতেছে]। আর **হেলোল্লাসচলাধরং**—হেলানামক শৃঙ্গার-সূচক ভাবের উদয়ে যে উল্লাস জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে চল (চপল—চঞ্চল —কম্পিত) হইয়াছে অধর যাহাতে তাদৃশ মুখ ; শ্রীরাধার মধ্যে হেলা নামক শৃঙ্গার-সূচক ভাবের উদয় হইয়াছিল ; তাহার ফলে তাঁহার অত্যন্ত উল্লাস জন্মিয়াছিল ; সেই উল্লাসে তাঁহার অধর কম্পিত হইতেছিল। [ইহাদ্বার) শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের (৫) অভিলাষ সূচিত হইতেছে]। **কুটিলিতভ্রূযুগ্মং**—কুটিলিত (বক্র) হইয়াছে ভ্রূযুগ্ম (ভ্রূযুগল) যাহাতে তাদৃশ মুখ ; শ্রীরাধার ভ্রূ-যুগলও কুটিল হইয়াছিল। [ইহাদ্বারা (৬) অসূয়া প্রকাশ পাইতেছে]। **উদ্যতস্মিতং**—উদিত হইয়াছে স্মিত (মন্দহাসি) যাহাতে তাদৃশ মুখ ; তখন শ্রীরাধার মুখে মন্দহাসিও শোভা পাইতেছিল। [ইহাদ্বারা (৭) স্মিত বা মন্দ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে]। গর্ব্বাদি সাতটী ভাবের যুগপৎ উদয়ে শ্রীরাধার মধ্যে কিলকিঞ্চিত-ভাবের উদয় হইয়াছিল ; এই **কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং**—কিলকিঞ্চিতভাবদ্বারা পরিশোভিত শ্রীরাধার বদন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মিল, তাহা **সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং**—শ্রীরাধার সহিত সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক এবং তাহা **গীর্গোচরঃ ন অভূৎ**—বাক্যের অগোচর, অনির্ব্বচনীয়। **হেলা**—২।৮।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—সঙ্গম (সম্প্রয়োগ) অপেক্ষা উল্লিখিতরূপ বিলাসাদিতেই শ্রীকৃষ্ণের সঠিক আনন্দ।

১৭৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৫। **এত শুনি**—১৭৩-১৭৪ পয়ারোক্ত কিলকিঞ্চিত ভাবের কথা শুনিয়া।

১৭৬। প্রভু এক্ষণে স্বরূপ-দামোদরকে বিলাসাদি-ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। **বিলাসাদি**—বিলাস, ললিত, কুট্টমিত প্রভৃতি। পরবর্তী পয়ারাদিতে এই কয়টী ভাবের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

১৭৮। কোন্ স্থলে বিলাসনামক ভাবের উদয় হয়, প্রথমে তাহাই বলিতেছেন। শ্রীরাধা বসিয়া আছেন, কি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান, তাহা হইলে বিলাস-নামক ভাবের উদয় হয়।

১৭৯। **দেখিতেই** ইত্যাদি—ঐরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইলে গতি-আদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহাকেই বিলাস বলে। **বৈলক্ষণ্য**—বিশিষ্টতা ; স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অন্যরূপ অবস্থা।

শ্লো। ৮। অন্বয়। গতি-স্থানাসনাদীনাং (গমন, অবস্থান, উপবেশনাদির) মুখনেত্রাদিকর্ম্মাণাং (মুখ-

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ॥ ১৮০

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ প্রিয়স্য মুদে আনন্দায় সা বিলাসাখ্যেন স্বস্য যোজ্যাতাবাত্মনি স্বং ত্রিবাগ্নীযে যোঽস্ত্রিয়াং ধনে ইত্যমরঃ। অলঙ্করেণ যুতাসীৎ। বিলাসাখ্যালঙ্কারমাহ। কৃষ্ণদর্শনাদস্যাগতিঃ স্থগিতকুটিলাভূৎ। মুখমপি তিরশ্চীনং নীলবস্ত্রেণ দরং স্বল্পমাবৃতং চাভূৎ। নয়নযুগং চলন্তী তারা যত্র তৎ স্ফারং বিস্তৃতং আভুগ্নমল্পবক্রং চাভূৎ উজ্জ্বলনীলমণৌ বিলাসলক্ষণং যথা। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্মণাম্। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ॥ সদানন্দবিধায়িনী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নেত্রাদির কর্মসকলের) প্রিয়সঙ্গজং (প্রিয়সঙ্গজনিত) তাৎকালিকং (সেইকালের—প্রিয়সঙ্গ প্রারম্ভকালের) বৈশিষ্ট্যং (বৈশিষ্ট্যই) বিলাসঃ (বিলাস)।

অনুবাদ। গমন, অবস্থানও উপবেশনাদির এবং মুখ নেত্রাদির কর্মসকলের প্রিয়সঙ্গজনিত যে তাৎকালিক (প্রিয়সঙ্গারম্ভকালের) বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বিলাস বলে। ৮

গতিস্থানাসনাদীনাং—গতি (গমন), স্থান (স্থিতি, অবস্থান) ও আসন (আসনে উপবেশন) ইত্যাদির ; গমনের, একস্থানে অবস্থানের, উপবেশনাদির। **মুখ-নেত্রাদিকর্মণাং**—মুখ ও নেত্রাদির কর্মসমূহের ; মুখভঙ্গীর নেত্রভঙ্গীর, মুখ-নেত্রাদি সম্বন্ধীয় অন্য কর্মাদির।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়িলে গমনের, অবস্থানের বা উপবেশনের যে বৈশিষ্ট্য জন্মে—গমনাদির ভঙ্গী স্বাভাবিক ভঙ্গী হইতে যে অন্যরূপ ধারণ করে এবং মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী বা ক্রিয়াতেও যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহাকেই বিলাস বলে।

বিলাসালঙ্কারের লক্ষণজ্ঞাপক এই শ্লোক।

১৮০। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়িলে গতি-স্থানাদির বৈশিষ্ট্য কেন জন্মে (অর্থাৎ বিলাস নামক ভাবের কারণ কি), তাহাই বলিতেছেন।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধার যে লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য ও ভয় জন্মে, তাহাতেই তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং এই চঞ্চলতাবশতঃই তাঁহার গমন-অবস্থানাদি স্বাভাবিক ভঙ্গী হারাইয়া এক অদ্ভুত ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া থাকে।

লজ্জা—অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পড়াতে লজ্জা। **হর্ষ**—প্রাণবল্লভকে দেখিয়া হর্ষ। **অভিলাষ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের নিমিত্ত অভিলাষ (ইচ্ছা)। **সম্ভ্রম**—ভয়াদিজনিত ত্বরা ; হঠাৎ আসিয়া পড়াতে কি করিবেন, কিনা না করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়া। **বাম্য**—১।৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভয়**—শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গস্পর্শাদি করিবেন ভাবিয়া, অথবা কেহ তাহা দেখিয়া ফেলিবে আশঙ্কা করিয়া, অথবা কেহ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য দেখিয়া ফেলিবে আশঙ্কা করিয়া ভয়।

শ্লো। ৯। অন্বয়। পুরঃ (সাক্ষাতে) কৃষ্ণালোকাৎ (শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) অস্যাঃ (ইহার—শ্রীরাধার) গতিঃ (গমন) স্থগিতকুটিলা (স্থগিত ও কুটিল) অভূৎ (হইয়াছিল), শ্রীমুখং (তাঁহার মুখ) অপি (ও) তিরশ্চীনং (বক্র) কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং (এবং নীলবস্ত্রে ঈষৎ আবৃত) [অভূৎ] (হইয়াছিল), নয়নযুগং (তাঁহার

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥ ১৮১
মুখে-নেত্রে করে নানাভাবের উদ্গার।
এই কান্তাভাবের নাম 'ললিত' অলঙ্কার॥ ১৮২

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাব-
প্রকরণে (৭৫)—
বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভ্রুবোর্বিলাসো মনোহরো যত্র। চক্রবর্ত্তী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নয়নদ্বয়) চলত্তারং (চঞ্চল-তারকাবিশিষ্ট) স্ফারং (বিস্ফারিত) আভুগ্নং (এবং ঈষৎ বক্র) [অভূৎ] (হইয়াছিল); ইতি (এইরূপে) সা (সেই—শ্রীরাধা) প্রিয়মুদে (প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানার্থ) বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতা (বিলাসাখ্য-স্বীয় অলঙ্কারে ভূষিতা) আসীৎ (হইলেন)।

অনুবাদ। সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার গতি (গমন) প্রথমে স্থগিত, তারপর কুটিল (বক্র) হইল; তাঁহার মুখও বক্র এবং নীলবস্ত্রে ঈষৎ আবৃত হইল; তাঁহার নয়নদ্বয়ের তারকা চঞ্চল হইল (বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল) এবং নয়নদ্বয় বিস্ফারিত (বিস্তৃত) ও ঈষৎ বক্রও হইল; শ্রীরাধা এইরূপে স্বীয়-বিলাসাখ্য-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের হেতু হইলেন। ৯

এস্থলে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার গমনাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছিল, তাহা দেখান হইতেছে। গতির বৈশিষ্ট্য—শ্রীরাধা সহজ ভাবে সোজাসোজি চলিয়া যাইতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার গতি প্রথমে থামিয়া গেল; একটু পরে তিনি (পূর্ব্বের স্বাভাবিক সোজা গমন ছাড়িয়া) বক্রগতিতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। মুখনেত্রাদির কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য—শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হঠাৎ তিনি মুখ একটু বাঁকাইলেন (ঘুরাইয়া নিলেন) এবং পরিধানের নীলাম্বর-দ্বারা মুখখানাকে একটু ঢাকিয়া রাখিলেন। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, দৃষ্টি ঈষৎ বক্র হইল (বক্রদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিতে লাগিলেন) এবং চক্ষুর তারকাও ঘূর্ণিত হইতে লাগিল (একবার বক্রদৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে, একবার অন্যদিকে—তাড়াতাড়িভাবে এরূপ করিতে করিতেই চক্ষুর তারকা ঘুরিতে লাগিল)। এইরূপে শ্রীরাধার গমনে এবং মুখনেত্রাদির ক্রিয়ায় যে বৈশিষ্ট্য জন্মিল, তাহাই বিলাস-নামক ভাব, এই ভাবের উদয়ে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য এতই বর্দ্ধিত হইল যে, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিলাসালঙ্কারের উদাহরণ এই শ্লোক।

১৮১-৮২। বিলাস-নামক ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে ললিত-নামক ভাবের কথা বলিতেছেন।

কোন্ সময়ে ললিত-নামক ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন। **কৃষ্ণ আগে** ইত্যাদি—শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন, তখনই শ্রীরাধার দেহে ললিত-নামক ভাবের উদয় হয়। এক্ষণে ললিতের লক্ষণ বলিতেছেন—তিন অঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা **তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে**—গ্রীবা (ঘাড়), চরণ ও কটী এই তিন অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া বা বাঁকাইয়া; ত্রিভঙ্গ হইয়া। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যখন ভ্রূ নাচাইতে থাকেন, মুখে এবং নেত্রে নানাভাব প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন বলা হয় তিনি ললিতালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

কান্তাভাবের—কান্তার (প্রেয়সীর) এইরূপ ভাবের। **ললিত-অলঙ্কার**—ললিত-নামক ভাবরূপ অলঙ্কার।

শ্লো। ১০। অন্বয়। যত্র (যাহাতে) অঙ্গানাং (অঙ্গসমূহের) বিন্যাসভঙ্গিঃ (বিন্যাস—অবস্থান-ভঙ্গি) ভ্রূবিলাসমনোহরা (ভ্রূবিলাসদ্বারা মনোহর) সুকুমারা (এবং সুকুমার) ভবেৎ (হয়) তৎ (তাহা) ললিতং (ললিত-নামক ভাব) উদাহৃতং (কথিত হয়)।

অনুবাদ। যাহাতে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি ভ্রূ-বিলাসদ্বারা মনোহর ও সুকুমার (কোমলতাযুক্ত) হয়, তাহাকে ললিত-নামক ভাব বলে। ১০

ললিত-ভূষিত যদি রাধা দেখে কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয় ত সতৃষ্ণ॥ ১৮৩

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়াপ্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীতুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্থাতুং গন্তুং চাসমর্থা প্রিয়প্রীত্যৈ উদিতললিতালঙ্কারেণ যুতাসীৎ। ললিতালঙ্কারযুতায়াঃ প্রকারমাহ। হ্রিয়েত্যাদি চলচ্চিলী ভ্রূঃ সৈব বল্লী তয়া দলিতো নির্জ্জিতঃ কন্দর্পস্যোর্জ্জিতধনুর্যয়া সা। প্রিয়স্য প্রেম্নো য উল্লাসস্তেন উল্লসিতা সা চাসৌ ললিতয়া লালিতা তনুর্যস্যাঃ সা। প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতা চাসৌ ললিতা চেতি তয়া লালিতা ক্রোড়ীকৃত্য হস্তস্পর্শাদিনা সেবিতা তনুর্যস্যাঃ সা। তস্য মানবৃদ্ধৌ ললিতায়া হর্ষো ভবতীতি ভাবঃ। ললিতং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥ সদানন্দ-বিধায়িনী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ললিত-নামক অলঙ্কারের লক্ষণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

১৮৩। শ্রীরাধা যখন ললিত-ভাবরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হয়েন, তখন যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন এবং শ্রীরাধাও তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন।

শ্লো। ১১। **অন্বয়।** হ্রিয়া (লজ্জাবশতঃ) তির্য্যগ্-গ্রীবা (যাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র হইয়াছে) চরণ-কটীভঙ্গীসুমধুরা (যাঁহার চরণভঙ্গী ও কটীভঙ্গী বড়ই মধুর) চলচিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ (চঞ্চল-ভ্রূলতা-দ্বারা যিনি কন্দর্পের প্রভাবশালী ধনুকেও পরাজিত করিয়াছেন) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতা-লালিততনুঃ (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাসে উল্লসিতা ললিতা যাঁহার দেহের লালন করেন) সা (সেই শ্রীরাধা) প্রিয়প্রীত্যৈ (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত) উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (প্রকটীভূত ললিতালঙ্কারযুক্তা) আসীৎ (হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। লজ্জায় যাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র হইয়াছে, যাঁহার চরণভঙ্গী ও কটীভঙ্গী বড়ই মধুর, চঞ্চল ভ্রূলতাদ্বারা যিনি কামদেবের প্রভাবশালী ধনুকেও পরাভূত করিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে উল্লাসিতা ললিতাদ্বারা যাঁহার দেহ লালিত, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত প্রকটিত-ললিতালঙ্কারে যুক্তা হইলেন (অর্থাৎ ললিতালঙ্কারযুক্তা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের হেতুভূত হইলেন)। ১১

হ্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে দেখিয়া লজ্জাবশতঃ। **তির্য্যগ্গ্রীবা**—তির্য্যক্ (বক্র) হইয়াছে গ্রীবা যাঁহার এবং **চরণকটীভঙ্গীসুমধুরা**—চরণ এবং কটীর ভঙ্গীদ্বারা সুমধুরা হইয়াছেন যিনি; চরণ ও কটীর রমণীয় ভঙ্গীদ্বারা যাঁহার মনোহারিত্ব অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে [গ্রীবা, চরণ ও কটীর ভঙ্গীদ্বারা অঙ্গসমূহের মনোরম বিন্যাস সূচিত হইল]; **চলচিল্লীবল্লীদলিত-রতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ**—চঞ্চল চিল্লী (ভ্রূ) রূপ বল্লী (লতা)-দ্বারা দলিত (সম্যক্রূপে পরাভূত) হইয়াছে রতিনাথের (কন্দর্পের) উর্জ্জিত (প্রভাবশালী—অতিশক্তিশালী) ধনু যাঁহাদ্বারা [কন্দর্পের ধনু অত্যন্ত শক্তিশালী; এই ধনুদ্বারা কামদেব সমস্ত জগৎকে সম্যক্রূপে পরাজিত করিতে সমর্থ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে শ্রীরাধা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যখন তাঁহার ভ্রূলতাকে চঞ্চলভাবে নৃত্য করাইতে লাগিলেন, তখন সেই ভ্রূলতার সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব এতই অধিকরূপে বিকশিত হইল যে, তাহার তুলনায় কন্দর্পের ধনু নিতান্ত নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইল; যে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই ধনুকধারী স্বয়ং কামদেব পর্য্যন্ত মোহিত হন, শ্রীরাধার ভ্রূলতার নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া গেলেন। ইহাদ্বারা ভ্রূবিলাসমনোহরত্ব সূচিত হইল]। **প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ**—প্রিয়তম

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥ ১৮৪
বাহিরে বামতা ক্রোধ, ভিতরে সুখমন।
'কুট্টমিত' নাম এই ভাববিভূষণ॥ ১৮৫

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)—
স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্তন্যাধরাদীত্যত্র বিবিক্ত ইতি। শেষো দেয়ঃ সখীদৃষ্টিপথেতু কিলকিঞ্চিত এব স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। চক্রবর্তী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের যে উল্লাস (বৈচিত্রীময় বিকাশ), তদ্দারা উল্লসিতা যে ললিতা, সেই ললিতদ্বারা লালিতা (কোলে লইয়া হস্তস্পর্শাদিদ্বারা সেবিতা (তনু) দেহ যাঁহার [শ্রীরাধার দেহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সামগ্রী, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রাণাপেক্ষাও প্রীতির বস্তু ; তাই কৃষ্ণপ্রেমে উল্লাসিতা—শ্রীকৃষ্ণে-পরম-অনুরাগবতী—ললিতা শ্রীরাধার দেহকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অতি যত্নে ও অতি প্রীতের সহিত হস্তস্পর্শাদিদ্বারা লালন করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা দেহে সুকুমারত্ব— সুতরাং অঙ্গ-ভঙ্গীরও লালিত্যসূচিত হইতেছে]; **সা**—সেই শ্রীরাধা **উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা**—উদিত (প্রকটিত) যে ললিত-নামকভাবরূপ অলঙ্কার, তদ্দারা যুক্তা হইলেন ; শ্রীরাধার দেহের ললিত-নামক ভাব প্রকটিত হইয়া সেই দেহের শোভা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত করিল ; তাহাতে সেই ললিত-ভাবভূষিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষের হেতুভূত হইলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ললিতালঙ্কারের উদাহরণ এই শ্লোক।

১৮৪-৮৫। এক্ষণে কুট্টমিত-নামক ভাবের কথা বলিতেছেন। প্রথমতঃ, কোন্ স্থলে কুট্টমিত ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন, লোভে আসি ইত্যাদি দ্বারা।

লোভে—শ্রীরাধার সঙ্গলোভে। **কাঞ্চুক**—কাঁচুলি ; স্তনের আচ্ছাদনবস্ত্র। **কঞ্চুকার্ষণ**—কাঁচুলি টানা। শ্রীরাধার সঙ্গলোভে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যখন শ্রীরাধার কাঁচুলি ধরিয়া টান দেন, তখনই শ্রীরাধার মধ্যে কুট্টমিত ভাবের উদয় হয়।

অন্তরে উল্লাস ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার কঞ্চুকাকর্ষণ করেন, তখন শ্রীরাধার অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ হয় ; কিন্তু তিনি সেই আনন্দ বাহিরে প্রকাশ করেন না, বাহিরে বরং কঞ্চুকাকর্ষণ করিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করেন—বাধা দেন। বাহিরে তিনি বাম্যভাব প্রকাশ করেন, কঞ্চুকাকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশও করেন, কিন্তু অন্তরে তিনি সুখ অনুভব করেন। এসমস্তই কুট্টমিত-ভাবের লক্ষণ।

ভাববিষভুণ—ভাবরূপ বিভূষণ (অলঙ্কার)।

শ্লো। ১২। অন্বয়। স্তনাধরাদিগ্রহণে (নায়ককর্তৃক নায়িকার স্তন ও অধরাদি গৃহীত হইলে) হৃতপ্রীতৌ (নায়িকার হৃদয়ে আনন্দ হইলে) অপি (ও) সম্ভ্রমাৎ (সম্ভ্রমবশতঃ) ব্যথিতবৎ (ব্যথিতের ন্যায়) বহিঃ (বাহিরের) ক্রোধঃ (ক্রোধে) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক) কুট্টমিতং (কুট্টমিত) প্রোক্তম্ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। (নায়ক যদি নায়িকার) স্তন বা অধরাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে চিত্তে আনন্দ হওয়াসত্ত্বেও নায়িকা যদি সম্ভ্রমবশতঃ (সখীদের সাক্ষাতে লজ্জাবশতঃ) ব্যথিতার ন্যায় বাহিরে (নায়কের প্রতি) ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই ক্রোধকে পণ্ডিতগণ কুট্টমিত বলেন। ১২

স্তনাধরাদিগ্রহণে—স্তনে হস্ত প্রদান, অধরে অধর (চুম্বন) প্রদানাদি।

কুট্টমিভভাবের লক্ষণ এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥ ১৮৬

ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক-রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভৎর্সন ॥ ১৮৭

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুঃ
হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

করভোরুঃ হস্তিশুণ্ডবদূরু যস্যাঃ সা রাধা অবিরোধিতবাঞ্ছং যথা স্যাৎ তথা মাধবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাণিরোধং কুরুতে তথা ভৎর্সনাদিকঞ্চ কুরুতে। চক্রবর্ত্তী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৬-৮৭। কুট্টমিত-ভাবের লক্ষণকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছেন।

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ণ হয়—স্তন কি অধর গ্রহণে যাহাতে কৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে সেই ভাবে; স্তনধারণাদি-গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাধা না পান, সেইভাবে (নিম্নোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "অবিরোধিতবাঞ্ছং" শব্দের অনুবাদেই "কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয়" বলা হইয়াছে; সুতরাং এই বাক্যের উক্তরূপ অর্থই করিতে হইবে)। **করে পাণিরোধ**—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের (পাণি) (হস্তকে) রোধ করেন; স্তন ধরিতে উদ্যত হাতকে বাধা দেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার স্তন ধারণ করার নিমিত্ত হাত বড়াইয়া দেন, তখন শ্রীরাধা (লজ্জাবশতঃ) শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দেন বটে; কিন্তু এমন ভাবে বাধা দেন, যাহাতে স্তনধারণে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক কোনও বিঘ্ন না জন্মে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভীষ্ট স্তনধারণে সমর্থ হইতে পারেন (ইহা কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

অন্তরে আনন্দ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে স্তনধারণে উদ্যত দেখিয়া শ্রীরাধার অন্তরে আনন্দ হয়, তথাপি তিনি বাহিরে বাম্যভাব প্রকাশ করেন (বাহ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতে উদ্যত বলিয়া ভাব প্রকাশ করেন) এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধও (বোধ হয় কৃত্রিম ক্রোধ) প্রকাশ করেন (ইহাও কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

ব্যথা পাঞা ইত্যাদি—(প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও ব্যথা পান নাই, বরং আনন্দই পাইতেছেন; তথাপি কিন্তু) যেন খুব ব্যথা পাইয়াছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম কান্নাও কান্দেন (ইহাও কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

শুষ্ক রোদন—কৃত্রিম রোদন।

ঈষৎ হাসিয়া ইত্যাদি—শুষ্করোদন করিতে আবার ঈষৎ হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারও করেন (ইহাও কুট্টমিতের একটী লক্ষণ)।

ভৎর্সন—তিরস্কার; গালি। ঈষৎ-হাসিদ্বারা বুঝা যাইতেছে—এই ভৎর্সন আন্তরিক নহে, কেবল মৌখিক মাত্র; ঈষৎ-হাসিদ্বারা আন্তরিক সন্তোষই সূচিত হইতেছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। করভোরুঃ (হস্তিশুণ্ডতুল্য উরুযুক্তা শ্রীরাধা) অবিরোধিতবাঞ্ছং (শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছার অবিরোধী ভাবে) মাধবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পাণিরোধং (হস্তরোধ) কুরুতে (করেন), মধুরস্মিতগর্ভাঃ (অন্তর্নিহিতমধুর হাস্যযুক্ত) ভৎর্সনাশ্চ (তিরস্কারও) [কুরুতে] (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি করেন), মুখেঽপি (মুখেও) হারি (শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণযোগ্য) শুষ্করোদিতং (শুষ্করোদন) [কুরুতে] (করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। হস্তিশুণ্ডতুল্য-উরুশালিনী শ্রীরাধা—(স্তনাদি-গ্রহণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের) বাসনার অবিরোধীভাবে (স্তনধারণোদ্যত) শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে রোধ করেন, মধুর-মন্দহাসিকে অন্তরে গোপন করিয়া (শ্রীকৃষ্ণকে) তিরস্কারও করেন এবং মুখে (শ্রীকৃষ্ণের) মনোহরণযোগ্য শুষ্করোদনও করিয়া থাকেন। ১৩

এইমত আর সব ভাববিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥ ১৮৮
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা—না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥ ১৮৯
শ্রীনিবাস হাসি কহে—শুন দামোদর!।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর ॥ ১৯০
বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল কিসলয়।
গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাফলময় ॥ ১৯১
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী-মনে হৈল অসোয়াথ—॥ ১৯২
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন?।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ১৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লোকস্থ "মুখেঽপি" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, কুট্টমিত-ভাববতী শ্রীরাধার শুষ্করোদন কেবল মুখেই প্রকাশিত হইতেছে; ইহা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত নহে, দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; অন্তরে তাঁহার আনন্দ। ভর্ৎসনা শব্দের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে "মধুরস্মিতগর্ভা"—যে ভর্ৎসনার গর্ভে মধুর-স্মিত (মধুর মন্দহাসি) লুক্কায়িত আছে, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা সেই ভর্ৎসনা প্রয়োগ করেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—এই ভর্ৎসনা কপট-ভর্ৎসনা, ইহার মূলে আছে নিবিড় আনন্দ।

১৮৬-৮৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৮। এইমত—পূর্ব্বোক্ত, কিলকিঞ্চিত, বিলাস, ললিত, কুট্টমিতাদি ভাবের ন্যায়। **আর সব**—অন্য সকল। অন্যান্য ভাবের বিবরণ ২।৮।১৩৫-৩৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **হরে**—হরণ করেন।

১৮৯। সহস্রবদন—অনন্তদেব; অনন্তদেব সহস্র বদনেও কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

১৯০। এক্ষণে নূতন প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস—ইনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন নারদ; তাই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন। **দামোদর**—স্বরূপ-দামোদর।

স্বরূপদামোদর ব্রজগোপীদিগের মানের বিবরণ বলিয়া প্রকারান্তরে লক্ষ্মীদেবীর মানের দোষ দেখাইলেন; তাহাতে শ্রীবাস হাসিয়া পরিহাসভরে বলিলেন—"শ্রীজগন্নাথ অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সামান্য ফুল-ফলে ভরা বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন বলিয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়াছেন মাত্র—মান করেন নাই।" এইরূপই এই প্রকরণের অভিপ্রায়। এই প্রকরণে শ্রীবাসের উক্তিগুলি পরিহাসোক্তি।

আমার লক্ষ্মীর ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবীর অতুল ঐশ্বর্য্য।

১৯১। বৃন্দাবনের সম্পদের কথা বলিতেছেন। **ফুল**—পুষ্প। **কিসলয়**—নূতন পাতা। **গিরি ধাতু**—গিরিমাটী। **শিখিপিচ্ছ**—ময়ূরপাখা। **গুঞ্জাফল**—কুঁচ।

বৃন্দাবনের সম্পদ্ তো' কেবল ফুল, নূতন পাতা, গিরিমাটী, ময়ূরপাখা, আর কুঁচফল—যাহার মূল্য কিছুই নাই এবং যাহা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

১৯২। অতুল ঐশ্বর্য্য তাগ করিয়া ফুল-পাতা-গিরিমাটীময় বৃন্দাবন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথের লোভ জন্মিল এবং তাহাই দেখিবার উদ্দেশ্যে তিনি নীলাচল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গেলেন—ইহা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনে দুঃখ হইল। **আসোয়াথ**—অস্বস্তি, অস্বাস্থ্য, দুঃখ।

১৯৩। তারে হাস্য করিতে—শ্রীজগন্নাথকে উপহাস করিবার নিমিত্ত। **করিলা সাজন**—ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া বাহির হইলেন।

অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ কেন লতাপাতাময় বৃন্দাবনে গেলেন—লক্ষ্মীদেবী ইহাই যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। জগন্নাথকে উপহাস করার নিমিত্তই তিনি আজ তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া বাহির

"তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র-ফুল-ফল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ১৯৪
এই কর্ম্ম করি কহায় 'বিদগ্ধশিরোমণি'।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥" ১৯৫
এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন ॥ ১৯৬
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধনদণ্ড লয়, আর করায় বিনতি ॥ ১৯৭
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ ॥ ১৯৮
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত—।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥ ১৯৯
তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজ ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর ॥ ২০০
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥ ২০১
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছেন—কি ছাড়িয়া কোথায় জগন্নাথ গিয়াছেন, তাঁহার রুচি কি অদ্ভুতরূপে বিকৃত, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই লক্ষ্মীদেবীর এত আয়োজন।

১৯৪-৯৫। এই দুই পয়ারে, শ্রীজগন্নাথের সেবকদের প্রতি লক্ষ্মীদেবীর দাসীদের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই কর্ম্ম করি—এইরূপ রুচির পরিচয় দিয়া।

বিদগ্ধ শিরোমণি—রসিক-চূড়ামণি। ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা যাঁহার নাই, অতুল ঐশ্বর্য্য হইতেও লতাপাতার আকর্ষণ যাঁহার নিকটে বেশী, তিনি যে কিরূপে নিজেকে রসিক-শিরোমণি বলিয়া পরিচয় দেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।—ইহাই এই "কর্ম্ম করি" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

১৯৬-৯৭। **এত বলি**—১৯৪-৯৫ পয়ারের অনুরূপ কথা বলিয়া। **কটিবস্ত্রে**—কটিতে বস্ত্র বাঁধিয়া। **প্রভুর পরিজন**—শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে। **ধন দণ্ড লয়**—দণ্ড (জরিমানা)-রূপে টাকা পয়সা আদায় করে। **করায় বিনতি**—বিনয়, কাকুতি-মিনতি করায়।

১৯৮। **রথের উপরে** ইত্যাদি—১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দণ্ডের তাড়ন**—দণ্ড (লাঠি)-দ্বারা প্রহার।

চোরপ্রায় ইত্যাদি—জগন্নাথের সেবকদের প্রতি লক্ষ্মীর দাসীগণ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহাতে মনে হয়—জগন্নাথের সেবকগণ যেন চোর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৯। **কালি দিব আনি**—আগামীকল্য (অর্থাৎ ষষ্ঠী-তিথিতেই) শ্রীজগন্নাথকে আনিয়া দিব। ইহা কেবল শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যই বলা হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথ নীলাচলে পুনরাগমন করেন না, একাদশী তিথিতেই তিনি ফিরিয়া আসেন। ২।১৪।১০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০০। **বাক্য-অগোচর**—কথায় যাহার বর্ণনা করা যায় না; অনির্ব্বচনীয়।

২০১। এই পয়ারে লক্ষ্মীদেবীর ও গোপীগণের পার্থক্য দেখাইতেছেন এবং তদ্দ্বারা—লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গোপীগণের নিকটে যাওয়ায় জগন্নাথদেব যে বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন, কৌশলে তাহাও দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য ১৯০-২০১ পয়ার পর্য্যন্ত সমস্তই পরিহাসোক্তি।

দুগ্ধ আউটে—দুধ জ্বাল দেয়। **দধি মথে**—দধিমন্থন করে। **তোমার**—স্বরূপদামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। **আমার ঠাকুরাণী**—লক্ষ্মীদেবী।

২০২। **নারদ-প্রকৃতি**—নারদের ন্যায় প্রকৃতি যাঁহার। **করে পরিহাস**—১৯০-২০১ পয়ারের সমস্ত উক্তিই শ্রীবাসের পরিহাসোক্তি। **নিজদাস**—স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ।

প্রভু কহে— শ্রীবাস ! তোমার নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব ॥ ২০৩
দামোদরস্বরূপ ইঁহো শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি ॥ ২০৪
স্বরূপ কহেন—শ্রীবাস ! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ ২০৫
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তার একবিন্দু ॥ ২০৬
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাহাঁ বৃন্দাবনধাম ॥ ২০৭
চিন্তামণিময় ভূমি, রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণভূষণ ॥ ২০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৩। **অন্বয়**:—"শ্রীবাস ! তোমার নারদ-স্বভাব। তাই ঐশ্বর্য্য এবং ঈশ্বর-প্রভাবই তোমার ভায় (স্ফূর্ত্তি পায় বা বেশী ভাল লাগে)।"

নারদ-স্বভাব—নারদের ন্যায় স্বভাব বা প্রকৃতি যাঁহার। পূর্ব্বলীলায় শ্রীবাস ছিলেন নারদ। "শ্রীবাস-পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৯০॥" তাই তাঁহার প্রকৃতি নারদের প্রকৃতির মত। নারদের ভাব ছিল ঐশ্বর্য্যাত্মক ; তাই শ্রীবাসের ভাবও তদ্রূপ। **ভায়**—স্ফূর্ত্তি পায় ; বা ভাল লাগে। **ঈশ্বর-প্রভাব**—ঈশ্বরের প্রভাব বা বিভূতি।

২০৪। **শুদ্ধ ব্রজবাসী**—ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেমময় ব্রজবাসী। পূর্ব্বলীলায় স্বরূপদামোদর ছিলেন বিশাখা (গৌরগণোদ্দেশ। ১৬০), কাহারও কাহারও মতে ললিতা ; তাই তাঁহাকে প্রভু শুদ্ধব্রজবাসী বলিয়াছেন। **ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো**—শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজপ্রেমের আশ্রয় বলিয়া স্বরূপদামোদরের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয় না।

২০৬। স্বরূপদামোদর বৃন্দাবনের সাহজিক সম্পদের কথা বলিতেছেন ২০৬-১৩ পয়ারে।

সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু—বৃন্দাবনে স্বভাবতঃ যে সম্পদের সমুদ্র আছে, দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ তাহার একবিন্দু মাত্র—বৃন্দাবনের সম্পত্তির তুলনায় দ্বারকা-বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর ॥

২০৭। **যাহাঁ**—যে বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সম্পদ্ কেন বেশী, তাহা বলিতেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার পরম-পুরুষোত্তম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনের ধনী ; আর দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি বাসুদেবাদিই ধনী। ধন পরিমাণের তারতম্যানুসারেই ধনীর তারতম্য ; বাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের (প্রকাশরূপ) অংশ ; সুতরাং দ্বারকাদির ধনসম্পদ্ও বৃন্দাবনের অংশমাত্র হইবে। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-ঘন-মূর্ত্তিত্ব, রসঘন-বিগ্রহত্ব এবং শুদ্ধমাধুর্য্য লীলত্বের কথাই সূচিত হইতেছে।

২০৮। **চিন্তামণিময় ভূমি**—শ্রীবৃন্দাবনের যে ভূমি, তাহাও চিন্তামণি। চিন্তামণি যেমন—যাহা চাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারে, শ্রীবৃন্দাবনের সাধারণ ভূমিও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারে। বৃন্দাবনের ভূমিরই এত শক্তি ; সেই স্থানের আসল চিন্তামণির—কৌস্তভাদির—না জানি কত শক্তি ! অথবা শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিময়। অন্যস্থানের ভূমি কেবল মাটী ; বৃন্দাবনের ভূমি কেবল চিন্তামণি। অন্যত্র মাটির যে মূল্য, শ্রীবৃন্দাবনে চিন্তামণিরও সেই মূল্য ; এতই বৃন্দাবনের সম্পদ্রাশি। **রত্নের ভবন**—ভবন অর্থ গৃহ ; শ্রীবৃন্দাবনের গৃহাদি রত্ননির্ম্মিত। অন্যত্র গৃহাদি তৃণ বা ইষ্টক-প্রস্তরাদিদ্বারা নির্ম্মিত হয় ; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের গৃহাদি রত্ন-নির্ম্মিত। অন্যত্র তৃণাদি বা ইষ্টক-প্রস্তরাদির যে মূল্য, বৃন্দাবনে রত্নাদিরও সেই মূল্য ; এতই বৃন্দাবনের সম্পদ্। অথবা, বৃন্দাবনে যদ্দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহাই অন্যত্র রত্নের মত মূল্যবান্, বৃন্দাবনের আসল রত্ন না জানি কত মূল্যবান্। অথবা, "রত্নের ভবন" এইটী ভূমির বিশেষণ ; অর্থ এই—বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণিময়, এবং রত্নের আলয়, ভূমিতে বহুল পরিমাণে রত্ন পাওয়া যায়।

কল্পবৃক্ষলতা যাহাঁ সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন ॥ ২০৯
অনন্ত কামধেনু যাহাঁ চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহো না মাগে অন্য ধনে ॥ ২১০
সহজলোকের কথা যাহাঁ দিব্যগীত।
সহজগমন করে নৃত্য-পরতীত ॥ ২১১
সর্ব্বত্র জল যাহাঁ অমৃত-সমান।
চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহাঁ মূর্ত্তিমান্ ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দাসীচরণভূষণ—চিন্তামণিসমূহদ্বারা দাসীদিগের চরণ-ভূষণ প্রস্তুত হয়। বৃন্দাবনের সাধারণ দাসীগণের চরণ-ভূষণ যদ্দ্বারা নির্ম্মিত, তাহাই অন্যত্র চিন্তামণিতুল্য। অথবা দাসীগণের যে চরণ-ভূষণ, তাহাও সর্ব্ববাঞ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ, কৌস্তুভাদি আসল চিন্তামণির কথা আর কি বলিব? এই পয়ারের মর্ম্ম হইতে এই বুঝা যায়, সকলের বাঞ্ছনীয় দেবদুর্ল্লভ যে বহুমূল্য চিন্তামণি, শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদরাশির তুলনায়, তাহা অতি নগণ্য।

২০৯। **সাহজিক বন**—বৃন্দাবনের স্বাভাবিক বনাদির যে বৃক্ষলতাদি, তাহারাও কল্পবৃক্ষের মত সকলের সকল বাসনা পূরণ করিতে সমর্থ; সে স্থানের কল্পবৃক্ষের কথা আর কি বলিব? কিন্তু এই বনের বৃক্ষলতাদি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ হইলেও তাহাদের নিকটে ফুল ও ফলব্যতীত অন্য কোনও ধন-সম্পত্তি কেহ প্রার্থনা করে না। এই পয়ারে ইহাও ধ্বনিত হইল যে, ব্রজবাসিগণের ধনসম্পত্তি অপরিসীম; তাঁহাদের কিছুরই অভাব নাই, এইজন্যই তাঁহারা ফুল-ফলব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করে না। অথবা, মাধুর্য্যময়-শ্রীবৃন্দাবনে যে নির্ম্মল মাধুর্য্যের স্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া ব্রজবাসিগণ যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তাহার তুলনায় ধনরত্নাদির আনন্দ অতি তুচ্ছ মনে করিয়াই তাঁহারা ধনরত্নাদি কামনা করেন না; পুষ্প-ফলাদিই মাধুর্য্যের সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করিতে পারে বলিয়া তাহারা পুষ্প-ফলাদিই সংগ্রহ করেন।

২১০। কামধেনুই ব্রজবাসীদের মতে তাঁহাদের একমাত্র ধন; তাই তাঁহারা অন্য ধনের কামনা করেন না।

বৃন্দাবনে মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, ঐশ্বর্য্যেরও চরমতম বিকাশ; কিন্তু সর্ব্বাতিশায়ি প্রাধান্য মাধুর্য্যেরই—ঐশ্বর্য্যের নহে। এই স্থানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত, মাধুর্য্যের সেবা করিয়া রসপুষ্টি-বিধানের জন্য লালায়িত। মাধুর্য্যের আবরণে আবৃত হইয়াই বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। সেবার জন্য ঐশ্বর্য্য কাহারও আহ্বানের বা প্রার্থনার অপেক্ষা রাখে না; সুযোগ এবং প্রয়োজন বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না। পুষ্পপত্রাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বেশাদি রচনা, সুমিষ্ট ফলাদি বা দুগ্ধাদিদ্বারা তাঁহার আহার্য্যের আয়োজন, তাঁহার রস-উৎসারিণী-লীলার আনুকূল্য—ইত্যাদিদ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। তাই কেবল পুষ্প, ফল, দুগ্ধাদিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য—তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক বলিয়া।

২১১। **দিব্যগীত**—বৃন্দাবনবাসীদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তাই পরম-মনোহর গীতের মত মধুর; সে স্থানের গীতের কথা আর কি বলিব?

সহজ গমন—তাঁহাদের স্বাভাবিক গমনাগমনই নৃত্যের মত মধুর; তাঁহাদের নৃত্যের কথা আর কি বলিব?

২১২। **সর্ব্বত্র জল**—সে স্থানের সর্ব্বত্র-প্রাপ্য সাধারণ জলই অমৃতের তুল্য; সে স্থানের অমৃতের কথা আর কি বলিব?

চিদানন্দ-জ্যোতিঃ ইত্যাদি—যে বৃন্দাবনে চিদানন্দ-জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যরূপে) মূর্ত্তিমান হইয়া আস্বাদ্য হইয়াছে। প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য জড় বস্তু; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রসূর্য্য জড়বস্তু নহে, চিদ্বস্তু, চিন্ময়। প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য সকল সময়ে আনন্দদায়ক হয় না; অপূর্ণকল চন্দ্র তত আনন্দদায়ক নহে, প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য একসঙ্গে উদিতও হয় না; প্রখর সূর্য্যকিরণ আবার জালাকর; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্র ও সূর্য্য সর্ব্বদাই আনন্দদায়ক,—আনন্দময় এবং একসঙ্গে উদিত হয়

লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখীকাজ ॥ ২১৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি দ্বাভ্যাং। শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজসুন্দরীরূপা তাসামেব মন্ত্রে ধ্যানে চ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব কান্ত ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতং কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতম্। ভূমিরিত্যাদিকঞ্চ ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি কিমুত কৌস্তুভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু কিমুতামৃতমিত্যাদি। বংশী প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতিশ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ম্। কিং বহুনা। চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপম্। সমানোদিতচন্দ্রার্কমিতি বৃন্দাবনবিশেষণং গৌতমীয়তন্ত্রবচনে। তচ্চ নিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাত্তথা

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

জ্যোতিঃ—কিরণ। **চিদানন্দ-জ্যোতিঃ**—চিন্ময় ও আনন্দময় জ্যোতিঃ। **মূর্ত্তিমান্**—সাধারণতঃ জ্যোতির কোনও মূর্ত্তি নাই। শ্রীবৃন্দাবনে চিন্ময় ও আনন্দময় জ্যোতিঃ চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। **স্বাদ্য**--উপভোগযোগ্য, শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্র ও সূর্য্য চিন্ময়—আনন্দময় বলিয়া উভয়েই উপভোগযোগ্য। ইহাতে বুঝা যায়—প্রাকৃত সূর্য্যের ন্যায় বৃন্দাবনের সূর্য্য কখনও জ্বালাকর নহে, নিত্যই স্নিগ্ধ ও সুখদ। শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্রও নিত্য পূর্ণচন্দ্র—এজন্যই নিত্যই উপভোগযোগ্য।

২১৩। **লক্ষ্মীজিনি গুণ** ইত্যাদি—যে বৃন্দাবনে রমণীগণের গুণশ্রেণী স্বয়ং লক্ষ্মীর গুণকেও পরাজিত করিয়াছে। বৃন্দাবনের প্রত্যেক গোপীই লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক অধিক-গুণবতী।

লক্ষ্মীর সমাজ—বৃন্দাবনের রমণীসমাজকে এস্থলে লক্ষ্মীর সমাজ বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী-অপেক্ষা অধিক গুণবতী বহু রমণী বৃন্দাবনে আছেন। তাই গুণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বৈকুণ্ঠে এক লক্ষ্মী, বৃন্দাবনে বহু লক্ষ্মী; আবার ইঁহাদের প্রত্যেকেই লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক অধিক গুণবতী। [শ্রীরাধিকা হইলেন লক্ষ্মীগণের অংশিনী; আর গোপীগণ হইলেন শ্রীরাধার কায়ব্যূহ; সুতরাং গোপীগণ স্বরূপতঃও লক্ষ্মীর অংশিনীরূপ—সুতরাং স্বরূপতঃ লক্ষ্মী]।

কৃষ্ণবংশী—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী। **প্রিয়সখী কাজ**—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রিয়সখীর কাজ করে। প্রিয়সখীগণ নায়ক কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, নায়িকাকে এসব জানায়; নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য নায়কের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কেতস্থান, এ সবও জানায় এবং কখনও বা নায়িকার মনেও মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয় এবং নায়িকাকে লইয়া গিয়া নায়কের সঙ্গে মিলন করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীও এ সব কাজ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজান, তখন ঐ বাঁশীর স্বর লক্ষ্য করিয়া তিনি কোথায় আছেন, তাহা গোপীগণ স্থির করিতে পারেন; এবং তিনি যে সুখে আছেন, তাহাও জানিতে পারেন; কারণ, অসুখ অবস্থায় বাঁশী বাজানোর কৌতূহল কাহারও হয় না। বংশীস্বরদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই জ্ঞাপন করেন, এবং ঐ বংশীস্বর গোপীদের অন্তঃকরণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয় এবং তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া যায়। সঙ্কেতস্থান, মিলনের স্থান কোথায়, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাহাও গোপীগণ বংশীস্বর লক্ষ্য করিয়া স্থির করিতে পারেন। এজন্যই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশী প্রিয়সখীর কাজ করে। সাধারণ বাঁশের বাঁশীই শ্রীবৃন্দাবনে এমন সুচারুরূপে প্রিয়সখীর কাজ করিতে পারে, বাস্তব প্রিয়সখীগণের কথা আর কি বলিব?

শ্লো। ১৪। **অন্বয়।** [বৃন্দাবনে] (বৃন্দাবনে) কান্তাঃ (কৃষ্ণকান্তাগণ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্মী—সকলেই লক্ষ্মী); কান্তঃ (কান্ত) পরমপুরুষঃ (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ); দ্রুমাঃ (বৃক্ষসকল) কল্পতরবঃ (কল্পতরু); ভূমিঃ (ভূমি) চিন্তামণিগণময়ী (চিন্তামণিগণময়ী); তোয়ং (জল) অমৃতং (অমৃত); কথা (স্বাভাবিক কথা) গানং (গান)

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (২।১।৮৪)
বিল্বমঙ্গলবাক্যম্।—
চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং নতু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥ ১৫

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্টঅট্টহাস॥ ২১৪
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥ ২১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেব পরমপি তত্তং প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগ্যমপি চ চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরমিতি শ্রীদশমাং। সুরভীভ্যশ্চ স্রবতীতি তদীয়বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। ব্রজতি ন হীতি তদাবেশেন তে তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। কালদোষা তত্র ন সন্তীতি বা ন চ কালবিক্রম ইতি দ্বিতীয়াৎ। অতএব শ্বেতং শুভ্রং দ্বীপং অজ্ঞানদরহিতং যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীতি তাপনীভ্যঃ। ক্ষিতীতি। তদুক্তং যং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহমিতি। শ্রীজীব। ১৪

বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং ব্রজসুন্দরীণাং তদ্দাসীনাঞ্চ চরণভূষণং চরণালঙ্কারশ্চিন্তামণিঃ। শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ শৃঙ্গারার মণ্ডনায় পুষ্পং যেষাং তে চ তরবশ্চেতি তথা তে তরবঃ কুঞ্জোপবেষ্টিতলতাবৃক্ষাদয়ঃ কল্পবৃক্ষাঃ। নতুঃ ভোঃ ব্রজধনং গোসমূহঃ কামধেনুবৃন্দানি ইত্যনেনাত্র সুখসিন্ধুঃ সুখসমুদ্রঃ। অহো বিভূতিঃ মহৈশ্বর্য্যরূপা। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গমনং (সহজ গমন) অপি (ও) নাট্যং (নৃত্য) ; বংশী (শ্রীকৃষ্ণের বংশী) প্রিয়সখী (প্রিয়সখী), চিদানন্দং (চিদানন্দ) অপি (ই) পরং (শ্রেষ্ঠ – প্রধান) জ্যোতিঃ (জ্যোতি—চন্দ্রসূর্য্য), তৎ (সেই—চিদানন্দ) অপি (ও) আস্বাদ্যং (আস্বাদ্য)।

অনুবাদ। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য্য এবং এই চিদানন্দ বস্তুও আস্বাদ্য। ১৪

২০৮-১৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। পূর্ব্ববর্তী পয়ার সমূহের টীকাতেই এই শ্লোকের শব্দসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। বৃন্দাবনে (বৃন্দাবনে) অঙ্গনানাং (গোপাঙ্গনাদের) চরণভূষণং (চরণ-ভূষণ) চিন্তামণিঃ (চিন্তামণি), শৃঙ্গার-পুষ্পতরবঃ (ভূষণ-সাধক পুষ্পবৃক্ষসকল) সুরাণাং তরবঃ (কল্পবৃক্ষ), নতু ব্রজধনং চ (ব্রজের ধনও) কামধেনুবৃন্দানি (কামধেনুবৃন্দ) ইতি (এ-সমস্ত কারণে) সুখসিন্ধুঃ (সুখসমুদ্রতুল্য) অহো (আশ্চর্য্য) বিভূতিঃ (বৃন্দাবনের বিভূতি — মহৈশ্বর্য্য)।

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনে অঙ্গনাগণের চরণভূষণ চিন্তামণি, বেশবিন্যাসের সামগ্রী সাধক পুষ্পতরু সকল কল্পবৃক্ষ, ব্রজের (বৃন্দাবনবাসীদের) ধনও কামধেনুবৃন্দ ; অহো ! এ সমস্ত কারণে বৃন্দাবনের বিভূতি (মহৈশ্বর্য্য) সুখসিন্ধুতুল্য। ১৫

শৃঙ্গার-পুষ্পতরবঃ—শৃঙ্গার শব্দের অর্থ বেশ-বিন্যাস ; শৃঙ্গারার্থ (বেশবিন্যাসের সামগ্রী—পুষ্পাদি—সাধক) যে সমস্ত পুষ্পবৃক্ষ, তৎসমস্ত।

২০৮ পয়ারোক্ত "চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ" এই উক্তি হইতে ২১০ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২১৪। নৃত্যকরে শ্রীনিবাস—শ্রীবাসের নারদ-স্বভাব বলিয়া ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের তারতম্যের অনুভব তাঁহার আছে ; এই অনুভবের জন্যই তিনি নৃত্য করিতেছেন ; নচেৎ লক্ষ্মীর পক্ষপাতী শ্রীবাসের পক্ষে ব্রজের প্রাধান্য শ্রবণে নৃত্যাদি অসম্ভব। **কক্ষতালি বাজায়**—বগল বাজায়।

২১৫। শুদ্ধরস—কামগন্ধহীন মধুর প্রেমরস। **আবেশে**—রাধাভাবের আবেশে।

রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কান॥ ২১৬
ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২১৭
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজঘর।
প্রভু নৃত্য করে,—হৈল তৃতীয়প্রহর ॥ ২১৮
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥ ২১৯
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই-মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি ॥ ২২০
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে—রহে কিছু দূরদেশ ॥ ২২১
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥ ২২২
ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২২৩
সবভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক-স্নানে ॥ ২২৪
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর-প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২২৫
সভা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথদর্শন ॥ ২২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১৬। **স্বরূপের গান**—স্বরূপ-দামোদর প্রভুর আবেশের অনুকূল-পদ গান করিতেছিলেন; **পাতে নিজ কান**—স্বরূপের গান শুনিবার নিমিত্ত নিজের কান পাতেন (উৎকণ্ঠিত হয়েন)।

২১৭। **ব্রজরসগীত**—ব্রজের প্রেমরস সম্বন্ধীয় গান। **পুরুষোত্তম গ্রাম**—পুরী, শ্রীক্ষেত্র।

২১৮। **গেলা নিজ ঘর**—নীলাচলের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরেও প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। **তৃতীয় প্রহর**—নৃত্য করিতে করিতে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়া গেল।

২১৯। **চারি সম্প্রদায়** ইত্যাদি—চারিটী কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

২২০। **সেই মূর্ত্তি**—রাধামূর্ত্তি। রাধাভাবাবেশে প্রভু আপনাকে রাধা মনে করিতেছেন; শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজের বলদেব; শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়া প্রভুর বলদেব বলিয়া মনে হইল; এজন্য তিনি রাধাভাবে তাঁহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলেন এবং স্তুতি করিলেন। কোনও গ্রন্থে "করিলেন স্তুতি" স্থানে "করিলেন স্থিতি" আছে, এস্থলে এইরূপ অর্থ হইবে:—"রাধাভাবাবেশে প্রভু নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়া বলদেব বলিয়া মনে হওয়ায়, সঙ্কুচিত হইয়া নৃত্য বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।" শ্রীবলদেব শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই; এজন্য তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার সঙ্কোচ। কোনও গ্রন্থে আবার "করেন প্রণতি" পাঠ আছে। ইহার অর্থ—"প্রণাম করিলেন।"

২২১। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী রাধার ভাবে প্রভুকে আবিষ্ট দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বড়ভাই বলদেব বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে মনে করিতেছেন; সুতরাং এক্ষণে প্রভুর কাছে গেলে—বলদেবকে দেখিয়া শ্রীরাধা যেরূপ সঙ্কুচিত হইতেন—প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইবেন; তাহাতে প্রভুর রসাস্বাদনে বিঘ্ন জন্মিবে; তাই শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিকটে না যাইয়া দূরে অবস্থান করিলেন।

অথবা,—শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন; তিনিও বলরাম-আবেশে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

২২২। **নিত্যানন্দ বিনা** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দব্যতীত অপর কেহই প্রভুকে ধরিয়া নৃত্যাদি থামাইতে সমর্থ নহেন। কিন্তু তিনি দূরে সরিয়া রহিলেন; তাই প্রভুর নৃত্যও থামে না, আবেশও ছুটে না, এদিকে **না রহে কীর্ত্তন**—কীর্ত্তনের দলও এত ক্লান্ত হইয়াছে যে, কেহই আর কীর্ত্তন করিতে পারিতেছে না।

২২৪। **পুষ্পোদ্যানে**—বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে।

জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ ॥ ২২৭
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্টদিনে ॥ ২২৮
আরদিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২২৯
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ২৩০
জগন্নাথের পুন পাণ্ডুবিজয় হইল।
একগুটি পট্টডোরী তাহাঁ টুটি গেল ॥ ২৩১
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৩২
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজখান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান— ॥ ২৩৩
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ২৩৪
এত বলি দিলা তারে ছিড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥ ২৩৫
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান—।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান্ ॥ ২৩৬
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥ ২৩৭
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সবভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতি বড়-রঙ্গে ॥ ২৩৮
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥ ২৩৯
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন কেলি কৈল ॥ ২৪০
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদনে যার নাহি পায় পার ॥ ২৪১
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরা-
পঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৭-২৯। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্র সরোবরে। **অষ্ট দিনে**—পূর্ববর্ত্তী ১০৩-পয়ার হইতে জানা যায়, রথ-দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত নয় দিন প্রভু উদ্যানে বিশ্রাম করিয়াছেন। এই নয় দিনের মধ্যে প্রথম দিনে অর্থাৎ রথদ্বিতীয়ার দিনে গুণ্ডিচাতে শ্রীজগন্নাথের সন্ধ্যারতি দেখিয়া আইটোটায় আসিয়া প্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন (২।১৪।৬৩ পয়ার দ্রষ্টব্য); সুতরাং সেইদিন আর উদ্যান-ক্রীড়াদি হয় নাই; সেই দিনটীকে বাদ দিয়া তৃতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত আট দিনই প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত উদ্যান-ক্রীড়াদি করিয়াছেন; এই আট দিনের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। **আর দিনে**—একাদশী দিনে, জগন্নাথের পুনর্যাত্রা দিনে (২।১৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ভিতর বিজয়**—সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে নিজ মন্দিরে গমন। **নিজালয়**—নিজের আলয়ে; নীলাচলের মন্দিরে।

২৩০-৩৩। **পূর্ব্ববৎ**—রথযাত্রা-দিনের মত। **একগুটি**—একগাছি। **তাহাঁ**—পাণ্ডুবিজয়ের কালে। **টুটি গেল**—ছিঁড়িয়া গেল। **পাণ্ডু-বিজয়**—শ্রীজগন্নাথকে রথ হইতে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া। ২।১৩।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পাণ্ডুবিজয়ের তুলি**—পাণ্ডুবিজয়ের জন্য পথে যে তুলার বালিশ পাতা হইয়াছিল, তাহা। **কুলীনগ্রামী**—কুলীনগ্রামবাসী। **রামানন্দ সত্যরাজখান**—রামানন্দ বসু ও সত্যরাজখান; খান তাঁহার উপাধি।

২৩৪-৩৫। **যজমান**—ব্রতী। প্রতি বৎসর এই পট্টডোরী আনিবার জন্য তোমাকে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। **দিলা তারে** ইত্যাদি—নমুনা স্বরূপে দিলেন।

২৩৬। **শেষের অধিষ্ঠান**—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান। **দশমূর্ত্তি**—ছত্র, চামর, পাদুকা, আসন, শয্যা, গৃহ, উপাধান (বালিশ), বসন, যজ্ঞসূত্র ও আরাম বা নিবাস-স্থান, এই দশরূপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন॥ ২

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অমোঘকং তন্নামানং ভট্টাচার্য্য-জামাতারম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতকর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈতের পূজা, শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব-লীলা, অলক্ষিতভাবে শ্রীশচীমাতার গৃহে প্রভুর ভোজন, গৌড়ীয়-ভক্তদের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বিদায়, সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুর ভোজন, অমোঘের প্রতি কৃপা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরঃ (শ্রীগৌরচন্দ্র) সার্ব্বভৌমগৃহে (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে) ভুঞ্জন্ (ভোজন করিয়া) স্বনিন্দকং (নিজের নিন্দাকারী) অমোঘকং (অমোঘকে) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (অঙ্গীকার করিয়া) স্বাং (স্বীয়) ভক্তবশ্যতাং (ভক্তবশ্যতাকে) স্ফুটাং (স্পষ্টরূপে ব্যক্ত) চক্রে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভোজন করিয়া নিজের (প্রভুর) নিন্দাকারী অমোঘকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্পষ্টরূপে স্বীয় ভক্তবশ্যতাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; প্রভু আহারে বসিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভোজনগৃহের দ্বারে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ দূর হইতে প্রভুর ভোজন দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"একা এক সন্ন্যাসী এত অন্ন খাইবে ?"—বলিয়াই অমোঘ পলাইয়া গেল ; সার্ব্বভৌম হায় হায় করিতে করিতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু অমোঘকে ধরিতে পারিলেন না ; নিমন্ত্রিত প্রভুর নিন্দা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ও তাঁহার গৃহিণী আত্মধিক্কার দিতে লাগিলেন। যাহা হউক, আহার করিয়া প্রভু বাসায় গেলেন ; সস্ত্রীক সার্ব্বভৌম প্রভুর নিন্দাজনিত দুঃখে উপবাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুনা গেল—বিসূচিকায় অমোঘের মুমূর্ষু অবস্থা ; তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী ভাবিলেন—প্রভুকে যে নিন্দা করে, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। প্রভু শুনিলেন ; শুনিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত সার্ব্বভৌমের জামাতার প্রাণ যায়, ভক্তবৎসল প্রভু কিরূপেই বা স্থির থাকিতে পারেন ? তিনি তাড়াতাড়ি অমোঘের নিকটে আসিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলেন ; অমোঘ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিল এবং প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল ; পরে প্রভুর নিন্দাজনিত অপরাধ খণ্ডনের জন্য প্রভুর চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তদবধি অমোঘ প্রভুর পরম ভক্ত।

সার্ব্বভৌম হইলেন প্রভুর পরম ভক্ত ; তাঁহার প্রতি যে প্রভুর বাৎসল্য, সেই ভক্তবাৎসল্যের বশীভূত হইয়াই তিনি সার্ব্বভৌমের জামাতাকে—যিনি স্বয়ং প্রভুকেও সাক্ষাতে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই অমোঘকে—উদ্ধার করিলেন ; ইহাদ্বারা প্রভু তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিলেন।

প্রথমাবসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য গীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন ॥ ৪
উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয় ॥ ৫
ঘরে আসি করে কভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৬
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য-আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি-চন্দন ॥ ৭
গলে মালা দেয়,—মাথায় তুলসীমঞ্জরী।
যোড় হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ ৮
পূজাপাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ৯
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥ ১০
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবার ॥ ১১
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের একটী প্রধান ঘটনার (অমোঘের উদ্ধারের) উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভক্তবৎসলতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

৪। **প্রথমাবসরে**—দিনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সুযোগে; মঙ্গল-আরত্রিক-সময়ে।

৫। **উপল**—উপলভোগ; শ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালীন ভোগ। উপল-শব্দের অর্থ পাষাণও হয়, রত্নও হয়। সম্ভবতঃ পাষাণ (বা পাথর)-ভাণ্ডে, অথবা রত্নভাণ্ডে, অথবা রত্নখচিত পাষাণ-ভাণ্ডে করিয়া এই ভোগ দেওয়া হয় বলিয়াই ইহার নাম উপল-ভোগ। **বাহিরে বিজয়**—বাহিরে গমন। উপলভোগের সময় পর্য্যন্ত প্রভু শ্রীমন্দিরে থাকেন। তারপর বাহির হইয়া হরিদাসঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু নিজ বাসায় যায়েন। **নিলয়**—বাসা।

৬। একদিন প্রভু শ্রীমন্দির হইতে নিজবাসায় আসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য আসিয়া প্রভুর পূজা করিলেন। পূজার বিবরণ পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে দেওয়া হইয়াছে।

৭-৮। **সলিল**—জল। **মাথায় তুলসীমঞ্জরী**—মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া চরণে তুলসী গ্রহণ করিবেন না, ইহা বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর মস্তকেই তুলসীমঞ্জরী দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত সুগন্ধিজলে মহাপ্রভুর পাদ্য ও আচমন দিলেন, প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধিচন্দন লেপিয়া দিলেন, গলায় ফুলের মালা ও মাথায় তুলসীমঞ্জরী দিলেন এবং চরণে নমস্কার করিয়া করযোড়ে প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

৯-১০। শ্রীঅদ্বৈতকৃত পূজার পরে পুষ্প-তুলসী যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদ্বারা প্রভুও আবার শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিলেন এবং "যোঽসি সোঽসি" মন্ত্র পড়িয়া মুখবাদ্য করিতে করিতে অদ্বৈতের দিকে চাহিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন।

যোঽসি সোঽসি—যে হও সে হও। তুমি যাহা হওনা কেন, তোমাকে নমস্কার। যোঽসি সোঽসি—যাহা তাহা বলার উদ্দেশ্য এই, যে তোমার (শ্রীঅদ্বৈতের) তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। এইটি শিবমন্ত্রের অংশবিশেষ; অদ্বৈত-আচার্য্য সদাশিব-তত্ত্ব বলিয়া প্রভু শিবমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিলেন। তন্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই:—"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে।"

মুখবাদ্য—মুখে বোম্, বোম্ শব্দ; ইহা শিবের সন্তোষকর। **হাসে আচার্য্যেরে**—অদ্বৈতের দিকে চাহিয়া হাসেন।

১১। **অন্যোন্যে**—পরস্পর; একে অন্যকে। **বারবার**—পুনঃ পুনঃ।

১২। একদিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া তিনি নিজেই পাক করিতে লাগিলেন, তাঁহার গৃহিণী পাকের যোগাড় দিতে লাগিলেন; উভয়েই পরমানন্দে, প্রভু যে সকল দ্রব্য ভালবাসেন,

পুনরুক্তিভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩
একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্তসব ॥ ১৪
কেহো ঘরভাত করে—কেহো প্রসাদান্ন।
এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৫
চারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভুসঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥ ১৭
কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব ॥ ১৮
দধি-দুগ্ধ-ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি 'হরিহরি' ॥ ১৯
কানাঞি-খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথমাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ ২০
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥ ২১
ইহা সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সে সকল দ্রব্য পাক করিতে লাগিলেন। পাক করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন—"প্রভুর সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসিগণ আসেন; সন্ন্যাসী সঙ্গে থাকিলে প্রভু ভাল করিয়া খান না; যে সকল দ্রব্য আমি তৈয়ার করিতেছি, একেলা প্রভুকে খাওয়াইতে পারিলেই আমার আনন্দের আর সীমা থাকিবে না; প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাসিগণ যদি আজ না আসেন, তাহা হইলেই ভাল হয়।" শ্রীঅদ্বৈত এরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর পাক করিতেছেন। এদিকে মধ্যাহ্ন হইল দেখিয়া প্রভু এবং সঙ্গীয় লোকগণ স্নানাদি করিতে গেলেন। হঠাৎ ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—এত ঝড়বৃষ্টি সহসা আর সে অঞ্চলে হয় নাই; ঝড়বৃষ্টির চোটে কে কোথায় গেল, তাহার আর ঠিক নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়—সর্ব্বত্রই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি, কিন্তু অদ্বৈতের গৃহে সামান্য একটু বৃষ্টিমাত্র। যাহা হউক, এই ঝড়বৃষ্টির সময়েই অদ্বৈতের রান্না শেষ হইল, তিনি প্রভুর ভোগ সাজাইয়া তাহার উপরে তুলসী-মঞ্জরী দিয়া প্রভুর ধ্যান করিতে লাগিলেন—প্রভু যেন একাকীই আসেন, ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই ইচ্ছাও শ্রীঅদ্বৈত জানাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ প্রভু একাকীই "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" বলিয়া অদ্বৈতের গৃহে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গীয় সন্ন্যাসিগণের কাহাকে ঝড়বৃষ্টি কোন্ দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে বলা যায় না; প্রভু যখন বাসা হইতে অদ্বৈতের গৃহে রওনা হয়েন, তখন কেহই সেখানে ছিলেন না। অদ্বৈতের আনন্দ যেন আর ধরে না; তিনি নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া ইচ্ছানুরূপ-ভাবে প্রভুকে খাওয়াইলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৯ম অধ্যায়)।

বিস্তার বর্ণিয়াছেন ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ডে, ৯ম অধ্যায়ে।

১৫। **ঘরভাত করে**—নিজের ঘরেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করেন। **কেহ প্রসাদান্ন**—কেহবা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ কিনিয়া আনিয়া প্রভুকে খাওয়ান। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ-ভক্তগণই "ঘরভাত" করিতেন।

১৬। **চারিমাস**—রথযাত্রার পরবর্ত্তী চারিমাস; চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস। **নানাযাত্রা**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে নানাবিধ উৎসব। **মহারঙ্গে**—মহা আনন্দে।

১৭। **কৃষ্ণজন্মযাত্রায়**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে। **গোপবেশ হৈলা**—গোয়ালার বেশ ধারণ করিলেন।

১৮।২০। **কৃষ্ণজন্ম যাত্রা দিনে** ইত্যাদি · শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উপলক্ষ্যে নন্দোৎসবের দিনে, অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর পরের দিন। কানাঞি খুটিয়া সাজিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজ; আর জগন্নাথ মাহিতী সাজিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের মাতা ব্রজেশ্বরী যশোদা।

২১-২২। প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম, তুলসী পড়িছাপাত্র—ইহারা সকলেও গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন; স্বয়ং প্রভু ইহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন; দধি-দুগ্ধ, আর হরিদ্রাজলে সকলের অঙ্গই ভিজিয়া গিয়াছে।

অদ্বৈত কহে—সত্য কহি, না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥ ২৩
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥ ২৪
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে॥ ২৫
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥ ২৬
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহাদোঁহার গোপভাব গূঢ়॥ ২৭
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদবস্ত্র এক লঞা আসি॥ ২৮
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল॥ ২৯
কানাঞি-খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন॥ ৩০
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল॥ ৩১
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩। উৎসব উপলক্ষ্যে লাঠি-ঘুরান গোপজাতির একটা স্বাভাবিক-রীতি; ইহাতে দক্ষতাই তাঁহাদের গোপত্বের একটি লক্ষণ; এজন্যই অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—"তোমরা যে গোপবেশ ধারণ করিয়াছ, কেবল তাহাতেই তোমাদিগকে গোপ বলিব না; যদি দক্ষতার সহিত লাঠি ঘুরাইতে পার, তবেই বুঝিব তোমরা বাস্তবিকই গোপ।"

২৪। **বারবার** ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ লাঠিটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার পড়িবার সময় প্রভু তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। ইহা লাঠিখেলার একটা কৃতিত্ব।

২৫। **শিরের**—মাথার। প্রভু কখনও মাথার উপরে, কখনও পৃষ্ঠভাগে, কখনও দুই পার্শ্বে, আবার কখনও বা দুই পায়ের মধ্যে দিয়া লাঠি ফিরাইতে লাগিলেন; লাঠিচালনায় প্রভুর কৌশল ও ক্ষিপ্রতা দেখিয়া লোক আনন্দে হাসিতে লাগিল।

২৬। **অলাতচক্র**—একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠকে চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরাইলে যাহা হয়, তাহাকে অলাতচক্র বলে। তখন ইহাকে একটা আগুনের চক্রের মত দেখায়।

প্রভুও এত দ্রুতবেগে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন যে, স্বতন্ত্রভাবে লাঠিটি আর দেখা যাইতেছিল না। দেখা যাইতে লাগিল কেবল একটা চক্রাকার লাঠি বা লাঠির চক্র।

২৭। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, আর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েই ব্রাহ্মণ; তাঁহারা যে গোপের মত দক্ষতার সহিত লাঠি ঘুরাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রজলীলায় উভয়েই যে গোপ ছিলেন, ইহা সকলে জানিত না, এজন্যই সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বাস্তবিক তাঁহারা স্বরূপতঃ গোপ ছিলেন বলিয়াই লাঠি ঘুরাইতে পারিয়াছিলেন। **গোপভাব গূঢ়**—গোপনীয় গোপভাব। তাঁহারা যে গোপ ছিলেন, একথা গোপনীয় ছিল, সকলে জানিত না। প্রভু এই কলিতে ছন্ন অবতার কি না; তাই ব্রাহ্মণত্বের আবরণে তাঁহার এবং তাঁহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দের গোপত্বও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে নন্দোৎসবের গোপ-লীলায় তাহা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। এই লীলায় প্রভুর কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত।

৩০। **জগন্নাথ**—জগন্নাথ মাহিতী। **আবেশে**—নন্দ ও যশোদার আবেশে। কানাঞি খুটিয়া সাজিয়াছিলেন নন্দ, আর জগন্নাথ মাহিতী সাজিয়াছিলেন যশোদা।

৩১। **পিতামাতা-জ্ঞানে**—ব্রজলীলার ভাবে আবিষ্ট হওয়ায় নন্দ ও যশোদা-জ্ঞানে।

বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ ৩৩
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৪
'কাহাঁ রে রাবণা!' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে' ॥ ৩৫
গোসাঞির আবেশ দেখি লোক চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়জয়' বোলে বারবার ॥ ৩৬
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥ ৩৭
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
দুইভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৮
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে, কেহো নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৯
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
'গৌরদেশে যাহ সভে' বিদায় করিল ॥ ৪০
সভারে কহিল প্রভু—প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ ৪১
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান—।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান ॥ ৪২
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪৩
রামদাস-গদাধর আদি কথোজনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে ॥ ৪৪
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৩-৩৪। **বানরসৈন্য হয়**—শ্রীরামের পক্ষীয় বানরসৈন্য সাজিলেন। **হনুমানাবেশে**—হনুমানের ভাবের আবেশে; প্রভু নিজেকে হনুমান মনে করিয়াছিলেন। **গড়ে**—প্রাচীরে। **জগন্মাতা**-সীতাদেবীকে। **হরে**—হরণ করে। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সকল রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনেই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনেরও পূর্ণতা। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপ হইলেন তাঁহার বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বিভিন্ন ভগবন্মন্দিরে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বিগ্রহদর্শনে তত্তৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত তত্তৎ রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের আনন্দেই প্রভু নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। শ্রীহনুমানের ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রে অভিব্যক্ত রসবৈচিত্রীর সম্যক্ আস্বাদন সম্ভব। প্রভুও তাই শ্রীহনুমানের ভাবে আবিষ্ট হইয়া লঙ্কাবিজয়ের দিনে শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন।

৩৭। **দীপাবলী**—কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা পার্ব্বণ।

৩৯। **ফলে** - ফল দেখিয়া; উভয়ের গোপন-পরামর্শের ফল দেখিয়া। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, গৌড়দেশে কিভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেই উভয়ে গোপনে বসিয়া পরামর্শ করিয়াছিলেন।

৪১। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসরে। **গুণ্ডিচা**—রথযাত্রা। **আমারে মিলিয়া**—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া।

৪২। **আচার্য্যেরে**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে। **আচণ্ডালাদি**—জাতি-বর্ণ বিচার না করিয়া সকলকেই; চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই।

৪৩। **অনর্গল**—বিঘ্নশূন্য; অবিচারে। **অনর্গল প্রেমভক্তি**—অধিকারী, অনধিকারী, জাতিবর্ণ, উচ্চ নীচ ইত্যাদি বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র প্রেমভক্তি প্রচার করিবে। "প্রেমভক্তি"—স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণভক্তি" পাঠ আছে। অর্গল নাই যাহাতে, তাহা অনর্গল। অর্গল-শব্দের অর্থ-কপাটের হুড়কা; যে কপাটে হুড়কা নাই, তাহাকে অনর্গল কপাট বলা যায়। কপাটে হুড়কা না থাকিলে যে কেহই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, কাহারও পক্ষেই কোনওরূপ বাধাবিঘ্ন বা নিষেধ থাকে না। প্রভুর আদেশের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমভক্তির ভাণ্ডারের কপাট খুলিয়া দিবে, সকলেই যেন ঐ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে পারে; কাহারও জন্যও কোনরূপ বাধাবিঘ্ন যেন না থাকে।

৪৫। এস্থলে "আবির্ভাবে" যাওয়ার কথাই বলিতেছেন। লোক যে উপায়ে সাধারণতঃ একস্থান হইতে

শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন— ॥ ৪৬
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহো না দেখিব ॥ ৪৭
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৮
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ ॥ ৪৯
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৫০
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥ ৫১
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্যস্থানে যায়, সে সমস্ত সাধারণ উপায়ে না যাইয়া হঠাৎ কোনও একস্থানে প্রকটিত হইয়া কাহারও কাহারও দৃষ্টির গোচরীভূত হওয়াকেই আবির্ভাব বলে। একমাত্র সর্ব্বব্যাপক বিভুবস্তু ভগবানের পক্ষেই এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব; তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানে তো বিদ্যমান আছেনই—তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি কৃপা করিয়া যখন যাঁহাকে দেখা দেন, তখনই সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পান। এইরূপে যদি ভগবান্ কখনও কাহাকেও দর্শন দেন, তখনই বলা হয়, তাঁহার নিকটে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। যেস্থানে ভগবান্ আবির্ভাবে কাহাকেও দেখা দেন, সেই স্থানেও সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, যাঁহাকে তিনি দেখা দিতে ইচ্ছা করেন, কেবল তিনিই দেখেন। **অলক্ষিতে**—অন্যে না দেখে এই ভাবে।

৪৮। **এই বস্ত্র**—শ্রীকৃষ্ণজন্ম-যাত্রার-দিনে প্রভু যে জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা। **অপরাধ**—প্রভু বলিতেছেন, "মাতার সেবা ছাড়িয়া আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি, তাতে তাঁহার চরণে আমার অপরাধ হইয়াছে; আমার এই অপরাধের জন্য তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"

৫০। **সেবা ধর্ম্ম**—মাতার সেবাই সন্তানের ধর্ম্ম। **বাতুল**—পাগল।

৫২। **কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর** ইত্যাদি—এই বাক্যটীর দুইটি অর্থ হইতে পারে; একটী যথাশ্রুত অর্থ—বহিরঙ্গ অর্থ; অপরটী গূঢ় বা অন্তরঙ্গ অর্থ। বহিরঙ্গ অর্থটী এই—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর"—সন্ন্যাসে আমার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমার "প্রেম নিজধন"—প্রেমই আমার অভীষ্ট বস্তু। আমার অভীষ্ট বস্তু, আমার লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ; সন্ন্যাসগ্রহণব্যতীতও এই প্রেম-প্রাপক ভজন হইতে পারে; সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণের আমার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সন্ন্যাস-গ্রহণ করা আমার বরং অন্যায়ই হইয়াছে; কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করায়—প্রথমতঃ, আমি মাতৃসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, মাতৃসেবাত্যাগের অপরাধ আমার ভজনের অন্তরায় হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসের কঠোরতায় চিত্ত কঠিন হইলে কোমলস্বভাবা ভক্তিদেবীর উপবেশনের অযোগ্য হওয়ার আশঙ্কা আছে। চতুর্থতঃ, সন্ন্যাস সাধারণতঃ মোক্ষকামীরই সাধনপন্থা; মোক্ষকামী শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত। সন্ন্যাসের প্রভাবে মন মোক্ষাকাঙ্ক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহে থাকিয়া ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ আমার পক্ষে হয়ত সহজ হইত; কারণ, মাতৃসেবা-ত্যাগের অপরাধ আমার ভজনের অন্তরায় হইত না। মাতার চরণসেবাদ্বারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে আমার ভজনের আনুকূল্যই হইত। এই অবস্থায় সন্ন্যাসগ্রহণ আমার পক্ষে বাতুলের কার্য্যই হইয়াছে।

গূঢ় বা অন্তরঙ্গ অর্থ এই—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর"—আমার নিজের কাজের জন্য (নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য) সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমার "প্রেম নিজধন—প্রেম আমার নিজ-সম্পত্তি।" নিজমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই গৌর-অবতারের মুখ্য—অন্তরঙ্গ—কারণ। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি-আস্বাদনই গৌরের নিজ

নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫৩
নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে ।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৫৪
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত ।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত ॥ ৫৫
লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার ।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার ॥ ৫৬
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন ।
নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন ॥ ৫৭
নিমাঞি নাহিক ঘরে, কে করে ভোজন ।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্তরঙ্গ বা গূঢ় উদ্দেশ্য। যে প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধভাবে আস্বাদন করেন, সেই প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না ; শ্রীকৃষ্ণ এজন্যই শ্রীরাধার প্রেম নিজে অঙ্গীকার করিয়া গৌর হইয়াছেন ; ঐ প্রেম এখন গৌরের নিজ-সম্পত্তি। এই প্রেমের দ্বারা যে কোনও স্থানে যে কোনও অবস্থায় শ্রীশ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেন ; নবদ্বীপে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ইহা করিতে পারিতেন—সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে আসার প্রয়োজন ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর"—যেহেতু আমার "প্রেম নিজধন"। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনই আমার প্রয়োজন, আর প্রেমই সেই মাধুর্য্য-আস্বাদনের উপায় ; সেই প্রেম ত আমার আছেই, উহা ত আমার নিজ-সম্পত্তিই ; সুতরাং ঐ প্রেম-লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করার আমার কোনও দরকার ছিল না। নবদ্বীপ ছাড়িয়া নীলাচলে আসারও প্রয়োজন ছিল না।" বাস্তবিক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে নিত্য-বিরাজমান ; শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীরাধার ভাবে তিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ-কারণ—জীব উদ্ধার ; এই জীব-উদ্ধারের জন্যই তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ, এইজন্যই তাঁহার নবদ্বীপ ছাড়িয়া প্রকটে নীলাচল গমন। আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ছন্ন—চালমন্দ জ্ঞানশূন্য ; পাগলের প্রায়। আমার মনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না বলিয়া, মন তখন হিতাহিত বিচারের ক্ষমতা হারাইয়াছিল বলিয়াই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি (ইহা বাহ্যার্থ)।

গূঢ় অর্থ—**ছন্ন**—প্রচ্ছন্ন, আবিষ্ট ; জীব-উদ্ধারের ভাবে আবিষ্ট। যখন আমি সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তখন জীব-উদ্ধারের ভাবেই আমি আবিষ্ট ছিলাম। কিসে কলির জীব সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কিসে ভক্তিবহির্ম্মুখ পড়ুয়া তার্কিকাদি ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিবে—ইহা ভাবিয়াই আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম ; মনে করিয়াছিলাম, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই আমার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি (১।১৭।২৫৪-৫৮)।

৫৩। **আসিমু**—নবদ্বীপে আসিব অর্থাৎ যাইব (অবশ্য আবির্ভাবে)।

৫৪। **নিত্য যাই ইত্যাদি**—আবির্ভাবে যাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে ইত্যাদি**—মাতাও আমাকে দেখেন, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মানেন না, মনে করেন, তাঁহার চিত্তে আমার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—আমার সম্বন্ধে গাঢ় চিন্তার ফলে আলেয়ার মত যেন আমার রূপ ক্ষণেকের জন্য দেখিতেছেন। (চৈ. প. দ্র.)

৫৫। প্রভু যে মাতার গৃহে গিয়া ভোজনাদি করেন, একদিনের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। **ভৃষ্ট পটোল**—পটল ভাজা।

৫৬। শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহদেবতা নিত্যসেবিত শালগ্রামকে শ্রীশচীমাতা সমস্ত নিবেদন করিয়া দিলেন।

৫৭-৮। শালগ্রামের ভোগের পরে প্রসাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই নিমাইয়ের কথা শচীমাতার মনে পড়িল। প্রিয়ব্যক্তি যাহা ভালবাসে, তাহার অনুপস্থিতিতে সেই বস্তু দেখিলেই তাহার কথা মনে পড়ে। সেইরূপ শচীমাতা যে যে জিনিস শালগ্রাম-রূপী বালগোপালের ভোগে দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহার প্রাণ-নিমাইয়ের খুব প্রিয় জিনিস, তাই সে সমস্ত জিনিস দেখিয়াই নিমাইয়ের কথা মায়ের মনে পড়িল ; অমনি তাঁহার চিত্ত হাহাকার করিল

শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫৯
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?।
হেন বুঝি বালগোপাল খাইল সব ভাত ॥ ৬০
কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥ ৬১
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাঢ়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল ॥ ৬২
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥ ৬৩
ঈশানদ্বারায় পুন স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৪
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা ক্রন্দন ॥ ৬৫
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ, বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৬
এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি ॥ ৬৭
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা ॥ ৬৮
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস—।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উঠিল—"কে এসব অন্নব্যঞ্জন খাইবে ? থাকিত যদি নিমাই ঘরে, সে এসব দেখিয়া কত সুখী হইত, কত প্রীতির সহিত বাছা আমার এসব খাইত।" এরূপ ভাবিয়া শচীমাতা কাঁদিতেছেন, আর নিমাইয়ের চিন্তা করিতেছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি শচীমাতার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন; পাত্র শূন্য হইয়া গেল। হঠাৎ শচীমাতার চিন্তাধারা ছুটিয়া গেল, শূন্য পাত্র দেখিয়া ভাবিলেন—"এ সব অন্নব্যঞ্জন কি হইল ? কে খাইল ? তবে কি বালগোপাল (শালগ্রামরূপী) সমস্ত খাইয়া ফেলিল ? না কি কোনও জন্তু আসিয়া খাইয়া গেল ? না কি ভুলে আমিই অন্নব্যঞ্জন পাতে লই নাই ?" ইহা ভাবিয়া, উঠিয়া গিয়া পাকপাত্র দেখিলেন; দেখেন—যেমন পাক করিয়াছিলেন, পাকপাত্রে তেমনিই সব জিনিস রহিয়াছে—দেখিয়া তাঁহার মনে সংশয়ও হইল, বিস্ময়ও হইল। যাহা হউক, ভৃত্য ঈশানদ্বারা পুনরায় ভোগের যায়গা লেপাইয়া পুনরায় ভোগ লাগাইলেন।

৬১। **মনঃকথায়**—মনের চিন্তায়।

৬৩। **ভাজন**—পাকপাত্র। **সংশয়**—সন্দেহ। যাহা পাক করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বালগোপালের ভোগে দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে; অথচ পাকপাত্রও অন্নব্যঞ্জনাদিতে পূর্ণ রহিয়াছে; তবে কি পূর্ব্বে তিনি ভোগ দেন নাই ? এরূপ সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইল। আর কতক্ষণ চিন্তার পরে পূর্ব্বের সমস্ত কথা মনে করিয়া তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি ভোগ দিয়াছেন। ভোগ বাড়ার পরে পাকপাত্র খালিই ছিল; অথচ এখন কিরূপে পাকপাত্র আবার অন্নব্যঞ্জনে পূর্ণ হইয়া গেল ? পূর্ব্ব ভোগের প্রসাদই বা গেল কোথায় ? নিমাইকেও যেন ভোগ-ঘরে একটু একটু দেখিয়াছিলেন বলিয়া—নিমাই অন্নব্যঞ্জন খাইয়াছেন বলিয়া—একটু একটু মনে পড়ে; কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব ? নিমাই তো নীলাচলে। ইত্যাদি ভাবিয়া শচীমাতার তখন **চমৎকার হৈল মন**—মন বিস্মিত হইয়া গেল। **অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ** ইত্যাদি- প্রভুর কৃপাতেই পাকপাত্রাদি আবার অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ হইয়াছিল। ভগবানের ভোগে যাহা দেওয়া হয়, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তিতে তত্তৎদ্রব্যে আবার ভোগপাত্রাদি পূর্ণ হইয়া থাকে—এইরূপই ভক্তদের বিশ্বাস।

৬৪-৬৫। **ঈশান**—শচীমাতার গৃহের ভৃত্য। **উৎকণ্ঠা-ক্রন্দন**—উৎকণ্ঠার সহিত ক্রন্দন।

৬৭। **এই বিজয়াদশমীতে**—যে সময়ে প্রভু এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়াদশমীর দিনই ৫৫-৬৪ পয়ারোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। **তাঁহাকে পুছিয়া** ইত্যাদি—প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—

ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরমপবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৭০
আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথাতথা ॥ ৭১
বাড়ীতে কতশত বৃক্ষ, লক্ষলক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭২
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারিচারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭৩
প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥ ৭৪
ভোগের সময় পুন ছোলি শঙ্খ করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি ॥ ৭৫
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি ॥ ৭৬
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্র-পূরিত ॥ ৭৭
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৮
কভু শস্য খাঞা পুন পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৯
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইলা লইয়া ॥ ৮০
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র-হাথে সেবক দ্বারেতে রহিল ॥ ৮১
দ্বারের উপর ভিত্তে তেঁহো হাথ দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮২
পণ্ডিত কহে—দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥ ৮৩
সেই ভিতে হাথ দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥ ৮৪
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৫
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥ ৮৬
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাহাঁ যাহাঁ দূরগ্রামে শুনে আছে ভাল ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

"পণ্ডিত, তুমি মাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য কিনা। আমি যে নিত্যই মায়ের কাছে গিয়া তাঁহার দেওয়া জিনিস খাই—এসকল কথা বলিয়া, তাহাতে তুমি তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইও। তাহা হইলে মায়ের মনে কিছু সান্ত্বনা আসিবে।" **প্রতীতি**—বিশ্বাস।

৭০। **ইঁহার**—রাঘব-পণ্ডিতের।

৭১। **পাঁচগণ্ডা** ইত্যাদি—সর্ব্বত্রই পাঁচগণ্ডায়, অর্থাৎ এক পয়সায় একটি নারিকেল পাওয়া যায়।

৭৩। **একেক ফলের** ইত্যাদি—চারি আনা দিয়া প্রত্যেকটা নারিকেল কিনিয়া। **দশক্রোশ হৈতে**—বহুদূর হইতেও। যেখানে ভাল জিনিস পাওয়া যায়, তাহা যতদূরেই হউক, কিম্বা তাহার যত মূল্যই হউক, শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য রাঘবপণ্ডিত তাহা আনিবেনই—শ্রীকৃষ্ণে এতই তাঁহার প্রীতি।

৭৫। **শঙ্খ করি**—ছুলিয়া শঙ্খের আকৃতি করিয়া। এস্থলে ডাব-নারিকেলের কথা বলা হইতেছে।

৭৭। **শস্য**—শাঁস; নারিকেল। **সৎপাত্র-পূরিত** - উত্তম পাত্র নারিকেলে পূর্ণ করিয়া।

৮১। **অবসর নাহি**—সেবাসম্বন্ধীয় অন্যকাজে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া সেবকের হাত হইতে তাড়াতাড়ি নারিকেল লওয়ার অবকাশ ছিল না, নারিকেল লইতে বিলম্ব হইল।

৮১-৮২। এদিকে সেবক এক হাতে নারিকেল রাখিয়া অপর হাত মন্দিরের উপরের দাওয়ায় একবার রাখিল; সেই হাত তুলিয়া লইয়া সেই হাতেই আবার নারিকেল ধরিল—রাঘবপণ্ডিত মন্দিরের ভিতর হইতে তাহা দেখিলেন।

৮৪। **কৃষ্ণযোগ্য**—শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য।

বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥ ৮৮
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমতে চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥ ৮৯
এইমতে পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৯০
কাসন্দী-আদি আচার অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্যসার ॥ ৯১
এইমত প্রেমে সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥ ৯২
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ ॥ ৯৩
শিবানন্দসেনে কহে করিয়া সম্মান—।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৪
পরম উদার ইহো যে-দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৫
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয় ॥ ৯৬
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমাস্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৭
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া ॥ ৯৮
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া—।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া ॥ ৯৯
গুণরাজখান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়— ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯০। **ক্ষীর ও ওদন**—ক্ষীর (দুগ্ধ) ও ওদন (অন্ন)।

৯৪। **সমাধান**—সাংসারিক কাজকর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহ।

৯৫। **পরম উদার**—পরম দাতা ; যে যাহা চাহে, থাকিলে তখনই তাহা দিয়া ফেলেন। **শেষে**—অবশিষ্ট।

৯৬। **কুটুম্ব-ভরণ**—স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনাদির রক্ষণাবেক্ষণ। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করিতে না পারিলে, তাঁহাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের সংস্থান করিতে না পারিলে, ভজনে বিঘ্ন জন্মিবার আশঙ্কা আছে। এজন্যই কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের প্রয়োজন। বিলাসিতার জন্য, বা কেবল সঞ্চয়ের জন্যই, সঞ্চয় এই পয়ারের অভিপ্রেত নয়।

৯৭। **ইঁহার ঘরের** ইত্যাদি—বাসুদেব-দত্তের যাহা কিছু আয় হয়, তোমার হাতেই তাহা রাখিবে ; তাঁহার জন্য যাহা যাহা ব্যয় করিতে হয়, তোমার হাতে তোমার বিবেচনামতেই তাহা করিবে। **সরখেল**—সরকার ; কার্য্যনির্ব্বাহক। **সমাধানে**—নির্ব্বাহ।

৯৮। **পালন করিয়া**—সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, সকলের পথের খরচাদি দিয়া।

৯৯। **প্রত্যব্দ**—প্রতিবৎসরে। **যাত্রায়**—রথযাত্রায়। **পট্টডোরী**—২।১৪।২৩০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১০০। **গুণরাজ-খান**—ইঁহার নাম শ্রীমালাধর বসু ; "গুণরাজ-খান" ছিল তাঁহার কোনও এক গৌড়েশ্বর-দত্ত উপাধি। ইঁহার এক পুত্রের নাম শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খান। সত্যরাজ খানের পুত্র হইলেন শ্রীরামানন্দ বসু। এই দুইজনই গৌর-পার্ষদ ছিলেন ; ইঁহাদের নামই পরবর্ত্তী ১০৩ পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। গুণরাজখান "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ, কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নহে ; ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম এবং ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের এবং ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশের তাৎপর্য্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩৯৫ শকে এই গ্রন্থের লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকে শেষ হয় ; সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই গ্রন্থের লেখা শেষ হইয়াছিল। **তাঁহা**—সেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়-নামক গ্রন্থে। **বাক্য প্রেমময়**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুণরাজখানের হৃদয়ের প্রেম প্রকাশক বাক্য।

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এইবাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ ॥ ১০১
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন রহু দূর ॥ ১০২
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন— ॥ ১০৩
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ?।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু ! নিবেদি চরণে ॥ ১০৪
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৫
সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ?।
কে 'বৈষ্ণব' কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥ ১০৬
প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার ॥ ১০৭
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৮
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে ॥ ১০৯
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০১। **নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ**—ইহাই গুণরাজখানের প্রেমময়-বাক্য। এই বাক্যে তিনি নন্দনন্দনকে তাঁর "প্রাণনাথ" বলিয়াছেন ; প্রেমের গাঢ়তা না থাকিলে এরূপ উক্তি অসম্ভব। গুণরাজখানের গ্রন্থে এই বাক্যটী দেখিয়া, তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার বংশকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১০২। রামানন্দ-সত্যরাজ খানকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলা হইয়াছে। গুণরাজখানের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া কুলীনগ্রামের পশুপক্ষীও প্রভুর প্রিয়। ভক্ত-পদরজ-পূত স্থানের এমনই মাহাত্ম্য।

১০৫। প্রভু বলিলেন, (১) কৃষ্ণসেবা, (২) বৈষ্ণবসেবা এবং (৩) নিরন্তর কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন—ইহাই গৃহস্থ-বিষয়ীর সাধন।

১০৭। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব ; তিনিই পূজ্য, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ।

১০৮-১০। একবার কৃষ্ণনাম করিলে কিরূপে বৈষ্ণব হয়, তাহা এই তিন পয়ারে বলিতেছেন। (১) একবার কৃষ্ণনাম করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় ; (২) নাম হইতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় ; (৩) নাম জিহ্বায় স্পর্শ হওয়া মাত্র আচণ্ডাল সমস্ত প্রাণীকে উদ্ধার করে। (৪) নাম চিত্ত-আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। (৫) নামে দীক্ষা বা পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা নাই এবং (৬) উক্ত ফল-সমূহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিনা চেষ্টায় আনুষঙ্গিক ভাবে সংসারের ক্ষয় হয়।

দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে—শ্রীকৃষ্ণনাম স্বীয় ফল প্রদান করিতে দীক্ষা বা পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা করে না। **দীক্ষা**—উপদেশ। **পুরশ্চর্য্যা**—পুরশ্চরণ ; শ্রীগুরুর নিকটে প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির নিমিত্ত পঞ্চাঙ্গ-উপাসনারূপ যে অনুষ্ঠান, তাহাকে পুরশ্চরণ বলে। প্রত্যহ ত্রিকালীন অর্চনা, প্রত্যহ জপ, প্রত্যহ তর্পণ, প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গই পুরশ্চরণ বলিয়া কীর্ত্তিত। "পঞ্চাঙ্গোপাসনং ভক্তৈঃ পুরশ্চরণমুচ্যতে। * * * পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেবচ। হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১৭।৭।৯।

গুরুর নিকট হইতে যথাবিধি মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই দীক্ষা। দীক্ষাব্যতীত কোনও মন্ত্রই ফলদায়ক হয় না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম দীক্ষাব্যতীতও ফল প্রদান করে। যদি কেহ কাহারও নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া নিজেই কৃষ্ণনাম জপ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও তিনি নামের ফল পাইবেন। পরবর্ত্তী শ্লোকের শেষে আলোচনা দ্রষ্টব্য। পুরশ্চর্য্যাসম্বন্ধেও এই কথা ; সাধারণতঃ পুরশ্চরণব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম পুরশ্চরণব্যতীতও ফলদান করিয়া থাকে। **জিহ্বাস্পর্শে**—সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণ না করিলেও—শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বাকে স্পর্শমাত্র করিলেও চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত জীবকে উদ্ধার করে। **আনুষঙ্গফল করে** ইত্যাদি—সংসারক্ষয় শ্রীকৃষ্ণনামের

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (২৯)—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং
মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আকৃষ্টিঃ ইতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগেব জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণ ফলতি ফলবান্ ভবতীত্যর্থঃ; [illegible] মনাক্ অল্পমপি ন ঈক্ষতে নাপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। সৎক্রিয়াং সৎকর্ম্ম নেক্ষতে পুরশ্চর্য্যাং মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং [illegible]। [illegible] কৃতচেতসাং পুণ্যাত্মনাং তথা সুমহতাং [illegible] সর্ব্বো [illegible]। অংহসাং পাপানাং উচ্চাটনং দূরীকরণং; আচাণ্ডালং [illegible] অমূকলোকানাং মূকলোকানাং সুলভঃ [illegible] মুক্তিশ্রিয়ঃ বশ্যঃ [illegible] মুক্তিশ্রিয় ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সূর্য্যের মত ; নামোচ্চারণের মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ; এই প্রেম নামের সঙ্গে সঙ্গে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা আকাঙ্ক্ষায় আপনা-আপনিই সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায় ; আলোকের আগমনে যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়—তদ্রূপ। চিত্ত-আকর্ষিয়া ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণনাম নাম-গ্রহণকারীর চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় করে। "এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২-২৪॥"

১০৮-১০ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে পদ্যাবলীর একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। কৃতচেতসাং (পুণ্যাত্মাদিগের) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষণকারী), সুমহতাং (অতি মহৎ) অংহসাং (পাপ-সমূহের) উচ্চাটনং (দূরীকরণশীল), আচাণ্ডালম্ অমূকলোকানাং (চণ্ডাল পর্য্যন্ত মূকলোক সকলের—অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবসকলের) সুলভঃ (সুলভ—সহজপ্রাপ্য) চ (এবং) মুক্তিশ্রিয়ঃ (মুক্তিসম্পত্তির) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) অয়ং (এই) শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ (শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) নো দীক্ষাং (না দীক্ষাকে) ন চ সৎক্রিয়াং (না সৎক্রিয়াকে বা সদাচারকে) ন চ পুরশ্চর্য্যাং (না পুরশ্চর্য্যাকে) মনাক্ (অল্পমাত্রও) ঈক্ষতে (অপেক্ষা করে), [সঃ মন্ত্রঃ] (সেইমন্ত্র) রসনাস্পৃক্ এব (রসনাস্পর্শমাত্রেই) ফলতি (ফলিত হয়—ফল প্রদান করে)।

অনুবাদ। এই শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম) কোনরূপ দীক্ষার অপেক্ষা করে না, সদাচারের অপেক্ষা করে না, কিম্বা পুরশ্চরণের অপেক্ষাও করে না ; কেবলমাত্র জিহ্বাস্পর্শমাত্রেই ইহা ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই পুণ্যাত্মা লোকদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অতি মহৎপাপ সমূহকে দূরীকৃত করিয়া থাকে ; ইহা চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত মূকলোকদিগের (কিম্বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবসমূহের) পক্ষেও সুলভ এবং ইহা মোক্ষসম্পত্তিরও বশীকারক বা প্রাপক। ২

কৃতচেতসাং—পুণ্যাত্মালোকদিগের, মহৎ লোকদিগের। আকৃষ্টিঃ—আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণনাম পুণ্যাত্মা মহৎ-লোকদিগের পক্ষে আকর্ষণতুল্য ; শ্রীকৃষ্ণনাম তাদৃশ লোকদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে—নিজের দিকে (অর্থাৎ নামের দিকে) এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে। তাদৃশ লোকগণ আপনা-আপনিই শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা শ্রীনামের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুমহতাং অংহসাং—অতিমহৎ পাপসমূহের। উচ্চাটনং—উৎপাটনকারী ; শ্রীনামের [illegible] শক্তিতে মহৎ-পাপও দূরীভূত হয়। "স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥ সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ [illegible]" স্বর্ণচোর, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, গোহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী নর আছে, তাহাদের সকল পাপেরই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত এই [illegible]। [illegible]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই উচ্চারণকারীর সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ মনে করেন—এই নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি আমার লোক, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।" জ্ঞানতঃই হউক, কি অজ্ঞানতঃই হউক, যে কোনও প্রকারে উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই—অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ, সেই নাম সমস্ত পাপকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। "অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোক নাম যৎ। সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ শ্রী. ভা. ৬।২।১৮॥" **অমূকলোকানাং**—অমূক (যাহারা মূক—বোবা—বাক্‌শক্তিহীন নহে) তাহাদের; বাক্‌শক্তি আছে যাহাদের সুতরাং যাহারা নাম উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে (অথবা ক্ষুদ্রলোকদিগের পক্ষে) এই নাম **অত্যন্ত সুলভঃ**—সুলভ, সহজ। অন্য ভজনাঙ্গের অধিকার বা যোগ্যতা সকলের না থাকিতে পারে; কিন্তু নামগ্রহণে কাহারও বাধা নাই, কোনও অসুবিধা নাই—কেবল বাক্‌শক্তি থাকিলেই যে কেহ শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে—গ্রহণ করিতে—পারে। **মুক্তিশ্রিয়ঃ**—মুক্তি (মোক্ষ) রূপ শ্রী (সম্পত্তি) মুক্তিশ্রী; তাহার **বশ্যঃ**—বশীকারক, প্রাপক। মোক্ষ-কামীরা এই শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেই মোক্ষলাভ করিতে পারে—নামের কৃপায়। শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণের প্রধান সুবিধা এই যে—ইহা দীক্ষার অপেক্ষা রাখে না, সদাচারের অপেক্ষা রাখে না, পুরশ্চরণের অপেক্ষাও রাখে না। যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও ভাবে নাম গ্রহণ করিলেই নামের ফল পাইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদিতে দীক্ষার অপেক্ষা আছে।

নামের এইরূপ অসাধারণ-মহিমার হেতু এই যে—নাম চিদানন্দময়; নাম ও নামীতে কোনওরূপ ভেদ নাই; পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নামও ভগবানের ন্যায় পরম-স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ; তাই ফল-প্রকাশ-বিষয়ে নাম অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—নাম-গ্রহণকারীর চিত্তের অবস্থা, মনের লক্ষ্য, ইত্যাদি কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না; কোনও বিধি-নিষেধের, দেশ-কাল-পাত্রাদিরও অপেক্ষাও রাখে না। "নো দেশ-কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্॥ হ. ভ. বি. ১১।২০৪॥" নামই কৃপা করিয়া নাম-গ্রহণকারীর অসদাচারাদি দূর করিয়া তাহাকে পরম-পবিত্র করিয়া লইবেন; যেহেতু, নাম নিজেই পবিত্রকর। "চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।২০৩॥" ১।১৭।১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদিতেই বা দীক্ষার অপেক্ষা কেন? শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে এই প্রশ্ন তুলিয়া আলোচনা করিয়াছেন। "নন্থ ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা?—মন্ত্রও ভগবানের নামাত্মকই; মন্ত্রের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্র নমঃ-শব্দাদিদ্বারা অলঙ্কৃত, মন্ত্রে শ্রীভগবান্ এবং ঋষিগণ একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন এবং মন্ত্র শ্রীভগবানের সহিত সাধকের নিজের একটা সম্বন্ধপ্রতিপাদক। (এ সমস্ত বিশেষত্ব হইতে বুঝা যায়, নাম অপেক্ষা মন্ত্রের সামর্থ্য বেশী)। এক্ষণে, ভগবানের কেবল (পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বাদিহীন কেবল) নামই যখন (দীক্ষাদির) কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত ফল দান করিতে সমর্থ, তখন নাম-অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট মন্ত্রেরই বা দীক্ষার অপেক্ষা থাকিবে কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—"যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদ্ ঋষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসামঞ্জস্যমিতি। তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি। যথা শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং—বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥ বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা ইতি ॥—(শ্রীকৃষ্ণ নামের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রাদির পক্ষে দীক্ষার অপেক্ষা) যদিও স্বরূপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্তচিত্ত জনসমূহের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ অর্চ্চনামার্গে কখনও কখনও কোনও কোনও মর্য্যাদাকে স্থাপিত করিয়াছেন (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন)। সে সমস্ত মর্য্যাদার (বিধিনিষেধের) লঙ্ঘনে শাস্ত্র আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। এতদুভয়ের (বিধিনিষেধের অপেক্ষার এবং অপেক্ষাহীনতার) অসামঞ্জস্য নাই। যে স্থলে বিধিনিষেধের বা মর্য্যাদার কোনও অপেক্ষা নাই, তাহার উদাহরণও আছে; রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহের মধ্যে রামমন্ত্রের ফলই অধিক; গাণপত্যাদি মন্ত্র হইতে রামমন্ত্র কোটি কোটি গুণ অধিক। হে বিপ্রেন্দ্র! এই রামমন্ত্র দীক্ষা ব্যতীত, পুরশ্চর্য্যা ব্যততী এবং ন্যাসবিধি ব্যতীতও জপমাত্রেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকে।"

ইহার পরে মন্ত্রদেব-প্রকাশিকা, তন্ত্র, সনৎকুমার সংহিতাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন যে—গৌরমন্ত্র, নারসিংহাদি বৈষ্ণবমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, গোপালমন্ত্রাদি সম্বন্ধে সাধ্যসিদ্ধাদি বিচারেরও অপেক্ষা নাই। এবং শ্রীগোপালমন্ত্র যে সকল বর্ণ, সকল আশ্রম এবং স্ত্রীলোকেরও অভীষ্ট ফল দান করে, তৎসম্বন্ধেও (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-স্ত্রীপুরুষাদি অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধেও) শ্রীজীব প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এইরূপে মর্য্যাদার অপেক্ষাহীনতা দেখাইয়া—ব্রহ্মযামল, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মর্য্যাদার অপেক্ষাও দেখাইয়াছেন। এই উভয়বিধ মতের কোনওরূপ সমাধান শ্রীজীব করেন নাই; সমাধান আছে কিনা, তাহাও বলা যায় না; মতভেদের প্রমাণ মাত্র পাওয়া যায়। তবে শ্রীজীব বলিয়াছেন—উভয়মপি নাসামঞ্জস্যমিতি—এই মতভেদে অসামঞ্জস্য নাই। এইরূপ বলার হেতু বোধ হয় এই যে—দীক্ষাদির অপেক্ষা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও একথা বলেন না যে—দীক্ষাদি গ্রহণ করিলে ক্ষতি হইবে। তাঁহারা বলেন—দীক্ষাদির প্রয়োজন নাই, তবে দীক্ষা গ্রহণাদিতে আপত্তিও তাঁহাদের নাই। কিন্তু যাঁহারা দীক্ষাদি-মর্য্যাদার অপেক্ষা রাখেন, তাঁহারা বলেন—দীক্ষাদির বিধির অপালনে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। উভয়মতের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে—দীক্ষাদি-মর্য্যাদার পালনে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কা কিছু নাই; ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীজীব বলিয়াছেন—উভয় মতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা বুঝা গেল—কেবলমাত্র অর্চ্চন-প্রসঙ্গেই দীক্ষার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের দীক্ষাপ্রকরণেও অদীক্ষিতব্যক্তির মন্ত্রদেবতার্চ্চনে অধিকার জন্মে না বলিয়াই দীক্ষার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। "দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥ তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম ॥—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ২।৩ ॥" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও অর্চ্চনপ্রকরণে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে—"অস্মিন্নর্চ্চনমার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়ঃ। ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্তব্যা।—অর্চ্চনমার্গে অবশ্যই বিধির অপেক্ষা রাখিতে হইবে। অর্চ্চনারম্ভের পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহা হইতেও বুঝা গেল—অর্চ্চনার জন্যই দীক্ষার অত্যাবশ্যকতা। কিন্তু অর্চ্চনা নববিধা ভক্তির একটি অঙ্গমাত্র; নববিধা ভক্তির যে কোনও এক অঙ্গের সাধনেই যখন সাধ্যবস্তু লাভ হইতে পারে, তখন অর্চ্চনাঙ্গের অবশ্য-কর্ত্তব্যতাও লক্ষিত হইতেছে না। ভক্তিসন্দর্ভে অর্চ্চনপ্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীও এই কথা বলিয়াছেন—"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চন-মার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব। ২৮৩।—শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু শরণাপত্ত্যাদির যে কোনও এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই—অর্চ্চনব্যতীতও—পুরুষার্থসিদ্ধি হইতে পারে। তথাপি, শ্রীনারদাদি-প্রদর্শিত পন্থার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীগুরুদেব-সম্পাদিত দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে দীক্ষার পরে অর্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবদের ভজন সম্বন্ধানুগ; মন্ত্রদীক্ষাদ্বারা অভীষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া শ্রীজীবও উদ্ধৃত বচনসমূহে বলিয়াছেন; সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণান্বিত গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছু থাকিতে পারে না, বরং ইষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, দীক্ষাগ্রহণ ঐচ্ছিকমাত্র, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে কেহ দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন, কেহ না করিতেও পারেন।

কিন্তু এ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বিচার করিতে হইবে। মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ রামার্চ্চনচন্দ্রিকা হইতে কেবল রামমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্রদেব প্রকাশিকার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে সৌরমন্ত্র, নারসিংহমন্ত্র, বরাহমন্ত্র সম্বন্ধে সাধ্যসিদ্ধাদি বিচারেরও অপেক্ষাহীনতার কথা বলিয়াছেন এবং সনৎকুমারসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া গোপালমন্ত্রসম্বন্ধেও সাধ্যসিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষাহীনতা দেখাইয়াছেন। রামনাম এবং রামমন্ত্র হইতেছে মুক্তিপ্রাপক, ব্রজপ্রেম-প্রাপক নহে। সৌরমন্ত্র, নারসিংহমন্ত্র এবং বরাহমন্ত্রও ব্রজপ্রেম-প্রাপক নহে। কিন্তু গোপালমন্ত্র হইতেছে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মন্ত্র—সুতরাং ইহা ব্রজপ্রেম-প্রাপক। শ্রীজীবপাদ সৌর নারসিংহ বরাহমন্ত্র এবং গোপালমন্ত্র সম্বন্ধে সাধ্যসিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষাহীনতার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সাধ্যসিদ্ধাদির বিচার করা হয় দীক্ষার প্রসঙ্গে। মন্ত্রদেবপ্রকাশিকার এবং সনৎকুমারসংহিতার প্রমাণ হইতে সাধ্যসিদ্ধাদি-বিচারের অপেক্ষাহীনতাই জানা যায়, দীক্ষার অপেক্ষাহীনতার কথা জানা যায় না; বরং দীক্ষার আবশ্যকতাই ধ্বনিত হইয়াছে—দীক্ষার প্রয়োজন; কিন্তু দীক্ষাকালে সাধ্যসিদ্ধাদি-বিচারের প্রয়োজন নাই। অন্যমন্ত্র মোক্ষপ্রাপক; কিন্তু গোপালমন্ত্র হইতেছে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রাপক। ব্রজের প্রেমসেবা হইতেছে ব্রজপরিকরদের আনুগত্যময়ী; শ্রীগুরুদেবই তাঁহার সিদ্ধ-ব্রজপরিকরদেহে সাধককে ব্রজপরিকদের চরণে অর্পণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্য প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। যাহার দীক্ষা হয় নাই, তাঁহার গুরুও থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাকে ব্রজপরিকরদের আনুগত্য পাওয়াইবারও কেহ থাকিতে পারে না। ইহা হইতে জানা যায়, মোক্ষকামীর মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজন হয়তো না থাকিতে পারে, যেহেতু সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের সেবা আনুগত্যময়ী নহে; কিন্তু ব্রজের প্রেমসেবা আনুগত্যময়ী বলিয়া ব্রজপ্রেমকামীর মন্ত্রদীক্ষা অপরিহার্য্যা। এই তথ্যটি প্রকটিত করার নিমিত্তই বোধ হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রকটলীলায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতনগোস্বামিদ্বয় এবং স্বয়ং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রদীক্ষার অনাবশ্যকতাই যদি শ্রীজীবপাদের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি নিজে দীক্ষাগ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণের সকলেই দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন—ব্রজে প্রেমসেবাকামীর পক্ষে দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাঁহাদের পক্ষে দীক্ষাগ্রহণ ঐচ্ছিক নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সনৎকুমারসংহিতায় গোপালমন্ত্রে দীক্ষার আবশ্যকতা ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতিও গুরুপদাশ্রয়ের বিধান দিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনের নিকট চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তিকথন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও সর্ব্ব প্রথমেই গুরুপদাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন। এ-সমস্ত হইতেছে দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি। আবার, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এবং ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধৃত ব্রহ্মযামলবাক্যও বলেন—"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥" এ-সমস্ত হইতে মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষার কথা জানা যায়। আবার রামার্চ্চনচন্দ্রিকা হইতে রামমন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষাহীনতার কথাও জানা যায়। ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়—যাহারা মোক্ষকামী, দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীতও তাঁহারা রামমন্ত্রাদি জপ করিতে পারেন, কেবলমাত্র মন্ত্রজপেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা ব্রজে প্রেমসেবাকামী, তাঁহাদিগকে যোগ্য গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥ ১১১
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিনজন ॥ ১১২
মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন—।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১৩
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তাহার তনয় ?।
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ১১৪
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র, এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫

আমাসভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা, আমার নিশ্চিতে ॥ ১১৬
শুনি হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সে-ই গুরু হয় ॥ ১১৭
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮
ভক্তগণে কহে—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম—যেন দগ্ধ হেম ॥ ১১৯
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ? ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দুই রকম সাধকের জন্য দুই রকম ব্যবস্থা; সুতরাং ইহাতে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। এজন্যই বোধহয় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"তত উভয়মপি নামমঞ্জসমিতি। ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ২৮৪ ॥"

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ না করিয়া যাঁহারা কেবল নামকীর্ত্তন করিবেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহাদের ব্রজে প্রেমসেবা প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন—"চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়। ২।১৫।১১০॥", নামসঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে রায়রামানন্দ এবং স্বরূপদামোদরের নিকটে প্রভুর উক্তির সহিত একসঙ্গে বিচার করিলে তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইতে পারে। প্রভু বলিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে-পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥ কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ৩।২০।১০-১১ ॥" —এস্থলে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন হইতে "সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম" হয় বলিয়াছেন। এস্থলে দীক্ষাগ্রহণের ইঙ্গিত বিদ্যমান। দীক্ষাগ্রহণের পরেই সাধন। ৩।২০।১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। (টী. প. প্র.)

১১২। **খণ্ডের**—শ্রীখণ্ডের। মুকুন্দদাসের পুত্র ছিলেন শ্রীরঘুনন্দন।

১১৬। রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে; তাই প্রাকৃতদেহের জন্মদাতা বলিয়া আমি তাহার পিতা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রঘুনন্দনই আমার পিতা।

পিতা-শব্দের অর্থ পালনকর্ত্তা; যিনি কৃষ্ণভক্তি দান করেন, জন্ম-মৃত্যু-আদি হইতে রক্ষা করিয়া একটা নিত্য-শাশ্বত দেহলাভের উপায় করিয়া দেন বলিয়া তিনিই প্রকৃত পালনকর্ত্তা বা পিতা। মুকুন্দদাসের পূর্ব্বেই রঘুনন্দনের কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে; সুতরাং মুকুন্দদাসের পূর্ব্বেই তাঁহার ভাগবত-জন্ম (২।১১।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) লাভ হইয়াছে; তাই ভক্তির দিক্ দিয়া রঘুনন্দনই মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ; আবার, রঘুনন্দন হইতে মুকুন্দের কৃষ্ণভক্তি লাভ হওয়ায় রঘুনন্দন হইতেই মুকুন্দের ভাগবত-জন্ম লাভ হইল—রঘুনন্দনই মুকুন্দের ভাগবত-জন্মদাতা; তাই ভক্তির দিক্ দিয়া রঘুনন্দনই মুকুন্দের পিতা—ভাগবত-জন্মদাতা পিতা এবং পালনকর্ত্তা পিতা।

১১৭। বাস্তবিক, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি বা মুক্তির কোনও উপায় পাওয়া যায় না, লৌকিক হিসাবে তিনি গুরু হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরু নহেন। "গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্। শ্রী. ভা. ৫।৫।১৮ ॥"

১২০। **রাজবৈদ্য**—রাজার—গৌড়েশ্বরের—চিকিৎসক।

একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ ১২১
হেনকালে এক ময়ুর-পুচ্ছের আড়ানী।
রাজার শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥ ১২২
ময়ুর-পুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৩
রাজার জ্ঞান—রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥ ১২৪
রাজা কহে—ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি ?।
মুকুন্দ কহে—অতিবড় ব্যথা নাহি পাই ॥ ১২৫
রাজা কহে—মুকুন্দ ! তুমি পড়িলা কি লাগি ?।
মুকুন্দ কহে—মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী ॥ ১২৬
মহা-বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে ॥ ১২৭
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট-তীরে ॥ ১২৮
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২১। **ম্লেচ্ছরাজার**—গৌড়ের মুসলমান রাজার। **টুঙ্গী**—উচ্চমঞ্চবিশেষ। **চিকিৎসার বাত**—রাজার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কথা। **তাহার অগ্রেতে**—রাজার সম্মুখে।

১২২। **আড়ানী**—বড় পাখা (বাতাস করার জন্য) ; ব্যজন। **শিরোপরি**—মাথার উপরে।

১২৩। ময়ুরপুচ্ছে কৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়া (অথবা ময়ুরপুচ্ছ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার ময়ুরপুচ্ছের স্মৃতিতে) মুকুন্দের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হইল ; তাহাতে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত-অবস্থায় নীচে পড়িয়া গেলেন।

১২৬। **মৃগী**—মূর্চ্ছা। আত্মগোপনের জন্য মুকুন্দ বলিলেন যে, তাঁহার মৃগীরোগ আছে ; তাহাতে মাঝে মাঝে তাঁহার হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়। ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"অন্যবোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥"—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার-স্থলে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় :—"রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি কারণে। ইহার আমাতে তুমি কহিবা কারণে ॥ মুকুন্দ কহে—এক মোর আছে ব্যাধি মৃগী। আমার শরীরে সেই ব্যাধি হয় ভোগী ॥" ব্যাধি হয় ভোগী—সেই ব্যাধি আমার দেহে ভোগ করে।

১২৭। **মহাবিদগ্ধ**—মহাপণ্ডিত। **সব বাত জানে**—সর্বজ্ঞ ; মূর্চ্ছারোগের লক্ষণাদি জানেন ; তাহাতে বুঝিলেন, মুকুন্দের মূর্চ্ছারোগ নাই। ইহাও বুঝিলেন, ময়ুরপুচ্ছ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দীপনেই মুকুন্দের মূর্চ্ছা হইয়াছে। "সববাত" স্থলে "সর্বতত্ত্ব"—পাঠও কোনও গ্রন্থে আছে।

মুকুন্দেরে হৈল ইত্যাদি—মুকুন্দ একজন সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ, এইরূপই রাজার বিশ্বাস জন্মিল।

১২৯। **ফুটে**—ফুল ফুটে। **অবতংস**—কর্ণভূষণ। মুকুন্দের ভক্তির মহিমায় সেই কদম্ববৃক্ষে বৎসরের মধ্যে প্রত্যহই ফুল ফুটিয়া থাকিত এবং মুকুন্দও প্রত্যহ দুইটী কদম্বফুল আনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের কর্ণভূষণরূপে পরাইয়া দিতেন।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবানের বড়ই আনন্দ এবং আগ্রহ ; প্রত্যহ কদম্বফুল দিয়া তাঁহার সেবিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে সাজাইবার নিমিত্ত মুকুন্দের বলবতী ইচ্ছা ছিল ; তাহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পুষ্করিণীতীরস্থ কদম্ব গাছটীতে নিত্যই ফুল ফুটাইয়া রাখিতেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥—৯৷২২ ॥—যাঁহারা অনন্যচিন্তাপরায়ণ হইয়া আমার উপাসনা করেন, সেই সমস্ত নিত্যাভিযুক্ত ভক্তদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি। নিত্যাভিযুক্ত—পণ্ডিত, অথবা নিত্যসংযোগস্পৃহাবান্। যোগ—ধ্যানাদিলাভ। ক্ষেম—শরীরপোষণভার। চক্রবর্ত্তী।" অথবা,

মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর বচন—।
তোমার যে কার্য্য—ধর্ম্মে ধন-উপার্জ্জন ॥ ১৩০
রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অন্যত্র নাহি মন ॥ ১৩১
নরহরি! রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিনজনে ॥ ১৩২
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩
দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম-সম ॥ ১৩৫
সার্ব্বভৌম! কর দারু-ব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি! কর জল-ব্রহ্মের সেবন ॥ ১৩৬
মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ—॥ ১৩৭
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
"পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮
স্বয়ংভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময় ॥ ১৩৯

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই কদম্ববৃক্ষটীও হয়তো সাধারণ বৃক্ষ নহে। কোনও পরম-ভাগবতই হয়তো ফুলের দ্বারা নিত্য ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য সাধন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করার উদ্দেশ্যেই কদম্ব-বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

১৩০। **ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন**—ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া, সাধন ভজনের অনুকূলভাবে বা অপ্রতিকূলভাবে ধন উপার্জন। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করিয়া, ভজনাঙ্গকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া যে ধন উপার্জন, তাহাকে "ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন" বলা যায় না; কারণ ইহা ভক্তিবিরোধী; ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিবাসনা-ব্যতীত—ধনোপার্জ্জনের বাসনাদি—অন্য যে কোনও বাসনা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান থাকিলেই তাহা ভক্তিবিরোধী হইবে; যেহেতু, কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। ২।১৯।১৪০-৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। লাভ-পূজাদিকে প্রভু ভক্তিলতার উপশাখাই বলিয়াছেন। ২।১৯।১৪১॥

প্রভু মুকুন্দকে বলিলেন—"তুমি ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন করিও; ইহাই তোমার কার্য্য।"

১৩২। মুকুন্দের কার্য্য—ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন; রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবা (গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহসেবার উপলক্ষ্যে); আর নরহরির (সরকার-ঠাকুরের) কার্য্য—ভক্তসঙ্গে থাকা; ভক্তসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকথার আলোচনা করা।

১৩৪। **দারু-জলরূপে**—দারুরূপে ও জলরূপে; দারুরূপে অর্থাৎ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথরূপে; জলরূপে অর্থাৎ শ্রীগঙ্গারূপে। **দরশনে স্নানে**—দারুব্রহ্ম দর্শন দিয়া এবং জলব্রহ্ম স্নান করাইয়া জীবকে উদ্ধার করেন।

১৩৮। **পূর্ব্বে**—গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে। **লোভাইল**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের লোভ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। (মুরারিগুপ্ত রাম-উপাসক ছিলেন)।

পরম মধুর ইত্যাদি—হে গুপ্ত! ব্রজেন্দ্র-নন্দন পরম-মধুর।

কি কথা বলিয়া প্রভু মুরারিগুপ্তের লোভ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ১৩৮-৪২ পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

১৩৯। **সর্ব্ব অংশী**—অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল অংশী; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শ্রীরামাদি অন্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, সমস্ত অপ্রাকৃত ধামের এবং অপ্রাকৃত ধামস্থ পরিকরাদির এবং সমগ্র প্রাকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয় বা আধার। **সর্ব্বরসময়**—সমস্ত রসের আধার বা প্রতিমূর্ত্তি; অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

বিদগ্ধ-চতুর-ধীর-রসিকশেখর।
সকল-সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর ॥ ১৪০
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে করে যেঁহো লীলা রাস ॥ ১৪১
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণবিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥" ১৪২
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ ১৪৩
আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর ॥ ১৪৪
এত বলি ঘরে গেলা, চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে ॥ ১৪৫
"কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ? ।
আজি রাত্রে রাম ! মোর করাহ মরণ ॥" ১৪৬
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ ॥ ১৪৭
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন—॥ ১৪৮
রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, মনে পাঙ্ ব্যথা ॥ ১৪৯
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায় ? ॥১৫০
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় ! ।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥ ১৫১
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৫২
'সাধু সাধু' গুপ্ত ! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৩
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায় ॥ ১৫৪
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে ॥ ১৫৫
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল ? ॥ ১৫৬
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম।
ইহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন ॥ ১৫৭
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন ॥ ১৫৮
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া—॥ ১৫৯
জগৎ তারিতে প্রভু ! তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥ ১৬০
করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময়।
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

১৪০। **সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর**—সমস্ত সদ্‌গুণ রূপ রত্ন-সমূহের আকর (মূল আধার)।

১৪১। **চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে**-ইত্যাদি—রাসলীলায় যিনি স্বীয় চাতুর্য্য ও বৈদগ্ধীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

১৪২। **কৃষ্ণ বিনা** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাব্যতীত অন্যের উপাসনায় আমার মন প্রসন্ন হয় না। শ্রীরামচন্দ্রে মুরারিগুপ্তের নিষ্ঠা পরীক্ষার ছলে জীবকে ইষ্ট-নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার নিমিত্তই প্রভু এ সকল কথা বলিয়াছেন।

১৪৩। **আমার গৌরবে**—আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ।

১৫৩। **সাধু সাধু**—উত্তম উত্তম।

১৫৪। **প্রীতি চাহি**—প্রীতি হওয়া উচিত। **প্রভু ছাড়াইলে**—প্রভু সেবককে পদ হইতে ছাড়াইয়া দিলেও সেবক যেন সেই পদ না ছাড়ে, প্রভুপদে সেবকের এইরূপ প্রীতি থাকা উচিত।

১৫৬। মুরারিগুপ্ত পূর্ব্বলীলায় হনুমান ছিলেন।

১৫৭-১৫৯। **জীবন**—প্রাণ। **দত্ত**—বাসুদেব দত্ত।

জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু! দেহ মোর শিরে॥ ১৬২
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভব-রোগ॥ ১৬৩
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু-কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা—॥ ১৬৪
তোমার এই চিত্র নহে, তুমিত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥ ১৬৫
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি-বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥ ১৬৬
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সভার উদ্ধার॥ ১৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬২-৬৩। জীবের সংসার-দুঃখ দেখিয়া বাসুদেব-দত্তের হৃদয় গলিয়া গেল; সমস্ত জীবের সমস্ত পাপ নিজে গ্রহণ করিয়া তিনি নরকভোগ করিতে প্রস্তুত—তাহাদের যেন আর কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, তাহাদের যেন আর নরকভোগ করিতে না হয়; তাহারা সকলে যেন সংসারবন্ধন হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

প্রভুর চরণে বাসুদেব দত্ত এইরূপ মিনতি জানাইলেন।

১৬৫। **চিত্র**—বিচিত্র।

প্রভু বলিলেন—"বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; কারণ, তুমি তো সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ; তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ আছে।"

বাসুদেব দত্ত পূর্ব্ব লীলায় প্রহ্লাদ ছিলেন।

নৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদও ভবনদীতে পতিত সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন—"এবং সকর্ম্মপতিতং ভববৈতরণ্যামন্যোহন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্। পশ্যন্ জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং হন্তেতি পারচরং পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥ শ্রী. ভা. ৭।৯।৪১॥"—ইত্যাদি বাক্যে স্ব-স্ব-কর্ম্মফলে সংসাররূপ বৈতরণীমধ্যে পতিত জীবসমূহের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ—ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি চাই না। শ্রীভা. ৭।৯।৪৪॥" নিজের উদ্ধারের সঙ্গে অন্য সকলের উদ্ধারই প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া—ভবসমুদ্রে ফেলিয়া রাখিয়া—নিজের উদ্ধার তিনি চাহেন নাই। ধ্বনি এই যে, অন্য সকলে যদি উদ্ধার না পায়, তিনিও তাহাদের সঙ্গে সংসারেই থাকিবেন। সকলের উদ্ধার-কামনার দিক্ দিয়া প্রহ্লাদের সঙ্গে বাসুদেব দত্তের সাম্য আছে; তাই প্রভু বাসুদেবকে বলিয়াছেন—"তুমি তো প্রহ্লাদ, সমস্ত জীবের উদ্ধার-কামনা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; পূর্ব্বলীলায়ও তুমি এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলে।" কিন্তু অন্য বিষয়ে প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বাসুদেব দত্তের এক অপূর্ব্ব উৎকর্ষ আছে। সকলের পাপ মস্তকে বহন করিয়া বাসুদেব নরক ভোগ করিতেও যে প্রস্তুত, তাহা প্রভুর নিকটে জানাইয়াছেন; তিনি সকলের উদ্ধার চাহিয়াছেন, নিজের উদ্ধার চাহেন নাই। কিন্তু সকলের সঙ্গে নিজেরও উদ্ধার প্রহ্লাদের অনভিপ্রেত ছিল না; সকলের কর্ম্মফলের জন্য সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি নরক ভোগ করিবেন, সকলে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক—একথা প্রহ্লাদ বলেন নাই; কিন্তু বাসুদেব বলিয়াছেন। এ স্থলেই বাসুদেবের পরম-বৈশিষ্ট্য। এই অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যের হেতু বোধ হয় এই। গৌর স্বরূপে ভগবানের করুণার যে অপূর্ব্ব সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, অন্য স্বরূপে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। তাই গৌর-স্বরূপের পার্ষদ-ভক্তের মধ্যেও জীবের প্রতি করুণার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ।

১৬৬। **ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তিবিনু**—সেবকের বাসনা পূরণ করা ব্যতীত। **অন্যকৃত্য**—অন্য কার্য্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥"—ইহাই শ্রীভগবদুক্তি (পদ্মপুরাণ)।

১৬৭। **ব্রহ্মাণ্ডজীবের**—ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবের।

বিনাপাপভোগে—ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণেরও আর তাহাদের পাপের ফলভোগ করিতে হইবে না এবং

অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল ? ১৬৮
তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ১৬৯

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)—
যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র তত্র সর্ব্বেশ্বরস্য পর্জ্জন্যবদ্‌দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রেতি। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ইতি চ শ্রীগীতাভ্যঃ। শ্রীজীব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমাকেও তাহাদের পাপ গ্রহণ করিয়া নরকে যাইতে হইবে না (তাহাদের হইয়া তোমাকেও পাপভোগ করিতে হইবে না)।

১৬৮। **অসমর্থ নহে**—পাপভোগব্যতীত উদ্ধার করিতে অসমর্থ নহেন। **ধরে সর্ব্ববল**—তিনি সর্ব্ব-শক্তিধারী। **তোমাকে বা** ইত্যাদি— তোমাকেই বা ব্রহ্মাণ্ডবাসীর পাপের ফল ভোগ করাইবেন কেন ?

১৬৯। ভোগব্যতীত কর্ম্মফলের নিবৃত্তি হইতে পারে না, সুতরাং পাপভোগব্যতীত কিরূপে জীবগণ উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন।

বাসুদেব দত্ত পরম বৈষ্ণব ; কোনও পরম বৈষ্ণব যদি কাহারও মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও বৈষ্ণব হইয়া যায় ; কারণ, ভক্তের ইচ্ছানুসারে ভক্তবৎসল ভগবান্ তখনই তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন। যিনি বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার সমস্ত পাপ ভোগ না করাইয়াই দূরীভূত করাইয়া দেন। বাসুদেব দত্ত যখন ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, তখন সকলেই বৈষ্ণব হইয়া গেলেন ; সুতরাং ভোগব্যতীত সকলের পাপই ভগবান্ দূরীভূত করিয়া দিবেন।

মহাপুরুষের কৃপা হইলে এইভাবেই জীবের মায়াবন্ধন ঘুচিয়া যায়।

কৃষ্ণ যে বৈষ্ণবের পাপ দূরীভূত করেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অহো যঃ (যিনি) ইন্দ্রগোপং (ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীটকে) অথবা (অথবা) ইন্দ্রং (দেবরাজ ইন্দ্রকে) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনং (নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগের পাত্র) আতনোতি (করিয়া থাকেন), কিন্তু চ (কিন্তু যিনি) ভক্তিভাজাং (ভক্তগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকলকে) নির্দ্দহতি (নিঃশেষরূপে দগ্ধ করেন—বিনাশ করেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। যিনি ইন্দ্রগোপ-নামক সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ কীটবিশেষ অথবা দেবরাজ ইন্দ্র (অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত) সকলেরই নিজ-কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি ভক্তগণের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিঃশেষরূপে বিনাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৩

ভক্তদিগের (বৈষ্ণবদিগের) কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ পাপ-পুণ্যাদি) যে শ্রীকৃষ্ণ নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া দেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥ ১৭০
এক উড়ুম্বর-বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭১
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয় ॥ ১৭২
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৩
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই 'কারণাব্ধি' যার নাম ॥ ১৭৪
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭১-৭৩। **উড়ুম্বরবৃক্ষ**—ডুমুর গাছ। **বিরজা**—কারণ সমুদ্র। একটি ডুমুর-গাছে যেমন কোটি কোটি ফল ধরে, সেইরূপ এক বিরজাতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। ডুমুর-গাছের কোটি কোটি ফলের মধ্যে একটি ফল পড়িয়া যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাতে যেমন গাছের কোনও অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একটি ব্রহ্মাণ্ড যদি উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের কোনও ক্ষতিই নাই।

অল্পহানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়—অল্পমাত্র হানি হইয়াছে বলিয়াও কৃষ্ণের মনে হয় না, অর্থাৎ কোনও হানিই হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই এ-সকল কথা বলা হইতেছে; বাস্তবিক, এক ব্রহ্মাণ্ড কেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবমণ্ডলী একই সময়ে উদ্ধার লাভ করিয়া গেলেও ভগবানের হানি কিছুই নাই; ইহাতে বরং তাঁহার আনন্দই হইবার কথা; কারণ, জীব-নিস্তারের জন্যই তাঁহার সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা; "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫ ॥"

১৭৪। **অনন্ত ঐশ্বর্য্য** ইত্যাদি—বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বৈচিত্রী। এই সকল চিন্ময় ধামের বাহিরে চিন্ময় ধামসমূহকে বেষ্টন করিয়া পরিখার আকারে কারণার্ণব অবস্থিত।

গড়খাই—পরিখা; কোনও বাড়ী বা স্থানের চারি পার্শ্বে খালের মত জলপূর্ণ গর্ত্তকে গড়খাই বলে। **কারণাব্ধি**—কারণার্ণব; কারণসমুদ্র।

১৭৫। **তাতে**—কারণার্ণবে। **মায়া লঞা** ইত্যাদি—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া মায়া সেই কারণার্ণবে ভাসে।

মায়া—১।২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **রাই**—সরিষা। **রাইপূর্ণ ভাণ্ড**—মায়াই সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া এবং সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার বিকার বলিয়া মায়াকে রাইপূর্ণ ভাণ্ড (অর্থাৎ রাইপূর্ণ ভাণ্ডের তুল্য) বলা হইয়াছে।

১।৫।৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, "মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥" অথচ ২।১৫।১৭৫ পয়ারে বলা হইল, কারণাব্ধিতে মায়া ভাসিতেছে—ইহার তাৎপর্য্য কি? বস্তুতঃ, জড়-মায়া চিন্ময়-কারণাব্ধিকে স্পর্শ করিতে পারে না (১।৫।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং মায়ার বিকার স্থূলব্রহ্মাণ্ড কারণ-সমুদ্রে ভাসিতেও পারে না। কারণসমুদ্রের এক তীরে চিন্ময় পরব্যোম, অপর তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। মধ্যস্থলে বহু বিস্তৃত নদীর ন্যায় কারণার্ণব অবস্থিত; তাই ইহার অপর নাম বিরজা নদী। বিস্তৃত নদীর এক তীরে অবস্থিত বস্তুকে অপর তীর হইতে—অথবা নদীমধ্যস্থ কোনও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে—দেখিলে যেমন নদীগর্ভে ভাসমান বস্তু বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ, প্রভু যখন মানসচক্ষুতে বহুদূর হইতে বিরজা-তীরস্থিত প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন (তাহাদের কথা মনে করিলেন), তখন তাঁহারও মনে হইল যেন—(বিরজার বিস্তৃতির তুলনায়) ঐ সকল (অতি ক্ষুদ্র) ব্রহ্মাণ্ড যেন (সর্ষপের ন্যায়ই) বিরজাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ অর্থ না করিলে ১।৫।৪৯ পয়ারোক্তির সহিত ২।১৫।১৭৫ পয়ারোক্তির সঙ্গতি থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ১৭০-১৭৮ পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, সমস্তই রূপকের সাহায্যেই প্রকাশ করা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত রূপকমূলক ব্যাখ্যা

তার এক-রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৬
সব ব্রহ্মাণ্ড-সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৭৭
কোটিকামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ? ॥ ১৭৮

তথাহি (ভা. ১০।৮৭।১৪)—
জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

জয় জয়েতি ; ভো অজিত ! জয় জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু আদরে বীপ্সা। কেন ব্যাপারেণ ? অগজগদোকসাং অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি চ ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষামজাং অবিদ্যাং জহি নাশয়। কিমিতি গুণবতী হন্তব্যেত্যত আহুঃ—দোষগৃভীতগুণাং দোষায়ানন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গুণা যয়া তাম্ "ত্বগ্রহোভশ্ছন্দসি" ইতি ভকারঃ ইয়ং হি বৈরিণীব পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্নাত্যতো হন্তব্যেতি তর্হি ময্যপি দোষমাবহেদিতি মমাপি তত্র কা শক্তিঃ স্যাদত আহুঃ—ত্বমিতি। যদ্যস্মাত্ত্বমাত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সম্প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃতমায়ত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বহং স্বয়মেব তে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা কিং ন হন্যুরিত্যত আহুঃ—অখিলশক্ত্যববোধকেতি। তেষাং ত্বমেবান্তর্য্যামী সর্ব্বশক্ত্যুদ্বোধকঃ অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতি ভাবঃ। নন্বহংকুণ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণো জীবানাং কর্ম্মজ্ঞানাদিশক্ত্যববোধনেন অবিদ্যাহন্তেত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেদহমেব প্রমাণমিত্যাহ: নিগমো বেদঃ নন্বেবন্তুতে যদি কথং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—ক্বচিদিতি। কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তো নিত্যং চালুপ্তভগতয়া সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসেনাত্মনা চ চরতো বর্ত্তমানস্য নিগমোঽনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। য আত্মনি তিষ্ঠন্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি নিগমকদম্বং ত্বামেবম্ভুতং প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এস্থলে অসমীচীন হইবে বলিয়াও আশঙ্কা করা যায় না। এইরূপ অর্থে তাতে ভাসে মায়া—এস্থলে ভাসে অর্থ হইবে—যেন ভাসে, ভাসে বলিয়া মনে হয়।

১৭৬-৭৮। এক অণ্ডনাশে—একটি ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইলে ; একটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ উদ্ধার পাইয়া গেলে। অপচয়—ক্ষতি। কোটিকামধেনুপতির—যাহার কোটি কোটি কামধেনু আছে, তাঁহার।

কোটি কামধেনুর তুলনায় একটা ছাগী যেমন অতি তুচ্ছ, তদ্রূপ ভগবানের চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের বিলাসরূপ পরব্যোমাদি-অপ্রাকৃত ধামসমূহের তুলনায় সমগ্র মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড অতি তুচ্ছ। কোটিকামধেনুপতির একটা ছাগী মরিয়া গেলে যেমন তাঁহার কোনও ক্ষতিই হয় না, তদ্রূপ পরব্যোমাদি চিন্ময় রাজ্যের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণেরও—সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার পাইয়া গেলেও ক্ষতি নাই।

ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস-বিশেষ ; এস্থলে ষড়ৈশ্বর্য্যপতি-শব্দে তিনি যে চিচ্ছক্তির অধিপতি, তাহাই সূচিত হইতেছে ; তাঁহার চিচ্ছক্তিই তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের এবং সমগ্র বৈভবের একমাত্র হেতু ; মায়িক-বৈভবের হেতুও তাঁহার চিচ্ছক্তিই ; চিচ্ছক্তির প্রভাবেই মায়ার প্রভাব—দৃষ্টিদ্বারা ভগবান যখন মায়াতে শক্তিসঞ্চার করেন, তখনই মাত্র মায়া স্বীয় কার্য্যের উপযোগিনী শক্তি লাভ করিয়া থাকে ; ভগবান মায়াতে শক্তিসঞ্চার না করিলে মায়া কিছুই করিতে পারে না। মায়া যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও ভগবানের চিচ্ছক্তি এবং চিচ্ছক্তিসম্ভূত ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সমস্ত বৈভবই তাঁহার থাকিবে ; সুতরাং মায়ার অভাব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইলেও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের কিছু আসিয়া যায় না। ইহাই এই পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ মায়া নিত্য, ভগবৎ-শক্তি; সুতরাং মায়ার স্বরূপতঃ না থাকার প্রশ্নই উঠে না। নিত্য বলিয়া মায়া সর্ব্বদাই থাকিবে, মায়ার বিনাশও কিছুতেই হইতে পারে না। তবে জীবের উপর তাহার প্রভাব ভগবৎ-কৃপায় বিনষ্ট হইতে পারে। ১৭৭-পয়ারে যে মায়ার ক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—মায়ার প্রভাবের ক্ষয়। ভগবান্ যে মায়ার অপেক্ষা রাখেন না, তাহা ব্যক্ত করাই এই (১৭৮)-পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। ২।২০।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭১-৭৩ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। এ সমস্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিমূলক উক্তির স্থূল মর্ম্ম এই যে—এক ব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা, অনায়াসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার সাধন করিতেও তিনি সমর্থ—যেহেতু তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপতি, মায়াশক্তিরও অধীশ্বর; মায়ার অধীশ্বর বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ এবং এ কাজ তিনি ব্যতীত আর কেহ করিতেও পারে না; কারণ, অপর কাহারও মায়ার উপর কোনও কর্তৃত্বই নাই।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অজিত (হে অজিত)! জয় জয় (তোমার জয় জয়); অগজগদোকসাং (স্থাবর-জঙ্গম শরীরধারী জীবগণের) দোষগৃভীতগুণাং (আনন্দাদির আবরক-গুণবিশিষ্টা) অজাং (অবিদ্যাকে) জহি (বিনাশ কর); যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) আত্মনা (স্বরূপদ্বারাই—স্বরূপভূত-চিচ্ছক্তিদ্বারা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ (সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্রূপে প্রাপ্ত) অসি (আছ—হইয়াছ)। অখিলশক্ত্যববোধক (হে জীবগণের অখিল শক্তির প্রকাশক)! ক্বচিৎ (কোনও সময়ে—সৃষ্টি সময়ে) অজয়া (মায়ার সহিত) চরতঃ (ক্রীড়াপরায়ণ) আত্মনাচ (এবং নিত্য-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া স্ব-স্বরূপের সহিতও) [চরতঃ] (বিদ্যমান) তে (তোমাকে) নিগমঃ (শ্রুতি) অনুচরেৎ (প্রতিপাদন করেন)।

অনুবাদ। হে অজিত! তোমার জয়, তোমার জয় (তুমি স্বীয় সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ কর)। স্থাবরদেহ-ধারী ও জঙ্গমদেহধারী জীবগণের আনন্দাদির আবরক গুণ-বিশিষ্ট মায়াকে তুমি বিনষ্ট কর; যেহেতু স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিদ্বারাই তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছ। হে জীবগণের অখিলশক্তির উদ্বোধক! সৃষ্টিসময়ে তুমি যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া কর এবং নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহবশতঃ স্ব-স্বরূপেও বিদ্যমান থাক (অর্থাৎ স্বস্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া স্বীয় নিত্যলীলাদিও সম্পাদন কর), তখন শ্রুতিগণ তোমাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। ৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রুতিগণের (শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের) উক্তি এই শ্লোক। শ্রুতিগণ বলিলেন—হে **অজিত**! মায়াদ্বারা অনভিভূত হে পরমেশ্বর! **জয় জয়** তোমার জয়, তোমার জয়; তুমি তোমার উৎকর্ষকে আবিষ্কার কর, তোমার উৎকর্ষকে প্রকটিত কর। কিরূপে উৎকর্ষকে আবিষ্কার করিবেন? তাহা বলিতেছেন—**অগজগদোকসাং**—অগ (গতি নাই যাদের, স্থাবর-বস্তুসমূহ) এবং জগ (গমন করে যাহারা, জঙ্গম-বস্তুসমূহ) ওকঃ (শরীর) যাহাদের, স্থাবরদেহে ও জঙ্গমদেহে অবস্থিত আছে যে সমস্ত জীব, সে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমদেহধারী জীবগণের মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতাদির **অজাং**—অবিদ্যাকে, মায়াকে **জহি**—নাশ কর; সমস্ত জীবের অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া, সকলের মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া তুমি তোমার উৎকর্ষ প্রকটিত কর। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—শ্রুতিগণ বলিতেছেন, "কৃপাপূর্ব্বক জীবদিগকে তোমার স্বচরণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া তোমার উৎকর্ষ খ্যাপিত কর; জীবের পক্ষে তোমার চরণ-সেবাপ্রাপ্তির অন্তরায়স্বরূপ অবিদ্যাকে বিনষ্ট কর। (যেন পুনরায় সৃষ্টি-আদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবদিগকে পুনরায় দুঃখ দিতে না পারে—বৈষ্ণবতোষণী)।" গুণবতী মায়াকে কেন এমন করিব? কেন বিনষ্ট করিব? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**দোষগৃভীতগুণাং**—দোষের নিমিত্ত (গৃভীত) গৃহীত হইয়াছে গুণ যদ্দ্বারা, তাদৃশী মায়াকে নষ্ট কর; গুণকে গ্রহণ করিয়া মায়া গুণবতী হইয়াছে সত্য; কিন্তু মায়া গুণকে গ্রহণ করিয়াছে কেবল দোষের নিমিত্ত—জীবমায়াংশে, জীবের জ্ঞান ও আনন্দাদিকে এবং জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিবার নিমিত্ত এবং জীবের চিত্তকে ভগবান্ হইতে বিক্ষিপ্ত করিবার নিমিত্ত; আর গুণমায়াংশে,

জীবকে প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুতে প্রলুব্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে ত্রিগুণদ্বারা নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া এবং জীবের প্রাকৃত ভোগায়তন দেহ প্রস্তুত করিয়া জীবকে সর্ব্বতোভাবে তোমা হইতে বহির্ম্মুখ করিবার নিমিত্ত। স্বৈরিণী নারী যেমন পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্তই মিষ্টভাষিতাদিগুণকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ এই মায়াও জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, ভগবান্ হইতে জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়ে আসক্তি জন্মাইবার নিমিত্তই এবং এইরূপে জীবের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্তই গুণসমূহকে গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং এই মায়া হত হওয়ার—বিনষ্ট হওয়ারই—যোগ্যা; এই মায়া বিনষ্ট হইলে জীবের আর অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। আচ্ছা, বুঝা গেল, মায়াকে বিনষ্ট করাই সঙ্গত; কিন্তু তাহাকে বিনষ্ট করার উপযোগিনী কি শক্তি আমার আছে? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**ত্বম্**—তুমি **আত্মনা**—স্বরূপদ্বারা, স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিদ্বারা **সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ** —সমবরুদ্ধ (সম্প্রাপ্ত) হইয়াছে সমস্ত ভগ (ঐশ্বর্য্য) যদ্দ্বারা তাদৃশ,—সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে; স্বরূপতঃই সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমাতে বর্ত্তমান—স্বরূপতঃই তুমি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ বলিয়া এবং তুমি মায়াকর্ত্তৃক অজিত—অনভিভূত—অপরাজিত বলিয়া এই মায়া স্বীয়গুণে ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়াছে, কেবলমাত্র তোমাকেই অভিভূত করিতে পারে নাই বলিয়া (চক্রবর্ত্তী), সুতরাং চিচ্ছক্তির বিলাসভূত-ঐশ্বর্য্যদ্বারা জড়রূপা মায়াকে বশীভূত করিয়াছ বলিয়া—মূলতঃ, তুমি মায়াধীশ বলিয়া, মায়াকে বিনষ্ট করার—শক্তি তোমার আছে। আচ্ছা, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাধন করিয়া জীবগণ নিজেরাই মায়াকে—তাহাদের মায়াবন্ধনকে—বিনষ্ট করুক না কেন? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন—হে **অখিলশক্ত্যববোধক**—হে সমস্ত শক্তির উদ্বোধক। তুমিই জীবগণের অন্তর্য্যামী; সুতরাং তুমিই তাহাদের সমস্ত-শক্তির উদ্বোধক বা প্রকাশক; সুতরাং জ্ঞান বৈরাগ্যাদির সাধনে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই; কিরূপে তাহারা তদ্রূপ সাধন করিবে? তুমি অকুণ্ঠ-জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণযুক্ত; তুমি যদি কৃপা করিয়া সাধনাবিষয়ে জীবগণের কর্ম্মজ্ঞানাদি-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার কৃপায় এবং তোমারই শক্তির সাহায্যে তাহারা হয়ত মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, "মায়া হইল আমার প্রাকৃত বৈভবের হেতু; তাহার বিনাশে আমারই ক্ষতি; সুতরাং কেন মায়াকে বিনষ্ট করিয়া আমি নিজের ক্ষতি করিব?" তদুত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—"তুমি আত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ—আত্মনা—তোমার স্বরূপভূত পরমানন্দদ্বারাই এবং সেই পরমানন্দ হইতে অভিন্ন তোমার স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই সম্যক্‌রূপে সমস্ত ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ।" ব্যঞ্জনা এই যে, "তোমার স্বরূপ-শক্তি এবং তোমার স্বরূপভূত পরমানন্দই তোমার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের, সমগ্র বৈভবের মূল। মায়ার যে বৈভব, তাহাও তোমার স্বরূপশক্তির কৃপাতেই, জড়মায়া নিজে কোনও বৈভবের হেতু হইতে পারে না। সুতরাং তোমার স্বরূপ-শক্তির তুলনায় জড়মায়া অতি তুচ্ছ; তোমার সমস্ত বৈভবের একমাত্র হেতু তোমার স্বরূপ শক্তি তো পরমানন্দঘন-তোমাতে নিত্যই বর্ত্তমান। তুচ্ছ মায়া না থাকিলেই বা তোমার কি আসে যায়? নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দদায়িকা তোমার স্বরূপশক্তি কোটিকামধেনুর তুল্য; আর মায়া হইল একটি ছাগীর তুল্য। কোটিকামধেনুপতির ছাগীতে কি প্রয়োজন? সুতরাং তুমি কৃপা করিয়া মায়াকে নষ্ট কর।" শ্রুতিগণের কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—আচ্ছা, আমার যে এতাদৃশী স্বরূপশক্তি আছে, তাহার প্রমাণ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরেই যেন বলা হইতেছে—তুমি অগজগদোকসাং অখিলশক্ত্যববোধক (তোষণীকার অগজগদোকসাম্-শব্দকে অখিলশক্ত্যববোধক-শব্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য টীকাকারগণ পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে অর্থাৎ অগজগদোকসাম্-এর সঙ্গে অজাম্-শব্দের যোগ করিয়া অর্থ করিয়াছেন)—অগানি সর্ব্বদা স্থিরাণি বৈকুণ্ঠানি জগন্তি চ অস্থিরাণি ব্রহ্মাণ্ডানি ওকাংসি যেষাং তেষাং জীবানাং যা অখিলাঃ অপ্রাকৃত্যঃ প্রাকৃত্যঃ বা শক্তয়ঃ সন্তি হে তদবোধক তচ্ছক্তীনামপি শক্তিপ্রদায়কেতি। অগ-শব্দের অর্থ গতিহীন, চিরস্থির, নিত্য; এইরূপে অগ-শব্দে বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামকে বুঝায়। আর জগৎ শব্দে গতিশীল, অস্থির, অনিত্য বুঝায়। তাই জগৎ-শব্দে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিকে বুঝায়। তাহা হইলে অগজগদোকসাম্-

এইমত সব ভক্তের কহি সে-সে গুণ।
সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥ ১৭৯
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥ ১৮০
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে।
যমেশ্বরে প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে ॥ ১৮১
পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপদামোদর।
দামোদরপণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ ১৮২
এইসব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ-দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে ॥ ১৮৩
একদিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন—॥ ১৮৪
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা ॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শব্দের অর্থ হইল—নিত্য ভগবদ্ধামাদি এবং অনিত্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদি শরীর হইল যে সমস্ত জীবের, তাহাদের। সে সমস্ত জীবের অখিল-শক্তির উদ্বোধক হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্ধামাদিতে যে সমস্ত জীব আছেন, তাঁহাদের সমস্ত অপ্রাকৃত শক্তির উদ্বোধক বা হেতু তো শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই, যেহেতু সেস্থানে মায়ার গতি নাই, অধিকন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবসমূহের প্রাকৃত শক্তির উদ্বোধকও কৃষ্ণের চিদ্রূপা স্বরূপশক্তিই; যেহেতু অচিদ্রূপা মায়ার তাদৃশ কোনও সামর্থ্যই নাই। সুতরাং স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বৈভবের হেতু, মায়া নহে। শ্রুতিদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—"এ সমস্ত তো হইল তোমাদের যুক্তিমাত্র; কিন্তু আমার স্বরূপশক্তিই যে আমার সমস্ত বৈভবের একমাত্র হেতু, স্বরূপ-শক্তি আছে বলিয়া আমি যে মায়াকে বিনষ্ট করিতে পারি, মায়াকে বিনষ্ট করিলেও যে আমার বৈভবের কোনও ক্ষতি হইবে না, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কি?" তদুত্তরেই যেন শ্রুতিগণ বিনীতভাবে বলিতেছেন—"প্রমাণ আছে, এই আমরাই তাহার প্রমাণ; নিগমরূপে আমরাই তাহার সাক্ষী। শ্রুতিরূপে আমরাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকি যে—যখন তুমি পুরুষরূপে মায়াতে শক্তিসঞ্চার করিয়া মায়ার সহিত সৃষ্টিকার্য্যরূপ লীলা করিয়া থাক, ঠিক সেই সময়েও নিত্য-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে তোমার অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে তোমার স্বরূপ-শক্তির বিলাসীভূত নিত্যপরিকরদের সহিত তোমার আনন্দময়ী লীলায় বিলাসবান্ থাক। তোমার ধাম, তোমার পরিকর, তোমার লীলা—সমস্তই তোমার স্বরূপ-শক্তির বৈভব। আর, তোমার স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তোমার সৃষ্টিলীলাতে মায়া তোমার সহায়িনী হইতে পারে; তোমার স্বরূপ-শক্তির কৃপা পায় না বলিয়াই মহাপ্রলয়ে মায়া নিশ্চেষ্টা থাকে। সুতরাং তোমার স্বরূপ-শক্তিই তোমার সমস্ত বৈভবের হেতু; মায়া না থাকিলেও তোমার কোনও হানি হইবে না; তাই মায়াকে বিনষ্ট কর।" **নিগমঃ**—বেদ। **ক্বচিৎ**—কোনও সময়ে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি-সময়ে **অজয়া** মায়ার সহিত **চরতঃ**—ক্রীড়াপরায়ণ ছিলে যখন তুমি অর্থাৎ মায়ার সহিত ক্রীড়ার সমকালেই **আত্মনাচ**—তোমার নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বপ্রযুক্ত একস্বরূপে তোমার চিচ্ছক্তির বিলাসভূত নিত্যপরিকরাদির সহিতও যখন ক্রীড়া করিতেছিলে—অর্থাৎ যখন তুমি তোমার নিত্যপরিকরদের সহিত নিত্যলীলা করার সময়েই অন্য স্বরূপে সৃষ্ট্যাদি-সময়ে মায়ার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলে, তখন বেদ তোমাকে **অনুচরেৎ**—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"—ইত্যাদি বাক্যে—তোমার যে তাদৃশী শক্তি আছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে অনায়াসে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করার শক্তি যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আছে, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রুতিগণের অপরিসীম উৎকণ্ঠার কথাও এই শ্লোক হইতে জানা যায়।

১৭৯। **এই মত**—১৬৯-৭৮ পয়ারোক্তি মত। **সে-সে গুণ**—যাহার যে গুণে প্রভু মুগ্ধ, সেই গুণের কথা।

১৮১। **যমেশ্বরে**—যমেশ্বরটোটা নামক স্থানে। **আবাসে**—বাসস্থান; থাকিবার যায়গা।

১৮৫। **অবসর**—অবকাশ; গৌড়ের বৈষ্ণবগণ যখন নীলাচলে ছিলেন, তখন তাঁহারাই কেহ না কেহ প্রভুকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করিতেন; অপরের পক্ষে তখন নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হইত না।

এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস-ভরি।
প্রভু কহে—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥ ১৮৬
সার্ব্বভৌম কহে—ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে—এহো নহে যতি-ধর্ম্ম চিহ্ন ॥ ১৮৭
সার্ব্বভৌম কহে—কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে—তোমার ভিক্ষা এক-দিবস ॥ ১৮৮
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণ ধরিয়া।
'দশদিন কর' কহে মিনতি করিয়া ॥ ১৮৯
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইল।
পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিল ॥ ১৯০
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন—।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯১
পুরীগোসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ১৯২
দামোদরস্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥ ১৯৩
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
একেকদিন একেকজন—পূর্ণ হৈল মাসে ॥ ১৯৪
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ ১৯৫
তুমি নিজ ছায়া-সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপদামোদর ॥ ১৯৬
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেইদিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৯৭
ষাঠীর মাতা নাম—ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহা ভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী ॥ ১৯৮
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥ ১৯৯
ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাকফলাদিক আনাইল আহরি ॥ ২০০
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকমর্ম্ম ॥ ২০১
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগসেবা হয় ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৬। **মাসভরি**—মাস ভরিয়া প্রত্যহ। **ধর্ম্ম নহে**—ক্রমাগত একমাস একজনের গৃহে আহার করা সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিরোধী।

১৮৭। **নহে যতিধর্ম্ম চিহ্ন**—সন্ন্যাস-ধর্ম্মের লক্ষণ নহে।

১৯০। **ঘাটাইল**—কমাইল।

১৯২। **পুরী গোসাঞি**—পরমানন্দ পুরী।

১৯৪। ত্রিশ দিনে মাস; তন্মধ্যে মহাপ্রভুর পাঁচ দিন, পুরী গোস্বামীর পাঁচ দিন, আটজন সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের দুই দিন করিয়া ষোল দিন—এই হইল মোট ছাব্বিশ দিন; বাকী চারিদিনের মধ্যে দুই দিন (কি ক্বচিৎ তিন দিন) একাদশী বাদ; বাকী দুই দিন (কি ক্বচিৎ এক দিন) একাকী-স্বরূপদামোদরের; স্বরূপদামোদর মাঝে মাঝে প্রভুর সঙ্গেও যাইতেন। এই নিয়মে সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রভুর ও সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ হইত।

১৯৫। সকল সন্ন্যাসীকে একই দিনে একত্রে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন।

১৯৬। **নিজ ছায়া-সঙ্গে**—একাকী; নিজের ছায়াব্যতীত তোমার সঙ্গে আর কেহ থাকিবে না।

১৯৮। **ষাঠী**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

২০০। **যেবা শাকফলাদিক**—যে সকল শাক বা ফলাদি ঘরে ছিল না। **আহরি**—আহরণ করিয়া; সংগ্রহ করিয়া।

২০১। **বিচক্ষণা**—পাক-কার্য্যে নিপুণা।

আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥ ২০৩
বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥ ২০৪
বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
তিন-মান-তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত॥ ২০৫
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিগে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল॥ ২০৬
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিসারি।
চারিদিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥ ২০৭
দশ প্রকার শাক, নিম্ব-সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়ী ঘোল॥ ২০৮
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা বিবিধ শাকরা॥ ২০৯
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥ ২১০
নব-নিম্বপত্রসহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥ ২১১
ভৃষ্ট-মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥ ২১২
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলা বড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট॥ ২১৩
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥ ২১৪
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহাঁ ধরি॥ ২১৫
রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥ ২১৬
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্রপীঠ-উপরে শুভ্র বসন পাতিল॥ ২১৭
দুই পাশে সুগন্ধি-শীতল-জল ঝারী।
অন্নব্যঞ্জন-উপরি দেন তুলসীমঞ্জরী॥ ২১৮
অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল॥ ২১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৩। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে; যেন প্রভু আহারে বসিলে কেহ না দেখে।

২০৪। সেই ঘরটীর দুইটী দ্বার—একটী বাহিরের দিকে, এই দ্বারদিয়া প্রভু আহারের সময় সেই ঘরে প্রবেশ করেন; আর একটী পাক-ঘরের দিকে; এই দ্বারদিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া প্রভুকে পরিবেশন করা হয়।

২০৫। **বত্রিশাকলার** ইত্যাদি—২।৩।৩৯-৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মান**—চৌষট্টি তোলায় একমান। **তিনমান-তণ্ডুলের**—১৯২ তোলা (অর্থাৎ প্রায় আড়াই সের) চাউলের।

২০৭। **কেয়াপত্র** ইত্যাদি—কেয়াপত্রের ডোঙ্গা এবং কলার খোলের ডোঙ্গা ব্যঞ্জনপূর্ণ করিয়া পাতের চারিদিকে রাখা হইয়াছে।

২০৮। **নিম্ব-সুকুতার ঝোল**—নিম পাতা ও পাট পাতার ঝোল। **বড়ীঘোল**—ঘোলের মধ্যে বড়ি দিয়া প্রস্তুত এক রকম জিনিস।

২০৯। **দুগ্ধ-তুম্বী**—দুধে পাক করা লাউ। **দুগ্ধকুষ্মাণ্ড**—দুধে পাক করা কুমড়া। **বেসারী**—ঘণ্ট তরকারী।

২১১। **ভৃষ্ট বার্ত্তাকী**—বেগুন ভাজা।

২১২। **ভৃষ্ট মাষ**—ভাজা মাষকলাই। **মধুরাম্ল** মিষ্ট অম্বল। **বড়াম্ল**—বড়াসংযুক্ত অম্বল।

২১৪। **কাঞ্জিবড়া**—কাঞ্জিমিশ্রিত বড়া। **দুগ্ধলকলকি**—মিষ্ট ও দুগ্ধ যোগে পাককরা চসিপিঠা।

২১৭। **শুভ্রপীঠ**—সাদা বসিবার আসন।

২১৮। দুইটী ঝারির একটীতে বোধ হয় পানীয় জল, আর একটীতে বোধ হয় আচমনের জল।

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া॥ ২২০
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদপ্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন॥ ২২১
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া—॥ ২২২
অলৌকিক এই সব অন্নব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন?॥ ২২৩
শত-চূলায় যদি শতজন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥ ২২৪
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী॥ ২২৫
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ॥ ২২৬
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরমমোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥ ২২৭
তোমার বহুত ভাগ্য, কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব॥ ২২৮
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া॥ ২২৯
ভট্টাচার্য্য কহে—প্রভু! না কর বিস্ময়।
যে খাইবে, তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥ ২৩০
না মোর উদ্‌যোগে, না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সে-ই তাহা জানে॥ ২৩১
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥ ২৩২
ভট্ট কহে—অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ?॥ ২৩৩
প্রভু কহে—ভাল বলিলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়॥ ২৩৪

তথাহি (১১।৬।৬৪)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ত্যক্তুমশক্নুবন্নেব প্রার্থয়ে নতু মায়াভয়াদিত্যাহ ত্বয়েতি। মায়াং জয়েমেতি সা যদস্মান্ প্রতি বিক্রামন্তী আযাতি তর্হ্যেতৈরেবাস্ত্রৈঃ প্রবলীভূয় তাং জয়েম নতু জ্ঞানাদিভিরিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২০। **তাঁর হৃদয় জানিয়া**—সার্ব্বভৌমের মনের ভাব বুঝিয়া। প্রভু একাকী আসুন, ইহাই সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২১। **পাদপ্রক্ষালন**—প্রভুর পাদ প্রক্ষালন।

২৩৩। **অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ**—যাহা কিছু ভগবান্‌কে নিবেদন করা হয়, তাহাই প্রসাদ; সুতরাং নিবেদিত অন্ন যেমন প্রসাদী, নিবেদিত আসনও তেমনি প্রসাদী।

৩৩৪। **সকল শেষ**—প্রসাদী সকল রকম দ্রব্যই। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) উপযুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ (উপভুক্ত মালা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিদ্বারা সজ্জিত হইয়া) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (তোমার উচ্ছিষ্টভোগী) দাসাঃ (দাস আমরা) তব (তোমার) মায়াং (মায়াকে) হি (নিশ্চিতই) জয়েম (জয় করিতে সমর্থ হইব)।

অনুবাদ। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"তোমাকর্ত্তৃক উপভুক্ত মালা, চন্দনাদিগন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি-দ্বারা সজ্জিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়াকে নিশ্চিতই জয় করিতে সমর্থ হইব। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক-**উপযুক্ত-স্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ**—উপভুক্ত স্রক্ (মালা), গন্ধ (চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য), বাস (বস্ত্র) এবং অলঙ্কারদ্বারা চর্চিত (সজ্জিত) হওয়াই শীল বা অভ্যাস যাহাদের ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া আনন্দ পায় যাহারা এবং **উচ্ছিষ্টভোজিনঃ**—শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশেষ) ভোজন করিতেই অভ্যস্ত যাহারা ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণেই আনন্দ পায় যাহারা ; প্রীত্যাধিক্যবশতঃ প্রসাদী মাল্যাদি কি ভুক্তাবশেষাদি যাহারা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেই **দাসাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের দাস বা ভক্তগণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃই শ্রীউদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের উপভুক্ত মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না—পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; তাই তাঁহারা বলিতেছেন—"আমরা তোমার প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করিবই, তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবই।" প্রসাদী মাল্যাদি গ্রহণে মায়াকে জয় করা যায় সত্য ; কিন্তু মায়ার ভয়ে ভীত হইয়াই যে মায়াকে জয় করার অভিপ্রায়ে শ্রীউদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যাদি গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীত্যাধিক্যবশতঃ তাঁহারা তৎসমস্ত ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়াই ঐরূপ বলিয়াছেন। তবে মায়া যদি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যচন্দনাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়াই তাঁহারা মায়াকেও পরাজিত করিবেন—কিন্তু মায়া পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহারা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির আশ্রয় লইবেন না। এইরূপই চক্রবর্ত্তিপাদের টীকানুযায়ী এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যচন্দনাদি সমস্তই যে ভক্তের গ্রহণীয়, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

এই শ্লোকে পীঠ-(শ্রীকৃষ্ণে-নিবেদিত আসন)-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। অথচ পূর্ব্ববর্তী ২৩৪ পয়ারোক্ত "কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—বাক্যের প্রমাণরূপেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথাযুক্ত ব্যবহারেই আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মাল্যাদি অঙ্গে ধারণেই তাহাদের আস্বাদন ; শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ (উচ্ছিষ্ট) ভোজনেই তাহার আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী আসন-সম্বন্ধেই সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রভুর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল ; সুতরাং এই আসনও প্রভু-প্রোক্ত "সকল শেষের" অন্তর্ভুক্ত। অথচ শ্লোকে আসনের কথা নাই ; প্রভুও আসন গ্রহণ করিলেন। সাধক-ভক্তদের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আসনে উপবেশন করেন না, শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় শয়ন করেন না ; এ সমস্ত সাধকদের নমস্য। শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া, স্নানোদকাদি লঙ্ঘন করিবে না (১।৫২, ৫৬)। লঙ্ঘন করিলেই তৎসমস্ত বস্তুর উপর দিয়া চরণাদি অধমাঙ্গ চালাইয়া নিতে হয় ; তাহা অপরাধজনক। গুরুর পাদুকাকে সাধকগণ পূজাই করেন, স্বীয় পাদুকারূপে ব্যবহার করেন না। ভগবন্নির্ম্মাল্যও মস্তকে ধারণেরই বিধান। ভগবানের স্নানোদকও সাধক স্বীয় মস্তকেই ধারণ করেন, তদ্দ্বারা নিজে স্নান করেন না। এ সমস্ত দ্রব্য হইল পূজ্য, নমস্য ; এ সমস্ত বস্তুতে চরণাদি অধমাঙ্গের স্পর্শ তাহাদের পূজ্যত্বের বিরোধী, তাই অপরাধজনক। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী আসনও তদ্রূপ পূজনীয়, মস্তকে ধারণীয়, কখনও লঙ্ঘনীয় নয় ; তাহাতে উপবেশন তো দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত পুষ্প বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী নূপুর কোনও সাধক স্বীয় চরণে ধারণ করেন না, মস্তকেই ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী প্রত্যেক বস্তুরই ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বস্তুর মর্য্যাদা এবং পূজনীয়ত্ব রক্ষা করিয়া। প্রভু হইলেন স্বয়ংভগবান্—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ; তাই তিনি নবদ্বীপে বিষ্ণুখট্টায়ও বসিয়াছিলেন ; তাঁহার অনুকরণে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ কখনও বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। বস্তুতঃ সার্ব্বভৌম যে আসন পাতিয়াছিলেন, তাহা প্রভুর জন্যই অভিপ্রেত ছিল ; সার্ব্বভৌম মুখে তাহা খুলিয়া না বলিলেও তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় তাহাই। অন্তর্য্যামী প্রভুও মুখে খুলিয়া না বলিলেও তাহা জানিতেন এবং তাহা জানিয়াই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ঐ আসন অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের প্রমাণবলেই যে প্রভু আসনে বসিয়াছেন, তাহা মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না এবং প্রভুর এই আচরণের অনুকরণে সাধক-ভক্তদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের আসনে উপবেশন করাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ভগবানের

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে—জানি খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৫
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক-এক ভোগের অন্ন শতশত ভার ॥ ২৩৬
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥ ২৩৭
ব্রজে জ্যেঠা-খুড়া-মামা-পিসাদি গোপগণ।
সখীবৃন্দ সভার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥ ২৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আদেশই অনুসরণীয়, তাঁহার আচরণ ভক্তের পক্ষে অবিচারে অনুকরণীয় নহে (১।৪।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এস্থলে "কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—ইহাই প্রভুর উক্তি। আসনও কৃষ্ণের অবশেষ; নমস্কারাদি সৎকারেই আসনের আস্বাদন—উপবেশনে আস্বাদন নয়, উপবেশন হইবে কৃষ্ণ-কার্য্যের অনুকরণ।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ-ভোজনে জিহ্বার আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে; প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি-গ্রহণে ত্বক-দ্বারা শীতলত্ব, স্নিগ্ধত্ব এবং নাসিকাদ্বারা সৌগন্ধ্যাদি আস্বাদিত হইতে পারে এবং প্রসাদী-বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণেও ত্বগিন্দ্রিয়ের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে। নমস্কারাদিদ্বারা বা মস্তকে ধারণদ্বারাও কি তদ্রূপ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারাই প্রসাদী আসনের আস্বাদন গ্রহণ করা হইবে? উত্তরে ইহাই বলা যায়—কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের মুখ্য আস্বাদন নয়; অন্তরিন্দ্রিয়ের আস্বাদনই মুখ্য আস্বাদন। ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণে ভক্তের চিত্তে যে ভক্তিরস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, তাহার আস্বাদনই মুখ্য আস্বাদন। প্রসাদী বস্ত্রালঙ্কার-ধারণে বহিরিন্দ্রিয়ের তেমন কিছু আনন্দ নাই, আনন্দ আছে অন্তরিন্দ্রিয়ের—উচ্ছ্বলিত ভক্তিরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ। নমস্কার বা মস্তকে ধারণাদিদ্বারাও আসনের তদ্রূপই আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ রূপাদির বা শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কথাদির আস্বাদনও অন্তরিন্দ্রিয়কর্তৃকই আস্বাদন।

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকে স্রক্ (মাল্য), চন্দন, বাস (বস্ত্র) এবং অলঙ্কারদ্বারা "চর্চ্চিত" হওয়ার কথা আছে। চর্চ্চিত শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—অলঙ্কৃত। তাহাতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার কথাই পাওয়া যায়। কিরূপে প্রসাদী বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া যায়, তাহার নির্দ্দেশও এই শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ২।১৫।২৯ পয়ার হইতে জানা যায়, কৃষ্ণজন্মযাত্রা উপলক্ষ্যে তুলসী-পড়িছা জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র আনিয়া প্রভুর মস্তকে বান্ধিয়া দিয়াছিলেন, প্রভুর পার্ষদবৃন্দের মস্তকেও বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ৩।১৩।৪৮ ৬০ পয়ার হইতে জানা যায়, পণ্ডিত জগদানন্দের বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে একদিন শ্রীসনাতনগোস্বামী একখানি রক্তবস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিলেন; পণ্ডিত তাহাকে প্রভুর প্রসাদী বস্ত্র মনে করিয়াছিলেন। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, প্রসাদীবস্ত্র মস্তকে ধারণ বা মালার আকারে কণ্ঠে ও বক্ষে ধারণই সঙ্গত; এইরূপ ধারণেই বস্ত্রদ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। রাজা প্রতাপরুদ্রও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বহির্ব্বাস পূজা করিতেন (২।১২।৩৫)। প্রসাদীবস্ত্র সাধারণ বস্ত্রের ন্যায় পরিধানের কথা দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী কোনও বস্ত্রই অধমাঙ্গে (নাভির নীচে) ব্যবহার করা বোধ হয় সঙ্গত নয়। যাহাতে ভক্তির উন্মেষ এবং পুষ্টি সাধিত হইতে পারে, সেইভাবে ব্যবহার করাই সঙ্গত।

২৩৫। তথাপি—শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী সমস্ত দ্রব্য ভক্তের গ্রহণীয় হইলেও। **যুয়ায়**—যোগ্য হয়। **জানি খাও যতেক যুয়ায়**—তুমি যাহা খাও, তাহার যে পরিমাণ হওয়া উচিত, তাহা আমি জানি। তোমার যোগ্য খাদ্যের পরিমাণ আমি জানি। প্রভুর নিয়মিত খাদ্যের পরিমাণ কত, তাহা পরবর্ত্তী ২৩৬-৩৯ পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৩৬। নীলাচলে—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথরূপে। নীলাচলে প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথের বায়ান্ন বার ভোগ হয়; প্রত্যেক বারে শত শত ভার অন্নের ভোগ দেওয়া হয়। শ্রীজগন্নাথরূপে তৎসমস্তই তুমি (প্রভু) গ্রহণ কর।

২৩৭-৮। দ্বারকাতে—দ্বারকায় শ্রীবাসুদেবরূপে। **অষ্টাদশ মাতা**—বসুদেবের পত্নীগণ। **ব্রজে**—ব্রজে শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে।

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি-রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে একগ্রাসী ॥ ২৩৯

তুমি ত ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥ ২৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারকাতে তুমি বাসুদেবরূপে বিরাজিত ; সেখানে তোমার ষোল হাজার মহিষী আছেন, আঠার জন মাতা আছেন, তাহা ছাড়া যাদবদের মধ্যে তোমার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই আছেন। আর ব্রজে তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে বিরাজিত ; সেখানেও তোমার পিতা-মাতা আছেন, জ্যেঠা আছেন, খুড়া আছেন, মামা আছেন, পিসা আছেন, আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন ; এতদ্ব্যতীত, তোমার প্রেয়সী গোপীবৃন্দও আছেন। দ্বারকায় এবং ব্রজে ইঁহাদের সকলের ঘরেই তো তুমি দ্বিসন্ধ্যা (প্রত্যহ দুইবার করিয়া) ভোজন করিয়া থাক।

২৩৯। নীলাচল, দ্বারকা ও ব্রজের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে তুমি যত অন্ন গ্রহণ করিয়াছ, তাহার তুলনায় আমার এই কয়টী অন্নে তো তোমার এক গ্রাসও হইবে না।

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ—ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমত ব্রজবাসীগণ যে গোবর্দ্ধনপূজা করিয়াছিলেন, তাহাকেই গোবর্দ্ধন যজ্ঞ বলা হইয়াছে। ২।৪।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞোপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে দ্বিতীয় এক পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদ্বপু ধারণ করিয়া—"আমি পর্ব্বত, আমিই এতদ্দেশাধিপতি হইয়াছি, তোমাদিগের ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া অদ্য প্রাদুর্ভূত হইলাম, অতএব তোমরা স্ব-স্ব-অভিমত বর গ্রহণ কর"—এইরূপ বলিতে বলিতে দূরস্থ, নিকটস্থ, কিম্বা নন্দগ্রামাদিবর্ত্তি ব্রজবাসিজনকর্ত্তৃক পরোক্ষে, অপরোক্ষে, কিম্বা ধ্যানদ্বারা অর্প্যমাণ নৈবেদ্যগুলি, সহস্র-কোটি-হস্তে তত্তৎ-স্থল হইতে অতি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র হস্তসমূহদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দ-সহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপ-বিশ্রম্ভণং গতঃ। শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ ॥ শ্রীভা. ১০।২৪।৩৫ ॥" গোবর্দ্ধন-পূজার জন্য সমবেত ব্রজবাসী গোপগণও পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত দিব্য-স্রক্‌চন্দনাদিদ্বারা সজ্জিত এই পর্ব্বতাকার রূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। "তং গোপাঃ পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগনুলেপনম্। গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা জগ্মুঃ প্রধানতঃ ॥ শ্রীভা. ১০।২৪।৩৫ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী-টীকাধৃত হরিবংশ-বচন।" কিন্তু এই পর্ব্বতাকার বৃহদ্বপু যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণোঽয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞা গোপানাং নাজনীতি বোধিতঃ ॥—বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী।" গোপবর্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে যেই রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, বৃহদ্বপুরূপে পূজোপকরণ-গ্রহণ-সময়েও তিনি তাঁহাদের মধ্যে সেই রূপেই বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধ-প্রেমবশতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের আপন জন, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, তাঁহাদের কানাই তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন। বিরাট-কায় যিনি পর্ব্বতোপরি অবস্থিত থাকিয়া পূজোপকরণ গ্রহণ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতই, তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন ; ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাহাতে মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমনভাবে ব্রজের ঐশ্বর্য্য কখনও আত্মপ্রকট করে না।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, গোবর্দ্ধন-যজ্ঞোপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণই পর্ব্বতাকারবপু ধারণ করিয়া ব্রজবাসীদিগের প্রদত্ত "রাশি-রাশি অন্ন" খাইয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন।

২৪০। তুমি স্বয়ংভগবান্ ; তোমার ভোজ্যদ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না ; আবার তুমি ইচ্ছা করিলে, দরিদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইলে, অতি অল্প পরিমিত বস্তুতেও তৃপ্ত হইতে পার। আমি দরিদ্র, বেশী কিছু যোগাড় করিতে পারি নাই ; সামান্য এক গ্রাস অন্ন যোগাড় করিয়াছি ; মধুকর যেমন ফুলে যাহা কিছু মধু পায়, তাহাই গ্রহণ করে, তুমিও তদ্রূপ কৃপা করিয়া আমার এই এক গ্রাস অন্নই গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথ-প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে ॥ ২৪১

হেনকালে অমোঘ-নামে ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪২

ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠী হাথে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৩

তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন- ॥ ২৪৪

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ ২৪৫

শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটী চাহিল।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৬

ভট্টাচার্য্য লাঠী লৈয়া মারিতে ধাইলা।
পলাইলা অমোঘ, তার লাগ না পাইলা ॥ ২৪৭

তারে গালি-শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা। ২৪৮

শুনি ষাঠীর মাতা বুকে-শিরে হাত মারে।
'ষাঠী রাঁড়ী হৌক' ইহা বোলে বারে বারে ॥ ২৪৯

দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া ॥ ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪১। **জগন্নাথপ্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ। **ভট্ট**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৪২। **হেনকালে**—সার্ব্বভৌম যখন প্রভুকে জগন্নাথের প্রসাদ দিতেছিলেন, সেই সময়ে। **ষাঠিকন্যার ভর্ত্তা**—ষাঠীনাম্নী সার্ব্বভৌম-কন্যার ভর্ত্তা (বা পতি); ষাঠীর স্বামী।

২৪৩। অমোঘ যে নিন্দক, যে কোনও সময়ে যে কোনও লোকের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহা সার্ব্বভৌম জানিতেন; প্রভুর ভোজনের দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলে, পাছে সে আবার প্রভুর সাক্ষাতেই প্রভুর কোনও নিন্দা করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় সার্ব্বভৌম লাঠি হাতে লইয়া প্রভুর ভোগ-ঘরের দ্বারে বসিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য, অমোঘকে আসিতে দেখিলেই—প্রয়োজন হইলে লাঠির সাহায্যেও—তাড়াইয়া দিবেন।

২৪৪। কিন্তু প্রভুকে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনও সার্ব্বভৌমকেই করিতে হয়—প্রভু সন্ন্যাসী বলিয়া স্ত্রীলোক দর্শন করিবেন না, নচেৎ সার্ব্বভৌমের গৃহিণীও পরিবেশন করিতে পারিতেন। যাহা হউক, প্রভুকে পরিবেশন করিবার কালে সার্ব্বভৌম যখন অন্যমনস্ক হইলেন—যখন বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখার আর অবকাশ ছিল না—তখন সেই সুযোগে অমোঘ আসিয়া প্রভুর পাতের অন্নস্তূপ দেখিয়াই নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিল।

২৪৫। কি বলিয়া অমোঘ প্রভুর নিন্দা করিল, তাহা বলিতেছেন।

এই অন্নে ইত্যাদি—পাতে তিন মান চাউলের অন্ন ছিল (পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৫ পয়ার)।

২৪৬। **উলটি**—ফিরিয়া। **অবধান**—মনোযোগ; অমোঘের দিকে দৃষ্টি।

২৪৯। **রাঁড়ী**—বিধবা। অত্যন্ত দুঃখে বুকে ও মাথায় চাপড়াইতে চাপড়াইতে সার্ব্বভৌমের গৃহিণী বলিলেন ষাঠী বিধবা হউক, অর্থাৎ অমোঘ মরুক, এমন অপদার্থ স্বামী থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। যার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, কোন্ সময়ে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা যে জানে না, সর্ব্বজনঘৃণিত নিন্দাকে যে ত্যাগ করিতে পারে না—যে অতিথির মর্য্যাদা জানে না, যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেও নিন্দা করিতে পারে, তার মত পাষণ্ড স্বামী আমার মেয়ের থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।

নিজের ছেলের কোনও দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মাতাও যেমন কোনও সাময়িক উত্তেজনার বশে ছেলেকে বলিয়া থাকেন—"তুই মর, তুই মর, হতভাগা, তুই মরিলেই আমার হাড় জুড়ায়।" তদ্রূপ ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীও অমোঘের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া বলিয়াছেন—"অমোঘ মরুক, ষাঠী বিধবা হউক।" ইহা সাময়িক উত্তেজনার উক্তি। প্রকৃতপ্রস্তাবে, মাতা কখনও প্রাণের সহিত নিজের মেয়ের বৈধব্য কামনা করিতে পারেন না, ইহা অস্বাভাবিক।

আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচী রসবাস ॥ ২৫১
সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্যবচন—॥ ২৫২
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু! ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৩
প্রভু কহে—নিন্দা নহে, সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল? ॥ ২৫৪
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৫
প্রভুপায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৬
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য, ষাঠীর মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে—॥ ২৫৭
চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৫৮
কিংবা নিজপ্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৫৯
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল, তার নাম না লইব ॥ ২৬০
ষাঠীকে কহ—তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥ ২৬১

তথাহি (ভা. ৭।১১।২৮)—

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ সন্তুষ্টা যথালাভেন তাবন্মাত্রেঽপি ভোগেঽলোলুপা দক্ষা অনলসা প্রিয়া সত্যা চ বাক্ যস্যাঃ সর্ব্বত্রাপি অপ্রমত্তা অবহিতা অপতিতং মহাপাতকশূন্যম্। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। আ শুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিত ইতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫১। **মুখবাস**—মুখশুদ্ধির জন্য গন্ধদ্রব্য। **রসবাস**—কবাবচিনি।

২৫৪। **সহজ কহিল**—অমোঘ প্রকৃত কথাই বলিয়াছে; আমার পাতে যে অন্ন দিয়াছিলে, তাহাতে বস্তুতঃই দশ বার জন লোকের পেট ভরিতে পারে।

২৫৫-৫৬। **তাঁহার ঘরে**—প্রভুর বাসায়। **আত্মনিন্দা কৈল**—প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে নিয়া নিন্দা শুনাইলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম নিজেকে অত্যন্ত ধিক্কার দিলেন।

২৫৮। মহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত প্রীতি; নিজের প্রাণ দিয়াও যদি প্রভুর প্রীতি-সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; সেই প্রভুকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের জামাতার মুখের নিন্দা শুনাইলেন—ইহা মনে করিয়া তাঁহার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহারই আতিশয্যে সার্ব্বভৌম মনে করিলেন যে—প্রভুর নিন্দাকারী অমোঘকে হত্যা করিতে পারিলেই, অথবা আত্মহত্যা করিতে পারিলেই তাঁহার দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম হইত।

২৫৯। **দুই**—আত্মহত্যা ও অমোঘের হত্যা।

২৬১। **তারে ছাড়ুক**—অমোঘকে পরিত্যাগ করুক। **সে হইল পতিত**—স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভুর নিন্দা করায় অমোঘ পতিত হইয়াছে। ভগবানের সেবা করাই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম; ব্রাহ্মণ-সন্তান অমোঘ তাহা না করিয়া, অধিকন্তু ভগবানের নিন্দা করিয়া স্বধর্ম হইতে স্খলিত হইয়াছে।

পতিত হইলে ইত্যাদি—পতিত-স্বামীকে ত্যাগ করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সন্তুষ্টা (যথালাভে সন্তুষ্টা) অলোলুপা (ভোগবিষয়ে লোভহীনা) দক্ষা (আলস্যহীনা)

সেই রাত্রে অমোঘ কাহাঁ পলাইয়া গেল। প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল ॥ ২৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধর্মজ্ঞা (ধর্মজ্ঞা) প্রিয়সত্যবাক (প্রিয়বাদিনী ও সত্যবাদিনী) অপ্রমত্তা (সকল বিষয়ে অবহিতা) শুচিঃ (সর্ব্বদা শুচি) স্নিগ্ধা (ও স্নিগ্ধা) [সতী] (হইয়া) অপতিতং (অপতিত —মহাপাতকশূন্য) পতিং (পতিকে) তু (ই) ভজেৎ (ভজনা করিবে)।

অনুবাদ। সাধ্বী নারীর ধর্ম-কথনে শ্রীনারদ বলিয়াছেন--সাধ্বীনারী "যথালাভে সন্তুষ্টা হইবে, ভোগবিষয়ে লোভহীনা হইবে, সর্ব্বদা আলস্যহীনা হইবে, ধর্মজ্ঞা হইবে, প্রিয়বাদিনী ও সত্যবাদিনী হইবে, সকল বিষয়ে অবহিতা (সতর্কা) হইবে এবং সর্ব্বদা শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া অপতিত (মহাপাতকশূন্য) পতিরই ভজনা করিবে।" ৬

এই শ্লোকে বলা হইল—সাধ্বীনারী "অপতিত পতিরই" ভজন করিবেন। এই উক্তি হইতে অনুমানদ্বারাই বুঝিতে হয় যে, পতিত পতির ভজন করা সাধ্বী নারীর কর্ত্তব্য নহে। এই শেষোক্ত অনুমানলব্ধ বাক্য হইতে আবার অনুমানদ্বারা বুঝিতে হয় যে—পতিত পতিকে ত্যাগ করাই—সাধ্বী নারীর কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতে দুইবার অনুমান প্রয়োগের দ্বারাই এই শ্লোককে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬১ পয়ারের সমর্থক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ; সুতরাং উদ্ধৃত শ্লোক সাক্ষাদ্ভাবে ২৬১ পয়ারের সমর্থক নহে, পরম্পরাক্রমেই সমর্থক। এই শ্লোকের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—"তথাহি স্মৃতিবচনম্। পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ। ইতি।—পতিত পতিকে ত্যাগ করা উচিত।" এই স্মৃতিবাক্য সাক্ষাদ্ভাবেই ২৬১ পয়ারোক্তির সমর্থক।

যাহা হউক, পতি-শব্দের অর্থ পালন-কর্ত্তা। পত্নীকে পালন করাই পতির কর্ত্তব্য। পালনেরও দুইটি অঙ্গ আছে—ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। দেহের পালন—দেহের পুষ্টি-বিধানাদি, সাজ-সজ্জাদি, দেহের ক্ষুধা মিটান হইল ব্যবহারিক পালন। আর দেহীর (দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত জীবাত্মার) পালনে, দেহীর ক্ষুধা-মিটানই দেহীর পালন ; ইহাই হইল পারমার্থিক পালন। এই উভয়রূপ পালনেই পতিত্বের সার্থকতা। এই দু'য়ের মধ্যে পারমার্থিক পালনেরই উৎকর্ষ ; কারণ, ইহাতেই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের জ্ঞান উন্মেষিত হইতে পারে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া কৃষ্ণসেবার বাসনাই তাহার ক্ষুধা ; সেব্য-সেবক-ভাবের উন্মেষণে, সেবা-বাসনার স্ফুরণে এবং পুষ্টিসাধনেই দেহীর ক্ষুধা মিটান সম্ভব ; তদ্বিষয়ে আনুকূল্যই হইল পতিকর্ত্তৃক পত্নীর পারমার্থিক পালন। ইহা যে পতি না করেন বা করিতে না পারেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে পতি বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণসেবাই যখন জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য, তখন শ্রীকৃষ্ণসেবার বা সেই সেবাবাসনার প্রাতিকূল্য যে পতিদ্বারা হয়, সেই পতির পরিত্যাগে—কিম্বা যে পত্নীদ্বারাও তদ্রূপ প্রাতিকূল্য জন্মে, সেই পত্নীর পরিত্যাগে—কোনওরূপ পারমার্থিক প্রত্যবায়ের আশঙ্কা নাই, বরং মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। আর, হিন্দুর বিবাহ-ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যবহারিক ব্যাপারই নহে ; নারায়ণকে সাক্ষী করিয়া নারায়ণের সাক্ষাতে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পটভূমিকায় রহিয়াছে পারমার্থিকতা ; ব্যবহারিকত্বের আবরণ উন্মোচিত হইয়া গেলে পারমার্থিকতা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পারমার্থিকতা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাই যে স্থলে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সে স্থলে কেবলমাত্র ব্যবহারিকতাদ্বারা বিবাহের তাৎপর্য্য রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে পতি-পত্নীর পরস্পর সংসর্গের মূল্য শাস্ত্রবিশ্বাসী নিষ্ঠাবান লোকের নিকটে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেবল অকিঞ্চিৎকরই নয়, দুর্লভ মানব জন্মের পক্ষেও বিড়ম্বনামাত্র। অমোঘের সম্বন্ধে স্বীয় কন্যা ষাঠীর ব্যবহার-বিষয়ে নৈষ্ঠিক ভক্ত সার্ব্বভৌম যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে এবং উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যের পশ্চাতেও রহিয়াছে উল্লিখিতরূপ বিচার ; সুতরাং সার্ব্বভৌমের আদেশ কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে।

এই শ্লোক ২৬১ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২৬২। **বিসূচিকা**—ওলাউঠা।

'অমোঘ মরেন' শুনি কহে ভট্টাচার্য্য—।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৬৩

ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পঢ়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥ ২৬৪

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি (২৪১।১৫)—
মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥

তথাহি (ভা. ১০।৪।৪৬)—
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ করণভূতাভিঃ মহতা প্রযত্নেন অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং যৎকরণীয়ং গন্ধর্ব্বৈ স্তৎকৃতমিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৭

লোকান্ ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্ আশিষঃ নিজবাঞ্ছিতানি আয়ুরাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যং কিং পৃথক্ নির্দ্দেশেন সর্ব্বাণ্যপি শ্রেয়াংসি সাধ্যসাধনানি পুংসঃ সাধিতাশেষপুরুষার্থস্যাপি জনস্য মহতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং অতিক্রমঃ অভিভবঃ তেষু কশ্চিদপরাধোঽপীতি বা। শ্রীসনাতন। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৬৩-৬৪। সহায় হইয়া—দৈব সহায় হইয়া অমোঘের বধরূপ আমার অভিপ্রেত কার্য্য করিল। ইহাও সার্ব্বভৌমের অত্যধিক দুঃখজনিত উক্তি। **ঈশ্বরেতে অপরাধ**—স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিন্দাতে যে অমোঘের অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধের কথাই বলা হইতেছে। **দুই শাস্ত্রের বচন**—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই শাস্ত্রের শ্লোক। অথবা, দুইটী শাস্ত্রবাক্য, দুইটী শ্লোক।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকাদিদ্বারা) মহতা (অনেক) প্রযত্নেন (যত্নে) অস্মাভিঃ (আমাদিগকর্তৃক) যৎ (যাহা) অনুষ্ঠেয়ং (অনুষ্ঠিত হইত) গন্ধর্ব্বৈঃ (গন্ধর্ব্বদিগকর্তৃক) তৎ (তাহা) অনুষ্ঠিতং (অনুষ্ঠিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকাদিদ্বারা মহা প্রযত্নে (যুদ্ধাদি করিয়া) আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বগণই তাহা করিয়াছে।" ৭

গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পরাজিত হইলে কৌরব-সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্য্যোধন তখনও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে কিন্তু দুর্য্যোধনও গন্ধর্ব্বদের হাতে বন্দী হইলেন; তখন গন্ধর্ব্বগণ উৎসাহিত হইয়া দুঃশাসনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকেও বন্দী করিল এবং রাজপত্নীগণকেও হস্তগত করিল। এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়া দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ দীনভাবে আসিয়া সাহায্যের জন্য যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে, ভীমসেন উক্ত-শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়াই গন্ধর্ব্বের হাতে তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল, সগণে এত সহজে বন্দী হইতে হইল; নচেৎ তাঁহাকে এই ভাবে বন্দী করিতে হইলে পাণ্ডবদিগকে অনেক যুদ্ধাদি করিতে হইত। ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণে অপরাধ হওয়াতেই দুর্য্যোধনের এই দুর্দ্দশা।

"ঈশ্বরেতে অপরাধ"-ইত্যাদি ২৬৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

ঈশ্বরের নিকটে অপরাধের কথা তো দূরে, তাঁহার ভক্তের (মহতের) নিকটে অপরাধ হইলেও যে কত দুর্দ্দশা হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৮। **অন্বয়।** মহদতিক্রমঃ (মহৎলোকের অবমাননা) পুংসঃ (লোকের) আয়ুঃ (আয়ু) শ্রিয়ং (শ্রী) যশঃ (যশঃ) ধর্ম্মং (ধর্ম্ম) লোকান্ (ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদিলোক) আশিষঃ (স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয়) এব চ (এবং) সর্ব্বাণি (সমস্ত) শ্রেয়াংসি (মঙ্গলকে) হন্তি (বিনষ্ট করে)।

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥ ২৬৫
আচার্য্য কহে—উপবাস কৈল দুইজনে।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে ॥ ২৬৬
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাথ দিয়া—॥ ২৬৭
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয় ॥ ২৬৮
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলে ?
পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ? ॥ ২৬৯
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥ ২৭০
উঠহ অমোঘ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমাকে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥ ২৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন—"মহৎলোকদিগের অবমাননায় লোকের আয়ুঃ শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধ্য-স্বর্গাদিলোক, স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয়, এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া যায়।" ৮

মহদতিক্রমঃ—মহৎ-লোকদিগের অতিক্রম (অর্থাৎ, অভিভব, অনাদর, অবমাননা বা মহৎ-লোকের নিকটে কোনও অপরাধ)।

ভগবানের ভক্ত মহৎ-লোকদিগের অবমাননাতেই যখন আয়ুঃ-ক্ষয়াদি হইতে পারে, তখন ভগবদবমাননায় যে হইবে, তাহাতে আর কিচিত্র কি ?

অমোঘ প্রভুর অবমাননা করাতেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে, বিসূচিকারোগে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—ইহাই এই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে।

উক্ত শ্লোক দুইটী ২৬৪ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

২৬৫। ভট্টাচার্য্য-বিবরণে—সার্ব্বভৌমের সংবাদ।

২৬৮-৬৯। সহজে—স্বভাবতঃই। **ব্রাহ্মণ**—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহার ভগবদনুভূতি জন্মিয়াছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। **মাৎসর্য্য**—অপরের উৎকর্ষের অসহনকে মাৎসর্য্য বলে। সার্ব্বভৌম যে প্রভুকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছিলেন, তাহা অমোঘের সহ্য হইতেছিল না; ইহাতেই অমোঘের মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাঁহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না; কারণ, ভগবদনুভবের প্রভাবে তিনি পরম-উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, কাহারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ-মৎসরতা তাঁহার উদারচিত্তে স্থান পাইতে পারে না। মাৎসর্য্য চিত্তের হীনতারই পরিচায়ক।

মাৎসর্য্য-চণ্ডাল—মাৎসর্য্যরূপ চণ্ডাল (হীনবৃত্তি)। প্রভু অমোঘকে বলিলেন—"অমোঘ! ব্রাহ্মণবংশে তোমার জন্ম; যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃই নির্ম্মল থাকে, হিংসা-বিদ্বেষ-মৎসরতাদি তাঁহার পবিত্রচিত্তে স্থান পাইতে পারে না। তাই তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের যোগ্যস্থান। এরূপ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া তোমার হৃদয়ে তুমি কেন মাৎসর্য্যকে স্থান দিলে ? যে হৃদয়কে পরম-পবিত্র করিয়া ব্রাহ্মণোচিত করা উচিত ছিল, তাহাকে মাৎসর্য্যের সংশ্রবে অপবিত্র করিতে গেলে কেন ?"—এইরূপই এই পয়ারদ্বয়ের মর্ম্ম।

ব্রাহ্মণবংশজাত অমোঘকে অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে, তাহার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, তাহার চিত্তে ব্রাহ্মণোচিত আত্মসম্মান জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে—ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"সহজে নির্ম্মল" ইত্যাদি।

২৭০। সার্ব্বভৌম-সঙ্গে—সার্ব্বভৌমের ন্যায় পরম ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে। **কল্মষ**—পাপ।

শুনি 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭২
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৭৩
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়—।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥ ২৭৪
এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৭৫
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাথে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৭৬
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র—।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৭৭
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥ ২৭৮
অপরাধ নাহি, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥ ২৭৯
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮০
প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ ?
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ ? ॥ ২৮১
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৮২
তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥ ২৮৩
প্রভু-পাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ? ॥ ২৮৪
প্রভু কহেন—অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা—যাহাতে পালক ॥ ২৮৫
এবে বৈষ্ণব হৈল, তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ ২৮৬
ভট্ট কহে চল প্রভু ! ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি তাহাঁ মুঞি আসিছোঁ এথনে ॥ ২৮৭
প্রভু কহে—গোপীনাথ ইহাঁই রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা ॥ ২৮৮
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে ॥ ২৮৯
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৭২। অমোঘের বুকে হাত দিয়া প্রভু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অমোঘের চিত্তের সমস্ত মলিনতা এবং অনর্থ দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণনাম করার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু অমোঘের চিত্তে প্রেমভক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন (১৷৮৷২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই অমোঘ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে উঠিয়া প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কৃপায় অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধিও তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়াছিল।

২৭৭-৭৮। প্রভু অমোঘকে এত কৃপা কেন করিলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত; আর অমোঘ হইল সার্ব্বভৌমের জামাতা; তাই অমোঘও প্রভুর স্নেহের পাত্র; এজন্যই তাহার প্রতি প্রভুর এত কৃপা।

২৮৫। **যাহাতে পালক**—পালনকর্ত্তা বলিয়া; পালনকর্ত্তা হইয়া বালক-পাল্যের দোষ গ্রহণ করিতে নাই।

২৮৬। **বৈষ্ণব হৈল**—কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাতে অমোঘ এখন বৈষ্ণব হইয়াছে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

২৮৭। **চল**—যাও। **তাহাঁ**—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে। সার্ব্বভৌম বলিলেন—"প্রভু, তুমি শ্রীমন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ-দর্শন কর গিয়া; আমিও স্নান করিয়া সেখানে যাইতেছি।"

২৯০। "প্রেমে নৃত্য"-স্থলে "প্রেমে মত্ত" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥ ২৯১
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥ ২৯২
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত্র।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইল বিদিত॥ ২৯৩
ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ॥ ২৯৪
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেইজন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥ ২৯৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৯৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্ব-
ভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম
পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৯১। **চিত্র**—বিচিত্র।

২৯৩। **ভোজন-চরিত্র**—প্রভুর ভোজন লীলা। **যাঁহা**—যে ভোজন-লীলায় বা যে ভোজন-লীলার উপলক্ষ্যে সার্ব্বভৌমের গৌর-প্রীতির মাহাত্ম্য জানা গেল।

২৯৪। **ভক্তসম্বন্ধে** ইত্যাদি—(সার্ব্বভৌমের ন্যায়) ভক্তের সহিত সম্বন্ধ ছিল বলিয়া যে ভোজন-লীলায় প্রভু অমোঘের অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

মধ্য-লীলা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়ারামং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিঞা প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ২

সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়বচন— ॥ ৩

নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৪

তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায় ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গৌরমেঘঃ গৌর এব বারিবর্ষকঃ স্বালোকনামৃতৈঃ নিজদর্শনরূপজলৈঃ গৌড়ারামং গৌড়দেশোদ্যানং সিঞ্চন্ সেচং কুর্ব্বন্ সন্ ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ ভবে সংসারে জন্মজরারূপাগ্নিনা দাহিতাঃ জনসমূহাঃ এব বীরুধঃ লতাঃ সমজীবয়ৎ প্রাণদানং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার এই ষোড়শ পরিচ্ছেদে বৃন্দাবন-গমনচ্ছলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গৌড়দেশে গমন, কানাইর নাটশালা-পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, গৌড়দেশে অবস্থানকালে রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত মিলন, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর সহিত মিলনাদি বিবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘ) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনরূপ জলরাশিদ্বারা) গৌড়ারামং (গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে) সিঞ্চন্ (সিঞ্চিত করিয়া) ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ (সংসাররূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ জনসমূহরূপ লতা সকলকে) সমজীবয়ৎ (সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘ নিজদর্শনরূপ জলরাশিদ্বারা গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে সিঞ্চিত করিয়া সংসাররূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ জীবসমূহরূপ লতা সকলকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। ১

বাগানে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলে তাহার বৃক্ষলতাদি সমস্তই পুড়িয়া যায়; কিন্তু মেঘ যদি বারি বর্ষণ করে, তাহা হইলে মেঘের জল পাইয়া সেই বৃক্ষলতাদি আবার বাঁচিয়া উঠে। তদ্রূপ, সংসারের লোকসকল সংসার-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল; প্রভু গৌড়দেশে আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া গৌড়দেশবাসী তাদৃশ লোকদিগকে শীতল করিলেন, কৃতার্থ করিলেন।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের—নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়ে আগমনের—উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। **বিমন**—বিষণ্ণ; দুঃখিত, প্রভুকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া।

৪। **নীলাদ্রি**—নীলাচল; শ্রীক্ষেত্র।

৫। **নাহি ভায়**—ভাল লাগে না।

রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজনা সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে। ৬
দোঁহে কহে—রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥ ৭
কার্ত্তিক আইলে কহে—এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ, এই ভাল রীত॥ ৮
'আজি-কালি' করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয়, বিচ্ছেদের ভয়॥ ৯
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু—নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা-বিনা তবু না করে গমন॥ ১০
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সভার হইল মন॥ ১১
সভে মিলি গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে॥ ১২
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥ ১৩
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে ?॥ ১৪
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিনভাই॥ ১৫
রাঘব-পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥ ১৬
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্বভক্ত চলে, তার কে করে গণন॥ ১৭
শিবানন্দসেন করে ঘাটী-সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥ ১৮
সভার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান॥ ১৯
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০। **স্বতন্ত্র**—কাহারও অধীন নহেন। **নহে নিবারণ**—কোনও লোকের দ্বারাই তাঁহার নিবারণ হইতে পারে না; কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, সুতরাং তিনি কাহারও অধীন নহেন, তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধাও দিতে সমর্থ নহে; এ সব সত্য; কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তপরতন্ত্র; এজন্য ভক্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করেন না।

১১। **তৃতীয় বৎসরে**—প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পরে তৃতীয় বৎসরে (২।১।৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)—এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; পরবর্ত্তী ৮৫ পয়ারের টীকা আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৩। **যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা** ইত্যাদি—যদিও শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এইরূপ আদেশ ছিল যে, তিনি গৌড়ে থাকিয়াই প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন, তথাপি শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত নীলাচলে চলিলেন।

১৫। বাসুদেব, মুরারি এবং গোবিন্দদত্তেরা তিন ভাই (টী. প. দ্র.)।

১৬। **ঝালি সাজাইয়া**—পেটারার মধ্যে প্রভুর জন্য নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যাদি লইয়া। **কুলীনগ্রামবাসী** ইত্যাদি—২।১৪।২৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৮। **ঘাটী**—কর আদায়ের স্থান। **ঘাটীসমাধান**—ঘাটীর কার্য্যনির্ব্বাহ; সকলের দেয় পথকর নিজেই দেন। তৎকালে বাঙ্গালাদেশ হইতে উড়িষ্যায় যাইতে হইলে পথে কর দিতে হইত। **সভাকে পালন** ইত্যাদি—যাহার যাহা দরকার, তৎসমস্ত সকলকে দিয়া। সেন শিবানন্দের প্রতি প্রভুর এইরূপই আদেশ ছিল। ২।১৫।১৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৯। **উড়িয়া-পথের সন্ধান**—উড়িষ্যাদেশস্থিত কোন্ কোন্ পথে শ্রীক্ষেত্রে যাইতে হয়, তাহা।

২০। **ঠাকুরাণী**—বৈষ্ণবগৃহিণী। **অচ্যুত-জননী**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দের জননী; সীতাঠাকুরাণী।

শ্রীবাসপণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২১
শিবানন্দের বালক—নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ॥ ২২
আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৩
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয়দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৪
শিবানন্দসেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সভারে বাস-স্থানে ॥ ২৫
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥ ২৬
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ-দর্শন।
আচার্য্য করিল তাহাঁ কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ২৭
নিত্যানন্দের পরিচয় সব-সেবক-সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে ॥ ২৮
সেইরাত্রি সব মহান্ত তাহাঁই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা ॥ ২৯
ক্ষীর বাঁটি সভারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীরপ্রসাদ পাঞা সভার বাঢ়িল আনন্দ ॥ ৩০
মাধবপুরীর কথা, গোপালস্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩১
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩২
সেই কথা সভার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা আচার্য্য মনে বাঢ়িল আনন্দ ॥ ৩৩
এই মত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি সেদিন রহিলা ॥ ৩৪
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা বৈষ্ণবমনে বাঢ়িল আনন্দ ॥ ৩৫
প্রভুকে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা শ্রীনীলাচলে ॥ ৩৬
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাথে দিয়া ॥ ৩৭
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূতগোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১। **মালিনী**—শ্রীবাসের গৃহিণী।

২৪। **ভিক্ষা দিতে**—খাওয়াইতে।

২৫। **ঘাটিয়াল**—পথকর আদায়কারী। **প্রবোধি**—কর দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া।

২৭। **গোপীনাথ**—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

২৮। **বহুত সম্মান** ইত্যাদি—গোপীনাথের সেবকগণ আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের অনেক সম্মান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন।

২৯। **সব মহান্ত**—গৌড়দেশীয় সমস্ত বৈষ্ণবগণ।

বার ক্ষীর—গোপীনাথের ভোগের বারটী ক্ষীরের ভাণ্ড।

৩১-৩২। মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাধবপুরীর বিবরণ, গোপাল-স্থাপনের বিবরণ, ক্ষীরচুরির বিবরণাদি দ্রষ্টব্য।

৩৩। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের দীক্ষাগুরু; তাই গুরুদেবের মহিমার কথা শুনিয়া আচার্য্যের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

৩৫। সাক্ষি-গোপালের বিবরণ মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩৭। **আঠারনালা**—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থান।

৩৮। **দুইজনে**—অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে।

তাহাঁই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন ॥ ৩৯
পুন মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগুবাঢ়ি পাঠাইল শচীর নন্দন ॥ ৪০
নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সভারে পরাইলা ॥ ৪১
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সভায় ॥ ৪২
সভা লৈয়া কৈল জগন্নাথ দরশন।
সভা লৈঞা আইলা পুন আপন ভবন ॥ ৪৩
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সভারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৪
পূর্ব্ববৎসরে যার যেই বাসাস্থান।
তাহাঁ সভা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম ॥ ৪৫
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ৪৬
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রাকাল যবে আইল।
সভা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৭
কুলীনগ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥ ৪৮
বহু নৃত্য করি পুন চলিলা উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাহাঁ যাই করিলা বিশ্রামে ॥ ৪৯
রাঢ়ী এক বিপ্র—তেঁহো নিত্যানন্দদাস।
মহাভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥ ৫০
ঘট ভরি প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল।
তার অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল ॥ ৫১
বলগণ্ডিভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সভা-সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫২
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥ ৫৩
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ ৫৪
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৫
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, বাৎসল্যে জননী ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অবধূতগোসাঞি—শ্রীনিত্যানন্দ।

৪০। স্বরূপাদির সঙ্গে প্রভু দ্বিতীয় বার মালা পাঠাইলেন।

আগুবাড়ি—অগ্রসর করিয়া।

৪১। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্রসরোবরের তীরে। **তাঁরা**—স্বরূপদামোদরাদি। **দত্ত**—প্রদত্ত; প্রেরিত।

৪২। **সিংহদ্বার**—শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বার।

৪৯। **উদ্যানে**—বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে। **বাপী**—বড় পুকুর।

৫০। **রাঢ়ী**—রাঢ়দেশবাসী। **নিত্যানন্দদাস**—শ্রীপাদনিত্যানন্দের অনুগত, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য।

৫১। **অভিষেক কৈল**—বহুঘট জল দিয়া প্রভুকে স্নান করাইল।

৫২। **বলগণ্ডিভোগের**—রথযাত্রাসময়ে বলগণ্ডিস্থানে রথ অপেক্ষা করিলে সেস্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ হয়, তাহার।

৫৪। **ঝড় বরিষণ**—আচার্য্যের ইচ্ছা—মহাপ্রভু একাকীই তাঁহার নিমন্ত্রণে আসেন। সঙ্গের সন্ন্যাসী ভক্তগণ যেন না আসেন; তাহা হইলে আচার্য্য তাঁহার সমস্ত যত্ন ও আগ্রহ প্রভুর সেবাতেই নিয়োজিত করিতে পারিবেন। আচার্য্যের এইরূপ প্রবল ইচ্ছায় দৈবও তাঁহার অনুকূল হইল। মধ্যাহ্নে এমন ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত হইল যে, প্রভুর সঙ্গের কেহই আসিতে পারিলেন না। প্রভু একাই আচার্য্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৭
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৫৮
আচার্য্যগোসাঞিকে প্রভু কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ৫৯
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥ ৬০
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহো না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৮-৬০। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **ঠারেঠোরে**—ইশারায়। **তর্জ্জা**—হেঁয়ালি। **তাঁর মুখ**—আচার্য্যের মুখ। **অঙ্গীকার**—প্রভুর হাসিদ্বারাই শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন যে, তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, প্রভু তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

৬১। কি বিষয়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু নির্জ্জনে পরামর্শ করিলেন, তর্জ্জাদ্বারা আচার্য্য কি প্রার্থনাই বা জানাইলেন—এ সমস্ত কিছুই জানিবার উপায় নাই। ভক্তিপ্রচার-সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, ভক্তিপ্রচার-সম্বন্ধে তো প্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দাদিকে প্রকাশ্যেই আদেশ দিয়াছেন (২।১৫।৪২-৪৩ এবং ২।১৬।৬৩-৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভুর অন্ত্যলীলায় জগদানন্দের যোগে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে যে তর্জ্জা (৩।১৯।১৮-২০ পয়ার), পাঠাইয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯ পয়ারে উল্লিখিত তর্জ্জা সেই তর্জ্জা বা তদনুরূপ বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, অন্ত্যলীলার তর্জ্জায় জীব-উদ্ধার শেষ হইয়াছে বলিয়া আচার্য্য মহাপ্রভুকে অন্তর্দ্ধান করার কথাই জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ৫৯ পয়ারোক্ত তর্জ্জার সময়ে প্রভুর জীব-উদ্ধার কার্য্য শেষ হইয়াছিল না। তবে ইহা কি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিবাহসম্বন্ধীয় প্রস্তাব? (তখন তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন না)।

[কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহের প্রয়োজন লক্ষিত হইলে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ-ব্যতীত তিনি যে বিবাহ করিবেন, বিবাহ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন—ইহা অনুমান করা যায় না; আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুও নিজে সন্ন্যাসী হইয়া অপর সন্ন্যাসীকে বিবাহ করার উপদেশ বা আদেশ যে প্রকাশ্যে দিবেন, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না; আর শ্রীঅদ্বৈত নিজে গৃহী হইলেও—অন্যের সাক্ষাতে অন্যের বোধগম্য ভাষায় যে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ-সম্বন্ধীয় কথা সন্ন্যাসী-মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাও সম্ভব নয়—জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তিনি তর্জ্জার সাহায্যেই জিজ্ঞাসা করিবেন; (গোপনীয় কথা বলার সময় আচার্য্য প্রায়ই তর্জ্জা ব্যবহার করিতেন)। যাহা হউক, বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে জানা যায়—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের সহিত বীরভদ্র গোস্বামীর আবির্ভাব অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার মতে শ্রীপাদ বীরভদ্র হইলেন—পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ, সঙ্কর্ষণের ব্যূহ, সঙ্কর্ষণের অংশকলা; সুতরাং মহাসঙ্কর্ষণ-শ্রীনিত্যানন্দ হইতেই লৌকিক লীলায় তাঁহার আবির্ভাব হওয়া সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। নরলীলার অঙ্গরূপে আবির্ভূত হইতে হইলে জন্মলীলা প্রকটনের প্রয়োজন; শ্রীনিত্যানন্দ হইতে বীরভদ্রের জন্মলীলা প্রকটিত করিতে হইলেও শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহলীলা প্রকটনের প্রয়োজন; এদিকে বলরাম-কান্তা রেবতী-বারুণীও জাহ্নবা-বসুধারূপে সূর্য্যদাস-পণ্ডিতের গৃহে প্রকটিত হইয়াছেন; নিত্যানন্দরূপী বলরামের সহিত তাঁহাদেরও নরলীলায় মিলন হওয়া দরকার। এ সমস্ত কারণেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিবাহ—গৌরলীলার অঙ্গরূপেই—প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নিভৃতে প্রভু বোধ হয় এ সমস্ত কথাই শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন এবং সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীঅদ্বৈতও তাহা বুঝিতে পারিয়া তর্জ্জার সাহায্যে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তর্জ্জা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন; তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত অবশ্য বুঝিলেন—পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণের (বীরভদ্র গোস্বামীর)—প্রকটিত হওয়ার সময় আসিতেছে; তাই আচার্য্যের আনন্দ হইল এবং এই আনন্দে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, এ সমস্তই যুক্তিমূলক অনুমান মাত্র—বৈষ্ণবমণ্ডলীর বিবেচনার জন্য এস্থলে লিখিত হইল; গ্রহণীয় কি না, তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। ১।১১।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দ কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ।।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬২
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৩
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ ৬৪
নিত্যানন্দ কহে—আমি দেহ, তুমি প্রাণ।
দেহ-প্রাণ ভিন্ন নহে—এই ত প্রমাণ ॥ ৬৫
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ, সে-ই করি, নাহিক নিয়ম ॥ ৬৬
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সবভক্তগণ ॥ ৬৭
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন—।
প্রভু ! আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্যসাধন ॥ ৬৮
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬২-৬৩। **মাগি**—তোমার কাছে প্রার্থনা করি। **করহ প্রসাদ**—প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হইয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। প্রার্থনাটি কি, তাহা বলিতেছেন—"প্রতিবর্ষ নীলাচলে" ইত্যাদি পয়ারে। **ইচ্ছা**—আচণ্ডালে নাম-প্রেমদান করার ইচ্ছা। ২।১৫।৪২-৪৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৪। **আমার দুষ্কর কর্ম্ম** ইত্যাদি—আমার যে অভিপ্রেত কার্য্য, তাহা অন্যের পক্ষে দুষ্কর, কেবল মাত্র তোমাদ্বারাই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। অথবা, আমি নীলাচলে থাকি বলিয়া গৌড়দেশে করণীয় আমার অভিপ্রেত প্রেমভক্তি-দানরূপ কর্ম্ম আমার পক্ষে দুষ্কর। অথবা, শ্রীমন্নিত্যানন্দের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে প্রভু বলিতেছেন—আমার পক্ষেও যে কার্য্য দুষ্কর, তাহা। ভঙ্গীতে প্রভু যাহা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই—শ্রীসঙ্কর্ষণ হইলেন মূল-ভক্ততত্ত্ব; নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দই সঙ্কর্ষণ; তাই শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপাব্যতীত ভক্তি লাভ সম্ভব নয়। তাই শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর বলিয়াছেন "নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।" আবার, নিতাইর কৃপাব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাওয়া তো সম্ভবই নয়, যদি বা তর্কস্থলে স্বীকার করাও যায় যে নিতাইয়ের কৃপাব্যতীতও শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও এই পাওয়ার কোনও সার্থকতা নাই, যেহেতু তাঁহাদের সেবা পাওয়াতেই প্রাপ্তির সার্থকতা। সেবার উপকরণব্যতীত সেবা সম্ভব নয়; সেবার উপকরণও শ্রীনিতাই; তাই নিতাইয়ের কৃপা না হইলে সেবার উপকরণ পাওয়াও সম্ভব নয়; সেবার উপকরণব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাইয়াও কোনও লাভ নাই। "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই"—বাক্যে শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর বোধ হয় তাহাই বলিয়াছেন। "পেতে নাই—পাওয়া উচিত নয়, পাইয়া কোনও লাভ নাই বলিয়া।" (টী. প. দ্র.)

৬৫-৬৬। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু, আমি দেহ, তুমি প্রাণ; দেহ ও প্রাণ কখনও ভিন্ন জায়গায় থাকে না—একত্রেই থাকে; তুমি দেহ ও প্রাণকে ভিন্ন জায়গায় রাখার বন্দোবস্ত করিতেছ—প্রাণস্বরূপ তুমি থাকিবে নীলাচলে, আর দেহ-স্বরূপ আমাকে গৌড়দেশে থাকার আদেশ দিতেছ; সাধারণ নিয়মে তাহা সম্ভব নয়—তাহাতে দেহের মৃত্যু অনিবার্য্য; তবে তোমার অচিন্ত্য-শক্তিতে তুমি তাহা করিতে পার। যাহা হউক, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে; আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই।"

নাহিক নিয়ম—আমার নিজের কোনও নিয়ম বা স্বাতন্ত্র্য নাই।

৬৮। কুলীনগ্রামবাসীরা পূর্ব্বেও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন (২।১৫।১০৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৬৯। কুলীনগ্রামীদের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্ব বৎসরে প্রভু বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নামসঙ্কীর্ত্তন—ইহাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ২।১৫।১০৫ পয়ার দ্রষ্টব্য।" কিন্তু এইবার বলিলেন—"বৈষ্ণবসেবা এবং নামসঙ্কীর্ত্তন—এই দুইটাই তোমাদের কর্ত্তব্য।" এ বৎসর প্রভু কৃষ্ণসেবার কথা বলিলেন না। "কৃষ্ণসেবা" বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবাই বুঝায়; বিগ্রহসেবা অর্চ্চনমার্গ; অর্চ্চনমার্গ-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ ?
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন—॥ ৭০
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥ ৭১
বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল—॥ ৭২
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি ; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ।—শরণাপত্তি-আদি-ভজনাঙ্গের এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের প্রয়োজন নাই। ভক্তিসন্দর্ভ। ২৩৯।" শ্রীভাগবতমতে অর্চ্চনমার্গের অত্যাবশ্যকত্ব নাই বলিয়াই কি প্রভু এবার কুলীনগ্রামবাসীদিগকে অর্চ্চনাঙ্গভূত বিগ্রহসেবার কথা বলেন নাই ? [যাহা হউক, অর্চ্চনাঙ্গের অত্যাবশ্যকতা না থাকিলেও, যাঁহারা শ্রীনারদাদির পন্থানুসারে বিধিপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনার অবশ্য কর্ত্তব্যতাই শ্রীজীবের পরামর্শ।]

৭০। **কে বৈষ্ণব** ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎসরও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল (২।১৫।১০৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ব বৎসরে সামান্য লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবার বোধ হয় একটু বিশেষ লক্ষণই জিজ্ঞাসা করিলেন।

তবে হাসি ইত্যাদি—পূর্ব্ব বৎসরে প্রভু বলিয়াছিলেন,—যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব। এই সামান্য-লক্ষণযুক্ত বৈষ্ণবমাত্রের সেবা করা সম্ভব নয় ; কারণ, এই লক্ষণানুসারে প্রায় মানুষমাত্রেই বৈষ্ণব ; এমন লোক বোধ হয় নাই, যিনি যে কোনও কারণে অন্ততঃ একবার কৃষ্ণনাম মুখে না আনেন ; কিন্তু সকলের যথোচিত সেবা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না ; তাই এ-বৎসর পুনরায় সেই প্রশ্ন করা হইয়াছে ; ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রভু একটু হাসিলেন।

৭১। এবার প্রভু বৈষ্ণবমাত্রেরই সেবার কথা বলিলেন না ; বলিলেন বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সেবা করিতে। তাঁহাদের লক্ষণও বলিলেন—যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম বিরাজিত, তিনিই বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৭২। **বর্ষান্তরে**—অন্য বৎসরে ; পরের বৎসরেও। **তাঁরা**—কুলীনগ্রামবাসীরা। **ঐছে প্রশ্ন**—বৈষ্ণবের লক্ষণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন।

৭৩। যাঁহাকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর মুখে আপনা-আপনিই কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।

পুকুরের জলে যখন তরঙ্গ উঠে, তখন যে কেহ জলে নামিবে, তাহার গায়েই তরঙ্গের আঘাত লাগিবে। তদ্রূপ, যিনি পরম-প্রীতিভরে সর্ব্বদা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নামকীর্ত্তন করিতেছেন, কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, প্রতি মুহূর্ত্তে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া সেই তরঙ্গ চারিদিকে ধাবিত হইয়া থাকে ; তাঁহার নিকটে যাঁহারা থাকেন, সেই তরঙ্গ তাঁহাদের চিত্তে আসিয়াও আঘাত করিতে থাকে ; তখন তাঁহাদের চিত্তও সেই নামকীর্ত্তনোত্থ আনন্দের তরঙ্গে দোলায়িত হইতে থাকে ; তাহার ফলেই তাঁহাদের চিত্তেও নামের তরঙ্গ উদ্ভূত হয় এবং সেই তরঙ্গই নামরূপে মুখে স্ফুরিত হয়। সুতরাং যাঁহারা প্রীতিভরে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের দর্শনে দর্শনকারীর মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হওয়া খুব আশ্চর্য্যের কথা নহে।

যাঁহাকে দেখিলে আপনা-আপনিই মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনি যে খুব প্রীতিভরেই সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করেন, এবং নামকীর্ত্তনের প্রভাবে হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া তাঁহার চিত্তে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে এবং এই শুদ্ধসত্ত্বই যে আনন্দের তরঙ্গরূপে চারিদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না ; সুতরাং ঈদৃশ লোক যে বৈষ্ণব-প্রধান হইবেন, তাহাতেই বা সন্দেহ কি ?

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ—।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥ ৭৪
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে-বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৫
স্বরূপ-সহিতে তাঁর হয় সখ্যপ্রীতি।
দুইজনায় কৃষ্ণ-কথা একত্রই স্থিতি ॥ ৭৬
গদাধরপণ্ডিতে তেঁহো পুন মন্ত্র দিল।
ওড়নিষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৭
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৮
সেইরাত্র্যে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুইভাই চড়ান তারে হাসিয়া-হাসিয়া ॥ ৭৯
গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৪। বৈষ্ণব-লক্ষণের ক্রম প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা এই :—যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব; যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণবতর; আর যাঁহাকে দেখিলেই মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম।

৭৫। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি; ইনি ছিলেন শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর দীক্ষাগুরু; বিদ্যানিধির জন্মস্থান ছিল চট্টগ্রাম জিলায়।

৭৭। **পুনঃ মন্ত্র দিল**—পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি নবদ্বীপে গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীকে যে দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহাই এখন আবার দিলেন। গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী তাঁহার ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহার চিত্তে ইষ্ট-দেবতার ভাল স্ফূর্ত্তি হইত না। এজন্য তিনি বিদ্যানিধির নিকট পুনরায় ঐ মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। **ওড়নি ষষ্ঠী**—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী; এই দিনে জগন্নাথকে নূতন শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

৭৮। **মাড়ুয়া বসন**—মাড়সহ নূতন বস্ত্র। ওড়নি-ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথকে যে নূতন কাপড় দেওয়া হয়, তাহা ধোয়া হয় না; নূতন কাপড়ের মাড়সহই জগন্নাথকে দেওয়া হয়। ইহা দেখিয়া পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির মন **সঘৃণ**—ঘৃণা-যুক্ত হইল, মাড়সহ অপবিত্র কাপড় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া।

বিদ্যানিধি মনে করিলেন—"মাড়যুক্ত বস্ত্র হাতে ধরিলেও হাত অপবিত্র হয়, ধুইয়া ফেলিলে তবে হাত শুদ্ধ হয়; অথচ সেবকগণ এমন অপবিত্র জিনিস শ্রীজগন্নাথকে দিল?" বিদ্যানিধি এ সকল ভাবিয়া স্বরূপদামোদরের নিকটও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

৭৯। বিদ্যানিধি রাত্রে ঘুমাইতেছেন, এমন সময় স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মাড়ুয়াবসনকে অপবিত্র মনে করিয়া তাঁহাদের সেবকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া—অত্যন্ত ক্রোধ-ভরে বিদ্যানিধির গালে—শ্রীজগন্নাথ একগালে এবং শ্রীবলদেব একগালে—খুব জোরে জোরে চাপড় মারিতেছেন, আর বিদ্যানিধিকে তিরস্কার করিতেছেন। বিদ্যানিধির গালে আঙ্গুলের দাগ রহিয়া গেল, তাঁহার গাল ফুলিয়া গেল। বিদ্যানিধির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও তিনি দেখিলেন, তাঁহার গাল ফুলা, গালে চাপড়ের দাগ রহিয়াছে; পরদিনও এই ফুলা ও দাগ ছিল; স্বরূপদামোদর নিজেও তাহা দেখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০। **অন্তরে উল্লাস**—শ্রীজগন্নাথ-বলরামের সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করাতে বিদ্যানিধির অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি শ্রীজগন্নাথ বলদেবের বিশেষ কৃপা না থাকিলে তাঁহার অপরাধ দেখাইয়া দিয়া অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে শাস্তি দিতেন না। অন্যায়ের জন্য স্নেহময়ী জননী নিজের ছেলেকেই শাস্তি দেন, পরের ছেলেকে শাস্তি দিতে যান না।

এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা-দরশন ॥ ৮১
তার মধ্যে যে-যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ ॥ ৮২
এইমত মহাপ্রভুর চারিবৎসর গেল।
দক্ষিণ যাত্রা, আসিতে দুইবৎসর লাগিল ॥ ৮৩
আর দুইবৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ ৮৪
পঞ্চম-বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা, গৌড়ে চলিলা ॥ ৮৫
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-বচনে— ॥ ৮৬
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন ॥ ৮৭
অবশ্য চলিব, দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমাদোঁহে বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৮
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই-দয়াময় ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৩-৮৪। **চারিবৎসর গেল**—সন্ন্যাসগ্রহণের পরে এপর্য্যন্ত চারিবৎসর অতিবাহিত হইল; দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে দুইবৎসর এবং দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পরেও বৃন্দাবনে যাওয়ার আলোচনাদিতে আরও দুই বৎসর—এই মোট চারিবৎসর অতীত হইল।

রামানন্দ-হঠে—প্রভু বৃন্দাবন যাইতে চাহেন, নানাবিধ ওজর-আপত্তি উঠাইয়া রায়রামানন্দ যাইতে দেন না।

৮৫। **পঞ্চম বৎসর**—সন্ন্যাসের সময় হইতে পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ পঞ্চম বারের ১৪৩৬ শকের রথযাত্রায়। ১৪৩১ শকের মাঘীসংক্রান্তিতে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন (১।৭।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকাব্দে তিনি দক্ষিণ দেশে থাকেন; ১৪৩৪ শকাব্দের রথযাত্রার সময়েই গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে আসেন (২।১।৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); ইহা হইল সন্ন্যাসের পরে তৃতীয় বৎসরে। এ-বৎসরের ভক্তসমাগমের কথাই মধ্যলীলার একাদশপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম বৎসরের রথযাত্রা হইবে ১৪৩৬ শকাব্দের আষাঢ়ে। ১৪৩৪ শকাব্দে গৌড়ীয়ভক্তের প্রথম নীলাচলে আগমন হইলে ১৪৩৬ শকাব্দের আগমন হইবে তাঁহাদের তৃতীয় আগমন; এই বৎসরে তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যকালে নীলাচলে থাকেন নাই, রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে চলিয়া যায়েন (রথ দেখি না রহিলা, গৌড়ে চলিলা। ২।১৬।৮৫ ॥)। এই পরিচ্ছেদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ১২-১৫ পয়ারে যে গৌড়ীয়-ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের কথা বলা হইয়াছে, সে-বৎসর তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের শেষ পর্য্যন্ত নীলাচলে ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬-৫৮ পয়ার হইতে জানা যায়; সুতরাং ১২-১৫ পয়ারোক্ত ভক্ত-সমাগম ১৪৩৬ শকাব্দের ভক্তসমাগম নহে এবং ইহা ১৪৩৪ শকাব্দের ভক্তসমাগমও নহে; কারণ ১৪৩৪ শকাব্দের ভক্ত-সমাগমের কথা মধ্য-লীলার একাদশ পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই, ১২-১৫ পয়ারোক্ত ভক্ত-সমাগম ১৪৩৫ শকাব্দের রথযাত্রা উপলক্ষ্যেই হইয়াছিল বুঝিতে হইবে; কিন্তু ১৪৩৪ শকাব্দের আগমন প্রথম আগমন এবং সন্ন্যাসের পরে তৃতীয় বৎসরের আগমন হইলে ১৪৩৫ শকাব্দের আগমন হইবে গৌড়ীয়-ভক্তদের দ্বিতীয় আগমন এবং ইহাই হইল সন্ন্যাসের সময় হইতে চতুর্থ বৎসরের এবং প্রভুর দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসার পরে দ্বিতীয় বৎসরের ভক্ত-সমাগম; সুতরাং এই ১৪৩৫ শকাব্দের আগমনকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ১১ পয়ারে যে "তৃতীয় বৎসরে" বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত মনে হয় না; সন্ন্যাসের সময় হইতে ধরিলে ইহা "চতুর্থ বৎসরে", অথবা প্রভুর দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে ধরিলে "দ্বিতীয় বৎসরে" হইবে। সন্ন্যাসের পরে প্রথম রথযাত্রা, দ্বিতীয় রথযাত্রা ইত্যাদিরূপে রথযাত্রা ধরিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করা হইল।

৮৭-৮৯। **তোমার হঠে**—তোমরা জোর করিয়া নিষেধ করাতে। **অবশ্য চলিব**—এবার আমি নিশ্চয়ই যাইব। **সমাশ্রয়**—মুখ্য আশ্রয়; পূজ্য বস্তু। অথবা, তুল্যরূপে আশ্রয় বা অবলম্বন; তুল্যরূপে পূজ্য।

গৌড়দেশ দিয়া যাব তা-সভা দেখিয়া।
তুমি-দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৯০
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়—।
প্রভুসনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯১
দোঁহে কহে—এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়াদশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ ৯২
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়াণ ॥ ৯৩
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর—সব সঙ্গে লৈলা ॥ ৯৪
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়াভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা ॥ ৯৫
উড়িয়াভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবর্ত্তিলা।
নিজভক্তগণ-সঙ্গে ভবানীপুর আইলা ॥ ৯৬
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥ ৯৭
প্রসাদ ভোজন করি তাহাঁই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ॥ ৯৮
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ৯৯
রামানন্দরায় সব-গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির-উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০০
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়াণ ॥ ১০১
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০২
পুন উঠে, পুন পড়ে, প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গ, পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৩
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১০৪
পুন স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৫
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯০। জননী ও গঙ্গাকে দর্শন করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া গৌড়দেশ দিয়াই প্রভুকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে, তাহাই প্রভু বলিলেন।

৯১। **দোঁহে**—রায়রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম। **হঠ**—জোর।

৯৩। **বিজয়াদশমীদিনে**—১৪৩৬ শকাব্দের বিজয়াদশমী দিনে। **পয়াণ**—প্রয়াণ ; গমন ॥

৯৪। **কড়ার চন্দন**—জগন্নাথের অঙ্গের শুষ্ক প্রসাদী চন্দন। **ডোর**—পট্টডোরী।

৯৬। **নিবর্ত্তিলা**—তাঁহার সঙ্গে চলিতে নিবারণ করিলেন। **ভবানীপুর**—পুরীর নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ ; পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। **নিজ ভৃত্যগণ**—জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি।

৯৭-৯৮। **পাছে**—প্রভুর পরে। **তাঁহাই**—ভবানীপুরে।

৯৯। **গোপাল**—সাক্ষীগোপাল। **স্বপ্নেশ্বর**—এক বিপ্রের নাম।

১০০। **রামানন্দরায় ইত্যাদি**—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণকে রামানন্দরায় নিমন্ত্রণ করিলেন।

১০১। কটকই রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী ছিল ; রাজা তখন কটকে ছিলেন ; রামানন্দরায় যাইয়া রাজাকে প্রভুর আগমনবার্ত্তা জানাইলেন।

১০৫। **প্রভু কৃপাশ্রুতে**—মহাপ্রভু কৃপা করিয়া স্বীয় নেত্রজলে রাজার দেহকে স্নান করাইলেন। অথবা, প্রভুর কৃপারূপ অশ্রুতে রাজার দেহ স্নাত হইল ; প্রভুর কৃপাই যেন অশ্রুরূপে ঝরিয়া রাজাকে সর্ব্বাঙ্গে স্নান করাইয়া স্নিগ্ধ করিল।

১০৬। **কায়মনোবাক্যে**—আলিঙ্গনে কায়কৃপা, মনে সন্তুষ্ট হইয়া মনঃকৃপা এবং আলাপে বাক্য-কৃপা।

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' যাতে হৈল নাম ॥ ১০৭
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন ॥ ১০৮
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লিখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল—॥ ১০৯
নিজ নিজ গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ-সাত নব্যগৃহে সামগ্রী ভরিবা ॥ ১১০
আপনি প্রভুকে লঞা তাহাঁ উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥ ১১১
দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন মর্দ্দরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা—কর সর্ব্বকাজ ॥ ১১২
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদী-তীরে।
তাহাঁ স্নান করি প্রভু যাবেন নদীপারে ॥ ১১৩
তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাহাঁ যেন মরি ॥ ১১৪
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্যবাস।
রামানন্দ! যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥ ১১৫
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু—নৃপতি শুনিল।
হস্তি-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চঢ়াইল ॥ ১১৬
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥ ১১৭
চিত্রোৎপলানদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখি করয়ে প্রণাম ॥ ১১৮
প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, নেত্র অশ্রু বরিষয় ॥ ১১৯
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূরদরশনে ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৭। **প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা**—প্রতাপরুদ্রের রক্ষাকর্ত্তা।

১০৯। প্রভুর গৌড়ে যাওয়ার পথে প্রতাপরুদ্রের রাজ্যমধ্যে যে যে জায়গা পড়ে, সেই সেই স্থানের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের নিকটে রাজা পত্র পাঠাইলেন। (পত্রে কি কি লিখিত হইল, তাহা পরবর্তী দুই পয়ারে কথিত হইয়াছে)। **বিষয়ী**—রাজকর্ম্মচারী।

১১০-১১। রাজকর্ম্মচারীদের নিকটে লিখিত পত্রের মর্ম্ম এই দুই পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

আবাস—বাসস্থান, ঘর। **নব্যগৃহে**—নূতন ঘরে। **তাহাঁ**—প্রভুর জন্য নির্ম্মিত নূতন বাসায়। **উত্তরিবা**—উপস্থিত হইবা। **বেত্রহস্তে**—সেবার নিমিত্ত বেত্রহস্তে প্রহরীস্বরূপ থাকিবে।

১১২। **মহাপাত্র**—প্রধান রাজকর্ম্মচারী। **সর্ব্বকাজ**—পরবর্ত্তী ১১৩-১৫ পয়ারোক্ত সমস্ত কাজ।

১১৩-১৪। **নব্য নৌকা**—নূতন নৌকা, প্রভুর চিত্রোৎপলা নদী পার হওয়ার জন্য। **স্তম্ভ**—প্রভুর গমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী স্তম্ভ, নদীর যে স্থানে প্রভু স্নান করিবেন, সেই স্থানে প্রস্তুত করিবে। **মহাতীর্থ**-বৃহৎ ঘাট; সে-স্থানে খুব বড় একটা ঘাট তৈয়ার করার জন্যও রাজা আদেশ করিলেন। **তীর্থ**—ঘাট। **তাহাঁ যেন মরি**—রাজা বলিলেন—"প্রাণত্যাগকালে সেই ঘাটে থাকিতে পারিলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।" অথবা **মহাতীর্থ**—মহাপুণ্যজনক পবিত্র স্থান। প্রভু যে স্থানে স্নান করিবেন, সেই স্থান মহাপবিত্র, মহাপুণ্যময়। প্রভুর স্নানের স্মৃতিচিহ্নরূপে সে স্থানে একটী স্তম্ভ স্থাপন কর, ইত্যাদি।

১১৫। **চতুর্দ্বার**—চৌদ্বার-নামক স্থান। **নব্যবাস**—নূতন বাসগৃহ।

১১৬-১৭। **তাম্বুগৃহ**—বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ; তাঁবু। হাতীর উপরে তাম্বু খাটাইয়া রাজরাণীগণকে তাহাতে রাখিলেন। প্রভু যে পথে যাইবেন, সেই পথের ধারে হাতীগুলিকে সারি করিয়া রাখা হইল, যেন রাণীগণ প্রভুর দর্শন পাইতে পারেন।

১১৮। **মহিষী**—রাজার রাণী। **করয়ে প্রণাম**—তাঁবুর ভিতর হইতেই প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

১২০। **দূর দরশনে**—যাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলেও।

নৌকাতে চঢ়িয়া প্রভু হৈল নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি আইল চতুর্দ্বার ॥ ১২১
রাত্র্যে তথা রহি প্রাতে স্নান-কৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২২
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনেদিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে ॥ ১২৩
স্বগণ-সহিত প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি 'হরিহরি' ॥ ১২৪
রামানন্দ, মর্দ্দরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন ॥ ১২৫
প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপদামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ ১২৬
হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥ ১২৭
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল, সভার কে করে গণন ? ॥ ১২৮
গদাধর-পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
'ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ' প্রভু নিষেধিলা ॥ ১২৯
পণ্ডিত কহে—যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥ ১৩০
প্রভু কহে—ইহাঁ কর গোপীনাথ-সেবন।
পণ্ডিত কহে—কোটি সেবা ত্বৎপাদদর্শন ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৯। **ক্ষেত্রসন্ন্যাস**—ক্ষেত্রে (শ্রীক্ষেত্রে) বাস করার সঙ্কল্পপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস (অন্য সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগ); যাবজ্জীবন শ্রীক্ষেত্রে বাসের সঙ্কল্প। **নিষেধিলা**—প্রভুর সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন, তখন শ্রীপাদ গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; পণ্ডিত-গোস্বামীর সঙ্কল্প ছিল—যাবজ্জীবন তিনি শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিবেন, শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া একদিনের জন্যও অন্য কোথাও যাইবেন না। এক্ষণে, তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে আসিতে দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"গদাধর! তুমি তোমার শ্রীক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করিও না, আমার সঙ্গে আসিও না।"

১৩০। **যাহাঁ তুমি** ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া পণ্ডিত-গোস্বামী বলিলেন—"তুমি যেখানে, সেইখানেই আমার নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র)।" তাৎপর্য্য এই যে—"তুমি শ্রীক্ষেত্রে ছিলে বলিয়াই আমি ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; আমার সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য ছিল—তোমার নিকটে থাকা। তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও সেখানেই যাইতে হইবে, নচেৎ তোমার নিকটে থাকার সঙ্কল্প আমার রক্ষিত হইবে না। তোমার নিকটে থাকিলেই আমার সঙ্কল্পের গূঢ় মর্ম্ম রক্ষিত হইবে; তাই বলিতে পারি—যেখানে তুমি, সেখানেই আমার শ্রীক্ষেত্র, সেখানে থাকিলেই আমার শ্রীক্ষেত্রবাস হইবে।"

অথবা, তত্ত্বকথাও এই যে, প্রভু যেখানে সেখানেই নীলাচল বা শ্রীক্ষেত্র। যেহেতু ভগবান যে যে স্থানে যায়েন, তাঁহার ধামও সেই সেই স্থানে প্রকটিত হয়েন, ভগবান সর্ব্বদাই স্বীয় ধামেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১।৩।২১-২২, ১।৫।১৫-১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর ইত্যাদি—ভৌগোলিক স্থান যে শ্রীক্ষেত্র, সেই স্থানে বাসের সঙ্কল্প আমার রসাতলে যাউক, অর্থাৎ—শ্রীক্ষেত্র নামক স্থানে মাত্র বাসের জন্যই আমার সঙ্কল্প ছিল না; তোমাছাড়া শ্রীক্ষেত্রে বাসের সঙ্কল্প আমার ছিল না; এবং এখনও তদ্রূপ ইচ্ছা নাই; সুতরাং গৌরশূন্য শ্রীক্ষেত্রে আমি বাস করিব না।

১৩১। প্রভু বোধ হয় বুঝিলেন যে, গদাধর যে যুক্তি দিতেছিলেন, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গদাধরের সঙ্কল্পের অক্ষরের দিকে না চাহিয়া মর্ম্মের দিকে চাহিলে দেখা যায়, তাঁহার যুক্তি অকাট্য। তাই বোধ হয় প্রভু অন্য হেতু দেখাইয়া গদাধরকে তাঁহার সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রভু বলিলেন—"গদাধর! তুমি নীলাচলে থাকিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা কর।" গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী পূর্ব্ব হইতেই

প্রভু কহে—সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥ ১৩২
পণ্ডিত কহে—সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর ॥ ১৩৩
আই দেখিতে যাব আমি, না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা-সেবা-ত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী ॥ ১৩৪
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৫
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা করিতেন ; তাঁহার সেবিত বিগ্রহ এখনও আছেন এবং টোটা-গোপীনাথ বলিয়া পরিচিত ; সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত।

ত্বৎ-পাদদর্শন—তোমার চরণ দর্শন। প্রভুর কথা শুনিয়া গদাধর এবার বলিলেন—"প্রভু! তোমার চরণ-দর্শনেই কোটি বিগ্রহসেবার ফল পাওয়া যায়।" ইহারও তাৎপর্য্য এই যে—গোপীনাথ-বিগ্রহ-সেবার জন্য আমি শ্রীক্ষেত্রে থাকিব না, আমি তোমার সঙ্গেই থাকিব।"

১৩২। প্রভু এবার যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন ; বলিলেন—"গদাধর! গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া গেলে অপরাধ হইবে ; আমার জন্যই যখন তুমি বিগ্রহসেবা ত্যাগ করিতেছ, তখন সেই অপরাধ আমাকেই স্পর্শ করিবে। আমার সন্তুষ্টিই তো তুমি চাও ; তুমি এখানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ; তাতে আমিও তোমার বিগ্রহসেবা ত্যাগের অপরাধ হইতে রক্ষা পাইব।"

১৩৩। পণ্ডিতও নাছোড়বান্দা ; প্রভুর কথা শুনিয়া বলিলেন—"প্রভু, সেবা ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য যদি কোনও অপরাধ হয়, তবে সমস্ত অপরাধই আমি গ্রহণ করিব, আমিই তাহার ফলভোগ করিব ; তোমার তাতে কোনও দায় নাই। তোমার সঙ্গে গেলে তোমাকে অপরাধ স্পর্শ করিবে বলিতেছ ; আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাইব না, একাকী পৃথগ্‌ভাবে যাইব ; তাহা হইলে তো তোমাকে সেবাত্যাগের নিমিত্তভাগী হইতে হইবে না, কোনও অপরাধও তোমাকে স্পর্শ করিবে না।"

১৩৪। পণ্ডিত আরও বলিলেন—পৃথগ্‌ভাবে গেলেও তোমার জন্যই যাইতেছি বলিয়া তোমাকে সেবা-ত্যাগের নিমিত্তভাগী হইতে হইবে বলিয়া তোমার আশঙ্কা হইতে পারে। আচ্ছা, আমি তোমারই জন্য যাইব না ; আমি নবদ্বীপে যাইব—আইকে (শচীমাতাকে) দেখিতে। শ্রীক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্পত্যাগ এবং গোপীনাথের সেবাত্যাগের জন্য যাহা কিছু অপরাধ হইবে, তৎসমস্তই আমার, তাতে তোমার কোনও দায় নাই।"

প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা (সঙ্কল্প) এবং গোপীনাথের সেবাত্যাগবশতঃ যাহা কিছু দোষ (অপরাধ) হইবে, তৎসমস্ত। (শ্রীক্ষেত্রে থাকা-কালেই উক্তরূপ তর্কবিতর্ক হইয়াছিল)।

১৩৫। পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তি দেখাইয়া পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীক্ষেত্র হইতেই পৃথগ্‌ভাবে রওনা হইলেন ; প্রভুর সঙ্গে আসিলেন না। প্রভু যখন কটকে আসিলেন, তখন তিনি পণ্ডিতকে ডাকাইয়া নিকটে আনিলেন।

১৩৬। **তৃণপ্রায়**—তৃণতুল্য। শ্রীগোপীনাথের সেবা তৃণতুল্য তুচ্ছ মনে করিয়া গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী তাহা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন, এইরূপ অর্থ হইবে না ; তৃণত্যাগে যেমন কোনও কষ্ট হয় না, মহাপ্রভুর সঙ্গে আসার জন্য গোপীনাথের সেবাত্যাগেও গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর তদ্রূপ কোনও কষ্ট হয় নাই। কষ্ট না হওয়ার হেতু এই :—তত্ত্বে শ্রীগদাধর হইলেন শ্রীরাধিকা, আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের জন্য, শ্রীরাধিকা—দেহ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সবই ত্যাগ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনও কষ্টই হয় না। শ্রীগোপীনাথ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তি। বিগ্রহমূর্ত্তি ও স্বরূপমূর্ত্তিতে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও ভক্তের প্রেমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহমূর্ত্তিতেও স্বরূপের বৈদগ্ধ্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ হইলেও, সাক্ষাৎ-স্বরূপমূর্ত্তির সেবায় এবং বিগ্রহমূর্ত্তির সেবায় বোধ হয় সেবাসুখের পার্থক্য আছে। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট

তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাথে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ—॥ ১৩৭
'প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে' এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি আইলা দূর দেশ॥ ১৩৮
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুখ॥ ১৩৯
মোর সুখ চাহ যদি—নীলাচলে চল।
আমার শপথ—যদি আর কিছু বোল॥ ১৪০
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চঢ়িলা।
মূর্চ্ছিত হৈয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা॥ ১৪১
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে—উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেখিয়াই শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। অনুরাগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিত্রপটস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের মাধুর্য্যাদিও তাঁহার চক্ষুতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল সত্য; কিন্তু ঐ চিত্রপটস্থিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুর্য্যাদি শ্রীরাধিকার মনে স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের বাসনা প্রবল বেগে বাড়াইয়া দিত মাত্র; স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কেবল তাঁহার চিত্রপটের মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ বাড়াইত না। বাস্তবিক, চিত্রপট ত্যাগ করিয়াও শ্রীরাধিকা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকাস্বরূপ গদাধরের সম্বন্ধেও এই কথা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তি শ্রীগোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া স্বয়ং-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের জন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীগোপীনাথের সেবা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি সেবাত্যাগের সঙ্কল্প করেন নাই; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার সেবা-ত্যাগের সঙ্কল্প অনুমোদন করেন নাই। ভূমিকায় "প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩৭। **চরিত্রে**—আচরণে। এস্থলে প্রভু যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা গদাধরের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগ-রূপ আচরণে নহে। যে প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগদাধর "প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগের" অপরাধ নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিতেছেন, সেই প্রেম দেখিয়াই প্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন।

১৩৮। **সে সিদ্ধ হইল**—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা এবং গোপীনাথের সেবাত্যাগ করার জন্য তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল; যেহেতু তুমি ক্ষেত্র ছাড়িয়া কটক পর্য্যন্ত আসিয়াছ, সুতরাং ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে; আর নীলাচল হইতে চলিয়া আসা অবধি শ্রীগোপীনাথের সেবাও করিতেছ না; সুতরাং সেবাত্যাগের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে।

১৩৯। **দুই ধর্ম্ম**—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞারূপ ধর্ম্ম এবং শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ ধর্ম্ম—এই দুই ধর্ম্ম।

১৪০। **মোর সুখ চাহ যদি**—প্রেমিক ভক্ত উপাস্যের সুখই চাহেন, কখনও নিজের সুখ চাহেন না; বাস্তবিক ইহাই প্রকৃত ভজন। এজন্যই গৌরগতপ্রাণ গদাধরকে প্রভু বলিলেন, "গদাধর, তুমি যে ক্ষেত্র ও সেবা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে তোমার নিজের সুখ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমার তাতে অত্যন্ত দুঃখ হয়; যদি আমাকে সুখী করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি আমার সঙ্গে আসিও না; তুমি নীলাচলে ফিরিয়া যাও, যাইয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা কর।" প্রেমিক ভক্ত গদাধরের এ-কথার উপর আর কিছু বলিবার রহিল না। শ্রীপাদ গদাধরের সহিত প্রভুর শেষ কথা হইতেছিল চিত্রোৎপলা-নদীর তীরে। "আমার শপথ যদি আর কিছু বোল"—একথা বলিয়াই প্রভু নৌকায় উঠিলেন, গদাধরকে আর কিছু বলার অবকাশই দিলেন না। আর, গদাধরকে নীলাচলে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রভু সার্ব্বভৌমকেও আদেশ করিয়া গেলেন।

প্রভুর এই অবতারের একটী উদ্দেশ্য—জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়া এবং জীবের নিকটে ভজনের আদর্শ-স্থাপন করা। প্রভু নিজেও তাহা করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামি-দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-সেবার আদর্শ-স্থাপন করাইয়াছেন; তাই গদাধর ব্রতরূপে শ্রীগোপীনাথের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা ব্রতরূপে গৃহীত হয়, তাহা কখনও পরিত্যাজ্য নয়, পরিত্যাগ করিলেই ব্রত ভঙ্গ হয়। ভজনাঙ্গ ব্রতরূপেই গ্রহণ

তুমি জান—কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ১৪৩

তথাহি (ভা. ১।৯।৩৭)—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যাগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিবহন্তুমিভংগতোত্তরীয়ঃ। ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মমতু মহান্তমনুগ্রহং যঃ কৃতবানিত্যাহ দ্বাভ্যাং স্বনিগমং অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীত্যেবম্ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা। শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি তথা অধি অধিকাং কর্তুং যো রথস্থঃ সন্নবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ অভ্যগাৎ অভিমুখমধাবৎ। ইভং হন্তুং হরিঃ সিংহ ইব। কিম্ভূতঃ ধৃতো রথচরণশ্চক্রং যেন সঃ তদা চ সংরম্ভেণ মহৎকনাট্য-বিস্মৃতোদরস্থ-সর্ব্বভুবনভারেণ প্রতিপদং চলদ্গুঃ চলন্তী গৌঃ পৃথিবী যস্মাৎ। তেনৈব সংরম্ভেণ পথি গতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ মুকুন্দঃ মে পতির্ভবত্বিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে হয়; তাহা না হইলে ভজনে নিষ্ঠা জন্মে না, ভজনও আশু ফলপ্রদ হয় না। গদাধরের পক্ষে গোপীনাথ-সেবা-ত্যাগ যদি প্রভুর অনুমোদন লাভ করিত, তাহা হইলে ব্রতরূপে ভজনাঙ্গ-গ্রহণের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইত, জীবের পক্ষে তাহা অকল্যাণজনক হইত। তাই প্রভু এক রকম জোর করিয়াই শ্রীল গদাধরকে নীলাচলে পাঠাইলেন—যেন তাঁহার ব্রতভঙ্গ না হয়, জীবশিক্ষার উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। ভজনাদর্শ-স্থাপনের জন্যই গদাধরের দ্বারা গোপীনাথের সেবা; সাধকরূপে তাঁহার ভজনের প্রয়োজন ছিল না; যেহেতু, তিনি নিত্যসিদ্ধ-পরিকর। পরবর্ত্তী ১৪৬-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৪৩। **ভক্ত-কৃপাবশে**—ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে কৃপা, তাহার বশীভূত হইয়া। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি অস্ত্র ধরিবেন না; আর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধরাইবেন। একদিন ভীষ্মের বাণে অর্জ্জুন আচ্ছন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র হাতে করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল এবং ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল; শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিলেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বৎসলতাগুণের পরিচায়ক। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও গদাধরের প্রতি কৃপাবশতঃ নিজে তাঁহার বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করিয়াও, তাঁহার শ্রীক্ষেত্রবাসের ও গোপীনাথসেবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

শ্লো। ২। **অন্বয়**। রথস্থঃ (রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ) স্বনিগমং (স্বীয় প্রতিজ্ঞা—আমি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা) অপহায় (পরিত্যাগ করিয়া) মৎপ্রতিজ্ঞাং (আমার প্রতিজ্ঞাকে—আমি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাইব, ভীষ্মের এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে) ঋতং (সত্য) অধিকর্তুং (করিবার নিমিত্ত) অবপ্লুতঃ (সহসা) অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) ধৃতরথচরণঃ (রথচক্র—সুদর্শনচক্র—ধারণপূর্ব্বক)—ইভং (হস্তীকে) হন্তুং (হনন করার নিমিত্ত) হরিঃ (সিংহ) ইব (যেমন ধাবিত হয়, তদ্রূপ) অভ্যগাৎ (আমার অভিমুখে ধাবিত হইলেন); [তদা] (তৎকালে) চলদ্গুঃ (পদভর-কম্পিত-পৃথিবী—যাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল) গতোত্তরীয়ঃ (এবং স্খলিতোত্তরীয়—যাঁহার অঙ্গ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়াছিল) [মুকুন্দঃ মে গতিঃ ভবতু] (সেই মুকুন্দ আমার গতি হউক)।

অনুবাদ। যিনি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত, সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ করিয়া সুদর্শন-চক্রধারণপূর্ব্বক, হস্তী বধ করার নিমিত্ত সিংহ যেমন ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; যাঁহার সংরম্ভে তৎকালে পৃথিবী প্রতিপদে কম্পিত হইতেছিল এবং যাঁহার উত্তরীয়-বসন তৎকালে অঙ্গ হইতে স্খলিত হইতেছিল, সেই মুকুন্দ আমার গতি হউন। ২

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥ ১৪৪

এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা। দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ ১৪৫

প্রভু লাগি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ। ভক্তধর্ম্মহানি প্রভুর না হয় সহন ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোকটী যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি।

স্বনিগমম্—স্ব (নিজের) নিগম (প্রতিজ্ঞা); শ্রীকৃষ্ণের নিজের প্রতিজ্ঞাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না; কিন্তু তিনি নিজের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন; কি জন্য তাহা ভঙ্গ করিলেন? তাহা বলিতেছেন ভীষ্মদেব—**মৎপ্রতিজ্ঞাং**—আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞাকে **ঋতং**—সত্য **অধিকর্ত্তুং**—করার নিমিত্ত; অধিকর্ত্তুং অর্থ—অধিক করিতে; কৃষ্ণের নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞার আধিক্য দেখাইতে। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধরাইবেন; পরমভক্ত ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নিমিত্ত ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ করিলেন। কোন্ সময়ে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ ইহা করিলেন? একদিন ভীষ্মের বাণে অর্জ্জুন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, অর্জ্জুনের সম্যক্ যুদ্ধসামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণের বশীভূত হইয়া ভীষ্মের বাক্যকে সত্য করার নিমিত্ত **অবপ্লুতঃ**—সহসা অবতীর্ণ, অর্জ্জুনের রথ হইতে সহসা অবতরণপূর্ব্বক **ধৃতরথচরণঃ**—ধৃত হইয়াছে রথচরণ (চক্র—সুদর্শনচক্র) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ, সুদর্শনচক্র ধারণ পূর্ব্বক **অভ্যগাৎ**—(ভীষ্মের) অভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিরূপে ধাবিত হইলেন? **ইভং**—হস্তীকে **হন্তুং**—হনন করিতে **হরিঃ**—সিংহ **ইব**—যেমন; হস্তীকে বধ করার নিমিত্ত সিংহ যেরূপ বেগে হস্তীর অভিমুখে ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও সুদর্শনচক্র লইয়া সেইরূপ ভাবে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? তিনি তখন **চলদ্গুঃ**—চলৎ (কম্পিত হইয়াছে) গো (গু—পৃথিবী) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ হইয়াছিলেন, তাঁহার পদভরে তখন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল; আর তিনি **গতোত্তরীয়ঃ**—গতঃ (স্খলিত) হইয়াছে উত্তরীয় যাঁহার, তাদৃশ হইয়াছিলেন; তিনি তখন এত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিলেন যে, তাঁহার স্কন্ধ হইতে তখন তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের অন্বয়; তাই "মুকুন্দ মে গতিঃ ভবতু"—ইহা শ্লোকশেষে যোগ করিয়া লইতে হইয়াছে।

১৪৩-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে "অভ্যগাৎ"-স্থলে "অভ্যযাৎ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

১৪৫। **দুইজনে**—সার্ব্বভৌম ও গদাধর।

১৪৬। এই পয়ারে গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না লওয়ার হেতু বলা হইয়াছে। **ভক্তধর্ম্মহানি** ইত্যাদি—স্বীয় ভক্তের ধর্ম্মের কোনওরূপ হানিই প্রভু সহ্য করিতে পারেন না। গদাধর যদি প্রভুর সঙ্গে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম নষ্ট হইত এবং শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ ধর্ম্মেরও হানি হইত; প্রভুর পক্ষে এইরূপ ধর্ম্মহানি অসহনীয়; তাই প্রভু গদাধরকে সঙ্গে লইলেন না।

কিন্তু ইহা হইল গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না লওয়ার বাহ্য কারণমাত্র; গূঢ় কারণটী কি? প্রভুর অবতারের দুইটী উদ্দেশ্য—ভক্তি-প্রচারদ্বারা জীবশিক্ষা এবং রাধাভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আস্বাদন; জীবশিক্ষা হইল বাহ্য উদ্দেশ্য; কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আস্বাদন হইল অন্তরঙ্গ বা নিজস্ব উদ্দেশ্য। ভক্তের ধর্ম্মরক্ষা করাইয়া ধর্ম্মরক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করা হইল বাহ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল; কৃষ্ণসেবা বা ভগবদ্ধামাদিতে বাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করা কোনও সাধকের পক্ষেই কর্ত্তব্য নহে,—ইহাই হইল গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না লওয়ার জীবের প্রতি প্রভুর শিক্ষা; ইহা অবতারের বাহ্য-উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল। আর শ্রীরাধিকার ভাবে চিত্তকে বিভাবিত করিয়া শ্রীরাধারই ন্যায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি

প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেইজন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৪৭
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৪৮
প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি-দিনে ॥ ১৪৯
প্রতি-গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য গৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫০
এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫১
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫২
রায়ের বিদায়-কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আস্বাদনই হইল প্রভুর অবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনেও এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্কল্প ছিল, তাঁহার প্রত্যেক লীলাতেই তাহা আছে। যখন প্রভু বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনে লীলা অপ্রকট, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট; বৃন্দাবন তখন কৃষ্ণশূন্য। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই অবস্থাটীর উপলব্ধি এবং আস্বাদন করাই বোধ হয় প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল; এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে তাঁহার পক্ষে রাধাভাবের নিবিড়তা ও অবিচ্ছিন্নতা একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু গদাধর সঙ্গে থাকিলে তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নতা সম্ভব হইত না; কারণ, শ্রীগদাধর ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-শক্তি বা কান্তা-শক্তি (১।১।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাঁহাতে দক্ষিণা-নায়িকার ভাবই প্রধানরূপে অভিব্যক্ত; সুতরাং তাঁহার সান্নিধ্যে অথবা তাঁহার ভাবের প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নাগর-ভাবের বা শ্রীকৃষ্ণভাবের অভিব্যক্তিই সম্ভব, রাধাভাবের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক নহে; কিন্তু নাগর-ভাবের অভিব্যক্তি প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের গূঢ় উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল হইত; তাই বোধ হয় প্রভু গদাধরকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ইহাই গদাধরকে প্রভুর সঙ্গে না লওয়ার গূঢ় কারণ বলিয়া মনে হয়। ২।১৩।৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। **প্রেমের বিবর্ত্ত**—বিবর্ত্ত অর্থ, বিশেষরূপে স্থিতি; অথবা, বিশেষ অবস্থা। প্রেমের বিবর্ত্ত—প্রেমের বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ লক্ষণ। গদাধর নিজের প্রতিজ্ঞা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়াও—প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ ও সেবাত্যাগের অপরাধ মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াও যে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রভুর সেবার জন্যই। ইহা প্রেমের কার্য্য, প্রেমের একটী বিশেষ অবস্থা; প্রেমের বিবর্ত্ত; প্রেমের স্বভাববশতঃই প্রভুর সেবার জন্য গদাধর প্রতিজ্ঞা ও সেবাত্যাগের অপরাধ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। **অথবা,** বিবর্ত্ত অর্থ বিপরীত ভাব; **প্রেমের বিবর্ত্ত**—প্রেমের বিপরীত ভাব। প্রেমের স্বভাবে ভক্ত প্রভুর সুখ বাঞ্ছা করেন, আবার সেই প্রেমের স্বভাবেই প্রভুও ভক্তের ধর্ম্মরক্ষা বাঞ্ছা করেন। প্রভুর জন্য ভক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়েন, আবার ভক্তের জন্যও প্রভু (নিজ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গাদিদ্বারা) ধর্ম্ম ত্যাগ করেন। ভক্তের মনের গতি প্রভুর দিকে, কিন্তু প্রভুর মনের গতি তাহার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ভক্তের দিকে, ইহাই প্রেমের বিপরীত ভাব, প্রেমের বিবর্ত্ত। এইরূপ অর্থই পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৬-পয়ারের মর্ম্মের অনুকূল বলিয়া মনে হয়।

১৪৮। **দুই রাজপাত্র**—দুইজন রাজকর্ম্মচারী, পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২ পয়ারোক্ত হরিচন্দন ও মর্দ্দরাজ। ইহারা প্রভুর সঙ্গেই যাইতেছিলেন; যাজপুর পর্য্যন্ত আসিলে প্রভু তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

১৪৯। কিন্তু রামানন্দ রায় তখনও প্রভুর সঙ্গেই চলিতেছিলেন; তিনি রেমুণা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

১৫২। প্রভু রায়কে বিদায় দিতেই রায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন—বিরহ-দুঃখের আতিশয্যে।

তবে ওড্রদেশসীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৪
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ—॥ ১৫৫
মদ্যপ-যবনরাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহো নারে চলিবার ॥ ১৫৬
পিছলদা-পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার ॥ ১৫৭
দিনকথো রহ, সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥ ১৫৮
সেইকালে সে-যবনের এক চর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর ॥ ১৫৯
প্রভুর সে অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া—॥ ১৬০
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে ॥ ১৬১
নিরন্তর করে সভে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
সভে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৬২
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ ১৬৩
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥ ১৬৪
কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি।
তাঁহার স্বভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি ॥ ১৬৫
এত কহি সেই চর 'হরিকৃষ্ণ' গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৪। **ওড্রদেশ সীমা**—উড়িষ্যাদেশের সীমা। **রাজ অধিকারী**—উড়িষ্যারাজের অধীনে স্থানবিশেষের অধিপতি।

১৫৬। উড়িষ্যার সীমার পরেই যবনরাজার রাজ্য; তিনি মদ্যপান করেন এবং পথিক লোকের উপর অত্যাচারও করেন; তাই তাঁহার রাজ্যদিয়া কেহই চলাচল করিতে সাহস করে না।

১৫৭-৫৮। **নদী**—মন্ত্রেশ্বর নদ (পরবর্ত্তী ১৯৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **সন্ধি**—শত্রুতাত্যাগপূর্ব্বক মিলন।

১৫৬-৫৮ পয়ার প্রভুর প্রতি রাজ-অধিকারীর উক্তি।

১৫৯। **সেইকালে**—যেই সময়ে রাজ-অধিকারী প্রভুর নিকটে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন, সেই সময়ে। **চর**—রাজার কর্ম্মচারীবিশেষ; রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি হয়, সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজাকে জানানই ইহার কার্য্য। **উড়িয়া কটকে**—উড়িষ্যার মধ্যে কটক নামক স্থানে; ইহা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী কটক নহে। **করি বেশান্তর**—অন্যবেশে; গুপ্তবেশে। সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য গুপ্তচরেরা প্রায়ই স্বীয় বেশ ত্যাগ করিয়া অন্যবেশ পরিধান করিয়া থাকে। পরবর্ত্তী পয়ার হইতে জানা যায়, এই চর হিন্দু ছিল।

১৬০। **সেই যবন-পাশ**—পিছলদা পর্য্যন্ত যাঁর অধিকার, সেই মদ্যপ অত্যাচারী যবনরাজার নিকটে। হিন্দুচর যাহা বলিল, পরবর্ত্তী ১৬১-৬৫ পয়ারে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৬৪। **সেই সব লোক**—যাঁহারাই সেই সন্ন্যাসীর নিকটে আসে, তাঁহারাই। **বাউল**—পাগল; প্রেমোন্মত্ত।

প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তের মত হইয়া তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া হাসে, নাচে, কান্দে এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

১৬৫। **তাঁহার স্বভাবে** ইত্যাদি—সেই সন্ন্যাসীর কাজ-কর্ম্ম এবং তাঁহার প্রভাবাদি দেখিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে হয়; কারণ, লোকের মধ্যে এইরূপ আচরণাদি সম্ভব নহে।

১৬৬। উক্তরূপ কথা বলিয়া হিন্দুচরও প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনাম ও কৃষ্ণনাম করিয়া নৃত্যাদি করিতে লাগিল।

এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস প্রভুস্থানে পাঠাইল ॥ ১৬৭
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৬৮
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি—।
তোমা স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ-অধিকারী ॥ ১৬৯
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ, এখানে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭০
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধভয় ॥ ১৭১
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়—।
মদ্যপ-যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় ? ॥ ১৭২
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শনে শ্রবণে যার জগৎ তারিল ॥ ১৭৩

এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন—।
ভাগ্য তাঁর, আসি করুক প্রভুর দর্শন ॥ ১৭৪
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥ ১৭৫
বিশ্বাস যাইয়া তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ ১৭৬
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া ॥ ১৭৭
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৭৮
"অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইল ॥ ১৭৯
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক-পরাণ ॥" ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬৭। **মন ফিরি গেল**—মনের মধ্যে হিন্দুর প্রতি যে বিদ্বেষ-ভাব ছিল, তাহা দূর হইল। **বিশ্বাস**—বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। দূতের ভিতর দিয়াই প্রভু যবন-রাজকে কৃপা করিলেন।

১৬৯-৭২। **উড়িয়াকে**—উড়িয়া দেশের রাজ-অধিকারীকে। **মহাপাত্র**—রাজ-অধিকারী।

১৭৩। মদ্যপ-যবনরাজার মতি-পরিবর্ত্তনের হেতু বলিতেছেন।

যাঁহাকে দর্শন করিয়া, যাঁহার মুখে শ্রীহরিনাম শুনিয়া, কিম্বা যাঁহার কথা অন্যের মুখে শুনিয়াও জগতের লোক উদ্ধার পাইয়া যায়, সেই মহাপ্রভু নিজেই কৃপা করিয়া যবন-রাজার মতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।'

১৭৫। **প্রতীত করিয়ে** ইত্যাদি—মহাপাত্র বলিলেন, যবন-অধিকারী যদি সৈন্যাদি ছাড়িয়া পাঁচ-সাতজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া নিরস্ত্র হইয়া এখানে আসেন, তবেই তিনি যে সন্ধি করিলেন, তাহা বিশ্বাস করিব। **প্রতীত**—বিশ্বাস।

১৭৬। যবন-রাজা হিন্দুর বেশ ধরিয়া আসাতে তাঁহার মধ্যে যে আর হিন্দুবিদ্বেষ ছিল না, তাহাই সূচিত হইতেছিল।

১৭৭। **অশ্রু-পুলকিত**—অশ্রুযুক্ত ও পুলকযুক্ত ; তাঁহার দেহে অশ্রু ও রোমাঞ্চ নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল। এসমস্তই যবন-রাজার প্রতি প্রভুর কৃপার প্রভাব। প্রভু যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন, যবন-রাজাও তাহার স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

১৭৮। **মহাপাত্র**—হিন্দু-অধিকারী। **লয় কৃষ্ণনাম**—যবন-রাজা কৃষ্ণনাম লইতে লাগিলেন।

১৭৯-৮০। যবন-রাজা যোড়হাতে প্রভুর চরণে দৈন্য জানাইতেছেন, এই দুই পয়ারে।

যবন-অধিকারী হিন্দুর মত পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন ; আবার, যবন-কুলে কেন জন্ম হইল, হিন্দুকুলে কেন জন্ম হইল না, হিন্দু হইলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্য পাইতাম ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপও করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ এই :—মহাপ্রভুর পারিষদগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ; যবনের আচার-ব্যবহার হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; এজন্য যবনেরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশিতে পারে না ; তাই যবন-অধিকারী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "কেন আমার যবনকুলে জন্ম

এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া— ॥ ১৮১
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥ ১৮২
ইহার যে এই গতি, কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥ ১৮৩

তথাহি (ভা. ৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃপুনস্তে ভগবন্নুদর্শনাৎ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদ্দর্শনাল্লোকঃ কৃতার্থীভবতীতি কৈমুত্যন্যায়েন আহ যদিতি প্রহ্বণং নমস্কারঃ। ক্বচিদিতি ক্বাচিৎকমপি শ্রবণাদিত্যর্থঃ। শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যঃ তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাজীব ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি। দুর্জাত্যারম্ভক-প্রারব্ধপাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ। দুর্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তদিতি। চক্রবর্ত্তী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইল, কেন আমার হিন্দুকুলে জন্ম হইল না ; হিন্দুকুলে জন্ম হইলে প্রভুর চরণ-সন্নিধানে থাকিতে পারিতাম, যবনকুলে আছি বলিয়া, যবনোচিত আচার-ব্যবহারবশতঃ আমার ভাগ্যে তাহা হইল না।” আবার মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দু-ধর্ম্মবিদ্বেষী ; বিদ্বেষী ব্যক্তিকে দেখিলেই সাধারণতঃ মনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, মন কিছু সঙ্কুচিত হয়। পাছে তাঁহার যবনোচিত বেশ দেখিয়া প্রথমেই প্রভুর হিন্দু পারিষদ্‌গণের মনে কোনওরূপ অপ্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, ইহা ভাবিয়াই যবন-অধিকারী যবন-বেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দুবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু-বেশ দেখিয়া, তিনি যে হিন্দুদের প্রতি যবনোচিত বিদ্বেষভাব ত্যাগ করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর চরণে উন্মুখ হইয়াছেন, ইহাও প্রভুর পার্ষদ্‌গণের মনে উদিত হইতে পারে এবং এজন্য তাঁহার প্রতি প্রভুর পার্ষদ্‌গণের মন প্রসন্ন হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াও যবন-অধিকারী হিন্দুবেশ ধারণ করিতে পারেন। কারণ, তিনি প্রভুর পার্ষদ্‌গণের কৃপাপ্রার্থী। যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেই কেহ যে শ্রীকৃষ্ণভজনে বা শ্রীগৌরভজনে অনধিকারী, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌর কেবল হিন্দুর ভগবান্ নহেন। তিনি যে স্বয়ংভগবান্, অদ্বয়-তত্ত্ব। তিনি যদি কেবল হিন্দুর ভগবান্‌ই হইবেন, তবে যবনের ভগবান্ কি আর একজন ? যবনের জন্য যদি আর একজন ভগবান্ থাকেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব কিরূপে হইলেন ? সকলেরই এক শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, তাই তিনি সকলেরই উপাস্য, সকলেরই ভজনীয়। কি হিন্দু, কি যবন সকলেই কৃষ্ণদাস। জীবমাত্রই কৃষ্ণের দাস ; সুতরাং জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকার আছে ; যবন যবন বলিয়া এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণসেবায় জীবের স্বরূপগত অধিকার ; এই অধিকার হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। স্বয়ং মহাপ্রভুও বলিয়াছেন “শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার। ৩।৪।৬৩ ॥”

১৮২-৮৩। যাঁহার নাম শ্রবণেই চণ্ডাল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া যায়, সাক্ষাৎ তাঁহাকে দর্শন করিয়া যে এই যবন রাজার এইরূপ মতি-পরিবর্ত্তন হইবে—ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

ভগবন্নাম শ্রবণে যে চণ্ডালও পবিত্র হয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। ক্বচিৎ (কোনও সময়ে) অপি (ও) যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনবশতঃ —যাঁহার নাম শ্রবণ কি কীর্ত্তন করিলে) যৎ প্রহ্বণাৎ (যাঁহার নমস্কারবশতঃ —যাঁহাকে নমস্কার করিলে) যৎস্মরণাৎ (যাঁহার স্মরণবশতঃ —যাঁহার স্মরণ করিলে) শ্বাদঃ (কুক্কুর-মাংসভোজী) অপি (ও) সদ্যঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(তৎক্ষণাৎই) সবনায় (সোমযাগের জন্য) কল্পতে (যোগ্য হয়), নু ভগবন্ (হে ভগবন্) তে (তোমার) দর্শনাৎ (দর্শনবশতঃ —তোমাকে দর্শন করিলে যে পবিত্র হইবে) কুতঃ পুনঃ (তাহাতে আবার বক্তব্য কি ?)

অনুবাদ। দেবহূতি কপিলদেবকে বলিলেন—"হে ভগবন্ ! কখনও তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে কিম্বা তোমাকে নমস্কার করিলে কি স্মরণ করিলে কুকুর-মাংসভোজীও তৎক্ষণাৎ সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে ; সুতরাং তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, তাহাতে আবার বক্তব্য কি আছে।" ৩

ক্বচিৎ অপি—কদাচিৎ কোনও একসময়ে ; সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কথা দূরে, কদাচিৎ কোনও সময়েও যদি নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে, তাহা হইলেই শ্বপচও পবিত্র হইতে পারে। **শ্বাদঃ**—শ্ব (কুকুর) ভোজন করে যে ; কুকুর-মাংসভোজী নীচ-জাতিবিশেষকে শ্বাদ বা শ্বপচ বলে। **সবনায় কল্পতে**—সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে। সোমযাগ একটী যজ্ঞবিশেষ ; সোমলতার রস পান ইহার একটী অঙ্গ ; এই যজ্ঞ সমাধা করিতে তিন বৎসর লাগে ; যিনি যজ্ঞ করিবেন, তাঁহাকে এক বৎসর সোমলতা, এক বৎসর ফল এবং এক বৎসর জল খাইয়া থাকিতে হয় (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড। ৬০।৫৫-৫৬।) ; ব্রাহ্মণই সোমযাগে অধিকারী—ব্রাহ্মণেরই সোমযাগের যোগ্যতা ও অধিকার আছে। শ্রীভগবানের নাম যদি কখনও শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, বা কখনও যদি ভগবানকে নমস্কার করে বা ভগবানের স্মরণ করে, তাহা হইলে কুক্কুরভোজী নীচজাতিও সবনযাগের যোগ্যতা লাভ করে বলিয়া এই শ্লোকে বলা হইল ; তাহা হইলে বুঝা গেল, ভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-প্রভাবে শ্বপচও **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সময়েই জন্মান্তর গ্রহণ ব্যতীতই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণত্ব বা গুণগত ব্রাহ্মণত্ব) লাভ করে। প্রাচীন কালে গুণকর্ম্মানুসারেই বর্ণভেদ হইত। শ্রীমদ্ভাগবতও গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের কথাই বলিয়াছেন ; তাই ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের লক্ষণ বিবৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শেষ কালে বলিয়াছেন—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৭।১১।৩৫॥" শ্রীজীবগোস্বামী বা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকা লিখেন নাই। শ্রীধরগোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ।" শমাদিই ব্রাহ্মণাদির মুখ্য লক্ষণ, জন্মমাত্র নহে ; এইসত্য স্থাপন করার জন্যই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"লোকের বর্ণনির্ণায়ক যে লক্ষণ বলা হইল, যদি অন্যবর্ণেও সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে (যে ব্যক্তিতে সেই লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তাহার) সেই লক্ষণানুরূপ বর্ণই নির্দ্দেশ করিবে, (জন্মদ্বারা তাহার বর্ণনির্ণয় করিবে না)।" অর্থাৎ শূদ্রবংশজাত কাহারও মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত শম-দমাদি দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত বলিয়া এবং ব্রাহ্মণবংশজাত কাহারও মধ্যে যদি শূদ্রোচিত গুণমাত্র দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে শূদ্রবর্ণভুক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হইবে না—যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার না থাকে ; শূদ্রবংশে জন্মিলেও লোক ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত হইবে—যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার থাকে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিধি ; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জন্মানুসারেও বর্ণভেদ হইতে থাকে—ক্রমশঃ কেবলমাত্র জন্মদ্বারাই বর্ণ নির্ণীত হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। যখন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিত হইয়াছিল, তখন কেবল জন্মদ্বারাই বর্ণ বা জাতি নির্ণীত হইত ; সুতরাং সেই সময়ে, অব্রাহ্মণ বংশজাত কাহারও গুণকর্ম্মগত প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব থাকিলেও সোমযাগের অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইত না ; কারণ, সোমযাগে যখন ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলে যখন কেহ আর ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইত না, তখন সামাজিক প্রথানুসারে ব্রাহ্মণেতর-বংশজাত কাহারই সোমযাগের অধিকার থাকিতে পারিত না। গুণকর্ম্মানুসারে যিনি সৎকর্ম্মশীল, তিনি ব্রাহ্মণ ; আর যিনি দুষ্কর্ম্মশীল তিনিই শ্বপচ ; জন্মদ্বারাই যখন বর্ণ নির্ণীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতে যে কেহই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তিনি গুণকর্ম্মানুসারে শ্বপচাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া—সৎকর্ম্মশীল বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন ; আর যিনি

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—'তুমি কহ কৃষ্ণ-হরি'॥ ১৮৪
সেই কহে—মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ, সেবা করিয়ে তোমার॥ ১৮৫
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার॥ ১৮৬
তবে মুকুন্দদত্ত কহে—শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥ ১৮৭
তাহাঁ যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা—এই বড় উপকার॥ ১৮৮
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সভার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দৈবচক্রে শ্বপচ-বংশে জন্মিলেন, ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী হইলেও তিনি দুষ্কর্মশীল শ্বপচ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মই সদ্‌গুণের ফল এবং শ্বপচ-বংশে জন্মই অসৎকর্মের ফল বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই এইরূপ সামাজিক প্রথার অনুসরণে তৎকালীন টীকাকারগণ যন্নামধেয়-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় "সবনায় কল্পতে" বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণইব পূজ্যোভবতি, সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয় (চক্রবর্ত্তী); যে দুষ্কর্মের ফলে তাঁহার শ্বপচ-বংশে জন্ম হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ পাপের নাশ হইয়া যায় (চক্রবর্ত্তী)। শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—তখন হইতে তাঁহার (সেই শ্বপচের) সোমযাগ-যোগ্যতা লাভের আরম্ভ হয়; পরজন্মে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াই সোমযাগে অধিকারী হইবে। নামশ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে শ্বপচের পক্ষে সোমযাগের যোগ্যতা লাভ হয় বলিয়া শ্রীজীব স্বীকার করেন না; তিনি বলেন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে তাদৃশ যোগ্যতালাভের আরম্ভ মাত্র হয়, পরজন্মে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই সেই যোগ্যতা পূর্ণরূপে লাভ ঘটিবে। "সদ্যঃ সবনায় কল্পত ইতি। সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীতিবৎ তত্র লব্ধারম্ভো ভবতীত্যর্থঃ। তদনন্তরজন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তদাত্বাধিকারী স্যাদিতি ভাবঃ।" চক্রবর্ত্তিপাদ কিন্তু তৎক্ষণেই যোগ্যতা লাভ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, শ্রীধরস্বামীও স্বীকার করেন। শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীও শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকায় "যন্নামধেয়" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া "সবনায় কল্পতে" বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি—যজনের যোগ্য হয়।" নিজ হাতে অনুষ্ঠান করার নামই যজন। যাহা হউক, যোগ্যতা লাভ হইলেও অধিকার লাভের কথা ইঁহারা কেহই স্পষ্টরূপে বলেন নাই। প্রাচীনকালে যোগ্যতা ও অধিকার প্রায় এক সঙ্গেই চলিত; জন্মগত বর্ণ-বিভাগের পর হইতে কেবল যোগ্যতাই সামাজিক অধিকারের হেতু হয় না। লোকসমাজে ইহা অস্বাভাবিকও নহে; আজ যিনি হাইকোর্টের জজ, কাল যদি তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অবসরের সঙ্গে সঙ্গে বিচারের যোগ্যতা তাঁহার অন্তর্হিত হইবে না বটে; কিন্তু বিচারের অধিকারও তাঁহার থাকিবে না, তৎকালীন তাঁহার কোনও বিচার আইনতঃ প্রামাণ্য হইবে না।

যাহা হউক শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে যে শ্বপচও সবনযাগ-সম্পাদনের উপযোগী যোগ্যতা ও পবিত্রতা লাভ করে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৪। **তারে**—যবন-রাজাকে। প্রভু তাঁহাকে নাম-গ্রহণের উপদেশ দিলেন।

১৮৬। গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হিংসার পাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যবন-রাজা প্রভুর সেবা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

১৮৭-৮৮। প্রীতিজনক কার্য্যকেই সেবা বলে। যবন-রাজের প্রার্থনার উত্তরে মুকুন্দদত্ত তাঁহাকে বলিলেন—"প্রভু গঙ্গাতীরে—গৌড়দেশে—যাইতে চাহেন; তুমি যদি তাঁহার সহায়তা কর ও সুবিধা করিয়া দাও, তাহা হইলে প্রভুর বড়ই উপকার হয়, তাহাতে তিনি বড়ই তুষ্ট হইবেন। পার যদি প্রভুর এই সেবাটী কর।" যবন-রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯০
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥ ১৯১
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ১৯২
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্ব-গণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৩
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ॥ ১৯৪
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৫
মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা-পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৬
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥ ১৯৭
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে—তার জন্ম দেহ ধন্য ॥ ১৯৮
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানীহাটী।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা-শাটী ॥ ১৯৯
'প্রভু আইলা' বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব—জল আর স্থল ॥ ২০০
রাঘবপণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড়, কষ্টে-সৃষ্টে আইলা ॥ ২০১
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা—যাঁহা শ্রীনিবাস ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯০। **মহাপাত্র**—হিন্দু-অধিকারী। **মিতালি**-মিত্রতা।

১৯৮। **অলৌকিক লীলা** ইত্যাদি—যাঁহার অত্যাচারের ভয়ে লোক পথ চলিত না, সেই যবনরাজাই যে নিজে সৈন্যসামন্ত লোকজন লইয়া প্রভুকে পার করিয়া দিলেন, ইহাই প্রভুর এক অলৌকিক লীলার পরিচায়ক।

১৯৯। পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়াই যবনরাজা চলিয়া গেলেন (পিছলদা পর্য্যন্তই তাঁহার নিজের রাজ্যের সীমা ছিল); কিন্তু প্রভুর জন্য তিনি যে নূতন নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই নৌকায় চড়িয়াই প্রভু পানিহাটী পর্য্যন্ত আসিলেন। বিজয়া দশমীতে প্রভু নীলাচল হইতে যাত্রা করেন; কোন্ সময়ে তিনি পানিহাটীতে আসিয়া পৌছেন, তাহার কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। রঘুনাথ দাসগোস্বামী সপ্তগ্রাম হইতে বার দিনে নীলাচলে গিয়া পৌছিয়াছিলেন (৩৬।১৮৬); তন্মধ্যে প্রথম দিন, ধরা পড়িবার ভয়ে, কেবল পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিলেন (৩৬।১৬৯, ১৭২); দ্বিতীয় দিন প্রভাতে দক্ষিণ দিকে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন (৩৬।১৮২)। প্রথম দিনের গমন তাঁহার বৃথাই হইয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই যদি দক্ষিণ দিকে চলিতেন, তাহা হইলে নীলাচলে পৌছিতে তাঁহার বোধ হয় এগার দিন সময় লাগিত। ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি আবার প্রসিদ্ধ পথেও চলেন নাই; "কু-গ্রাম দিয়া-দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ৩৬।১৮৩ ॥" প্রসিদ্ধ পথে গেলে হয় তো আরও কম সময় লাগিত। যাহা হউক, নীলাচল হইতে পানিহাটীতে আসিতে মহাপ্রভুর বার তের দিনের কম সময় লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

পানিহাটী—চব্বিশ পরগণা জেলায়; কলিকাতার নিকটে; এখানে রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট; এখানেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় রঘুনাথ দাসগোস্বামী চিড়ামহোৎসব করিয়াছিলেন। **নাবিক**—মাঝি। **কৃপাশাটী**—কৃপারূপ বস্ত্র (সাড়ী)। প্রভু নৌকার মাঝিকে একখানা কাপড় পুরস্কারস্বরূপে দিয়াছিলেন; মাঝির প্রতি প্রভুর কৃপাই যেন বস্ত্ররূপ ধরিয়া তাহার হাতে গেল—বস্ত্ররূপে প্রভুর কৃপাই যেন তাহাকে কৃতার্থ করিল।

২০১। **প্রভু লঞা গেলা**—রাঘব পণ্ডিত প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

২০২। **নিবাস**—বাস। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাসপণ্ডিত; কুমারহট্টেই (কুমার হাটীতে) তাঁহার বাড়ী ছিল। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল।

তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ ২০৩
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড়ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ॥ ২০৪
মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষকোটি লোক তথা পাইল দর্শন ॥ ২০৫
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥ ২০৬
শান্তিপুরাচার্য্য গৃহে যৈছে আইলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২০৭
তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলিগ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥ ২০৮
তাহাঁ যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা।
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা ॥ ২০৯
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিল বর্ণন।
নাটশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগমন ॥ ২১০
নাটশালা হৈতে প্রভু পুন ফিরি আইলা।
লোক-ভিড়-ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা ॥ ২১১
শান্তিপুরে পুন কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৪-০৬। **বাচস্পতি গৃহে**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে। **কুলিয়া**—কুলিয়া নামক গ্রামে। ২।১।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কুলিয়াতে প্রভু মাধবদাসের গৃহে সাতদিন ছিলেন। **সব অপরাধিগণে**—দেবানন্দ ও গোপালচাপালাদিকে এবং পূর্ব্বে যাঁহারা প্রভুর নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও।

২১০। **সূত্রমধ্যে**—মধ্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ১৪০-২১২ পয়ারে। **নাটশালা**—কানাইর নাটশালা।

২১২। **বিস্তারি বর্ণিয়াছেন** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, প্রভু কুলিয়া হইতেই গঙ্গাতীর পথে রামকেলিতে গিয়াছিলেন; রামকেলিতে যাওয়ার পথে প্রভুর শান্তিপুরে যাওয়ার কথা কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন; কিন্তু বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। আবার, কবিরাজ বলেন—রামকেলি হইতে প্রভু কানাইর নাটশালায় গিয়াছিলেন; সেস্থান হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন—রামকেলি হইতেই প্রভু শান্তিপুরে আসেন; কানাইর নাটশালায় যাওয়ার কথা বৃন্দাবনদাস উল্লেখই করেন নাই। রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মিলনের কথা, বহু লোক সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার অসমীচীনতাসম্বন্ধে প্রভুর প্রতি শ্রীসনাতনের উপদেশের কথাও বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তি হইতে মনে হয়—নীলাচলেই প্রভুর সঙ্গে রূপ-সনাতনের প্রথম মিলন হইয়াছিল এবং নীলাচলেই প্রভু সনাতনের পূর্ব্ব সাকর-মল্লিক নাম ঘুচাইয়া সনাতন নাম রাখেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৯ম পরিচ্ছেদ)। তিনি আরও বলিয়াছেন—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এক সঙ্গেই প্রভুর সহিত নীলাচলে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ বলেন—রাম-কেলিতেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং রামকেলিতেই প্রভু তাঁহাদের পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করাইয়া রূপ-সনাতন নাম রাখেন। ইহার পরে প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে আসেন, তখন সেস্থানে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম প্রভুর সহিত মিলিত হন, প্রভু দশ দিন পর্য্যন্ত শ্রীরূপকে রসতত্ত্বাদি শিক্ষা দেন। তারপর তাঁহারা দুই ভাই বৃন্দাবনে যান এবং প্রভু কাশীতে আসেন। কাশীতেও প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন হয় এবং দুই মাস পর্য্যন্ত প্রভু সনাতনকে নানাবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দেন। ইহার পরে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সনাতন বৃন্দাবনে যান। সনাতনের বৃন্দাবনে উপস্থিতির পূর্ব্বেই অনুপমের সঙ্গে শ্রীরূপ বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাওয়ার জন্য গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন; গৌড়ে আসিলে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়; শ্রীরূপ গৌড় হইতে নীলাচলে যান সম্ভবতঃ ১৪৩৮ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে। কিছুকাল নীলাচলে অবস্থানের পরে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তাহার পরে একবার শ্রীসনাতন নীলাচলে আসিয়াছিলেন—একাকী, ঝারিখণ্ড পথে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস

অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার॥ ২১৩
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথদাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ২১৪
হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষমুদ্রার ঈশ্বর॥ ২১৫
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥ ২১৬
নদীয়াবাসি-ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ ২১৭
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার॥ ২১৮
মিশ্রপুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে॥ ২১৯
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥ ২২০
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥ ২২১
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥ ২২২
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা প্রসন্ন॥ ২২৩
আচার্য্য-প্রসাদে পাইলা প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচসাত॥ ২২৪
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল॥ ২২৫
বারবার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ-হৈতে॥ ২২৬
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি সেবক দুই-ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥ ২২৭
এই একাদশ জন রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত-অন্তর॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রয়াগে ও কাশীতে যথাক্রমে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শিক্ষার কথা কিছুই লিখেন নাই; অবশ্য কবিকর্ণপূর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শান্তিপুরে শ্রীল রঘুনাথদাসের সহিত প্রভুর মিলনের কথাও দৃষ্ট হয় না।

২১৫। **সপ্তগ্রামে**—সপ্তগ্রাম-নামক স্থানে। **বার লক্ষ মুদ্রার**—বার লক্ষ টাকা আয়ের ভূমির মালিক।

২১৬। **মহৈশ্বর্য্যযুক্ত**—প্রচুর সম্পত্তিশালী। **বদান্য**—দানশীল। **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণের প্রতিপালক।

২১৭। **উপজীব্যপ্রায়**—আশ্রয়তুল্য।

অর্থ ভূমি গ্রাম—টাকা পয়সা, জমি ও গ্রামের স্বত্বাদি দিয়া তাঁহারা নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণদের সহায়তা করিতেন।

২১৮। **নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী**—প্রভুর মাতামহ। **আরাধ্য**—পূজনীয়, শ্রদ্ধার পাত্র। **ভ্রাতৃব্যবহার**—নিজের ভাইয়ের মত দেখিতেন।

২১৯। **মিশ্রপুরন্দরের**—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের। **দুইজনে**—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে।

২২২। **প্রভু পাদস্পর্শ**—প্রভু কৃপা করিয়া পাদ (চরণ)-দ্বারা রঘুনাথদাসকে স্পর্শ করিলেন।

২২৩। **তাঁর পিতা**—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাস। **আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। **আচার্য্যসেবন**—নানারূপে সাহায্যাদি করিয়া আচার্য্যের সেবা করিতেন। **তাঁরে**—রঘুনাথের প্রতি।

২২৬। **নীলাদ্রি**—নীলাচলে প্রভুর নিকটে।

২২৭। **পঞ্চ পাইক**—পাঁচজন পাইক (পেয়াদা বা পাহারাওয়ালা)। এগার জন লোক সর্ব্বদা রঘুনাথ দাসকে পাহারা দিত, যেন আবার পলাইয়া না যায়, এই ভয়ে।

এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিঞা পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা—॥ ২২৯
আজ্ঞা দেহ, যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥ ২৩০
শুনি তাঁর পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া ॥ ২৩১
সাতদিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে—॥ ২৩২
রক্ষকের হাথে মুঞি কেমনে ছুটিব ?।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ? ॥ ২৩৩
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপে কহে তারে আশ্বাস-বচন—॥ ২৩৪
স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ ২৩৫
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাশক্ত হৈয়া ॥ ২৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩১। **বহু লোক দ্রব্য দিয়া**—সঙ্গে অনেক লোক দিলেন (যেন রঘুনাথ পথ হইতে পলাইতে না পারে) এবং অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অনেক জিনিসপত্রও পাঠাইলেন।

২৩২। **মনঃকথা কহে**—মনে মনে বলেন। কি বলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৩৫। **বাতুল**—পাগল। **ভবসিন্ধুকূল**—সংসার-সমুদ্রের কূল। একদিনে হঠাৎ কেহ সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না ; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়।

তখনই সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার নিমিত্ত প্রভু রঘুনাথদাসকে নিষেধ করিলেন। কি ভাবে সংসারে থাকিলে ভক্তির আনুকূল্য হইতে পারে, প্রভু তাঁহাকে সেই উপদেশও দিলেন, ২৩৬-৩৭ পয়ারে।

২৩৬। **মর্কট-বৈরাগ্য**—বাহ্য বৈরাগ্য ; বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ। মর্কট অর্থ বানর। বানর উলঙ্গ থাকে, ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করে, বৃক্ষশাখায় বাস করে—গৃহাদি নির্ম্মাণ করে না—এসমস্তই বৈরাগ্যের লক্ষণ ; কিন্তু বানর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ভিতরে বিষয়-বাসনা পোষণ করিয়া বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্নধারণকেই মর্কট-বৈরাগ্য বা বানরের ন্যায় বৈরাগ্য বলে। যাঁহারা বিষয়ে অনাশক্ত, বিষয়-বাসনার লেশমাত্রও যাঁহাদের চিত্তে নাই, বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ না করিলেও তাঁহারাই প্রকৃত বৈরাগী। বস্তুতঃ রঘুনাথের বৈরাগ্য মর্কট-বৈরাগ্য ছিল না, তাঁহার বৈরাগ্য ছিল খাঁটী—অকৃত্রিম ; এই বৈরাগ্যের প্রেরণায় তিনি বাহিরেও বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন—কোনও বিষয়কর্ম্ম করিতেন না, অন্তঃপুরে রাত্রিযাপন করিতেন না, ভাল খাদ্য,—ভাল পোষাক গ্রহণ করিতেন না। তাহাতেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আশঙ্কা করিতেছিলেন—তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাই তাঁহার জন্য পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—"তোমার ভিতরে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, উত্তম কথা। কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিও না। বাহিরে অন্য দশজন লোকের মতনই আচরণ করিবে, যেন তোমার ভিতরের বৈরাগ্য কেহ বুঝিতে না পারে। তবে অন্য দশজনের সঙ্গে তোমার বাহিরের আচরণের পার্থক্য থাকিবে এই যে—অন্য দশজন বিষয় ভোগ করে তাদের বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ; তাহাদের বিষয়ভোগের পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাদের বিষয়াসক্তি ; কিন্তু তুমি বিষয়ভোগ করিবে অনাসক্ত হইয়া। কোনও বস্তুর প্রতি তোমার লোভ, কোনও বস্তুর প্রতি তোমার বিরক্তি থাকিবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারাদির বস্তু-সম্বন্ধে তুমি থাকিবে উদাসীন।" এই উপদেশের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে—এইরূপ আচরণে রঘুনাথের বৈরাগ্য কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া লক্ষবান হেমের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে এবং তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার দর্শনে আত্মীয়-স্বজনের মনও আশ্বস্ত হইবে, পাহারার কড়াকড়িও কমিয়া যাইবে। এইরূপে রঘুনাথের সম্বন্ধে মর্কট-বৈরাগ্য অর্থ বাহিরের বৈরাগ্যচিহ্ন। **লোক দেখাইয়া**—যাহা লোক দেখিতে পায়, এইরূপ ; বাহিরের। **যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ**—ভক্তি-অঙ্গের রক্ষার উপযোগী বিষয় ভোগ কর ; যতটুকু বিষয়

অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ ২৩৭
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোনছলে ॥ ২৩৮
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ? ॥ ২৩৯
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪০
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা—সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হৈয়া ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভোগে ভক্তি-অঙ্গ রক্ষা হইতে পারে, ততটুকু বিষয় ভোগ করিবে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ঘোর বিষয়ীর লক্ষণ; কিন্তু ভাল খাওয়ার জিনিস, কিম্বা ভাল পরার জিনিস যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী হয়, তবে তাহা গ্রহণে দোষ নাই; তবে অনাসক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল না খাইলে আমার চলিবে না, এইরূপ ভাব ঐ ঐ জিনিসে আসক্তির লক্ষণ; এইরূপ ভাব বর্জ্জন করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উত্তম বস্তু আস্বাদন করিয়াছেন—এইরূপ জ্ঞানে, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন—ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী বস্তু গ্রহণে দোষ নাই। আর, বিষয়কে নিজের বিষয় মনে না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বিষয় মনে করিয়া তাঁহারই দাসরূপে ঐ বিষয়কর্ম্ম করিলেও ভক্তি-অঙ্গের আনুকূল্য হইতে পারে।

২৩৭। **অন্তর্নিষ্ঠা কর**—অন্তরে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা কর; মনকে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন কর। **বাহ্যে**—বাহিরে; বাহিরের আচরণে। **লোকব্যবহার**—অন্য লোক যেরূপ আচরণ করে, সেইরূপ আচরণ করিবে, যেন তোমার ভিতরের কথা কেহ জানিতে না পারে। বাহিরে বিষয়-কর্ম্মাদি করিবে, লোকের সঙ্গে দশজনের মত ব্যবহার করিবে; কিন্তু মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত রাখিবে।

করিবে উদ্ধার—সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন।

যেভাবে চলাফেরাদি করার জন্য প্রভু রঘুনাথকে উপদেশ দিলেন, সেইভাবে চলিলে ভক্তিপথের উন্নতি তো সহজই, অধিকন্তু, রঘুনাথের সর্ব্বদা নজরবন্দী হইয়া থাকার অস্বস্তিও অনেকটা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রভুর উপদেশানুরূপ ভাবে চলিলে বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া রঘুনাথের পিতামাতা মনে করিবেন—রঘুনাথের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মিলে রঘুনাথের উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্তও হয়তো আর থাকিবে না—কাজেই, কড়া পাহারার দরুণ তাঁহার চিত্তে যে একটা অস্বস্তি সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল, তাহাও দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

২৩৮-৩৯। প্রভু আরও বলিলেন—"আমি নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাইব; বৃন্দাবন হইতে আমি ফিরিয়া আসিলে পর কোনও ছলে ছুটিয়া তুমি নীলাচলে আমার নিকটে যাইও; তৎপূর্ব্বে যাইও না।" **সেকালে**—আমি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে। **সে ছল**—যে ছলে তুমি গৃহত্যাগ করিবে, সেই ছল।

যখন তোমার নীলাচলে যাওয়ার সময় হইবে, তখন কৃষ্ণই তোমার যাওয়ার সুযোগ করিয়া দিবেন। তোমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা আছে, তোমার কোনও চিন্তা নাই।

যে সুযোগে রঘুনাথ যথাসময়ে গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অন্ত্য-লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫৮-৭০ পয়ারে তাহা দ্রষ্টব্য।

২৪১। **বাহ্য বৈরাগ্য** ইত্যাদি—বৈরাগ্যের ও বাতুলতার (প্রেমোন্মত্ততার) বাহ্যিক চিহ্নাদি সমস্ত ত্যাগ করিলেন। **অনাসক্ত হৈয়া**—আসক্তিশূন্য হইয়া। এই কার্য্যটী না করিলে, আমার অনেক আর্থিক ক্ষতি হইবে, আমার নিজের এবং আমার স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতার হানি হইবে, ইত্যাদি ভাবে ব্যাকুল হওয়াই আসক্তির লক্ষণ; এইরূপ আসক্তি ত্যাগ করিয়া।

দেখি তার পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪২
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সর্ব্বভক্তগণ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৩
সভা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি—।
সভে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৪
সভা-সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন।
এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৫
তাহাঁ হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সভে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥ ২৪৬
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা মাগি লৈল ॥ ২৪৭
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া ॥ ২৪৮
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৪৯
প্রভু আসি জগন্নাথ-দরশন কৈল।
'মহাপ্রভু আইলা' গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫০
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিল।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সভারে করিল ॥ ২৫১
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ-শিখি আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫২
গদাধর আসি প্রভুরে মিলিলা।
সভার আগেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৩
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
'নিজমাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥' ২৫৪
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজভক্তগণ ॥ ২৫৫
লক্ষ লক্ষ লোক আসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৬
যথা রহি, তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৭
কষ্ট-সৃষ্ট করি গেলাম রামকেলিগ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ-সনাতন নাম ॥ ২৫৮
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৫৯
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে ক্ষীণ ॥ ২৬০
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈয়া তবে কহিল দোঁহারে—॥ ২৬১
উত্তম হইঞা 'হীন' করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥ ২৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪২। **আবরণ**—পলাইয়া যাইবার ভয়ে যে পাহারা ইত্যাদি রাখা হইয়াছিল তাহা। **শিথিল হইল**—রঘুনাথ বিষয়ে মন দিয়াছেন দেখিয়া সকলে মনে করিলেন, তিনি আর পলাইয়া যাইবেন না; এজন্য তাঁহাকে পাহারা দেওয়ার জন্য আর পূর্ব্বের ন্যায় সতর্কতা রক্ষা করা হইত না।

২৪৩। ২৪০ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। **ইহাঁ**—এইদিকে, শান্তিপুরে।

২৪৫। **এ-বর্ষ ইত্যাদি**—রথযাত্রা উপলক্ষে এ বৎসর আর কেহ নীলাচলে যাইও না।

বস্তুতঃ প্রভুকে দর্শন করার জন্যই তাঁহারা রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন; এ বৎসর যখন শান্তিপুরেই সকল ভক্তের সঙ্গে একবার দেখা হইল, তখন আর নীলাচলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই প্রভু সকলকে নিষেধ করিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছাও বোধ হয় প্রভুর ছিল।

২৪৮। **তাঁরে**—শচীমাতাকে।

২৫২। **শিখি**—শিখিমাহিতী।

২৫৪। প্রভু কেন বৃন্দাবনে না গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন ২৫৪-৭৩ পয়ারে।

২৫৯। **ভক্তরাজ**—ভক্তশ্রেষ্ঠ। **ব্যবহারে**—ব্যবহারিক জগতে। **রাজপাত্র**—রাজকর্ম্মচারী।

এত কহি আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল।
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী কহিল—॥ ২৬৩
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥ ২৬৪
তবে আমি শুনিল মাত্র, না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাঙ কানাইর নাটশালাগ্রাম ॥২৬৫
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল—।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ? ॥ ২৬৬
ভালত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে 'এই এক ঢঙ্গে' ॥ ২৬৭
দুর্ল্ভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৬৮
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে ॥ ২৬৯
বাদিয়ার বাজী পাতি চলিলাম তথারে।
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭০
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ একাকী হইয়া।
সৈন্য-সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥ ২৭১
'ধিক্ ধিক্ আপনাকে' বলি হইলাঙ্ অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুন আইলাঙ্ গঙ্গাতীর ॥ ২৭২
ভক্তগণে রাখি আইনু নিজ নিজ স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ-ছয়-জনে ॥ ২৭৩
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাব বৃন্দাবনে।
সভে মেলি যুক্তি দেহ হঞা পরসন্নে ॥ ২৭৪
গদাধরে ছাড়ি গেনু, ইহ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ ২৭৫
তবে গদাধরপণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু-পদে ধরি কহে বিনয় করিয়া—॥ ২৭৬
তুমি যাহাঁ-যাহাঁ রহ—তাহাঁ বৃন্দাবন।
তাহাঁ যমুনা গঙ্গা সর্ব্বতীর্থগণ ॥ ২৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৬৩। **প্রহেলী**—হেঁয়ালি। হেঁয়ালিটী পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৬৪। এত অধিক-সংখ্যক লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া সঙ্গত নহে।

২৬৫। **তবে**—সনাতন যে সময়ে এই কথা বলিলেন, সেই সময়ে। **না কৈল অবধান**—বেশী মনোযোগ দিয়া তাঁরে কথা ভাবিয়া দেখি নাই।

২৬৭। এত লোক সঙ্গে বৃন্দাবন যাইতেছি দেখিলে লোকে মনে করিবে—আমি এক ঢং করিতেছি, লোককে তামাসা দেখাইতেছি—নিজের মহিমা-খ্যাপনের চেষ্টা করিতেছি।

২৬৮। বহুলোক সঙ্গে থাকিলে তাহাদের কোলাহলাদিতে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যাইবে না; তাই দুই একজন সঙ্গে লইয়াই বৃন্দাবনে যাওয়া সঙ্গত।

২৬৯। **দুগ্ধদান ছলে**—২।৪।২৩-৪২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৭০। **বাদিয়ার বাজী**—বাদিয়া বা বাজীকর যেমন হৈ চৈ করিয়া নিজে যে আসিয়াছে, তাহা প্রচারিত করে, আমিও সেইরূপ বহুলোক সঙ্গে, মহা হৈ চৈ করিয়া নিজে যে বৃন্দাবন যাইতেছি, তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া চলিতেছি। **বহু সঙ্গে** ইত্যাদি—বহু লোক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নহে।

২৭২। **নিবৃত্ত হইয়া**—বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া; ফিরিয়া আসিয়া। গৌড়দেশ দিয়া প্রভুর বৃন্দাবন না যাওয়ার মুখ্য কারণ ২।১৭।৫০-৫১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৭৪। **পরসন্নে**—প্রসন্ন; খুসী।

২৭৫। প্রভু বোধ হয় এস্থলে শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তের মনে দুঃখ দিয়া কোনও কাজ করিতে গেলে তাহা সফল হয় না।

তভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে ॥ ২৭৮
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৭৯
পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল-রহ, কে করে বারণ ॥ ২৮০
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে—।
সভাকার ইচ্ছায় পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥ ২৮১
সভার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিঞা প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮২
সেইদিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৩
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৪
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ২৮৫
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু একদিনের লীলার নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৬
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
গৌড়গমনবিলাসো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৭৮। **লোক শিখাইতে**—তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, নিজের আচরণদ্বারা। **চিতে**—চিত্তে, মনে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ। ১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুগতি—॥ ২
মোর সহায় কর যদি তুমি দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৩
রাত্র্যে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥ ৪
কেহো যদি সঙ্গে মেলে—পাছে উঠি ধায়।
সভাকে রাখিবে, যেন কেহো নাহি যায় ॥ ৫
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবা, না মানিবা দুঃখ।
তোমাসভার সুখে পথে হবে মোর সুখ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ব্যাঘ্রেভৈণ ইতি পাঠে ব্যাঘ্রেণ ইতো গতো য এণো হরিণঃ। ইভেতি পাঠঃ সুগমঃ। সহোন্নৃত্যান্ সহ একদা উন্নৃত্যান্ এবং প্রেমোন্মত্তান্ কৃষ্ণজল্পিনশ্চ কৃষ্ণনামোচ্চারকান্ বিদধে কৃতবানিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মধ্য-লীলার এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বনপথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন, ঝারিখণ্ডপথে বন্যপশু-পক্ষি-কীটপতঙ্গ-তরুলতাদিকে এবং অসভ্য পার্ব্বত্য ভীল্লাদি জাতিকে নামপ্রেমদান, কাশীতে তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন, মথুরায় নানাতীর্থ দর্শন, মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত মিলন, বৃন্দাবন-ভ্রমণাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** গৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবন) গচ্ছন্ (গমন করিতে করিতে) বনে (বনমধ্যে) ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতিকে) প্রেমোন্মত্তান (প্রেমোন্মত্ত) সহোন্নৃত্যান (একসঙ্গে একই সময়ে নৃত্যপরায়ণ), কৃষ্ণজল্পিনঃ (এবং কৃষ্ণনামোচ্চারক) বিদধে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে পথে বনমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও পক্ষীদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া একই সময়ে একসঙ্গে নৃত্য করাইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন। ১

প্রভুর অলৌকিক শক্তিতে বন্য পশু-পক্ষীও যে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছিল এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী ২৪-৪৩ পয়ারসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে।

২। **শরৎকাল**--১৪৩৭ শকাব্দার শরৎকাল। ১৪৩৬ শকাব্দার বিজয়া দশমীতে প্রভু গৌড়ে গিয়াছিলেন; তৎপরবর্ত্তী বৎসর ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ২।১৬।৮৫, ৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চলিতে**—বৃন্দাবনে যাইতে। **মতি**—ইচ্ছা। **যুগতি**—যুক্তি, পরামর্শ।

৩। **সহায়**—সাহায্য। প্রভু তাঁহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য আশা করেন, তাহা ৪-৬ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪-৬। **রাত্র্যে** ইত্যাদি—রাত্রে পলাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যাওয়ার সময় কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, সুতরাং কেহ সঙ্গে যাওয়ার চেষ্টাও করিতে পারিবে না। **কেহো যদি** ইত্যাদি—যদিই বা কেহ

দুইজন কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ পরতন্ত্র ॥ ৭
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন।
'তোমার সুখে আমার সুখ' কহিলে আপনে ॥ ৮
আমা সভার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয় ॥ ৯
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি ॥ ১০
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর, সঙ্গে চলু বিপ্র একজন ॥ ১১
প্রভু কহে—নিজসঙ্গী কাহো না লইব।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হ'ব ॥ ১২
নূতন সঙ্গী হইবেক—স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই, তবে লই একজন ॥ ১৩
স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়—পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥ ১৪
প্রথমেই তোমাসঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥ ১৫
ইহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা কৃত্য ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

টের পাইয়া সঙ্গে যাওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে নিষেধ করিয়া এখানে রাখিয়া দিবে (স্বরূপ-রামানন্দের নিকটে প্রভু এই সাহায্যই চাহিয়াছিলেন)। **তোমা সভার সুখে** ইত্যাদি—যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, তাহা হইলে পথে আমার কোনও কষ্টই হইবে না।

৭। **দুইজনে**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ। **স্বতন্ত্র**—স্বাধীন। **পরতন্ত্র**—পরাধীন।

১০। **উত্তম ব্রাহ্মণ**—সৎস্বভাব ব্রাহ্মণ অথবা ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ। **ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে**—গৃহস্থের বাড়ী হইতে তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পাক করিয়া তোমাকে খাওয়াইবে। **যাবে পাত্র বহি**—তোমার জলপাত্রাদি বহন করিয়া যাইবে।

১১। **বনপথে যাইতে**—তুমি যে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন যাইতে চাহিতেছ, সেই পথের নিকটে। **ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ**—যে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্নাদি ভোজন করা যায়; আচরণীয় ব্রাহ্মণ।

১২। **নিজ সঙ্গী**—এখানে আমার সঙ্গে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও। **কাহো**—কাহাকেও। **আনের**—অন্যের।

১৩। **স্নিগ্ধ**—স্নেহযুক্ত; কোমল।

১৪। **সুস্নিগ্ধ**—অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। **সাধু**—ভক্ত বা নির্ম্মল চরিত্র। **আর্য্য**—সরল। আচারবান্।

১৫। **আইলা গৌড় হৈতে**—২।১।২২২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬। **ইঁহার সঙ্গে**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। **বিপ্র এক ভৃত্য**—এক বিপ্র-ভৃত্য; ব্রাহ্মণ-বংশজাত এক ভৃত্য (চাকর)। **ইঁহো পথে** ইত্যাদি—এই বিপ্রভৃত্য পথিমধ্যে তোমার সেবা (অঙ্গসেবাদি) এবং ভিক্ষাকৃত্য (তোমার আহার-সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি) করিবে।

কেহ কেহ বলেন—এই পয়ারে "বিপ্র এক ভৃত্য" অর্থ—এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য। তাঁহারা বলেন, এইরূপ অর্থ না করিলে ২।১৮।১৬২ পয়ারের "গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিনজন" এই পাঠের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ-বিপ্র এই দুইজন মাত্র গৌড়িয়াই পাওয়া যায়; কিন্তু "এক বিপ্র ও এক ভৃত্য"—এইরূপ অর্থ করিলে ভট্টাচার্য্যকে লইয়া তিনজন গৌড়িয়াই পাওয়া যায়। কিন্তু "বিপ্র এক ভৃত্য"-এই বাক্যের সহজ অর্থ ধরিলে "এক বিপ্র-ভৃত্য, ব্রাহ্মণবংশীয় একজন ভৃত্য"—ইহাই পাওয়া যায়; "একজন বিপ্র ও একজন ভৃত্য"—এইরূপ অর্থ যেন কষ্টকল্পিত বলিয়াই মনে হয়; পরবর্ত্তী ১৮ এবং ৬২ পয়ারেও কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের এবং তাঁহার সঙ্গীয় বিপ্রের কর্ত্তব্য-কার্য্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, অতিরিক্ত ভৃত্যের কোনও কার্য্যের উল্লেখ করা হয় নাই; সুতরাং

ইহা সঙ্গে লহ যদি, সভার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোন দুখ ॥ ১৭
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥ ১৮
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্রভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি নিল ॥ ১৯
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥ ২০
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২১
স্বরূপগোসাঞি সভায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সভে জানি প্রভুর মন ॥ ২২
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ ২৩
নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ২৪
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥ ২৫
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয় ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভৃত্যের আবশ্যকতাও দেখা যায় না ; আবশ্যকতা না থাকায়, ভৃত্য ছিল বলিয়াও মনে হয় না। ২।১৮।১৬২ পয়ারের পাঠ-সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, উক্ত পয়ারে "কাঁপে তিনজন"-স্থলে কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটীর ৬৫৮নং হস্তলিখিত পুঁথিতে "কাঁপে দুইজন" পাঠই দৃষ্ট হয় এবং ২।১৮।১৫৫, ১৫৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, পয়ারের "পঞ্চ" স্থলেও উক্ত পুঁথিতে "চারি" পাঠ পাওয়া যায়। এসিয়াটিক-সোসাইটীর পুঁথির পাঠ সঙ্গত হইলে গৌড়িয়া হয় মাত্র দুইজন ; তাহা হইলে, "বিপ্র এক ভৃত্য" বাক্যের অর্থ—"এক বিপ্রভৃত্য" এইরূপও হইতে পারে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও তাঁহার "শ্রীশ্রীঅমিয়-নিমাইচরিতের" পঞ্চম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় (৪র্থ সংস্করণ) ঝারিখণ্ডপথে প্রভুর সঙ্গে—কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ-ভৃত্য, মোট এই দুই জনমাত্র ছিলেন বলিয়াই লিখিয়াছেন। ২।১৮।১৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য (টী. প. দ্র.)।

১৮। **এই বিপ্র**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীয় বিপ্র। **বস্ত্রাম্বুভাজন**—বস্ত্র (কাপড়, বহির্ব্বাস) ও অম্বুভাজন (জলপাত্র)। **ভিক্ষাটন**—তণ্ডুলাদি ভিক্ষার নিমিত্ত লোকালয়ে গমন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পাক করিয়া তোমাকে খাওয়াইবে ; আর এই বিপ্র তোমার কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহন করিয়া নিবে।

২০। **পূর্ব্বরাত্রে**—রাত্রির পূর্ব্বভাগে (প্রথম ভাগে) ; সন্ধ্যারাত্রিতে। **আজ্ঞা লঞা**—শ্রীজগন্নাথের আদেশ লইয়া, বৃন্দাবন যাওয়ার নিমিত্ত। **লুকাইয়া**—অপর কাহাকেও না জানাইয়া।

২২-২৩। **কৈল নিবারণ**—প্রভুর অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিলেন। **উপপথে**—অপ্রসিদ্ধ পথে।

২৫। **পালে পালে**—দলে দলে। **আবেশে**—প্রেমাবেশে।

২৬। বনের মধ্যদিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিয়াছেন ; লোকজন কোথাও নাই ; কিন্তু দলে দলে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি হিংস্র বন্যজন্তু ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পথের উপরেও আসিতেছে। দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গীয় বিপ্র অত্যন্ত ভয় পাইলেন ; প্রভুর কিন্তু এ সমস্তের খেয়ালই নাই ; তিনি প্রেমাবেশে চলিতেছেন ; কিন্তু হিংস্র জন্তুগণ কাহাকেও আক্রমণ করিল না, তাহারা বরং তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া এক পাশে গিয়াই দাঁড়াইল ; এমনিই প্রভুর অপূর্ব্ব শক্তি।

সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমানন্দরসে আপ্লুত করিতে পারেন ; প্রেমানন্দরসে আপ্লুত হইলে জীব স্বাভাবিক হিংসাবিদ্বেষাদি ভুলিয়া যায় ; শ্রীকৃষ্ণনামেরও

একদিন পথে ব্যাঘ্র করি আছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৭

প্রভু কহে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপ শক্তি আছে; যেহেতু নাম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ; এজন্যই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় লিখিয়াছেন, "শুনিয়া গোবিন্দরব, আপনি পালাবে সব, সিংহরবে যথা করিগণ।" সিংহের গর্জ্জন শুনিলে যেমন হস্তিগণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দনাম শুনিলেই হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। এস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার মুখে ভুবনমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু যে স্বাভাবিক-হিংসাদি ত্যাগ করিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ভগবান্; সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা; ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর চিত্তের নিয়ন্তাও তিনিই; তিনি তাহাদের চিত্তকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, যাহাতে তাহারা হিংসাদি ভুলিয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। স্বয়ংভগবানের কথা তো দূরে—তাঁহার কোনও স্বরূপের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুগণ হিংসা করে না; এজন্য গভীর অরণ্যমধ্যেও সাধু-মহাত্মাগণ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া ভজন-সাধন করিতে পারেন। **তারা**—ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার ও শূকরগণ।

২৭-২৮। একদিন বনমধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন; প্রভুর পথে একটী বাঘ শুইয়া ছিল; প্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিতেছিলেন, বাঘকে তিনি দেখেন নাই; হঠাৎ বাঘের গায়ে প্রভু হোঁচট খাইলেন; তখন প্রভুর খেয়াল হইল, বাঘ দেখিলেন; দেখিয়াই প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিলেন। প্রভুর চরণস্পর্শে বাঘ ধন্য হইল, তাহার প্রারব্ধ ধ্বংস হইয়া গেল, তাহার চিত্তে প্রভুর কৃপায় প্রেমের সঞ্চার হইল। বাঘ উঠিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রশ্ন হইতে পারে বাঘ মানুষের মত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না; তথাপি কিরূপে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিল? শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি স্বপ্রকাশ ও অপ্রাকৃত বস্তু; এসব প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মানুষও প্রাকৃত-জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না; তবে, যে ভাগ্যবান্ নাম লইতে ইচ্ছা করেন, নাম স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার জিহ্বায় উদিত হন; যেহেতু, নাম রূপাদি শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় স্বপ্রকাশ-বস্তু। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভ. র. সি. ১।২।১০৯॥" নাম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইলে স্বপ্রকাশ নাম জিহ্বায় স্ফুরিত হয়; ইহাই এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়। মানুষ বরং নাম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইতে পারে, যেহেতু মানুষের বিচার-শক্তি আছে; কিন্তু বিবেকহীন বন্য-পশু কিরূপে নাম-গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইবে? আর কিরূপেই বা নাম তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইবে? বিচারশক্তি থাকিলেই যদি জীব নাম-গ্রহণে উন্মুখ হইত, তাহা হইলে সকল মানুষই নাম গ্রহণ করিত। নাম গ্রহণে ইচ্ছার হেতু, বিচার-শক্তি নহে—সাধুকৃপা বা ভগবৎ-কৃপাই ইহার হেতু। এস্থলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া বন্য-পশুকে "কৃষ্ণ" বলার জন্য আদেশ করিলেন; তাঁহার কৃপাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ঐ পশুর মনেও নাম-গ্রহণের ইচ্ছা জন্মিতে পারে; এবং ইচ্ছা জন্মিলেই স্বপ্রকাশ নাম কৃপা করিয়া তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইতে পারে। আর এক ভাবেও এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যায়। আধ্যাত্মিক শক্তিশূন্য সাধারণ মানুষকেও বন্য-পশু-পক্ষীকে পোষ মানাইয়া তাহাদের দ্বারা নিজের ইচ্ছানুরূপ অনেক কাজ করাইতে দেখা যায়; এমন কি, শুক, শালিক, ময়না প্রভৃতি পক্ষীদ্বারা কৃষ্ণ, রাম, হরি ইত্যাদি নাম পর্য্যন্তও লওয়াইতে দেখা যায়। অবশ্য, একদিনে কেহ ইহা করিতে পারে না; অভ্যাসদ্বারা ক্রমে ক্রমে ইহা করিয়া থাকে। আর যে সকল মানুষ আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন—অরণ্যবাসী সাধু মহাজনগণ—তাঁহাদের দ্বারা অতি সহজেই এইরূপ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে; যেহেতু, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মা প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন; এই

আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান। মত্ত-হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরমাত্মা প্রত্যেককেই সৎপথে চলিতে ইঙ্গিত করেন; কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না; ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা এই মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা পরমাত্মার ইঙ্গিত তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন; তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মা পূর্ণরূপে স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন; এইরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত পরমাত্মার নিকটেও যে আসে, উৎকট অপরাধ না থাকিলে, তাহারও অন্তঃকরণে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য মায়াবন্ধন শিথিল হইয়া যায়; কারণ, যেখানে ঈশ্বর, সেখানে মায়া থাকিতে পারে না, যেখানে সূর্য্য সেখানে অন্ধকার থাকিতে পারে না। এইরূপে মায়ামোহ কাটিয়া গেলে, সেও তখন পরমাত্মার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে। তাই আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ইঙ্গিত বা আদেশ বন্য-পশু-পক্ষীও বুঝিতে পারে। এই গেল জীবের কথা। আর মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্—পরমাত্মারও পরমাত্মা। তাঁহার অসীম শক্তি; তিনি যে ইঙ্গিতমাত্র বন্য-পশুকে পোষ মানাইয়া কৃষ্ণনাম লওয়াইবেন, ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে; তিনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী, পরমাত্মারও পরমাত্মা, তাঁহার ইঙ্গিতে যে বন্য পশুর হৃদয়স্থিত পরমাত্মা বন্যপশুকে কৃষ্ণনাম লইতে উন্মুখ করিবে ইহাতেই বা বিস্ময়ের কথা কি? অথবা:—নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নেই; নামী যেমন অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন, নামও তদ্রূপ অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন; নামী যেমন স্বপ্রকাশ—যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা যেস্থলে ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; নামও তদ্রূপ, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণনাম অবশ্যই বন্যপশুর জিহ্বায় স্ফুরিত হইতে পারেন। অথবা, মানুষের দেহে যেই জীবাত্মা, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্মাদির দেহেও সেই একই রূপ জীবাত্মা; কর্ম্মফলের পার্থক্য অনুসারে কোনও জীবাত্মা মনুষ্যদেহে আশ্রয় করিয়াছে, কোনও কোনও জীবাত্মা পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির বা বৃক্ষলতা-তৃণ-গুল্মাদির দেহ আশ্রয় করিয়াছে। সকল জীবাত্মাই কিন্তু চেতন চিৎকণ, সকল জীবাত্মাই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া কৃষ্ণসেবাসুখের বাসনাও তাদের নিত্য এবং সেই বাসনার স্ফুরণও নিত্য। কিন্তু এই বাসনা তাহাদের আশ্রয়ভূত দেহের ভিতর দিয়া, দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া, স্ফুরিত হয় বলিয়া দেহের বা ইন্দ্রিয়ের বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখবাসনারূপে প্রতিভাত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা-রূপ বা প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তির বিকাশেরও—সেই সেই দেহাশ্রিত জীবের কর্ম্মফলানুসারে তারতম্য আছে। মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদির জিহ্বা আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে; কিন্তু সকলের শব্দ একরূপ নহে। মানুষের বোধগম্য শব্দ বা ভাষা কেবল মানুষের জিহ্বাই উচ্চারণ করিতে পারে, পশু-পক্ষী পারে না। পশু-পক্ষীর দেহাশ্রিত জীবের কর্ম্মফল তদ্রূপ শব্দ বা ভাষার উচ্চারণে পরিপন্থী। সাধারণ লোক যদি কোনও পশুকে কৃষ্ণ বলার জন্য আদেশ করে, সেই পশু তাহা বলিতে পারিবে না; কারণ, সাধারণ লোকের ইচ্ছাতে কর্ম্মফলজনিত জিহ্বার অক্ষমতা দূরীভূত হইবে না। কিন্তু অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন চরণদ্বারা ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করিলেন এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিলেন, তখনই প্রভুর কৃপায় এবং তাঁহার চরণ-স্পর্শের প্রভাবে ব্যাঘ্রের প্রারব্ধ কর্ম্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং সেই কর্ম্মফলজনিত তাহার জিহ্বার অসামর্থ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং ব্যাঘ্রের দেহস্থিত জীবাত্মাও তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রভুর কৃপায় ব্যাঘ্রের জিহ্বাদ্বারাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন।

স্বরূপে অবস্থিত জীবাত্মা পশুদেহে অবস্থিত থাকিলেও যে শ্রীকৃষ্ণনামাদি উচ্চারণ করিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতে মৃগদেহাশ্রিত ভরত-মহারাজের মৃগদেহ ত্যাগ সময়ে (শ্রী. ভা. ৫।১৪।১৫) এবং গজেন্দ্র-মোক্ষণ-লীলায় (শ্রী. ভ. ৮।৩য় অধ্যায়) তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ২।১৭।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। **মত্তহস্তিযূথ**—মদমত্ত হাতীর পাল। **করিতে জলপান**—সেই নদীতে জলপান করিতে।

প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা ॥ ৩০
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে গায় ॥ ৩১
কেহো ভূমে পড়ে, কেহো করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩২
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ ॥ ৩৩
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ৩৪

তথাহি (ভা. ১০।২১।১১)—
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অপরা আহুঃ, হে সখি ! মূঢ়মতয়স্তির্য্যগ জাতয়োপ্যেতা হরিণ্যো ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ যা বেণুরণিতং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়সহিতৈরবলোকনৈ বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ। কিঞ্চ, কৃষ্ণসারৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা এব দধুঃ, অস্মৎপতয়স্তু গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তন্ন সহন্ত ইতি ভাবঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩০। **জলকৃত্য**—স্নানাদি। **আগে**—প্রভুর সম্মুখে। **মাইলা**—মারিলেন ; হাতীর গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন।

৩১-৩২। নাচা, গাওয়া, ভূমিতে পড়া, চীৎকার করা—এসব কৃষ্ণপ্রেমের বিকার। মহাপ্রভুর কৃপায় তাহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

৩৪। অন্বয়—(প্রভুর কণ্ঠ-) ধ্বনি শুনিয়া (মৃগীগণ) প্রভুর সঙ্গে (সঙ্গে পথের) ডাহিনে ও বামে দিয়া চলিতে থাকে। প্রভু তাহাদের অঙ্গে হাত বুলাইয়া দেন এবং মুখে "ধন্যাঃ স্ম" ইত্যাদি শ্লোক পড়েন। পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২। অন্বয়। মূঢ়মতয়ঃ (বিবেকহীনমতি) অপি (ও—হইয়াও) এতাঃ (এই সকল) হরিণ্যঃ (হরিণীগণ) ধন্যাঃ (কৃতার্থা) স্ম (অহো—অহো আমাদিগের ঈদৃশ ভাগ্য হইল না) ; যাঃ (যাহারা—যে হরিণীগণ) বেণুরণিতং (বেণুনাদ) আকর্ণ্য (শুনিয়া) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারদিগের সহিত—স্ব স্ব পতির সহিত) উপাত্তবিচিত্র-বেশং (বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদিদ্বারা বিচিত্র বেশধারী) নন্দনন্দনং (নন্দনন্দনের প্রতি) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা) বিরচিতাং (বিরচিতা) পূজাং (পূজা) দধুঃ (করিতেছে)।

অনুবাদ। শরৎকালে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পরম-মনোহর বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোনও কোনও গোপী বলিয়াছিলেন—এই হরিণীগণ বিবেকহীনমতি হইলেও ধন্য ; কারণ, ইহারা বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া স্ব-স্ব-পতি কৃষ্ণসারগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা—বনমালা ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাবতংসাদিদ্বারা রচিত বিচিত্র-বেশধারী নন্দ-নন্দনের পূজা করিতেছে ; অহো ! আমাদের ঈদৃশ ভাগ্য হইল না। ২

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শুনিয়া বিহ্বলচিত্তা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পরকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহার কয়েকটী কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনস্থ হরিণীগণ হরিণগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়াছিল ; তাহা দেখিয়া কোনও গোপী তাহার কোনও সখীকে বলিলেন :—হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় এই বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের কথা তো দূরে, বৃন্দাবনের পশুদিগেরই বা কি সৌভাগ্য ! এই হরিণীগণ **মূঢ়মতয়ঃ অপি**—মূঢ় (বিবেকহীনা) মতি (বুদ্ধি) যাহাদের, তাদৃশী হইলেও, বন্যপশু বলিয়া ইহাদের হিতাহিত-বিবেচনা না থাকিলেও ইহারা ধন্য ; কারণ, **বেণুরণিতং**—বেণুর রণিত (শব্দ),

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৫
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবনগুণবর্ণন-শ্লোক পঢ়িল ॥ ৩৬

তথাহি (ভা. ১০।১৩।৬০)—
যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসক্রুতরুট্তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদাহ যত্রেতি। নৈসর্গদুর্বৈরাঃ স্বাভাবিকাপ্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽপি নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণীব যত্র সহৈবাসন্ অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাত্তথাভূতং বৃন্দাবনমপশ্যদিতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বেণুধ্বনি শুনিয়া ইহারা **সহকৃষ্ণসারৈঃ**—স্ব স্ব পতি কৃষ্ণসার-হরিণগণের সহিত একত্র হইয়া নন্দনন্দনের পূজা করিতেছে; কি দিয়া পূজা করিতেছে? **প্রণয়াবলোকৈঃ**—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা; প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিই হইল ইহাদের কৃত পূজার উপকরণ। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? **উপাত্তবিচিত্রবেশং**—স্বীকৃত হইয়াছে বিচিত্র (বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদিদ্বারা রচিত সুন্দর) বেশ যদ্দ্বারা, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা পূজা করিতেছে। **স্ম**—(খেদার্থক অব্যয়); অহো আমাদের ঈদৃশ ভাগ্য নাই; ইহাদের পতিগণ ইহাদের প্রতি রুষ্ট তো হয়ই না, বরং ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতেছে; কিন্তু আমাদের পতিগণ যদি দেখিতেন যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা কত রুষ্ট হইতেন! আর এই হরিণীগণের পতিগণ **কৃষ্ণসারাঃ**—কৃষ্ণকেই তাহারা সার করিয়াছে—এত প্রীতি তাদের শ্রীকৃষ্ণে!

কোনও কোনও গ্রন্থে "মূঢ়মতয়ঃ" স্থলে "মূঢ়গতয়ঃ" পাঠ এবং "বেণুরণিতং" স্থলে "বেণুরিঙ্কিতং" পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

বন দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবন জ্ঞান হইয়াছিল এবং পথের ধারে মৃগগণকে দেখিয়া উক্ত শ্লোকোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদাকৃষ্ট বৃন্দাবনস্থ মৃগগণের কথা মনে হইয়াছিল; তাই প্রভু ভাবাবেশে মৃগগণের অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে উক্ত শ্লোকটী পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-সম্পন্না হরিণীগণের প্রতি শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ যেভাবে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু ঝাড়িখণ্ডস্থ হরিণীগণের অঙ্গে হাত বুলাইতেছিলেন।

৩৫-৩৬। **হেনকালে**—প্রভু মৃগীদিগের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্লোক পড়িতেছেন, এমন সময়ে।

"যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতের (১০।১৩।৬০) শ্লোক হইতে জানা যায়, বৃন্দাবনে হিংসা-বিদ্বেষাদি নাই; এজন্য সেস্থানে স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যাঘ্র এবং মৃগগণও মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করে। তাই প্রভু যখন দেখিলেন—এই বনেও ব্যাঘ্র ও মৃগ—খাদক ও খাদ্য—একত্রেই তাঁহার সঙ্গে চলিতেছে, বাঘকে দেখিয়া মৃগ পলাইতেছে না, মৃগকে দেখিয়াও বাঘ আক্রমণ করিতেছে না—তাহারা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া মিত্রভাবাপন্নই যেন হইয়াছে—তখন প্রভুর বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল এবং তিনি "যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন।

বৃন্দাবন-গুণবর্ণন-শ্লোক—যে শ্লোকে বৃন্দাবনের এইরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্লোক। সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। **অন্বয়**। [ব্রহ্মা] (ব্রহ্মা) অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকং (অজিত-শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল বলিয়া যে স্থান হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে, সেই) [বৃন্দাবনং] (বৃন্দাবন) [অপশ্যৎ] (দর্শন করিলেন), যত্র (যে বৃন্দাবনে) নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভাবতঃই শত্রুভাবাপন্ন) নৃমৃগাদয়ঃ (মনুষ্য এবং সিংহব্যাঘ্রাদি পশুগণ) মিত্রাণি ইব (মিত্রের ন্যায়) সহ (একই সঙ্গে) আসন্ (বাস করিয়াছিল)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। অজিত-শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল বলিয়া যে স্থান হইতে ক্রোধ-লোভাদি (দূরে) পলায়ন করিয়াছে, এবং যে স্থানে স্বভাবতঃই শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ মিত্রের ন্যায় একই সঙ্গে বাস করে, (ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন দর্শন করিলেন)। ৩

(শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় বলিয়া শ্লোকের অন্বয়ে প্রথমে "ব্রহ্মা" এবং মধ্যভাগে "বৃন্দাবনং অপশ্যৎ"-অংশ যোগ করিতে হইল। "ব্রহ্মা বৃন্দাবনং অপশ্যৎ"—এই অংশ পূর্ব্বশ্লোকে আছে ; এই শ্লোকটী পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "বৃন্দাবনং"-শব্দের বিশেষণ-স্থানীয়)।

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা ব্রজের সমস্ত রাখাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেই সমস্ত রাখাল ও গোবৎসরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়া এবং স্বয়ংরূপেও বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ; ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ; ক্রমে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনের মহাত্ম্য-সকল ব্রহ্মার সমক্ষে প্রকটিত হইতে লাগিল। এই সময়েই ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবনের যে রূপ দেখিলেন, তাহারই একটী দিক এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কিরূপ বৃন্দাবন দেখিলেন ? **অজিতাবাস-দ্রুতরুট্তর্ষণাদিকং**—অজিতের (শ্রীকৃষ্ণের) আবাস (বাসস্থান—লীলাস্থলী) বলিয়া যাহা হইতে (যে স্থান হইতে) দ্রুত (পলায়িত) হইয়াছে—পলায়ন করিয়াছে রুট্ (রোষ—ক্রোধ) তর্ষণ (তৃষ্ণা—লোভ)-আদি (আদিশব্দে হিংসা-বিদ্বেষাদি সূচিত হইতেছে), তাদৃশ বৃন্দাবন দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষাদি কিছুই নাই—যেহেতু, ইহা অজিত-শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। এস্থলে "অজিত"-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অজিত—(ভক্তি বা প্রেমব্যতীত অপর) কাহারও দ্বারাই তিনি জিত বা পরাজিত হয়েন না, (অপর) কাহারও বশ্যতা তিনি স্বীকার করেন না ; হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-লোভাদি তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না বলিয়া তাঁহার নিকটে—এমন কি, তিনি যে স্থানে লীলা করেন, সেই স্থানের নিকটেও যাইতে সাহস করে না—সেস্থান হইতে দূরেই পলায়ন করিয়া থাকে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনে ক্রোধ নাই, লোভ নাই, হিংসাবিদ্বেষাদি নাই। বস্তুতঃ ক্রোধলোভাদি হইল প্রাকৃত মায়ার ক্রিয়া ; যেখানে মায়া, সেখানেই মায়ার ক্রিয়া ক্রোধলোভাদি থাকিতে পারে, মায়া যেস্থান হইতে দূরে সরিয়া থাকেন, ক্রোধলোভাদিও সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। মায়া নিজে ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়েন (বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ইত্যাদি শ্রীভা. ২।৫।১৩), ভগবানের দৃষ্টিপথের—সুতরাং তাঁহার লীলাস্থলেরও—বাহিরেই থাকেন। তাই মায়ার ক্রিয়া ক্রোধ-লোভাদিও তাঁহার লীলাস্থলে থাকিতে পারে না। যাহা হউক, ব্রহ্মা আরও দেখিলেন **যত্র**-যেস্থানে, যে বৃন্দাবনে, **নৈসর্গদুর্বৈরাঃ**—নৈসর্গ (নিসর্গোত্থ, স্বভাবসিদ্ধ) দুর্বৈর (অত্যন্ত বৈরিতা বা শত্রুতা) যাহাদের মধ্যে, স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতি ভীষণ-শত্রুভাবাপন্ন, তাদৃশ **নৃমৃগাদয়ঃ**—নৃ (নর - মানুষ) ও মৃগাদি (পশু-আদি সিংহ-ব্যাঘ্রাদি), যাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ, এরূপ মনুষ্য-ব্যাঘ্রাদি, তাহাদের স্বাভাবিক হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া **মিত্রাণি ইব**—মিত্রেরই মতন, পরস্পরের বন্ধুর মতনই একসঙ্গে অবস্থান করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে হিংসাদি নাই বলিয়া মানুষকে বধ করার প্রবৃত্তি বাঘের মনে জাগে না, বাঘ দেখিলেও মানুষের মনে ভয় বা বধ করার প্রবৃত্তি জাগে না। শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমময়বপু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমময়বপু পরিকরদের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে প্রীতির এক অপূর্ব্ব-বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিতেছেন, সেই বন্যা তত্রত্য স্থাবর-জঙ্গম—মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্তকেই প্রীতিরসে পরিনিষিক্ত করিয়া দিতেছে ; তাই, মনুষ্য-ব্যাঘ্র-সিংহাদি কেবল যে পরস্পরের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক শত্রুতা ভুলিয়াই আছে, তাহাই নহে ; পরন্তু পরস্পরের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরম-বন্ধুর মতনই একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনের একটী মাহাত্ম্য ; ব্রহ্মা এই মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেন।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল॥ ৩৭
নাচে-কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে॥ ৩৮
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥ ৩৯
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সভাকে তাহাঁ ছাড়ি আগে চলি গেলা॥ ৪০
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বোলে, নাচে মত্ত হঞা॥ ৪১
'হরি বোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥ ৪২
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥ ৪৩
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥ ৪৪
কেহো যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন॥ ৪৫
সভে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে॥ ৪৬
যদ্যপি প্রভু লোকসঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে॥ ৪৭
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে॥ ৪৮
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণদেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া॥ ৪৯
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহাঁ পরম পাষণ্ড॥ ৫০
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার?॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭-৩৯। **বৈল**—বলিল। **ব্যাঘ্র-মৃগ**—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বাঘ ও হরিণ একসঙ্গে নাচিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অন্যোন্যে**—পরস্পর; একে অন্যকে।

৪২। **বৃক্ষলতা** ইত্যাদি—প্রভুর কৃপায় বৃক্ষলতাদিও প্রেমলাভ করিয়াছে; তাই তাহাদের প্রফুল্লতা। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই তাহার প্রমাণ; কারণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই সকলকে—এমন কি তরুলতাদিকে পর্য্যন্তও প্রেম দিতে সমর্থ নহেন। "সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল. ভা. পূর্ব্ব ৫।৩৭॥"

৪৭-৪৮। **লোকসঙ্ঘট্টের** ত্রাসে—পাছে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমের বিকার দেখিয়া বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হয়, এই ভয়ে। **ত্রাসে**—ভয়ে।

দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে—তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া।

৫০-৫১। **ভিল্ল**—ভীল; অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিবিশেষ।

ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন যাওয়ার ছলে প্রভু বন্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জঙ্গম জন্তুদিগকে এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জন্তুদিগকেও (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ার) কৃষ্ণ নাম দিয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন এবং তত্রত্য ভীল-প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি গুলিকেও নাম প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাই প্রভুর ঝারিখণ্ড-পথে যাওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়; এবং গৌড়দেশ দিয়া না যাওয়ারও ইহাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। গৌড়-দেশ দিয়া গেলে ঝারিখণ্ড-পথের ন্যায়—বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু-আদির এবং বৃক্ষলতাদির—বিশেষতঃ ভীলাদি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তো বঙ্গদেশেই ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন; পশ্চিমাঞ্চলে রূপ-সনাতনাদির দ্বারাই প্রচারের কার্য্য সমাধা করিবেন বলিয়া প্রভুর সঙ্কল্প ছিল; দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে প্রভু স্বয়ং বা পরম্পরাক্রমে যাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন, কিম্বা বঙ্গে বা পশ্চিমাঞ্চলে যাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে বা

বন দেখি হয় ভ্রম—এই বৃন্দাবন।
শৈল-দেখি মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন ॥ ৫২
যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে—কালিন্দী।
তাহাঁ প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥ ৫৩
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাহাঁ যেই পায়েন, তাহা লয়েন সকল ॥ ৫৪
যে গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৫
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃত খণ্ড আনে ॥ ৫৬
যাহাঁ বিপ্র নাহি, তাহাঁ শূদ্র মহাজন।
আসি সভে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৭
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর-আনন্দিত মন ॥ ৫৮
দুইচারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাহাঁ শূন্যবন—লোকের নাহিক বসতি ॥ ৫৯
তাহাঁ সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥ ৬০
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরম্পরাক্রমে প্রভুর কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও‌ই ঝারিখণ্ডস্থ অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিদের সংশ্রবে আসার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না; হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ এবং হিংস্রপশুতুল্যই ভীলাদি বর্ব্বরজাতিপরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল ঝারিখণ্ডে নামপ্রেম-প্রচারার্থ অন্য কাহাকেও পাঠাইতেও হয়তো ভক্তবৎসল প্রভুর আশঙ্কা হইত; তাই তিনি নিজেই বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে—গৌড় হইতেও আর অগ্রসর হইলেন না, কটক হইতেও প্রসিদ্ধ পথে গেলেন না; গেলেন ঝারিখণ্ড পথে।

৫২-৫৪। **শৈল**—পাহাড়। **কালিন্দী**—যমুনা। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

৫৬। **অন্ন**—চাউল-আদি। **খণ্ড**—মিষ্টদ্রব্যবিশেষ; খাঁড়।

৫৭। **শূদ্রমহাজন**—শূদ্রান্ন গ্রহণ বিধেয় নহে বলিয়া প্রভু ব্রাহ্মণের অন্নই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু যে স্থানে ব্রাহ্মণ নাই, সেস্থানে ভগবদ্ভক্ত (মহাজন) শূদ্রের নিকট হইতেই ভিক্ষার্থ দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন। ইহাতে শূদ্রান্ন-গ্রহণের দোষ হয় না; যেহেতু "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ"—যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, শূদ্রগৃহে তাঁহাদের জন্ম হইলেও তাঁহারা শূদ্র নহেন। হরিভক্তিবিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকাধৃত পাদ্মবচন। অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলিয়াছেন, শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব, বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব-গণনা—বৈষ্ণব-শূদ্রাদি বিপ্রের তুল্য, ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের একত্র গণনা। এ সমস্ত কারণেই বৈষ্ণব-শূদ্রের এবং বৈষ্ণব-স্ত্রীলোকেরও ব্রাহ্মণের ন্যায় শালগ্রামশিলা-পূজায় অধিকার আছে বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও উল্লেখ করিয়াছেন। হ. ভ. বি. ৫।২২৩, ২২৪। যাহা হউক, যাহার অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহার দোষ-গুণ ভোক্তার দেহে সংক্রামিত হয় বলিয়াই শূদ্রান্ন ভোজনের নিষিদ্ধতা; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত শূদ্র প্রকৃত ব্রাহ্মণেরই তুল্য বলিয়া তাঁহার অন্নগ্রহণে দোষ হইতে পারে না; তাই শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—অভক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও তাঁহার প্রিয় নহেন; বরং ভক্ত শ্বপচও তাঁহার প্রিয় এবং ভক্ত শ্বপচের জিনিসই তিনি গ্রহণ করেন এবং ভক্ত শ্বপচকেই তিনি কৃপাও করেন। "ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১১।৯১।"

৫৯-৬১। **সংহতি**—সঙ্গে সঞ্চিত করিয়া। "বন্যভোজনে"-স্থলে "বন্যব্যঞ্জনে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **মহাসুখ** ইত্যাদি—নির্জ্জনে থাকিলে অবাধে কৃষ্ণলীলাদি চিন্তা করিতে পারেন বলিয়া সুখ পাইতেন।

ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস ॥ ৬২
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুইসন্ধ্যা অগ্নি তাপে,—কাষ্ঠ অপার ॥ ৬৩
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন— ॥ ৬৪
শুন ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহুদেশ।
বনপথের সুখের কাহাঁ নাহি পাই লেশ ॥ ৬৫
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল ॥ ৬৬
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার—।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার ॥ ৬৭
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন ॥ ৬৮
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন ॥ ৬৯
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাহাঁ হৈল আমা সঙ্গে ॥ ৭০
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহাঁ বিঘ্ন করি বন পথে লঞা আইলা ॥ ৭১
কৃপার সমুদ্র—দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয় ॥ ৭২
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল—।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥ ৭৩
তেঁহো কহে—তুমি কৃষ্ণ, তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি—মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৪
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাথে ভিক্ষা যে করিলা ॥ ৭৫
অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭৬

তথাহি (ভা. ১।১।১) ভাবার্থদীপিকায়াম্—
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মূকমিতি। মূকংবাক্‌শক্তিরহিতং বাচালং বাচা বাক্যেন অলং পূর্ণং বাক্‌পটুমিত্যর্থঃ। পরমানন্দমাধবং সচ্চিদানন্দস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং তথা পরমানন্দনামা মদ্‌গুরুঃ স এব মাধবঃ মাধবাদভিন্ন ইত্যর্থঃ তম্। শ্লোকমালা। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৩। **নির্ঝর**—ঝরণা। **উষ্ণোদকে**—উষ্ণ (গরম) উদকে (জলে)।

প্রভু শরৎকালে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; সুতরাং যখন বনমধ্যে ছিলেন, তখন শীত আরম্ভ হইয়াছিল; তাই প্রভু ঝরণার গরমজলে স্নান করিতেন এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে আগুন পোহাইতেন: আগুন জ্বালার জন্য বনে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ পাওয়া যাইত।

৭১। **সনাতন-মুখে**—সনাতন-গোস্বামী প্রভুর নিকট বলিয়াছিলেন—"যাঁহার সঙ্গে চলে লোক লক্ষ কোটি। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি॥" ২।১।২১০ ॥ এবং ২।১৬।২৬৪ ॥ এই শিক্ষার কথাই প্রভু বলিতেছেন।

তাঁহা বিঘ্ন করি—গৌড়পথে বৃন্দাবন যাওয়া বন্ধ করিয়া।

৭৬। **অধম কাকেরে** ইত্যাদি—কাক অতি হীন পক্ষী; সে কখনও ভগবৎ-সমীপে যাওয়ার যোগ্য নহে; কিন্তু ভাগ্যবান্ গরুড় স্বয়ং নারায়ণকে পৃষ্ঠে বহন করে, নারায়ণের পরিকর। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমি হীন অধম জীব; তুমি স্বয়ংভগবান্, আমি তোমার নিকটে আসার অযোগ্য; কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গে আনিয়াছ, সঙ্গে রাখিয়াছ, তোমার সেবার অধিকার দিয়াছ। হীন কাককে যেন গরুড়ের সৌভাগ্য দিয়াছ। তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়াই তোমার অচিন্ত্য-শক্তিতে আমার ন্যায় অধমকেও তোমার সঙ্গে থাকিবার যোগ্য করিয়া লইতে পারিয়াছ।"

শ্লো। ৪। অন্বয়। যৎকৃপা (যাঁহার কৃপা) মূকং (বাক্‌শক্তিহীন বোবাকে) বাচালং (বাক্‌পটু)

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন ।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৭৭
এইমত নানাসুখে প্রভু আইলা কাশী ।
মধ্যাহ্নস্নান কৈলা মণিকর্ণিকায় আসি ॥ ৭৮
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান ।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর কিছু বিস্ময়জ্ঞান—॥ ৭৯
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস ।
নিশ্চয় করিল, হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮০
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন ।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮১
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর দরশনে ।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮২
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া ।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ৮৩
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৪
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল ।
বলভদ্রভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ৮৫
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন ।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ-সংবাহন ॥ ৮৬
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা ।
'প্রভু আইলা' শুনি চন্দ্রশেখর আইলা ॥ ৮৭
মিশ্রের সখা তেঁহো—প্রভুর পূর্ব্ব দাস ।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী-বাস ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করোতি (করে), পঙ্গুং (পঙ্গু—খোঁড়াকে) গিরিং (পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (লঙ্ঘন করায়) তং (সেই) পরমানন্দং (পরমানন্দস্বরূপ) মাধবং (মাধবকে—শ্রীকৃষ্ণকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপা বাক্‌শক্তিহীনকে (বোবাকে) বাক্‌পটু করে, খঞ্জকে পর্ব্বতলঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ৪

অসম্ভবকে সম্ভব করিবার শক্তি যে শ্রীকৃষ্ণের আছে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক; এই ভাবে এই শ্লোক ৭৬-পয়ারের প্রমাণ।

৭৮। **মণিকর্ণিকায়**—কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে।

৭৯। **সেইকালে**—প্রভু যখন স্নান করিতেছিলেন, তখন। **তপনমিশ্র**—ইনি প্রভুর আদেশে পূর্ব্ব হইতেই কাশীতে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে তপনমিশ্রকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বলিয়া হরিনামগ্রহণের উপদেশ দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"মিশ্র! তুমি এখন কাশীতে গিয়া বাস কর; সেখানে আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে (১।১৬।১৪,১৫॥)॥" **বিস্ময়জ্ঞান**—হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বিস্ময়। তপনমিশ্রও গঙ্গার মণিকর্ণিকাঘাটে স্নান করিতেছিলেন।

৮২। বিশ্বেশ্বর দর্শনের পরে বিন্দুমাধবও দর্শন করাইলেন।

৮৩। **সেবা করি** - প্রভুর পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়াও বসিতে আসনাদি দিয়া। **বস্ত্র উড়াইয়া**—আনন্দের আতিশয্যে হাতে কাপড় ঘুরাইয়া মিশ্র নাচিতে লাগিলেন।

৮৪। **সবংশে** -স্ত্রী-পুত্রাদিসহ সকলে। **ভট্টাচার্য্যের**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের। **পূজা**—সেবা।

৮৫। **বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা।

৮৬। **রঘু**—তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ। ইনিই পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

৮৮। চন্দ্রশেখরের পরিচয় দিতেছেন। **প্রভুর পূর্ব্বদাস**—পূর্ব্বেও প্রভুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। **লিখনবৃত্তি**—পুস্তকাদি নকল করিয়া (লিখিয়া) অর্থোপার্জ্জন করেন যিনি এবং তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন যিনি।

আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৯
চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু! বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯০
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
'মায়া ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥ ৯১
'ষড়্-দর্শন-ব্যাখ্যা' বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ-কথা ॥ ৯২
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৩
শুনি—মহাপ্রভু! যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিনকথো রহি তার' ভৃত্য দুই জন ॥ ৯৪
মিশ্র কহে—প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥ ৯৫
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাই, তবু তথা রহিল দিন দশে ॥ ৯৬
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥ ৯৭
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে—প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে—আজি মোর হ'য়েছে নিমন্ত্রণে ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯১। **প্রারব্ধে**—কর্ম্মফলে। এস্থলে চন্দ্রশেখর নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই বলিতেছেন। যেহেতু, তিনি কাশীতে কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণলীলাদি কিছুই শুনিতে পান না, শুনেন কেবল "মায়া" ও "ব্রহ্মের" কথা। কাশীতে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যের চর্চ্চাই বেশী; এই ভাষ্যে মায়াবাদ স্থাপিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম বলিয়াই জীবের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; ইহা ভক্তি-ধর্ম্ম-বিরোধী। মায়াধীন জীবকে মায়াধীশ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা ভক্ত অপরাধজনকই মনে করেন। ইহাতে ব্রহ্ম ও জীবের সেব্যসেবকত্ব ভাব থাকে না; এ জন্যই বলা হয় "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ২।৬।১৫৩।" অথচ চন্দ্রশেখরকে সর্ব্বদা ইহাই শুনিতে হইতেছে; এজন্যই ইহাকে তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতেছেন।

৯২। **ষড়্‌দর্শন**—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-এই ছয়টী দর্শনশাস্ত্র। এই সকল দর্শনকারের মতে সংসার দুঃখের আলয়; সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে, তাহা ক্ষণস্থায়ী ত বটেই, তাহার অন্তে আবার দুঃখভোগই করিতে হইবে। এই দুঃখ-নাশের প্রকৃষ্ট উপায় নির্ণয় করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উক্ত ছয় রকম দর্শনই দুঃখ-নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের নির্দ্ধারিত উপায় একরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন উপায় আলোচনা করিলে দেখা যায়, বেদান্ত-দর্শন ভিন্ন, অন্যান্য দর্শনের নির্দ্ধারিত দুঃখনিবারণের উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্য ও পূর্ব্ব-মীমাংসায় ঈশ্বর প্রায় প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিকে ঈশ্বর প্রতিপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের নির্দ্ধারিত দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। পাতঞ্জল দর্শনেও ঈশ্বরের স্থান অতি গৌণ। এসমস্ত কারণে এই কয়টী দর্শনের আলোচনায় ভক্ত সুখ পাইতে পারেন না। আর বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বরই বটেন; কিন্তু কাশীতে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যেরই প্রচলন হেতু, তাহার ব্যাখ্যায়ও ভক্ত সুখ পান না। যে শাস্ত্রের সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নহেন, অভিধেয়-তত্ত্ব ভক্তি নহে, আর প্রয়োজন-তত্ত্বও প্রেম নহে, সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ভক্ত সুখ পাইতে পারেন না।

৯৩। **দোঁহে**—আমি (চন্দ্রশেখর) ও তপনমিশ্র।

সর্ব্বজ্ঞ—তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমাদের দুঃখ ও চিন্তার কথা জানিতে পারিয়াছ; তাই কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছ। ইহাই সর্ব্বজ্ঞ-শব্দের ধ্বনি।

৯৪। **রহি**—কাশীতে থাকিয়া। **তার**—ত্রাণ কর; উদ্ধার কর। **দুইজন**—আমাকে (চন্দ্রশেখরকে) এবং তপনমিশ্রকে।

৯৮। **নিমন্ত্রয়ে**—প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে। **নাহি মানে**—গ্রহণ করেন না। **হয়েছে নিমন্ত্রণে**—

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৯৯

প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ১০০

এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার — ॥ ১০১

এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ॥ ১০২

প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধকাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন ॥ ১০৩

যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুতকথন ॥ ১০৪

তাঁহা দেখি জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৫

মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্বেই অদ্যকার জন্য আমার নিমন্ত্রণ অন্যত্র হইয়া গিয়াছে। এটি মিথ্যা কথা নহে; কারণ, তপনমিশ্র বাস্তবিকই তো প্রভু যতদিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিনের জন্য তাঁহাকে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন।

৯৯। প্রভু কেন ইঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, তাহার কারণ বলিতেছেন।

করেন বঞ্চন—প্রভুকে ভোজন করানরূপ সেবা হইতে বিপ্রদিগকে বঞ্চিত করেন। এই সকল বিপ্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিতেন; তাই তাঁহারা প্রভুর সেবারূপ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। **সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে**—মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ; এজন্য তাঁহাদের সঙ্গ বাঞ্ছনীয় তো নহেই, বরং অনিষ্টজনক। কোনওস্থানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে সেই নিমন্ত্রণে পাছে সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিতে হয়, এই ভয়েই প্রভু কাহারও নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেন না।

১০০। **প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ**—শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী। শ্রীপাদ একটি সম্মানসূচক শব্দ। **সভাতে**—শিষ্যদের সভায়। **বেদান্ত পড়ান**—বেদান্তের শঙ্করভাষ্যানুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

১০১। প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া আসিয়া এক বিপ্র তাহা প্রকাশানন্দের নিকটে প্রকাশ করিলেন। বিপ্র যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ১০২-১১০ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে মনে হয়, ইনি মহারাষ্ট্রী বিপ্র ছিলেন।

১০২। **জগন্নাথ হৈতে**—শ্রীক্ষেত্র হইতে।

১০৩। **শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ**—বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় তাঁহার বর্ণ।

১০৫। মহাপ্রভুকে দেখিলে যে স্বরূপলক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে নারায়ণ বলিয়া মনে হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। যিনি এই সন্ন্যাসীকে দর্শন করেন, তিনিই এই দর্শনের প্রভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন; মহাপ্রভু যে নারায়ণ, ইহাই তাহার তটস্থলক্ষণ। আর পূর্ব্বের দুই পয়ারে উল্লিখিত প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধ-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, আজানুলম্বিতভুজ, কমলনয়ন ইত্যাদি স্বরূপ-লক্ষণ।

১০৬। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবতদিগের যে সকল লক্ষণের উল্লেখ আছে, এই সন্ন্যাসীতে সে সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতের লক্ষণ:—যিনি মহাভাগবত, তাঁহার চিত্ত বাসুদেবে আবিষ্ট থাকে; রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর নিমিত্ত তিনি লালায়িত নহেন; রূপ-রসাদি গ্রহণ করিলেও এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়ারূপে দর্শন করিয়া তিনি হর্ষ-দ্বেষ-মোহ-কামাদির বশীভূত হয়েন না; হরিস্মৃতিবশতঃ দেহের জন্মমৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা, এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসারধর্ম্মদ্বারা তিনি বিমুগ্ধ হয়েন না; তাঁহার চিত্তে কামকর্ম্মবাসনার উদয় হয় না; বাসুদেবই তাঁহার আশ্রয়; পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম, জাতি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার চিত্তে অহংভাব উদিত হয় না; বিত্তাদিতে তাঁহার আপন-পর জ্ঞান নাই; দেহাদি বিষয়েও তাঁহার আপন-পর ভেদজ্ঞান

নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধার-প্রায় ॥ ১০৭
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন ॥ ১০৮
জগত মঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম ॥ ১০৯
দেখিয়া সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি? ॥ ১১০
শুনিঞা প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা—॥ ১১১
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তিনি শান্ত; ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার করিয়াছেন বলিয়া ত্রিভুবনের বিভব লাভের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেও তিনি নিমিষার্দ্ধের জন্যও ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে বিচলিত হয়েন না; বিষয়াভিসন্ধিমূলক কামনাদ্বারা তাঁহার চিত্ত সন্তাপিত হয় না; শ্রীহরি কখনও তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করেন না: তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়েই বিশ্রাম করেন। "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি। বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ। সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতঃ প্রধানঃ॥ ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা। সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভি-র্বিমৃগ্যাৎ। ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥ বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ শ্রী. ভা. ১১।২।৪৮-৫৫॥" পরবর্ত্তী ১১০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯। **জগত-মঙ্গল**—জগতের মঙ্গল হয় যদ্দ্বারা। **অনুপাম**—অতুলনীয়।

১১০। তাঁহার মধ্যে সমস্তই যে ঈশ্বরের লক্ষণ, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়; তাঁহার সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই অলৌকিক; তাই, শুনিলে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না—দেখিলেই বিশ্বাস করিতে পারে।

এই পয়ারে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫-পয়ারে প্রভুকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে; কিন্তু ১০৬-৮ পয়ারে বলা হইয়াছে—তাঁহাতে মহাভাগবতের লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান। একই ব্যক্তিকে ভক্ত ও ভগবান্ বলা হইল; ইহার হেতু বা সমাধান কি? ১০১-পয়ারোক্ত বিপ্র যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ১০২-১০ পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন—প্রভু ঈশ্বর; তাঁহার এই অনুভব সত্য। তিনি দেখিয়াছেন—প্রভুর দেহে মহাভাগবতের লক্ষণ বিরাজিত; তাহাও সত্য। ইহার সমাধান এই। প্রভু হইলেন স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন; যখন তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট থাকেন, তখন স্বয়ং-ভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দেহে মহাপ্রেমিক পরম-ভাগবতের লক্ষণসমূহ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইল চিত্তস্থিত আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের বহির্লক্ষণ; শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহে রাধাভাবাবিষ্ট-অবস্থায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং প্রভু যে ভগবান্, ঈশ্বর—এ কথাও সত্য এবং তাঁহার দেহে যে মহাভাগবতের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও সত্য।

১১১। **হাসিলা**—ঠাট্টাচ্ছলে হাসিলেন। **বিপ্রে**—যে ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের নিকটে প্রভুর কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১২। **ভাবক**—ভাবপ্রবণ; যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া সামান্য কারণেই বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে ভাবক বা ভাবপ্রবণ লোক বলে। **লোক-প্রতারক**—লোককে প্রতারিত করে যে।

বিপ্রের কথা শুনিয়া ১১২-১৭ পয়ারে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিন্দা করিতেছেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ভাবক" স্থলে "ভাবুক" পাঠ দৃষ্ট হয়। "ভাবক" পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; পরবর্ত্তী ১১৬ ও ১৩৫ পয়ারে উল্লিখিত "ভাবকালী" (ভাবকের ভাব)-শব্দ হইতেও "ভাবক" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে নিন্দা করিতেছেন বটে; কিন্তু সরস্বতী নিজপতির নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; প্রকাশানন্দ যে যে শব্দে মহাপ্রভুর নিন্দা করিলেন, সরস্বতী সেই সেই শব্দে প্রভুর স্তুতিই করিলেন। এইরূপে আপাতঃদৃষ্টিতে-নিন্দাবাচক-শব্দগুলির প্রত্যেকটীরই দুইটী করিয়া অর্থ হইবে—একটী নিন্দাবাচক, প্রকাশানন্দের অর্থ; অপরটী স্তুতিবাচক—সরস্বতীর অর্থ। **ভাবক**—নিন্দার্থে, ভাবপ্রবণ; মানসিক দুর্ব্বলতা-হেতু অতি সামান্য কারণেই, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যাহারা চঞ্চল বা উতালা হইয়া উঠে, তাহাদিগকে ভাবক বলে। **ভাবক**—স্তুতি-অর্থে, যিনি ভাবেন, চিন্তা করেন, পূর্ব্বাপর সমস্ত আলোচনা করিয়া সম্যক্ বিচার করিতে যিনি সমর্থ, তিনি ভাবক; চিন্তাশীল। অথবা, শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ, প্রেমরূপ-সূর্য্যের কিরণ-স্বরূপ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-বিধান-কারিণী যে ভক্তি, তাহাকে বলে ভাব। "শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ভ. র. সি. ১৷৩৷১॥" কৃষ্ণে রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে "ভাব" বলে। এই ভাব—সাধনে গাঢ় অভিনিবেশবশতঃ হইতে পারে, অথবা, কৃষ্ণভক্তের কৃপা বা স্বয়ং কৃষ্ণের কৃপাতেও হইতে পারে। যিনি ভাব করিতে বা জন্মাইতে পারেন, তিনিই ভাবক; তাহা হইলে সাধনাভিনিবেশকে, অথবা ভক্তকৃপা বা কৃষ্ণ কৃপাকেই ভাবক বলা যাইতে পারে। প্রভুকে যখন ভাবক বলা হয়, তখন বুঝিতে হইবে, প্রভু মূর্ত্তিমান্ সাধনাভিনিবেশ; অর্থাৎ সাধনে তাঁহার অভিনিবেশ অত্যন্ত গাঢ়; তিনি বিশেষ অভিনিবেশবিশিষ্ট সাধক। এস্থলে প্রভুকে সাধক বলার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু জীবকে ভক্তিধর্ম্ম-যাজন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা ভক্তের সুখ-আস্বাদনের উদ্দেশ্যে যে ভক্তভাব বা সাধকভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেইভাবে তিনি তাঁহার চিত্তকে এতই নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, তাঁহাকে সাধনাভিনিবেশের প্রতিমূর্ত্তিই বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশের গাঢ়তা তাঁহাতেই সম্ভবে, প্রাকৃত জীবে সম্ভবে না। সুতরাং এস্থলে ভাবক-অর্থ—জীবের প্রতি পরমকরুণ, ভক্তভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ, ভাবক-অর্থে ভক্তকৃপা যখন বুঝায়, তখন বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভু যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তকৃপা—যেন সাধক-জীবকে কৃপা করার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ও দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন; স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু ভক্তরূপে জীব সকলকে কৃপা করার উদ্দেশ্যেই যেন স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, ভাবক-অর্থে যখন শ্রীকৃষ্ণকৃপা বুঝায়, তখন বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভুকে ভাবক বলিয়া ইহাই বলা হইল যে, মূর্ত্তিমতী শ্রীকৃষ্ণকৃপাই যেন জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। বাস্তবিক, মহাপ্রভুর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকৃপারই প্রতিমূর্ত্তি। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। তিনি দ্বাপরে ব্রজে প্রকট হইলেন; প্রকট হইয়া তিনি এমন সব লীলা করিলেন, যাহার কথা শুনিয়া ভাগ্যবান্ জীব ব্রজপরিকরদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ লাভের জন্য লালায়িত হইতে পারেন। সেই বস্তুটী এমনই লোভের বস্তু যে, ইহার জন্য অন্যের কথা আর কি বলিব, পূর্ণ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই লালায়িত। দ্বাপরে তিনি এই লোভের বস্তুটীর কথা শুনাইয়া গেলেন মাত্র; কিন্তু জীব কিরূপে ইহা পাইতে পারে, তাহা সম্যক্ দেখান নাই; কিন্তু এবার কলিতে তিনি নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, নিজে ভজন করিয়া—কিরূপে ঐ পরম বস্তুটী লাভ করা যায়, তাহা জীবকে দেখাইলেন। তিনি পরম-করুণ বলিয়াই প্রথমতঃ এমন লোভের বস্তুটীর কথা জীবকে জানাইলেন, এবং ততোধিক করুণ বলিয়াই গৌররূপে তাহা পাওয়ার উপায়টীও দেখাইলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই গৌররূপটীকে তাঁহার কৃপার প্রতিমূর্ত্তি বলিব না ত আর কি বলিব? অথবা, ভাব—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বা

'চৈতন্য' নাম তার ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া ॥ ১১৩

যেই তারে দেখে, সে-ই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রেম : এই প্রেম যিনি আবির্ভাব করাইতে বা সঞ্চারিত করিতে পারেন, তাঁহাকেও ভাবক (ভাবকে—প্রেমকে সঞ্চারিত বা আবির্ভূত করাইতে সমর্থ) বলা যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপামর-সাধারণের মধ্যে এই ভাব বা কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম সঞ্চারিত করিয়াছেন—ভাবক-শব্দে তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দান করিতে পারেন না; সুতরাং ভাবক-শব্দে স্বয়ং ভগবানকেই বুঝায়।

কেশব-ভারতী শিষ্য—নিন্দার্থে, উচ্চ-সম্প্রদায়ের শিষ্যও নহে, মধ্যম-সম্প্রদায়ভুক্ত যে কেশব-ভারতী, তাঁহার শিষ্যমাত্র। **স্তুতি-অর্থে**—প্রভু এমন কৃপালু যে, জীবশিক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, করিয়া উচ্চ-সম্প্রদায়ের গর্ব্ব ও অভিমান খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে উচ্চ-সম্প্রদায়ের শিষ্য না হইয়া মধ্যম সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন; উচ্চ-সম্প্রদায়ের গর্ব্ব ও অহঙ্কার যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা দেখাইলেন এবং ভঙ্গীতে ভারতী-সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গেলেন। স্তুতিপক্ষে "কেশব-ভারতীশিষ্য" অর্থ এইরূপও হইতে পারে:—"কেশব" অর্থ (কেশান্ বয়তে সংস্করোতি, অথবা কেশান বপতে সংস্করোতি) ব্রজগোপীদিগের কেশ বন্ধনাদিদ্বারা সংস্কার করেন যিনি; শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর ভারতী অর্থ কথা; কেশব-ভারতী অর্থ—শৃঙ্গার রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা। এই লীলাকথাই মহাপ্রভুর গুরু; আর তিনি লীলাকথার শিষ্য। কিরূপে? যিনি নিয়ন্তা, তিনিই গুরু; আর যিনি নিয়ন্ত্রিত হন, তিনিই নিয়ন্তার শিষ্য। ব্রজগোপীদের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করিয়া, অথবা ঐ লীলাকথা চিন্তা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু সেই সেই ভাবে এতই অভিভূত হইতেন যে, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান হইলেও, তাঁহার নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপর তখন তাঁহার আর কোনওরূপ আধিপত্যই থাকিত না; শ্রীকৃষ্ণেরলীলা-কথাই নিয়ন্ত্রী-স্বরূপে ভাব জন্মাইয়া তাঁহার দেহ ও চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিত—নানা উদ্ভট নৃত্যে নাচাইত। "গুরু নানাভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন, নানা রীতে সতত নাচায়। ২।২।৬৩॥" এই রূপে "কেশব-ভারতী-শিষ্য" অর্থে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবধূদের সহিত লীলাকথা-শ্রবণাদি-জনিত বিবিধ-ভাববিকারগ্রস্ত রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ।

প্রতারক—নিন্দার্থে, প্রবঞ্চক। বাহিরে সাধুতা দেখাইয়া লোককে আকৃষ্ট করে; অন্তরে সাধুতা নাই বলিয়া তাঁহার বাহ্যিক ভাব-ভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া যাহারা আকৃষ্ট হয়, তাহারা বাস্তবিক প্রতারিতই হইয়া থাকে। **স্তুতি অর্থে**—প্র—অর্থ প্রকৃষ্টরূপে; তারক অর্থ—ত্রাণকর্ত্তা। যিনি প্রকৃষ্টরূপে জীবের ত্রাণকর্ত্তা, তিনি প্রতারক; যিনি ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধি-কামনারূপ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া জীবকে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-প্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন, তিনি প্রতারক।

১১৩। **চৈতন্য**—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" না বলিয়া প্রকাশানন্দ-সরস্বতী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া কেবল "চৈতন্য" বলিয়াছেন। স্তুতি-অর্থে ইহার অর্থ হইবে—ইনি কেবলই চৈতন্য, ইহাতে চৈতন্য-বিরোধী (চিদ্‌বিরোধী) অচেতন—জড়—কিছু নাই; ইনি চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ-ঘন। পরবর্ত্তী ১২৫-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য। **ভাবকগণ**—নিন্দার্থে, বিচার-শক্তিহীন, দুর্ব্বলচিত্ত, ভাবপ্রবণ লোকসকল। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় ভাবক শব্দের নিন্দার্থ দ্রষ্টব্য।

স্তুতি-অর্থে—চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ; রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যানপরায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ রূপগুণ-লীলাদির স্মরণ-পরায়ণ লোকসকল। "রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান। ২।৮।২০৭॥ কৃষ্ণ নামগুণলীলা প্রধান-স্মরণ। ২।৮।২০৬॥"

নাচাইয়া—নিন্দার্থে, তরলমতি মূর্খ লোকদিগের চিত্ত-তারল্য বর্দ্ধিত করিয়া। স্তুতি-অর্থে—প্রেমাবেশে নৃত্য করাইয়া।

১১৪। **মোহন-বিদ্যা**—নিন্দার্থে কুহক; মায়াবীর কৌশল। স্তুতি-অর্থে—বিদ্যা, অর্থাৎ যাহা অবিদ্যা

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি—চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৫

সন্ন্যাসী নামমাত্র—মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নহে; শ্রীকৃষ্ণশক্তি; যদ্দ্বারা সকলেই মোহিত হন, সেই শক্তি; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। এই অর্থে ইহা বুঝায় যে, এই যে সন্ন্যাসীটী দেখিতেছ, ইনি স্বয়ংভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা সকলেই মোহিত হইয়া যায়। আর যদি মহাপ্রভুর ভক্তভাব ধরা যায়, তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে:—যদ্দ্বারা জানা যায় তাহাই বিদ্যা; কৃষ্ণভক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে জানা যায়; জগতের মূলকারণ কৃষ্ণকে জানিলে কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। ছান্দোগ্য। ৬।১।৩॥" কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। "কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর। ২।৮।১৯৯।" এই কৃষ্ণভক্তিরূপ বিদ্যা সম্পত্তি ভক্তভাবাপন্ন মহাপ্রভুর এতই বেশী যে তিনি ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিয়া সমস্ত মায়ামুগ্ধ জগতের মায়ামোহ ভাসাইয়া দিয়া সকলকে শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন—এজন্যই বলা হইয়াছে—তাঁহার মোহন-বিদ্যা।

যেই তারে দেখে ইত্যাদি—নিন্দার্থে, তরল-মতি মূর্খ ভাবকগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার মোহিনী বিদ্যায় (কুহকে) মুগ্ধ হইয়া প্রচার করে যে—ইনি ঈশ্বর (ঈশ্বর করি কহে)। স্তুতি-অর্থে—যিনিই ইহাকে (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) দর্শন করেন, দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি ইহার (প্রভুর) কৃপা সঞ্চারিত হয় এবং সেই কৃপার প্রভাবে তৎক্ষণাৎই তিনি ইহার স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়া থাকেন—তৎক্ষণাৎই চিনিতে পারেন যে, ইনি ঈশ্বর।

১১৫। পণ্ডিত প্রবল—মহাশক্তিশালী পণ্ডিত; যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের শক্তি এত অধিক যে, কাহারও মোহিনী বিদ্যাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। নিন্দার্থে—কিন্তু এত বড় শক্তিশালী বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি হইয়াও সার্ব্বভৌম চৈতন্যের মোহিনী বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যের মতই পাগলামি আরম্ভ করিয়াছেন। স্তুতি অর্থে—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের কৃপা এতই শক্তিশালিনী যে, তাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত অদ্বৈত-বেদান্তে মহাপণ্ডিত ব্যক্তিকেও মায়াবাদ পরিত্যাগ করাইয়া ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়াছে এবং প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

পাগল—নিন্দার্থে হিতাহিত-বিচারশক্তিহীন; উন্মত্ত। স্তুতি অর্থে, প্রেমোন্মত্ত, লোকাপেক্ষাশূন্য।

১১৬। সন্ন্যাসী নাম মাত্র · নিন্দার্থে, কেবল পোষাকে মাত্র সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর কোনও আচরণই তাঁহার নাই। ভণ্ড সন্ন্যাসী। স্তুতি অর্থে—সন্ন্যাসীর বেশ বটে; বস্তুতঃ ইনি স্বয়ংভগবান্; জীবতত্ত্ব নহেন; জীবই সংসারমুক্তির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ইহার সংসার-বন্ধনও নাই, সুতরাং তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধনার্থ সন্ন্যাস গ্রহণেরও প্রয়োজন নাই। **মহাইন্দ্রজালী**—নিন্দার্থে, মহাকুহকী, মায়াবী, ভেল্কীওয়ালা, বাজিকর।

স্তুতি-পক্ষে—ইন্দ্র অর্থ পরমেশ্বর (শব্দকল্পদ্রুমধৃত বেদান্তবাক্য)। **মহা ইন্দ্র** অর্থ—মহা বা শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর; স্বয়ং-ভগবান্। **মহাইন্দ্রজাল**—স্বয়ংভগবানের ঐশ্বর্য্য, যাহা জালরূপে অনন্ত-কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ও অপ্রাকৃত ধামে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। **মহাইন্দ্রজালী**—স্বয়ং ভগবানের ঐশ্বর্য্যশালী; অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্। তিনি নামে সন্ন্যাসী, বাস্তবিক তিনি সন্ন্যাসী নহেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্। শ্রুতিও ব্রহ্মকে বা ভগবানকে "জালবান—ইন্দ্রজালী" বলিয়াছেন। "য একো জালবান ঈশত ঈশনীভিঃ। শ্বেতাশ্বতর। ৩।১।"

কাশীপুরে—বারাণসীনগরে; কাশীতে।

না বিকাবে—বিক্রয় হইবে না। নিন্দার্থে—কাশীবাসী লোক এত নির্বোধ নহে, তাহার বুজরুকীতে মুগ্ধ হইবে। স্তুতি-অর্থে—কাশীবাসী লোক প্রায়ই মায়াবাদী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ; তাঁহারা শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তি ও প্রেম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক-সঙ্গে দুইলোক নাশ ॥ ১১৭
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি তথা হৈতে উঠি গেল ॥ ১১৮
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হৈয়াছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ॥ ১১৯
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা— ॥ ১২০
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহো তোমার নাম জানে—আপনি কহিল ॥ ১২১
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য চৈতন্য' করি কহে তিন বার ॥ ১২২
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয়, শুনি পাই দুঃখে ॥ ১২৩
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে 'কৃষ্ণ হরি' ॥ ১২৪
প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
'ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাবকালী—নিন্দার্থে ভাবকতা; বুজরুকী; বাজিকরী। স্তুতি-অর্থে—পূর্ব্ব স্তুতিপক্ষে ভাবকের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহার ভাব। ভক্তি ও প্রেম; অথবা, সাধনাভিনিবেশ; বা শ্রীকৃষ্ণকৃপা।

১১৭। **বেদান্ত শ্রবণ…নাশ**—নিন্দা-অর্থে; ঐ ভাবক-সন্ন্যাসীর নিকট যাইও না; এখানে বসিয়া বেদান্ত শ্রবণ কর।

স্তুতি-অর্থে—তুমি কি বেদান্ত (বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য) শ্রবণ কর? তাহা হইলে ঐ সন্ন্যাসীর নিকটে যাইও না; কারণ, বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য শুনিয়া চিত্ত শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে, তাহার প্রচারিত ভক্তি ও প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না; স্থূলার্থ এই যে, যদি ভক্তি ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কর, তবে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণ করিও না।

উচ্ছৃঙ্খল—নিন্দার্থে, স্বেচ্ছাচারী। স্তুতিপক্ষে—যিনি কেবল নিজের ইচ্ছানুসারেই চলেন, অন্যের দ্বারা চালিত হন না; যিনি পরতন্ত্র নহেন; স্বতন্ত্র ভগবান্; অন্যের অধীনতারূপ শৃঙ্খল হইতে যিনি মুক্ত।

দুই লোক নাশ—নিন্দার্থে, ইহকালের উন্নতি বা সুখ-সমৃদ্ধির আশাও যায়, পরকালও নষ্ট হয়। স্তুতি অর্থে—স্বতন্ত্র-ভগবানের সান্নিধ্যে ইহকাল ও পরকালের ভোগবাসনা নষ্ট হইয়া যায়; তাঁহার প্রেম-সেবা লাভ হইয়া থাকে।

১১৮। প্রকাশানন্দের উক্তির কেবল নিন্দাসূচক অর্থই বিপ্রের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে; তাই তাঁহার দুঃখ। এই দুঃখই প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের সূচনা। বিপ্র প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইয়াছেন; তাই প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহার দুঃখ হইয়াছে; তাহাতেই প্রকাশানন্দের উদ্ধারের জন্য তাঁহার চিত্তে তীব্র বাসনা জাগ্রত হইয়াছে; এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু পরবর্ত্তীকালে প্রকাশানন্দকে প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়"—এই বিপ্রের যোগে প্রভু তাহা দেখাইলেন এবং ইহা দেখাইবার জন্যই লীলাশক্তি বিপ্রের চিত্তে নিন্দাসূচক অর্থটী উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

১১৯-২০। **প্রভুদর্শনের** ইত্যাদি—মহাপ্রভুকে দর্শন করায় সেই বিপ্রের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছিল; তাই তিনি প্রভুর স্বরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতেই প্রকাশানন্দের কথার যথাশ্রুত নিন্দার্থ মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রভুর নিকটে গিয়া প্রকাশানন্দের কথা সমস্ত বলিলেন। **তার আগে**—প্রকাশানন্দের সম্মুখে। **সেহো**—প্রকাশানন্দ। **আপনে কহিলা**—প্রকাশানন্দ নিজেই তোমার নাম বলিল।

১২৩। **অবজ্ঞাতে**—অবজ্ঞার সহিত; অশ্রদ্ধার সহিত।

১২৫। **কৃষ্ণ অপরাধী**—শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী। মায়াবাদীগণকে শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী বলিবার কারণ এই—প্রথমতঃ মায়াবাদীগণ মায়াধীন জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ মনে করে; ইহা অপরাধের কার্য্য; ইহাতে শ্রীভগবান্ ও জীবের সেব্য-সেবকত্ব-ভাব নষ্ট হইয়া যায়, জীব ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। এই মত প্রচার

অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণনাম'।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত সমান ॥ ১২৬
নাম, বিগ্রহ স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ স্বরূপ ॥ ১২৭
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপবিভেদ ॥ ১২৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-
বচনম্ (১১।২৬৯),—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১০৮)
পদ্মপুরাণবচনম্—
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নামৈব চিন্তামণিঃ সার্ব্বভীষ্টদায়কং যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি তস্য কৃষ্ণত্বে হেতুঃ। অভিন্নত্বাদিতি। একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ। বিশেষ-জিজ্ঞাসাচেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য শ্রীভাগবৎ সন্দর্ভো দৃশ্যঃ। শ্রীজীব। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া মায়াবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জীবের যে কর্ত্তব্য, তাহা করিতে বাধা জন্মায় বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী দ্বিতীয়তঃ, মায়াবাদিগণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার ও নিঃশক্তিক বলিয়া থাকে ; ইহাতে শ্রীভগবানের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ; কিন্তু মায়াবাদিগণ সেই বিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করে; সত্ত্বগুণ হইল প্রাকৃত, জড় ; সুতরাং মায়াবাদিগণ শুদ্ধ চিন্ময়, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে প্রাকৃত ও জড় বলিয়া থাকে ; ইহা অপেক্ষা অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি—মায়াবাদিদিগের বেদান্ত-ভাষ্যে "ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য" এই তিনটী শব্দই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণাদি শব্দের প্রয়োগ মোটেই নাই ; তাহাদের পরস্পর আলাপেও শ্রীকৃষ্ণাদি শব্দ শুনা যায় না ; কেবল ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য শব্দই শুনা যায়।

১২৬-২৭। অতএব—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী বলিয়া তাহার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয় না; যেহেতু কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—এই তিন বস্তুতে কোনও ভেদ নাই—তিনই এক—তিনই চিন্ময় ও আনন্দময় ; তিনই স্বপ্রকাশ, একটীও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণে যাহার অপরাধ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিও তাহার প্রতি অপ্রসন্ন। তাই অপরাধীর নিকটে নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেন না।

১২৮। দেহ-দেহী—শ্রীকৃষ্ণের দেহ বা বিগ্রহ এবং দেহী বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। **নাম-নামী**—শ্রীকৃষ্ণের নাম ও ঐ নামের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। **কৃষ্ণে নাহি ভেদ**—কৃষ্ণসম্বন্ধে দেহ ও দেহীর, নাম ও নামীর কোনও ভেদ নাই ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ, নাম ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে কোনও প্রভেদ নাই ; কারণ, বিগ্রহ, নাম ও স্বরূপ এই তিনই চিদানন্দ-স্বরূপ—চিন্ময় ও আনন্দময়। এই হইল শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ; কিন্তু জীবসম্বন্ধে একথা খাটে না ; জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপে ভেদ আছে ; জীবের নাম ও দেহ প্রাকৃত জড় ; কিন্তু জীবের স্বরূপ অপ্রাকৃত, চিন্ময় ; যেহেতু স্বরূপতঃ জীব ভগবানের চিৎকণ-অংশ।

নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ—জীবের নাম ও দেহের সঙ্গে জীবের স্বরূপের বিভেদ (বা পার্থক্য) আছে। জীবের নাম ও দেহ জড়বস্তু ; কিন্তু স্বরূপ চিদ্‌বস্তু। **জীবের ধর্ম্ম** ইত্যাদি—নাম ও দেহ হইল জীবের ধর্ম্ম ; জীবের স্বরূপ হইল ধর্ম্মী এবং তাহার নাম ও দেহ হইল এই ধর্ম্মীর ধর্ম্ম বা গুণ। যেহেতু, কর্ম্মফলবশতঃ নাম ও দেহকে ধারণ (অঙ্গীকার) করিয়াই জীব (দেহদ্বারা জাতিহিসাবে—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদিরূপে এবং নামদ্বারা দেহানুরূপ জাতির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষরূপে) পরিচিত হইয়া থাকে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। নামনামিনোঃ (নাম ও নামীর) অভিন্নত্বাৎ (অভিন্নত্ববশতঃ) নাম (নাম) চিন্তামণিঃ (চিন্তামণিতুল্য) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ; [স এব কৃষ্ণঃ] (সেই কৃষ্ণ) চৈতন্যরসবিগ্রহঃ (চৈতন্যরসবিগ্রহ) পূর্ণঃ (পূর্ণ) শুদ্ধঃ (মায়াগন্ধশূন্য) নিত্যমুক্তঃ (নিত্যমুক্ত)।

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস। 　　　প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় চৈতন্যরসবিগ্রহ, সর্ব্বশক্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধশূন্য, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণিবৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। ৫

চিন্তামণিঃ—সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ একরকম মণি; এই মণি যেমন সকলের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি সকলের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন; তাই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তামণি বলা হইয়াছে; এবং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণনামে কোনও পার্থক্য না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণনাম ও চিন্তামণির ন্যায়ই সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি রকম? তাহা বলিতেছেন—**চৈতন্যরসবিগ্রহঃ**—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, তাঁহাতে জড়ত্বের বা মায়ার ছায়ামাত্রও নাই, কেবলমাত্র চিৎ; এই চৈতন্য (বা চিৎ) আবার রসস্বরূপ; চমৎকৃতিজনক আস্বাদ্যত্ব যাহাতে আছে, তাহা রস; উক্ত চৈতন্যবস্তুও চমৎকৃতিজনকরূপে আস্বাদ্য—সুতরাং রস-শব্দে আনন্দ বুঝায়; আনন্দই চমৎকৃতিজনকরূপে আস্বাদ্য। তাহা হইলে চৈতন্যরস হইল—চিদানন্দ, জড় বা প্রাকৃত আনন্দের স্পর্শশূন্য এক অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ। সেই আনন্দের বিগ্রহ বা মূর্ত্তিই হইল চৈতন্যরসবিগ্রহ—চিদানন্দবিগ্রহ, আনন্দঘনমূর্ত্তি; শ্রীকৃষ্ণই চিদানন্দবিগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ চিদানন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামের কোন ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণনামও চিদানন্দবিগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ চিদানন্দ; চন্দনের স্পর্শ হইলেই তাহার শৈত্যগুণে যেমন সমস্ত দেহ স্নিগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনামের স্পর্শেও—শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বায় স্ফুরিত হইলেও—সমস্ত হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়, এবং এই আনন্দ, চিন্ময় আনন্দ, যাহার প্রভাবে নামকীর্ত্তনকারীর চিত্তাদিও চিন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে (অবশ্য নামকীর্ত্তনকারীর অপরাধ থাকিলে শীঘ্রই নামের ফল পাওয়া যায় না)। **পূর্ণঃ**—কোনওরূপ অভাবশূন্য। **শুদ্ধঃ**—মায়ার স্পর্শশূন্য। **নিত্যমুক্তঃ**—শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীশ বলিয়া অনাদিকাল হইতেই মায়ামুক্ত এবং অনন্তকাল পর্য্যন্তই মায়ামুক্তই থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামও পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত। বস্তুতঃ একই সচ্চিদানন্দরসাদিরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণনাম—এই দুইরূপে অনাদিকাল হইতে আবির্ভূত হইয়া আছেন।

নাম ও নামীর অভিন্নত্বসম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ ১।১৭।২০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১২৬-২৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৯। যাহারা শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী, তাহাদের কথা তো দূরে, মায়াবাদীদের ন্যায় যাহারা শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী নহে, তাহারাও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, নামাদি হইল চিন্ময় স্বপ্রকাশ বস্তু; আর জিহ্বাদি হইল প্রাকৃত বস্তু। শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইলেই নামাদি কৃপা করিয়া আপনা-আপনিই জিহ্বাদিতে আত্মপ্রকট করেন; কিন্তু একজন সাধক হইয়াও যখন নামাদি গ্রহণে প্রকাশানন্দের প্রবৃত্তি দেখা যায় না (প্রবৃত্তি থাকিলে নাম আপনা হইতেই জিহ্বায় স্ফুরিত হইত), তখনই ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি খুব কৃষ্ণবিদ্বেষী। ১২৯-৩০ পয়ারে প্রকারান্তরে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

অতএব—কৃষ্ণের নাম, দেহ, স্বরূপাদি অপ্রাকৃত, চিন্ময় বলিয়া। **বিলাস**—লীলা। **প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে**—জীবের প্রাকৃত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-গুণ-কীর্ত্তন করা যায় না; প্রাকৃত চক্ষুতে তাঁহার রূপ দেখা যায় না; প্রাকৃত কর্ণে তাঁহার নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ করা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা হয় না। ইহা যদি হইত, তবে সকল সময়ে, সকল স্থানে আমরা ভগবদ্দর্শন পাইতাম; কারণ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

স্বপ্রকাশ—যাহাকে অন্যে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু যাহা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে স্বপ্রকাশ বস্তু বলে। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত-বস্তুর-তুলনায়, সূর্য্য স্বপ্রকাশ—কারণ, সূর্য্য নিজে উদিত হইলেই তাহাকে জীব দেখিতে পায়, সূর্য্য যদি নিজে দেখা না দেয়, নিজে নিজেকে প্রকাশ না করে, তবে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ ॥ ১৩০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১০৯)—
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সেবোন্মুখে হীতি। সেবোন্মুখে ভগবৎ-স্বরূপ-তন্নাম-গ্রহণায় প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। যথা মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতম্। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ইতি। গজেন্দ্রস্য, জজাপ পরমং জপ্যং প্রাগ্ জন্মন্যনুশিক্ষিতমিত্যাদি। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩০। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, গুণাদিও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ; নাম যখন কৃপা করিয়া জিহ্বায় স্ফুরিত হন, তখনই জীব নাম গ্রহণ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণরূপ যখন স্বয়ং কৃপা করিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যখন কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখন জীব সেই লীলায় দর্শন পাইতে পারে; এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণও কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে জীব তাহা অনুভব করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেরই ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং চিদানন্দময়।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অতঃ (এই হেতু—নাম-নামীতে অভেদ বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণনামাদি (শ্রীকৃষ্ণের নামাদি—নাম, রূপ, লীলা, গুণ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়দ্বারা— প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা) গ্রাহ্যং (গ্রহণযোগ্য) ন ভবেৎ (হয় না)। অদঃ (ইহা —শ্রীকৃষ্ণনামাদি) সেবোন্মুখে (সেবার নিমিত্ত —নামাদি গ্রহণাদির নিমিত্ত—উন্মুখ) জিহ্বাদৌ (জিহ্বাদিতে) স্বয়মেব (আপনা-আপনিই) স্ফুরিত (স্ফুরিত হয়)।

অনুবাদ। (নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ) শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি (নাম, লীলা, রূপ, গুণাদি) প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় হয় না; জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি পায় (যেহেতু শ্রীকৃষ্ণবৎ নামাদি স্বপ্রকাশ বস্তু)।

অতঃ—অতএব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটীই হইতেছে "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ"-ইত্যাদি শ্লোক; এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সচ্চিদানন্দময় বস্তু কখনও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা স্বপ্রকাশ হইবে; তাই উক্তশ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইয়াছে—অতঃ—অতএব; শ্রীকৃষ্ণনামাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় নয়; জীবের প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা জীব নিজেরই চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারে না, নিজের চেষ্টায় প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা জীব শ্রীকৃষ্ণের রূপ বা লীলাদি দর্শন করিতে পারে না, প্রাকৃত চিত্তে তাঁহার গুণাদিরও অনুভব লাভ করিতে পারে না। তাহা হইলে জীব কিরূপে শ্রীকৃষ্ণনামাদির কীর্ত্তন করিবে? তাহাই বলিতেছেন—**সেবোন্মুখে জিহ্বাদৌ**—জীবের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় যদি সেবার নিমিত্ত (নাম-গ্রহণাদির নিমিত্ত) উন্মুখ (ইচ্ছুক বা প্রবৃত্ত) হয়, তাহা হইলে নামাদি কৃপা করিয়া আপনা হইতেই জিহ্বাদিতে উদিত হয়; কেহ নামকীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলে এবং নামকীর্ত্তনের জন্য মন ও জিহ্বাকে চেষ্টিত করিলে নাম কৃপা করিয়া নিজেই তাহার জিহ্বায় উদিত হইবে এবং জিহ্বাকে নামকীর্ত্তনের যোগ্যতা দান করিবে। রূপ-গুণলীলাদি-সম্বন্ধেও যথোচিত ইন্দ্রিয়ের ঐরূপ অবস্থা (১৩০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেবোন্মুখ জীব নরদেহব্যতীত অন্যদেহে অবস্থিত থাকিলেও তাহার জিহ্বাদিতে যে শ্রীকৃষ্ণনামাদি স্ফুরিত হয়, শ্রীমদ্ ভাগবতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিণ শিশুতে আসক্তিবশতঃ ভরত মহারাজ মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই মৃগদেহ

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩১

তথাহি (ভা. ১২।১২।৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপি অজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখং ধৈর্য্যং যস্য সঃ তত্ত্বদীপঃ পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত তং নতোঽস্মীতি। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরিত্যাগ করার সময়ে তিনি "যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়। নারায়ণায় হরয়ে নমঃ"-ইত্যাদি রূপে স্তব করিয়া সহাস্যবদনে ভগবান্‌কে নমস্কার জানাইয়াছিলেন (শ্রী. ভা. ৫।১৪।৪৫)। কুম্ভীরদ্বারা আক্রান্ত এক গজেন্দ্র স্বীয় শত চেষ্টাতেও যখন নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না, নিজের শক্তিও যখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভাগ্যক্রমে তাহার চিত্তে সর্বশক্তিমান্ সর্বরক্ষাকর্ত্তা ভগবানের কথা জাগ্রত হওয়ায় আত্মরক্ষার্থে তাঁহার শরণাগত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তব করিতে ইচ্ছা করিলে "ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ"-ইত্যাদি স্তব-বাক্য তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইয়াছিল ((শ্রী. ভা. ৮।৩য় অধ্যায়)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার কৃপায় তত্রত্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী-আদির মুখেও কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছিল (২।১৮।২৮-৩১)।

১২৯-৩০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩১। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২০-৩০ পয়ারে প্রকারান্তরে প্রকাশানন্দের কৃষ্ণবিদ্বেষ দেখাইয়া ১৩১-৩৩ পয়ারে প্রকারান্তরে তাঁহার কৃষ্ণে অপরাধ দেখাইতেছেন।

কোনওরূপ অপরাধ না থাকিলে, যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহাদের চিত্ত পর্য্যন্তও যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহাই দেখাইতেছেন ১৩০-৩৩ পয়ারে। (পূর্ব্বোল্লিখিত বিপ্রের নিকটে, অন্য অনেকের মুখেও কৃষ্ণনাম শুনিয়াও) যখন প্রকাশানন্দের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নামাদিতে আকৃষ্ট হইতেছে না—সুতরাং একবারও যখন তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনা যাইতেছে না—তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী; নচেৎ যখনই একজনের মুখেও কৃষ্ণনাম শুনিতেন, তখনই তিনি কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন। (বস্তুতঃ, যিনি শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী, ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত কেবল নির্ভেদ-ব্রহ্মচিন্তা স্বীয় ফল দান করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অপরাধ, তাঁহার পক্ষে ভক্তির কৃপাও সম্ভব নহে; ভক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তিবিশেষ)।

ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি—ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলীলার আস্বাদনের আনন্দ অনেক বেশী। তাহার প্রমাণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী—জ্ঞানমার্গের সাধনের ফলে যিনি ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। **আত্মবশ**—নিজের বশীভূত; লীলারসের অনুগত।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (ব্রহ্মানন্দ-পরিপূর্ণ-চিত্ত) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (এবং তজ্জন্যই অন্যভাববর্জ্জিত) অপি (ও) যঃ (যিনি—যে শ্রীশুকদেব) অজিত-রুচির-লীলাকৃষ্টসারঃ (অজিত-শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত) [সন্] (হইয়া) কৃপয়া (কৃপাপূর্ব্বক) তদীয়ং (তদ্‌বিষয়ক—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক) তত্ত্বদীপং (তত্ত্বসম্বন্ধে দীপতুল্য—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকাশক) পুরাণং (শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণ) ব্যতনুত (প্রকাশ করিয়াছেন), তং (সেই) অখিল-বৃজিনঘ্নং (অখিল পাপ-নাশক) ব্যাসসূনুং (ব্যাসপুত্র শুকদেবকে) নতঃ অস্মি (প্রণাম করি)।

অনুবাদ। যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং তজ্জন্য অন্যসমস্ত বিষয়ে মনোব্যাপারশূন্য (অন্য সমস্ত বিষয় হইতে স্বীয় মনোবৃত্তিকে দূরে রাখিতে সমর্থ) হইয়াও অজিত-শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কৃপাবশতঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণ লোকে প্রচারিত করিয়াছেন, অখিল-পাপনাশক সেই ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি। ৭

শ্রীসূতের উক্তি এই শ্লোক। **স্বসুখনিভৃতচেতাঃ**—স্বসুখ (ব্রহ্মানন্দ)-দ্বারা নিভৃত (পরিপূর্ণ) চেতঃ যাঁহার, তিনি ; ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন বলিয়া যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মসুখেই পরিপূর্ণ ছিল এবং **তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ**—তজ্জন্য (ব্রহ্মানন্দে চিত্ত পূর্ণ ছিল বলিয়া) ব্যুদস্ত (দূরীভূত) হইয়াছে অন্যত্র (অন্য বিষয়ে) ভাব (মনোব্যবহার) যাঁহার ; ব্রহ্মানন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া অন্য কোনও বস্তুর জন্য বাসনাই যাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না এবং তাই অন্য কোনও বিষয়েই যাঁহার মনোবৃত্তি ছিল না ; এবং এতাদৃশ হইয়াও যিনি **অজিত-রুচির-লীলাকৃষ্ট সারঃ**—অজিতের (শ্রীকৃষ্ণের) রুচির (মনোহর) লীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে সার (রসানুভবের সামর্থ্য অথবা ধৈর্য্য) যাঁহার ; শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-মাধুর্য্যাধিক্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও যাঁহার চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লীলারসে নিমগ্ন করিয়াছে, এবং যিনি লীলারসের দ্বারা এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া **কৃপয়া**—জগতের লোকের প্রতি কৃপা করিয়া, স্বয়ং যে অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় লীলারসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মসুখানুভূতিকেও ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জগতের জীবসকলকে সেই রসের স্বরূপ জানাইবার অভিপ্রায়ে যিনি **তত্ত্বদীপং**—শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে দীপ (প্রদীপ) তুল্য, যাহা প্রদীপের ন্যায় লীলারসতত্ত্বাদিকে প্রকাশ করিতে সমর্থ, তাদৃশ—শ্রীকৃষ্ণ লীলারসতত্ত্ব-প্রকাশক **পুরাণং**—শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণকে **ব্যতনুত**—লোকে প্রচারিত করিয়াছেন, সেই **অখিল বৃজিনঘ্নং**—সমস্ত অমঙ্গল-নাশক, শ্রীমদ্ ভাগবত প্রচার করিয়া যিনি জগতের সমস্ত অমঙ্গল-বিনাশের সূচনা করিয়াছেন, সেই **ব্যাসসূনুং**—ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবকে আমি (শ্রীসূত) প্রণাম করি।

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দানুভবে সমাধি লাভ হয় ; সেই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়াদির কোনও চেষ্টাই থাকে না। এই অবস্থাতেও শ্রীশুকদেবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রুচির-লীলারসে আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব জন্মাবধিই ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ছিলেন, নির্জ্জন বনে বসিয়া তিনি ব্রহ্মসমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতা ব্যাসদেব অন্য লোকদ্বারা শুকদেবের নিকটবর্ত্তীস্থানে শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে ভগবানের গুণব্যঞ্জক কোনও কোনও শ্লোক কীর্ত্তন করাইতেন। ভগবদ্‌গুণকথার মাহাত্ম্যে তাহাতে শুকদেবের চিত্ত সমাধি হইতে আকৃষ্ট হইত, ব্রহ্মসমাধি পরিত্যাগ করিয়াও ভগবদ্‌গুণকথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিত, পরে তিনি স্বীয় পিতা ব্যাসদেবের নিকটে সমগ্র শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন ও আস্বাদন করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে—সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই তো নিরুদ্ধ ছিল ; ব্যাসদেব-নিয়োজিত লোকের উচ্চারিত ভগবদ্‌গুণ-ব্যঞ্জক শ্লোক তিনি শুনিলেন কিরূপে ? উত্তর—শ্রীশুকদেবের চিত্ত ছিল শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ; নচেৎ তাঁহার ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইত না। আর ভগবৎ-কথাও শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা, স্বপ্রকাশ। কোনও ভাগ্যবান্‌কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ভগবদ্‌গুণাদি সকলের কর্ণেই প্রবেশ লাভ করিতে পারে ; কিন্তু মায়ামলিন চিত্তের সঙ্গে তাহার সংযোগ হইতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভগবদ্‌গুণকথার সংযোগ আপনা-আপনিই হইতে পারে। শুকদেবের কর্ণকুহর উন্মুক্তই ছিল। ব্যাসদেবের নিয়োজিত লোকের কীর্ত্তিত ভগবদ্‌গুণ-কথা তাঁহার কর্ণকুহরের ভিতর দিয়া তাঁহার মরমে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, প্রবেশ করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ ১৩২

তথাহি তত্রৈব (১৭।১০)—
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৮

ইহো সব রহু, কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সংযোগে বাধা দিতে পারে, এমন কোনও আবরণ তাঁহার চিত্তে ছিল না। এইরূপ আবরণ হইতেছে মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তের মায়া-মলিনতার আবরণ। শুকদেবের চিত্তে তাহা ছিল না। তবে তাঁহার চিত্তে একটী আবরণ ছিল—জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান; এই আবরণের দ্বারা জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবক-ভাবটী প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই আবরণ শুদ্ধসত্ত্বের গতিপথে বাধা জন্মাইতে পারে না; তাই শুকদেবের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তের সহিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভগবৎ-কথার স্পর্শ হইতে পারিয়াছিল। এই ভগবৎ-কথাই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শুকদেবের জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানরূপ আবরণটীকেও অপসারিত করিয়া দিয়া তাঁহার চিত্তে সেব্য-সেবক ভাবের স্ফুরণ করাইয়া সেবাবাসনা জাগাইয়া নিস্তরঙ্গ আনন্দ-সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল; তখনই তিনি নিস্তরঙ্গ-ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রের স্থলে তরঙ্গায়িত আনন্দ-সমুদ্রের—অনন্ত-বৈচিত্রীময়-রসসমুদ্রের অতল-তলে নিমগ্ন হইলেন। ইহা তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ নহে। আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন, ভগবদ্গুণ-কথার সহিত তাঁহার চিত্তের স্পর্শের পরেও তিনি সেই আনন্দ-সমুদ্রেই নিমগ্ন রহিলেন। পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বে আনন্দ-সমুদ্র ছিল নিস্তরঙ্গ, পরে তাহাই হইয়া উঠিয়াছে—উত্তাল তরঙ্গময়; পূর্ব্বে তিনি ছিলেন—নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রে স্থির, পরে তিনি তরঙ্গায়িত আনন্দ-সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন এবং তাহাতে তিনি এতই আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে লাগিলেন যে, এবং সেই আনন্দ-বৈচিত্রীতে এমন ভাবেই তন্ময় হইয়া রহিলেন যে, পূর্ব্বানুভূত নিস্তরঙ্গ আনন্দ-সমুদ্রের অনুসন্ধানই আর তাঁহার রহিল না। ইহাও তাঁহার সমাধি—ভক্তিসমাধি। ইহাতেও তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া, যেন আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করিয়াই, অন্য-অনুসন্ধানের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই বলা হইল—ভগবদ্গুণের প্রভাবে শুকদেবের সমাধি-ভঙ্গ হয় নাই, সমাধি বরং অপর এক পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। যদি তাঁহার সমাধি-ভঙ্গই হইত, পুনরায় সেই সমাধিতে নিমগ্ন হওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—লীলারসোঽয়ং তস্য ন সমাধিভঞ্জকঃ প্রত্যূহঃ (বিঘ্নঃ) ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। তথাত্বে সতি তেন পুনরপি তাদৃশ-সমাধ্যর্থ-মেবাযতিষ্যত। কিন্তু পরে তিনি ব্রহ্মানন্দ-সমাধি-লাভের জন্য কোনও রূপ চেষ্টা না করিয়া ভগবদ্গুণাদির রস-আস্বাদনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নও করিয়াছিলেন।

লীলারসের শক্তি যে কত অধিক, তাহা যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিতে সমর্থ, এই ১৩১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩২। শ্রীকৃষ্ণগুণের অনুভবজনিত আনন্দ—ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী; তাই শ্রীকৃষ্ণের গুণ আত্মারাম (ব্রহ্মসুখনিমগ্ন) মুনিদিগের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৩। ইহো সব রহু—শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-গুণের ত কথাই নাই; শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সংলগ্ন যে তুলসী, তাহার সৌরভও আত্মারাম-গণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে—শ্রীকৃষ্ণের চরণের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে যাহার, সেই তুলসীর; শ্রীকৃষ্ণের চরণসংলগ্ন তুলসী; চরণতুলসী।

তথাহি তত্রৈব (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ। তস্য পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি সংক্ষোভং চিত্তেঽতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চম্। স্বামী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অরবিন্দনয়নস্য (কমল-লোচন) তস্য (তাঁহার—ভগবানের) পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দবায়ুঃ (পদকমলের কেশরের সহিত মিশ্রিতা তুলসীর গন্ধবহনকারী বায়ু) স্ববিবরেণ (নাসারন্ধ্রদ্বারা) অন্তর্গতঃ (ভিতরে প্রবেশ করিয়া) অক্ষরজুষাং (ব্রহ্মানন্দসেবী) তেষাং (তাঁহাদের—সেই সনকাদির) অপি (ও) চিত্ততম্বোঃ (চিত্তের ও দেহের) সংক্ষোভং (সম্যক্ ক্ষোভ) চকার (জন্মাইয়াছিল)।

অনুবাদ। সেই কমল-নয়ন ভগবানের চরণকমলের কেশর-মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ-যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদিরও চিত্তে এবং দেহে সম্যক্ ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল, অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং দেহে রোমাঞ্চাদি প্রকাশ করিয়াছিল। ৯

অরবিন্দনয়নস্য—অরবিন্দের (কমলের—পদ্মের) ন্যায় নয়ন (চক্ষু) যাঁহার, তাঁহার; পদ্মের পাপড়ির ন্যায় দীর্ঘ এবং সুন্দর চক্ষু যাঁহার, সেই শ্রীভগবানের **পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ**—পদ (চরণ)-রূপ অরবিন্দ (কমল) পদারবিন্দ; তাহার কিঞ্জল্কের (কেশর—শ্বেতারুণকান্তিযুক্ত নখরূপ কেশরের) সহিত মিশ্র (মিশ্রিত) যে তুলসী, তাহার মকরন্দ (সুগন্ধ)-যুক্ত বায়ু; [পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি বলিয়া ভগবানের চরণকে পদ্মের সঙ্গে উপমা দিয়া পদারবিন্দ—চরণকমল বলা হইয়াছে; কমলের-কেশর থাকে; কমল-কেশরের বর্ণও শ্বেতারুণ;—চরণকমলের কেশর কি? পদনখই চরণকমলের কেশর; নখের বর্ণও শ্বেতারুণ; পদ্মের কেশরতুল্য এই যে ভগবানের পদনখ-সমূহ, পদ্মকেশরের ন্যায় তাঁহাদেরও স্নিগ্ধ মৃদু সুগন্ধ আছে; তাই পদনখরূপ কেশরের সহিত মিশ্রিত যে তুলসী—ভক্ত পূজাকালে শ্রীভগবানের চরণে যে তুলসী অর্পণ করেন, শ্রীভগবানের পদনখরের গন্ধযুক্ত সেই তুলসীর মকরন্দ বা সুগন্ধকে বহন করে যে বায়ু, শ্রীকৃষ্ণচরণতুলসীর সুগন্ধে সুগন্ধি যেই বায়ু] **অক্ষরজুষাং**—অক্ষর-(ব্রহ্ম—ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দ) সেবীদিগের, ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন সনকাদির **স্ববিবরেণ**—নাসারন্ধ্র দ্বারা **অন্তর্গতঃ**—ভিতরে প্রবেশ করিয়া, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের **চিত্ততম্বোঃ**—চিত্তের ও তনুর (দেহের) **সংক্ষোভং**—সম্যক্ ক্ষোভ, হর্ষাদিদ্বারা চিত্তের ক্ষোভ এবং রোমাঞ্চাদিদ্বারা দেহের ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল। চরণতুলসীর সুগন্ধেই ব্রহ্মানন্দ হইতে তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল এবং চরণতুলসীর সুগন্ধেই তাঁহারা অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দেহে রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাবের এবং হর্ষাদি সঞ্চারি-ভাবের উদয় হইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের চিত্ত অতি নির্ম্মল; তাই শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় যে কোনও বস্তুর সংস্পর্শেই ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের চিত্তে প্রেমবিকার জন্মিতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৭।৮-শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানের চরণতুলসীর সুগন্ধেই যে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের চিত্তও আকৃষ্ট হইতে পারে, এই ১৩৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥ ১৩৪
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥ ১৩৫
ভারীবোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে—এথাই বেচিব ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৫ পয়ারের সহিতই এই পয়ারের সাক্ষাৎ অন্বয়। ১২৬-৩০ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণনামাদির স্বরূপ বিবৃত করিয়া প্রকারান্তরে দেখান হইয়াছে যে, প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী (১২৯ পয়ারের টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য); তারপর ১৩১-৩৩ পয়ারে প্রকারান্তরে দেখান হইয়াছে যে, প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণে-অপরাধী (১৩১ পয়ারের টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য)। ১২৫ পয়ারোক্তির অনুকূলে, প্রকাশানন্দের শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষ ও শ্রীকৃষ্ণাপরাধ দেখাইয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, এইরূপ বিদ্বেষ ও অপরাধ আছে বলিয়াই তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম আসে না।

অতএব—শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী এবং শ্রীকৃষ্ণকে অপরাধী বলিয়া। **তার মুখে**—প্রকাশানন্দের মুখে। **যাতে**—যেহেতু। **মহাবহির্ম্মুখে**—অত্যন্ত বহির্ম্মুখ; অত্যধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী।

১৩৫। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশানন্দ বলিয়াছিলেন—"কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ২।১৭।১১৬ ॥" এক্ষণে প্রভু পরিহাসচ্ছলে সেই কথারই উত্তর দিতেছেন।

আমার ভাবকালীর গ্রাহক যখন নাই, তখন ইহা আর কিরূপে বিকাইবে? যদি না বিকায়, তাহা হইলে ভাবকালী লইয়াই আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৬। **ভারী বোঝা**—ভাবকালীর ভারী বোঝা; প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য উৎকণ্ঠা। জগতের জীবকে প্রেমভক্তি দিবার জন্যই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং প্রেম দেওয়ার জন্যই কাশীতেও আসিয়াছিলেন। এস্থলে প্রেমভক্তিকে ভারী-বোঝা বলার তাৎপর্য্য এই যে, বোঝাটা ভারী হইলে লোক যেমন তাহা ছাড়াইয়া ফেলিতেই উৎকণ্ঠিত হয়, মহাপ্রভুও প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তদ্রূপ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ভারী-বোঝার সঙ্গে প্রেমভক্তির তুলনা—বোঝার কষ্টদায়কত্ব বা অপ্রীতিকরত্ব অংশে নহে—বিতরণের জন্য উৎকণ্ঠাংশে। **অল্পস্বল্পমূল্য**—অত্যন্ত ভারী কোনও জিনিষের বোঝা অত্যন্ত কষ্টকর হয় বলিয়া লোক অতি সামান্য মূল্য পাইলেই তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বোঝা স্বরূপতঃ কষ্টদায়ক ও অপ্রীতিকর না হইলেও কাশীবাসী লোকগণকে তাহা দেওয়ার জন্য তাঁহার এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে, দিতে না পারিয়া তিনি ঐ উৎকণ্ঠার দরুণ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন; (এই উৎকণ্ঠা অবশ্য জীবের প্রতি তাঁহার করুণাবশতঃই)। এই জন্যই বলিলেন, অল্পস্বল্প মূল্য পাইলেই আমি ইহা দিয়া ফেলিব। **স্বল্প**—অর্থ অতি অল্প; অতি সামান্য মূল্য পাইলেও দিব। এখানে এই মূল্যটী কি? নিশ্চয় টাকা-পয়সা নহে; কারণ টাকা-পয়সায় প্রেমভক্তি মিলে না। ভগবৎ-কৃপায় সাধনভজনে প্রেমভক্তি মিলিতে পারে বটে; কিন্তু এস্থলে প্রভু বোধ হয় সাধনভজনরূপ মূল্যের কথাও বলেন নাই। কারণ, "মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র ॥ ১।৯।২১ ॥" যে চাহে, যে না চাহে, যে যোগ্য পাত্র, বা যে যোগ্য পাত্র নহে, বিনাবিচারে তিনি সকলকেই প্রেম দিয়াছেন; তাঁহার পরিকরগণকেও তিনি আদেশ করিয়াছেন—"যাহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে। ১।৯।৩৪ ॥" এই ভাবে অবিচারে প্রেমদানের হেতু এই যে, প্রভু বলিয়াছেন—"আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি। ১।৯।৫ ॥" প্রেমভক্তিবিতরণের সময় সাধনভজনের বিচার করেন নাই সত্য; কিন্তু বৈষ্ণব-অপরাধ ও ভগবন্নিন্দাপরাধের বিচার করিয়াছেন—এই সব অপরাধ খণ্ডাইয়া পরে প্রেম দিয়াছেন। (১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্যের কা কথা, স্বয়ং শচীমাতারও শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অপরাধ হওয়ায় তাহা খণ্ডনের পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রভু প্রেম দিলেন না। আর অধ্যাপক, পঢ়ুয়া কর্ম্মী, নিন্দুকাদি-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"এই সব মোর নিন্দাপরাধ হইতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে। নিস্তারিতে

এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি ॥ ১৩৭
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূরে হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৩৮
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ ১৩৯
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য-গান ॥ ১৪০
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৪১
এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৪২
মথুরা চলিতে প্রেমে যাহাঁ রহি যায়।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৪৩
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল ॥ ১৪৪
পথে যাহাঁ যাহাঁ হয় যমুনা-দর্শন।
তাহাঁ ঝাঁপ দিয়া পড়ে—প্রেমে অচেতন ॥ ১৪৫
মথুরানিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৪৬
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ॥ ১৪৭
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন-হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ১৪৮
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আইলাঙ্ আমি, হৈল বিপরীত। এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ আমাকে প্রণতি করে হয় পাপ ক্ষয়। তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১।১৭।২৫৪-৫৯ ॥" কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর বহু নিন্দা করিয়া অপরাধী হইয়াছে ; এই অপরাধ না খণ্ডিলে তিনি প্রেমভক্তি দিতে পারেন না ; যেহেতু, অপরাধী প্রেমভক্তি গ্রহণ বা রক্ষা করিতে অসমর্থ। ইহাদের অপরাধ-খণ্ডনের উপায় হইতেছে—নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রভুকে প্রণাম বা সম্মান করা। যদি একটুমাত্র প্রণাম বা সম্মান এই সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে তিনি পান, তাহা হইলেই তিনি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দিতে পারেন (১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই অর্থে **অল্পস্বল্পমূল্য** বলিতে প্রভু বোধ হয়—একটু প্রণতি বা তাঁহার প্রতি একটু সম্মানের কথাই লক্ষ্য করিতেছেন। বস্তুতঃ একটু সম্মান পাইয়াই প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণে প্রভু যাইয়া পাদ-প্রক্ষালনের স্থানে বসিয়া যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার কোটি-সূর্য্যসম তেজোময় বপু দেখিয়া প্রকাশানন্দসরস্বতী সমস্ত শিষ্যবৃন্দসহ বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রভুকে বলিলেন—"শ্রীপাদ ঐ অপবিত্র স্থানে কেন বসিয়াছেন, এদিকে আসুন, সভায় আসিয়া বসুন, ইত্যাদি।" এই সম্মানসূচক ব্যবহার পাইয়া প্রভু তাঁহাদের মনের পরিবর্ত্তন বুঝিলেন, তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গিয়া বসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন। ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। **সেই বিপ্রে**—সেই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে। **আত্মসাথ করি**—স্বীয় সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়া।

১৩৮। **তিনজন**—চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

১৪০। **বেণীস্নান**—ত্রিবেণীতে স্নান। **মাধব**—বেণীমাধব-বিগ্রহ ; ইনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

১৪৭। **বিশ্রান্তিতীর্থ**—যমুনার বিশ্রামঘাট ; কংসবধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বিশ্রামঘাট বলে। **জন্মস্থান**—কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। **কেশব**—কেশবনামা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ। ২।১৮।৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। **এক বিপ্র**—মথুরাবাসী একজন ব্রাহ্মণ।

দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
'হরি কৃষ্ণ কহ' দোঁহে বোলে বাহু তুলি ॥ ১৫০
লোক 'হরি হরি' বোলে, কোলাহল হৈল।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৫১
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়—।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥ ১৫২
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া ॥ ১৫৩
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৫৪
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া—॥ ১৫৫
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ? ॥ ১৫৬
বিপ্র কহে—শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥ ১৫৭
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাথে ভিক্ষা কৈলা ॥ ১৫৮
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥ ১৫৯
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণবন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িল ব্রাহ্মণ ॥ ১৬০
প্রভু কহে—তুমি গুরু, আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হৈয়া শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায় ॥ ১৬১
শুনিঞা বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা—।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া ? ॥ ১৬২
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি—।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ? ॥ ১৬৩
কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ—যাহাঁ তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ ॥ ১৬৪
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৬৫
তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া আইল নিজঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥ ১৬৬
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন—॥ ১৬৭
পুরীগোসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ, এই মোর শিক্ষা ॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫১। কেশব-সেবক—কেশব-বিগ্রহের সেবাকারী।

১৫৮। নিলয়ে—গৃহে। মোর হাথে—আমার পাচিত অন্ন। ভিক্ষা কৈলা—আহার করিলেন।

১৬৫। সম্বন্ধে—মহাপ্রভু যে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর অনুশিষ্য, ইহা বলিলেন। ভট্টাচার্য্য—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

১৬৭। প্রভুর আহারের নিমিত্ত বলভদ্র ভট্টাচার্য্যদ্বারা পাক করাইলেন।

১৬৮। প্রভু সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তোমার হাতে আহার করিয়াছেন ; তুমি নিজে পাক করিয়া আমাকেও খাওয়াও। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই অনুসরণীয়।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

এই মোর শিক্ষা—ইহাই পুরীগোস্বামীর নিকট হইতে আমি শিক্ষা পাইলাম।

পুরীগোস্বামী এই বিপ্রের ভক্তি এবং বৈষ্ণবাচার দেখিয়া, তাঁহার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার হাতে খাইয়াছেন ; পুরীগোস্বামীর এই আচরণের শিক্ষা এই যে—যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, সমাজে তাঁহার স্থান যেখানেই থাকুক না কেন,—সামাজিক হিসাবে তিনি আচরণীয় হউন কি অনাচরণীয় হউন, ভোজ্যান্ন হউন কি না হউন, তৎসমস্ত কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার হাতে খাইতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে জাতিমাত্র দুইটী—ভক্ত এবং অভক্ত ; "দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥—জগতে মাত্র দুই রকমের সৃষ্টি—দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈব ; আর যাঁহারা তাহার বিপরীত, তাঁহারা আসুর। ১।৩।১৮ শ্লোকধৃত পাদ্মবচন।" তাই ইতিহাসসমুচ্চয়ের বচন উদ্ধৃত

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৩।২১)—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ১০

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৬৯

তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৭০

মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল—॥ ১৭১

তোমারে ভিক্ষা দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ॥ ১৭২

মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন ॥ ১৭৩

প্রভু কহে—শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৭৪

ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধু-ব্যবহার।
পুরীগোসাঞির আচরণ,—সেই ধর্ম্ম সার ॥ ১৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।—শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ হইলেও বৈষ্ণব ব্যক্তিকে সামান্যজাতিজ্ঞানে নীচ বলিয়া দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব-জনকে সামান্যজাতিরূপে দর্শন করিলে নিরয়ে গমন করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ১০।৮৬॥" পরবর্ত্তী পয়ার হইতে জানা যায়, এই মাথুর-ব্রাহ্মণ সামাজিক হিসাবে অনাচরণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্ত্তী ১৭৬ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু তাঁহার হাতে আহার করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবের সম্বন্ধে সামাজিক জাতিবিচার যে সঙ্গত নহে, প্রভুর আচরণে তাহাই তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন। অবশ্য দক্ষিণে ও পশ্চিমে যাওয়ার সময়ে তিনি সর্ব্বদাই ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া নেন নাই; তাঁহার পার্ষদগণের পীড়াপীড়িতেই তাঁহাকে সঙ্গে লোক নিতে হইয়াছে, একাকী যাওয়াই তাঁহার নিজের ইচ্ছা ছিল।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা করেন, অপরের পক্ষে তাহাই অনুসরণীয়—এইরূপে ১৬৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬৯। **সনোড়িয়া**—মথুরার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইঁহারা অন্য ব্রাহ্মণের অনাচরণীয়।

১৭০। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮-পয়ার হইতে বুঝা যায়, বৈষ্ণব-সনোড়িয়ার পাচিত অন্নই পুরীগোস্বামী অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১৭২। **ভিক্ষা দিব**—তোমার ভিক্ষার অন্ন রান্না করিব। **নাহি তোমার** ইত্যাদি—তুমি ঈশ্বর, স্বতন্ত্র; কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নও। বিধি-নিষেধ হইতেছে জীবের জন্য; কিন্তু প্রভু তুমি তো জীব-তত্ত্ব নও। **বিধি-ব্যবহার**—বিধিসম্মত আচরণ; বিধি-নিষেধের আনুগত্যময় আচরণ।

১৭৩। **মূর্খ লোক**—যাহারা শাস্ত্রমর্ম্ম জানে না, অথবা যাহারা তোমার তত্ত্ব জানে না।

১৭৪-৭৫। **ধর্ম্মস্থাপন-হেতু**—শ্রুতির একমত, স্মৃতির একমত, এক এক ঋষির এক এক মত; সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি বা ঋষিদের মতানুসারে কেহই প্রকৃত ধর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধু-মহাপুরুষদের আচরণ-অনুসারেই চলিতে হইবে; সাধুমহাপুরুষদের আচরণই ধর্ম্ম-স্থাপনের হেতু।

এস্থলে একটী বিষয় প্রণিধান-যোগ্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সাধু বা মহাপুরুষ আছেন। কোনও সাধকের পক্ষে যে কোনও সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের আচরণ সকল সময় বোধ হয় অনুসরণীয় নয়। কোনও মহাপুরুষ যদি শুষ্ক-বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে যাইয়া মহাপ্রসাদাদির প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই আচরণ শুদ্ধা ভক্তিমার্গের সাধকের অনুকরণীয় হইতে পারে না; যেহেতু, তাহাতে শুদ্ধা ভক্তি পুষ্টিলাভ করিবে না। তাই প্রত্যেক সাধকের পক্ষেই স্ব-সম্প্রদায়ের সাধুদের আচরণই অনুসরণীয়। একই সম্প্রদায়ের সাধুদের আচরণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছু থাকা সম্ভব নয়; কারণ, সকলেই শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই পালন করিয়া

তথাহি মহাভারতে, বনপর্ব্বণি (৩১৩১১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অপ্রতিষ্ঠঃ মর্য্যাদাবিহীনঃ বিভিন্নাঃ পৃথক্ পৃথক্ মতান্বিতাঃ মহাজনঃ সাধুঃ । চক্রবর্ত্তী । ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকেন। সাধুদের আচরণের মধ্যেও যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহার অনুসরণ ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে (১।৪।৪-শ্লোকের টীকায় "তৎপর"-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য পয়ারে বিবেচনার বিষয় হইতেছে—সামাজিক প্রথাই অনুসরণীয়, না কি সাধকের পক্ষে শাস্ত্রবিধিই অনুসরণীয়। সনৌড়িয়ার হাতে ভিক্ষা করা সামাজিক বিধির অনুমোদিত নয়; যেহেতু, সনৌড়িয়া অনাচরণীয়। অনাচরণীয়ত্বের মধ্যেই সনৌড়িয়ার সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধি স্থান পাইয়াছে। আবার ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি নিরয়ের হেতু বলিয়াছেন (২।১৭।১৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? সনৌড়িয়ার জাতির বিচার করিয়া তাঁহার হাতে আহার না করিলে সমাজের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় সত্য; কিন্তু ভক্তিপুষ্টির পথে বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা। আবার তাঁহার জাতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার বৈষ্ণবতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার হাতে আহার করিলে সমাজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে; কিন্তু বৈষ্ণবত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, সুতরাং ভক্তিপুষ্টির পথেও কোনও বিঘ্ন জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। সমাজের মর্য্যাদা বড়, না বৈষ্ণবত্বের বা ভক্তির মর্য্যাদা বড়? যাঁহারা সমাজ-বিধান দিয়া গিয়াছেন, সমাজ-ধর্ম্মের ব্যাপারে তাঁহারাও মহাপুরুষ; আর যাঁহারা ভক্তি-শাস্ত্রের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ভক্তিরাজ্যে তাঁহারাও মহাপুরুষ। এস্থলে কাহার আদেশ পালন করিতে হইবে, তাহাই স্ব-সম্প্রদায়ের সাধুদের আচরণদ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামী ভক্তিমার্গের মহাপুরুষ; তাঁহার আচরণই ভক্তভাবে প্রভু অনুসরণ করিয়াছেন।

এই পয়ারে বলা হইয়াছে—সাধুদিগের আচরণই ধর্ম্ম-স্থাপনের হেতু; সাধুদিগের আচরণ দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে—কোন্ আচরণের অনুসরণ করিলে সাধকের ধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং সেই আচরণ যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত হওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না; শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইলে তাহা "ধর্ম্ম-স্থাপনের-হেতু" হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—কোন্‌টী করণীয়, আর কোন্‌টী অকরণীয়, শাস্ত্রোক্তির সাহায্যেই তাহা নির্ণয় করিবে। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ॥ ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

পুরীগোসাঞির ইত্যাদি—পুরীগোস্বামী যে আচরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ আচরণ; সুতরাং তাহাই সকলের অনুসরণীয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮ পয়ারে পুরীগোস্বামীর আচরণের কথা বলা হইয়াছে; তিনি এই সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে ভিক্ষা করিয়াছেন, সনৌড়িয়াকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নিজের আচরণের দ্বারা যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষা যে সকলেরই গ্রহণীয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৮ পয়ারে প্রভু তাহাও বলিয়াছেন। **ধর্ম্মসার**—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম (আচরণ)। **ধর্ম্ম**—আচাররূপ ধর্ম্ম।

শ্লো। ১১। অন্বয়। তর্কঃ (তর্ক) অপ্রতিষ্ঠঃ (প্রতিষ্ঠাহীন), শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিসকল) বিভিন্নাঃ (ভিন্ন ভিন্ন), অসৌ (তিনি) ঋষিঃ (ঋষি) ন (নহেন) যস্য (যাঁহার) মতং (মত) ভিন্নং (ভিন্ন) ন (নহে) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) তত্ত্বং (তত্ত্ব) গুহায়াং (গুহায়—নিভৃতস্থানে) নিহিতং (নিহিত); মহাজনঃ (মহাজনব্যক্তি) যেন (যে পথে) গতঃ (গিয়াছেন) সঃ (তাহাই) পন্থাঃ (পথ)।

অনুবাদ। তর্কদ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় হয় না; শ্রুতি সকলের মতও ভিন্ন ভিন্ন; যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তিনি ঋষিই নহেন, ধর্ম্মতত্ত্ব অতি নিভৃত স্থানে আছে, (অর্থাৎ অতি দুরধিগম্য); অতএব মহাজন (পূর্ব্বাচার্য্য)-গণ যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। ১১

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৭৬
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥ ১৭৭
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরি হরি'।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১৭৮
যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৭৯
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল ॥ ১৮০
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি লৈল ॥ ১৮১
মধুবন তাল-কুমুদ-বহুলা-বন গেলা।
তাহাঁ তাহাঁ স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৮২
পথে গাবীঘটা চরে—প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেঢ়য় আসি হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৮৩
গাবী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাবী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥ ১৮৪
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গকণ্ডূয়ন।
প্রভুসঙ্গে চলে,—নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৮৫
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনুসব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥ ১৮৬
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে—সঙ্গে যায় বাটে বাটে ॥ ১৮৭
(অঙ্গের সৌরভে মৃগ-মৃগী-শৃঙ্গ উঠে।
কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে ॥) ১৮৮
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায় ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রেষ্ঠব্যক্তির আচরণদ্বারাই আচাররূপ ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; এইরূপে ইহা ১১৫ পয়ারের প্রমাণ।

১৭৬। **সেই বিপ্র**—সেই সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। **ভিক্ষা করাইল**—নিজে পাক করিয়া খাওয়াইলেন। **মধুপুরীর**—মথুরার।

১৭৯। **চব্বিশ ঘাট**—চব্বিশ তীর্থ; যথা অবিমুক্ত (১); বিশ্রান্তি (২); গুহ্য বা সংসারমোচন (৩); প্রয়াগ (৪); কনখল (৫); তিন্দুক (৬); সূর্য্য (৭); বটস্বামী (৮); ধ্রুব (৯); ঋষি (১০); মোক্ষ (১১); বোধি (১২); নব (১৩); ধারাপতন (১৪); সংযমন (১৫); নাগ (১৬); ঘটাভরণ (১৭); ব্রহ্ম (১৮); সোম (১৯); সরস্বতী-পতন (২০); চক্র (২১); দশাশ্বমেধ (২২); বিঘ্নরাজ (২৩); ও কোটী (২৪)। (ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ)।

১৮০। **স্বয়ম্ভু ইত্যাদি**—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ। **মহাবিদ্যা**—দেবীমূর্ত্তি।

১৮২। ২।১।২২৫ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু দ্বাদশবনই দর্শন করিয়াছিলেন। ২।১।২২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৩। **গাবীঘটা**—গাভীসকল।

১৮৪। গাভী দেখিয়া ব্রজলীলার গোচারণের কথা স্মরণ হওয়ায় প্রভু প্রেমে স্তব্ধ হইলেন।

১৮৫। **অঙ্গকণ্ডূয়ন**—প্রভু গাভী-সকলের গা চুলকাইয়া দিলেন। ইহা গো-জাতির প্রতি একটি স্নেহ-প্রকাশক-কার্য্য।

১৮৭। **বাটে**—পথে। **মুখদেখি**—প্রভুর মুখ দেখিয়া।

১৮৮। সকল গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

প্রভুর অঙ্গের সৌরভ পাইয়া মৃগ-মৃগীগণ মাথা উপরের দিকে তুলিয়া ধরে, তাহাতে তাহাদের শৃঙ্গও উপরের দিকে উঠে। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেন।

১৮৯। **পিক**—কোকিল। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **শিখী**—ময়ূর।

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ ॥ ১৯০
ফুল-ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায় ॥ ১৯১
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ১৯২
তা-সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সভাসনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥ ১৯৩
প্রতিবৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ১৯৪
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল' বোলে উচ্চৈস্বরে ॥ ১৯৫
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ১৯৬
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক-অঙ্গ—অশ্রু নয়ন ॥ ১৯৭
বৃক্ষ-ডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ ১৯৮
শুক-শারিকা প্রভুর হাথে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পঢ়ে ॥ ১৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯০-৯১। **অঙ্কুর পুলক**—অঙ্কুররূপ পুলক; বৃক্ষলতাদির অঙ্কুরকেই (নূতন পাতার অঙ্কুরকে) তাহাদের পুলক (রোমাঞ্চ) বলা হইয়াছে। **মধু অশ্রু-বরিষণ**—মধুরূপ অশ্রুবর্ষণ; বৃক্ষলতাদি হইতে যে মধু ঝরিতেছিল, তাহাকেই তাহাদের অশ্রুবর্ষণ বলা হইয়াছে।

প্রভুর দর্শনে বৃন্দাবনের তরুলতাদিও প্রেমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—তাহাদের নূতন পত্রাঙ্কুরের উদ্গম হইল, এবং তাহারা মধুক্ষরণ করিতে লাগিল; যেন তাহাদের দেহেও প্রেমজনিত সাত্ত্বিকবিকার দেখা দিল—নূতন অঙ্কুরই যেন তাহাদের রোমাঞ্চ এবং মধুক্ষরণই যেন তাহাদের অশ্রু। ডালগুলি ফল ও ফুলের ভারে নত হইয়া যেন প্রভুর চরণকেই স্পর্শ করিতেছিল; বন্ধুকে দেখিয়া বন্ধু যেমন নানাবিধ উপহার দেয়, বৃক্ষলতাদিও যেন তদ্রূপ প্রভুকে ফল-ফুল উপহার দিতেছিল। **ভেট**—উপহার।

১৯৩। **সভাসনে**—পিক, ভৃঙ্গ, ময়ূর, মৃগ, মৃগী আদি জঙ্গমের সঙ্গে এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবরের সঙ্গে।

তার বশে—স্থাবর-জঙ্গমাদির প্রেমের বশীভূত হইয়া।

কিরূপে প্রভু তাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিলেন, পরবর্তী পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

১৯৪-৯৫। **পুষ্পাদি ইত্যাদি**—ধ্যানে (অর্থাৎ মনে মনে) পুষ্প ও ফলাদি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। **অশ্রুকম্প ইত্যাদি**—প্রভুর দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল।

১৯৬। প্রভু তাহাদিগকে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলায়, স্থাবর-জঙ্গম সকলেই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি করিল—মনে হইতেছিল, তাহারা যেন প্রভুর কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৯। **কৃষ্ণের গুণশ্লোক**—কৃষ্ণের গুণবর্ণনাত্মক শ্লোক। শুক-শারী যে সকল শ্লোক পড়িয়াছিল, সেগুলি নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

শুক-শারী হইল বনের পাখী; তাহারা সংস্কৃত শ্লোক আপনা হইতে পড়িয়াছে—ইহা সাধারণতঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে এবং তাঁহার লীলাস্থানের অচিন্ত্যশক্তিতে—যাহা লৌকিক জগতে অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৃন্দাবন স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম; তাহার পশু-পক্ষি-কীট-বৃক্ষ-লতাদি সমস্তই চিন্ময়। তবে প্রাকৃত জীবের "চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥ প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ। গোপ-গোপী-সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস॥ ১।৫।১৭-৮॥" মায়াবদ্ধ জীবের নিকটই শ্রীবৃন্দাবন একটী প্রাকৃত স্থান বলিয়া মনে হয়; যাঁহাদের প্রেমনেত্র বিকশিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন—দেখিতে পায়েন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩।২৯)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলারমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারেপরার্দ্ধং গুণাঃ
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভুর্ব্বিশ্বং
বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শুকবাক্যং, অস্মদ্দৃশাং স্বামী জগন্মোহনঃ বিশ্বমবতু। বিশ্বজনীনা বিশ্বজনায় হিতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ। অত্র হিতার্থে ঈনঃ। যস্য সৌন্দর্য্যং লালনালে ধৈর্য্যং দলতীতি ধৈর্য্যদলনম্। লীলা রমায়া লক্ষ্মাঃ স্তম্ভিনী বিস্ময়াদিনা স্তম্ভকারিণী। বীর্য্যং কন্দুকীকৃত অদ্রিবর্য্যো গোবর্দ্ধনো যেন তৎ। গুণাঃ পরার্দ্ধতোঽপি অধিকা অমলাশ্চ। শীলং সর্ব্বজনান্ অনুরঞ্জয়তি সুখয়তীতি তৎ। সদানন্দবিধায়িনী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অস্মদ্দৃশ্য বৃন্দাবনের যে অবস্থা ছিল, এখনও সেই অবস্থা ; তখন সেখানে যে সমস্ত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি ছিল, এখনও সে-সমস্ত আছে ; সেই সময়ে এ সমস্ত পশু-পক্ষী-আদি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিত, এখনও সেই ভাবে করিতেছে। আর, শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইলেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ; তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ব-লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য, প্রেমের আশ্রয় রূপে তাঁহার পূর্ব্ব-লীলাস্থলীর মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য। তাঁহার পূর্ব্বপরিকর পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি যে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ১৮৩-২০৩ পয়ারে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই উল্লিখিত রূপ ভাবে বৃন্দাবনের পশু-পক্ষিগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অহো (অহো)। যস্য (যাঁহার) সৌন্দর্য্যং (সৌন্দর্য্য) ললনালিধৈর্য্যদলনং (ললনাগণের ধৈর্য্যকে বিদলিত করে), লীলা (যাঁহার লীলা) রমাস্তম্ভিনী (লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে), বীর্য্যং (যাঁহার বীর্য্যবল) কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (গিরি-গোবর্দ্ধনকে কন্দুকতুল্য করিয়াছে), গুণাঃ (যাঁহার গুণসমূহ) পারে পরার্দ্ধং (পরার্দ্ধেরও অতীত—অনন্ত) অমলাঃ (এবং অমল), শীলং (যাঁহার স্বভাব) সর্ব্বজনানুরঞ্জনং (সকলকে সুখী করে), অয়ং (সেই) অস্মৎ প্রভু (আমাদের প্রভু) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ (বিশ্বমঙ্গলসাধকযশঃশালী) জগন্মোহনঃ (ভুবনমোহন) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বিশ্বং (বিশ্বকে) অবতাৎ (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। যাঁহার সৌন্দর্য্য ললনাগণের ধৈর্য্য দলন করে, যাঁহার লীলা বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে, যাঁহার বল পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনকেও কন্দুক-সদৃশ করিয়াছে, যাঁহার গুণসকল অনন্ত ও অমল, যাঁহার স্বভাব সকলকেই সুখী করে, এবং যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বজনের হিতসাধিনী, সেই আমাদের প্রভু জগন্মোহন-শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে রক্ষা করুন। ১২

এই শ্লোকে শুক শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য হইতেছে **ললনালিধৈর্য্যদলনং**—ললনা (রমণী) সমূহের (সতীত্বরক্ষাবিষয়ক ধৈর্য্যকে) দলন (ধ্বংস) করিতে সমর্থ ; এমন রমণী নাই, যাহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হয়। তাঁহার লীলা (রাসাদি লীলা) হইতেছে **রমাস্তম্ভিনী**—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীকেও আনন্দচমৎকারিতায় স্তম্ভিত করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য (শক্তি—বল) এত বেশী যে, তাহা **কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং**—কন্দুক (গেঁড়ু)-প্রায় করিয়াছে অদ্রিবর্য্যকে (গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ন্যায় এত বড় একটা পর্ব্বতকে—একটা কন্দুককে (গেঁড়ুকে) বালক যেমন অতি সহজে উপরে তুলিয়া ধরে, ঠিক সেই ভাবেই—এক হাতে অনায়াসে উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজীর সংখ্যানির্ণয় করার শক্তি কাহারও নাই, তাহারা পরার্দ্ধ সংখ্যারও অতীত—অনন্ত ; আর প্রত্যেকটী গুণই অমল, নির্ম্মল। আর তাঁহার **শীলং**—স্বভাব **সর্ব্বজনানুরঞ্জনং**—সমস্ত লোকের অনুরঞ্জনে (তৃপ্তিসাধনে) সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ **বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ**—তাঁহার কীর্ত্তি সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে,

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পঢ়য়ে তবে রাধিকাবর্ণন ॥ ২০০

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩০)—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥ ১৩ ॥

পুন শুক কহে—কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২০১

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারীকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়াম্মদনমোহনঃ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শারীবাক্যং, শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা প্রেম। প্রেমা নামপ্রিয়তা হার্দং প্রেমস্নেহ ইত্যমরঃ। সুরূপতা সৌন্দর্য্যং, সুশীলতা সুস্বভাবঃ, নর্ত্তনে গানে চ চাতুরী চতুরত্বং, গুণশ্রেণিরূপা সম্পৎ, কবিতা চ পাণ্ডিত্যঞ্চ রাজতে। কীদৃশী সতী, জগন্মনোমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিত্তমোহিনী। সদানন্দবিধায়িনী। ১৩

শুকবাক্যং স প্রসিদ্ধঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ। চক্রবর্ত্তী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার লীলাগুণাদির কথা শুনিলে বিশ্ববাসী সকলেরই অমঙ্গল দূরীভূত হয়, মঙ্গলের উদয় হয়। আর রূপগুণ-মাধুর্য্যাদিতে তিনি **জগন্মোহনঃ**—সমগ্র জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকে "অস্মাৎ প্রভুর্ব্বিশ্বং" স্থলে "অস্মদ্‌দৃশং বিশ্বং—(আমাদের বিশ্বকে)" এবং "অবতাৎ কৃষ্ণঃ" স্থলে "অবতু স্বামী"-এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

২০০। শুকের মুখে কৃষ্ণবর্ণনা শুনিয়া শারীও শ্রীরাধার গুণবর্ণনা করিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) প্রিয়তা (প্রেম) সুরূপতা (সৌন্দর্য্য) সুশীলতা (সৎস্বভাব) নর্ত্তন-গানচাতুরী (নৃত্য-গীত-চাতুর্য্য) গুণালিসম্পৎ (গুণসমূহরূপ সম্পৎ) কবিতা চ (এবং পাণ্ডিত্য) জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী (জগন্মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে মোহিত করিয়া) রাজতে (বিরাজিত)।

অনুবাদ। হে শুক! আমাদের শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্যগীতে চাতুরী, গুণসম্পত্তি ও কবিত্ব (পাণ্ডিত্য) ইহার প্রত্যেকেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে মোহিত করিয়া শোভা পাইতেছে। ১৩

শারী শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে—"শুক! তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বজনানুরঞ্জন—জগন্মনোমোহন; আমার শ্রীরাধা তাঁহার অপূর্ব্ব গুণসম্পদে তোমার জগন্মনোমোহন-শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও মুগ্ধ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার শ্রীরাধা তোমার কৃষ্ণ হইতেও গরীয়সী।"

২০১। শারীর কথা শুনিয়া শুক আবার বলিল—"শারী, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন; তোমার ব্রজসুন্দরীগণ যে মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া আমার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, আমার কৃষ্ণকে দেখিয়া সেই মদনও মুগ্ধ হইয়া যায়।"—একথা বলিয়া শুক তদনুকূল একটী শ্লোক পড়িল; শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। শারিকে (হে শারিকে)। বংশীধারী (বংশীধারী) জগন্নারীচিত্তহারী (ত্রিভুবনস্থিত ললনাগণের চিত্তহারী) গোপনারীভিঃ (গোপনারীদিগের সহিত) বিহারী (বিহারকারী) সঃ (সেই) মদনমোহনঃ (মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। হে শারিকে। জগন্নারীগণের মনোহারী, গোপাঙ্গনাবিহারী, বংশীধারী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। ১৪

যে মদন কর্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীরাধিকাদি গোপাঙ্গনাগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস বাসনা করেন, সেই মদনও যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। বলা বাহুল্য, এই মদন প্রাকৃত মদন নহে।

পুন শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥ ২০২

তথাহি তত্রৈব (৮।৩২)—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥ ১৫

শুক-শারী উড়ি পুন গেলা বৃক্ষ-ডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ২০৩

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥ ২০৪

প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভু-সন্তর্পণ ॥ ২০৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তব বাক্যে মে ন প্রতীতিঃ স তু মদনং মোহয়তীতি মদনেন মোহিতঃ স কথং ভবেত্তত্রাহ। তৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা স মদনমোহনঃ। অন্যত্র তৎ-সঙ্গাভাবে একস্য মদনস্য কা বার্ত্তা স্থাবরজঙ্গমাত্মক-সর্ব্ববিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনেন মোহিতঃ স্যাৎ। সদানন্দবিধায়িনী। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোকটী শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে এই শ্লোকটী পাওয়া গেল না। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতও শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীরই রচিত; এই শ্লোকটী বোধ হয় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের জন্যই তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

২০২। শুকের কথা শুনিয়া শারী পরিহাস করিয়া শুককে বলিল—"শুক! তুমি যে বলিতেছ, তোমার কৃষ্ণ মদনমোহন; তাহা ঠিকই! কিন্তু কাহার গুণে তিনি মদনমোহন, তাহা কি জান? আমার শ্রীরাধার গুণেই তিনি মদনমোহন। তাই, যতক্ষণ তিনি আমার শ্রীরাধার নিকটে থাকেন, ততক্ষণই তিনি মদনমোহন; কিন্তু আমার শ্রীরাধা যদি কাছে না থাকেন, তাহা হইলে—তোমার বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া পড়েন।"

শুকশারীর এই প্রেমকোন্দল শুনিয়া প্রভুর চিত্তে বিস্ময় ও প্রেমোল্লাস জন্মিল। বনের পাখী শুকশারীর মুখে এই সকল অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া বিস্ময় এবং রাধাকৃষ্ণলীলার উদ্দীপনে প্রেমোল্লাস।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। [শ্রীকৃষ্ণঃ] (শ্রীকৃষ্ণ) যদা (যখন) রাধাসঙ্গে (শ্রীরাধার সঙ্গে) ভাতি (বিরাজ করেন), তদা (তখন) মদনমোহনঃ (মদনমোহন); অন্যথা (অন্য সময়ে—যখন শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকেন, তখন) বিশ্বমোহঃ (বিশ্বমোহন) অপি (ও—হইলেও) স্বয়ং (নিজেই—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই) মদনমোহিতঃ (মদনকর্ত্তৃক মোহিত হয়েন)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে থাকেন, তখনই তিনি মদনমোহন (তখনই তিনি শ্রীরাধার প্রভাবে মদনকে মুগ্ধ করিতে পারেন); কিন্তু শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ মদনকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া থাকেন। ১৫

এই শ্লোক শারীর উক্তি—২০২ পয়ারোক্ত পরিহাসবাক্য।

এই শ্লোকটীও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকটী ঠিক এইরূপ নহে; একটু পার্থক্য আছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোকটী এই:—"তৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যত্র বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।" অর্থ একই। ইহা হয় তো পাঠান্তর।

২০৪। ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের অনুরূপ বলিয়া তাহা দেখিয়া প্রভুর চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত হইল এবং তাহাতেই রাধাভাবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রলয়নামক ভাবের উদয়ে মূর্চ্ছা।

২০৫। সেইত ব্রাহ্মণ—সেই সনোড়িয়া মাথুর ব্রাহ্মণ।

আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ ২০৬
প্রভু-কর্ণে 'কৃষ্ণনাম' কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥ ২০৭
কণ্টক-দুর্গমবনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল ॥ ২০৮
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠি, করেন নর্ত্তন ॥ ২০৯
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায় ॥ ২১০
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২১১
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ-মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ ২১২
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাঢ়ে ভ্রমে যবে বনে ॥ ২১৩
অন্যদেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভট্টাচার্য্যসঙ্গে—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। **সন্তর্পণ**—সেবা-শুশ্রূষা। কিরূপে তাঁহারা প্রভুর সেবা-শুশ্রূষা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ২০৬-১০ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে।

২০৬। তাড়াতাড়ি তাঁহারা প্রভুর বহির্ব্বাস খুলিয়া লইলেন এবং তাহা ভিজাইয়া জল আনিয়া প্রভুর চক্ষুতে ও মুখে জল সিঞ্চন করিলেন (মূর্চ্ছা ভাঙ্গার জন্য) ; আর, কাপড় দিয়া প্রভুর অঙ্গে বাতাস দিতে লাগিলেন।

সেস্থানে অন্য জলপাত্র না থাকায় বহির্ব্বাস ভিজাইয়া জল আনিলেন,—সম্ভবতঃ অপবিত্রজ্ঞানে নিজেদের কাপড় ব্যবহার করিলেন না।

২০৭। মাথুর-ব্রাহ্মণ ও বলভদ্রভট্টাচার্য্য প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলেন ; তাহার ফলে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল, তিনি প্রেমাবেশে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

চেতন পাইল—অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন ; অর্দ্ধবাহ্য না হইয়া পূর্ণ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে কণ্টকময় ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে পারিতেন না।

২০৮। প্রভু যে স্থানে গড়াগড়ি দিতেছিলেন, সে স্থানটি ছিল কণ্টকে (কাঁটায়) পরিপূর্ণ, দুর্গম (খালি পায় হাঁটিয়া যাইতেও পায়ে ও গায়ে কাঁটা লাগে)। এরূপ স্থানে গড়াগড়ি দেওয়াতে প্রভুর সমস্ত দেহে কাঁটার আঘাতে ক্ষত হইয়া গেল ; দেখিয়া ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি প্রভুকে তুলিয়া নিজের কোলে রাখিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

২০৯। তখনও কিন্তু প্রভুর প্রেমাবেশ ছুটে নাই ; তিনি (কৃষ্ণনাম) "বল বল" বলিয়া ভট্টাচার্য্যের কোল হইতে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। **কৃষ্ণাবেশে**—রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের আবেশে।

২১০। তখন ভট্টাচার্য্য ও মাথুর-ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ; প্রভুও নাচিতে নাচিতে পথে চলিতে লাগিলেন।

২১১। **প্রভুর রক্ষার** ইত্যাদি—প্রভু আজ যেরূপ কাঁটার উপর পড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইলেন, এরূপ প্রেমাবেশে আবার কখন কাঁটায় পড়েন, না জলে পড়েন, না কি পাথরের উপরে পড়েন—পড়িয়া আবার বিপন্ন হয়েন, ইত্যাদি ভাবিয়া মাথুর ব্রাহ্মণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন।

২১২-১৩। নীলাচলে অবস্থানকালে প্রভুর যে প্রেমাবেশ ছিল, বৃন্দাবনে বনভ্রমণকালে যে তাহা লক্ষ লক্ষ গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাই এই দুই পয়ারে বলা হইল।

২১৪। বৃন্দাবনে এত বেশী পরিমাণে প্রেমাবেশের হেতু বলিতেছেন। বৃন্দাবনব্যতীত অন্যস্থানে বৃন্দাবনের নাম শুনিলেই যাঁহার প্রেম উছলিয়া উঠে তিনি এক্ষণে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেই উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনেই

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥ ২১৫
এইমত প্রেম—যাবৎ ভ্রমিলা বার-বন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥ ২১৬
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥ ২১৭
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন॥ ২১৮
জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥ ২১৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২২০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভ্রমণ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার প্রেম এরূপ অবস্থায় যে অনেক বেশী পরিমাণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৃন্দাবন প্রেমময় স্থান। যাঁহারা ভক্তজীব, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কণিকামাত্র প্রেম লাভ করিয়া যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ-স্পর্শ করিয়া প্রেমাবেশে আকুল হইয়া পড়েন। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুরূপী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমভাণ্ডারের একচ্ছত্রসম্রাজ্ঞী শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রেমসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বলীলাস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছেন—তাহাতে তাঁহার প্রেমসমুদ্র যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কেবল রসিক জনেরই বেদ্য।

২১৫। প্রেমাবেশে প্রভুর স্নানাহারের অনুসন্ধান নাই; কেবল অভ্যাসের বশেই স্নানাহার করিয়া যাইতেছেন।

২১৬। বারটী বনের প্রত্যেক বনে ভ্রমণের সময়েই প্রভুর উক্তরূপ প্রেমাবেশ হইয়াছিল। **বার বন**—২।১।২২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২১৯। **পাথার**—সমুদ্র; সমুদ্রতুল্য জলপ্লাবন।

বহু কাল পর আবার প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান
শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা, টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন- সহ বিচার বিশ্লেষণাত্মক কোষগ্রন্থ। ইহাতে বহুমুখী প্রভূত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হরিদাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অফুরন্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।
দুই খণ্ড—১৫০০ টাকা
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে
শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত
শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত
প্রায় তিনশত বৎসরের পার্ষদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের ইতিবৃত্ত।
মূল্য ঃ ৪০০ টাকা
ষট্‌সন্দর্ভ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ,
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ
মূল্য ঃ ৯০০ টাকা।
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২১৯৩১০০/৯৪৩২২২৬১২০